সংখ্যা - ১ - ৫০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-
গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমাহিত্য-পরিষদের
একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

চতুর্বিংশ বর্ষ

(বঙ্গাব্দ ১৩৫২ শ্রাবণ হইতে আষাঢ় ১৩৫৩)

সম্পাদক
মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

ঢাকা মঞ্জুষা-প্রিন্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ
ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীগৌরাব্দ—৪৬০

শ্রীশ্রীগোপালভট্ট-সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্থিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

চতুর্বিংশ খণ্ড ১ম-২য় সংখ্যা

৩ শ্রীধর, ৪৫৯ গৌরাব্দ ; ১১ শ্রাবণ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ ; ২৮ জুলাই, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ

প্রবন্ধ-সূচী—১। গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য ১

২। 'কৃপা কি পাই না', অথবা কৃপা কি নাই না ? ৩

৩। শ্রীমধুবার চব্বিশ ঘাট ১১

৪। বিবিধ-প্রসঙ্গ ১৫

'গৌড়ীয়'-গ্রাহকগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী

১। কোনও প্রকার পার্থিব-দুষ্টার অর্থাৎ টাকা-পয়সা-প্রভৃতির বিনিময়ে 'গৌড়ীয়' পাওয়া যাইবে না। লাভিয়া বা বহুলতা, দুর্লভতা, অধিমূল্যতা বা দুষ্কতা, নীচজাতির বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে।

২। ইন্দ্রিয়তর্পণ অকৃত্রিম-ভক্তি, পরমাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, যাবদ্ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয় তোষ ও অন্যাভিলাষ-রহিত উদার ও বিনয়ে ঘনীভূত না হওয়া, তৎপরম্পরা হওয়া, ভক্তি, ভক্ত ও ভক্তিযোগ অলৌকিকত্বে পূর্ণ বিশ্বাস ; প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমস্ত চেষ্টা-শক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের তথানুসন্ধান—এই সকল অব্যভিচারি দৃঢ়তা 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির পক্ষে অত্যাবশ্যক।

৩। যাঁহারা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিতে অকপট ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে 'গৌড়ীয়ে'র **প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মর্ম বা সার-তাৎপর্য্য হৃদয়ে গাঁথিয়া নিজের ভাষায় ও আচরণে পরীক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত** থাকিতে হইবে। তাপহর-চরিত্র দাসকাঙ্ক্ষার সঙ্গ ও কৃপায় নিরপরাধ ও অমৃতের **সুখানুসন্ধানাবেশময়-'চরর'**তে 'গৌড়ীয়' বুঝা যায়, মেধা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বুঝা যায় না।

৪। বিষয়ভোগে অতিশয় লোভী, পুত্র-কলত্র-ধনাদিতে অতীব আসক্ত, আধ্যাত্মিক, বিদ্যালয়ে, ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক অন্বয়ে ভক্তিহীন, বিশেষতঃ ভক্তগণের প্রতি দ্বেষকারী ব্যক্তিকে বা তৎসঙ্গীকে ঋণ ও অজ্ঞতাবশেও 'গৌড়ীয়' প্রদান করিতে কর্তৃপক্ষের অনিচ্ছা নাই। কৃত্রিমতা, প্রাপ্তির অশ্রদ্ধা, অত্যাভিনিবেশ, ভক্তি-শৈথিল্য, নিজের ভক্তি (?) বা সেবার (?) কর্তৃত্বে আত্মাভিমান-প্রভৃতি অপরাধের লক্ষণ এবং বিক্ষেপ, মদ, কষায়, বিষয়াবাপ (জড়ের প্রতি অপরিহার্য্য আসক্তি), অপ্রতিপত্তি (উদ্দেশ্যবিষ্ঠ-হীনতা) প্রভৃতি অনর্থ-লক্ষণে আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে 'গৌড়ীয়ে'র কথার মূল্য নাই।

৫। যাঁহারা ডাক-যোগে 'গৌড়ীয়' প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা ডাক-খরচ আগে প্রেরণ করিবেন। সাময়িক-ভাবে ঠিকানা-পরিবর্তনের জন্য স্থানীয় পোষ্ট-অফিসের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। কোনও 'গৌড়ীয়' না পাইলে পরের সংখ্যার মধ্যে না জানাইলে আর পাওয়া যাইবে না।

৬। 'গৌড়ীয়'-সম্বন্ধে চিঠিপত্রাদি সমস্তই কেবল-মাত্র 'ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেন্টস ডক্টিনরুম, ৯।১।১।১।১, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা'—এই নামে ও ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। —কার্য্যাধ্যক্ষ, 'গৌড়ীয়'

Abbreviated Telegraphic Address of The Secretary, Gaudiya Mission, 16A Kaliprasad Chakravarti Street, P. O. Baghbazar, Calcutta is— "GAUDIYAMAT" Calcutta.

সঙ্ঘ-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

P29549

বিবিধ-প্রসঙ্গ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

অথবা লেখকের মতে বিশ্বনাথের যে 'ভাগবতের টীকা "নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক-ব্যাখ্যা", সেই 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ যে নিজ শ্রীগুরুপরম্পরা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোনও আচার্য্যের নাম-গন্ধও করেন নাই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের 'সারার্থ-দর্শিনী'-টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

রূপং নাম সনাতনং গুরুকৃপাং নিত্যান্ গুণাংস্তত্ত তান্
শ্রীমদ্ভাগবতাত্তথৈব বিদিতান্ দৃষ্টাচ্ছিরোভূষণম্।
দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবতোষণীং প্রভুমতঃ বিদ্যাং সসর্ভতঃ-
টীকাং স্বামানুকল্পিতোঽপি বিদুষে সারার্থসন্দর্শিনীম্।

অর্থাৎ শ্রীল রূপগোস্বামী, শ্রীনাম, শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু, শ্রীগুরুদেবের কৃপা, তাঁহার নিত্যগুণাবলী ও বহু-কালাবধি সেবিত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বিদিত বিষয়-সমূহকে আশ্রয় করিয়া এবং 'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী' ও 'ষট্‌সন্দর্ভ' হইতে শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভুর আশয় অবগত হইয়া শ্রীল শ্রীধর স্বামি-পাদের অনুগ্রহ-প্রাপ্ত আমি এই শ্রীমদ্-ভাগবতের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকা রচনা করিলাম।

তিনি শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের টীকার প্রারম্ভে নিজ গুরু-পরম্পরা এইরূপভাবে প্রদান করিয়াছেন,—

শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাচরণান্ নত্বা গুরূন্ প্রেমতঃ।
শ্রীল-নরোত্তমনাথ-শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভূং সৌমি॥

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ কোন গুরুপরম্পরার উল্লেখ নাই এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুও উক্ত সম্প্রদায়ে স্বয়ংরূপ-তত্ত্ব বলিয়া পূজিত হ'ন না। সুতরাং কি করিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক আচার্য্য হইলেন এবং 'সারার্থ-দর্শিনী' বা কিরূপে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক-ব্যাখ্যা হইল? আর শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া নিম্বার্ক-ভাষ্য রচনা করিবার পরিবর্ত্তে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ভাষ্য ও গৌড়ীয়-আচার্য্য-পদবী কিরূপে লাভ করিলেন? শ্রীল বিশ্বনাথ শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" (ভা ১১।৫।৩২) ও তৎপরবর্ত্তী কয়েকটী শ্লোকের যে শ্রীগৌরহরিপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কি নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক-ব্যাখ্যা?

"ভক্তি, ভগবৎপ্রেম ও ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন পথ নাই—এই সত্যই বিশ্বনাথ জনসমাজে প্রচার করেন।"—'অদ্বৈতবাদ'-গ্রন্থ লেখকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের সম্বন্ধে ইহাও ভ্রমপূর্ণ ও তত্ত্ববিরুদ্ধ উক্তি। শ্রীল বিশ্বনাথ কখনও ভক্তি, ভগবৎপ্রেম ও ভগবৎকৃপাকে 'উপায়' বা 'সাধন' এবং মুক্তিকে 'উপেয়' বা 'সাধ্য' বলেন নাই। শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের লিখিত যে-কোন গ্রন্থ, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের 'সারার্থদর্শিনী' পাঠ করিলে 'অদ্বৈতবাদ'-লেখকের এই উক্তির অসারতা শাস্ত্রদর্শী অতি শিশুও প্রমাণ করিতে পারেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর পদাঙ্কানুসরণে বিশুদ্ধ শুদ্ধভক্তি-সাহিত্য রচনা করিয়া ভূতলে শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট সংস্থাপন এবং রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-সমূহ নিরাস করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-জগতের প্রামাণিক মহাজন ও আচার্য্যরূপে সম্পূজিত হইয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর তদ্রচিত 'আনন্দচন্দ্রিকা'-নাম্নী টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

যৎ মজ্জনপ্রতিপদস্তত-পঙ্কজাল-
ঙ্কারাবলির্ঘনরসধ্বনিসৎপ্রসাদা।
শ্রীরূপবাগমৃতসিন্ধুনদী মদীয়ং
ক্লেশঃ প্রবিশ্য দধতাং দধতাপশেষম্॥
তেভ্যঃ শ্রীজীবগোস্বামিচরণেভ্যো নমো নমঃ।
সিন্ধুকোটিগভীরাণাং মতং যেষাং কৃপামৃতম্॥

যেখনদী শ্রীগঙ্গা যেরূপ সুধীগণ-কর্ত্তৃক সংস্তুত শ্রীশঙ্করের অলঙ্কার হইয়াছেন, প্রবাহের মধুর কলনাদে সাধুগণকে অনুগ্রহ করিতেছেন, সেইরূপ সমস্ত সুধীকর্ত্তৃক প্রশংসিত মঙ্গলময় অলঙ্কারযুক্ত নিবিড় রস, ধ্বনি ও সাধুপ্রসাদগুণ-শালিনী শ্রীরূপ-বাক্য-সুধা আমার চিত্তে প্রবেশ করিয়া নিখিল পরিতাপ দূরীভূত করুন। যাঁহার কৃপামৃত কোটি-সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীরবুদ্ধি সাধুগণের পূজিত, সেই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-চরণকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতেছি।

শ্রীশ্রীগোপালভট্ট-সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

২৪শ খণ্ড } ৩ শ্রীধর, ৪৫৯ গৌরাব্দ ; ১২ই শ্রাবণ, ১৩৫২ ; ২৮শে জুলাই, ১৯৪৫ { ১ম-২য় সংখ্যা

গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য

গৌড়ীয়গণের বৈশিষ্ট্য—অসমোর্দ্ধ। (১) প্রথম বৈশিষ্ট্য হইতেছে—'প্রমাণ'। যথার্থ জ্ঞানের নাম—'প্রমা'। যাহার দ্বারা যথার্থ বস্তুজ্ঞান-লাভ হয়, তাহাকে 'প্রমাণ' বলে। প্রমাণের মধ্যে বেদ বা শ্রুতিই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কারণ, অন্যান্য সকল প্রমাণই অতীন্দ্রিয়বস্তু সম্বন্ধে নির্দ্দোষ হইতে পারে না। 'বেদ'-শব্দের দ্বারা জ্ঞান ও অনুভব বুঝায়। শব্দ-প্রমাণ বা শ্রুতির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ; কারণ, শ্রীমদ্ভাগবত—রসময়ী শ্রুতি। শ্রীমদ্ভাগবত পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে তিনটি লক্ষণ বলিয়াছেন,—পূর্ণ, সনাতন ও পরমানন্দস্বরূপ। পূর্ণ—অখণ্ড, অব্যাহতশক্তি ; সনাতন—চেতন, যিনি কর্ত্তৃত্বশক্তি পরিচালন করিতে পারেন ; পরমানন্দ—যাঁহাতে নিরানন্দ বা মায়া নাই। সৎ, চিৎ ও আনন্দ—পরতত্ত্বের এরূপ তিনটি নির্দ্দোষ সম্পূর্ণ লক্ষণ এ-পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারেন নাই। "বদন্তি তত্তত্ত্ব-বিদস্তত্ত্বং" শ্লোকে পরতত্ত্বের সম্পূর্ণ লক্ষণ বর্ণিত আছে। তত্ত্বদর্শিগণ বলেন,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্", অদ্বিতীয়বস্তুই তত্ত্ব। তাঁহার তিনটি প্রতীতি বা আবির্ভাব ; একটী অস্পষ্ট-বিশেষ ও দুইটী স্পষ্টবিশেষ। বিশেষ-ধর্ম্ম যেখানে দেখা যায় না, বিশেষ যেখানে গুপ্ত-সুপ্ত ও যেখানে শক্তির পরিচয় নাই, তথায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাবির্ভাব। দর্শকের দর্শনশক্তি-অনুসারে নির্ধর্ম্মকরূপে প্রতীত পরতত্ত্ববস্তুকে ব্রহ্ম বলা যায়। সধর্ম্মক হইলে আর এক-প্রকার দর্শনে স্পষ্ট-বিশেষযুক্ত, আংশিক শক্তির প্রকাশবিশিষ্ট তত্ত্ব পরমাত্মরূপে প্রতীত হ'ন। পূর্ণদর্শনে সম্পূর্ণ-স্বরূপশক্তির প্রকাশশীল বস্তুকে 'ভগবান্' বলে। ভগবান্—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র বৈরাগ্য, সমগ্র শ্রী ও সমগ্র জ্ঞানের আধার। নিরুপাধিক-প্রীতির পাত্রত্বই ভগবানের অসাধারণ লক্ষণ ; 'নিরুপাধিক' শব্দটীর অর্থ—স্বাভাবিক, অবিচ্ছিন্ন ও বাস্তব ; তিনি ভালবাসেন ও ভালবাসাদ্বারা বশীভূত হ'ন। এইটীই ভগবত্তার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। ভগবানের যত-কিছু রূপ, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপটী শ্রেষ্ঠ ; 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রী—শোভা, সম্পত্তি ; শ্রী বা মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যকে বশীভূত করে। শক্তির ত্রিবিধ পরিচয়—স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী, সন্ধিৎ ও সন্ধিনী—এই তিনটি প্রভাবযুক্ত। পরমাত্মা—জীব ও মায়াশক্তি লইয়াই অধিকভাবে ক্রীড়া করেন। পরতত্ত্বের এই আংশিক প্রকাশ যোগীদের নিকট প্রকটিত। ভগবত্তার মধ্যে নিরুপাধিক-প্রীতির পাত্রত্ব যতটি যত প্রকাশিত হয়, ততই শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণে নিরুপাধিকী প্রীতির পাত্রত্বস্বরূপটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সুতরাং অংশী শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবত অংশ-প্রতিপাদক শাস্ত্রগণের মধ্যে চক্রবর্ত্তি-চূড়ামণি। শ্রীকৃষ্ণলোক ত্রিতল—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল। শ্রীদ্বারকানাথ অপেক্ষা শ্রীমথুরানাথে,

তদপেক্ষা শ্রীগোকুলনাথে নিরুপাধিক-প্রীতির পাত্রত্ব-স্বরূপটি অধিক প্রকাশিত। প্রীতির স্তরের মধ্যে অধিরূঢ়-মহাভাব শ্রেষ্ঠ। সেই অধিরূঢ়-মহাভাব-স্বরূপের নিকট প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণরূপ, সম্বন্ধবিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং তাঁহাকে প্রতিপাদন করেন যে শাস্ত্র, তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব অধিসংরক্ষিত সত্য। ধর্ম্ম-প্রচারকদের নিকট আবির্ভূত যত কিছু শাস্ত্র, সমস্তই শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ, সোপান বা বিকৃতি। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ ও প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবত—পূর্ণ বা অংশী, আর সমস্তই তাঁহার অংশ। পরতত্ত্ববস্তুর প্রতিপাদক যত কিছু শাস্ত্র, সমস্তই শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্ভুক্ত।

(২) দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে—'উপাস্য তত্ত্ব'। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নিরুপাধি-প্রীতির পাত্রত্বই ভগবত্তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ। আবার সেই নিরুপাধি-প্রীতির পাত্রটির প্রতি প্রীতি যাঁহার যত বেশী, তাঁহার নিকট তত অধিক পরিমাণে প্রীতির পাত্রত্বগুণটি বা মাধুর্য্যটি প্রকাশিত হয়। শ্রীগোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণে নিরুপাধি-প্রীতির পাত্রত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহার মধ্যে আবার যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণ-আরাধিকার আনুগত্যে মধুররসে উপাসনা করেন, তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত যে শ্রীগোকুলনাথ, তাঁহারই মাধুর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মধুররসের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে। অসংখ্য-সেবিকাযূথ-পরিবেষ্টিতা ও শ্রীরূপাদির সর্ব্বেন্দ্রিয়-সেবিতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আরাধিকার যে প্রাণবন্ধু, তাহাই উপাস্য-বিচারে পরাকাষ্ঠাস্বরূপ।

(৩) তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—'মন্ত্র'। 'ঋষি'-শব্দে দ্রষ্টা অর্থাৎ যাঁহারা অপ্রাকৃত দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে মন্ত্র প্রতিভাত হয়। নিরুপাধি-প্রীতির লক্ষণযুক্ত যে পরতত্ত্ববস্তু, তাঁহার প্রতি নিরুপাধিকী, আনুকূল্যময়ী প্রীতি যাঁহার যত বেশী, তাঁহার (সেবার) রুচিকর আনন্দজনক যাঁহার হৃদয়, তাঁহার নিকট মন্ত্রও তত বেশী প্রতিভাত হয়। কামবীজ ও কামগায়ত্রী-মন্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রীতির আবির্ভাব যত বেশী, ততই হৃদয় স্বচ্ছ হয়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আরাধিকার হৃদয়টি সর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছ; কেন-না, প্রীতির আবির্ভাব তাঁহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠ-আরাধিকা-দয়িতের যে মন্ত্র, তাহা মন্ত্র-বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(৪) চতুর্থ বৈশিষ্ট্য—'আধার'। "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো" ইত্যাদি শ্লোকের আশয়ানুসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আরাধিকা যেখানে অন্তরে-বাহিরে পরতম তত্ত্ববস্তুকে সাক্ষাৎ করেন ও করান, তাঁহার সেই 'শ্রীকুণ্ড' স্থান-বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেন-না, পূর্ণতম বস্তু সেখানে পূর্ণতম সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতায় ক্রীড়াবাধুরী বিস্তার করেন।

(৫) পঞ্চম বৈশিষ্ট্য—'উপকরণ'। পরমেশ্বরের উপাসনা পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত ও পরমৈশ্বর্য্যহীন—দুই ভাবে হয়। পরমৈশ্বর্য্যহীন উপাসনা কি? দেশ-কাল-পাত্রের অপেক্ষা-রহিত অব্যাহত উপাসনা যাহার দ্বারা হয়, তাহা সাধন-ভক্তি বা শ্রীগান্ধর্ব্বা-বল্লভের আনুকূল্যময় অনুশীলন, ইহা স্বাভাবিকী গাঢ়তৃষ্ণা। জীব বিকলাঙ্গ, ইন্দ্রিয়হীন হইতে পারে, কিন্তু মনঃশূন্য হইতে পারে না। নিরবচ্ছিন্ন অমৃত-ধারাবৎ সুধানুসন্ধান-স্মৃতিই—চিত্তের আনুকূল্যময় অভিনিবেশ বা আবেশই সাধন-ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। ইহা জগতের কোন দ্রব্যের অপেক্ষা করে না। এই অনুকূলা গাঢ়-তৃষ্ণা-দ্বারাই তাঁহাকে সহজে পাওয়া যায়। সেই জাতীয় মহতের কৃপাফলে অথবা নিরুপাধি-প্রীতির পাত্রের কৃপা-ফলে সেই মন পাওয়া যায়। সেই মহৎ, নিরুপাধি-প্রীতির পাত্রকে যে-ভাবে ভালবাসেন, তাঁহার সঙ্গক্রমে সেই ভাবটি পাওয়া যাইবে।

(৬) ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য—'প্রয়োজন'—বিমুক্তি বা প্রীতি। পরতত্ত্বের জ্ঞান বা 'অনুভব'-শব্দের অর্থ—সাক্ষাৎকার অর্থাৎ ভালবাসা। ভালবাসার বৈচিত্র্য আছে। কান্ত, পুত্র, বন্ধু, প্রভু ও নিরপেক্ষভাবে তাঁহাকে ভালবাসা যায়। কান্তভাবে ভালবাসা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহার মধ্যে আবার যে প্রীতির আধারের নিকট শ্রীগান্ধর্ব্বা-দয়িত স্বাধীনভাবে প্রকটিত হ'ন, সেই প্রীতি প্রীতি-বিচারে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পরতত্ত্বের স্বরূপানন্দ ও স্বরূপ-শক্তির সাহচর্য্যে প্রকাশিত আনন্দভেদে আনন্দ দুই-প্রকার। স্বরূপানন্দ—ব্রহ্ম। শক্ত্যানন্দ—প্রীতির আধার যিনি, তাঁহার নিকট হইতে প্রীতির পাত্র যে আনন্দ লাভ করেন। স্বরূপানন্দ হইতে শক্ত্যানন্দেরই শ্রেষ্ঠতা। তাহার মধ্যে হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশেই আনন্দ অধিক। তিনি উপাসক ও উপাস্য—দুই জনকেই আনন্দ দেন। হ্লাদিনী শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ—শ্রীগান্ধর্ব্বা। সেই শ্রীগান্ধর্ব্বা ও তাঁহার আনুকূল্য-বিধানকারিণীগণ-সেবিত পরতত্ত্বের প্রতি

সেই সঙ্গিনীগণের আত্মকূল্যময়ী যে প্রীতি, তাহাই প্রয়োজন-বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(৭) সপ্তম বৈশিষ্ট্য—**'জীবতত্ত্বের বিচার'**। মায়াধীশ ভগবান্ ও মায়াবশযোগ্য জীব, সুতরাং উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে। আবার, শক্তি-শক্তিমদ্‌বিচারে অভেদ। ইহাদের মধ্যে আবার পরিমাণগত ভেদ আছে। এই যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচার, ইহা 'বাদ' নহে, 'সিদ্ধান্ত'।

শাস্ত্র, মন্ত্র, উপাস্যতত্ত্ব-নির্ণয়, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, ধাম, উপকরণ (অভিধেয়—প্রাপ্তির উপায়), প্রয়োজন, জীব ও মায়া-সম্বন্ধে যে বিচার, ইহার দ্বারা গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য জানা যায়। পূর্ণতম বস্তুর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বস্তু; সুতরাং পূর্ণতম বস্তুর উপাসক গৌড়ীয় সকল-সম্প্রদায়ের অংশী। তাহারই অন্তর্গত অন্য সমস্ত সম্প্রদায়। শ্রীকৃষ্ণ যদি দেবতাবিশেষ হ'ন, তাহা হইলে গৌড়ীয় একটি সম্প্রদায়-বিশেষ হইবে; আর যদি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" হ'ন, তাহা হইলে গৌড়ীয়ও নিশ্চয়ই স্বয়ংরূপ-সম্প্রদায় বা সকল-সম্প্রদায়ের আকর।

গৌড়ীয়গণের শাস্ত্র, মন্ত্র, ঋষি, উপাস্য, সাধন, ধাম, প্রয়োজন—সমস্তই পরমেশ্বর। গৌড়ীয়গণের মন্ত্রের মধ্যে সমস্ত মন্ত্র, উপাস্যের মধ্যে ব্রহ্ম-পরমাত্মাবির্ভাব, ঋষি—শ্রীগান্ধর্ব্বার মধ্যে সমস্ত উপাসক, সাধনের মধ্যে সমস্ত সাধন ও প্রয়োজন-পরাকাষ্ঠার মধ্যে সমস্ত প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত আছে। যে-স্থানে জড়ীয় ভেদ, সে-স্থানেই 'বাদ' উপস্থিত হইয়াছে। মুক্তিকে তখনই কৈতব বলা হইয়াছে, যখন কেবলাদ্বৈতবাদিগণ মুক্তিকে প্রেমভক্তি হইতে পৃথক্ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভক্তি হইতে জ্ঞানকে স্বতন্ত্র সাধনরূপে গণনা করিবার চেষ্টা হইয়াছে বলিয়াই নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানকে গর্হণ করা হইয়াছে। ভক্তি—আনুকূল্যময়ী গাঢ়তৃষ্ণা, তাহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয়, তখন ভক্তি—জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগের আশ্রয়। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পৃথক্ যে শাস্ত্র, সেটি আংশিক; বিপর্য্যস্ত-দৃষ্টি লইয়া পরতত্ত্ববস্তুর আলোচনা হইয়াছে বলিয়াই উহাকে গর্হণ করা হইয়াছে।

গৌড়ীয়ের মূল মহাজন—শ্রীগৌর-বিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামি-প্রভু। তাঁহার অভিন্ন-হৃদয়বান্ধব শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন; তাঁহাদের অনুগত চারি গোস্বামী। উক্ত শ্রীরূপানুগবর আচার্য্য-চতুষ্টয়ের দ্বারায় অসমোর্দ্ধ সুদুর্লভ সৌভাগ্যফলে জন্ম-লাভ হইলে ঐ আকর পরমেশ্বর, শাস্ত্র, মন্ত্র, উপাস্য-প্রভৃতির কথার উপলব্ধি হইবে। গৌড়ীয়গণকে 'মাধ্ব' বলিলে তত্ত্ববিচারে খুব ভুল হয় না; পূর্ব্বকে 'অংশ' বলিলে তত্ত্বগত বিচারে দোষ না হইলেও রসবিচারে ত্রুটি হয়। ভগবানের আবির্ভাব-সময়ে শ্রীব্রহ্মার নিকট প্রকাশিত শ্রীক্ষীরোদশায়ীর বাণী দৃষ্ট-প্রস্তাবভাবে বিষ্ণুর কথা হইলেও উহা স্বয়ংরূপের কথা বলিয়াই বিদ্বদ্‌গণ জানেন। গৌড়ীয়গণের কৃপাতেই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর স্পর্শন, তাহাতে অবতরণ, নিমজ্জন, অবগাহন, সন্তরণ ও তাহা হইতে রত্ন-আহরণ সম্ভব, অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নহে।

"কৃপা কি পাই না, অথবা কৃপা কি লই না ?"

সকলেই সাধু-গুরু-মহতের নিকট "কৃপা করুন, কৃপা করুন"—এরূপ প্রার্থনা করেন। 'শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভ' শ্রবণ করিবার পর মহতের কৃপাদৃষ্টিপ্রাপ্ত ব্যক্তির সৌভাগ্যের কথা অথবা কুবের-পুত্র নলকূবর-মণিগ্রীবের শ্রীনারদের অহৈতুকী বিশেষ-কৃপাপ্রাপ্তির দ্বারা পরমপ্রয়োজন-লাভের কথা জানিয়া আমরা অনেকেই মহতের 'বিশেষ-কৃপা' প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইয়াছি। এরূপ কৃপা-প্রার্থনা কিন্তু অন্যায়ও নহে; কারণ, প্রাচীন মহাজনগণও এইরূপ 'বিশেষ-কৃপা' প্রার্থনা করিয়াছেন,—

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥

আমাদের ঐরূপ বিশেষ-কৃপাপ্রার্থনার মধ্যে মহাজনের এই প্রার্থনার অনুকরণ আছে বটে, কিন্তু অকৃত্রিমতা নাই অর্থাৎ আমাদের যে কৃপাপ্রার্থনা, তাহা অন্যান্য কৃপার প্রার্থনা

নহে। আমাদের কৃপাপ্রার্থনার অভিনয়ের মধ্যে অনেক অভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে, আন্তরিকতা ত' নাই-ই। আমরা নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট অর্থাৎ বিমুখ থাকিব, এমন কি, কৃপা মূর্ত্তিমতী হইয়া আমাদের প্রত্যক্ষীভূতা হইলেও আমরা তাহাকে পদদলিতা (?) করিব, অথচ মুখে কৃপাপ্রার্থনার ছলনা দেখাইয়া পরোক্ষে কৃপাদাতার কৃপণতাই প্রমাণিত করিব! কৃপাসিন্ধু শ্রীগুরুপাদপদ্ম যখন অরূপ হইয়া তাঁহার কৃপা-কৃপাণে আমার জন্মজন্মান্তরের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিতে উদ্যত হ'ন, তখন আমি আমাকে শত আবরণে আবৃত করিয়া রাখি! অমায়ার কৃপার শতধারার এক বিন্দুও যাহাতে কোনরূপে আমার মস্তকোপরি পতিত হইতে না পারে তজ্জন্য মায়ার কত প্রকার যে রক্ষা-কবচ (?) পরিধান করি, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কারুণ্যঘনাঘন-শ্রীগুরুপাদপদ্ম-নিঃসৃতা কৃপাকাদম্বিনী সহস্রধারায় সর্ব্বক্ষণ বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু আমি যে তাহার একটী কণাও গ্রহণ করি না; বরং শত চেষ্টা করিয়া, সহস্র উপায় উদ্ভাবন করিয়া, লক্ষ কৌশল সৃষ্টি করিয়া, তাহা হইতে আত্মরক্ষা (?) করিবার প্রযত্ন করি! শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার অভাব নাই। কত কৃপা চাই? আমি চাই—নিরুপাধিকী প্রীতি (?), আমি চাই—রাগময়ী ভক্তি (?), আমি চাই—ব্রজানুগতি (?)। তিনি সমস্তই অকাতরে আমায় এখনই দিতে প্রস্তুত, এই মুহূর্ত্তেই আমি পরম প্রয়োজন-লাভে কৃতকৃতার্থ হইতে পারি। কিন্তু আমি কি সত্য সত্যই সেই কৃপা বরণ করিতে অভিলাষী? আমি কি সত্য সত্যই সেই কৃপার কাঙ্গাল? আমার অন্তর কি সত্য সত্যই সেই কৃপার জন্য আর্ত্ত? অন্তরস্থল যখন খুঁজিয়া দেখি, তখন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা-'রঞ্জন-রশ্মি'র সম্পাতালোকেই দেখিতে পাই—আমার হৃদয় অকাভিলাষ-আবর্জ্জনার একটি আস্তাকুঁড়। সেই আস্তাকুঁড়ের আবর্জ্জনাগুলি আমার চতুষ্পার্শ্বে স্তূপাকৃতি করিয়া সেই বৌদ্ধ-স্তূপের তলে আমাকে ঢাকিয়া রাখিতে চাই, পাছে অমায়া কৃপার একটী কণিকামাত্রও কোনরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করে। ইহাই হইল আমার হৃদয়ের নিখুঁত ছবি, আর বাহিরে যে কৃপাপ্রার্থনার ভণিতা, তাহা কেবল কৃপালুকে কৃপণতা-দোষে দোষী ও আমাকে নির্দ্দোষ বলিয়া স্থাপনের কৌশলমাত্র। এই কৌশলের মধ্যে কখনও বা অজ্ঞাতসারে আত্মবঞ্চনা আছে, কখনও বা মায়ার পারিপার্শ্বিকতা যে নিসর্গ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার মোহনতুলিকার কোমলস্পর্শ আছে। কাজেই কৃপাপ্রার্থনার ঐরূপ নাট্যের মধ্যে আপনাকে অকৃপার অর্থাৎ বঞ্চনার আবরণে আবৃত করিবারই মায়া-বিরচিত নৈসর্গিক বিধান দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন কি ভাবে অমন্দোদয়-দয়ানিধির নিকট অমায়ার কৃপা ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বর্ণন করিয়াছেন,—

সাকর-মল্লিক আর রূপ—দুই ভাই।
দুই প্রতি কৃপাদৃষ্ট্যে চাহিলা গোসাঞি॥
দূরে থাকি' দুই ভাই দণ্ডবত করি'।
কাকুবাদ করেন দশনে তৃণ ধরি'॥
* * *
আজন্ম বিষয়ভোগে হইনু মোহিত।
না ভজিনু তোমার চরণ—নিজ হিত॥
তোমার ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠী না করিনু।
তোমার কীর্ত্তন না করিনু, না শুনিনু॥
রাজপাত্র করি' মোরে বঞ্চনা করিলা।
তবে মোরে মনুষ্যজনম কেনে দিলা?
যে মনুষ্যজন্ম লাগি' দেবে কাম্য করে'।
হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু, মোরে॥
এবে এই কৃপা কর' অমায়া হইয়া।
বৃক্ষমূলে পড়ি' থাকোঁ তোর নাম লৈয়া॥
যে তোমার প্রিয়পাত্র লওয়াহ তোমারে।
অবশেষ-পাত্র যেন হও তাঁ'র দ্বারে॥

(চৈ ভা অ ৯।২৩৯-৪০, ২৪৬-৫১)

শ্রীরূপ-সনাতন অমায়ার কৃপার যে বাস্তব আদর্শ প্রকট করিয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির নিকট যে অমন্দোদয়-দয়ার বাস্তবস্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা সাহিত্য বা কাব্যের প্রদর্শনীতে সজ্জিত করিয়া অথবা সরাগবক্তার বাগ্‌বৈখরীর পণ্যদ্রব্যরূপে পরিণত করিয়া গণ-মনোরঞ্জন এক কথা, আর সেই বাস্তব আদর্শ সমগ্র-সত্তা দিয়া বরণ করিবার আর্ত্তি ও প্রযত্ন আর এক কথা। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীশ্রীস্বরূপ-দামোদরের সেই অমায়ার কৃপা বা অমন্দোদয়-দয়ার বাস্তব

আদর্শ তাঁহাদের নিত্য শিষ্য শ্রীশ্রীরঘুনাথ-শ্রীশ্রীজীবাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'আমরা মহতের নিকট হইতে কৃপা চাই, কখনও বা 'বিশেষ-কৃপা' চাই; কিন্তু তাঁহারা যখন কৃপা দিতে আসেন, এমন কি, কৃপামৃত হাতে তুলিয়া দেন, তখন আমরা কৃপাকে দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কোটি-যোজন দূরে শত্রুভীত পলাতিকের ন্যায় পবনবেগে পলায়ন করি। ইহাই হইল আমাদের কৃপা-প্রার্থনার অভিনয়-মঞ্চের নেপথ্যে গুপ্ত রহস্য।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম যখন আমাকে সেবা প্রদান করেন, আমাকে নিষ্কিঞ্চনতার অপার্থিব ভূষণে ভূষিত করিতে চা'ন, তখন আমি মনে করি—'আমি ত' ঠকিলাম! পৃথিবীর কোটি কোটি লোক, অথবা অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধার্মিকগণ, এমন কি, আমার অপর সতীর্থনামধারী ত' সমস্ত বজায় রাখিয়া সাধুত্বের প্রতিষ্ঠা পাইতেছেন, তবে আমি কেন শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের কিঙ্করানুকিঙ্করগণের পাদত্রাণ-বাহী অকিঞ্চনের আদর্শটী বরণ করিব?' এক সময় শ্রীগৌরহরি শ্রীশ্রীধর-পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

> • • শ্রীধর, তুমি যে অনুক্ষণ।
> 'হরি হরি' বল', তবে দুঃখ কি কারণ?
> লক্ষ্মীকান্তে সেবন করিয়া কেনে তুমি।
> অন্ন-বস্ত্রে দুঃখ পাও, কহ, দেখি শুনি?
> • • দেখিলাম গাঁঠি দশ ঠাঁই।
> ঘরে বোল, দেখিতেছি খড়গাছি নাই॥
> দেখ, এই চণ্ডী-বিষহরিরে পূজিয়া।
> কে না ঘরে খায়, পরে' সব নগরিয়া?

(চৈ ভা আ ১২।১৮৩-৮৪, ১৮৬-৮৭)

"শ্রীধর! তুমি সর্ব্বক্ষণ হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছ, মনে-প্রাণে শ্রীলক্ষ্মীকান্তের সেবা করিতেছ, অথচ দেখি, তোমার অন্ন-বস্ত্রের অভাব! তুমি যে বস্ত্র পরিধান করিয়াছ, তাহার দশ-বিশ স্থানে গ্রন্থি; আর তুমি যে ঘরে বাস করিতেছ, তাহার চালে এক-গাছিও খড় নাই। আর দেখ, এই নবদ্বীপনগরে চণ্ডী-বিষহরিপ্রভৃতি দেবতাগণকে পূজা করিয়া লোকে কিরূপ সুখে-স্বচ্ছন্দে আহার-বিহার করিতেছে!"

শ্রীধরকে পরীক্ষা করিবার লীলার মধ্যে শ্রীবিশ্বম্ভর জগৎকে অমন্দোদয়-দয়ার স্বরূপ শিক্ষা দিবার এক ভঙ্গী করিলেন। তখন শ্রীধর জানাইলেন, পাপে-পুণ্যে বিষয়ভোগ বা দোলা-ঘোড়ায় আরোহণ, উত্তম প্রাসাচ্ছাদন লাভ বা আত্মীয়-স্বজন লইয়া প্রাচুর্য্য ও স্বচ্ছলতার মধ্যে আহার-বিহার প্রভৃতি অমন্দোদয়-দয়ানিধির কৃপার নিদর্শন নহে।

কৃপাসিন্ধু ভগবান্ যখন যে-ভাবে রাখেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে কৃপা বলিয়া বরণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সুখানুসন্ধানে স্বাভাবিক প্রীতিবিশিষ্ট হওয়াই প্রীতির লক্ষণ। অপরাধময়ী চিত্তবৃত্তি আগন্তুক অন্নাদর বা সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে অর্থাৎ আত্মরক্ষণকেই কৃপা মনে করে।

কিছুদিন পূর্ব্বে চট্টগ্রামে গমনকালে ট্রেণে একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত আলাপ হইয়াছিল। তিনি চট্টগ্রামের কোন 'ঠাকুরের' শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং তাঁহার 'ঠাকুরের' অর্থাৎ গুরুদেবের মাহাত্ম্য ও প্রভাব জ্ঞাপন করিয়া আমাদিগকে বলিলেন,—"ঠাকুরের যে-সকল শিষ্য আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই দীক্ষা-গ্রহণের পর ধনী ও মানী হইয়াছেন। অত্যন্ত দরিদ্রও সেই ঠাকুরের কৃপায় লক্ষপতি হইয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।"

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক সিদ্ধ ব্রহ্মচারি-নামধারী ব্যক্তির এক শিষ্য বলিয়াছিলেন যে, তিনি পূর্ব্বে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁহার গুরুর আদেশে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের একটি কারখানা খুলিয়া বিশ্ববিশ্রুত ব্যবসায়ী ও ধনী হইয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার শ্রীগুরুদেবের কৃপার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীশ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু যাঁহাকে 'অমন্দোদয়-দয়ানিধি', শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু যাঁহাকে 'মহাবদান্য', শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যাঁহাকে কৃপাবুধি' বলিয়া স্তব করিয়াছেন, তাঁহার কৃপার সাক্ষ্য ও পরিচয় অন্য আকারে দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন সেই কৃপাবুধি শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপার ফল এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

> তাহান কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
> রাজ্যপদ ছাড়ি' করে' ভিক্ষুকের কর্ম্ম॥
> কলিযুগে তা'র সাক্ষী—শ্রীবিরি-খাস।
> রাজ্যপদ ছাড়ি' যাঁ'র অরণ্যে বিলাস॥
> যে-বিভব-নিমিত্ত জগতে কাম্য করে'।
> পাইয়াও কৃষ্ণদাস তাহা পরিহরে॥

তাবৎ রাজ্যাদি-পদ 'সুখ' করি' মানে'।
ভক্তি-সুখ-মহিমা তাবৎ নাহি জানে॥'
রাজ্যাদি সুখের কথা, সে থাকুক দূরে।
মোক্ষ-সুখো 'অল্প মানে' কৃষ্ণ অনুচরে॥
(চৈ ভা আ ১৩।১৯১-৯৫)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অবতারময়ী কৃপালব শুদ্ধভক্তের পরিচয়প্রদানমুখে কীর্তন করিয়াছেন,—

সেই 'শুদ্ধভক্ত', যে তোমা' ভজে তোমা' লাগি'।
আপনার সুখ-দুঃখে নহে ভোগ-ভাগী।
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁ'রে তোমার চরণ॥
(চৈ চ ম ২২।৫৫-৭৬)

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদাগপুভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥
(ভা ১০।১৪।৮)

রাজপুত্র শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপার স্বরূপ এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে?
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে?
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন?
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন?
• • •
হরি হরি! আর কবে পালটিবে দশা।
এ-সব করিয়া মনে, যা'ব বৃন্দাবন-বনে,
এই মনে করিয়াছি আশা॥
ধন-জন-পুত্র-দারে, এ-সব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যা'ব।
সব দুঃখ পরিহরি', বৃন্দাবনে বাস করি',
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥
• • •
করঙ্গ, কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কান্থা গায়ে দিয়া,
তেয়াগিব সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হ'বে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়?
• • •
ত্যজিয়া শয়নসুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হ'বে অঙ্গ?
ষড়রস ভোজন দূরে পরিহরি'।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী?
পরিক্রমা করিয়া বেড়া'ব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই' যমুনা পুলিনে॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব-নিকটে॥

শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই সকল মর্ম্ম-বাণীর মধ্যে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অহৈতুকী কৃপার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব শ্রীবিষ্ণুভক্তের ভগবৎপ্রীতি বা বিমুক্তিরূপ ভগবদনুগ্রহ এবং শ্রীশিবাদি-দেবতাভক্তগণের নানাপ্রকার বিভূতি-প্রাপ্তিরূপ দেবানুগ্রহের কথা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

দেবাসুরমনুষ্যেষু যে ভক্তস্যাশিষঃ শিবম্।
প্রায়শ্চ ধনিনো লোভা ন তু লক্ষ্মীঃ পতিং হরিম্॥
(ভা ১০।৮৮।১)

হে রাজন্! দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা চিতা-ভস্ম-কপালপাত্রাদি চিহ্নের দ্বারা অমঙ্গল-প্রতীক-রূপে প্রতীয়মান ভোগবিরাগী শঙ্করের উপাসনা করেন, তাঁহারা দেখি, প্রায়ই ধনী হ'ন; আর যাঁহারা সর্ব্বভোগাস্পদ শ্রীলক্ষ্মীকান্তের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগকে প্রায়ই ভোগত্যাগী অকিঞ্চন দেখিতে পাওয়া যায়,—ইহার কারণ কি?

ইহার উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিয়াছিলেন,—শঙ্কর—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কারাত্মক; সেই অহঙ্কার হইতেই মন, দশেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত—এই বিকারপদার্থ-সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিকার-সমূহের মধ্যে উপস্থগত, জিহ্বাগত ও মানস সুখের বশবর্ত্তী হইয়া রুদ্রের আরাধনা করিয়া প্রার্থনানুরূপ সর্ব্বপ্রকার বিভূতি লাভ করা যায়; পরন্তু, শ্রীহরি সর্ব্বদর্শী, প্রকৃতির অতীত, সাক্ষী ও সাক্ষাৎ গুণাতীত পুরুষোত্তম। সুতরাং তাঁহার আরাধনা করিলে জীব তাদৃশ গুণাতীতই হইয়া থাকে। শ্রীযুধিষ্ঠিরও শ্রীকৃষ্ণকে উপরি-উক্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে

শ্রীকৃষ্ণ যে উত্তর প্রদান করেন, তাহাতে শ্রীভগবানের প্রকৃত অনুগ্রহ বা কৃপার স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্ ॥
স যদা বিতদোদ্যোগো নির্ব্বিণ্ণঃ স্যাদ্ধনেহয়া।
মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্ ॥
তদ্ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্।
বিজ্ঞায়াদ্বয়তত্ত্বা ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে ॥

(ভা ১০।৮৮.৮-১০)

হে রাজন্! আমি যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাঁহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষয়-পরিত্যাগে ইচ্ছুক হইয়াও কোনক্রমে বিদ্যমান বিষয়-সমূহে কথঞ্চিৎ লিপ্ত হইয়া ক্লেশগ্রস্ত হয়, আমি তাঁহার বিষয় হরণ করিয়া থাকি, তাঁহার পক্ষে ঐ বিষয়হরণই অনুগ্রহস্বরূপ হয়। অতএব পুত্র-কলত্রাদি স্বজনগণ তাদৃশ পুনঃপুনঃ দুঃখিতের ন্যায় প্রতীয়মান পূর্ব্বোক্ত নির্ধন পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি বন্ধুগণের আগ্রহে পুনরায় অর্থ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেও আমার অনুগ্রহে উক্ত বিষয়ে বিফলপ্রযত্ন হইয়া নির্ব্বেদ-গ্রস্তচিত্তে আমার ভক্তগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলে আমি তাহার প্রতি মদীয় অসাধারণ অনুগ্রহ প্রকাশ করি। তৎকালে মদীয় কৃপাযুক্ত তাদৃশ বিবেকী ব্যক্তি সত্য, চিন্ময়, অনন্ত, পরম, অব্যক্ত ব্রহ্মবস্তুকে নিজ আত্মা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠরূপে অনুভব করিয়া আনুষঙ্গিকভাবে সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ, শ্রীদেবকী-শ্রীবসুদেবাদি শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিতা যাদবগণ ও গোপগোপীগণ ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের স্নেহময়ী ও প্রীতিময়ী সেবা করিয়াও কেন বাহ্যদৃষ্টিতে বিপদে পতিত হইয়াছিলেন? কষ্টে পাতিত করিয়া অনুগ্রহ করাও ত' ভক্তবৎসল ভগবানের সর্ব্বত্র স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায় না? তাহা হইলে শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীধ্রুব-প্রভৃতি বিষ্ণুভক্তগণের ভগবদ্ভজনফলে ঐশ্বর্য্যলাভের কিরূপে সঙ্গতি হয়? তবে কি বিভিন্ন ভগবদ্ভক্ত বিভিন্ন-প্রকার কর্ম্ম-ফলের অধীন হইয়া কেহ আগন্তিক দুঃখ, কেহ বা আগন্তিক সুখ লাভ করেন? শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর স্বকৃত-টীকায় ইহার সমাধান করিতেছেন,—

"একে ত' ভগবানের ভজন করিতে আসিয়া ধননাশ-জনিত দুঃখ হইল, তৎপরে আবার আত্মীয়স্বজনগণ পরিত্যাগ করায় দুঃখের উপর পুনরায় দুঃখ হইল। তাহা হইলে, ভক্তগণও কি কর্ম্মফলের অধীন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—

এই দুঃখ শ্রীভগবানের দ্বারা প্রদত্ত বলিয়া কর্ম্মফল নহে, সুখও ভক্তগণের কর্ম্মের ফল নহে, কিন্তু তাহা ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। প্রথম স্কন্ধে 'বর্ণয়ন্ত আপবর্গ্য' এই শ্লোকে ভীষ্মদেবের উক্তিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ভক্তগণের ভক্তিমাত্র আরব্ধ হইলেই অপ্রারব্ধ, কূট, বীজ ও প্রারব্ধ-কর্ম্মফলসমূহের ক্রমে ক্রমে বিনাশ হয়, যেমন পদ্মের সহস্র দল যুগপৎ মুহূর্ত্ত-মধ্যেই ক্রমিকভাবে বিদ্ধ হইয়া থাকে; ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের অভিমত। শ্রীগোপাল-তাপনী শ্রুতি বলেন,—'শ্রীগোবিন্দের ভজনই ভক্তি, তাহা ঐহিক ও পারত্রিক উপাধির নিরাস করিয়া শ্রীগোবিন্দের প্রতি মনের স্থৈর্য্য-সাধন। ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য-নামে কথিত।' ইহার অর্থ এইরূপ—উপাধিনৈরাস্য-দ্বারা অর্থাৎ কামনাশূন্য হইয়া, মনঃকল্পন অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মনঃ-প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়োগ; ইহাই ভজন এবং উহাকেই 'নৈষ্কর্ম্ম্য' বলা হয়। তাৎপর্য্য এই যে, তৎ-শব্দের দ্বারা ভজন ও নৈষ্কর্ম্ম্যের সমানাধিকরণ হওয়ায় অর্থাৎ উভয়শব্দে একই বস্তুর ধর্ম্ম প্রকাশ করায় ভজনের আরম্ভেই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মের নাশ হইয়া থাকে। আবার ভজনের ক্রমোন্নতি ও তাহার ফলপ্রতিপাদক ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি হইতেই দেহস্থিতি নির্ব্বাহিত হয়।

প্রারব্ধফলের ন্যায় যে সুখ ও দুঃখ দেখা যায়, তাহা ভগবৎ-কর্ত্তৃকই প্রদত্ত। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যথা—'তমহমখণ্ডভাগুভয়োঃ'। তর্ক হইতে পারে যে, ভক্তের প্রতি স্নেহশীল ভগবান্ ভক্তকে দুঃখ দেন কেন? তদুত্তরে বলা যায়,—হাঁ, এই বাক্য সত্য; পিতা পুত্রবৎসল হইয়াও পুত্রকে ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া যেইরূপ তাহাকে অধ্যয়নাদির ক্লেশ দিয়া থাকেন এবং তাহাতে পিতার স্নেহের পরিমাণ একমাত্র তিনিই জানেন, কিন্তু তৎকালে পুত্রও জানিতে পারে না, ইহাও সেইরূপ।

শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীধ্রুব-প্রভৃতি ভক্তকে ভোগ ও সম্পদের সুখমাত্র প্রদান করায় সাধকদিগকে হিতৈষী ভগবান্ কেবল দুঃখ দেন, এইরূপও বলিতে পার না। সিদ্ধগণের শিরোমণি শ্রীধৃষ্টির-প্রভৃতিকেও ক্লেশদান করত হয়। 'যদ্য ধর্ম্মসুতো রাজন্' (ভা ১।৯।১৫) ইত্যাদি শ্লোকে 'সুহৃৎ কৃষ্ণস্তুতো বিপং' ইত্যাদি ভীষ্মবাক্য তাহার প্রমাণ। অতএব 'হে রাজন্! কোনও পুরুষ শ্রীভগবানের বিধানেচ্ছা জানিতে পারেন না।'—এইরূপ শ্রীভীষ্মবাক্য থাকায় শ্রীভগবানের বিধান সেই ভক্তবৎসলই একাকী জানেন, অপরে কেহ জানেন না। ইহাই সিদ্ধান্ত। যাহা কিছু সেই বিষয়ে সমাধান করা যায়, তাহাও তাঁহাতেই দর্শনীয়।

যদি বলা হয়—নিজ কর্ম্মজন্য ও ভগবৎপ্রদত্ত, এই উভয়-প্রকার সুখ-দুঃখের ভোগাত্মবিষয়ে তুল্যতা থাকায় কি পার্থক্য আছে? বলা যাইতেছে—**কর্ম্মফল-স্বরূপ সুখ ও দুঃখের ভোগদ্বারা পরিসমাপ্তি হইলেও তাহার বীজ থাকেই** এবং ঐ ভোগীর নরকে পতন হয় এবং কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বা অধমতার অনুসারে ভোগীর সুখ ও দুঃখের তারতম্য হয়। **কিন্তু ভগবানের প্রদত্ত সুখদুঃখাদির বীজ একমাত্র তদীয় ইচ্ছা, তাহাও যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু ভোগ হইবে, তাহার পরে আর থাকিবে না।** আবার 'জিহ্বা ন বক্তি' (ভা ৬।৩।২৯) ইত্যাদি শ্রীযমের বাক্যানুসারে তাহার নরকে পাতও হয় না, অথচ ভগবানের স্নেহাতিরেক-বশতঃ অতিশয় দুঃখভোগও তাহার নাই। অতএব **কর্ম্মজনিত ও ভগবৎকৃত দুঃখাদি যথাক্রমে শত্রু-কৃত ও মাতৃকৃত তাড়নজনিত দুঃখের ন্যায়।** বিষ ও অমৃতের তুল্য উভয়ের কিরূপে সাম্য হইতে পারে, ইহাই বিবেচনীয়।

যদি বল, ভগবান্ সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ, অতএব ভক্তকে দুঃখ দান না করিলে কি তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না? ইহা সত্য; তিনি লীলাসমুদ্র, অতএব উহাতে নিজ প্রয়োজন সিদ্ধিই হয় না। ভক্তিযোগের বহুত্ব-রক্ষার নিমিত্ত, অপর নানা-মতের বিনাশ-সাধনের অভাবজন্য এবং **ভক্তের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে কখনও কখনও প্রিয়গণকে দুঃখ-প্রদানেও তাঁহাদেরই পরিণাম সুখকর হয়।** যেমন লোচনযুগলে কটুতর অঞ্জন-দানে তাহার পরিণামে **শুভফল** উৎপাদিত হয়।

যদি ভক্তগণকে ভগবান্ কেবল সুখীই করিতেন, তাহা হইলে 'সাধুগণের পরিত্রাণ ও পাপীর বিনাশের নিমিত্ত ভগবদাবির্ভাব'—এই শ্রীগীতোক্ত নিমিত্তের অভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম-প্রভৃতির অবতারও হইত না। ঐ-সকল অবতার না হইলে রাস-প্রভৃতি লীলামৃতসমুদ্রে ভক্তগণের ক্রীড়া কিরূপে সম্ভব হইত?

আবার যদি বল, সাধুর দুঃখ হইতে পরিত্রাণরূপ নিমিত্ত-ব্যতীত ভগবানের অবতারে কি দোষ হইয়া থাকে? সত্য; হে ভ্রাতঃ, তুমি রসবিষয়ে অভিজ্ঞ নহ। শ্রবণ কর, রাত্রি থাকাতেই সূর্য্যোদয় শোভা পায়, গ্রীষ্ম থাকাতেই শীতলজল সুখপ্রদ, শীত থাকাতেই গরম জল আরামদায়ক হয়। অন্ধকারেই দীপের শোভা, আলোকে দীপের শোভা হয় না। ক্ষুধার পীড়া থাকিলেই অন্ন অতীব স্বাদু হইয়া থাকে। অতএব অধিক বিস্তারে প্রয়োজন নাই।"

শ্রীভগবান্ যখন স্বতন্ত্র ইচ্ছাবশে তাঁহার ভক্তগণকে সুখ ও দুঃখ প্রদান করেন, তখন 'জাগতিক সুখ-সম্পদ্ও থাকিল, ভক্তও হইলাম'—এরূপ বাসনা না করিয়া কেই বা দুঃখপ্রাপ্তির সহিত ভগবদ্ভজন আকাঙ্ক্ষা করিবেন? এ-স্থানে বিচার্য্য এই যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত কখনও স্বতন্ত্রভাবে নিজ সুখ বা দুঃখ কোনটীই কামনা করেন না; তিনি, সর্ব্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীভগবান্ সুখ ও দুঃখের মধ্যে যখন যেটী বিধান করেন, তাহাই তাঁহার কৃপা বলিয়া বরণ করেন। যিনি 'সুখসম্পদ্ও থাকুক, ভগবদ্ভজনও থাকুক',—এরূপ অভিলাষ করেন, তাঁহার ভক্তি কেবলা নহে, বরং দুঃখের মধ্যে শ্রীভগবানের জন্য উৎকণ্ঠা অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া ভগবদ্ভক্তগণ দুঃখকেই ভগবদ্ভজনের অধিক অনুকূল মনে করেন। শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতিমুখে বলিয়াছিলেন,—

> বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো!
> ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥
> জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
> নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥
> নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে।
> আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ॥
>
> (ভা ১।৮।২৫-২৭)

হে জগদ্গুরো শ্রীকৃষ্ণ ! যে-সকল বিপৎ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে তোমার সংসারনাশক সুদুর্লভ দর্শনলাভ ঘটে, আমাদিগের সেই সমস্ত বিপদ্ যেন সর্ব্বক্ষণই উপস্থিত হয়। হে শ্রীকৃষ্ণ ! উচ্চকুল, ধন, পাণ্ডিত্য ও রূপাদি লাভ করিবার ফলে যে ব্যক্তির অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি একমাত্র নিষ্কিঞ্চন ভক্তের লভ্য তোমার নাম কখনও কীর্ত্তন করিতে পারে না। তুমি অকিঞ্চনগণের একমাত্র ধন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু 'অকিঞ্চন'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-ব্যতীত সুখৈশ্বর্য্যমোক্ষাদি কোন বস্তুই যাঁহার নিকট উপাদেয় বোধ হয় না, তাঁহাকেই বলিয়াছেন। আর শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও প্রাকৃতবস্তু নাই পরন্তু পূর্ণচিদানন্দস্বরূপ ভগবদ্বস্তুই যাঁহাদের একমাত্র সত্তা, তাঁহাদিগকে 'অকিঞ্চন' বলিয়াছেন। সেইরূপ অকিঞ্চন ঐকান্তিক ভক্তগণের ধন—শ্রীকৃষ্ণ। ভগবদ্ভক্তগণের মায়াগুণবৃত্তি হইতে উদ্ভিতা সম্পদ্ উপস্থিত হয় না। হে শ্রীকৃষ্ণ ! তোমা' হইতে বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হইয়াছে। তুমি আত্মারাম স্বভক্তের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং একমাত্র কেবলা প্রীতির পাত্রের জীবনসর্ব্বস্ব। তোমাকে নমস্কার। শ্রীকুন্তীদেবী আরও বলিয়াছিলেন,—

অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ ! বিশ্বমূর্ত্তে ! স্বকেষু মে।
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু ॥
ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ॥

(ভা ১।৮।৪১-৪২)

হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বাত্মন্ ! হে বিশ্বমূর্ত্তে ! আমার আত্মীয়, পাণ্ডবগণ ও যাদবগণের প্রতি আমার এই চিত্ত-ব্যাকুলতারূপ যে স্নেহবন্ধন আছে, তাহা ছিন্ন করিয়া দাও। হে মাধব ! সমুদ্রপতন-সময়ে গঙ্গা যেমন নৌকাকে বিঘ্ন বলিয়া গণ্য করে না, আমার মতিও সেইরূপ তোমাকে প্রীতি করিতে যেন কোন বিঘ্ন গণ্য না করে।

শ্রীকুন্তীদেবীর এই উক্তিতে নিজসম্বন্ধাদি-হেতুকা প্রীতি নিষেধ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিরই স্বীকার লক্ষিত হইতেছে। শ্রীকুন্তীদেবীর পুত্র পাণ্ডবগণ ও তাঁহার পিতৃবংশ-সম্ভূত যাদবগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণপারিকর। তাহা সত্ত্বেও শ্রীকুন্তীদেবী প্রীতি-সাধকের যেন কোনরূপ সম্বন্ধ-হেতুকা প্রীতি না থাকে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই আরাধ্যা হয়, তাহা জ্ঞাপনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট ঐরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অতএব সাধারণ প্রীতিসাধকগণ যে নিজ-দেহসম্বন্ধাদি-হেতুকা প্রীতিকে ছেদন করিবার জন্য যত্নশীল হইবেন, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? যিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ হইতেও শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রিয়, সেই প্রেমিক চূড়ামণি শ্রীউদ্ধব মহারাজও শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন (ভা ১১।২৯।৩৯-৪০),—

বৃক্ষণশ্চ যে সুদৃঢ়ঃ স্নেহপাশো, দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকসাত্বতেষু।
প্রসারিতঃ সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে ত্বয়া স্বমায়য়া হ্যাত্মসুবোধহেতিনা ॥
নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ ! প্রপন্নমনুশাধি মাম্।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥

হে দেব ! প্রজাবৃদ্ধিকামনায় দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক, যাদব-প্রভৃতি স্বজনগণের প্রতি আপনি নিজমায়াবলে আমার যে সুদৃঢ় স্নেহপাশ বিস্তৃত করিয়াছিলেন, অদ্য আপনিই আত্মতত্ত্বজ্ঞানরূপ শস্ত্রদ্বারা সেই স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়াছেন। হে মহাযোগিন্ ! আমি আপনার উদ্দেশে প্রণাম করিতেছি। হে দেব ! যেরূপে ভবদীয় পাদপদ্ম-যুগলে নিত্যকাল আসক্তি বর্ত্তমান থাকে, এই আশ্রিত জনকে সেরূপ শিক্ষা প্রদান করুন।

শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি ভক্তগণ দুঃখকে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বলিয়া বরণ করিয়াছেন এবং তাহাতে বিন্দুমাত্রও ক্ষুব্ধ হ'ন নাই ; আবার সেরূপ ভগবানের প্রদত্ত সুখেও বিহ্বল হইয়া যা'ন নাই। তাই শ্রীসূতগোস্বামি-প্রভু বলিতেছেন,—

সম্পদঃ ক্রতবো লোকা মহিষী ভ্রাতরো মহী।
অনুযীপাধিপত্যঞ্চ যশশ্চ ত্রিদিবং গতম্ ॥
কিং তে কামাঃ সুরস্পার্হা মুকুন্দমনসো দ্বিজ !
অধিজহ্নুর্মুদং রাজ্ঞঃ ক্ষুধিতস্য যথেতরে ॥

(ভা ১।১২।৫-৬)

মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরের দেবতাগণের বাঞ্ছনীয় সম্পদ্, বহু যজ্ঞ, ভক্তপালিত সত্যাদি পুণ্যলোকসমূহ, দ্রৌপদীর ন্যায় মহিষী, ভীমসেনাদির ন্যায় ভ্রাতৃবৃন্দ, শাসিতা পৃথিবী, অনুযীপের ন্যায় বিস্তৃত সাম্রাজ্যের আধিপত্য ও স্বর্গবিস্তৃত-কীর্ত্তি—সমস্ত বিষয়ই ছিল। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির যেরূপ ক্ষুন্নিবৃত্তিকারক অন্ন-ব্যতীত মাল্যচন্দনাদি ভোগ্য বস্তুতে চিত্ত প্রসন্ন হয় না, তাঁহার অবস্থাও সেরূপই হইয়াছিল।

অতএব যে-সকল ভক্তের দুঃখে পতিত হইবার কালে অভিভূত থাকিবার ন্যায় জাগতিক সুখসম্পদের লেশমাত্র লাভ করিয়াও তাহাতে অবিহ্বলতা দৃষ্ট হয়, তাঁহাদেরই শ্রীভগবানে প্রীতির উদয় হইয়াছে, নতুবা, এদিক্-ওদিক্ দুইদিক্ রাখিয়া অর্থাৎ বৈষয়িক সুখভোগে আসক্তি ও ভগবদ্ভক্তের প্রতিষ্ঠা একাধারে লাভ করিবার পাটোয়ারী বুদ্ধি থাকিলে উহা ভগবৎপ্রীতি নহে, উহা কেবল আত্মবঞ্চনা। কেবলা প্রীতির ইহাই স্বভাব যে, ভগবান্ মুক্তি-প্রবৃত্তি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেও ভগবদ্ভক্ত সেবা-ব্যতীত আর কিছু গ্রহণ করেন না।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
(ভা ৩।২৯।১৩)

যখন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাসগৃহে মহাপ্রকাশলীলা প্রকট করিয়া শ্রীশ্রীধরকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন,—

• • শ্রীধর, বাছিয়া মাগ' বর।
অষ্টসিদ্ধি দিমু আমি তোমার গোচর ॥
(চৈ ভা ম ৯।২২০)

তখন শ্রীশ্রীধর বলিলেন (চৈ ভা ম ৯।২২১),—

• • প্রভু, আরও ভাঁড়াইবা ?
থাকহ নিশ্চিন্তে তুমি আর না পারিবা ॥

শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন (চৈ ভা ম ৯।২২২),—

• • দরশন মোর ব্যর্থ নয়।
অবশ্য পাইবা বর, যেই চিত্তে লয় ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনঃপুনঃ শ্রীশ্রীধরকে "বর মাগ, বর মাগ" বলিয়া অনুরোধ করিতে থাকিলে শ্রীশ্রীধরকে একটী বর মাগিতে হইল। সেই বরটী এই (চৈ ভা ম ৯।২২৪-২৫),—

যে ব্রাহ্মণ কাড়ি' নিল মোর খোলাপাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম-জন্ম নাথ ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁ'র চরণযুগল ॥

তখন শ্রীবিশ্বম্ভর হাসিতে হাসিতে শ্রীধরকে বলিলেন,—

• • • শুনহ, শ্রীধর !
এক মহারাজ্যে করোঁ তোমারে ঈশ্বর ॥
(চৈ ভা ম ৯।২২৮)

তখন শ্রীশ্রীধর বলিলেন,—

• • মুক্তি কিছুই না চাও।
যেন কথা', প্রভু, যেন তোর নাম গাও ॥
(চৈ ভা ম ৯।২২৯)

এবার শ্রীভগবান্ দেখিলেন—ভক্ত তাঁহাকে পরাভূত করিয়াছে। তাঁহার মায়ায় ভক্তের মতিভেদ হইতে পারে না। তাই ভক্তের নিকট পরাজিত পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীধরকে বলিলেন (চৈ ভা ম ৯।২৩০-৩১),—

• • শ্রীধর ! আমার তুমি দাস।
এতেকে দেখিলা তুমি আমার প্রকাশ ॥
এতেকে তোমার মতি-ভেদ না হইল।
যেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল ॥

শ্রীশ্রীধর শ্রীগৌরহরির নিত্যসিদ্ধ শুদ্ধ দাস। সুতরাং কেন তাঁহার মতিভেদ হইবে ? তিনি কেন প্রাকৃত বিষয় প্রার্থনা করিবেন ? এই প্রাকৃত জগতে যাঁহার যে-বিষয়ের অভাব, তিনি সে-বিষয়ের কাঙ্গাল হ'ন। যাঁহার অর্থের অভাব, তিনি অর্থের প্রার্থী ; যাঁহার ভূমির অভাব, তিনি ভূমিকামী ; যাঁহার রূপের অভাব, তিনি রূপের ভিক্ষুক ; যাঁহার পাণ্ডিত্যের অভাব, তিনি পাণ্ডিত্যের কাঙ্গাল হ'ন, কিন্তু নিরুপাধিক ভক্ত কোন প্রাকৃত অভাবকে 'অভাব' জ্ঞান করেন না ; কারণ, তিনি অস্থায়ী অভাবের রাজ্যে না থাকিয়া স্থায়ি-ভাব-ভক্তির রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস গাহিয়াছেন,—

কলামূল্য বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বর না দেখিবে তাহা ॥
(চৈ ভা ম ৯।২৩৫)

যখন শ্রীস্বরূপরূপানুগবর পরমকরুণ গুরুপাদপদ্ম আমাদিগকেও এইরূপ অমায়ার কৃপা অর্থাৎ সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি-পর্য্যন্ত-বিকারী প্রেম-সেবোত্তরা ভক্তি-প্রদানে উদ্যত হ'ন, তখন কি আমরা তাহার গ্রাহক হই, না কেবল গ্রন্থের পত্রমধ্যে, সরাগ-বক্তার বাক্‌চাতুর্য্যের মধ্যে উহা আবদ্ধ রাখিয়া ভগবদ্ভক্তের প্রতিষ্ঠা লুণ্ঠন করিতে যত্নবান্ হই ? শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদিগকে এরূপ কৃপা করিতে উদ্‌গ্রীব। তাঁহার কৃপার মধ্যে কোন কৃপণতা নাই, কিন্তু আমি যে কৃপণ, ক্ষুদ্র, অন্যাভিলাষী, বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম জাগতিক বিষয়সম্পত্তি প্রদান

করিয়া যদি আমাকে পরীক্ষা করিতেন, তবে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতামই না, আমার অস্তিত্বের নিশ্চয়ই হইত। কিন্তু তিনি যে সর্ব্বক্ষণ আমার অহৈতুক-কৃপাবিতরণে মুক্তহস্ত, তাহাতেও ত' আমি তাঁহার কৃপাকে দুইহস্তে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছি। আমি যাহাকে 'বিশেষ-কৃপা' মনে করি, তাহা এই যে, আমি স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিবই, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিমুখ থাকিবই, তিনি কেন আমাকে অচেতন-পদার্থের ন্যায় উন্মুখ করিয়া দেন না অর্থাৎ আমার বিমুখতা বজায় রাখাইয়াও কেন প্রেমিক করিয়া দেন না? বস্তুতঃ একাধারে প্রেমিক ও কামুক থাকা অসম্ভব। তাই বলি—আমার কৃপাপ্রার্থনার অভিনয় কেবল আত্মবঞ্চনা। বস্তুতঃ উহা কৃপাপ্রার্থনা নহে, কৃপালুকে কূটনৈতিক কৌশলে দোষারোপ করা অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ সঞ্চয় করা।

কৃপা আমি মোটেই চাহি না। অযাচকনামধেয় কৃপা গ্রহণ করিব না বলিয়া আমি মায়ার সঙ্গে একটী চিরস্থায়ি-চুক্তি করিয়াছি। মায়াধীশ বেশ বুঝিতে পারেন যে, আমার বিশেষ-কৃপাপ্রার্থনার মুখোসটী তাঁহারই চেড়ীগণের দ্বারা নির্ম্মিত; তাই মায়াধীশ নিশ্চিন্ত, সঙ্গে-সঙ্গে আমিও নিশ্চিন্ত—এত নিশ্চিন্ত বলিয়া আমার হৃদয়ে একটুকুও অকৃত্রিম দৈন্য নাই, চক্ষুতে একবিন্দুও জল নাই; তৎপরিবর্ত্তে আছে—যাবতীয় ফল আত্মসাৎ করিবার সর্ব্বগ্রাসিনী ক্ষুধা, লৌহ অপেক্ষা কঠিন হৃদয় ও তৎসহচর মাৎসর্য্য, কৌটিল্য, পরচ্ছিদ্রানুসন্ধান, জড়াহঙ্কার, অন্যাভিলাষের ধ্যান, কৃপা ও শরণাগতির প্রতি আন্তরিক-অশ্রদ্ধা, আর কেবলমাত্র বাহিরে শ্রদ্ধালুগণের পাংক্তেয় হইবার অভিসন্ধিতে মুখে কৃপা ও শরণাগতির বল-স্বীকারের অভিনয়!

শ্রীমথুরার চব্বিশ ঘাট

শ্রীমথুরাধামে শ্রাবণী শুক্লা একাদশী-তিথিতে অনেকেই পঞ্চক্রোশী শ্রীমথুরা পরিক্রম করিয়া থাকেন। ফলকামিগণ কামনাসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং কৃষ্ণপ্রীতিকামিগণ কৃষ্ণপ্রীতি-লাভের উদ্দেশ্যে শ্রীমথুরা পরিক্রম করেন। এই পরিক্রম 'পঞ্চক্রোশী পরিক্রম'-নামে প্রসিদ্ধ হইলেও পরিক্রমের পথ পঞ্চক্রোশ অর্থাৎ দশ মাইলের কিছু কম হইবে।

শ্রীশ্রীবিশ্রান্তি-তীর্থের সন্নিকটস্থ সতীবৃক্ষ' ও তৎসংলগ্ন রাজ-ঘাটের উপরেই শ্রীমথুরা-গৌড়ীয় মঠ অবস্থিত। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে শ্রীমথুরা-গৌড়ীয়মঠের সম্মুখস্থ রাজঘাটের মর্ম্মর-মণ্ডিত সোপানাবলীতে শ্রীযমুনাদেবী উপনীতা হইয়া সকলকে কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন। প্রত্যহই বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত শত-শত তীর্থযাত্রী তথা ব্রজবাসিগণ এই স্থানে স্নান, দান, পূজা আরতি, দীপদান, স্তবপাঠ, কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। রাজঘাটে শ্রীযমুনার উপরই একটি অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিম্নে রাজরাজেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই ঘাটের উপরে কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে বিখ্যাত সতীবৃক্ষ। স্থানীয় পাণ্ডাগণের মতে 'অস্তি' ও 'প্রাপ্তি'-নাম্নী জরাসন্ধের দুই কন্যা, যাঁহারা কংসের মহিষী ছিলেন, তন্মধ্যে অস্তি কংসবধের পর কংসের সহিত চিতায় আরোহণ করিয়া 'সতী' (সহমৃতা) হইয়াছিলেন। তাঁহারই সমাধির উপর উক্ত 'সতী-বৃক্ষ' বা উচ্চ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। কংসের অন্যতমা মহিষী প্রাপ্তি দুঃখার্ত্তা হইয়া নিজ পিতা জরাসন্ধের আলয়ে গমনপূর্ব্বক পিতৃদেবকে নিজের বৈধব্যের সমস্ত কারণ নিবেদন করেন। মগধরাজ জরাসন্ধ পৃথিবীকে যাদবশূন্যা করিবার জন্য ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী-পরিমিত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শ্রীমথুরা অবরোধ করে। জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণপালিত যাদবগণের সহিত ক্রমান্বয়ে সপ্তদশবার সংগ্রামে পরাজিত হয়। অষ্টাদশবারের যুদ্ধে কালযবন তিন কোটি ম্লেচ্ছ সৈন্য লইয়া মথুরা-পুরী অবরোধ করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কালযবনের ম্লেচ্ছ-সেনাসমূহ সংহার করিয়া তাহার সমস্ত ধন লইয়া দ্বারকাভিমুখে গমন করিতে থাকেন। পথিমধ্যে জরাসন্ধ প্রভৃত সৈন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করে। তদ্দর্শনে শ্রীভগবান্ এক অপূর্ব্ব নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীবলদেবের সহিত ভীরুর (?) ন্যায় ঐ সকল ধন পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নপর হইয়া দ্বারকা পুরীতে গমন করেন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের নাম হয়—

'রণছোড়টিকম্' (রণ—যুদ্ধ, ছোড়্—পরিত্যাগকারী, টিকম্—রাজটীকাযুক্ত)।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক কংস নিহত হইবার পর অস্তি ও প্রাপ্তি—উভয়েরই নিজ-পিতৃভবনে গমনপূর্ব্বক বৈধব্যদশার বিষয় বর্ণন করিবার কথা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রাপ্তির কংসের সহিত সহমরণের কথা তথায় নাই। গ্রাউস্ সাহেব এই সতী-বৃক্ষ-সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—

This is a slender quadrangular tower of red sand-stone commemorating the self-sacrifice of some faithful wife. According to the best authenticated tradition, she is said to have been the Queen of Raja Bihar Mall of Jaypur and the mother of the famous Raja Bhagavan Das, by whom the monument was erected in the year 1570 A. D. • • The tower was originally of much greater height; but all the upper part was destroyed, it is said, by Aurangzeb.

—*Growse's 'Mathura', P. 2. 2nd Ed. 1880.*

ম্লেচ্ছ-উপদ্রবের পর সতীবৃক্ষের চূড়া ভগ্ন হইয়াছে এবং পরে ঐ-স্থান সম্পূর্ণভাবে পূরণ করিবার জন্য তথায় একটি ইষ্টকনির্ম্মিত গম্বুজ নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ স্তম্ভাকার মন্দিরটি পঞ্চাশ ফিট্ উচ্চ হইবে। ইহা জয়পুরী লালপাথরে নির্ম্মিত ও চারি তলায় বিভক্ত। সকলের নিম্নতলায় শ্রীযমুনার উপর একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছেন এবং ইহা এই মহল্লার সানোড়িয়া ব্রাহ্মণগণের অধিকার-ভুক্ত ও তাঁহাদের দ্বারাই সর্ব্বক্ষণ অধ্যুষিত।

পঞ্চক্রোশী পরিক্রমের মধ্যে শ্রীমথুরার প্রসিদ্ধ চব্বিশ ঘাট ও কতিপয় প্রসিদ্ধ দেবস্থান-দর্শন হয়। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমথুরায় যে-সকল স্থানের দর্শনলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও এই পরিক্রমের মধ্যে দর্শনের সুযোগ হয়,—

যমুনার 'চব্বিশ ঘাটে' প্রভু কৈলা স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান॥
ধ্রুবঘাট, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, কৃষ্ণেশ্বর।
মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখিলা বিস্তর॥
(শ্রীচৈ চ ম ১৭।১৯০-৯১)

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে' শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীমথুরার অর্দ্ধচন্দ্রস্থিত চতুর্বিংশ শ্রীযমুনাতীর্থ-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

অথার্দ্ধচন্দ্রস্থিতানি যমুনাতীর্থানি চতুর্বিংশতিঃ —

আদিবারাহে—

অবিমুক্তে নরঃ স্নাত্বা মুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্।
তত্রাথ মুঞ্চতি প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি॥
বিশ্রান্তি-সংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
যস্মিন্ স্নাত্বা নরো দেবি! মম লোকে মহীয়তে॥
অস্তি চান্যত্তরং গুহ্যং সর্ব্বসংসার-মোক্ষণম্।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি! মম লোকে মহীয়তে॥
প্রয়াগং নাম তীর্থঞ্চ দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি! অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥

সৌরপুরাণে—

ততস্তীর্থং প্রয়াগাখ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্।
পিতৃভ্যস্তত্র যদ্দত্তং তদক্ষয়তয়ং ভবেৎ॥
তত্তীর্থং দেবমানস্য কৃষ্ণস্য জগতাং গুরুম্।
নিঃসংশয়ং মনুষ্যস্য ন পুনর্জ্জন্ম-সম্ভবঃ॥

আদিবারাহে—

তথা কনখলং তীর্থং গুহ্যং তীর্থং পরং মম।
স্নানমাত্রেণ তত্রাপি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে॥
অস্তি ক্ষেত্রং পরং গুহ্যং ত্রিসূকং নাম নামতঃ।
তস্মিন্ স্নাত্বা নরো দেবি! মম লোকে মহীয়তে॥
ততঃ পরং সূর্য্যতীর্থং সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্।
বৈরোচনেন বলিনা সূর্য্যদ্বারাধিতঃ পুরা॥
আদিত্যেঽহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি! রাজসূয়ফলং লভেৎ॥

সৌরপুরাণে—

ততঃ পরং বটস্বামি তীর্থানাং তীর্থমুত্তমম্।
বটস্বামীতি বিখ্যাতো যত্র দেবো দিবাকরঃ॥
তত্তীর্থং কৈব যো ভক্ত্যা রবিবারে নিষেবতে।
প্রাপ্নোত্যারোগ্যমৈশ্বর্য্যমন্তে চ গতিমুত্তমাম্॥

আদিবারাহে—

যত্র ধ্রুবেণ সংতপ্তমিজ্যয়া পরমং তপঃ।
তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ ধ্রুবলোকে মহীয়তে॥

ধ্রুবতীর্থে তু বসুধে! যঃ স্নাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
পিতৃন্ সংতারয়তে সর্ব্বান্ পিতৃপক্ষে বিশেষতঃ॥

সৌরপুরাণে—

ধ্রুবতীর্থমিতি খ্যাতং তীর্থং মুখ্যং ততঃ পরম্।
যত্র স্নানবতো মোক্ষো ধ্রুব এষ ন সংশয়ঃ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎ ফলং হি নৃণাং ভবেৎ।
তস্মাচ্ছতগুণং তীর্থে পিণ্ডদানাদ্ধ্রুবস্য চ।
ধ্রুবতীর্থে জপো হোমস্তপো দানং সুরার্চ্চনম্।
সর্ব্বতীর্থাচ্ছতগুণং নৃণাং তত্র ফলং লভেৎ॥

আদিবরাহ-পুরাণে—

দক্ষিণে ধ্রুবতীর্থস্য ঋষিতীর্থং প্রকীর্ত্তিতম্।
ততঃ স্নাতো নরো দেবি! মম লোকে মহীয়তে॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

তস্মিন্ মধুবনে পুণ্যমৃষিতীর্থং হরেঃ প্রিয়ম্।
স্নানমাত্রেণ ভূপাল! হরৌ ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥
দক্ষিণে ঋষিতীর্থস্য মোক্ষতীর্থং বসুন্ধরে!
স্নানমাত্রেণ বসুধে! মোক্ষং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥

আদিবারাহে—

তত্রৈব কোটিতীর্থস্য দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
তত্র স্নানেন দানেন মম লোকে মহীয়তে।
তত্রৈব বোধিতীর্থং হি পিতৃণামতিদুর্ল্লভম্।
পিণ্ডান্ দত্ত্বা তু বসুধে! পিতৃলোকং স গচ্ছতি॥
দ্বাদশৈতানি তীর্থানি দেবানাং দুর্ল্লভানি চ।
তেষাং স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
উত্তরে ঋষিকুণ্ডস্য তীর্থস্য নর-লাঞ্ছকম্।
নরতীর্থাৎ পরং তীর্থং ন কৃতং ন ভবিষ্যতি॥
ততঃ সংযমনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
তত্র স্নাতো নরো দেবি! মম লোকং স গচ্ছতি।
দ্বারাপতনকে স্নাত্বা নাকপৃষ্ঠে স মোদতে।
অথান্তে মুক্তিতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি॥
অতঃপরং নাগতীর্থং তীর্থানামুত্তমোত্তমম্।
যত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ॥
ঘণ্টাভরণকং তীর্থং সর্ব্বপাপ-প্রমোচনম্।
যত্র স্নাতো নরো দেবি! সূর্য্যলোকে মহীয়তে॥
তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ব্রহ্মলোকেতি বিশ্রুতম্।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ সংযতো নিয়তাশনঃ।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥
মোক্ষতীর্থে তু বসুধে! পবিত্রে যমুনাম্ভসি।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত স্বস্বকর্ম্ম প্রতিষ্ঠিতঃ।
মোদতে সোমলোকে তু স এব নাত্র সংশয়ঃ॥
সরস্বত্যাশ্চ পয়সঃ সর্ব্বপাপহরং শুভম্।
তত্র স্নাত্বা নরো দেবি! অবর্ণোঽপি ধৃতির্ভবেৎ॥
চক্রতীর্থন্তু বিখ্যাতং মাথুরে মম মণ্ডলে।
যত্তত্র কুরুতে স্নানং ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
স্নানমাত্রেণ মনুজো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া॥
দশাশ্বমেধমৃষিভিঃ পূজিতং সর্ব্বদা পুরা।
তত্র যে স্নান্তি নিয়তাস্তেষাং স্বর্গো ন দুর্ল্লভঃ॥
তীর্থন্তু বিশ্বরাজস্য পুণ্যং পাপহরং শুভম্।
তত্র স্নাতস্য মনুজং বিশ্বরাজো ন পীড়য়েৎ॥
ততশ্চ কোটিতীর্থন্তু পবিত্রং পরমং শুভম্।
তত্রৈব স্নানমাত্রেণ কোটিগোদানজং ফলম্॥

মথুরাখণ্ডমতে তু বিশ্রান্তিং বিনা চতুর্বিংশতিতমম্; তথা হি,—

চতুর্বিংশতি-তীর্থানি শুভতীর্থাদ্দক্ষিণোত্তরে।
দশাশ্বমেধ-পর্য্যন্তং মোক্ষান্তঞ্চ যুধিষ্ঠির!

অর্দ্ধচন্দ্রস্থিত চব্বিশতীর্থ-মাহাত্ম্য :—

আদিবারাহে—'অবিমুক্ত'-তীর্থে স্নান করিলে মুক্তিলাভ হয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি কেহ সেইস্থলে প্রাণত্যাগ করে তবে সেই ব্যক্তি আমার লোকে গমন করে। ত্রিভুবন-বিখ্যাত 'বিশ্রান্তি'-তীর্থে স্নান করিলে নর আমার লোকে পূজিত হয়। 'গুহ্য'-নামে অন্যতর তীর্থটি সংসারনাশন; তথায় স্নান করিলে মানব আমার লোকে পূজিত হয়। 'প্রয়াগ'-নামক তীর্থ দেবতাদেরও দুর্ল্লভ; ঐ-স্থানে স্নান করিলে মানব অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল লাভ করে। সৌর-পুরাণে—তৎপরে 'প্রয়াগ'-নামে এক পবিত্র পাপনাশন তীর্থ আছে, এই তীর্থে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে যাহা দেওয়া যায়, তাহাই অক্ষয় হইয়া থাকে। যে মানব সেই প্রয়াগতীর্থ ও জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে, তাহার আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নাই। আদিবারাহে—তৎপরে 'কনখল'-তীর্থ আমাকর্ত্তৃক গোপনীয় হইয়াছে; এই তীর্থে স্নান করা-মাত্রই মানবগণ স্বর্গে গমন করিয়া আনন্দিত হইয়া থাকে। হে দেবি! 'তিন্দুক'-নামে এক প্রসিদ্ধ পরমগোপনীয়

পুণ্যক্ষেত্র আছে ; সেই স্থানে স্নান করিলে মানব আমার লোকে পূজিত হয়। তাহার পর 'সূর্য্যতীর্থ' ; এই তীর্থে স্নান করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। এই কারণে বিরোচনের পুত্র বলি রাজা এই স্থানে সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন। হে দেবি! রবিবারে, সংক্রান্তি-দিনে বা চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ-উপলক্ষে এই সূর্য্যতীর্থে স্নান করিলে মানব রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। সৌরপুরাণে—তাহার পর 'বটস্বামিতীর্থ' আছে ; ইহা সকল তীর্থ হইতে উত্তম ; এই স্থানে সূর্য্য 'বটস্বামী'-নামে বিখ্যাত। যে ব্যক্তি রবিবারে ভক্তিপূর্ব্বক এই তীর্থের সেবা করে, সেই ব্যক্তি আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অন্তে উত্তম-গতি প্রাপ্ত হয়। আদি-বারাহে—যেস্থলে ধ্রুব ইচ্ছাক্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই তীর্থে স্নান করিবামাত্রই নর ধ্রুবলোকে পূজিত হয়। হে পৃথিবি! যে মানব 'ধ্রুবতীর্থে' বিশেষতঃ পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত পিতৃলোককে উদ্ধার করিয়া থাকে। সৌরপুরাণে—তাহার পর 'ধ্রুবতীর্থ'-নামে বিখ্যাত প্রধান এক তীর্থ আছে ; যিনি এই তীর্থে স্নান করেন, নিশ্চয়ই তাঁহার মোক্ষ-লাভ হয়—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—গয়ায় পিণ্ড দান করিলে মানবগণের যে ফল হয়, ধ্রুবতীর্থে পিণ্ড দান করিলে তাহার শতগুণ ফল-লাভ হইয়া থাকে। ধ্রুবতীর্থে জপ, হোম, তপস্যা, দান ও দেবপূজা করিলে অন্যান্য সর্ব্বতীর্থ হইতে শতগুণ ফল-লাভ হইয়া থাকে। আদিবারাহে—ধ্রুবতীর্থের দক্ষিণে 'ঋষিতীর্থ'-নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে ; ঐ তীর্থে স্নান করিলে মানব আমার ধামে পূজিত হইয়া থাকে। হে মহারাজ! সেই মধুবনে ঋষিতীর্থ পবিত্র ও শ্রীহরির প্রিয়। এই তীর্থে স্নান করা মাত্র করিতে পরম ভক্তি হয়। হে পৃথ্বি! ঋষিতীর্থের দক্ষিণে 'মোক্ষতীর্থ' ; এই তীর্থে স্নান করা-মাত্র মানুষ মোক্ষ লাভ করে। আদিবারাহে—সেই স্থানে 'কোটিতীর্থ'-নামে এক তীর্থ আছে ; তাহা দেবগণেরও দুর্লভ। সেই তীর্থে স্নান ও দান করিলে আমার লোকে পূজিত হয়। সেই স্থানেই আবার 'বোধিতীর্থ'-নামক তীর্থ আছে, উহা পিতৃলোকের অত্যন্ত দুর্লভ ; এই তীর্থে পিণ্ড দান করিলে সেই ব্যক্তি পিতৃলোকে গমন করে। এই বারটি তীর্থ দেবগণেরও দুর্লভ ; তাহাদের স্মরণ করা-মাত্র মানবগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। অসি-কুণ্ডের উত্তরদিকে 'নর'-নামক তীর্থ আছে ; নরতীর্থ হইতে উৎকৃষ্ট তীর্থ কখনও হয় নাই বা হইবেও না। হে দেবি! তৎপর ত্রিভুবন বিখ্যাত 'সংযমন' তীর্থ ; সেই তীর্থে স্নান করিলে মানব আমারই লোকে গমন করে। তৎপর 'ধারাপতনক'-তীর্থ ; যে ব্যক্তি এই তীর্থে স্নান করে, সে স্বর্গলোকে আনন্দে বাস করিয়া থাকে এবং যে ইহাতে প্রাণত্যাগ করে, সেই নর আমার লোকে গমন করে। ইহার পরে 'নাগতীর্থ' ; এই তীর্থ সর্ব্বোত্তম, ইহাতে স্নান করিলে মানবগণ স্বর্গে যায় এবং মৃত্যু হইলে তাহাদের আর জন্ম হয় না। তৎপরে 'ঘণ্টাভরণক'-নামক সর্ব্বপাপ-নাশন তীর্থ ; ইহাতে স্নান করিলে মানুষ সূর্য্যলোকে পূজিত হয়। 'ব্রহ্মলোক'-নামক তীর্থটি সকল তীর্থের সার ; যে জন সংযতচিত্তে ও নিয়মিতভোজী হইয়া ইহাতে স্নান করে এবং ইহার জল পান করে, সে ব্রহ্মার আজ্ঞালাভে বিষ্ণুলোকে গমন করে। হে বসুধে! এই 'সোমতীর্থে' পবিত্র যমুনার জলে স্ব-স্ব-কর্ত্তব্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অভিষেক করিলে সোমলোকে আনন্দে বাস করে—ইহাতে সন্দেহ নাই। তৎপরে 'সরস্বতীপতন'-নামে তীর্থ ; ইনি সর্ব্বপাপ-নাশন, ইহাতে স্নান করিলে শূদ্রাদি দুর্বর্ণও যতি বা সন্ন্যাসীর ন্যায় পূজ্য হয়েন। আমার মথুরামণ্ডলে চক্রতীর্থ'-নামে তীর্থ আছে ; যে লোক ইহাতে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া স্নান করে, স্নানমাত্রই সেই লোক ব্রহ্মহত্যা-পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। পুরাকালে মুনিগণ সর্ব্বদাই 'দশাশ্বমেধ'-তীর্থের পূজা করিতেন ; যাহারা সেই তীর্থে সংযতচিত্তে স্নান করে, তাহাদের পক্ষে স্বর্গলাভ দুর্লভ নহে। তৎপরে 'বিঘ্নরাজ'-তীর্থ আছে, ইহা পুণ্যজনক ও পাপ-নাশক ; এই তীর্থে স্নান করিলে বিঘ্নরাজ আর তাহাকে কখন পীড়া দেন না। তৎপরে 'কোটিতীর্থ' পরম পবিত্র ও শুভকর ; ইহাতে স্নান করিলেই কোটি গোদানের ফল-লাভ হয়। মথুরাখণ্ড-মতে 'বিশ্রান্তিতীর্থ' ব্যতীত ২৩টি তীর্থ ; এ স্থানেও তাহাই জানিবে। হে যুধিষ্ঠির! সেই তীর্থের দক্ষিণে ও উত্তরে 'দশাশ্ব-মেধ' হইতে 'মোক্ষতীর্থ' পর্য্যন্ত ২৩টি তীর্থ বিরাজমান। *

বর্ত্তমানে যে-স্থানে শ্রীমথুরা-গৌড়ীয়মঠ অবস্থিত, তাহার চারিতলার উপরের ছাদে দাঁড়াইলে শ্রীযমুনার

* 'অনুবাদ' শ্রীমদ্ হরিদাস দাসজী মহোদয়ের সম্পাদিত গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

তীর্থসমূহ ঠিক অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিরূপেই বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। 'বিশ্রান্তি-তীর্থে'র উপরিস্থিত কোন উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইলে সর্ব্বক্ষণই এইরূপ দর্শন পাওয়া যায়। শ্রীবিশ্রাম ঘাটের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যথাক্রমে বারটি করিয়া চব্বিশটি ঘাট বর্ত্তমান। উত্তর দিকের দ্বাদশতীর্থ-সমষ্টি 'উত্তর কোট' ও দক্ষিণদিকের দ্বাদশতীর্থ-সমষ্টি 'দক্ষিণ-কোট'-নামে প্রসিদ্ধ। বিশ্রান্তি-তীর্থ মধ্যস্থলে অবস্থিত। কোন কোন মতে বিশ্রান্তি-তীর্থও 'দক্ষিণ-কোটে'র অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয় এবং বিশ্রান্তি-তীর্থকে লইয়াই চব্বিশ ঘাট গণনা করা হয়। যাঁহারা বিশ্রান্তি-তীর্থকে চব্বিশ-ঘাটের অন্তর্গত করেন, তাঁহারা দক্ষিণ-কোটের দ্বাদশটি তীর্থ বা ঘাটকে এইরূপভাবে গণনা করেন,—

(১) অবিমুক্ত-ঘাট ; (২) বিশ্রান্তি-ঘাট, (৩) প্রয়াগ-ঘাট, (৪) কম্বল-ঘাট, (৫) তিন্দুক-ঘাট, (৬) সূর্য্য-ঘাট, (৭) বটস্বামি-ঘাট, (৮) ধ্রুব-ঘাট, (৯) ঋষি-ঘাট, (১০) মোক্ষ ঘাট, (১১) কোটি-ঘাট, (১২) বোধ-ঘাট।

উত্তর-কোটের মধ্যে নিম্নলিখিত তীর্থ বা ঘাটসমূহ গণনা করা হয়,—

(১) বিশ্বরাজ-ঘাট বা গণেশ-ঘাট, (২) মানস-ঘাট, (৩) দশাশ্বমেধ-ঘাট, (৪) চক্রতীর্থ-ঘাট, (৫) কৃষ্ণগঙ্গা-ঘাট (৬) সোমতীর্থ-ঘাট (নামান্তর—গো-ঘাট), (৭) বৈকুণ্ঠ-তীর্থ-ঘাট, (৮) ঘণ্টাভরণ-ঘাট, (৯) নারায়ণতন-ঘাট (১০) সংযমনতীর্থ-ঘাট (নামান্তর—বাসুদেব-ঘাট) (১১) অসি-কুণ্ড-ঘাট, (১২) মণিকর্ণিকা-ঘাট।

কোন কোন বিবরণে এই সকল ঘাটের নামের মধ্যে কিছু ক্রম-বিপর্য্যয় ও নাম-বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। 'শ্রীভক্তি-রত্নাকরে' এইরূপ ক্রম পাওয়া যায়,—(১) নবতীর্থ (অসি-কুণ্ডের উত্তরে), (২) সংযমন-তীর্থ, (৩) নারায়ণতন-তীর্থ, (৪) নাগতীর্থ (৫) ঘণ্টাভরণতীর্থ (৬) ব্রহ্মতীর্থ (৭), সোমতীর্থ (৮) সরস্বতী-পতন-তীর্থ, (৯) চক্রতীর্থ, (১০) দশাশ্বমেধ-তীর্থ (এখানে ঋষিগণ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়াছিলেন), (১১) বিশ্বরাজ-তীর্থ, (১২) কোটি-তীর্থ।

শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু-ধৃত শ্রীমথুরামাহাত্ম্যের মধ্যে এই চব্বিশ তীর্থের যে ক্রম আছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তিকালে কতকগুলি নূতন ঘাটের নাম হইয়াছে, যেমন,—রাজঘাট, শ্যামঘাট, রামঘাট ইত্যাদি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

সুমেধতিথি ও শ্রীমাধব-তিথি

আগামী কল্য ১০ই শ্রাবণ, রবিবার, শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর বিরহোৎসব। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণপূর্ব্বক অদ্য সেই বিরহতিথির অধিবাস-সংকীর্ত্তনোৎসবের আরম্ভি করিয়া 'গৌড়ীয়ে'র চতুর্ব্বিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল।

গত ৯ই শ্রাবণ শনিবার শ্রীদেবশয়নী একাদশী-তিথিতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগৌরবিহিত-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞারম্ভ হইয়াছে।

গত ৯ই শ্রাবণ, বুধবার শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর বিরহ-তিথিতে শ্রীশ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপানুগবর শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীব্রজমণ্ডলে সুমেধতিথির পালনোৎসব প্রকটিত করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমে বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীমানসী গঙ্গার তটে শ্রীচাকলেশ্বর শিবের সন্নিধানে শ্রীশ্রীল সনাতন-প্রভুর ভজনস্থলীতে সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব ও ব্রজবাসিগণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই তিথি শ্রীব্রজমণ্ডলে 'মুড়িয়া-পূর্ণিমা' নামে খ্যাত।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপানুগবর শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রীশ্রী-সনাতন-বিরহ-সংকীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও মিথ্যার্কলঙ্ক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বেদান্ত-দর্শন—অদ্বৈতবাদ", ১ম খণ্ডে ডাঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য-

শাস্ত্রী, এম্ এ, পি-এইচ্, ডি; পি, আর, এস্, কাব্য-ব্যাকরণ সাঙ্খ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয় ২১শ পরিচ্ছেদে (৪৮৬-৪৮৭ পৃষ্ঠায়) শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা ইতিহাস ও তত্ত্ববিরুদ্ধ এবং পরস্পর সঙ্গতিরহিত। ঐ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"বিশ্বনাথ **নিম্বার্কমতের অতি প্রবীণ আচার্য্য** ছিলেন এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের মতানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ভাগবতামৃতকণা, গীতার টীকা, উজ্জ্বলনীলমণির টীকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা, রসামৃতসিন্ধুবিন্দু, ললিত-মাধবের টীকা, ব্রহ্মসংহিতার টীকা, উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণ, গোপাল-তাপনীর টীকা-প্রভৃতি রচনা করিয়া **নিম্বার্ক-মতের পূর্ণতা সাধন করেন।** তদ্ব্যতীত অলঙ্কার-কৌস্তুভের টীকা, কৃষ্ণভাবনামৃত-নামে মহাকাব্য, স্তবামৃত-লহরী, ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী, মাধুর্য্যকাদম্বিনী, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা-টীকা, গোপীপ্রেমামৃত, গৌরাঙ্গলীলামৃত-প্রভৃতি গ্রন্থমালা রচনা করিয়া স্বীয় অলৌকিক-প্রতিভা, তত্ত্বোপদর্শন ও ভগবদ্-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। **বিশ্বনাথ-কৃত ভাগবতের টীকা নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অমূল্য রত্ন।** ... **গৌড়ীয়মতের ক্রমসন্দর্ভ** যেমন ভাগবতের প্রামাণিক-ব্যাখ্যা, **বিশ্বনাথের টীকাও সেইরূপ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক-ব্যাখ্যা।**

বিশ্বনাথের সমসাময়িক কালেই বালেশ্বর জেলায় খাণ্ডায়তকুলে বলদেব জন্মগ্রহণ করেন এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-মতানুসারে বলদেব ব্রহ্মসূত্রের উপর গোবিন্দভাষ্য, দশোপনিষদ্-ভাষ্য, গীতা-ভাষ্য, বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য-প্রভৃতি ভাষ্য রচনা করিয়া গৌড়ীয়মতের ভাষ্যের অভাব মোচন করিয়া আচার্য্য-পদবী লাভ করেন। ... ভক্তি, ভগবৎপ্রেম ও ভগবৎপ্রসাদ-ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন পথ নাই, এই সত্যই বিশ্বনাথ ও বলদেব জনসমাজে প্রচার করেন। ... **চৈতন্যদেবের এবং তাঁহারই আদর্শ প্রচারক** বিশ্বনাথ ও বলদেবের আসন চিরদিন ভক্তির মর্ম্মস্থলে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকে "বেদান্তদর্শন—অদ্বৈত-বাদ"-গ্রন্থের লেখক-মহাশয় নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-রূপে স্থাপন করিয়াছেন; অথচ "চৈতন্যদেবের এবং তাঁহারই আদর্শ প্রচারক বিশ্বনাথ ও বলদেব"—এইরূপ উক্তিও করিয়াছেন। আবার লিখিয়াছেন,—"বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-মতানুসারে বলদেব ব্রহ্মসূত্রের উপর গোবিন্দভাষ্য রচনা করিয়া গৌড়ীয়-আচার্য্য-পদবী লাভ করেন।"—এই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ-উক্তির সঙ্গতি কোথায়? শ্রীল বিশ্বনাথ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আচার্য্য হইলে তিনি গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থরাজির টীকা রচনা করিবেন কেন? "নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মতানুসারে ভাগবতামৃত কণা, উজ্জ্বল-নীলমণি-টীকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা, রসামৃত-সিন্ধু-বিন্দু, ললিতমাধবের টীকা, উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণ, অলঙ্কার-কৌস্তুভের টীকা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার টীকা-প্রভৃতি রচনা করিয়া নিম্বার্কমতের পূর্ণতা সাধন করেন।"—এইরূপ উক্তিরই বা সঙ্গতি কোথায়? শ্রীরূপের 'শ্রীভাগবতামৃত,' 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'ললিত-মাধব', কবিকর্ণপূরের 'অলঙ্কারকৌস্তুভ', শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'—এই সকল কি নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ? যদি ঐ সকল নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ না হইয়া গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গ্রন্থই হয়, তবে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গ্রন্থের টীকা-ভাষ্যাদি লিখিয়া নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কিরূপে পূর্ণতা-সাধন হয়?

লেখকের মতানুসারে জানা যায়, শ্রীশ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর 'ক্রমসন্দর্ভ' গৌড়ীয়মতের প্রামাণিক-ব্যাখ্যা। সুতরাং লেখকের মতে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু নিশ্চয়ই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্য। শ্রীরূপ, শ্রীকবিকর্ণপূর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-প্রভৃতি যদি লেখকের মতে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আচার্য্য হ'ন, অর্থাৎ শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু যদি শ্রীরূপের অনুগত না হ'ন, তবেই লেখকের মতবাদ স্থাপিত হইতে পারে! শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেরও অসম্পূর্ণ-টীকা রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল বিশ্বনাথ স্বীয় গুরুপরম্পরায় আপনাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদবর শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ধারায় শ্রীশ্রীল রাধারমণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিষ্য বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। 'স্তবামৃত-লহরী'তে

(পরবর্ত্তী প্রসঙ্গ প্রবন্ধ-পরিচয় ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ** (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের স্বলাভিষিক্ত অনন্তর)

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক— শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী, সহকারী —শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ; (২) শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুর ভক্তিশাস্ত্রী, সহ—শ্রীবিবিধানোদ দাসাধিকারী ; (৩) **আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ** (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ অমলমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি ; (৪) শ্রীবাস-অঙ্গন (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫) শ্রীঅদ্বৈত-ভবন (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী ; (৬) শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট, সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী ; (৭) শ্রীশর-অঙ্গন, সেবক— শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী ; (৮) শ্রীযোগাদ্যক্রম-চক্র—"গৌড়ের নৈমিষ" (মাউগাছি, পোঃ আমাগর, বর্দ্ধমান) সেবক— শ্রীউপেন্দ্রবিলাস দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৯) শ্রীঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীবিনোদানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১০) শ্রীআনন্দসুখদ-কুঞ্জ, শ্রীগোদ্রুম (পোঃ শঙ্করপাড়া, নদীয়া) সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১১) শ্রীসুবর্ণ-বিহার-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীগুরুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১২) শ্রীমধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (রাউতাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (১৩) শ্রীকুজকুটীর (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপরমপদ ব্রহ্মচারী ; (১৪) শ্রীএকায়ন-মঠ (গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদখালি, নদীয়া) সেবক— শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী ; (১৫) শ্রীমহেশ-পণ্ডিতের শ্রীপাট (কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ, নদীয়া) সেবক—শ্রীরঘুনাথ দাসাধিকারী ; (১৬) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ (পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা) সেবক—শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি ; (১৭) শ্রীগোপালজী মঠ (কমলাপুর, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা) সেবক—শ্রীমন্তিগোপাল ব্রহ্মচারী ; (১৮) শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ (গোলকীবাড়ী রোড, ময়মনসিংহ) সেবক—শ্রীশিবদবান্তবিগ্রহ বিদ্যারত্ন ইত্যাদি ; (১৯) আমলাযোড়া-শ্রীপদ্মাশ্রম (পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান) সেবক— শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী ; (২০) অমঘি-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ অমঘি, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীঅভয়পদ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২১) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ (চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীহরিবোধ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২২) পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিঠাপুর, পাটনা, বিহার) সেবক— শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী ; (২৩) গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (রমণা রোড, গয়া, বিহার) সেবক—শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২৪) শ্রীনারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ (৮।১৭ বড়লাইনলিং, বেনারস সিটি, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ; (২৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ (এলাহাবাদ, ইউ-পি) সেবক— শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী, সহকারী— শ্রীব্রজবিলাস ব্রহ্মচারী ; (২৬) লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পরমেশ্বরীদয়াল বিল্ডিং, স্লাটুস্ রোড, , লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ মঙ্গলপুরুষ দাসাধিকারী ; (২৭) শ্রীপরমহংসমঠ (পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীজ্ঞানারায়ণ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২৮) মথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (বিশ্রামঘাট, মথুরা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ; (২৯) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ (পুরাণদরজা, শ্রীধাম-বৃন্দাবন, জিঃ মথুরা, ইউ-পি) সেবক— শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী ইত্যাদি ; (৩০) শ্রীকৃষ্ণবিহারী মঠ (রাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী ; (৩১) শ্রীব্রজবাসেন্দ্রসুখদকুঞ্জ (পোঃ শ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীইন্দ্রদণ্ড দাসাধিকারী ; (৩২) শ্রীসঙ্কেতবিহারী মঠ (পোঃ বর্ষাণা, মথুরা) সেবক—শ্রীরাম দাসাধিকারী ; (৩৩) শ্রীগোষ্ঠবিহারী মঠ (সেবশাখী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীগঙ্গাচরণ দাসাধিকারী ; (৩৪) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ (কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ;

(৩১) শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠ। পো: হরিদ্বার, জি: সাহারানপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীকিংপাবন ব্রহ্মচারী ; (৩২) দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৪৫নং চন্দ্রমান্ রোড, নিউ দিল্লী) সেবক—শ্রীপাদ ব্রজন্ত-কর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীব্রজনাদেব দাসাধিকারী ; (৩৩) বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (জমাদাস বিল্ডিং, গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭) —শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৩৪) মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পো: রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ) সেবক—শ্রীরাধাচৈতন্য ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীরাধা-গোপাল দাসাধিকারী ; (৩৫) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ (পো: মাদুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ), সেবক—শ্রীপদ্মনাভ ব্রহ্মচারী ; (৩৬) শ্রীপুরুষোত্তমমঠ (চটক-পর্বত, পো: পুরী) সেবক—শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ; (৩৭) শ্রীব্রজগৌড়ীয়মঠ আলবরনাথ, পো: ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীগৌরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৩৮) শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ (পো: ভুবনেশ্বর, পুরী) সেবক—শ্রীবনমালী দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৩৯) শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ (গাঁথপলি, উড়িষ্যাবাজার, কটক) সেবক—শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪০) পুঁড়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (২৪ পরগণা) সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী ; (৪১) দার্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কুকছিলা, দার্জিলিং) সেবক—শ্রীবনচজন দাসাধিকারী ; (৪২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস (ব্রহ্মপুর, গঞ্জাম) সেবক—শ্রীধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; (৪৩) আর্ষাশ্রম (ভগবৎকৃপাশ্রিবর্দ্ধক) (আলবরনাথ, পো: ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী ; (৪৪) আর্ষাশ্রম (ভগবৎকৃপাশ্রিবর্দ্ধক) পুরী, সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস ; (৪৫) শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠ 46, Christ Church Avenue, Brondesbury, London N.W. 6, সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী (Miss C. Bowtell) ; (৪৬) রেমুণা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৬৩।৬৪ নং ষ্ট্রীট্, ইষ্ট রেমুণা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪৭) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ (চট্টগ্রাম) সেবক—শ্রীগোড়িয়ভাস্করব্রহ্ম ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪৮) শ্রীব্রহ্মমধ্ব-গৌড়ীয়-প্রচার সঙ্ঘ, বঙ্গদেশ, সেবক—শ্রীশ্রীনিকেতন ব্রহ্মচারী ; (৪৯) ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী ; (৫০) শ্রীভাগবত-আশ্রম ও প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কৃষ্ণনগর, সেবক—শ্রীপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী ; (৫১) নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীবিষ্ণুচরণ ব্রহ্মচারী ; (৫২) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস (কটক) সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (৫৩) শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত-চিকিৎসালয় (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—ডাঃ শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৫৪) পরিব্রাজকাচার্য্য-পীঠ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীমদ্ ভক্তি-কেবল ঔডুলোমি মহারাজ ; (৫৫) কাজীর সমাধি-পীঠ, সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫৬) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ; (৫৭) শ্রীগৌর-পদাশ্রিত-মঠ (চাঁপাহাটি, পো: সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীবিষ্ণুপদ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫৮) শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ (বিদ্যানগর, পো: জাহানগর, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫৯) শ্রীজয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬০) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী ; (৬১) শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠ (পো: বালিয়াটি, ঢাকা) সেবক—শ্রীপতি দাসাধিকারী (৬২) সরডোঙ্গা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পো: চকচকা, কামরূপ) সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী ; (৬৩) গোয়ালপাড়া-শ্রীপরাশ্রম, পো: গোয়ালপাড়া (আসাম), সেবক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী ; (৬৪) শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ (ডুমুরকুণ্ডা, পো: চিরকুণ্ডা, মানভূম) সেবক—শ্রীসৎপাত্রদাস অধিকারী ; (৬৫) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ (কিশোরপুরা, বৃন্দাবন) সেবক—শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ অধিকারী ; (৬৬) শ্রীরাধাকুণ্ডগোষ্ঠবাটী, সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী ; (৬৭) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম (গোবর্দ্ধন, মথুরা) সেবক—শ্রীদীনবন্ধুদাস দাসাধিকারী ; (৬৮) শ্রীভক্তিকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী) সেবক—শ্রীধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; (৬৯) নীলাকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী) সেবক—শ্রীগৌরাই-গৌরিদাস দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৭০) বালেশ্বর-শ্রীগৌড়ীয়মঠপীঠ (বালেশ্বর) সেবক—শ্রীরসিকানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৭৫) পরিব্রাজকাচার্য্য-পীঠ (নৈমিষারণ্য, নিমসার, ইউ-পি) সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বরদাস অধিকারী ; (৭৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (১৪।১ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্, বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক—শ্রীগিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৭৭) শ্রীমাধবেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠ (রেমুণা, বালেশ্বর) সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

ঢাকা—৬৮।১ ভগবৎসঙ্ঘমিতি রোড্, দি-নবদ্বীপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলগুরু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্থ-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

চতুর্বিংশ খণ্ড — ৩য়-৪র্থ সংখ্যা

১৭ শ্রীধর, ৪৫৯ গৌরাব্দ ; ২৬ শ্রাবণ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ ; ১১ আগষ্ট, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ

প্রবন্ধ-সূচী—১। সুস্থ ও দক্ষ ব্যক্তি হরিভজন করেন না কেন ? ১৭

২। শ্রদ্ধা ২৪

৩। নীরোগ বক্তা অপেক্ষা নীরোগ শ্রোতা দুর্লভ ২৮

৪। কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ ... ৩২

৫। কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠা

'গৌড়ীয়'-গ্রাহকগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী

১। কোনও প্রকার পার্থিব-মূল্যের অর্থাৎ টাকা-পয়সা-প্রভৃতির বিনিময়ে 'গৌড়ীয়' পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম-রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ আপাতিক লাভ ও অভাব-দ্বারা-অঙ্কিত উল্লাস ও বিষাদে বশীভূত না হওয়া, অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা, প্রীতি, গুরু ও কৃষ্ণের অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস ; প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সকল বা সমস্ত ভৌমী-শক্তির দ্বারা পরমতত্ত্বের তথানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মূল্য 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির জন্য অত্যাবশ্যক।

৩। যাঁহারা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিতে অকপট ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে 'গৌড়ীয়'র **প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মর্ম্ম বা সার-তাৎপর্য্য হৃদয়ে গাঁথিয়া নিজের ভাষায় ও আচরণে পরীক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত** থাকিতে হইবে। ভাগবত-জীবন-যাপনকারীর সঙ্গ ও কৃপায় বিপ্রলম্ভ ও অতীষ্টের **সুখানুসন্ধানাবেশময়**-চিত্তবৃত্তিতে 'গৌড়ীয়' বুঝা যায়, মেধা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বুঝা যায় না।

৪। বিষয়ভোগে অতিশয় লোভী, পুত্র-কলত্র-ধনাদিতে অতীব আসক্ত, আধ্যক্ষিক, বিড়ালতপ, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবে অশ্রদ্ধে অভক্তিহীন, বিশেষতঃ গুরুপদের প্রতি দ্বেষকারী ব্যক্তিকে বা তৎসঙ্গীকে ভ্রম ও অজ্ঞতাবশেও 'গৌড়ীয়' প্রদান করিলে অপরাধের অবাধহতি নাই। কুটিলতা, প্রচ্ছন্ন অশ্রদ্ধা, ছড়াছিবিবেক, ভক্তি-শৈথিল্য, বিষ্ণুর ভক্তি (?) বা সেবায় (?) কর্ত্তৃত্বের আস্ফালন-প্রভৃতি অপরাধের লক্ষণ এবং বিক্ষেপ, ভয়, কষায়, বিষয়াস্বাদ (জড়ের প্রতি অপরিহার্য্য আসক্তি), অপ্রতিপত্তি (উদ্দেশ্যবিষয়ে-হীনতা) প্রভৃতি অনর্থ-লক্ষণে আক্রান্ত ব্যক্তির হস্তে 'গৌড়ীয়'র ভার পড়িবে না

৫। যাঁহারা ডাক-যোগে 'গৌড়ীয়' প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা ডাক-খরচ মাত্র প্রেরণ করিবেন। সাময়িক-ভাবে ঠিকানা-পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানীয় পোষ্ট-অফিসের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। প্রেরিত 'গৌড়ীয়' না পাইলে পনর দিনের মধ্যে না জানাইলে আর পাওয়া যাইবে না।

৬। 'গৌড়ীয়'-সম্বন্ধে চিঠিপত্রাদি সমস্তই কেবল-মাত্র 'শ্রীপাদ শুদ্ধবিলাস ভক্তিসুহৃৎ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পো: শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া'— এই নামে ও ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। —কার্য্যাধ্যক্ষ, 'গৌড়ীয়'

Abbreviated Telegraphic Address of The Secretary, Gaudiya Mission, 16A Kaliprasad Chakravarti Street, P. O. Baghbazar, Calcutta is— "GAUDIYAMAT" Calcutta.

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী

২রা ভাদ্র, ১৯শে আগষ্ট, রবিবার — শ্রীপবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস।

৩রা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট, সোমবার — শ্রীল কৃষ্ণগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব; শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণোৎসব।

৪ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার — শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবোৎসব।

১৩ই ভাদ্র, ৩০শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার — শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস।

১৪ই ভাদ্র, ৩১শে আগষ্ট, শুক্রবার — শ্রীশ্রীনন্দোৎসব।

১৬ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর, রবিবার — শ্রীঅজা একাদশীর উপবাস।

২৪শে ভাদ্র, ১১ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার — শ্রীঅদ্বৈতশক্তি শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

২৬শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর, বুধবার — গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের ৫০তম বর্ষপূর্ত্তি-প্রাকট্যতিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব।

২৯শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর, শনিবার — শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোপবাস।

১লা আশ্বিন, ১৮ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার — শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীপদ্মা-একাদশীর উপবাস।

২রা আশ্বিন, ১৯শে সেপ্টেম্বর, বুধবার — শ্রীবামনদ্বাদশী; শ্রীশ্রীবামনদেব ও শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাব-উৎসব।

৩রা আশ্বিন, ২০শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার — গৌড়ীয়মিশনের মূলপুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তাধিক-শততম-বর্ষপূর্ত্তি-প্রাকট্য-মহোৎসব; শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব ও সাধারণ মহা-মহোৎসব।

৪ঠা আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার — শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব ও শ্রীভাগবত-মহোৎসব; শ্রৌষ্ঠপদী পৌর্ণমাসী; সংকীর্ত্তনোৎসব-পূর্ণাহুতি।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান *

উষঃকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-সংকীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, ভক্তিগ্রন্থ-ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক-সংকীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান।

অপরাহ্নে—ভক্তিগ্রন্থালোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সদাচার-শিক্ষা।

সন্ধ্যায়—সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ-ব্যাখ্যা বা পরমার্থ-বিষয়িণী বক্তৃতা।

রাত্রিতে—সংকীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

---

* দৈবানুরোধে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

প্রাণিজন্যস্য বুদ্ধ্যা হরিবিধিষ্বয়ঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরক্তং তদ্ধি কথ্যতে।
শ্রীরূপশিষ্যায় বদন্ত্যমুষ্মৈ
"বিদ্যা" বনিয়া গ্যান করুন ॥

২৪শ খণ্ড } ১৭ শ্রীধর, ৪৫৯ গৌরাব্দ ; ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৫২ ; ১১ই আগষ্ট, ১৯৪৫ { ৩য়-৭ম সংখ্যা

সুস্থ ও দক্ষ ব্যক্তি হরিভজন করেন না কেন ?

এই প্রশ্নটী অনেকেই করিয়া থাকেন এবং বর্ত্তমান যুগে এই কথার সত্যতাও অনেকক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগি ও বিবিধ অভ্যাভিলাষি-সম্প্রদায়ে বহু দৈহিক-সুস্থ, সবল ও সুদক্ষ ব্যক্তি প্রবেশ করেন। শুনিয়াছি, কোন কোন তথাকথিত প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বি-সি-এস্, আই সি-এস্-পরীক্ষার্থীর যোগ্যতার ন্যায় এ্যাজুয়েট্ ও স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোক গৃহীত হয় না। কিন্তু দৈহিক স্বাস্থ্য, ধন, জন, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা অর্থাৎ জাগতিক সর্ব্ববিধ সম্পদ্ হইতে বিচ্যুত না হওয়া পর্য্যন্ত যেন কেহই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে চাহেন না। প্রচলিত প্রবাদেও শ্রুত হয়—'সকল হারাইলে বৈষ্ণব হয়'। অত্রি ঋষি পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন,—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং, শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি, ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি ॥

(অত্রিসংহিতা, ৩১৪ শ্লোক)

বেদশাস্ত্রে পরিশ্রম করিয়া ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্ব-লাভের অভাব হইলে, তিনি পুরাণবক্তা হন এবং পুরাণবাক্যের তাৎপর্য্য-গ্রহণে অসমর্থ হইলে কৃষক হইয়া পড়েন, কৃষিকার্য্যে বিফলকাম হইলে অগত্যা ভাগবতধর্ম্মাবলম্বী হ'ন অর্থাৎ সংসারক্ষেত্রে অকৃতকার্য্যতা লাভ করিলেই লোক ভাগবতধর্ম্মে প্রবিষ্ট হ'ন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে সমগ্র জগতের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রমুখ বৈষ্ণবগণ হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখানুভব করিতেন।

এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি' দুঃখ পায় ॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভক্তি কা'রো নাহি বাসে' ॥
দেবা সব—বিরক্ত-তপস্বী অভিমানী।
তাঁ'-সভার মুখেই নাহিক হরিধ্বনি।
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান।

(চৈ ভা আ ২।৮৫-৮৬, ৭০,৭৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৩) শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণ বলিয়াছেন,—

কস্যৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীরূপাভিজনবয়োবিদ্যাধনাদ্যাত্মবন্ধো
নৈবাহ্যন্যাভিধাতুং ত্বয়ি বিষয়ন্তগোচরম্।

হে কৃষ্ণ! উচ্চকুল, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও রূপাদি-দ্বারা যাহাদের অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেইরূপ ব্যক্তি, অকিঞ্চন ব্যক্তির গোচরীভূত তোমার নামের উচ্চারণ করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হয় না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন (চৈ চ অ ৪।৬৮),—

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান ॥

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মনে হয়, যাঁহাদের জাগতিক কোনপ্রকারই সম্পদ্ বা যোগ্যতা নাই, তাঁহারাই ভক্তিরাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বাস্থ্যহীন দুর্ব্বল, মূর্খ নির্ধন অযোগ্য, স্বজন-বান্ধব-পরিত্যক্ত পুরুষ এবং অবলা, বিধবা, অনাথা, পরিত্যক্তা স্ত্রীজাতি অর্থাৎ পৃথিবীতে যাহাদের কোন প্রকার স্থান নাই, তাহাদেরই আশ্রয়স্থান। 'ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো' বলিয়া যে একটী কথা আছে, সেই কথাটী যেন বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বি-গণের প্রতিই প্রযোজ্য। এইরূপ অনুমান আরও সমর্থিত হয়,—যখন আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাঠ করি,—

ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ-সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥

(চৈ ভা ম ৯।২৩৩-২৩৪)

এই সকল কথা শুনিয়াই বর্ত্তমান যুগে স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তিগণ ডিগ্রিটু, পি-আর-এস্, আই-সি এস্ বা মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারিগণ, রাষ্ট্রনায়ক, সমাজনায়ক, সেনানায়কগণ—যাঁহারা আপনাদিগকে দক্ষ, কৃতী, ধনী, মানী, নিয়ামক, শাসক-প্রভৃতি বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা ঐকান্তিক বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবেশ করিতে চাহেন না। আধুনিক যুগের কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক বৈষ্ণবধর্ম্মকে কোন কোন দেশ ও জাতির অধঃপতনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই! এই অর্থনৈতিক যুগে বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভিখারীর ধর্ম্ম জগতের হরবারে 'অচল-মুদ্রা'র ন্যায় অনাদৃত হয়! তাঁহাদের বিচারে ভাগবতধর্ম্ম মানুষের জীবনী-শক্তিকে নষ্ট করিয়া দেয়; পুরুষাভিমান জাগাইবার পরিবর্ত্তে অবলার আনিয়া দেয়। সুতরাং যাঁহাদের সম্মুখে প্রভূত আশার বিরাট্ ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; যাঁহারা ধনে, জনে, পাণ্ডিত্য-গৌরবে জগতে বিজয়ী হইবার জন্য জয়-যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রেতপুরুষ নিরাশার বিভীষিকা সৃষ্টি করে, পৌরুষ হরণ করে, অকালে মেরুদণ্ডহীন করিয়া দেয়। যে ধর্ম্ম 'লেকেলে ঠাকুর-মা'র মনোভাবসম্পন্না স্ত্রীগণেরই উপযোগী, সেই ধর্ম্মে কোন স্বাস্থ্যবান্, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, দক্ষ ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারেন না। যাঁহাদের তিন কূলে কেহ নাই, যাঁহারা স্বজন-বন্ধু-বিতাড়িত, যাঁহারা নপুংসক-জাতীয়, নানা আধি-ব্যাধি-জর্জ্জরিত অর্থাৎ জগতে যাঁহাদের কোনই স্থান নাই, তাঁহাদের জন্যই বৈষ্ণবধর্ম্ম!!

এক দিকে যুগমানবের এই বিচার, আর এক দিকে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দরিদ্রজন-প্রয়াসি-গণের যে-সকল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও জানা যায় যে, ম্যালেরিয়া, প্লুরিসি, যক্ষ্মা, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, গণোরিয়া, পেট গরম, মাথা-গরম-প্রভৃতি রোগের নিকট যাঁহারা নিত্যদাস-খত লিখিয়া দিয়াছেন, যাঁহারা সংসার-সংগ্রামে পরাজিত ও সংসারক্ষেত্রে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা সারা জীবন সংসারে সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া বৃদ্ধ-বয়সে বাতব্যাধি, অম্লরোগ, রক্তচাপবৃদ্ধি বা জীবন-ঘাতী রোগপুঞ্জের কিঙ্কর হইয়াছেন, তাঁহারাই ভক্তিপথের পথিক—মঠ, আশ্রম বা ভক্ত-সঙ্ঘারামের জন-সংখ্যা-বৃদ্ধিকারী অধিবাসী!

পৃথিবীতে যে-সকল জাগতিক দক্ষ ও কৃতী ব্যক্তি আছেন, যদি তাঁহাদের 'আদম-সুমারী' করা যায়, তাহা হইলে 'কোটির মধ্যে ওটি'ও ভাগবতধর্ম্মাবলম্বী পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। এজন্য বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কখনও কোনও ভাগ্যে একজনও জাগতিক কৃতী ব্যক্তি প্রবেশ করেন, তবে সকলে যেন নাচিয়া উঠেন, লোকসমাজে তাঁহার নাম প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত হন! অমুক মহামহোপাধ্যায়, অমুক ডি-লিট্, অমুক দেশবন্ধু, অমুক রাজা ভাগবতধর্ম্মের সমর্থন করেন, সুতরাং ভাগবতধর্ম্মের ভাগ্যের সীমা নাই! অন্ততঃ এই সমাজচ্যুত ধর্ম্মটি পাংক্তেয় হইল!—এইরূপ বিচার প্রচ্ছন্ন-ভাবে বহির্ম্মুখ বিশ্বের চিত্তরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছে।

অত্রি-ঋষি কৃষিকার্য্যে বিফলকাম ব্যক্তিরই ভাগবত-ধর্ম্মাশ্রয়ের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু ভাগবতধর্ম্মের বাস্তব ইতিহাস অন্যরূপ প্রমাণ করে। বৈদিক যুগ হইতে দেখিলেও জগতের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, স্বাস্থ্যবান্, রূপবান্, ধনবান্, জনবান্, প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিগণই 'ভাগবত' হইয়াছেন, সাক্ষ্য পাওয়া যায়। রাজর্ষি শ্রীজনক, ব্রহ্মর্ষি শ্রীবশিষ্ঠাদি, দেবর্ষি শ্রীনারদ, মহর্ষি শ্রীব্যাস, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীপৃথু, শ্রীপরীক্ষিৎ, শ্রীপ্রিয়ব্রত,

শ্রীব্রহ্মদেব, শ্রীভরত, শ্রীযুধিষ্ঠির, শ্রীউপরিচর বসু, শ্রীঅম্বরীষ, শ্রীপৃথিদেব, শ্রীধ্রুব-প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী সার্ব্বভৌম-নরপতিগণ, আর এক দিকে শ্রীশুক, শ্রীকপিল, শ্রীচতুঃসন শ্রীনারদমুনি, শ্রীভীষ্ম, শ্রীহনূমান, শ্রীবিভীষণ, শ্রীউদ্ধব, শ্রীঅর্জ্জুন-প্রভৃতির ন্যায় মহাবিরাগী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, লোকোত্তর মহাপুরুষগণ সকলেই 'ভাগবত'। তাঁহাদের জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—কোনটীরই অভাব ছিল না। তাঁহারা কেহই স্বাস্থ্যহীন বা শক্তিহীন ছিলেন না। মধ্যযুগেও শ্রীকুলশেখরের ন্যায় সম্রাট্ ও পণ্ডিত, শ্রীযামুনাচার্য্য ও শ্রীলক্ষ্মণদেশিকের ন্যায় অসৌষ্ঠব-শ্রুত-শ্রী-বিমণ্ডিত মহাপুরুষ এবং তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অপরিমিত স্বাস্থ্য-সম্পদ্‌বান্ ব্যক্তি শ্রীভাগবতধর্ম্মেরই সেবা করিয়াছেন। শ্রীরামানুজের শিষ্য শ্রীকুরেশের ন্যায় পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তির দৃষ্টান্ত এবং গুরুভক্তির আদর্শ অন্যত্র দুর্লভ। তৎপূর্ব্বেও আলোয়ারগণ সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও ভাগবতোত্তম ছিলেন। শ্রীপরাশর, শ্রীবরদাচার্য্য, শ্রীঅনন্তাচার্য্য-প্রভৃতি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠগণ, শ্রীরামানুজাচার্য্যের চুয়াত্তর জন প্রসিদ্ধ শিষ্য ও সাত শত ত্রিদণ্ডী শিষ্য, তিনশত স্ত্রীশিষ্য—সকলেই সর্ব্ববিষয়ে সুযোগ্য ছিলেন। শ্রীমধ্বানন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ ও তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীপদ্মনাভতীর্থ, শ্রীনরহরিতীর্থ, শ্রীমাধবতীর্থ, শ্রীঅক্ষোভ্যতীর্থ, শ্রীত্রিবিক্রম-পণ্ডিতাচার্য্য, শ্রীনারায়ণ-পণ্ডিতাচার্য্য-প্রভৃতি সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ শিষ্যগণ, তৎপরে শ্রীব্যাসতীর্থ, শ্রীবাদিরাজস্বামি-প্রভৃতি যে কিরূপ স্বাস্থ্যবান্ ও পণ্ডিত ছিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হীরকাক্ষরে খচিত রহিয়াছে। শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীহনূমান্, শ্রীভীম ও প্রধান-বায়ুর অবতার বলিয়া পূজিত হন। স্বাস্থ্যসম্পদ্ কিরূপ তাঁহার হস্তামলকবৎ ছিল, তাহা তাঁহার চরিত-পাঠে অবগত হওয়া যায়।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌর-মহাবলীর শ্রীপাদপদ্মে যাঁহারা উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও জাগতিক স্বাস্থ্য-সম্পদেও কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। শ্রীশ্রীস্বরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীলোকনাথ, শ্রীভূগর্ভ-প্রভৃতি গোস্বামিবৃন্দ অথবা শ্রীরামরায়, শ্রীপুরুষোত্তম বিদ্যাবিনিধি, মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুবুদ্ধি রায়, শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান্, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীসত্যরাজ খান্, শ্রীরামানন্দ বসু, শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীরঘুনন্দন, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর অথবা শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, পণ্ডিত শ্রীকাশীশ্বর, পণ্ডিত শ্রীগদাধর, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীরঘুনাথ-ভাগবতাচার্য্য-প্রভৃতি অগণিত শ্রীগৌর-পার্ষদগণ কেহই ধন, জন, বল ও পাণ্ডিত্যে কোন অংশে হীন ছিলেন না।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে যে-সকল প্রাজ্ঞজন অপ্রাকৃত জ্যোতিষ্ক উদিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই জগতের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্যগণের মধ্যেও শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, শ্রীল অভিরাম ঠাকুর, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত, শ্রীল পুরুষোত্তম পণ্ডিত, শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন প্রভৃতি অসংখ্য ভাগবতগণ সর্ব্বগুণাধার শ্রীভগবানের গুণের অধিকারী ছিলেন।

ওঁ শ্রীগৌরগোবিন্দলীলাগায়ক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর বিদ্যাবত্তার তুলনা কে করিতে পারে ? তবে যে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন (ম ১।২৩৩),—

'ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য ?'

—এই উক্তির সার্থকতা কি ? শ্রীবরের ন্যায় 'খোড়-কলা-মোচা-খোলাবেচা', যাঁহাকে নদীয়ার লোক "মহাচাষা"-বেটা, তাতে পেট নাহি ভরে। ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি' মরে।" প্রভৃতি বলিয়া গালি দিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তিই ত' শ্রীচৈতন্যের দলে প্রবেশ করিয়াছে, ইহাই শ্রীচৈতন্যচরিত-লেখকের বাক্যে প্রমাণিত হয় না কি ?

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের এই উক্তির উদ্দেশ্যটী কি, তাহা ভারবাহিগণ বুঝিতে পারে না। ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন পরবর্ত্তী পদ্যেই তাঁহার উক্তির মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

কলা, মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইলা যাহা।
কোটি কল্পে কোটীশ্বর না দেখিবা তাহা॥
অহঙ্কার-দ্রোহমাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত-ফল তা'র না জানয়ে পাছে॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহারে শকতি ?
আছয়ে সকল সিদ্ধি, দেখয়ে দুর্গতি॥
খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্ট-সিদ্ধিকে উপেক্ষি'॥

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

(চৈ ভা ম ৯।২৩৪-২৩৬, ২৩৮-২৪১)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীরূপের শ্রীগোবিন্দজীর সেবার অধ্যক্ষ শ্রীল হরিদাস পণ্ডিতের গুণবর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন (চৈ চ আ ৮।৫৪ ৫৭)—

সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশঃ-গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ॥
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুর-বচন, মধুর-চেষ্টা, মহাধীর॥
সবার সম্মান-কর্ত্তা, করেন সবার হিত।
কোটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসাশূন্য তাঁর চিত॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সে-সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস॥

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

(ভা ৫।১৮।১২)

শ্রীকৃষ্ণে-যাঁহার কেবলা ভক্তি, সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতে অবস্থিত। যিনি হরিভক্তিবিহীন, তাঁহার মন সর্ব্বদা অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়, তাঁহার পক্ষে মহদ্‌গুণসকল অসম্ভব।

পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু উদার, সর্ব্ব-আর্য্য॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ?
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইহা—পণ্ডিত হরিদাস॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্য-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে' বৈষ্ণবে সন্তোষ॥
নিরন্তর শুনে তেঁহো 'চৈতন্যমঙ্গল'।
তাঁহার প্রসাদে শুনে বৈষ্ণবসকল॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করে' যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ॥

(চৈ চ আ ৮।৫৯-৬৪)

কিন্তু বর্ত্তমানকালে বিচিত্র ঠাকুর-বাড়ীতে বা আখড়ায় যে সকল সেবার অধ্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের চরিত্র শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর বর্ণনার বিপরীত প্রতিকৃতি নহে কি? এজন্য অনেকে বলেন,—শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত যে-সকল যোগ্যতম ব্যক্তি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের নিজগণসহ বৈকুণ্ঠ-বিজয়ের ন্যায় সেই সকল পারিষদবর্গকে লইয়া শ্রীচৈতন্যদেবও স্বধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার পর নেড়ানেড়ী-দলের সৃষ্টি হইয়াছে, বৈষ্ণববর্গে আর কোন যোগ্য ব্যক্তি প্রবেশ করেন না!

শ্রীচৈতন্যদেবের পরে ষড়্‌গোস্বামিগণের শিষ্য-প্রশিষ্যের মধ্যেও বহু যোগ্যতম ব্যক্তি প্রকটিত হইয়াছিলেন, ইহার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দের পরেও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর শিক্ষাশিষ্য শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু এবং তদ্বিশ্বানুশিষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ জগতের নিত্যকল্যাণ বিধান করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর ষট্ চক্রবর্ত্তী, অষ্ট কবিরাজ, দ্বাদশ বিপ্র চট্টরাজ, কুলরাজ, মল্লরাজ শিষ্যগণের যোগ্যতার কথা স্বর্ণাক্ষরে খচিত রহিয়াছে। অষ্ট কবিরাজের প্রধান শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের গুণগ্রামের কথা কে না জানেন? মল্লরাজ শ্রীবীরহাম্বীরের শ্রীগুরু-পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব-আত্মনিবেদনের কথা বৈষ্ণব-সমাজে প্রবাদের মত প্রচলিত রহিয়াছে। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের কীর্ত্তি-গুচ্ছ সজ্জন-সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছে। চট্টরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, কুলরাজ শ্রীকুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তীর যোগ্যতার কথা বৈষ্ণব-সাহিত্যিকগণ সকলেই অবগত আছেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, রাজা শ্রীনরসিংহ, শ্রীচাঁদ রায়-প্রভৃতি ভাগবতগণ জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—সর্ব্ববিষয়ে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর প্রধান দ্বাদশজন শিষ্য এবং তাঁহাদের অন্যতম শ্রীরসিক-মুরারি সর্ব্ববিষয়েই সুযোগ্য ও সুদক্ষ ছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর কৃপায় ওড্র নৃপতিগণ ও কত মনস্বি-পণ্ডিত্য-রূপ-গর্ব্বিত ব্যক্তি শ্রীশ্রীগৌরপাদ-পদ্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্য-

প্রভায় সমস্ত-জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছে। সুতরাং "ভ্রষ্টা-ভূতো ভাগবতা ভবন্তি" অর্থাৎ কৃষিকার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়াই 'ভাগবত' হয়, অত্রি-ঋষির এই উক্তি বা প্রচলিত জনমত কেবল বিকৃত ছবির প্রতিধ্বনি-মাত্র।

কেহ কেহ বলেন—সেই সকল কতিপয় আচার্য্য ও মহাপুরুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াই যোগ্য ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছেন, পরন্তু ধর্ম্মের প্রভাবে আকৃষ্ট হন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর ন্যায় সচল মায়াবাদি সন্ন্যাসি-গুরুকে, অথবা সার্ব্বভৌম বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্যকে জয় করিয়া স্বীয় পদানত করিয়াছেন, কিংবা শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীমধ্বাচার্য্য যেরূপ বহু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয় করিয়া শিষ্য করিয়াছেন, কিংবা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু ও শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু যেরূপ বহু পাষণ্ড-মতবাদ নিরাস করিয়া বহু মহামহোপাধ্যায়, রাজচক্রবর্ত্তী রূপে, গুণে, কুলে, পাণ্ডিত্যে—সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে ভাগবত করিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগে আর সেইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানকালে কেহ কেহ অনুকরণ করিয়া ঐরূপ প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রচেষ্টা করিলেও তাহাদের দলে যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তি বেশী দিন অবস্থান করেন না। এই সকল মতামতও আধুনিককালে শুনিতে পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ এই সকল উক্তি অজ্ঞাত ও মাৎসর্য্যমূলে কল্পিত। এখনও এরূপ লোকোত্তর মহৎও জগতে প্রকটিত আছেন, যিনি নীরবে বহু যোগ্যতম ব্যক্তিকে শ্রীভাগবত-ধর্ম্মের মন্দিরে আনয়ন করিয়াছেন। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রীর উচ্চতম শিখরে অবস্থিত ব্যক্তিগণ সেইরূপ মহত্তের নিষ্কামকর্ম্মে কোনরূপ সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার না করিয়া নীরবে শ্রীভাগবতধর্ম্মের বেদী-মূলে আত্মাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। ভাগবতস্বরূপ ব্যক্তিত্ব ও ভাগবতধর্ম্ম—এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু নহে। ভাগবতধর্ম্ম যাঁহাকে সমগ্র-পরাকাষ্ঠায় আত্মসাৎ করিয়াছে, তাঁহারই ভাগবত-ব্যক্তিত্ব। সুতরাং ভাগবতের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হওয়াই ভাগবতধর্ম্মের মহিমজ্ঞানে আকৃষ্ট হওয়া।

যদি বর্ত্তমানকালে অতীত যুগ-সমূহের ন্যায় যোগ্য ব্যক্তিগণ ভাগবতধর্ম্মে প্রবেশ না-ই করেন, তবে ইহার মূলেই বা কি রহস্য রহিয়াছে, তাহা কি আমরা অনুসন্ধান করিয়াছি? ইহা কি যুগমানবের দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা নহে? ভাগবত ধর্ম্মের প্রথম-সোপানের সম্মুখে উপস্থিত হইবার সর্ব্বপ্রাথমিক ও সর্ব্বনিম্ন যোগ্যতাই ফলকামনা-ত্যাগ। শ্রীগীতার উপদিষ্ট কর্ম্মযোগ বা কর্ম্মার্পণ, যাহা ভাগবতধর্ম্মের সর্ব্বপ্রাথমিক বা সর্ব্বনিম্নস্তরের কথা, তাহা যুগমানব ভুলিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন বা শ্রীবল্লভ-ভট্ট কি বা পরবর্ত্তী যুগের আচার্য্যবৃন্দের সেবকরূপে যে-সকল যোগ্যতম ব্যক্তি প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মহত্ত্ব কোথায়? মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি অথবা কুল ও রূপে গরীয়ান্ বলিয়াই যে তাঁহারা জগৎপূজ্য হইয়াছেন, তাহা নহে। শ্রীভাগবতধর্ম্মের যে প্রথম কথা—ফল আত্মসাৎ না করা, তাহা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা—এই দুইটী প্রতিজ্ঞার পরাকাষ্ঠা পূর্ণতম রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের চরিত্রে প্রকাশ্য হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন, যাঁহারা দবির খাস ও সাকর মল্লিক-নামে গৌড়েশ্বরের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদের দৈন্যের আর দ্বিতীয় আদর্শ জগতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন (চৈ চ ম ১।২০৯-২০৫),—

"আপনে অযোগ্য দেখি' মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ॥
বামন হঞা চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে॥"

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন (চৈ চ ম ১।২০৭-৮),—

• • —"শুন, দবির-খাস।
তুমি দুই ভাই—মোর পুরাতন দাস।
আজি হৈতে দুঁহার নাম 'রূপ'-'সনাতন'।
দৈন্য ছাড়' তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥"

আর নৈয়ায়িকবিরোমণি বৈদান্তিকপ্রবর শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যই বা কি বলিয়াছিলেন? (চৈ চ ম ৬।১৮১,১৮৩-৮৪)

সার্ব্বভৌম কহে—"আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পৎ-সিদ্ধি॥
তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ঘেউ-ঘেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ' 'হরি'॥
কাহাঁ বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ-সঙ্গে।
কাহাঁ এই সঙ্গসুখা সমুদ্র তরঙ্গে॥"

তখনই ত' শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছিলেন (চৈ চ ম ১২।১৮৮),—

"—পূর্ব্বে যিহ কহে তোমার প্রীতি।
তোমা-সঙ্গে আমা'-সভার চৈছে কহে মতি॥"

শ্রীবুদ্ধি রায়, যিনি গৌড়ের অধিকারী ছিলেন এবং যাঁহার নিকট এক সময়ে হুসেনশাহ চাকুরী করিতেন, সেইরূপ ধনী ও মানী ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া কি করিয়াছিলেন? (চৈ চ ম ২৪।১৯৭-২০০)—

গুরু কাষ্ঠ আনি' রায় বেচে মধুরাতে।
পাঁচ-ছয় পয়সা হয় এক এক বোঝাতে॥
আপনে রহে এক পয়সার চানা চাবা জা'।
আর পয়সা আনিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি' তাঁ'রে করান ভোজন।
গৌড়ীয়া আইলে দধি, ছাত, তৈল-মর্দ্দন॥
রূপ-গোসাঞি আসি'-তাঁ'রে বহু প্রীতি কৈলা।
আপন-সঙ্গে লঞা 'বাদল বন' দেখাইলা॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাঘব-রামানন্দের নিকট শ্রীসনাতনের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন (চৈ চ অ ১।২০১)—

"তোমার যৈছে বিষয়-ত্যাগ, তৈছে তাঁর রীতি।
দৈন্য-বৈরাগ্য-পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি॥"

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভুর প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন (চৈ চ অ ৬।২৩৯-১৩),—

অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা?
রঘুনাথের নিয়ম,—যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন-স্মরণে।
সবে চারি-দণ্ড আহার-নিদ্রা কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত-কথন।
আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিণ্ডা-কানি কাঁথা বিনা না পরেন বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন॥
প্রাণ-রক্ষা লাগি' সেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনার করে নির্ব্বেদন॥

এই যে শ্রীশ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথের দৈন্য বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রীত্যে বিষয়-ত্যাগ, তাহা কর্ম্মার্পণজাতীয় অতি প্রাথমিক-স্তরের ভাগবতধর্ম্ম নহে, তাহা ভাগবতধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু আধুনিক যুগমানব সর্ব্বক্ষণ ফল আত্মসাৎ করিবার জন্যই ব্যগ্র। যুগমানবের জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন, সে ততটুকুই আত্মসাৎ করিয়া গর্ব্ব-পর্ব্বতের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবে, ইহাই তাহার মজ্জাগত মনোভাব। বলীয়সী মায়াদেবীর ছলনাময়ী যুক্তি কর্ণে গ্রহণ করিয়া যুগমানব ফলভোগে মাতিয়া যুপকাষ্ঠে আত্মবলি দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাই তাহার ভাগ্যে মহতের দর্শন হয় না। ভক্তির দ্বারস্বরূপ যে কর্ম্মার্পণ, তাহারও উপায় মহৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

(চৈ চ ম ২২।৪১)

মহতের কৃপা ব্যতীত কোন কর্ম্মে ভক্তি অর্থাৎ কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তি বা কর্ম্মার্পণে পর্য্যন্ত চিত্ত বাধিত হয় না। অকিঞ্চনা ভক্তি দূরে থাকুক, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি বা কর্ম্মার্পণ, যাহা ভক্ত্যাভাস এবং যাহার ফল মাত্র সংসার-ক্ষয় (মুক্তি), তাহা পর্য্যন্ত হয় না। বিশ্বমানব কর্ম্মফলের ভোক্তা সাজিয়া কেবল জন্ম-জন্মান্তর সুখ-দুঃখ ভোগরূপ সশ্রম-কারাদণ্ড বরণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। মহতের দর্শন, যাহা সংসার-ক্ষয়ের সময় উপস্থিত হইলেই লাভ হয়, তাহা না ঘটার জন্যই কর্ম্মফল আত্মসাৎ করিবার ঐরূপ পিপাসা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে। তাই যুগমানব আপনাকে কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর জ্ঞানবীর, বুদ্ধিবীর, কুলবীর, ধনবীর, স্বাস্থ্যবীর অভিমান করিয়া উহা কেবল নিজের চর্ম্ম-মাংসের বিষ্ঠামূত্রের অকিঞ্চিৎকর সাময়িক প্রয়োজনে নিয়োগ করিয়া আপনাকে ভাগবতধর্ম্মের বেদীমূল হইতে দূরে রাখিয়া লাভবান্ মনে করিতেছে এবং বলিতেছে,—'আমার মত ঐশ্বৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর গর্ব্বে গর্ব্বিত ব্যক্তি ভাগবতধর্ম্মের গণ্ডিতে প্রবেশ করে না!' বিমুখমোহিনী মায়া এইভাবে তাহাকে ফলভোগী সাজাইয়া ভাগবত-মন্দিরের দ্বার হইতে দূরে রাখিয়াছে, ইহাতে মহতের বা ভাগবতধর্ম্মের মহত্ত্বের লোপ হয় নাই; ফলভোগকামীই আত্মবঞ্চিত হইয়াছে। ফলভোগকামনা অর্থাৎ ঐশ্বৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অভিমান বা ফল আত্মসাৎ করিবার দুর্দ্দমনীয় পিপাসা মহতের কৃপায় নিবৃত্ত না হইলে মহতের দর্শন হয় না, ভাগবতধর্ম্মের দ্বারেও উপনীত হওয়া যায় না। অন্ততঃ ফলকামনাটুকু শ্রীবিষ্ণুতে অর্পণ করিবার সুবুদ্ধি

যাহার না হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ভাগবতধর্ম্মের দ্বারে উপনীত হইতে পারে না। যুগমানবের পক্ষে ইহা বড়ই দুঃখ ও লজ্জার কথা : ইহা ভাগবতধর্ম্মের কলঙ্কের কথা নহে। যে ভাগবতধর্ম্মে পূর্ব্বে শ্রদ্ধাবান্ ও সুদক্ষ ব্যক্তিগণই প্রবেশ করিতেন, বর্ত্তমানে উহারা তাহার গ্রাহক হন না। ইহাতে নিরপেক্ষক ভাগবতধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ মূল্য কোন-দিনই কমে নাই বা কমিতে পারে না। কিন্তু যুগমানব যে কতদূর ফলভোগে আসক্ত হইয়া মহতের নিকট দুরন্ত অপরাধী হইয়া পড়িয়াছেন, তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অবস্থা এইরূপ ছিল না ; লোকে পাপে ও পুণ্যে বিষয়ভোগে প্রমত্ত থাকিলেও উহারই মধ্যে বিষ্ণুপ্রীণনপর এইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন যে, মহতের কৃপায় তাহা ভাগবতধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইত। তাহাদের ফলকামনার অভিসন্ধি ও এমন কি, দুষ্কর্ম্মের পিপাসাও ভগবদর্পিত হইয়া কর্ম্মবন্ধনের পরিবর্ত্তে কর্ম্মযোগে পর্য্যবসিত হইত। ইহাতে অনৈশ্বর্য্য-কৃত-শ্রী-বিভূষিত বহু ব্যক্তি ভাগবতধর্ম্মের পথে প্রবেশ করিতে পারিত। কিন্তু কলির প্রাবল্যে বর্ত্তমান যুগমানবের চিত্তবৃত্তি কর্ম্ম-যোগ বা কর্ম্মার্পণের পরিবর্ত্তে কর্ম্মবন্ধনকেই বরণ করিতেছে অর্থাৎ প্রত্যেকেই ফল আত্মসাৎ করিবার জন্য বিদ্যাবেগে প্রধাবিত হইয়াছে ; ইহাই হইল অনৈশ্বর্য্য-কৃত-শ্রী-বিভূষিত ব্যক্তিগণের ভাগবতধর্ম্মে প্রবেশাধিকার না পাওয়ার মহা-দুর্ভাগ্যের মূল কারণ।

পূর্ব্বজন্মের কোন পুণ্যফলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুল কিংবা দেশাধিপত্য, মণ্ডলাধিপত্যরূপ প্রভুত্ব, ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্য, বৃহস্পতির ন্যায় পাণ্ডিত্য, অনঙ্গের ন্যায় সৌন্দর্য্য বা স্বাস্থ্য লাভ হয়। যাঁহারা পুণ্যকর্ম্মের ফলস্বরূপ ঐসকল প্রাকৃত সম্পদ্ বা বৈভব লাভ করিয়া তাহা বিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশে অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলেন না অর্থাৎ সেইরূপ কোন মহতের সঙ্গ-প্রভাবে অন্ততঃ কর্ম্মার্পণরূপ প্রাথমিক ভাগবতধর্ম্ম-যাজনে প্রস্তুত হইলেন না, সেই সকল অত্যন্ত দুর্ভাগা ব্যক্তিই মনে করেন যে, তাঁহাদের ন্যায় কুলীন, পণ্ডিত, ধনী, মানী বা রূপবান্ ব্যক্তি ভাগবতধর্ম্ম গ্রহণ না করায় ভাগবতধর্ম্মটী ব্যর্থ হইয়া গেল, তাঁহারা ভাগবতধর্ম্মে প্রবেশ করিলে ভাগবতধর্ম্ম গৌরবমণ্ডিত হইত। বস্তুতঃ সেই সকল ফলভোগকামী অনৈশ্বর্য্য-কৃত-শ্রীর গর্ব্বে অন্ধ ব্যক্তিগণের নিকট যে ভাগবতধর্ম্মের দ্বার অর্গলবদ্ধ, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। মহতের কৃপায় ফলভোগ-কামনা পরিত্যাগ করিয়া তাহা শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদোদ্দেশে অর্পণ করিলে যে তাঁহাদের প্রতি ভাগবত-ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত হইত, তাঁহারা কৃতার্থ হইতেন, ভাগবতধর্ম্ম কৃতার্থ হইত না,—ইহা প্রাকৃত অহঙ্কার-মদিরামত্ত হইয়া তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। বর্ত্তমান যুগমানব এই ফল-ভোগকামনা যতটা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে মহতের কৃপায় ফলার্পণের জন্য উদ্‌গ্রীব হইবেন, ততটাই তাঁহাদের অনৈশ্বর্য্যকৃতশ্রী সার্থকতামণ্ডিত হইবে, নতুবা—

> ধিগ্‌জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাম্।
> ধিক্‌কুলং ধিক্‌ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥
>
> (ভা ১০।২৩।৩৯)

যাহারা শ্রীবিষ্ণুতে বিমুখ, তাহাদের শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্মে, বিদ্যায়, ব্রহ্মচর্য্যে, বহুদর্শিতায়, কুলে, কর্ম্মে ও দক্ষতায় ধিক্। তাহারা জন্মজন্মান্তর এই বিশ্বকারাগারে সশ্রম দণ্ড ভোগ করিবে। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,—

> মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-
> স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
> নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
> ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়।
>
> (ভা ৭।৯।৯)

আমি মনে করি যে, ধন, উচ্চকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, তেজ, প্রতাপ, শারীরিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি ও যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ—এ-সকল গুণও সেই পরম পুরুষের আরাধনায় সমর্থ নহে ; ভগবান্ শুধু ভক্তিদ্বারাই গজেন্দ্রের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

> বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
> পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
> মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
> প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥
>
> (ভা ৭।৯।১০)

আরও আমার বোধ হয় যে, (পূর্ব্বোক্ত) দ্বাদশগুণ-ভূষিত অথচ শ্রীপদ্মনাভের পদারবিন্দ-বিমুখ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যাহার মন, বাক্য, কর্ম্ম, ধন ও প্রাণ ভগবানে অর্পিত,

সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, সে (চণ্ডাল) স্বীয় কুল পবিত্র করিতে পারে ; কিন্তু অতি গর্ব্বান্বিত ব্রাহ্মণ (আপনাকেই পবিত্র করিতে) পারে না।

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো, মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং, তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥

(ভা ২।৪।১৭)

কি তপস্বী, কি দানশীল, কি যশস্বী, কি মন্ত্রবিৎ, কি সদাচার পুরুষগণ,—ইহারা কেহই যাঁহার নিকট স্ব-স্ব-অনুষ্ঠানাদি সমর্পণ না করিয়া কোনপ্রকারেই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না, সেই সুভদ্রশ্রবা (মঙ্গলময়কীর্ত্তি) শ্রীহরিকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥

(ভা ৭।৬।২৬)

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, যাহা শাস্ত্রে 'ত্রিবর্গ' বলিয়া কথিত এবং আন্বীক্ষিকী, বার্ত্তাবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি ও কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন জীবিকার উপায়—এই সকলই ত্রিগুণ বিষয় বেদের অন্তর্গত বলিয়া 'অনিত্য' বলিয়া মনে করি ; প্রকৃত-পক্ষে জীবের নিত্য সুহৃদ্বান্ধব পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর পাদ-পদ্মে যে আত্মসমর্পণ, তাহাই সত্য।

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্।

(ভা ১১।২৯।২২)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমার ভজনই বুদ্ধিমদ্গণের বুদ্ধির অর্থাৎ বিবেকের এবং মনীষার অর্থাৎ চাতুর্য্যের চরম ফল। সত্য ও অমৃতস্বরূপ আমাকে অনিত্য মর্ত্য, বিনাশী মনুষ্য-দেহ-দ্বারা এই জন্মেই যে পাওয়া যায়, তাঁহাই প্রকৃত বুদ্ধি ও মনীষা। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ও মনীষী বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারা যদি এই মর্ত্য মানবদেহের অনুগত যে উত্তম কুল, ধন, পাণ্ডিত্য ও রূপাদি বৈভবকে শ্রীহরি-ভজনে সমর্পণ না করিয়া অকিঞ্চিৎকর রক্ত-মাংসের বা ইন্দ্রিয়ের ক্ষণভঙ্গুর ও পরিণামে দুঃখদায়ক সুখে বা প্রভুত্বে নিয়োগ করিয়া আপনাদিগকে লাভবান্ মনে করেন, তবে তাঁহাদের মত নির্ব্বোধ, অবিবেকী, অচতুর, আত্মবঞ্চক ও আত্মঘাতী আর কেহই নাই। অতএব স্বাস্থ্য, সম্পদ্, দক্ষতা, যোগ্যতা বা যত কিছু জাগতিক বৈভব আছে, সমস্ত শ্রীশ্রীভগবৎপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া ভাগবতধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণ করাই বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা। এজন্যই বৈষ্ণব-কবি গাহিয়াছেন—

"যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর।"

মহারাজ শ্রীহরিশ্চন্দ্র শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষার্থ মহর্ষি শ্রীবিশ্বামিত্রের ঋণ-পরিশোধার্থ স্বীয় ভার্য্যা ও পুত্রাদি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া, এমন কি, স্বয়ং চণ্ডালের দাস্য করিয়াও তাহাতে দুঃখবোধ না করিয়া অযোধ্যাবাসী প্রজাবৃন্দের সহিত উত্তমলোক লাভ করিয়াছিলেন। এই যে শ্রীহরিশ্চন্দ্রের সমস্ত ঐশ্বর্য্য-বৈভবের বলিদান, তাহাতে শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ হইয়াছিল, ইহাই বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে কর্ম্মফলত্যাগ অর্থাৎ প্রাথমিক ভাগবতধর্ম্ম। রাজা শ্রীরন্তিদেব কুটুম্বগণের সহিত আটচল্লিশ দিবস নিরম্বু উপবাসী থাকিয়াও পরে যৎকিঞ্চিৎ অন্নজল লাভ করিয়া উহা প্রার্থিগণকে প্রদান করায় শ্রীবিষ্ণুর পরম সন্তোষ-ভাজন হন। উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা কুটুম্বগণের সহিত ছয়মাস কাল যাবৎ অনাহারে ক্লিষ্ট হইলেও অতিথি-সেবা করিয়া তিনি শ্রীবিষ্ণুর প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। উশীনর তনয় মহারাজ শিবি শরণাগত কপোতকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বীয় মাংস শ্যেন পক্ষীকে প্রদান করেন। প্রহ্লাদ-পৌত্র বলি ব্রাহ্মণবেষধারী বামন-দেবকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন। কপোত অতিথি ব্যাধকে স্বীয় সহধর্ম্মিণী কপোতীর সহিত মাংস দান করেন এবং ব্যাধও তাহাদের সত্ত্বগুণ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক দাবাগ্নিতে নিজ দেহ বিসর্জ্জন করেন। এই সকল দৃষ্টান্তগুলি বিভিন্ন স্তরের ভাগবতধর্ম্মের উদাহরণ অর্থাৎ যাঁহার যে সম্পত্তি বা আসক্তির বস্তু বা 'আমার' বলিতে যে কিছু, তাহা নিজের প্রয়োজনে রক্ষা করিবার যে আত্ম-ঘাতিনী বুদ্ধি জগতে 'চাতুর্য্য' বলিয়া বিদিত, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত আসক্তির বস্তু শ্রীভগবৎসন্তোষার্থ সমর্পণই 'ভাগবতধর্ম্ম'। যাঁহারা আসক্তির মূলঘন জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী, দেহ গেহ, পুত্র, কলত্রাদি শ্রীবিষ্ণুর প্রীণনার্থ সমর্পণপূর্ব্বক ভাগবতধর্ম্মের দ্বারে উপস্থিত হইলেন না, নিজেই ভোক্তা সাজিয়া উহাদিগকে আত্মসাৎপূর্ব্বক আত্ম-ঘাতের দিকে যাত্রা আরম্ভ করিলেন এবং তাহাকেই

বুদ্ধিমন্ত মনে করিলেন. তাঁহাদের ঐ চাতুর্য্যকে শাস্ত্র ও মহাজন পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দিয়াছেন। মূঢ়মানব সেই ধিক্কারের পাত্র হইয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছে। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—যাহাদের চিত্ত ভাগবতধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইল না, তাহাদিগকে কুক্কুরাদি পশুতুল্য নিজ-বন্ধুগণ বহু স্তুতি-বন্দনাদি করিলেও সেই পুরুষপশু তাহাদের মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ' হওয়ায় অর্থাৎ পশুদলতুল্য জন-সঙ্ঘের সম্যক্ স্তুতির পাত্র হওয়ায় নিশ্চয়ই 'মহাপশু' বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে (ভা ২।৩।১৯)। অতএব আমার ন্যায় মহাপশুই ভাগবতধর্ম্মে প্রবিষ্ট না হইয়া আত্মগৌরব অনুভব করে এবং ক্ষণভঙ্গুর ও বিশ্বাসঘাতক স্বাস্থ্য-সম্পদাদি আত্মসাৎ করিয়া তজ্জাতীয় পশুগণের স্তুতির পাত্র হয়। ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন বলিয়াছেন,—

"হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি সব—কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
মূঢ় সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥
কৃপাসাগর কৃষ্ণ জগত-জীবন।
সেবক-বৎসল নন্দগোপের নন্দন॥
হেন কৃষ্ণনামে যা'র নাহি রতি-মতি।
পড়িয়াও সর্ব্ব শাস্ত্র, তাহার দুর্গতি॥
দরিদ্র অধমে যদি লয় কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব দোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥
পড়িঞা-শুনিঞা লোক গেল ছারে-খারে।
কৃষ্ণ-মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে॥
পূতনারে যেই প্রভু কৈলা মুক্তিদান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' লোকে করে অন্য ধ্যান॥
অঘাসুর-হেন পাপী যে কৈলা মোচন।
কোন্ সুখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্ত্তন?
যে-কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিত্র।
না বলে দুঃখিত জীব তাঁহার চরিত্র॥
যে-কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল।
তাহা ছাড়ি' মৃত্য-গীতে করে' অমঙ্গল॥
অজামিলে নিস্তারিলা যে-কৃষ্ণের নামে।
ধন-কুল-বিদ্যা-মদে তাহা নাহি জানে॥
শুন, ভাই-সব! সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধন॥
যে-চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ।
যে-চরণ সেবিয়া শঙ্কর শুদ্ধদাস॥
যে-চরণ হইতে জাহ্নবী-পরকাশ।
হেন পাদপদ্ম, ভাই! সবে কর' আশ।"
(চৈ ভা ম ১১।৪৯, ১৫২-৫৫, ১৫৯-৬১)

শ্রদ্ধা

শ্রীহরিভজনকারীর সর্ব্বপ্রথম যোগ্যতাই—'শ্রদ্ধা'। কোন সুকৃতে কোন বিষ্ণুতীর্থে বা কোন ভক্তসঙ্গপ্রভাবে কৃপাপূর্ব্বক আগত বা অবস্থিত মহতের শ্রীমুখের বাতাস যদি জীবের শরীরে লাগে অর্থাৎ নিরপরাধে তাঁহার বাণী শ্রবণ, পাদস্পর্শ, সম্ভাষণাদির দ্বারা যদি সঙ্গ হয়, তবে সেই সৌভাগ্য শ্রদ্ধার উদয় করায়। সাধুমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিবার পর শ্রদ্ধা বা মহিমজ্ঞান লাভ হয়। 'ভক্তিতেই আমার নিত্যমঙ্গল অবস্থিতা, ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই করিব না'—এইরূপ দৃঢ়ভাব নামই 'শ্রদ্ধা'; তখন আপনা হইতেই কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি নির্ব্বেদ বা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা বা তৃপ্তি আসে। অতএব পরতত্ত্বের মহিমজ্ঞানই 'শ্রদ্ধা'।

ভক্তির মাহাত্ম্য যাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাঁহাকে কর্ম্ম জ্ঞান, বৈরাগ্য বা অভক্তির মাহাত্ম্য আকৃষ্ট করে না। ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অভক্তির প্রতি বিতৃষ্ণা আসে, ইহাই 'বৈরাগ্য'। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্বাভাবিক-ভাবে উপস্থিত হয়।

'শ্রদ্ধা'-শব্দে 'আদর' বুঝায়। আদরহীন ভক্তিতে তত ফল হয় না; পদে পদে বিঘ্নের সম্ভাবনাও অত্যন্ত বেশী থাকে। সমস্ত অপরাধের মূলই ভগবান্, ভক্ত, ভক্তি ও তৎসম্পর্কিত বস্তুতে অনাদর। অনাদর বা শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার ও অপরাধ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। অতএব অশ্রদ্ধা ও অপরাধ একই। অপ্রাকৃত ও অসমোর্দ্ধ বস্তুর অপ্রাকৃতত্ব

ও শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকারপূর্ব্বক নিজের সমানে বুদ্ধিকার অবস্থিত মনে করিয়া সমালোচনা বা ছিদ্রান্বেষণ করিতে যাওয়াই অশ্রদ্ধার লক্ষণ। শ্রদ্ধা হইতেই ভক্তিতে অনুক্ষণ প্রবলতা আসে, কখনও ভক্তির অনুষ্ঠানের প্রতি শৈথিল্যের উদয় হয় না। যদি কোনপ্রকার হৃদয়দৌর্ব্বল্য থাকে, পুণ্য-কর্ম্মাদিতে আসক্তি থাকে, তৎপ্রতিও তখন গর্হিতবুদ্ধি উপস্থিত হয়।

শ্রদ্ধা 'লৌকিকী' ও 'শাস্ত্রীয়া' ভেদে দ্বিবিধা। ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি বা তৎসম্পর্কিত বস্তুতে লোকপরম্পরায় যে আদর বা তাহাদের মহিমজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ, তাহা 'লৌকিকী শ্রদ্ধা'; আর শাস্ত্র বহির্ম্মুখ মানবজাতির জন্য যে-সকল নিত্য শাশ্বত বিধান করিয়াছেন, তাহা পরমমঙ্গলময় বলিয়া দৃঢ়তার সহিত অবিচলিত বিশ্বাসই 'শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা'। এই শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা অনন্যা ভক্তির মূল। এই শ্রদ্ধা অপরাধের জননী অশ্রদ্ধাকে নষ্ট করে। এই শ্রদ্ধার দ্বারা ভগবদ্তোষণ হয়। ভগবান্, ভক্ত ও তদ্বস্তুতে জীবের আদর দেখিলে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। 'শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা' হইলে পাপ থাকে না; যদি বা দৈবাৎ পাপ উপস্থিত হয়, তাহাতে আদর থাকে না। লৌকিকী শ্রদ্ধাতেও পাপ করিতে গেলে মনে কশাঘাত লাগে; তখন সে আর পাপ করে না, শীঘ্রই পাপ ছাড়িয়া দেয়। যাহার মনে কোনরূপ কশাঘাত লাগে না, তাহার শ্রদ্ধা-লেশও হয় নাই।

শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার উদয় হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বাভাবিকভাবেই পরিত্যক্ত হয়। কৃত্রিমভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ছাড়িবার প্রবৃত্তি শ্রদ্ধার লক্ষণ নহে। অন্য দেবতাকে স্বতন্ত্র-ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া বিষ্ণুর সহিত যে ভেদবুদ্ধি, তাহা পরিত্যাগ ও স্বরূপতঃ বর্ণাশ্রম ত্যাগ শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার তটস্থ লক্ষণ। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাবান্ বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ করেন বলিয়া কোন পাপপ্রবৃত্তি পোষণ বা পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। যদি দৈবাৎ কোনও পাপ-প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহা হইলে তিনি চিন্তা করেন,—'শ্রীবিষ্ণু ত' পাপ করিলে অসন্তুষ্ট হইবেন, ফলে আমার অপরাধ হইবে, ভজনোন্নতি হইবে না।' এই চিন্তা শ্রীভগবান্ই অন্তর্য্যামিসূত্রে শ্রদ্ধালুর হৃদয়ে উদয় করান; তখন আর তাঁহার পাপানুষ্ঠানের ইচ্ছা হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—'শাস্ত্রতাৎপর্য্যে বিশ্বাসের নামই 'শ্রদ্ধা'। 'ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তির মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনকারী শাস্ত্র যাহা বলিতেছেন তাহা আমার একান্ত নিশ্চিত মঙ্গলের জন্যই'—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসই 'শ্রদ্ধা'। শাস্ত্র শ্রীভগবানে অনন্যা 'শরণাগতি'র কথাই বলেন। এই পৃথিবীতে কেহই দুঃখ বা যাবাপ্রাপ্ত সুখ চাহে না। এই যাবাটাই আশঙ্কা বা ভয়। এই ভয় তথাকথিত সুখকে দুঃখে রূপান্তরিত করে। এই বিঘ্ন ও আতঙ্ক দূর করিয়া শাস্ত্র অশরণকে শরণ, শোকগ্রস্তকে সান্ত্বনা ও ভীতকে আশ্বাস প্রদান করেন। শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাওয়া যাইতে পারে না; পদে পদে ভয়, বাধা ও বিঘ্ন আসিবেই। শাস্ত্র এই পরম সত্যের সন্ধান প্রদান করেন। শাস্ত্রের মাহাত্ম্য ও কার্য্যই এই যে তাহা 'শরণাগতি'র কথা কীর্ত্তন করেন। অতএব সেই শরণাগতির শিক্ষক শাস্ত্রের বাক্যে যিনি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহারই শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে জানিতে হইবে। ছয়প্রকার শরণাগতির উদয়ই শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার লক্ষণ।

শ্রদ্ধা হইলে কর্ম্মকাণ্ডে বা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনে আন্তরিক উৎসাহ বা 'অপালনে দোষ হইবে', এই ভয়ও থাকে না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন,—'বর্ণাশ্রম ধর্ম্মত্যাগও ত' পাপ। আবার বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগের পর যদি ভক্ত্যনুষ্ঠানটীও কোনক্রমে না হয়, তাহা হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না?' তদুত্তরে শাস্ত্র ও সাধুগণ বলিয়াছেন,—না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-ত্যাগের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বা অনুতাপ করিবার প্রয়োজন নাই। বর্ণাশ্রম-ত্যাগের ফলে যদি নীচ-জাতিতেও জন্মলাভ হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বজন্মে যে পর্য্যন্ত ভগবদ্-উপাসনা করা হইয়াছিল, তাহার পর হইতেই ভজন আরম্ভ হইবে, একেবারে 'কেঁচে গণ্ডূষ' করিতে হইবে না। শ্রীহ্লাদিনী-শক্তির কৃপায় যে-স্থানে অভাব হইল না, সে-স্থানে ক্ষতির কিছুই নাই। শ্রীগীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বতঃ-সম্পর্কিত ব্রহ্মজ্ঞান-পর্য্যন্ত পরিত্যাগের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা থাকিলে অনন্যা ভক্তি থাকিবে; অনন্যা ভক্তি থাকিলেই চিত্তকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া অভীষ্টদেবের সুখ হইতেছে কিনা—এই চিন্তা করাইবে। শ্রীভরত মহারাজ একমাত্র শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত অন্য কিছু করেন নাই। তিনি যজ্ঞাদি অন্য যাহা কিছু কার্য্য করিতেন, তাহাও শ্রীনামাশ্রয়েই করিতেন। ইহাই শ্রদ্ধা। অন্য

ব্যতীত অনন্যা ভক্তি হয় না। অতএব শ্রদ্ধা অনন্যা ভক্তির বিশেষণ।

অনন্যা ভক্তি বিধি-নিরপেক্ষা নহে; অগ্নির দাহনের ন্যায় তাহা স্বাভাবিকভাবেই ফল দেয়। নিরন্তর ভগবৎ-সুখানুসন্ধানমূলে যে নববিধা ভক্তি, তাহার স্বভাব এই যে, তাহা শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসিয়া 'সুখী' দেখিতে প্রলোভিত করে, শ্রীভগবান্‌কে 'রসাসর্ব্বস্ব' বলিয়া বোধ করায়। নবধা ভক্তির গঠনেই এইরূপ ফলদানকারিণী শক্তি আছে। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার সহিত অনন্যা ভক্তিতে শীঘ্র ফল হয়। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা ব্যতীত নবধা ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে বিলম্বে ফল পাওয়া যায়। শ্রদ্ধা না থাকিলেও যাঁহারা মূর্খ ও অকুটিল, তাঁহারা ভক্তির আকার-মাত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবদন্তর্গত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন। এখানে কিন্তু 'শ্রদ্ধা ও হেলার দ্বারা সমান ফল অর্থাৎ মুক্তি হয়' মনে করিয়া জানিয়া শুনিয়া হেলা করিলে মহাদোষাক্রান্ত হইয়া যাইবে। অজ্ঞাতভাবে হেলাপূর্ব্বক হইলেও যদি অপরাধ না থাকে, তাহা হইলেই ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি জানিয়া শুনিয়া হেলা করে, তবে তাহাতে ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইবে; যেমন, কাষ্ঠ আর্দ্র থাকিলে অগ্নির শক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়। বেণরাজের মাৎসর্য্যের অস্তিত্ব-নিবন্ধন ভগবন্নাম-উচ্চারণরূপ ভক্তির ফলশক্তি বাধিত হইয়াছিল।

শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার লক্ষণ—জাগতিক সুখ-দুঃখে বিহ্বলতার অভাব। ভগবৎ-সুখানুসন্ধানে আবিষ্ট হইয়া, সুখ দুঃখে অবিকৃত থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহার দয়ার কথা স্মরণ করিতে হইবে। যাহার এইটুকু হয় নাই, তাহার শ্রদ্ধাও হয় নাই। শ্রদ্ধাবানের কখনও ভগবৎসম্বন্ধি দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অনাদর উপস্থিত হয় না। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভজন করিতে করিতে অশ্রদ্ধালু হইয়া পড়িলে অপরাধ-ফলে ভজন স্খলিত হইয়া যায়। শ্রদ্ধাবান্ স্বর্গ-লাভ-বিষয়ে সিদ্ধি-লিপ্সুর ন্যায় সিদ্ধি লাভ করা পর্য্যন্ত নিরন্তর নিরলস হইয়া অব্যাহত গতিতে মহতের অনুবর্ত্তন করেন। শ্রদ্ধালুর দম্ভ (কাপট্য), প্রতিষ্ঠাশা অর্থাৎ ইহকালে ও পরকালে কিছু আখেরের ব্যবস্থা করিয়া লইবার বুদ্ধি বা মহতের প্রতি অপরাধ থাকে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীচিত্রকেতুর ন্যায় শ্রীসঙ্কর্ষণের ভক্ত ও শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধালুরও যখন শ্রীশিবের চরণে অপরাধ হইয়াছিল, তখন জীবের সম্বন্ধে আর কি কথা? বস্তুতঃ চিত্রকেতু নিজ বৈষ্ণব-স্বভাব আশ্রয় রাখিয়া বৈষ্ণবের স্বরূপ না জানিবার বা অনাদর করিবার যে আকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন তৎফলে অশ্রদ্ধার আকার প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি ইহা সাধকের সতর্কতা-বিধানের জন্যই অভিনয় করিয়াছিলেন।

প্রারব্ধ-কর্ম্মফলে বা পাপ-বশে যদি শ্রদ্ধালু সাধকের বিষয়-সঙ্গ হয়, তাহা হইলে তিনি জানেন যে, নিশ্চয়ই ইষ্টদেব অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, না হইলে ঐরূপ বিষয় দিলেন কেন? তখন তিনি মনে মনে কেবল গর্হণ বা আত্মধিক্কার করিতে থাকেন। ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান-বৃত্তি ও আত্ম-ধিক্কার-বৃত্তি থাকিলে বিষয়-সংস্পর্শ ঘটিলেও বিষয় কিছু করিতে পারে না।

শ্রীগীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারো"-বাক্যে সাধনা লৌকিকী শ্রদ্ধার কথাই বলা হইয়াছে। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধায় পাপপ্রবৃত্তিই থাকে না, কদাচিৎ প্রতীয়মান হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহা নষ্ট হইয়া যায়। লৌকিকী শ্রদ্ধায়ও পাপপ্রবৃত্তি বেশীক্ষণ থাকে না, শীঘ্রই সদাচারে চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং শাস্ত্রীয়া বা স্মৃতিময়ী শ্রদ্ধা লাভ করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তি বা শান্তি বা নিষ্ঠাতে উহা পর্য্যবসিত হয়। অতএব লৌকিকী শ্রদ্ধাও ব্যর্থ নয়, কর্ম্মজ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লৌকিকী শ্রদ্ধা সত্ত্ব-গুণের উদয় করায়। লৌকিক শ্রদ্ধালুর আপাত পাপাচরণ তাঁহার সাধুত্বের ব্যাঘাত করে না। রজস্তমোগুণের দেবতাকে পূজা করিলে সত্ত্বগুণের উদয় হয় না। সুতরাং লৌকিক-শ্রদ্ধালুর রজস্তমোগুণের দেবতার প্রতি স্বতন্ত্র-বুদ্ধিতে মহিমজ্ঞানের উদয় হয় না। লৌকিকী শ্রদ্ধা পূর্ণ হইলেই শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা হয়। লৌকিকী শ্রদ্ধায় শুক্লাঙ্গের মাহাত্ম্য সত্য কি মিথ্যা,—এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়; যেমন, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া প্রথমে মনে বিচার উপস্থিত হয় যে, ইহা কি সত্য? তখন একটী যুক্তিও হৃদয়ে আসে—যদি ব্যবহারিক মণি, মন্ত্র ও ঔষধিরই অচিন্ত্য ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে অপ্রাকৃত ভগবৎসম্বন্ধি বস্তু শ্রীচরণামৃতে যে অবিচিন্ত্য প্রভাব থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এইভাবে শ্রীচরণামৃতের প্রতি অবিশ্বাসের অংশ বিদূরিত হইয়া বিশ্বাস নিশ্চিত হয় এবং তখনই শ্রদ্ধা পূর্ণতা লাভ করে।

মহাজনগণ বলিয়াছেন—ভক্তিতে যাঁহার লৌকিকী শ্রদ্ধাও হইয়াছে, তাঁহাকেও কর্ম্মের উপদেশ দিতে হইবে না। যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে তাঁহার আর কর্ম্মের অধিকার নাই। সম্বন্ধজ্ঞানকেই 'শ্রদ্ধা' বলা যায়। কিন্তু যে অজ্ঞ, তাহার ত' সম্বন্ধজ্ঞান নাই, সুতরাং তাহার শ্রদ্ধাও নাই। এজন্য যদি স্পষ্টভাবে কোন স্থানে শ্রদ্ধা না দেখা যায়, তথায় কোন প্রাচীন সংস্কার অনুমান করিয়া হরিকথা-শ্রবণের ফলে তাহার শ্রদ্ধা হইতে পারে,—এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে হরিকথা বলা যাইতে পারে। অনেক সাধারণ সভাসমিতিতে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিও থাকিতে পারেন,—এইরূপ অনুমান করিয়াই হরিকথা বলা হয়; নতুবা, অশ্রদ্ধালুকে হরিনামের উপদেশ করিলে অপরাধ হয়। এইরূপ কোন প্রাচীন সংস্কার কাহারও মধ্যে সুপ্ত আছে কিনা, তাহা একমাত্র প্রকৃত সাধুই বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারেন।

শ্রীভগবৎকথায় শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা থাকিলে আর কর্ম্মকাণ্ড করিতে হয় না। শুষ্কিমাত্র অর্থাৎ ভক্তির আকারমাত্র দেখা গেলে অবশ্য শ্রদ্ধার দরকার নাই। যেমন, শ্রীঅজামিল পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চব্রহ্মের আকারটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভক্তিমাত্র করিয়াছিলেন; এখানে শ্রদ্ধা নাই, অপরাধ ছিল না বলিয়া ফল পাইয়া গেলেন।

শ্রীকপিলদেব বলিয়াছিলেন,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

(ভা ৩।২৫।২৫)

সাধুগণের প্রসঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক শুদ্ধ হৃৎকর্ণের প্রীতি-উৎপাদক যে-সকল কথা শ্রুত হয়, তাহা সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির পথস্বরূপ আমাতে শ্রদ্ধা তৎপরে ভাবভক্তি ও তৎপরে প্রেমভক্তি যথাক্রমে উদিত হয়।

এই শ্লোকে যে সাধুগণের প্রসঙ্গের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা ভজনের পূর্ব্বাঙ্গ, পরাঙ্গরূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ সুখানুসন্ধানময় অভিনিবেশ বা আবেশের সহিত যে গাঢ়তর সঙ্গ, তাহা নহে। সাধনভক্তিতে শ্রদ্ধা ও রুচির তারতম্য, আর রতি ও প্রেমে উল্লাসের তারতম্য হয়। 'ভক্তি'-শব্দে এখানে 'প্রেমভক্তি'। 'রতি' বা ভাবভক্তি, 'ভক্তি' বা প্রেমভক্তি ভজনের পরাঙ্গ। হৃদয় ও কর্ণের যে রসায়ন অর্থাৎ শ্রবণার্থ উৎসাহ, তাহা ভজনের পূর্ব্বাঙ্গ, ইহা ভক্তিমাত্র; তখনও অনর্থা ভক্তি আরম্ভ হয় নাই। যদি নিরন্তর প্রীতির সহিত শ্রীহরিকথা-শ্রবণের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার উদয় হয়। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার সহিত ভজন করিবার ফলে সাধ্যভক্তি 'রতি' ও 'প্রেমে'র উদয় হয়।

নীরাগ বক্তা অপেক্ষা নীরাগ শ্রোতা দুর্ল্লভ

জগতে বক্তার অভাব নাই; উপদেষ্টা, গুরু বা প্রভুরও দুর্ভিক্ষ নাই; কিন্তু সকলেই যেন 'সরাগ' অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি রাগ বা অভিনিবেশযুক্ত। ইহারা লোলুপ, কামী, বাক্যবাগীশ, কিন্তু আচরণহীন; ইহারা জগতের উৎপাত-সৃষ্টিকারী। নীরাগ বক্তা, নীরাগ গুরু, নীরাগ উপদেষ্টা, নীরাগ নিয়ামক, নীরাগ প্রভু জগতে অত্যন্ত দুর্ল্লভ। কোটি কোটি সংসারমুক্ত পুরুষের মধ্যে একজন নীরাগ বক্তা পাওয়া কঠিন। এজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন (চৈ চ ম ১৯।১৪৮),—

"কোটি মুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।"

নীরাগ বক্তার অভিনিবেশ ও আবেশের গতি সম্পূর্ণ অন্য দিকে। সরাগ বক্তা, সরাগ গুরু, সরাগ উপদেশকের চিত্তবৃত্তি এই দেবীধাম বা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বদা আবিষ্ট। তাঁহারা যত কিছু ধর্ম্মের উপদেশ বা জীবের শুভানুধ্যান করুন, তাঁহাদের মূল লক্ষ্য চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড; তাহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, না হয়, খুব বেশী মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়াই নিরস্ত হয়। সরাগ বক্তা যত কিছু বড় বড় কথা বলুন না কেন, কুকুরের লেজের ন্যায় তাঁহার মেরুদণ্ডের স্থিতিস্থাপকতা-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, স্বরূপে থাকিয়াই

হউক, অবশে থাকিয়াই হউক, কুলোকের অস্থিতা, অভিনিবেশ ও আবেশই তাঁহার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। সরাগ বক্তার ধর্ম্মের বক্তৃতা সময়সেবা (Time-serving) মাত্র, কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণ-তোষণ নহে।

নীরাগ বক্তার অভিনিবেশ ও আবেশ—সমস্তই গোলোকের অনুভূতিকে কেন্দ্র করিয়া। সেই দৃষ্টি-ভঙ্গী হইতেই তিনি সমস্ত মঙ্গলামঙ্গল, বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ, বাস্তবতা ও অবাস্তবতা দর্শন করেন। তাঁহার অভিনিবেশের নিকট যাহা বাস্তব, সরাগ বক্তার নিকট তাহা মৌখিক বাস্তব হইলেও কার্য্যকালে অবাস্তবরূপে প্রতিভাত। নীরাগ বক্তা তাঁহার প্রত্যেকটী কথার জন্য আত্মবলি দিতে পারেন। সরাগ বক্তা বক্তৃতামঞ্চে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটাইতে পারেন, করতালির তরঙ্গায়িত রোল উঠাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বাক্যবাগীশতার একটী শব্দের জন্য কখনও জীবনীশক্তি দান করিতে পারেন না। তাঁহার আত্মবলিদানের শক্তি নাই, মোহিনী মায়া নেপথ্য হইতে তাঁহাকে সর্ব্বদা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার মত চালনা করিতেছে।

নীরাগ বক্তা সর্ব্বদাই সহজ-ব্রজানুভূতিতে অভিনিবিষ্ট। লোলুপ ও কামী সরাগ বক্তার নিকট জগতের যে-কোন ব্যাপার নাটা—প্রত্যেক ব্যাপারেই বড়িশের ন্যায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিদ্ধ করিতেছে। সে সর্ব্বদাই কথাযুক্ত; কিন্তু নীরাগ বক্তা নির্যুক্তকথায়, নিবৃত্তর্ষ ও নিরস্তকুহক সত্যের সহজ-সমাধিতে সর্ব্বদা মগ্ন।

স্বস্তক্তং সরিতাং পতিং চুলুকবৎ খদ্যোতবদ্ভাস্করং
মেরুং পশ্যতি লোষ্ট্রবৎ কিমপরং ভূমেঃ পতিং ভৃত্যবৎ।
চিন্তারত্নচয়ং শিলাশকলবৎ কল্পদ্রুমং কাষ্ঠবৎ
সংসারং তৃণরাশিবৎ কিমপরা দেহং নিজং ভারবৎ॥

(পদ্যাবলী—৫৬)

হে ভগবন্, তোমার ভক্ত জলধিকে গণ্ডূষের ন্যায়, সূর্য্যকে খদ্যোতের ন্যায়, সুমেরুকে লোষ্ট্রের ন্যায়, অপরের কি কথা, পৃথিবীপতিকে ভৃত্যের ন্যায়, চিন্তামণিরত্নসমূহকে শিলাখণ্ডের ন্যায়, কল্পতরুকে কাষ্ঠের ন্যায় সংসারকে তৃণরাশির ন্যায়, অন্য কথা কি, নিজ দেহকে ভারের ন্যায় বোধ করেন।

সহজবৈকুণ্ঠাভিনিবেশ না হইলে কেহ বক্তা হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানে সহজাভিনিবিষ্ট মহৎই 'গৌড়ীয়'। আবেশধর্ম্ম যাঁহাতে নাই, তিনি 'গৌড়ীয়' নহেন। 'আবেশ'-ধর্ম্ম ব্যতীত শ্রীগদাধরমাদন, শ্রীরূপানন্দ-বর্দ্ধন, শ্রীসনাতন-পালন বা শ্রীরঘুনাথ-সর্ব্বস্ব শ্রীগৌর-সুন্দরকে পাওয়া যায় না। শ্রীগোপীজনবল্লভকে পাইবার আশা অর্থাৎ অভিনিবেশ যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই 'গৌড়ীয়'। সেই আবেশে আবিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া জগতের দ্রব্য, কাল ও পাত্রের দর্শন করেন, তাহা সরাগ বক্তা, সরাগ সাধক বা সরাগ বাস্তিকের দৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এজন্যই যুগে যুগে নীরাগবক্তৃগণ 'একটীও লোক পাইলাম না, একটীও বন্ধু হইল না',—এই বলিয়া অনেক সময় জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

পৃথিবীতে যদি কোন সুদুর্লভতম বস্তু থাকে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান-আবেশময় 'নীরাগবক্তা'। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও দুর্লভতর তাঁহার শ্রোতা। পরমেশ্বর-প্রেরিত হইয়া তাঁহার দূতরূপে দুই-একজন নীরাগবক্তা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন; কিন্তু তাঁহার বাণী শুনিবার লোক অনেক-সময়ই পাওয়া যায় না। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে অনেক লোকের সমাগম হইতে পারে, কিন্তু প্রায় সকলেই সাময়িক কৌতূহলের তৃপ্তি বা উল্লাস-উন্মাদনার তরঙ্গের অবসানে নিজ-ভাগ্যদোষে অপসারিত হয়। তাই শ্রুতি বজ্রগম্ভীর-স্বরে গাহিয়াছেন (কঠোপনিষৎ ১।২।৭),—

আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥

আত্মার স্বরূপোপদেষ্টা বক্তা দুর্লভ। যদিও কখনও উপদেষ্টা লাভ হয়, কিন্তু শ্রোতা অর্থাৎ শিষ্য অতিশয় দুর্লভ।

সমজাতীয় চিত্তবৃত্তি হইলেই তিনি সুহৃদ্, মিত্র বা বন্ধু হইতে পারেন। 'সু' অর্থাৎ উত্তম 'হৃদয়' অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি যাঁহার অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা অনুমত, যিনি সহৃদয়, যিনি সর্ব্বদা সহায়—তিনি 'সুহৃদ্'। উত্তম মস্তিষ্ক বা বিচার-যুক্তি যাঁহার আছে, তিনি সুহৃদ্ বা বন্ধু নহেন। যিনি স্নেহ-বিশিষ্ট, অথবা যিনি সকল জানেন, তিনি 'মিত্র'। 'মিদ্'-ধাতুর অর্থ স্নেহ করা বা 'মী' গমন করা বা জানা অর্থে প্রযুক্ত হয়। আর যিনি স্নেহ বা প্রীতির দ্বারা চিত্তকে বন্ধন করেন, তিনি 'বন্ধু'। সুতরাং সুহৃদ্,

সম্বন্ধ, মিত্র বা বন্ধু চিত্তবৃত্তির সমতা হইতে হয়, বিপরীত-চিত্তবৃত্তির সহিত বন্ধুতা হইতে পারে না। চিত্তবৃত্তির পরিচয়, অভিনিবেশ ও আবেশের মধ্যে পাওয়া যায়। বিষয়ীর সহিত বিষয়ীর বন্ধুতা হয়, বিরাগীর সহিত বা চিন্বিলাসীর সহিত জড়বিষয়ী বা জড়বিলাসীর বন্ধুতা হইতে পারে না। কারণ,—

বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদুর্লভঃ।
বায়ুনা দিগ্‌গতঃ বস্তু ব্রজন্নৈরাগ্যং কিমাপ্নুয়াৎ?

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ১৪৭তম অনুচ্ছেদধৃত শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-বাক্য)।

বিষয়াবিষ্ট-চিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রীবিষ্ণুর তথানুসন্ধানময় আবেশ সুদুর্লভপরাহত; কারণ, যে ব্যক্তি পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছে তাহার পক্ষে পশ্চিমদিকে অবস্থিত বস্তুর প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুইটী বিপরীত দিক্, তদ্রূপ নীরাগ বক্তা ও সরাগ শ্রোতার মধ্যে গুরু ও শিষ্যত্ব-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। সরাগ শ্রোতা নীরাগ বক্তাকে কখনও আত্মা বা প্রেষ্ঠরূপে বরণ করিতে পারেন না। সুতরাং সরাগ শ্রোতা কখনও 'গুরুদেবতাত্মা' হইতে পারেন না, কারণ, তাঁহার অভিনিবেশের বস্তু সম্পূর্ণ পৃথক্। সরাগ শ্রোতা সতি-মুহূর্ত্তে জগতের মূলধন লইয়াই গুরুদেবের সহিত কথাকথি করিবে,—ইহাই বণিকের ধর্ম্ম। সরাগ শ্রোতা—আত্মঘাতী; প্রকৃত স্বার্থ বা প্রকৃত 'আখেরে'র চিন্তা করে না। প্রতি-মুহূর্ত্তে নীরাগ বক্তার শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানময় আবেশ তীব্র হইতে তীব্রতর-গতিতে প্রকাশিত হয়। অব্যর্থকালত্ব লাভ করিয়াও প্রতি-মুহূর্ত্তে কেন আরও অধিক কৃষ্ণানুসন্ধান হইতেছে না?—এই আবেশ-তন্ময়তা তাঁহার চিত্তরাজ্যকে আন্দোলিত করিতে থাকে।

গতো যামো গতো যামৌ গতা যামা গতং দিনম্।
হা হন্ত! কিং করিষ্যামি ন পশ্যামি হরের্মুখম্॥

(পদ্যাবলী—৩২০)

এই এক প্রহর গেল, এই দুই প্রহর গেল, এই তিন প্রহরও গেল আর দিনও চলিয়া গেল; হায়! আমি কি করিব? তথাপি ত' শ্রীহরির শ্রীমুখকমলের সাক্ষাৎকার হইল না!!

সরাগ বক্তা—সময়-সেবক (Time-Server); তাহার নিকট সময়ই 'অর্থ' (Time is money)। সরাগ বক্তা দেখেন—তাঁহার বক্তৃতার প্রত্যেকটী শব্দ কতটা লোক-রঞ্জন করিয়া তাহাদিগের কবির অর্থাৎ দ্রবিণ ইন্দ্রিয়তর্পণের মাত্রলক্ষণে আদায় করিতেছে। আর নীরাগ বক্তা প্রতি মুহূর্ত্তে চিন্তা করেন—তাঁহার প্রত্যেকটী চেষ্টা তাঁহার অধীশ্বরদেবের কতটা সুখবিধান করিতেছে। তিনি অখণ্ড-কালের সেবক। কালের কাল মহাকাল যাঁহার কৈঙ্কর্য্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি সেই অধোক্ষজের সেবক। তাঁহার নিকট সময়ই 'পরমার্থ' অর্থাৎ তিনি অষ্টযাম অধোক্ষজের সুখানুসন্ধানে ব্যস্ত। সুতরাং উভয়ের অভিনিবেশ সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। শ্রীঅধোক্ষজ-সেবকের বস্তু নৃলোকে দুর্লভ। সেই সকল লোকোত্তর জগদ্‌গুরু এ-জগতে অধিক শিষ্য বা শ্রোতা প্রাপ্ত হন না। তাই তাঁহারা অধিকাংশ সময় বঞ্চনা করিয়া জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন; কখনও বা মনের দুঃখে বনে বিচরণ করেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

এই মত কৃষ্ণ সুখে মাধবেন্দ্র সুখী।
সবে ভক্তি-শূন্য লোক দেখি' বড় দুঃখী॥
তা'র চিত্ত চিত্তিতে ভাবেন নিতি নিতি।
কৃষ্ণ প্রকট হয়েন—এই তাঁ'র মতি॥
কৃষ্ণ-যাত্রা, অহোরাত্র কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন॥
* * *
যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥
* * *
বিষ্ণুমায়া-বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগৎ বদ্ধ মহা তমোগুণে॥
লোক দেখি' দুঃখ ভাবে' শ্রীমাধবপুরী।
হেন নাহি, তিলার্দ্ধ সম্ভাষা যা'রে করি॥
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহ আপনারে মাত্র বলে 'নারায়ণ'॥
এ দুঃখে সন্ন্যাসি-সঙ্গে না কহেন কথা।
হেন স্থান নাহি, 'কৃষ্ণ-ভক্তি' শুনি যথা॥
'জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, সন্ন্যাসী' খ্যাতি যা'র।
যা'র মুখে নাহি দাস্য-মহিমা-প্রচার॥

যত অধ্যাপক সব তর্ক সে যাখানে'।
তা'রা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে'॥
দেখিতে, শুনিতে দুঃখী শ্রীমাধবপুরী।
মনে মনে চিন্তে'—'বনে বাস গিয়া করি॥
লোক-মধ্যে ভ্রমি কেনে বৈষ্ণব দেখিতে।
কোথাও 'বৈষ্ণব'-নাম না শুনি জগতে॥
অতএব এ-সকল লোক-মধ্য হৈতে।
বনে যাই, যথা লোক না পাই দেখিতে॥
এতেকে সে বন ভাল এ-সব হইতে।
বনে কথা নাহে অবৈষ্ণবের সহিতে॥'

(চৈ ভা অ ৭।৪:৯-১২, ৪১৬, ৪১৯-২৮)

এইভাবে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র সমগ্র বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে মাত্র একটী বন্ধু পাইয়াছিলেন; তিনিই শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য। ইনিও সকল সংসার বিষ্ণুভক্তিশূন্য দেখিয়া ব্যথিত-চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের সহিত যখন শ্রীঅদ্বৈতের মিলন হইল, তখন,—

অন্যোন্যে কৃষ্ণ-কথা-রসে দুইজন।
আপনার দেহ কা'রো না হয় স্মরণ॥

(চৈ ভা অ ৪।৪৩৬)

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরী শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্যকে 'বন্ধু' বলিয়া গ্রহণ করিলেন,—

তাঁ'র ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ।
হেনমতে মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন॥

(চৈ ভা অ ৪।৪৪০)

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পশ্চিম ভারতে ভ্রমণ-কালে আর একটী 'বন্ধু' পাইয়াছিলেন,—তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। এই দুই বন্ধুর মিলন-প্রসঙ্গ শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়নে।
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে॥

* * *

সঙ্গেই পায়েন দুঃখ দুর্জ্জন সভাবিয়া।
অতএব বন সঙ্গে ভ্রমেণ দেখিয়া॥
অন্যোন্যে সে-সব দুঃখের হৈল নাশ।
অন্যোন্যে দেখি' কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ॥

* * *

রাত্রিদিন কেহ নাহি জানে প্রেমরসে।
কত কাল যায়, কেহ ক্ষণ নাহি বাসে॥

* * *

মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে॥
মাধবেন্দ্র বোলে,—"প্রেম না দেখিনু কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ, হেন প্রেম যথা॥
জানিনু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ-হেন 'বন্ধু' পাইনু সংহতি॥

* * *

এই মত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ-প্রতি।
অহর্নিশ বোলেন, করেন রতি-মতি॥
মাধবেন্দ্র-প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥
এইমত অন্যোন্যে দুই মহামতি।
কৃষ্ণপ্রেমে না জানেন কোথা দিবা-রাতি॥

(চৈ ভা আ ৯।১৫৪, ১৭২-৭৩,
১৭৯, ১৮১-৮৩, ১৮৭-৮৯)

এই যে শ্রীমাধবেন্দ্র-শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীনিত্যানন্দের বন্ধুত্ব, ইহার মূল-ভিত্তি কোথায়? আবেশ বা চিত্তবৃত্তির সমভাবেই এই বন্ধুত্বের আবির্ভাব। এই আবেশের তারতম্য হইতেই কে কোন্ জাতীয় মহতের বন্ধু, তাহা পরিব্যক্ত হয়। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীমথুরাবাসী শিষ্য অনেক সাজোড়িয়া বিপ্র আত্ম-গোপনকারী শ্রীগৌরসুন্দরে নিজ প্রভুর ন্যায় আবেশ দর্শন করিয়াই বলিয়াছিলেন,—

কিন্তু তোমার প্রেম দেখি' মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্রপুরীর 'সম্বন্ধ' ধর জানি॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা, যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ॥

(চৈ চ ম ১৭।১৭২-৭৩)

কলি বড়ই প্রবল হইতেছে, উতই প্রপঞ্চে হ্লাদিনীর মূর্ত্ত বা মহদ্‌গণের বন্ধুর সংখ্যাও সুদুর্লভ হইয়া পড়িতেছে। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত, অন্যত্র শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী, শ্রীঈশ্বর-পুরী-প্রভৃতি মহদ্‌গণ আপাত বন্ধুহীনের লীলা প্রকট

করিয়াও শ্রীগৌরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বহু অকৃত্রিম বন্ধু পাইয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তিযুগে শ্রীগোস্বামিগণও অনেক বন্ধু পাইয়াছিলেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভু শ্রীনরোত্তমকে বন্ধুরূপে লাভ করিয়া তাঁহার দ্বারা জগতে বন্ধুর দ্বারা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু, শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু—ইহারা পরস্পর মিত্র ছিলেন এবং ইহাদের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীহরিরাম আচার্য্য, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ, শ্রীবলিক মুরারি প্রভৃতি বিপুল বন্ধুত্ব দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অভিন্নাত্মা বন্ধু শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের কথা 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র গীতির ঝঙ্কারে এখনও প্রত্যেকের হৃদয়তন্ত্রীতে জাগরূক রহিয়াছে। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণকে বন্ধুরূপে পাইয়াছিলেন। কিন্তু কলি যত প্রবল হইতে থাকিল, ততই শ্রীগৌরপ্রবর্ত্তী ভক্তগণ বন্ধুহীন-জগতে অবতীর্ণ হইয়া একেশ্বর আপন-মনে শ্রীহরিজন-লীলাকৈবল্যে আবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা খুব কম বন্ধুই পাইলেন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ একাধিক অকৃত্রিম বন্ধু পাইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। শ্রীল গৌরকিশোরের চতুষ্পার্শ্বে অনেক লোকই সমবেত হইতেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই প্রকৃত বন্ধু হ'ন নাই। কেহ অনুকরণিক, কেহ বা আত্মবঞ্চক হইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে শ্রীল গৌরকিশোর একমাত্র বন্ধুরূপে পাইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মুগ্ধ হইয়া বহু লোক আসিয়াছিলেন; কিন্তু তিনিই বা কয়টী প্রকৃত বন্ধু পাইয়াছেন? তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন, এমন কি, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখেও অনেক সময় শুনা যাইত—"কেহ আসিল না।" অবশ্য কেহ আসুক আর না আসুক, 'শ্রীগোপিকা-প্রাণবন্ধু' যাঁহাদের একমাত্র হৃদয়বন্ধু, তাঁহাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; তাঁহারা পূর্ণতম বাস্তবসত্যের সেবক। কিন্তু যাঁহারা সেই সকল হ্লাদিনীর দূতগণের 'অন্বেষণী' হইতে পারিল না, তাহাদেরই দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। ঘরের দ্বারে গোলোকের দূত 'মহামণি' হাতে তুলিয়া দিতে আসিলেন দুর্ভাগা জীব তখন দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল! অপ্রাকৃত দূত দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়াও জাগ্রদবস্থার কপট-নিদ্রাভিনয়কে দূর করিতে পারিলেন না; তখন গোলোকের দূত 'মহারত্নের পসরা' লইয়া নিজধামে ফিরিয়া গেলেন; বিশ্ব বঞ্চিত হইল!

বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মম নাভবৎ!!

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত—৪৮)

আমি বঞ্চিত! বঞ্চিত!! বঞ্চিত!!! শ্রীগৌর-প্রেম-রসার্ণবে অখিল বিশ্ব মগ্ন হইল, কিন্তু হায়! তাহাতে আমার স্পর্শমাত্রও হইল না।

কৈর্বা সর্ব্বপুরুষার্থমৌলিরকৃতায়াসৈরিহাসাদিতো
নাসীল্লোকগণস্য গৌরপদপাথোরুহদ্বন্দ্বজা
স্পৃষ্টে মহীমণ্ডলে।
হা হা বিদ্মম জীবনং বিগলি মে বিদ্যাং ধিগপ্যাশ্রমং
যদ্দৌর্ভাগ্যভরাদহো মম ন তৎসম্বন্ধগন্ধোঽপ্যভূৎ॥

(ঐ—৪৭)

শ্রীগৌরপাদপদ্মপরাগে মহীমণ্ডল স্পৃষ্ট হইলে কোন্ ব্যক্তিই বা 'অসাধনে' (অনায়াসে) সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণি প্রেম প্রাপ্ত না হইয়াছেন? কিন্তু হায়, হায়! অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশে আমি সেই প্রেমের লেশমাত্র লাভ করিতে পারিলাম না! ধিক্ আমার জীবনে, ধিক্ আমার পাণ্ডিত্যে, ধিক্ আমার আশ্রমে!

কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ

গত ১৩ই শ্রাবণ রবিবার শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব ও ১৬ই শ্রাবণ বুধবার শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডলের মঠসমূহে সঙ্কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের পীঠস্থান-সমূহ পরিক্রম ও কীর্ত্তন-স্মরণাদি-মুখে স্বজনলীলা প্রকট করিয়াছেন।

অদ্য হইতে শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীশ্রীগোপীজনবল্লভের হিন্দোলোৎসব আরম্ভ। ব্রজের কুঞ্জে কুঞ্জে এই হিন্দোলনলীলা শ্রীব্রজবাসিগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ** (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের স্থলাভিষিক্ত অধস্তন)

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক— শ্রীপাদ অরূপেরদাস ভক্তিশাস্ত্রী, সহকারী —শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ; (২) শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী, সহ—শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী ; (৩) **আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ** (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ্ম অমমমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি ; (৪) শ্রীবাস-অঙ্গন (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫) শ্রীঅদ্বৈতভবন (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী ; (৬) শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট, সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী ; (৭) শ্রীধর-অঙ্গন, সেবক— শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী ; (৮) শ্রীযোগাদ্যম-ক্ষেত্র—"সৌড়ের নৈমিষ" (মাউগাছি, পোঃ জারগর, বর্দ্ধমান) সেবক— শ্রীউপেন্দ্রবিলাস দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৯) শ্রীঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীবিনোদানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১০) শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জ, শ্রীগোদ্রুম (পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া) সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১১) শ্রীসুবর্ণ-বিহার-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীগুরুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১২) শ্রীমধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (রাউতারা, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (১৩) শ্রীকুলকুটীর (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপরমপদ ব্রহ্মচারী ; (১৪) শ্রীএকায়ন-মঠ (গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, নদীয়া) সেবক— শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী ; (১৫) শ্রীমহেশ-পণ্ডিতের শ্রীপাট (কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ, নদীয়া) সেবক—শ্রীরঘুনাথ দাসাধিকারী ; (১৬) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ (পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা) সেবক—শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি ; (১৭) শ্রীগোপালজী মঠ (কমলাপুর, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা) সেবক—শ্রীমতিগোপাল ব্রহ্মচারী ; (১৮) শ্রীজগন্নাথ- গৌড়ীয়মঠ (গোলকীবাড়ী রোড, মদনমোহন সিংহ) সেবক—শ্রীশিবদয়িতবিগ্রহ বিদ্যারত্ন ইত্যাদি ; (১৯) আমলাযোড়া- প্রপন্নাশ্রম (পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান) সেবক— শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী ; (২০) অমৃবি-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ অমৃবি, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীঅচ্যুতপদ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২১) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ (চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২২) পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিঠাপুর, পাটনা, বিহার) সেবক— শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী ; (২৩) গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (রমনা রোড, গয়া, বিহার) সেবক—শ্রীসজ্জনসঙ্গ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২৪) শ্রীনাতন-গৌড়ীয়মঠ (৮।১৭ বড়গণেশসিং, বেনারস সিটি, ইউ-পি) সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী ; (২৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ (এলাহাবাদ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীব্রজবিলাস ব্রহ্মচারী ; (২৬) লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পরমেশ্বরীদয়াল বিল্ডিং, লাটুস্ রোড, , লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী ; (২৭) শ্রীপরমহংসমঠ (পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২৮) মথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (বিশ্রামঘাট, মথুরা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ; (২৯) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ (পুরাণগহর, শ্রীধাম-বৃন্দাবন, জিঃ মথুরা, ইউ-পি) সেবক— শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী ইত্যাদি ; (৩০) শ্রীকুঞ্জ-বিহারী মঠ (রাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী ; (৩১) শ্রীব্রজস্বানন্দসুখদকুঞ্জ (পোঃ শ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীইন্দ্রসখ দাসাধিকারী ; (৩২) শ্রীনন্দেশ্বরবিহারী মঠ (পোঃ বর্ষাণা, মথুরা) সেবক—শ্রীধাম দাসাধিকারী ; (৩৩) শ্রীগোষ্ঠবিহারী মঠ (শেখপাড়ী, পোঃ হোডোল, জেলা ভরতপুর, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীগদাচরণ দাসাধিকারী ; (৩৪) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ (কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ;

(৩৫) শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীকিতিপাবন ব্রহ্মচারী ; (৩৬) দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৪৫নং হনুমান্ রোড, নিউ দিল্লী) সেবক—শ্রীপাদ ব্রজসুন্দর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীব্রজবাসদেও দাসাধিকারী ; (৩৭) বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কল্যাণজাল বিল্ডিং, গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭) —শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৩৮) মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ) সেবক—শ্রীমুকুন্দচৈতন্য ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীরাধা-গোপাল দাসাধিকারী ; (৩৯) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কড়ুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ), সেবক—শ্রীপদ্মনাভ ব্রহ্মচারী ; (৪০) শ্রীপুরুষোত্তমমঠ (চটক-পর্ব্বত, পোঃ পুরী) সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গসহ ব্রহ্মচারী ; (৪১) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীগৌরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪২) শ্রীভক্তি-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী) সেবক—শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৪৩) শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ, (ধামমণ্ডি, উড়িষ্যাবাজার, কটক) সেবক—শ্রীপাদ রসবিলাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪৪) পুঁড়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (২৪ পরগণা) সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী ; (৪৫) দার্জ্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কুকথিলা, দার্জ্জিলিং) সেবক—শ্রীসাধনভজন দাসাধিকারী ; (৪৬) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস (ব্রহ্মপুর, গঞ্জাম) সেবক—শ্রীমীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; (৪৭) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাবিবর্দ্ধক) (আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী ; (৪৮) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাবিবর্দ্ধক) পুরী, সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস ; (৪৯) শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠ 46, Christ Church Avenue, Brondesbury, London N.W. 6, সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী (Miss C. Bowtell) ; (৫০) রেমুণা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৬৩।৬৪ নং ষ্ট্রীট, ইষ্ট রেমুণা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫১) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ (চট্টগ্রাম) সেবক—শ্রীজ্যোতিরভ্যন্তররূপ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫২) শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-ভবন-সদন, রঘুনকুণ্ডা, সেবক—শ্রীশ্রীনিকেতন ব্রহ্মচারী ; (৫৩) ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাসঅধিকারী ; (৫৪) শ্রীভাগবত-আসন ও প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কৃষ্ণনগর, সেবক—শ্রীপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী ; (৫৫) নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীবিষ্ণুচরণ ব্রহ্মচারী ; (৫৬) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস (কটক) সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (৫৭) শ্রীচৈতন্যমঠাতিথ্য-চিকিৎসালয় (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—ডাঃ শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৫৮) পরবিদ্যাপীঠ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীমদ্ ভক্তি-কেবল ঔডুলোমি মহারাজ ; (৫৯) কাশীর সমাধি-পাট, সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী ; (৬১) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ (চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীবিষ্ণুপদ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬২) শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ (বিদ্যানগর, পোঃ জাহানপুর, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৩) শ্রীজয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৪) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরামরাঘব ব্রহ্মচারী ; (৬৫) শ্রীপাইগৌরাঙ্গমঠ (পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা) সেবক—শ্রীপতি দাসাধিকারী (৬৬) সরডোগ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ চকচকা, কামরূপ) সেবক—শ্রীহরিভোষণ দাসাধিকারী ; (৬৭) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম, পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম), সেবক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী ; (৬৮) শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ (ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম) সেবক—শ্রীসৎপাত্রবাস অধিকারী ; (৬৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ (কিশোরপুরা, বৃন্দাবন) সেবক—শ্রীপাদ গোস্বামি-চরণ অধিকারী ; (৭০) শ্রীরাধাকুণ্ডগোষ্ঠবাটী, সেবক—শ্রীহরিগোবিন্দ দাসাধিকারী ; (৭১) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম (গোবর্দ্ধন, মথুরা) সেবক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী ; (৭২) শ্রীভক্তিকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী), সেবক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী ; (৭৩) নীলাকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী) সেবক— শ্রীগোসাঁই-গোবিন্দ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৭৪) বালেশ্বর-শ্রীগৌড়ীয়মঠপীঠ (বালেশ্বর) সেবক—শ্রীরসিকানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৭৫) পরবিদ্যাপীঠ (নৈমিষারণ্য, মিশ্রিখ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বরদাস অধিকারী ; (৭৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (১৪।৪ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক—শ্রীগিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৭৭) শ্রীমাধবেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠ (রেমুণা, বালেশ্বর) সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

ঢাকা—৪৮।১ ভগবৎপদ্মসিধি রোড্, হি মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীভাগবতোৎসব-সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমার্থিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

চতুর্বিংশ খণ্ড — ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা

২ হৃষীকেশ, ৪৪৯ গৌরাব্দ ; ৮ ভাদ্র, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ ; ২৪ আগষ্ট, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ

প্রবন্ধ-সূচী—১। শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ১১

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠা

'গৌড়ীয়'-গ্রাহকগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী

১। কোনও প্রকার পার্থিব-মূল্যের অর্থাৎ টাকা-পয়সা-প্রভৃতির বিনিময়ে 'গৌড়ীয়' পাওয়া যাইবে না। ভক্তিহীনতা বা অজ্ঞতা, মূর্খতা পাণ্ডিত্য, অবিদ্বত্তা বা বিদ্বত্তা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে।

২। শ্রীহরিকথার অনুক্ষণ-কৃতি, পরমার্থপিপাসা, নিষ্কপটতা, বাবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ আর্থিক দৈন্য ও অভাব-দারিদ্র-জনিত উদাস ও বিষণ্ণে বলীভূত না হওয়া, ভগবৎসেবকী প্রবৃত্তি, ভক্তি, জ্ঞান ও প্রিয়ার অলৌকিকত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ; প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনী-শক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মূল্য 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। যাঁহারা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিতে অকপট ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে 'গৌড়ীয়ে'র প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মর্ম বা সার-তাৎপর্য্য হৃদয়ে ধারণা করিয়া নিজের ভাষায় ও আচরণে পরীক্ষা দিবার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ভাগবত-জীবন-যাপনকারীর সহজ ও কৃপাদৃষ্টি বিরুদ্ধবাদ ও অহংগ্রহ সুখানুসন্ধানাবেশময়-চিত্তবৃত্তিতে 'গৌড়ীয়' বুঝা যায়, মেধা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বুঝা যায় না।

৪। বিষয়ভোগে অতিশয় লোভী, পুত্র-কলত্র-ধনাদিতে অতীব আসক্ত, আধ্যাত্মিক, বিদ্বদ্বেষক, ইতিহাসিক-বৈকবে অশ্রদ্ধালু, বিশেষতঃ ভক্তগণের প্রতি ঈর্ষাকারী ব্যক্তিকে বা তৎসঙ্গীকে ভয় ও অজ্ঞতাবশেও 'গৌড়ীয়' প্রদান করিলে অপরাধের অবধারণা নাই। কুটিলতা, প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার, গুরাভিনিবেশ, ভক্তি-শৈথিল্য, নিজের ভক্তি (?) বা সেবার (?) কর্তৃত্বের আস্ফালন-প্রভৃতি অপরাধের লক্ষণ এবং বিক্ষেপ, ভয়, অবসাদ, বিষয়াস্বাদ (গ্রন্থের প্রতি অপরিহার্য্য আসক্তি), অপ্রতিপত্তি (উদ্দেশ্যনিষ্ঠা-হীনতা) প্রভৃতি অনর্থ-লক্ষণে আক্রান্ত ব্যক্তির করণে 'গৌড়ীয়ে'র কথার ভাগ বসিবে না।

৫। যাঁহারা ডাক-যোগে 'গৌড়ীয়' প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা ডাক-খরচ মাত্র প্রেরণ করিবেন। মাসিক-ভাবে ঠিকানা-পরিবর্তনের জন্য স্থানীয় পোষ্ট-অফিসের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। প্রেরিত 'গৌড়ীয়' না পাইলে পনর দিনের মধ্যে না জানাইলে আর পাওয়া যাইবে না।

৬। 'গৌড়ীয়'-সম্বন্ধে চিঠিপত্রাদি সমস্তই কেবল-মাত্র 'শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থমহারাজ, ইতিহাসজ্ঞ, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া'— এই নামে ও ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ, 'গৌড়ীয়'

Abbreviated Telegraphic Address of The Secretary, Gaudiya Mission, 16A Kaliprasad Chakravarti Street, P. O. Baghbazar, Calcutta is— "GAUDIYAMAT" Calcutta.

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব

গত ২রা ভাদ্র, শ্রীপবিত্রারোপণী একাদশী-তিথি হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুর প্রভু 'শ্রীভাগবতোৎসবের উদ্দেশ্য'-সম্বন্ধে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র" শ্লোকাবলম্বনে বহু মঙ্গলময় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রত্যহ ইষ্টগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী 'গৌড়ীয়' হইতে পাঠ করিয়া উৎসবের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর ও শ্রীশ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত প্রভুর বিরহতিথি হইতে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীমুখপদ্ম-বিগলিত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যা-অবলম্বনে ধারাবাহিকভাবে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বীয় জনয়-কোটীশ্বর শ্রীরূপ-প্রভুর বিরহতিথির আরতি করিয়াছেন। শ্রীধামমায়াপুরস্থ আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সমস্ত শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীশ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের বিরহ-তিথি-সংকীর্ত্তনোৎসব শ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ৬ই ভাদ্র শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব-ব্রতোৎসব উপবাস, পারায়ণ ও সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনগর-সংকীর্ত্তন

আগামী কল্য (৯ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট, রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব-উপলক্ষে একটী নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা কলিকাতা-মহানগরীতে শ্রীহরিনাম বিতরণ করিবেন।

প্রত্যহ কলিকাতা-মহানগরীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কীর্ত্তনসঙ্ঘ শ্রদ্ধালু জীবের দ্বারে দ্বারে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী অনুকীর্ত্তন করিতেছেন।

সংশোধন—২৪শ খণ্ড গৌড়ীয়ের, ১ম-২য় সংখ্যায়, 'শ্রীমথুরার চব্বিশ ঘাট'-প্রবন্ধে, ১২ পৃষ্ঠায়, ১ম স্তম্ভে ৬ষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে 'প্রাপ্তির' স্থলে 'অপ্তির' হইবে।

শ্রীভাগবতোৎসব-সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

২৪শ খণ্ড } ২ হৃষীকেশ, ৪৫৯ গৌরাব্দ ; ৮ই ভাদ্র, ১৩৫২ ; ২৫শে আগষ্ট, ১৯৪৫ { ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু

কবিরাজের পূর্ব্ব-পরিচয়

শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু "শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত"-গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া বিখ্যাত। যদিও বৈষ্ণব-মণ্ডলে প্রচারিত যে, তিনি "শ্রীগোবিন্দলীলামৃত"-গ্রন্থরচনা করিয়া "কবিরাজ গোস্বামী" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' হইতেই তাঁহার নাম-সৌরভ জগতে অধিক বিস্তারিত হইয়াছে। তিনি পিতৃ-মাতৃ-প্রদত্ত কি নামে পরিচিত ছিলেন, তাহা আমরা জানি না। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পিতা, মাতা ও ভ্রাতার কতিপয় নবোদ্ভাবিত নামের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-পুস্তকের লেখক বলেন,—মুকুন্দদেব গোস্বামী নামক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের একজন শিষ্য তৎকৃত 'আনন্দরত্নাবলী'-নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন,—'কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভগীরথ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। কৃষ্ণদাসের যখন ছয় বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাঁহার পিতা দেহত্যাগ করেন। কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ শ্যামদাস তখন চারি বৎসরের শিশু। তাঁহাদের মাতা সুনন্দা স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই পরলোক গমন করেন। কৃষ্ণদাস ও শ্যামদাস তাঁহাদের পিসীমাতার গৃহে পালিত হন।'

এই সকল বিবরণ প্রকৃতই মহাজনের দ্বারা লিখিত, স্বীকৃত বা কোন প্রামাণিক ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত কিনা সন্দেহ। কবিরাজ'-উপাধি থাকিলেই যে সকলেই বৈদ্যবংশোদ্ভূত হইবেন, তাহাও বলা যায় না।

শ্রীল কবিরাজ পারমার্থিক জীবনে 'শ্রীকৃষ্ণদাস'-নামে পরিচিত এবং পারমার্থিক আত্মীয়-সমাজে 'কবিরাজ গোস্বামি'-নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার 'মুক্তাচরিতে'র উপসংহারে শ্রীল কৃষ্ণদাসকে **কবিভূপতি** বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"যত সঙ্গবলতোঽহদ্ভুতা ময়া, মুক্তিকোত্তম-কথা প্রচারিতা।
তত্ত কৃষ্ণকবিভূপতের্ব্রজে, সঙ্গতির্ভবতু মে ভবে ভবে॥"

যাঁহার সঙ্গ-প্রভাবে এই অদ্ভুত ও উত্তম মুক্তাচরিত আমার দ্বারা প্রচারিত হইল, সেই কবিভূপতি শ্রীকৃষ্ণের (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের—উভয় অর্থে) সঙ্গ শ্রীব্রজমণ্ডলে জন্মে জন্মে আমার লাভ হউক।

আত্মচরিত

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' (আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে) যে স্বীয় সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়,—তিনি 'ঝামটপুর'-গ্রামে অবতীর্ণ হন। ঝামটপুরগ্রামটী নৈহাটী-নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া-মহকুমার উত্তরে দুই ক্রোশ ব্যবধানে গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে 'নোলেপুর'-নামে একটী গ্রাম আছে; তথা হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে বর্ত্তমান 'সালার'-নামক রেল-

ষ্টেশনের সন্নিহিত 'ঝামটপুর'-গ্রাম। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তথায় শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের একটী সেবা অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের কোন আত্মীয়স্বজনের অধস্তন কেহই সম্প্রতি তথায় থাকিয়া আর তাঁহার কোন পরিচয় প্রদান করেন না। স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস ঝামটপুর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রকট-লীলা-কালের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীব্রজমণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় তাঁহার গৃহত্যাগের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তাঁর নাম॥
আমারে আনয়ে অহোরাত্র-সংকীর্ত্তন।
তাহাতে আইলা তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ॥
মহাপ্রেমময় তেঁহো বলিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে॥

* * *

গুণার্ণব মিশ্র-নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি-নিকটে তেঁহো করে' সেবা-কার্য্য॥
অঙ্গনে বসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভ্রম।
তাহা দেখি' ক্রুদ্ধ হঞা বলে' রামদাস॥
'এই ত' দ্বিতীয় সূত রোমহর্ষণ।'
ঘরদ্বার দেখি' যে না কৈল প্রত্যুদ্গম॥
এত বলি' নাচে গায়, করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য্য করে' বিপ্র না করিলা রোষ॥
উৎসবান্তে গেলা তিঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা-সনে তাঁর কিছু হৈল বাদ॥
চৈতন্যপ্রভুতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাঁর বিশ্বাস-আভাস॥
ইহা জানি' রামদাসের দুঃখ হইল মনে।
তবে ত' ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে॥
'দুই ভাই একতনু—সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান', তোমার হ'বে সর্ব্বনাশ॥
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর' সম্মান।
'অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়' তোমার প্রমাণ॥
কিম্বা, দোঁহা না মানিলা হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি' আরে না মানি'—এইমত ভণ্ড॥'
ক্রুদ্ধ হইয়া বংশী ভাঙ্গি' চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ॥
এই ত' কহিল তাঁ'র সেবক-স্বভাব।
আর এক কহি তাঁ'র দয়ার স্বভাব॥
তাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি, লঞা এই ঘর।
সেইরাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন॥
নৈহাটি-নিকটে '**ঝামটপুর**'-নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ-রাম॥
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজপাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে॥
'উঠ', 'উঠ' বলি' মোরে বলে' বার বার।
উঠি' তাঁ'র রূপ দেখি' হৈনু চমৎকার॥

* * *

আনন্দে বিহ্বল আমি, কিছু নাহি জানি।
তবে হাসি' প্রভু মোরে কহিলেন বাণী॥
'আরে আরে কৃষ্ণদাস! না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়॥'
এত বলি' প্রেরিলা মোরে হাতসান দিয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈলা প্রভু নিজগণ লঞা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্নভঙ্গ হৈল, দেখি—হঞাছে প্রভাতে॥
কি দেখিনু, কি শুনিনু, করিয়ে বিচার।
প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ-মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত॥

জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥
মোর নাম শুনে যেই, তা'র পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তা'র পাপ হয় ॥
এমন নির্ঘৃণ-মোরে কেবা কৃপা করে' ?
এক-নিত্যানন্দ বিনু জগৎ-ভিতরে ॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে' বিচার ॥
যে আগে পড়য়ে, তা'রে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিলা মো-হেন দুরাচার ॥
মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ ॥
শ্রীমদনগোপাল-শ্রীগোবিন্দ-দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এসব কখন ॥
বৃন্দাবন-পুরন্দর শ্রীমদনগোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
শ্রীরাধা-ললিতা-সঙ্গে রাস-বিলাস।
মন্মথ-মন্মথরূপে যাঁহার প্রকাশ ॥

• • •

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে' আকর্ষণ।
দুই পাশে রাধা-ললিতা করেন সেবন ॥
নিত্যানন্দ-কৃপা মোরে তাঁ'রে দেখাইল।
শ্রীরাধা-মদনমোহনে প্রভু করি' দিল ॥
মো-অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
কহিবার কথা নহে, অকথ্য কথন ॥

• • •

হেন যে গোবিন্দ-প্রভু, পাইনু যাঁহা হৈতে।
তাঁহার চরণকৃপা কে পারে বর্ণিতে ?
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ, পরম-মঙ্গল ॥
যাঁ'র প্রাণধন—নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥
সে বৈষ্ণবের পদরেণু, তা'র পদ ছায়া।
অধমেরে দিলা প্রভুনিত্যানন্দ-দয়া ॥
'তাঁহা সর্ব্ব সত্য হয়'—প্রভুর বচন।
সেই সূত্র, এই তা'র কৈনু বিবরণ ॥
সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয়।
সেই সব সত্য এই প্রভুর কৃপায় ॥
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥"

(চৈ চ আ ৪।১৬১-১৬৩, ১৬৮-১৮০, ১৯৪ ২১৩, ২১৫-২১৭, ২২৭-২৩৩)

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণদাস

কেহ কেহ বলেন,—"শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়াছেন বলিয়া যখন তিনি লিখিয়াছেন, তখন তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রকট-লীলাকালে তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হন নাই; যদি দর্শন পাইতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় গ্রন্থে তাহা উল্লেখ করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর প্রকটলীলাকালেও তাঁহাদের সহিত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সাক্ষাৎকার হয় নাই। তাহা হইলেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার উল্লেখ থাকিত। যদি শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীধাম-বৃন্দাবন-যাত্রার সময় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু প্রকট-লীলা করিতেন, তাহা হইলে যাত্রাকালে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী অতি অবশ্যই কৃপাদেশ-দাতা শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া যাইতেন। শ্রীনিত্যানন্দলীলাভূমি হইতে ঝামটপুর অধিক দূর নহে।"

'প্রেমবিলাস'-নামক গ্রন্থে দেখা যায়, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রকট-লীলাকালেই শ্রীকৃষ্ণদাসকে দর্শন দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কতটা প্রামাণিক, তাহাও সুধীগণের বিচার্য্য।

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ যবে গৌড়দেশে।
কৃষ্ণের ভজন করে' আনন্দ-আবেশে ॥
একদিন ঝামটপুর-নামে এক গ্রাম।
দর্শন দিলেন নিত্যানন্দ গুণধাম ॥
নিজ-সহচর-সঙ্গে বেষ মনোহর।
রূপ দেখি' কৃষ্ণদাস আনন্দ-অন্তর ॥
প্রণাম করিয়া বহু করিলা স্তবন।
আজ্ঞা হৈল—'সর্ব্বসিদ্ধি যাও বৃন্দাবন' ॥

নিজ গ্রন্থে লিখে প্রভুর শিষ্য আপনাকে।
না জানিয়ে দীনহীন কৃপা কৈলা মোকে॥
পুনর্ব্বার বৃন্দাবন করিলা গমন।
আশ্রয় করিলা রঘুনাথের চরণ॥
কেন হেন লিখে, কেন করয়ে আশ্রয়।
সেই বুঝে, যা'র মহা-অনুভব হয়॥
সিদ্ধ-ব্যবহার এই অনঘ নির্ম্মল।
ভাবাশ্রয় করিলে পূর্ত্তি হয়ে যে সকল॥
সেই গুণে কৈলা কৃপা রূপ-সনাতন।
এই মত অভিমত করিল বর্ণন॥"

(১৮শ বিলাস ৪৩-৪১)

শ্রীকৃষ্ণদাসের শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু

প্রভু বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর 'মন্ত্রগুরু' বা 'দীক্ষাগুরু' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র নিম্নলিখিত শ্লোক ও পয়ারের টীকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।"

(চৈ চ আ ১।১)

শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা,—"নিজ-দীক্ষাগুরোঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ নাম-নির্দ্দেশো ন কৃতঃ" অর্থাৎ নিজদীক্ষাগুরু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রসিদ্ধি-হেতু তাঁহার নাম নির্দ্দেশ করা হয় নাই।

"কৃষ্ণ গুরুবর্গ ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।"

• • •

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তা'-সবার আগে করি চরণ বন্দন॥
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
ইহা সভার পদে আগে করি নমস্কার॥

(চৈ চ আ ১।৩৯, ৩৫-৩৭)

• • •

নিত্যানন্দ-রায় প্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ।
তাঁ'র পাদপদ্ম বন্দো যাঁ'র মুঞি দাস॥

• • •

যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে তাঁ'রে তাঁহারি প্রকাশ॥"

(চৈ চ আ ১।৪০, ৪৪)

শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা,—"দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরুকরণেন গুরুত্বয়ম্॥ ৩২॥ গুরুনিত্যাকার্থমাহ—মন্ত্রগুরু ইতি॥ ৩৫॥ শিক্ষাগুরু-নামাহ—শ্রীরূপ ইতি। **শ্রীনিত্যানন্দস্য নিজগুরুত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ নামোল্লেখো ন কৃত ইতি॥ ৩৬॥** এতে ষড়্-গুরবঃ শিক্ষায়াং তত্ত্বশিক্ষায়ামিতি যাবৎ মম গুরব ইতি॥ ৩৭॥ তৎপ্রকাশাঃ শ্রীচৈতন্যস্যার্থমাহ—নিত্যানন্দ ইতি গুরুত্বেনৈব প্রকাশত্বমিতি॥ ৪০॥ গুরুনিত্যস্য বিশেষমাহ—'যদ্যপি' ইতি। 'নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপপ্রকাশ' ইত্যাদিনা, 'যদ্যপি' ইত্যাদিনা চ **'গুরু'-পদেনাত্র নিত্যানন্দ-প্রভুরেবেতি ব্যঞ্জিতম্।** নমু নিত্যানন্দপ্রভোর্বলরামত্বেন বলরামস্য তু বৈভবত্বেন কতরদ্ব্যাখ্যানুসরণেন বিলাসত্বেন চ প্রাপ্তে কুতস্তস্য প্রকাশত্বমিত্যাহ—'যদ্যপি' ইত্যাদি; গুরুত্বেনৈব প্রকাশকঃ, ন তু বাস্তবত্বেন ইতি ভাবঃ, প্রকাশত্বেনৈব তথাত্বমিতি॥৪৪॥"

আবার কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার (২০।১৪৫)—

"শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন।
গুরু শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীবচরণ॥"

—এই স্থানে শ্রীরঘুনাথের পূর্ব্বে 'গুরু'-শব্দের ব্যবহার দেখিয়া শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর 'মন্ত্রগুরু' বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। আবার কেহ কেহ শ্রীশ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে শ্রীল কৃষ্ণদাসের 'দীক্ষাগুরু' বলিতে চাহেন। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে রূপ-কবিরাজের 'পরমগুরু' এবং শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে সেই গুরুপরম্পরায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর 'মন্ত্রগুরু' বা 'দীক্ষা-গুরু' বলেন। এক রূপ-কবিরাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত ও 'বঙ্গীয় অতিবাড়ী' বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন। ভাগবতী দীক্ষায় দীক্ষিত গুরুবর্গ যে সকলেই পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রগুরু স্বীকার করিবেন ও করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কি?

যাহা হউক, প্রামাণিক তথ্য ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর স্বলিখিত বিবরণ হইতে যতটা আলোক পাওয়া যায়, তাহাই মহাজনের অনুগত হইয়া গ্রহণ করা উচিত। আধাক্ষিকগণের কল্পনা ও তথাকথিত গবেষণাকল্প অভক্তি-চেষ্টার দ্বারা যেন অভিমর্ত্য শ্রীগুরুবর্গকে কোনরূপে মাপিবার দৌরাত্ম্য উপস্থিত না হয় ইহাই পতিত-পাবন বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণদাসের সঙ্গী

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপানুগবর বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় 'প্রার্থনা'য় শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে শ্রীব্রজবাসী ভক্তগণের মধ্যে 'রসিক' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ,　　রসিক ভকতমাঝ,
যেঁহ কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌরগোবিন্দলীলা,　　শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥"

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে'র 'মঙ্গলাচরণে' শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে শ্রীশ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সঙ্গী, প্রীতিভাজন ও শ্রীবৃন্দাবনে একসঙ্গে অবস্থানকারী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—

"কাশীশ্বরঃ কৃষ্ণবনে চকাস্ত, শ্রীকৃষ্ণদাসশ্চ সলোকনাথঃ॥"

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা—

"কৃষ্ণবনং বৃন্দাবনং, তাপনীয়ঞ্চ্যুক্তানুসারাৎ; তস্মিন্ ক্রীড়তু শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্ত্যা সুখং নিবসন্বিত্যর্থঃ। লোকনাথেন সহ বর্ত্তত ইতি তথা সঃ, ইত্যনেনোভয়োঃ প্রীতিবিশেষঃ সূচিতঃ; এবঞ্চ যদৈষাং তত্র তত্র নিবাসস্তদানীমেবং গ্রন্থো জাত ইত্যাদ্যপি সূচিতম্॥"

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী প্রভু গৌরা বিস্তার করুন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি আবেশময়ী ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া সুখে অবস্থান করুন। 'শ্রীলোকনাথের সহিত অবস্থান'—ইহার দ্বারা শ্রীলোকনাথ ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের পরস্পর প্রীতিবিশেষ সূচিত হইয়াছে। ইহাদের প্রকটকালে 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' রচিত হইয়াছে, ইহাও ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু 'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী'-গ্রন্থের 'মঙ্গলাচরণে'ও শ্রীকাশীশ্বর, শ্রীলোকনাথ ও শ্রীকৃষ্ণদাসের একসঙ্গে নামোল্লেখ করিয়াছেন,—

"বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিতান্।
শ্রীমৎকাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসকম্॥"

শ্রীবৃন্দাবনপ্রিয় শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিত শ্রীমৎকাশীশ্বর, শ্রীমল্লোকনাথ ও শ্রীমৎকৃষ্ণদাসকে আমি বন্দনা করিতেছি।

আবির্ভাব-কাল

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-কাল-সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক স্থির নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। তাঁহার শ্রীচরিতামৃত-রচনার কাল-সম্বন্ধেও বিভিন্ন মত প্রচারিত আছে। কেহ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব কাল ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দ, কেহ বা ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ, কেহ বা ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ—এরূপ নানাপ্রকার তারিখ অনুমান-প্রমাণবলে স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণ-দাসের আবির্ভাব-কাল-নির্ণয় প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটী তথ্য আলোচনা করা যাইতে পারে।

(১) কতিপয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পুঁথির শেষভাগে গ্রন্থসমাপ্তি-কাল ১৪৩৭ শকাব্দাব্দাঙ্ক (১৫১৫ খৃষ্টাব্দ) বলিয়া উল্লিখিত আছে,—

"শাকে সিন্ধ্বগ্নি-বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

এই শ্লোকটী কাহারও কাহারও মতে লিপিকারের, গ্রন্থকারের নহে।

(২) শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থারম্ভে (ম ১।৪৪) শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যে সকল গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'শ্রীগোপালচম্পূ'র নাম দৃষ্ট হয়,—

"গোপালচম্পূ-নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা-স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর॥"

গোপালচম্পূ পূর্ব্ববিভাগ* ১৬৩৫ সম্বতে (১৫১০ শকাব্দ = ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে) এবং উত্তর বিভাগ † বৈশাখ সম্বৎ ১৬৪৩ (১৫১৪ শকাব্দ = ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে) সমাপ্ত হয়।

---

* সম্বৎ পঞ্চকত্রিবেদোর্ব্বীসমুক্ত শাকে বসন্তেঽকভাগ্-
ভাঃ যহি বসাবিলঃ বিলিখিতা গোপালচম্পূরিয়ম্। (পূর্ব্ব, ৩।৩৬৯)

† সম্বৎ-কলাধিতি সম্বদ্ধিন্ বৃন্দাবনান্তরঃ।
জীয়া কল্পত চম্পূ সম্পূর্ণাঽবৈকার বৈশাখে॥

সুতরাং 'গোপালচম্পূ'র অন্ততঃ পূর্ব্ববিভাগ-রচনার পর অর্থাৎ ১৪১০ শকাব্দের অথবা ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত হইয়াছিল।

এই যুক্তির প্রতিকূলেও আবার কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করেন যে, গোস্বামিগণের গ্রন্থের শেষে পুষ্পিকা-শ্লোক অনেক সময় প্রক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায় যেমন—শ্রীরূপের শ্রীদানকেলিকৌমুদী-ভাণিকায় অনেক পুঁথির শেষের শ্লোকে উক্ত গ্রন্থের রচনাকাল পাওয়া যায়—১৪১১ শকাব্দ বা ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দ, কিন্তু এই ভাণিকা হইতে শ্লোক ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। যাঁহারা এই মত সমর্থন করেন, তাঁহাদের যুক্তি এই যে, যখন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর অপর দুইটী গ্রন্থ 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত-মহাকাব্য ও 'শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতে'র টীকা 'সারঙ্গরঙ্গদা'র কোনরূপ তারিখ-জ্ঞাপক পুষ্পিকা-শ্লোক নাই, তখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পুষ্পিকা-শ্লোকটী নিশ্চয়ই গ্রন্থকারের নহে, কোন লিপিকারের।

ইহার উত্তর এই যে, অনুমান-প্রমাণবলে কোন বাস্তব সত্য নিরূপিত হয় না, কেবল সংশয়াত্মা হইতে হয়। গোস্বামিগণের কোন গ্রন্থের পুষ্পিকা প্রক্ষিপ্ত বা লিপিকারের লিখিত, ইহা অনুমান বা প্রতিপন্ন করিয়া সমস্ত পুষ্পিকাকেই ঐরূপ প্রক্ষিপ্ত বা লিপিকার-রচিত বলিয়া অনুমান করিলে কোন সত্য-সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যাইবে না। অনেক সময় কোন গ্রন্থকার একটী শ্লোককেই তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধার করিতে পারেন। সুতরাং সেই গ্রন্থকারের কোন্ গ্রন্থ পূর্ব্বে ও পরে, তাহাও দুই-একটী শ্লোকের সমতা দেখিয়া নির্ণীত হয় না; তবে যদি ভিন্ন গ্রন্থকার হন, তাহা হইলে যিনি অন্য গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, সেই গ্রন্থের রচয়িতা নিশ্চয়ই 'পূর্ব্ববর্ত্তী' বলিয়া প্রমাণিত হন।

কেহ কেহ বলেন,—'গোপালচম্পূ' সুবৃহৎ গ্রন্থ। ইহা সমাপ্ত করিতে বহু বর্ষ লাগিয়াছিল। সুতরাং হয় ত' শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু গ্রন্থের আরম্ভের কথা জানিয়াই শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর গ্রন্থাবলীর তালিকার মধ্যে শ্রীগোপালচম্পূর নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ 'গোপালচম্পূ' পূর্ব্ববিভাগ ও উত্তর-বিভাগের রচনা-সমাপ্তিকালের মধ্যে পার্থক্য মাত্র চারি বৎসর। যদি 'গোপালচম্পূ'র পূর্ব্ববিভাগ বহু পূর্ব্বে আরম্ভ করাই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও 'নিত্যলীলা-স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর' শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর এই উক্তির মর্ম্ম প্রণিধান না করিয়া কোন আনুমানিক অভিমত স্থাপিত হইতে পারে না। এই উক্তিটী উত্তরচম্পূর শেষ-ভাগের শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন বিষয়ক বিচারকে লক্ষ্য করিয়াই যে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন নাই, তাহা কে বলিতে পারেন?

১৪৬৩ শকে বা ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীদানকেলিকৌমুদী-ভাণিকার কোন কোন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়াই যে ঐ পুষ্পিকাটী প্রক্ষিপ্ত, তাহাও বলা যায় না। হয় ত' শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভাণিকা-রচনার সম-সময়ে বা কিঞ্চিৎ পরে 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' রচনা আরম্ভ করিয়া সেই সময় পর্য্যন্ত রচিত ভাণিকার কিয়দংশ হইতে কোন কোন শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন এবং শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-রচনা শেষ করিয়া পরে ভাণিকার শেষাংশ-রচনা সমাপ্ত করিয়াছেন। শ্রীদানকেলিকৌমুদীর মুদ্রিত সংস্করণে মোট ১১৪টি অনুচ্ছেদ আছে কিন্তু শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে ৭ম, ৪৫তম, ৭৯তম ও সর্ব্বোর্দ্ধে ১১৭তম অনুচ্ছেদ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৩) এতদ্ব্যতীত শ্রীগোস্বামি-গ্রন্থের মধ্যে যে-সকল গ্রন্থের সন-তারিখ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১৪৬৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে * রচিত। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে প্রায় একশত স্থানে (৯১) ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-শিক্ষায় ও শ্রীগৌররায়ানন্দ সংবাদের অনেক স্থানে শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর অবিকল পদ্যানুবাদ ও তাৎপর্য্যানুবাদ লিপিবদ্ধ আছে।

(৪) শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীবিদগ্ধমাধব' ১৪৮৯ সম্বৎ—১০৫ = ১৪৫৪ শক = ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে † সমাপ্ত এবং 'শ্রীললিত-

---

অথবা—

বিশ্বা-শরেন্দুশাকবিতি প্রথমভরণ্যাং গ্রহাদ্যাং।

(উত্তর, ৩৭।১৯২-৩৩)

* রামাঙ্কশকবর্ষেতে শাকে গোকুলবর্ষিণি চৈত্রাদ্যে।
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর্বিদিতঃ কৃতরূপেণ।

† বসুসিন্ধুরসাব্দেন্দু-সংখ্যে সম্বৎসরে গতে।
বিল্বগ্রামেহভবন্নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্।

মাধব' ১৪৩৯ শকাব্দ=১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে * জ্যৈষ্ঠ-মাসের চতুর্থী তিথিতে রবিবারে সমাপ্ত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উক্ত নাটকদ্বয়ের নামোল্লেখ, বিষয়বস্তু ও তাহা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাবলী দৃষ্ট হয়।

'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র পরে 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' রচিত হইয়াছে। 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি'র ১৭টী প্রমাণ-শ্লোক ও অনেক স্থানে তাৎপর্য্যানুবাদ শ্রীচরিতামৃতে পাওয়া যায়।

(৫) শ্রীকবিকর্ণপূরের 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়'-নাটকের রচনা-কাল উক্ত গ্রন্থের উপসংহারের পুষ্পিকা-শ্লোকানুসারে। ১৪৯৪ বা ১৪৭২ শক খৃষ্টাব্দ বা ১৪০৭+৭৪=১৫০১ শক অর্থাৎ ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দ। আফ্রেক্টের মতানুসারে ‡ 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়'-নাটকের রচনাকাল ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দ। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়'-নাটকের বহুশ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত আক্ষরিক পদ্যানুবাদ ও তাৎপর্য্যানুবাদ আছে।

(৬) স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য-কর্ত্তৃক রচিত 'একাদশীতত্ত্ব', 'মলমাসতত্ত্ব'-ধৃত বচন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়। সুতরাং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ঐ সকল গ্রন্থরচনার পর শ্রীচরিতা-মৃতের রচনার কাল।

কেহ কেহ বলেন,—শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের 'জ্যোতি-স্তত্ত্ব'-গ্রন্থের রবিসংক্রান্তি-গণনায় লিখিত হইয়াছে—'নবাষ্ট-শক্রতীনের শকাব্দাকের পূরিতা।" এতদ্দ্বারা ১৪৮৯ শকে জ্যোতিস্তত্ত্বসঙ্কলনের কাল উপলব্ধি করা যায়। রঘুনন্দন-কৃত একাদশীতত্ত্বে, বিষ্ণুপূজাপদ্ধতিতে ও আহ্নিকতত্ত্বে শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থের উল্লেখ আছে। সুতরাং রঘুনন্দনের ঐ সকল গ্রন্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থের পরে সঙ্কলিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

(৭) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার ত্রয়োবিংশ-সর্গাত্মক 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত' মহাকাব্যের প্রত্যেক সর্গের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—'শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্মের ভ্রমরস্বরূপ, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর সেবার ফলস্বরূপ, কৃতী শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর আদিষ্ট, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর সঙ্গগুণে লব্ধজ্ঞ ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর বর-লব্ধজ্ঞ 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত' মহাকাব্য।" §

ইহাতে শ্রীল সনাতন ও শ্রীল গোপাল ভট্ট প্রভুর নামোল্লেখ নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন,—'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত'-রচনার কালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু তাঁহার বিষয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে কোন গ্রন্থে উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

(৮) গ্রন্থরচনার সমসাময়িক শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের তালিকা হইতে জানা যায় যে, তৎকালে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য শ্রীঅনন্তাচার্য্যের শিষ্য পণ্ডিত শ্রীহরিদাস (যিনি শ্রীগোবিন্দদেবের সেবাধ্যক্ষ ও শ্রীক্ষেত্র-বাসিনী শ্রীগঙ্গামাতার § গুরুদেব ছিলেন), শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামীর শিষ্য শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্গী শ্রীযাদবাচার্য্য গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীগোবিন্দ-পূজক শ্রীচৈতন্যদাস, শ্রীবৃন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য শ্রীশিবানন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্রীগোপালদাস পূজারি-প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ প্রকটলীলা করিতেছিলেন। গ্রন্থ-রচনাকালে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘু-নাথদাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীশ্রীজীব-প্রভৃতি কেহই প্রকট ছিলেন না; তাঁহারা কেহ প্রকট থাকিলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহাদের নিকট অনুমতি-গ্রহণ-প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী

---

* অঙ্কেষুবেদেন্দুমিতে শকাব্দে, শুক্লস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাম্।
দিনে দিবেশস্য হরেঃ প্রসাদ্য, সমাপয়ং অন্তমবে প্রবন্ধম্।

† শাকে চতুর্ব্বিধপতে রবিবাসিমূতে, গৌরাহ্বিরং রবিমণ্ডল আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্থবসিতাজি তমীর-লীলা-গ্রন্থোদয়াবিরভবৎ কমলস্য বন্ধুঃ।।
কেহ কেহ নাটকের এই পুষ্পিকা-শ্লোকটি গ্রন্থকারের রচিত বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—এই গ্রন্থের রচনা-কাল আরও অনেক পূর্ব্বে।

‡ 'Catalogus Catalogorum', Part I, p. 86.
আফ্রেক্ট কোনও কারণ নির্দ্দেশ না করিয়াই নাটকের ঐ তারিখে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

§ পুরীর শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীগঙ্গামাতা ১৭২১ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে শুক্লপক্ষের একাদশী-তিথিতে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। তিনি ১২০ বৎসরকাল এই ধরাধামে প্রকট ছিলেন।

§ শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপ-শ্রীরূপদেবাকলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গাদরতে।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরদে গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গঃ কুরুনিশান্তকেলিরচনং নামাবসানির্গতঃ।

প্রভু শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আজ্ঞা লইয়া এই গ্রন্থ-রচনা আরম্ভ করেন, তাহা শ্রীচরিতামৃত-পাঠে জানা যায়,—

"পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু, উদার, মহা-আর্য্য॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁ'র প্রিয় শিষ্য ইহা—পণ্ডিত হরিদাস॥
• • •
নিরন্তর শুনে তেঁহো 'চৈতন্যমঙ্গল'।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল॥
• • •
তেঁহো অতি কৃপা করি' আজ্ঞা দিলা মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে॥
কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য—গোবিন্দ গোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁ'র সম নাঞি॥
যাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী॥
পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—কৃষ্ণদাস গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁ'র মুখে অন্য নাই॥
তাঁ'র শিষ্য—গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস॥
আচার্য্যগোসাঞির শিষ্য—চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁ'র চিত্তে শ্রীচৈতন্যানন্দ॥
আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ-লীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা করিলা সবে করুণা করিয়া।
তাঁ-সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত-অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে॥
দরশন করি' কৈনু চরণ বন্দন।
গোসাঞিদাস পূজারী করে' চরণ সেবন॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু-কণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞিদাস আনি' মালা মোর গলে দিল॥
আজ্ঞামালা পাঞা আমার হইল আনন্দ।
তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমারে লিখন যেন শুকের পঠন॥
সেই লিখি, মদনগোপাল মোরে যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥
কুলাধিদেবতা মোর—মদনমোহন।
যাঁ র সেবক—রঘুনাথ, রূপ, সনাতন॥
বৃন্দাবন-দাসের পাদপদ্ম করি' ধ্যান।
তাঁ'র আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে 'ব্যাস'—বৃন্দাবন-দাস।
তাঁ র কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥
মূর্খ, নীচ, ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়-লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা-বলে করি এতেক সাহস॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-চরণের এই বল।
যাঁ'র স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল॥"

(চৈ চ আ ৮।৪১-৬০,৬৩,৬৫-৮৪)

শ্রীবৃন্দাবনদাসের "আজ্ঞা লঞা লিখি"—এই উক্তি পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলেন,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার প্রাক্কালে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তদানীন্তন শ্রীধাম-বৃন্দাবনবাসী শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের সাক্ষাৎ আজ্ঞা পাইয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা-প্রসঙ্গে 'যাঁ'র স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল।"—উক্তিটীর মধ্যে 'স্মৃতি'-শব্দ থাকায় তাঁহারা নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সূচিত হয়।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুকে শ্রীচরিতামৃত-রচনার্থ আজ্ঞা প্রদান করেন।

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহা হৃষ্ট হৈয়া।
বর্ণিলেন গ্রন্থ অনেকের আজ্ঞা লৈয়া॥
শ্রীগোপাল ভট্ট হৃষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিলা।
গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিলা॥
কেনে নিষেধিলা, ইহা কে বুঝিতে পারে?
নিরন্তর অতি হীন মানে' আপনারে॥
কবিরাজ তাঁ'র আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবারে।
নাম-মাত্র লিখে অন্য না করে প্রচারে॥
লোকনাথ গোস্বামীহ ঐছে আজ্ঞা কৈল।
প্রাচীন-বৈষ্ণব-মুখে এসব শুনিল॥

(১ম তরঙ্গ, ২২১-২২৫)

শ্রীভক্তিরত্নাকরের ঐতিহাসিক বিবরণ সকল ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নহে; তাহাতে তথ্যবিপর্যয়, ক্রমভঙ্গ ও ও কালানৌচিত্যের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; যেমন, এই প্রসঙ্গের অব্যবহিত পরেই শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে 'শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতে'র টীকাকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র শ্রীকৃষ্ণবল্লভা'-টীকা হরিবংশ ভট্টের পুত্র ও নৃসিংহ ভট্টের পৌত্র অপর গোপাল ভট্টের রচিত। ইনি ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম যে শ্রীগোপাল ভট্ট নহেন, তাহা উক্ত টীকার উপসংহারের শ্লোকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। বিশেষতঃ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের কোন টীকা রচনা করিয়া থাকিলে তদনুগত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু স্বীয় 'সারঙ্গরঙ্গদা'-টীকায় উহার নামোল্লেখ নিশ্চয়ই করিতেন।

(৯) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আ ৮।৫১-৫৩) শ্রীগোবিন্দদেবের 'রাজসেবা'র এইরূপ বর্ণন আছে—

"শ্রীগোবিন্দদেব' নাম সাক্ষাৎ মদন॥
রাজসেবা হয়, তাহা বিচিত্র প্রকার।
দিব্য সামগ্রী, দিব্য বস্ত্র-অলঙ্কার॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।"

অন্যত্র শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে (চৈ চ অ ১৩।১৩১),—

"নিজশিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইলা।
বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি ভূষণ করি' দিলা॥"

এই সকল পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দির যাহা আকবর বাদসাহের ৩৪ রাজ্যাঙ্কে (১৫৯০ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া পুরাতন মন্দিরের প্রস্তর-ফলক হইতে জানা যায় *, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার আরম্ভ-কাল ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের পরে হইবে।

এই সকল তথ্য হইতে ও অন্যান্য সাময়িক ব্যাপার হইতে অনুমিত হয় যে, শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর প্রকটকাল আনুমানিক ১৪৫২ শক (১৫৩০খৃষ্টাব্দ) হইতে ১৫০৮ শকাব্দ (১৬১৬ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা।

* Growse's Mathura, 2nd Edition, 1880, Chapter IX, P. 224.

শ্রীল কবিরাজের নিত্যসিদ্ধ পাণ্ডিত্য

কি ভগবদ্ভক্ত, কি অভক্ত, কি অধোক্ষজ-সেবক, কি আধ্যক্ষিক গবেষক, সকলেই এক-বাক্যে অবশ্য বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে, শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর অদ্ভুতপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, অধিতীয় কবিত্ব-শক্তি, বিশেষতঃ কবিতার মধ্যে একাধারে সুগভীর দার্শনিকত্ব ও কাব্যের সহজ সুমধুর রসধারার পরিবেষণকৌশলকে শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র এবং মধ্বানুগীয় আচার্য্যগণের রচিত গ্রন্থ ও গোস্বামি-রচিত গ্রন্থ-ব্যতীত নিম্নলিখিত সাধারণ গ্রন্থের শ্লোকাদির উদ্ধার ও উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১) 'অভিজ্ঞানশকুন্তল'-নাটক অ ১৮।৭০; (২) অমরকোষ ম ২৪।৩০৫; (৩) অলঙ্কার-শাস্ত্র আ ১৬।৫৮; (৪) উত্তররামচরিত ম ৭।৭৩; (৫) উদ্বাহতত্ত্ব আ ১৪।২৭; (৬) একাদশীতত্ত্ব আ ২।৭৪, ম ১৭।১৮৬, ২৫।৫৬; (৭) কাব্যপ্রকাশ ম ১।৫৮, ১৩।১২১, অ ১।৭৮; (৮) নৈষধীয় অ ১।৯২; (৯) পাণিনি ম ২৪।২৪; ২৯৩, ২৯৫, অ ৮।৭৮; (১০) বিশ্বপ্রকাশ ম ২৪।১২, ১৮, ৬৪, ৬৫, ১৪৯; (১১) ভরতমুনিবাক্য আ ১৬।৭১; (১২) ভারবি অ ১০।২১; (১৩) মলমাসতত্ত্ব আ ১৭।১৬৪; (১৪) রঘুবংশ ম ১০।১৭৫; (১৫) সামুদ্রক আ ১৪।১৫; (১৬) সাহিত্যদর্পণ ম ১৩।১২১; (১৭) স্মৃতিবচন আ ১৫।২৭, ম ১৪।২৬৪।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে নিত্যসিদ্ধ অতিমর্ত্ত্য পাণ্ডিত্যগৌরবে বিভূষিত ছিলেন, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি শ্রীস্বরূপ-রূপের অনুগবর অপ্রাকৃত মহাকবি। শ্রীস্বরূপের শ্রীমুখে তিনি বঙ্গদেশীয় জনৈক গ্রাম্য বিপ্র-কবিকে যে উপদেশ শ্রবণ করাইয়াছেন, তাহা হইতেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়,—

"যদ্বা-তদ্বা' কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
'রূঢ়', 'রসাভাস' যা'র নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার॥
'ব্যাকরণ' নাহি জানে, না জানে 'অলঙ্কার'।
'নাটকালঙ্কার'-জ্ঞান নাহিক যাহার॥

কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে, সেই ছার !
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার।
কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে' বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যাঁ'র হয় প্রাণ-ধন ॥"

(চৈ চ অ ৪:১০২-৩)

মধ্যযুগের আচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'শ্রীচরিতামৃতে' শ্রীশঙ্করাচার্য্যের 'শারীরক-ভাষ্য', শ্রীবিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত', শ্রীজয়দেবের 'শ্রীগীত-গোবিন্দ', আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর বাক্য, শ্রীকুলশেখর-কৃত 'শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্র', শ্রীযামুনাচার্য্য-কৃত 'পঞ্চশ্লোকী' ও 'স্তোত্ররত্ন', শ্রীরামানুজভাষ্য, সর্ব্বজ্ঞসূক্ত-বাক্য, শ্রীল শ্রীধর-স্বামিপাদের 'ভাবার্থদীপিকা', শ্রীল লক্ষ্মীধরের 'শ্রীনাম-কৌমুদী', শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত 'শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য' ও 'শ্রীমহাভারত-তাৎপর্য্য'-প্রভৃতির বাক্য উদ্ধার ও নামোল্লেখ করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি বহু পুরাণ, বহু পঞ্চরাত্র (যথা—শ্রীনারদপঞ্চরাত্র, গৌতমীয়তন্ত্র, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, বৃহদ্‌গৌতমীয়-তন্ত্র, বৈষ্ণবতন্ত্র, সাত্বততন্ত্র, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র, কাত্যায়ন-সংহিতা, ব্রহ্মসংহিতা, সিদ্ধার্থ-সংহিতা-প্রভৃতি), বেদের মধ্যে সংহিতা, উপনিষৎ ও তাপনী ; শ্রীগীতা, শ্রীসহস্রনাম, শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও মন্বাদি বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র, অধ্যাত্ম-রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ-প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত 'পদ্যাবলী', 'শিক্ষাষ্টক'-প্রভৃতি, শ্রীগোস্বামিগণের রচিত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীস্বরূপ-দামোদরের 'কড়চা', শ্রীরায়-রামানন্দের 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক', শ্রীসনাতনের 'বৈষ্ণবতোষণী' ('শ্রীদশমটিপ্পনী'), 'শ্রী-হরিভক্তিবিলাস', 'শ্রীলীলাস্তব' ও 'শ্রীভাগবতামৃত', শ্রীরূপের 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি', 'পদ্যাবলী', 'শ্রীদানকেলিকৌমুদী', 'শ্রীনাটক-চন্দ্রিকা', 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'শ্রীললিতমাধব', 'শ্রীবিদগ্ধ-মাধব', 'শ্রীস্তবমালা', 'শ্রীউপদেশামৃত', শ্রীরঘুনাথের 'স্তবাবলী', শ্রীল শ্রীজীবের 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ,' 'শ্রীভগবৎসন্দর্ভ' ও 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ', 'শ্রীগোপালচম্পূ', শ্রীকবি-কর্ণপূরের 'আর্য্যশতক', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক', 'শ্রীচৈতন্য-চরিত-মহাকাব্য' এবং নিজকৃত 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত'-প্রভৃতি গ্রন্থের বাক্য শ্রীচরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

কোন কোন আধুনিক গবেষক অভিমত প্রকাশ করেন যে, শ্রীচরিতামৃতধৃত শ্রীআদিপুরাণ, শ্রীবৃহন্নারদীয়পুরাণ, শ্রীগরুড়পুরাণ, শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীবৃহন্নারদীয়পুরাণ, শ্রীব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ, শ্রীস্কন্দপুরাণ, বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র, সাত্বততন্ত্র, কাত্যায়ন-সংহিতা, শ্রীনারদপঞ্চরাত্র, শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, শ্রীমহাভারত ও শ্রীরামায়ণ—এই চৌদ্দটী গ্রন্থের শ্লোকাবলী, যাহা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পূর্ব্বে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের দ্বারা বিবিধ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচরিতামৃতে উদ্ধার করিয়াছেন। সেইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ঐ-সকল আকর গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন কি না, নিশ্চয় বলা যায় না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু মহাভারত, রামায়ণ ও শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র পাঠ করেন নাই,—এইরূপ অনুমান ছাপার অক্ষরে প্রচার করিয়া গবেষকের বাহাদুরি অর্জ্জন করা এবং নিজের 'পল্লবগ্রাহিতা' ও 'পরের ধনে পোদ্দারি' করিবার চিত্তবৃত্তি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর স্কন্ধে অভিমর্ত্য পণ্ডিতাগ্রগণ্যের স্কন্ধে চাপাইবার যুক্তি যুগোচিত ঘটে ! হয়ত' একদিন এই শ্রেণীর গবেষক বলিয়া বসিবেন (যদিও এখন তাহা বলিতে সাহসী হন নাই),—"যেহেতু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের যে-সকল শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা তৎপূর্ব্বে অন্যান্য আচার্য্যগণ উদ্ধার করিয়াছিলেন, অতএব তিনি শ্রীমদ্-ভাগবতও পাঠ করেন নাই !" উক্ত গবেষক যে শ্রীল কবি-রাজ গোস্বামীর অপঠিত চৌদ্দটী শাস্ত্র-গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত আরও অন্যান্য পুরাণের বাক্য শ্রীচরিতামৃত-রচনার পূর্ব্বে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু তাঁহাদের বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছেন ; উদাহরণস্থলে বলা যাইতে পারে, যেমন,—শ্রীচরিতামৃতে শ্রীনৃসিংহপুরাণের তিনটী বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সন্দর্ভে পুরাণের নাম উল্লেখ না করিয়া শ্রীনৃসিংহপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু গবেষক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাহা অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই, এজন্য তিনি 'নৃসিংহপুরাণে'র নামটী বাদ দিয়াছেন। যাহা হউক, এই জাতীয় পল্লবগ্রাহী আধুনিক গবেষকগণের অনধিকার-চর্চ্চামূলক কোন প্রস্তাবই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণ-রেণু-প্রার্থিগণের গ্রাহ্য নহে।

শ্রীচরিতামৃতের মুখ্য উপাদানত্রয়

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত'-রচনায় আকরের সম্বন্ধে প্রধানতঃ তিনটী নাম করিয়াছেন,—(১) শ্রীস্বরূপ-দামোদরের কড়চা, (২) শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা ও (৩) শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

(১) "দামোদর-স্বরূপ, আর (২) গুপ্ত মুরারি।
মুখ্যমুখ্যলীলা-সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি'॥
সেই অনুসারে লিখি লীলা-সূত্রগণ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন তাহা দাস-বৃন্দাবন।
(৩) চৈতন্যলীলার ব্যাস,—দাস বৃন্দাবন।
মধুর করিয়া লীলা করিলা রচন॥
গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে॥
প্রভুর লীলামৃত তিঁহো করিল স্বাদন।
তাঁ'র ভুক্ত-শেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ॥"

(চৈ চ আ ১৩।৪৬-৫০)

শ্রীস্বরূপের কড়চা

শ্রীশ্রীস্বরূপ-দামোদরের কড়চাধৃত শ্লোক বলিয়া কোন কোন মুদ্রিত সংস্করণে (আদি লীলার ১ম অধ্যায়ে ৪র্থ-১৪শ সংখ্যায়) যে-সকল শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামীর রচিত কিনা, এবিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করেন। কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত শ্রীচরিতামৃতের অনেকগুলি পুঁথির মধ্যে ঐ শ্লোকগুলি শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চাধৃত বলিয়া উল্লিখিত নাই, কেবল তথায় 'তথাহি'-শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; তবে এই শ্লোকসমূহ যে গৌড়ীয়ের মূলপুরুষ সিদ্ধান্তসম্রাট্ শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্তানুসারে লিখিত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্বয়ং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুই লিখিয়াছেন,—

"অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ-গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥
যেবা কেহ অন্য জানে, সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য-গোসাঞির যেঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যা'তে॥"

(চৈ চ আ ৪।১৬০-৬১)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অন্যত্রও লিখিয়াছেন,—

"চৈতন্যলীলা-রত্ন-সার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো খুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাঁহা কিছু যে শুনিনু, তাহা ইহাঁ বিস্তারিনু
ভক্তগণে দিনু এই ভেটে॥"

(চৈ চ ম ২।৮৪)

"স্বরূপ-গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুইর কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥
সেকালে এ দুই রহেন মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহেন দূরদেশে।
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি' এই দুইজন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করেন কড়চা গ্রথন।
স্বরূপ—'সূত্রকর্ত্তা', রঘুনাথ—'বৃত্তিকার'।
তাঁ'র বাহুল্য বর্ণি পাঁজি-টীকা-ব্যবহার॥"

(চৈ চ অ ১৪।৭-১০)

শ্রীস্বরূপ-দামোদরের কড়চা বলিয়া বটতলার ছাপা যে অশুদ্ধ সহজিয়া পুস্তক পাওয়া যায়, উহার সহিত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কথিত কড়চার কোনও প্রকার মিল নাই।

শ্রীমুরারি-গুপ্তের কড়চা

শ্রীমুরারি গুপ্তের 'কড়চা' বলিয়া যাহা 'অমৃতবাজার' পত্রিকা অফিস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, এ যাবৎ তাহার কোন দ্বিতীয় পুঁথি অন্যত্র পাওয়া যায় নাই। উক্ত গ্রন্থ-প্রকাশকের নিবেদনে লিখিত আছে,—১৩০৩ বঙ্গাব্দে ঢাকা উপনিবাসী শ্রীঅদ্বৈতবংশীয় মধুসূদন গোস্বামীর নিকট শিশির বাবু উক্ত পুঁথির নকল প্রাপ্ত হন এবং পরে অন্য একখানি পুঁথির নকল শ্রীবৃন্দাবন হইতে পাওয়া যায়। উক্ত দুই পুঁথি মিলাইয়া শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় ১৩০৩ বঙ্গাব্দে দেবনাগর অক্ষরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিত (শ্রীমুরারির 'কড়চা') প্রকাশ করেন।

আমরা শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বহস্ত-লিখিত শ্রীমুরারি-গুপ্তের 'কড়চা'র একটি প্রতিলিপি দেখিয়াছি। সম্ভবতঃ উহা শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট প্রদত্ত পুঁথিরই প্রতিলিপি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্ত-লিখিত পুঁথি বিভাগে ঢাকা মেলার বিভিন্নস্থানের বহু বৈষ্ণব-পুঁথি

সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তথায় উহলির পুঁথি বা উহার কোন প্রতিলিপি পুঁথি নাই। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুঁথি-বিভাগ ও শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থান অনুসন্ধান করিয়া এ যাবৎ উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রতিলিপি পাওয়া যায় নাই।

শ্রীকবিকর্ণপুর তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে'র ত্রয়োদশ সর্গ পর্য্যন্ত ও শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে'র বহু স্থানে শ্রীমুরারি গুপ্তের 'কড়চা'র অনুসরণ, তাৎপর্য্যানুবাদ ও পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। শ্রীলোচনদাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে'র প্রধান উপাদানই শ্রীমুরারি গুপ্তের 'কড়চা'। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রকাশিত গ্রন্থের ৪র্থ প্রক্রমের ১৭শ সর্গ হইতে ২০শ সর্গ পর্য্যন্ত প্রসঙ্গ শ্রীলোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায় না। ২১শ সর্গের দ্রাবিড়দেশীয় দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ বিবৃত করিয়াই শ্রীচৈতন্যমঙ্গল সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন, (অ। ১৩।১৫)—

"আদিলীলা-মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত্র।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত॥"

শ্রীভক্তিরত্নাকরেও শ্রীমুরারি গুপ্তের 'কড়চা'র ১ম, ২য় ও ৪র্থ প্রক্রম হইতে উদ্ধৃত কতিপয় শ্লোক দৃষ্ট হয়।

'অমৃতবাজার-পত্রিকা'-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত (তৃতীয় সংস্করণ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) উক্ত গ্রন্থের উপসংহারে উহার সমাপ্তি-কাল এইরূপ পাওয়া যায়,—

"চতুর্দ্দশশতাব্দান্তে পঞ্চত্রিংশতিবৎসরে।
আষাঢ়সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥" *

১৪৩৫ শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল—১৪০৭ শক। সুতরাং ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-কালীয় ২৮ বৎসরের লীলা অর্থাৎ সন্ন্যাস-লীলার পর আরও চারিবৎসর-কালেরই চরিত থাকিবার কথা; কিন্তু ইহাতে শেষ ১২ বর্ষের অধিকাংশ নীলাচল-লীলার কথা (৪।২৪ সর্গ), এমন কি, ১ম প্রক্রমেই তাঁহার অপ্রকট-লীলাবিকারের কথায় (১।২।১২-১৪)† উল্লেখ আছে। আবার নীলাচলযাত্রী গৌড়ীয়-ভক্তগণের মধ্যে (৪।১৭।১১) আপনাকে "বৈদ্যসিংহমুরারিকঃ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, দেখা যায়। এইভাবে নিজের নামোল্লেখ শ্রীগৌর-ভক্তোচিত নহে, সুতরাং সন্দেহ উপস্থিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটকাল ১৪৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দ; আর মুরারি গুপ্তের কড়চার সমাপ্তিকাল পুষ্পিকানুসারে ১৪৩৫ শকাব্দার আষাঢ় মাস, অর্থাৎ ১৪১৩ খৃষ্টাব্দ। অবশ্য ইহা যদি প্রকৃতই শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা হয়, তবে আঙ্কিক-যুক্তির পণ্ডিতম্মতা তথায় কার্য্যকরী হইবে না। 'রাম না জন্মিতে যদি রামায়ণ' হয়, তবে হনুমদবতার শ্রীমুরারিগুপ্তের দ্বারা কড়চায় ভবিষ্যল্লীলাকথার বর্ণনও কিছু অসম্ভব নহে। তবে যে, কেহ কেহ শ্রীলোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও শ্রীকবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চারই আক্ষরিক পদ্যানুবাদ প্রতিপন্ন করিয়া কবিকর্ণপুর বা শ্রীলোচনদাসের পূর্ব্বে শ্রীমুরারি-গুপ্তের নামে প্রচারিত বর্ত্তমান কড়চা রচিত হইবার যুক্তি প্রদানপূর্ব্বক উক্ত প্রচারিত গ্রন্থের প্রামাণিকতা নির্দ্ধারণ করেন, তাহা প্রকৃত বিচারসহ নহে। কারণ, শ্রীকবি-কর্ণপুর ও শ্রীলোচনদাসের ঐ সকল গ্রন্থ দেখিয়াও তদনুকরণে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইতে পারে। তবে একথা সুদৃঢ় সত্য যে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-প্রমুখ অন্যান্য শ্রীচৈতন্যচরিত-লেখক যে শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চার নাম করিয়াছেন, সেই কড়চা যে-কোন আকারেই হউক তাঁহাদের গ্রন্থ-রচনার কালে তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কবিকর্ণপুরের গ্রন্থ

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে শ্রীল কবিকর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়'-নাটক হইতে ১৭টী বাক্য উদ্ধার করিলেও

* ১ম (১৩০৪ বঙ্গাব্দ) ও ২য় (১৩১৭ বঙ্গাব্দ) সংস্করণে পাঠ ছিল,—'পঞ্চত্রিংশতিবৎসরে'। 'বিষ্ণুপ্রিয়া'-পত্রিকার ৮ম বর্ষে (৪র্থ সংখ্যা, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ), ২৬৮ পৃঃ 'পঞ্চত্রিংশেতিবৎসরে' পাঠ দেখা যায়।

† শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়,—শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-কালেই পাছে প্রভুর অপ্রকট-লীলা বর্ণন করিতে হয়, এজন্য দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন (ম ২।১১১-১৩)। সুতরাং সেই শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলার পরেও অধিক দিন ধরাধামে অবস্থান করিয়াছিলেন কিনা, সন্দেহ।

যেখানেই তাঁহার আকর উপজীব্য গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন, সেই স্থানেই শ্রীস্বরূপদামোদর-প্রভু, শ্রীমুরারি-গুপ্ত ও শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের নামই করিয়াছেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীমুরারি-গুপ্তের নিকট হইতে আদি-লীলার সূত্রসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কোন কোন স্থানে তাঁহাদের সূত্রের পরিবর্দ্ধন ও পরিশিষ্টতা সম্পাদন করিয়াছেন এবং শ্রীল রঘুনাথের কণ্ঠ হইতে শ্রীল স্বরূপদামোদরের গ্রথিত শ্রীগৌরহরির অন্ত্যলীলা-বিষয়ক যে সকল সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বিস্তার করিয়াছেন। কোথায় কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায়,—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীকবিকর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়'-নাটক ও 'শ্রীচৈতন্যচরিত'-মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনার অবিকল পদ্যানুবাদ করিয়াছেন; যেমন, শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদে 'কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার?'...'সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?' (চৈ চ ম ৮।২৫৪-৫৩) ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরগুলি 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়'-নাটকের (নির্ণয়-সাগর সং—৭।৮-১০) উক্তিরই প্রায় আক্ষরিক পদ্যানুবাদ এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "প্রভু কহে,—পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।" (ম ৮।৫৭), "পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।" (ম ৮।১৯৩) প্রভৃতি পদ শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যের (১৩।৩৮-৪৭) পদের বিস্তৃত তাৎপর্য্যানুবাদ, অথচ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু (চৈ চ ম ৮।৩১১) লিখিয়াছেন,—

"দামোদর-স্বরূপের কড়চা-অনুসারে।
রামানন্দ-মিলন-লীলা করিল প্রচারে॥"

এই সমস্যার উত্তর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থের প্রারম্ভে (চৈ চ আ ৪।১৯০-৯১) প্রদান করিয়াছেন,—

"অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ-গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥
যেবা কেহ অন্য জানে, সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্যগোসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে॥"

শ্রীকবিকর্ণপুর যখন নীলাচলে নিজ পিতৃদেবের সহিত গমনাগমন করিতেন, সেই সময় তিনি শ্রীস্বরূপদামোদরের শ্রীমুখে অথবা শ্রীস্বরূপদামোদরের শ্রেষ্ঠ অনুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীরামানন্দ-মিলন-লীলা শ্রবণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্যের শিষ্য শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামী প্রভুকে 'শ্রীস্বরূপের' প্রিয় ও নীলাচলবাসি-গণের নিকট বিখ্যাত বলিয়া শ্রীকবিকর্ণপুর তাঁহার নাটকে (১০।৩) উল্লেখ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন,—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীমুরারি গুপ্ত ও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ঋণ স্বীকার করিলেন অথচ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের বহু শ্লোক উদ্ধার ও শ্রীকবিকর্ণপুরের বিস্তৃত বিষয় শ্রীচরিতামৃতের বহু স্থানে গ্রথিত করিয়াও শ্রীকবিকর্ণপুরের ঋণ স্বীকার করিলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া কোন কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ না করাই মঙ্গলজনক। তবে ইহা বুঝা যায় যে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আদি-লীলার কথা মুখ্যভাবে শ্রীমুরারি গুপ্ত-ঠাকুর ও শ্রীনিত্যানন্দ-সুতা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থ বা সাক্ষাৎ উপদেশ হইতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু কবিকর্ণপুরের বিস্তৃত বিবরণসমূহ তিনি মুখ্যভাবে ও সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই মুখ্য আকরের নামই কীর্ত্তন করিয়াছেন; কেবল তাঁহার উক্তির সমর্থনের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীচৈতন্যলীলার লেখক শ্রীকবিকর্ণপুরের শ্লোক-সমূহ উদ্ধার করিয়াছেন। আর যে-স্থানে তিনি দেখিয়াছেন,—শ্রীকবিকর্ণপুর শ্রীরঘুনাথের কণ্ঠস্থিত শ্রীস্বরূপের বিবরণই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই সকল স্থানকে তিনি শ্রীশ্রীস্বরূপ-রঘুনাথের বিবরণ জানিয়াই তাঁহার নিজ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং যে-স্থানে তিনি পত্রমুখে শ্রীস্বরূপ-রঘুর ঋণ স্বীকার করিয়াছেন, সেই স্থানে শ্রীস্বরূপ-রঘুর শ্রোতৃ-বর্গের ঋণও তদন্তর্ভুক্তরূপেই স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচরিতামৃতে এক শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত অপর কোন শ্রীচৈতন্যচরিত-গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে জানা যায় যে, অন্য কোন প্রামাণিক শুদ্ধ উক্তি-সিদ্ধান্তসহ শ্রীচৈতন্যচরিত-গ্রন্থ তখন বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হয় নাই। শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চানুসারে রচিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীলোচনদাসের শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলের কথা শ্রীচরিতামৃতে উল্লেখ নাই, শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে'র ঋণই শ্রীল

কবিরাজ গোস্বামী প্রভু উচ্চকণ্ঠে কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের কথা কীর্তন করিয়াছেন *। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বঙ্গভাষায় শ্রীকৃষ্ণচরিত-লেখক শ্রীগুণরাজ-খানের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-গ্রন্থের নাম তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"গুণরাজ-খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা একবাক্য তাঁ'র আছে প্রেমময়॥
'নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ'।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁ'র বংশের হাত॥"
(চৈ চ ম ১৫।৯৯ ১০০)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্য

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অসমোর্দ্ধ দানের কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এজন্য বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রত্যেক গবেষকই স্ব-স্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জনৈক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকের কএকটী উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা আধ্যাত্মিক-সমাজের সমবর্ত্মীর লেখনী-প্রসূত বলিয়া সাধারণ পাঠকগণের উপকারে আসিতে পারে।

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-মতের দার্শনিক তথ্য ও বিশ্লেষণ সুনিপুণভাবে সুললিতছন্দে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যেমন অগাধ পণ্ডিত অথচ পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার রচনাও সেই পরিমাণে গভীর অথচ সরল হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ একখানি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে যে কতটা ক্ষমতার প্রয়োজন তাহা এই গ্রন্থখানি না পড়িলে কেহ ধারণা করিতে পারিবেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত : অখিলসাধারণভাবে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যথার্থ বলিতে কি, সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে যদি একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম করিতে হয়, তাহা এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অনেকের ধারণা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বইটির ভাষা কটমট এবং বৎসরোমাতি দুর্বোধ। তাঁহারা এই কথা বলেন, হয় তাঁহারা বইখানি জীবনে কখনও দেখেন নাই, নতুবা বলিতে হইবে যে, দার্শনিক আলোচনা তাঁহাদের ভাল লাগে না। বিষয়ের কাঠিন্যকে ইঁহারা ভাষার কাঠিন্য মনে করিয়া ভুল করেন। আর একদল সমালোচক আছেন, যাঁহারা বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার বই মিশ্র বাঙ্গালা এবং হিন্দীতে রচনা করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে বলিতে পারি, দীর্ঘকাল শ্রীবৃন্দাবন-বাসহেতু কবিরাজের কলমের মুখে কচিৎ দুই একটী হিন্দী শব্দ বা প্রয়োগ আসিয়া গিয়াছে ; কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা বলেন যে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ভাষা মিশ্র হিন্দী, তাঁহারা পরের মুখেই ঝাল খান। পুরাতন বাঙ্গালা ভাষার অবিজ্ঞতা হেতু অধুনা-অপ্রচলিত বাঙ্গালা শব্দকে অনেকে আবার হিন্দী শব্দ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন।

কবিরাজের পাণ্ডিত্য বুঝিবার জন্য শ্রীগোবিন্দলীলামৃত অথবা সারঙ্গরঙ্গদা পড়িবার আবশ্যক করে না, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দেখিলেই হইল। পাণ্ডিত্যের অবধি অথচ বিনয়ের খনি ছিলেন কবিরাজ। তাঁহার এই পরম বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও আত্মগোপনের জন্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মত বৃহৎ গ্রন্থেও কোথাও এতটুকুমাত্র পাণ্ডিত্যের উগ্রতা প্রকাশ পায় নাই।

যোগ্যতম ব্যক্তির উপরেই শ্রীবৃন্দাববাসী বৈষ্ণব মহান্তেরা শ্রীচৈতন্যের শেষ লীলা বর্ণনা করিবার ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যে, রসজ্ঞতায়, কবিত্বশক্তিতে শ্রীকৃষ্ণদাসের তুল্য ব্যক্তি খুব কমই ছিল। তাহার উপর তিনি শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর নিকট হইতে মহাপ্রভুর শেষ লীলার এমন অনেক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, যাহা সাধারণ লোকের অগোচর ছিল। শ্রীরঘুনাথ শ্রীস্বরূপদামোদরের শিষ্যরূপে মহাপ্রভুর নিকটে থাকিয়া তাঁহার শেষ কয় বৎসরের ঘটনা প্রায় সবই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সূত্রের মত শিখরিণীছন্দে রচিত কয়েকটী শ্লোকে লিপিবদ্ধও করিয়াছিলেন। এই শ্লোকগুলিকে উপজীব্য করিয়া এবং দাস গোস্বামীর নিকট অপ্রকাশ্য ঘটনা শুনিয়া কবিরাজ মহাপ্রভুর শেষলীলার বর্ণনা করিয়াছেন। মহাপ্রভুর পশ্চিম-ভ্রমণ ও অন্যান্য কতিপয় ঘটনা তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকট অবগত হন।

শ্রীস্বরূপদামোদর কড়চাহিসাবে যে কয়টী শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণদাস সেগুলিরও সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে কবিরাজের উল্লেখ হইতেই প্রথমতঃ শ্রীস্বরূপ-দামোদরের কড়চা নামক রচনার অস্তিত্ব জানা যায়, এবং কবিরাজ গোস্বামী যে কয়টী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, প্রথমতঃ সেই কয়টী শ্লোকই কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিত-হিসাবে কি ঐতিহাসিকত্ব, কি রসজ্ঞতা, কি দার্শনিক তত্ত্বচিন্তায়, সব দিক দিয়াই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। এই যে

---

* যদিব শ্রীবৃন্দাবনদাস একচিত্তে।
লগত মোহিত যাঁ'র ভাগবত-গীতে।
(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, গৌঃ সা পৃত্রখণ্ড ৫৫)

: শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভক্তকে আধুনিক যুগ-সাহিত্যিকগণের লেখনীতে 'খিচ্ড়ি" (বিগত 'ই') করা হইয়াছে। স্বরূপশক্তি 'ঈ'র প্রভু ও সেবক-সম্প্রদায়কে আমরা 'খিচ্ড়ি' দেখিতে ইচ্ছা করি না বলিয়া 'ঈ'যুক্ত করিয়া তাঁহাদের নামাবলী প্রকাশিত হইল—গৌঃ সঃ

গোস্বামীদের 'ঠিল নাথ ঘরিণ হোয়ে প্রভু'. ইহার সার সংগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও নিপুণতার সহিত স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন।

মুক্ত তত্ত্বালোচনার সাগরে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যে কিরূপ অমলীলা-রসের পরার-ত্রিপদীর পাড়ি জমাইয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ না করিলে অনুমান করিতে পারা যায় না। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের হস্তে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালায় যে ভাষা অমলীলারসে সাধিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান শতাব্দীর উন্নততর ভাষাতেও সরলতররূপে আখ্যাত হইতে পারে বলিয়া মনে করি না। অথবা কথা না বাড়াইয়া সংক্ষেপ করিয়া অথচ কবিত্বের সহিত তথ্য ও তত্ত্বব্যাখ্যান-কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণদাস যে সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা শুধু প্রাচীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে নহে, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাসের মধ্যে অদ্বিতীয়রূপে চিরকাল বিরাজ করিবে। জ্যামিতির ভাষায় যত সরল সহজ স্পষ্ট ভাষায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক অংশ রচিত।

শ্রীকৃষ্ণদাস যে আধুনিক বিষয় আলাপ করিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই হৃদয়কে স্পর্শ করে। বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামিত্বের আধার হইয়াও যেরূপ আত্মবিস্মৃত বা পরিহার করিয়াছেন, তাহা অন্য কেহ করিলে হয়ত হাস্যরসের উপাদান হইত। কিন্তু কবিরাজের বর্ণনা পড়িলে তাঁহার বিশ্বাসের গভীরতা ও যথার্থতা-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশমাত্র থাকে না।

প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি, তা'তে না পারি বর্ণিতে॥
সব শ্রোতা-বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিত্র-বর্ণন কৈলুঁ সমাপন॥
আকাশ—অনন্ত, তা'তে যৈছে পক্ষিগণ।
যা'র যত শক্তি, তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর-পার।
'জীব' হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি, তাবেক বর্ণিলুঁ।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইলুঁ॥
নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র—বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয়েন 'আদিব্যাস'॥
তাঁ'র আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর॥
• • • •
চৈতন্য-লীলামৃত-সিন্ধু—দুগ্ধাব্ধি-সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি' তেঁহো কৈলা পান॥
তাঁ'র ঝারী-শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
তাহেকে ভরিল পেট, তৃষ্ণা মোর গেলা॥
আমি—অতিক্ষুদ্র জীব, পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইলুঁ লীলায়।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥
'আমি লিখি',—ইহ মিথ্যা করি অনুমান।
আমার শরীর—কাষ্ঠপুত্তলী-সমান॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ, বধির।
হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানা-রোগগ্রস্ত,—চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগ-পীড়া-ব্যাকুল, রাত্রি-দিনে মরি॥
• • • •
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি'।
কহিতে না যুয়ায়, তবু রহিতে না পারি॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা-দোষ।
দম্ভ করি' বলি, শ্রোতা, না করিহ রোষ॥
তোমা'-সবার চরণধূলি করিমু বন্দন।
তা'তে চৈতন্য-লীলা হৈল, যে কিছু লিখন॥
• • • •
সবার চরণ কৃপা—গুরু 'উপাধ্যায়ী'।
তা'র বাণী—শিষ্যা, তা'রে বহুত নাচাই॥
শিষ্যার শ্রম দেখি' গুরু নাচান রাখিলা।
'কৃপা' না নাচায়, 'বাণী' বসিয়া রহিলা॥
অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইলা নাচি' করিলা বিশ্রামে॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যাঁ'-সবার চরণ-কৃপা—শুভের কারণ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁ'র চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তক-ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হৈল শ্রম॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যা'র আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

(চৈ চ অ ২০।৭৭-৮৩, ৮৮-৯৪, ৯৯-১০১, ১৪৭-১৫৩)

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত বৈষ্ণব-দার্শনিক শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটী টীকা রচনা

করেন। বাঙ্গলা গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা—ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, বৈষ্ণব-সমাজে এই মহাগ্রন্থের কিরূপ আদর হইয়াছিল।" *

অপ্রকট-লীলা

শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আদেশে ও শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর নেতৃত্বে এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দ-প্রভুর সহযোগিতায় শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোস্বামি-গ্রন্থসমূহ গৌড়দেশে প্রেরিত হইয়াছিল, এইরূপ একটি বিবরণ পরবর্ত্তী কালের কতিপয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন,—প্রেরিত গোস্বামি-গ্রন্থের মধ্যে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'ও ছিল। † পথিমধ্যে বনবিষ্ণুপুরের নিকটে গ্রন্থ-বোঝাই সিন্দুকগুলি অপহৃত হয়। এই প্রসঙ্গ লইয়া 'প্রেমবিলাস'-নামক একটী পুঁথিতে বর্ণিত হইয়াছে—'এই সংবাদ পাইয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণে অল্প প্রধান-পূর্ব্বক নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।' বস্তুতঃ এইরূপ কোন কথা মহাজনের পরম্পরার মধ্যে শ্রুত হয় না এবং নিম্নলিখিত কারণে ঐ উক্তি অমূলক বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হয়।

(১) প্রথমতঃ 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থের সকল অংশের প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে ন্যূনাধিক সকল মনীষীই সন্দেহ করেন।

(২) শ্রীবৃন্দাবনের যে-সকল শ্রীগৌরপ্রেমী ভক্তের একান্ত অনুরোধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত'-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সেই সকল ভাগবতকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিয়া যে সময় রেল-ষ্টীমারাদি যান-বাহনের সুযোগ ছিল না, সেই যুগে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের একখানাও প্রতিলিপি শ্রীবৃন্দাবনে না রাখিয়া একমাত্র মূল পুঁথিটী গৌড়দেশে প্রেরিত হইয়াছিল, ইহা কোনরূপে যুক্তিযুক্ত ও বিচার-সহ হয় না।

(৩) দ্বিতীয়তঃ শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর যে সকল পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু প্রথমবারে শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীগোস্বামিরচিত সকল গ্রন্থ আনেন নাই, শ্রীল সনাতনের শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত পরে মার্দ্দলিক শ্রীশ্যামদাসের হস্তে ‡ গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু যখন দ্বিতীয়বার শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন (শ্রীভক্তিরত্নাকর ৯।৭১), তখন শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীনিবাসকে 'শ্রীগোপালচম্পূ'-গ্রন্থারম্ভ শ্রবণ করাইয়াছিলেন। § পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'গোপালচম্পূ'র উল্লেখ থাকায় 'শ্রীচরিতামৃত' 'শ্রীগোপালচম্পূ'র পরে লিখিত হইয়াছে প্রমাণিত হয়। শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু দ্বিতীয়বার শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া 'শ্রীগোপালচম্পূ'র আরম্ভ শ্রবণ করেন। সুতরাং তাঁহার সহিত প্রথমবারে গৌড়দেশে 'শ্রীচরিতামৃত' যাইতে পারে না। সেই সময় অর্থাৎ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর প্রকটকালে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচিত হইয়াছিল কিনা, সে বিষয়েই সন্দেহ।

(৪) শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল সনাতনের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"দেহত্যাগাদি যত, সব—তমোধর্ম্ম।
তমোরজোধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥
দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম—পাতক-কারণ।
সাধক না পায় তা'তে কৃষ্ণের চরণ॥"
(চৈ চ অ ৪।৫৭, ৬০)

এই উপদেশের লেখক (শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'সরাগবক্তা' নহেন) কখনও অনুরূপ আচরণ করিতে

* দ্রষ্টব্য শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ডের (১৯৪০ খৃঃ)।

† এই বিষয়ের সর্ব্বাংশে কেহ কেহ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন না; কারণ, দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার প্রাক্কালে ষড়্-গোস্বামিগণের কেহই শ্রীব্রজমণ্ডলে প্রকট ছিলেন না; শ্রীচরিতামৃতের প্রারম্ভে ষড়্গোস্বামীর নামোল্লেখ বিকট গ্রন্থ-রচনার অনুমতি-গ্রহণের কথাও নাই। যদি শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যের সহিত অন্যান্য গোস্বামি-গ্রন্থের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও গৌড়দেশে প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর প্রকটকালেই উহা গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীচরিতামৃতে সেরূপ কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না।

‡ দ্রষ্টব্য শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের প্রতি শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর পত্র —"পূর্ব্বং শ্রীশ্যামদাসমার্দ্দলিকহস্তেন শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-গোস্বামিনে বৃহদ্-ভাগবতামৃতং প্রস্থাপিতমাসীৎ" ইত্যাদি।

—শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১৪।৩৬ (৪র্থ পত্র)

§ "শ্রীগোপালচম্পূ-গ্রন্থারম্ভ শুনাইলা।
আর যে-যে গ্রন্থ কৈল, তাহা দেখাইলা॥"

—ঐ, ৯।১৭৭

পারেন না। সুতরাং শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে ঐরূপ উক্তি অভ্রান্তিকগণের কল্পিত।

আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশী-তিথি শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এবং তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মদ্বয় শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু ও শ্রীশ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর 'তিরোভাব' তিথি বলিয়া বৈষ্ণব-বিশ্বে প্রচারিত রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন,—১৫৩৭ বা ১৫৩৮ শকাব্দায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব হয়।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর রচিত গ্রন্থ

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য-প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য কবি শ্রীরঘুনন্দনদাস শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের 'ভাষানুবাদে'র উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীকৃষ্ণদাস গোসাঞি কবিরাজ মহাশয়।
কৃপা করি' লীলা প্রকাশিলা অতিশয়॥
(১) চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রকাশিয়া।
জীব উদ্ধারিলা অতি করুণা করিয়া॥
(২) শ্রীগোবিন্দলীলামৃত নিগূঢ় ভাণ্ডার।
তাহা উঘাড়িয়া দিলা, কি কৃপা তোহার॥
(৩) কৃষ্ণকর্ণামৃত-ব্যাখ্যা কেবা তাহা জানে।
তাহার নিগূঢ় কথা কৈলা প্রকটনে॥
তিন অমৃতে ভাসাইলা এ তিন ভুবন।
তোমার চরণে মোই করিয়ে স্তবন॥"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'তিন অমৃত' পরিবেষণ করিয়াছেন,—(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, (২) শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ও (৩) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত। তিনি 'সারঙ্গ-রঙ্গদা'র ঘনা দিয়া শ্রীবিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত পরিবেষণ করিয়াছেন। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' তাঁহার সর্ব্বশেষ রচনা। 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' রচনা করিয়া তিনি বৈষ্ণব সমাজে 'কবি-নৃপতি' বা 'কবিরাজ'-নামে ভূষিত হইয়াছিলেন। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতকে সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-কাব্য বলিতে পারা যায়। যদিও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীগোপালচম্পূ' শ্রীগোবিন্দলীলামৃত হইতে আকারে বৃহৎ, তথাপি উহা 'চম্পূ'-কাব্য অর্থাৎ গদ্য-পদ্য-মিশ্রিত। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত 'ত্রয়োবিংশতি সর্গে' বিভক্ত এবং ইহাতে ২৪১১টী শ্লোক আছে। গ্রন্থের উপসংহারে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"শ্রীরূপদর্শিতদিশা লিখিতাষ্টকালী-
শ্রীরাধিকেশকৃতকেলিতরিস্মরেয়ম্।
সেবাহতে যোগ্যবপুষাঽনিশমত্র চাস্তাং
রাগানুসাদকজনৈর্মনসা বিধেয়া॥
পাথোরবিন্দযুগলেন শ্রীরূপরঘুনাথয়োঃ।
কৃষ্ণদাসেন গোবিন্দলীলামৃতমিদং চিতম্॥"
(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, ২৩।৯৪-৯৫)

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর দর্শিত পথে শ্রীরাধিকানাথের কৃত অষ্টকালীয় লীলাসমূহ আমার দ্বারা লিখিত হইল। অপ্রাকৃত সেবাযোগ্য বপুর দ্বারা রাগানুগ সাধক-জনগণ মনে মনে এই লীলা আস্বাদন করিবেন। শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদ-পদ্মের ভৃঙ্গ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণদাস-নামক আমি এই শ্রীগোবিন্দলীলামৃত চয়ন করিলাম।

এইজন্য কেহ কেহ বলেন,—শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর অষ্টকালিক শ্লোকাবলী বা একাদশ শ্লোক অবলম্বন করিয়া শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর অভীষ্টানুসারে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগোবিন্দলীলামৃত বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থের তালিকা-প্রদান-কালে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—

(শ্রীরূপ) "বৈষ্ণব-ইঙ্গিতে একাদশ শ্লোক কৈল।
কৃষ্ণদাস কবিরাজে বিস্তারিতে দিল॥
অষ্টকালীলীলা তা'তে অতি বিলক্ষণ।
ভাগ্যবন্ত-জন সে করয়ে আস্বাদন॥"
(শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১।৮১৮-১৯)

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে গ্রন্থকারের ব্যাকরণ সাহিত্য, অলঙ্কার, কাব্য, সঙ্গীত বিবিধকলা-বিদ্যা, রসতত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত-তত্ত্বের একত্র পরিবেষণপারিপাট্য দেখিয়া অপ্রাকৃত রসিক ও ভাবুকগণ মুগ্ধ হন।

'সারঙ্গরঙ্গদা'-টীকা

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের 'সারঙ্গরঙ্গদা'-টীকার প্রসিদ্ধি সর্ব্বত্রই আছে। উক্ত টীকার 'মঙ্গলাচরণে'র একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে,—

যদ্ভাবভাবিতধিয়ঃ প্রপদ্যোপচারাং
মুদ্রাপি দুর্গমতয়া মুনিপুঙ্গবানাম্।
রাসোৎসুকং মদনমোহনমচ্যুতং তং
রাধাসমেধিতরসোল্লসিতং নতোঽস্মি॥

কৃপাসুধাসরিদ্‌যস্ত বিষমাপ্লাবয়ত্যপি ।
নীচৈরেব গতা স্থিতি তং শ্রীচৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥
সদ্ভক্তভাবগম্ভীরগাম্ভীর্যসরসস্থিতঃ ।
সারৈঃ শোধাত্যমেয়া টীকা সারঙ্গরঙ্গদা ॥

ইহার পর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'সারঙ্গরঙ্গদা' টীকার প্রারম্ভে শ্রীবিষ্ণুমঙ্গলের পূর্ব্ব-চরিত সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন।

'সারঙ্গরঙ্গদা'র উপসংহারের একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

শ্রীরূপচরণাম্ভোজিকৃষ্ণদাসেন বর্ণিতা ।
কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যৈষা টীকা সারঙ্গরঙ্গদা ॥

মাদ্রাজের Govt. Oriental Manuscripts Libraryর পুঁথির তালিকায় (A Triennial Catalogue of Mss., Ed. by S. Kuppuswami Sastri, Vol. IV, Part I, Sanskrit A, Madras, 1927) দুইটী স্তোত্র শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণ কবিরাজ গোস্বামীর রচিত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে।

R. No. 3053 (a-g) শ্রীকৃষ্ণলীলাক্রমঃ

R. No. 3050 (o) শ্রীরাধাষ্টকম্

স্তোত্রদ্বয় পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে এবং উহাতে ছন্দঃপাত ও বর্ণাশুদ্ধিও আছে।

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কৃপায় বৃন্দাবন, বিশেষতঃ গৌড়দেশবাসিগণের মধ্যে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরির অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী আবেশাত্মিকা অহৈতুকী ভক্তির কথা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরামানন্দ-পোষণ, শ্রীসনাতন-পালন, শ্রীস্বরূপ-রূপানন্দবর্দ্ধন, শ্রীরঘুনাথ-সর্ব্বস্ব, শ্রীগদাধর-মাদন শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার স্বজন-বিজনলীলার যে বৈশিষ্ট্য, তাহা একমাত্র শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কৃপাতেই বিদিত হওয়া যায়। অধিক কি, সমগ্র গোস্বামি-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিতামৃত পাঠ না করিলে কেহ ষড়্‌গোস্বামীর প্রকৃত হৃদ্‌গত সিদ্ধান্ত অবগত হইতে পারেন না। আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রত্যেকটী পদ শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীভাগবতামৃত, শ্রীরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউজ্জ্বলের দ্বারা ব্যাখ্যাত না হইলে উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। অতএব একমাত্র শ্রীকবিরাজই ষড়্‌গোস্বামীর আস্বাদিত রসসিন্ধু ও তত্ত্বসিন্ধু মন্থন করিয়া তাহার অমৃতসার শ্রদ্ধাবান্ জীবকে পরিবেষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে 'অমর' করিবার অসমোর্দ্ধ ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, এমন কি, শ্রীকবিকর্ণপুরের যাবতীয় গ্রন্থ জগতে প্রচারিত হইলেও যদি শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীগৌরগোবিন্দ-লীলামৃতময় অপ্রকাশিত থাকিতেন, তাহা হইলে শ্রীশ্রীগৌর-হরির আবির্ভাবের অন্যতম ও মুখ্য কারণ ব্যর্থ হইয়া যাইত। ষড়্‌গোস্বামী রাগাত্মিকা ও রাগানুগা ভক্তির কথা, তত্ত্ব ও রসের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের একান্ত শিরোমণি শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীগৌরহরির বাস্তব চরিত্রের দ্বারা সেই সকল তত্ত্ব ও রসসিদ্ধান্তের যে ব্যাখ্যা ও বিবৃতি করিয়াছেন, তাহা অদ্বিতীয় ও অসমোর্দ্ধ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ষড়্‌গোস্বামীর-আবিষ্কৃত সমগ্র রসশাস্ত্র ও তত্ত্বগ্রন্থের বিশ্লেষণ ও বিবৃতির মূর্ত্ত বিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরতত্ত্বের লীলা-কৈবল্য-পরিপুষ্টিত বেদ ও ভাগবত।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু বক্তা ও শ্রোতা 'শ্রীনিবাস-ঈশ্বর' শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইতে পারেন; শ্রীলোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল পাঠ করিয়া কেহ কেহ খণ্ডবাসীর হৃদয়বল্লভ শ্রীগৌরহরিকে উপলব্ধি করেন; শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিত পাঠ করিয়া বিশুদ্ধবিক্রম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরামের লীলাবলী আস্বাদন করেন; শ্রীকবিকর্ণপুরের নাটক ও মহাকাব্যাদি পাঠ করিয়া শ্রীশিবানন্দেশ্বর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীচরণকমল-মধুপানে লুব্ধ হন; শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত' পাঠ করিয়া শ্রদ্ধালু জীব শ্রীগৌরপাদপদ্মে একান্ত-নিষ্ঠা লাভ করেন; কিন্তু শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া অতিশয় সুদুর্লভ সুকৃতিমান্ ব্যক্তি শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়-সনাতন-শ্রীহরিদাস-শ্রীরূপ-শ্রীরঘু-নাথের প্রাণকোটি-অনুরাগ-প্রদীপের শিখায় নির্ম্মঞ্ছিত নীলাচল-বিকৃষণ মহাভাবমূর্ত্তি শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্ম-সেবায় লুব্ধ হইতে পারেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ** (ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের স্থলাভিষিক্ত অধস্তন)

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক— শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী, সহকারী —শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ; (২) শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুর ভক্তিশাস্ত্রী, সহ—শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী ; (৩) **আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ** (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি ; (৪) শ্রীবাস-অঙ্গন (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫) শ্রীঅদ্বৈত-ভবন (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী ; (৬) শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট, সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী ; (৭) শ্রীধর-অঙ্গন, সেবক— শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী ; (৮) শ্রীমোদদ্রুম-ভদ্র—"গৌড়ের নৈমিষ" (মাউগাছি, পোঃ আমগড়, বর্দ্ধমান) সেবক— শ্রীউপেন্দ্রবিলাস দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৯) শ্রীঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীবিনোদানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১০) শ্রীবানন্দসুখদ-কুঞ্জ, শ্রীগোদ্রুম (পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া) সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১১) শ্রীহুবর্ণ-বিহার-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীগুরুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১২) শ্রীমধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (রাউতারা, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (১৩) শ্রীকুলকুটীর (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপরমপদ ব্রহ্মচারী ; (১৪) শ্রীএকায়ন-মঠ (গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, নদীয়া) সেবক— শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী ; (১৫) শ্রীমহেশ-পণ্ডিতের শ্রীপাট (কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ, নদীয়া) সেবক—শ্রীরঘুনাথ দাসাধিকারী ; (১৬) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ (পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা) সেবক—শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি ; (১৭) শ্রীগোপালজী মঠ (কমলাপুর, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা) সেবক—শ্রীমন্তিগোপাল ব্রহ্মচারী ; (১৮) শ্রীজগন্নাথ- গৌড়ীয়মঠ (গোলকীবাড়ী রোড, ময়মনসিংহ) সেবক—শ্রীশিবদবাস্তববিগ্রহ বিদ্যারত্ন ইত্যাদি ; (১৯) আমলাযোড়া- প্রপন্নাশ্রম (পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান) সেবক— শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী ; (২০) অমর্ষি-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীঅভয়পদ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২১) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ (চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২২) পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিঠাপুর, পাটনা, বিহার) সেবক— শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী ; (২৩) গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (রমণা রোড, গয়া, বিহার) সেবক—শ্রীপঙ্কজসঙ্গ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২৪) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ (৮।১৭ বড়গন্তীরলিং, বেনারস সিটি, ইউ-পি) সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী ; (২৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ (এলাহাবাদ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীব্রজবিলাস ব্রহ্মচারী ; (২৬) লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পরমেশ্বরীদয়াল বিল্ডিং, লাটুস্ রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী ; (২৭) শ্রীপরমহংসমঠ (পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২৮) মথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (বিশ্রামঘাট, মথুরা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ; (২৯) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ (পুরাণগহর, শ্রীধাম-বৃন্দাবন, জিঃ মথুরা, ইউ-পি) সেবক— শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী ইত্যাদি ; (৩০) শ্রীকুণ্ড-বিহারী মঠ (রাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী ; (৩১) শ্রীব্রজবানন্দসুখদকুঞ্জ (পোঃ শ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীইন্দ্রপথ দাসাধিকারী ; (৩২) শ্রীদক্ষেতবিহারী মঠ (পোঃ বর্ষাণা, মথুরা) সেবক—শ্রীধাম দাসাধিকারী ; (৩৩) শ্রীগোষ্ঠবিহারী মঠ (সেবপাড়ী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীগঙ্গাচরণ দাসাধিকারী ; (৩৪) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ (কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ;

(৩৫) শ্রীনারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীকিতীশাবন ব্রহ্মচারী ; (৩৬) দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৪৫নং হনুমান্ রোড, নিউ দিল্লী) সেবক—শ্রীপাদ ব্রজসুন্দর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীব্রজপাদেও দাসাধিকারী ; (৩৭) বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কল্যাণদাস বিল্ডিং, গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ২৬) —শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৩৮) মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ) সেবক—শ্রীরাধাচৈতন্য ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীরাধা-গোপাল দাসাধিকারী ; (৩৯) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কড়ুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ). সেবক—শ্রীপদ্মনাভ ব্রহ্মচারী ; (৪০) শ্রীপুরুষোত্তমমঠ (চটক-পর্বত, পোঃ পুরী) সেবক—শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ; (৪১) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীগৌরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪২) শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী) সেবক—শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৪৩) শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ (বাঁশদনি, উড়িষ্যাবাজার, কটক) সেবক—শ্রীপাদ গোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪৪) পুঁড়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (২৪ পরগণা) সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী ; (৪৫) দার্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কুকুরিলা, দার্জিলিং) সেবক—শ্রীমাধবজন দাসাধিকারী ; (৪৬) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস (ব্রহ্মপুর, গঞ্জাম) সেবক—শ্রীবীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; (৪৭) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাশ্রিবর্দ্ধক) (আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী ; (৪৮) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাশ্রিবর্দ্ধক) পুরী, সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস ; (৪৯) শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠ 46, Christ Church Avenue, Broudesbury, London N.W. 6, সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী (Miss C. Bowtell) ; (৫০) রেঙ্গুন-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৬৩।৬৪ নং ষ্ট্রীট, ইষ্ট রেঙ্গুন) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫১) শ্রীবিশ্বনিধি গৌড়ীয়মঠ (চট্টগ্রাম) সেবক—শ্রীজ্যোতিস্বত্তাশ্রীরূপ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫২) শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-প্রবর্ত্তন সঙ্ঘ, রঙ্গুনকুণ্ডা, সেবক—শ্রীশ্রীনিকেতন ব্রহ্মচারী ; (৫৩) ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী ; (৫৪) শ্রীভাগবত-আশ্রম ও প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কৃষ্ণনগর, সেবক—শ্রীপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী ; (৫৫) নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীবিষ্ণুচরণ ব্রহ্মচারী ; (৫৬) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস (কটক) সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (৫৭) শ্রীচৈতন্যমঠদাতব্য-চিকিৎসালয় (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—ডাঃ শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৫৮) পরবিদ্যাপীঠ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীমদ্ ভক্তি-কেবল ঔডুলোমি মহারাজ ; (৫৯) কাশীর সমাধি-পাট, সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী ; (৬১) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ (চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীবিষ্ণুপদ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬২) শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ (বিদ্যানগর, পোঃ কালনা, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৩) শ্রীজয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৪) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরাঘবেন্দ্র ব্রহ্মচারী ; (৬৫) শ্রীপদাইগৌরাঙ্গমঠ (পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা) সেবক—শ্রীপতি দাসাধিকারী (৬৬) নরভোগ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ) সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী ; (৬৭) গোয়ালপাড়া-প্রপিন্নাশ্রম, পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম), সেবক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী ; (৬৮) শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ (ভুবনকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম) সেবক—শ্রীসৎপাত্রদাস অধিকারী ; (৬৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ (কিশোরপুরা, বৃন্দাবন) সেবক—শ্রীপাদ গোস্বামি-চরণ অধিকারী ; (৭০) শ্রীরাধাকুণ্ডগৌড়বাটী, সেবক—শ্রীহরিগোবিন্দ দাসাধিকারী ; (৭১) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম (গোবর্দ্ধন, মথুরা) সেবক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী ; (৭২) শ্রীভক্তিকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী), সেবক—শ্রীনৃহরি ব্রহ্মচারী ; (৭৩) নীলাকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী) সেবক—শ্রীগোপাই-গোবিন্দ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৭৪) বালেশ্বর-শ্রীগৌড়ীয়মঠপীঠ (বালেশ্বর) সেবক—শ্রীবলিকানুজ ব্রহ্মচারী ; (৭৫) পরবিদ্যাপীঠ (নৈমিষারণ্য, নিমসার, ইউ-পি) সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বরদাস অধিকারী ; (৭৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (১৩।৪ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক—শ্রীগিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৭৭) শ্রীরাধাবেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠ (রেমুণা, বালেশ্বর) সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

ঢাকা—৪৮।১ ভগবৎসঙ্ঘমিতি রোড্, দি মধুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিকৃষণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা

শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্থ-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

৭ম-৮ম সংখ্যা

১৬ হৃষীকেশ, ৪৪৯ গৌরাব্দ ; ২২ ভাদ্র, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ ; ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ

প্রবন্ধ-সূচী—১। হৈনার্থাদিক-নায়ক ৫১

২। পরতত্ত্ব-সুখানুসন্ধান ৫৪

৩। পাষণ্ড ও ভণ্ড ৫৯

'গৌড়ীয়'-গ্রাহকগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী

১। কোনও প্রকার পার্থিব-মূল্যের অর্থাৎ টাকা-পয়সা-প্রভৃতির বিনিময়ে 'গৌড়ীয়' পাওয়া যাইবে না। সাধিতা বা স্বচ্ছলতা, দুর্বলতা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, মীতাতিথি বা ইতরজাতিত্ব—এই সকল 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে।

২। শ্রীহরিকথাতে অকৃত্রিম-রুচি, পরমার্থপরিপন্থী ভোগসুখরা, যাবদ্ব্যাপারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অলাভ-হানি-রহিত উদাস ও বিষয়ে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধী হওয়া, আর্তি, শ্রদ্ধা ও জিজ্ঞাসা-অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস ; প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সর্ব্বতোভাবী শক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপরিহার্য্য হওয়া 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির মূল অবলম্বক।

৩। যাঁহারা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিতে অকপট ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে 'গৌড়ীয়ে'র প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মর্ম্ম বা সার-তাৎপর্য্য হৃদয়ে গাঁথিয়া নিজের ভাষায় ও আচরণে পরীক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ভাগবত-জীবন-যাপনকারীর সঙ্গ ও কৃপায় বিরূপধাম ও অতীতের সুখানুসন্ধানাবেশময়-চিত্ততা হইতে 'গৌড়ীয়' বুঝা যায়, মেধা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বুঝা যায় না।

৪। বিষয়ভোগে অভিজ্ঞ লোকী, পুত্র-কলত্র-ধনাদিতে অতীব আসক্ত, অধার্মিক, 'বহুজ্ঞের, ঐতিহ্যিক বৈকবে অপরে ভক্তিহীন, বিশেষতঃ ভক্তগণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিকে বা তৎসঙ্গীকে প্রথম বা অজ্ঞতাবশতঃ 'গৌড়ীয়' প্রদান করিলে অপরাধের অব্যাহতি নাই। কুটিলতা, প্রচ্ছন্ন অলসতা, ছলাভিনিবেশ, ভণ্ড-শৈথিল্য, নিজের ভক্তি (?) বা সেবার (?) কর্ত্তৃত্বের আধ্যান-প্রবৃত্তি অপরাধের লক্ষণ এবং বিক্ষেপ, লয়, কষায়, বিরসাস্বাদ (জড়ের প্রতি অপরিহার্য্য আসক্তি), অপ্রতিপত্তি (উদ্দেশ্যবিষ্ঠা-হীনতা) প্রভৃতি অনর্থ-লক্ষণে আক্রান্ত ব্যক্তির করণে 'গৌড়ীয়ে'র কথার ভাগ বসিবে না

৫। যাঁহারা ডাক-যোগে 'গৌড়ীয়' প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা ডাক-খরচ মাত্র প্রেরণ করিবেন। সাময়িক-ভাবে ঠিকানা-পরিবর্ত্তনের জন্য পূর্ব্বাহ্নে পোষ্ট-অফিসের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। প্রেরিত 'গৌড়ীয়' না পাইলে পরে দিবের মধ্যে বা ঠিকানাদি আর পাওয়া যাইবে না।

৬। "'গৌড়ীয়'-সম্বন্ধে চিঠিপত্রাদি সমস্তই কেবল-মাত্র 'সেক্রেটারী গৌড়ীয় মিশন, ১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা'— এই নামে ও ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ, 'গৌড়ীয়'

Abbreviated Telegraphic Address of The Secretary, Gaudiya Mission, 16A Kaliprasad Chakravarti Street, P. O. Baghbazar, Calcutta is—"GAUDIYAMAT" Calcutta.

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীশ্রীভাগবতোৎসব

২৬শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর, বুধবার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ-পুরী গোস্বামী ঠাকুরের ৫০তম বর্ষপূর্ত্তি-প্রাকট্য-তিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

২৯শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর, শনিবার

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোপবাস

১লা আশ্বিন, ১৮ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার

শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীপদ্মা-একাদশীর উপবাস

২রা আশ্বিন, ১৯শে সেপ্টেম্বর, বুধবার

শ্রীবামনদ্বাদশী ; শ্রীশ্রীবামনদেব ও শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-উৎসব

৩রা আশ্বিন, ২০শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তাধিক-শততম-বর্ষপূর্ত্তি-প্রাকট্য-মহোৎসব ;
শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব
ও সাধারণ মহা-মহোৎসব

৪ঠা আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার

শ্রীবিশ্বরূপা-মহোৎসব ও শ্রীভাগবত-মহোৎসব ; প্রৌষ্ঠপদী পৌর্ণমাসী ; সংকীর্ত্তনোৎসব-পূর্ণাপ্তি

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
—শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুপাদ
'ভক্তি'রসামৃত সিন্ধু ২।২৫৬

২৪শ খণ্ড | ১৬ হৃষীকেশ, ৪৫৯ গৌরাব্দ; ২২শে ভাদ্র, ১৩৫২; ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ | ৭ম-৮ম সংখ্যা

'হীনার্থাধিক-সাধক'

আমাদের শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথি পুনরায় প্রপঞ্চে সমাগতা। প্রাপঞ্চিক কালগণনায় সেই ভুবন-মঙ্গলময়ী তিথিবরা আগামী শুক্লা ভাদ্রী ষষ্ঠীতে পঞ্চাশত্তম-বর্ষপূর্ত্তিলীলা প্রকট করিবেন। পতিতপাবনী আচার্য্যাবির্ভাব-তিথি অতিথির বেশে বর্ষে বর্ষে আবির্ভূতা হইলেও তাঁহার সেবা নিত্য। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও তাঁহার স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব-তিথির অন্তর্বর্ত্তি-কালে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথির প্রকাশ।

শ্রীগুরুদেব শ্রীহ্লাদিনীশক্তির অন্যতম মূর্ত্ত। শ্রীগুরুত্ব ও দেবত্ব যুগপৎ স্বরূপশক্তিত্ব ও ঈশ্বরত্বের বাচক। 'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ—"কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ"। তিনি কিরূপ 'ঈশ্বর'? তিনি স্নিগ্ধ অর্থাৎ হৃদয়বান্ শিষ্যের 'হৃদয়েশ্বর'। বিভিন্ন দার্শনিকগণ অনেক প্রকার 'মস্তিষ্কের ঈশ্বরে'র কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল ঈশ্বর 'আত্মা' অর্থাৎ প্রীতির আশ্রয় নহেন। শ্রীহ্লাদিনীর মূর্ত্ত বিগ্রহ ব্যতীত প্রিয়তমত্ব বা প্রিয়ত্ব-ধর্ম্ম অন্য কোন ব্যক্তিত্বে থাকিতে পারে না। যাঁহার অচিন্ত্য গূঢ় ঐশ্বর্য্য আছে, অথচ যিনি স্বয়ং অনুভবকারী হইয়া হৃদয়বান্ শিষ্যকে অনুভব করান, তিনিই শ্রীগুরুদেবতা—ঈশ্বর—প্রভু। সেই ঈশ্বরকে কৃতী বা হৃদয়বান্ শিষ্যগণ হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করেন। মস্তিষ্কের দ্বারা শ্রীগুরুদেবতার দর্শন হয় না, আরাধনা হয় না, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করা যায় না, তাঁহার প্রণতরূপা ও পরিচর্য্যারূপা সেবা অর্থাৎ কর্ণের দ্বারা ও কায়ের দ্বারা যে শুশ্রূষা, তাহাও হয় না। মস্তিষ্কের ঈশ্বরের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা নাই, কিন্তু 'হৃদয়েশ্বর'—সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, আত্ম, প্রেষ্ঠ, বান্ধব।

'ঈশ্বর' শব্দের আর একটী অর্থ আছে,—তিনি **হীনার্থাধিক-সাধক** অর্থাৎ জীবের যোগ্যতা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ফলের প্রদাতা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"

(চৈ ভা আ ১৭।১৫৩)

আমাদের প্রভুর প্রভুই 'মহাপ্রভু'। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুকে 'মহাবদান্য' বলিয়াছেন। সেই 'মহা-বদান্য'কে যিনি স্বীয় হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়াছেন, তিনিই আমাদের প্রভু, শ্রীগুরু ও ঈশ্বর; তিনিই 'বিষ্ণুপাদ', 'প্রভু-পাদ', 'আচার্য্যপাদ', 'জগদ্গুরু'-প্রভৃতি নামে জগতে প্রকাশিত। মহাবদান্য 'মহাপ্রভু'কে যিনি হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া সেই হৃদয়নিধিকে জগতে বিতরণ করিতেছেন, সেই 'মহামহা-বদান্য' প্রভুই 'ঈশ্বর' অর্থাৎ তাঁহার অচিন্ত্য অতিমর্ত্ত্য শক্তি বা ঐশ্বর্য্যের তুলনা নাই। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অবিচিন্ত্যশক্তি, যাহা জীবের নিকট

প্রকাশিত, তাহা এই যে, তিনি জীবের যোগ্যতার পরিমাণ অপেক্ষাও অধিক ফলদাতা। শ্রীভগবানে প্রীতি, প্রবণাদি-ভক্তি অথবা বিজ্ঞানময় যোগ, জ্ঞান, শুভকর্ম, সম্পত্তি—এ-সকল কিছুই না থাকিলেও যিনি কেবল কৃপার কাঙ্গাল হইয়া সমগ্র হৃদয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ কৃপার আকৃতি করেন সেই হৃদয়বান্‌কে তিনি তাঁহার যোগ্যতার অধিক ফল দান করেন। শ্রীরূপপ্রভু যাঁহাকে 'মহাবদান্য' বলিয়াছেন, শ্রীরূপের শ্রীগুরুদেব শ্রীসনাতন তাঁহাকেই 'হীনার্থাধিকসাধক' বলিয়াছেন।

অত্যন্ত রুক্ষ, নীচ, দুর্ব্বল, কামী, পতিত, নিজ-হিতের প্রতি সর্ব্বদা অন্ধ, অহিতাচরণে উৎসাহী, আত্মমঙ্গলবরণে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য, অনধিকারী ব্যক্তির নিকট আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্য কোন স্বরূপের উপলব্ধি নাই, কেবল দিবাকরের আলোকের ন্যায় এই মাত্র সুস্পষ্ট প্রকাশিত যে, তিনি 'হীনার্থাধিকসাধক'; তিনি সর্ব্বদাই আমার যোগ্যতার অধিক ফল দান করিবার জন্য পূর্ণতম আগ্রহবিশিষ্ট। আমি অত্যন্ত কামুক ও কুৎসিত, কিন্তু তিনি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আমাকে স্বীয় ও স্বীয়-শোভাসম্পন্ন ভক্তগণের শ্রীপাদপদ্মের প্রান্তদেশে আনয়ন করিয়া পুনঃ পুনঃ নিজ-ভজনপথে রক্ষা করিবার জন্য কতই না কৃপা করিতেছেন। আমি শাস্ত্র-সদাচারাদি জানিয়াও অন্যথাচ্যাচরণরূপ অপরাধ-পরায়ণ, ভক্তিযোগে সর্ব্বদা অরুচিবিশিষ্ট, হৃদয়ে অপরাধের 'বজ্রলেপ' আদরের সহিত সংরক্ষণার্থ অধ্যবসায়ী, তথাপি যিনি স্বীয় মহতী করুণার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের 'ঈশ্বরত্বে'র কথা আর কি বলিব? যিনি আমার ন্যায় মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও নিজ কৃপারূপ অমৃত প্রদান করিয়া 'অমর' করিবার জন্য সতত ব্যগ্র, যিনি আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য, হৃদ্‌দৌর্ব্বল্য, অস্থিরমতি, মস্তিষ্কের দ্বারা পরিমাপ করিবার শত-সহস্র চেষ্টার দৃষ্টান্ত দেখিয়াও আমাকে 'হৃদয়বান্' করিয়া তাঁহার 'হৃদয়-কৌটীন্য'কে বিতরণার্থ উৎসুক, সেই 'মহা-মহাবদান্য' শ্রীগুরুপাদপদ্মই 'হীনার্থাধিকসাধক'।

আমি কামুক, তিনি প্রেমিক; আমি সংসার-কটাহে তপ্ত, তাঁহার কৃপাপূর্ণ শ্রীপাদপদ্ম—কোটিচন্দ্রসুশীতল; আমি অলস, নিশ্চিন্ত, নিশ্চেষ্ট, কিন্তু তাঁহার কৃপা সেই আলস্যরাশির পক্ষে 'আগ্নেয়ক গোলাগ্নি'সদৃশ অর্থাৎ নিঃশেষে সর্ব্বাপরাধ-ভাণ্ডাপহারক; আমার ন্যায় অজ্ঞানান্ধ আর নাই, কিন্তু তিনি—সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ 'বেদ', 'ভাগবত'। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত 'হীনার্থাধিকসাধক' আর কে?

আমি অতি তুচ্ছ বস্তু প্রার্থনা করিলেও যিনি সাক্ষাৎ 'চিন্তামণি' প্রদান করেন; আমি অন্যাভিলাষের গ্রাহক হইতে চাহিলেও যিনি অব্যভিচারি-ভক্তিযোগ-পরিপূর্ণ পসরা লইয়া উপস্থিত হন; আমি বালসুলভ-চাঞ্চল্যবিশিষ্ট হইয়া 'প্রেয়োবস্তু'র প্রার্থনা করিলেও যিনি কোটি-কোটি মাতৃ-বাৎসল্যবিজয়ি-স্নেহাতুর হইয়া আমার মুখাভ্যন্তর হইতে পার্থিব প্রেয়োবস্তুসমূহকে বলপ্রয়োগে বহির্গত করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিরূপ 'নিত্যোপল' প্রদান করেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত 'হীনার্থাধিকসাধক' আর কে?

বিধির তৌলদণ্ডে যোগ্যতা ও অধিকারের বিচার অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যাঁহার সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রা অঘটনঘটনপটীয়সী অহৈতুকী কৃপা যোগ্যতা ও অধিকারের গণ্ডিকে অতিক্রম করিয়া স্বমহিমায় বিরাজিত হন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত 'হীনার্থাধিকসাধক আর কে?

ত্রিগুণাত্মিকা দৈবী মায়া 'অঘটনঘটনপটীয়সী' বলিয়া প্রসিদ্ধা; কিন্তু কৃপারূপিণী 'দৈব-মায়া' তদপেক্ষা অধিক চমৎকারিতা-বিধায়িনী অঘটনঘটনপটীয়সী। শ্রীহ্লাদিনী-শক্তির দূত সেই লোকোত্তর-চমৎকারিতাময়ী কৃপা-রূপা মায়া অনায়াসে প্রকট করেন। সুতরাং সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত 'হীনার্থাধিকসাধক' আর কে?

গ্রাম্য বি-রসাস্বাদনে অত্যন্ত আবিষ্ট কুৎসিত জীবকে যিনি পরম 'রূপবান্' করিয়া ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর অপ্রাকৃত শ্রীভগবৎপ্রীতির রসে লুব্ধ করেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত 'হীনার্থাধিক-সাধক' আর কে?

যোগ্যতার বিনিময়ে 'হীনার্থাধিকসাধকে'র পূজা হয় না। 'হীনার্থাধিকসাধকে'র পূজার মন্ত্র শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর জীবের কর্ণে প্রদান করিয়াছিলেন,—

"যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥"

'হীনার্থাধিকসাধকে'র কৃপায় অকপট আশাবন্ধই সাধকের যোগ্যতা। শ্রীল সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন,—

"মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে 'গরুড়' করে',—ঐছে কোন্ হয় ?"
(চৈ চ ম ১২।১৮২)

—ইহাই 'হীনার্থাধিকসাধকে'র চরিত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ-বিগ্রহের সম্বন্ধেও তাহাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় অনুসরণে বলা যায়,—

গুরুদেব বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে 'গরুড়' করে',—ঐছে কোন্ হয় ?
"প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে' বিচার॥
যে আগে পড়য়ে, তা'রে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিলা মো-হেন দুরাচার॥"
(চৈ চ আ ৫।২০৮-৯)

'হীনার্থাধিকসাধকে'র সাধক-সম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় আমরা আরও কিছু উদ্ধার করিতেছি,—

"মোর কর্ম্ম, মোর হাতে-গলায় বান্ধিঞা।
কু-বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া॥
আমা' উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা' বিনে॥
আমা' উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ-বল।
'পতিতপাবন'-নাম তবে সে সফল॥
সত্য এক বাত কহোঁ, শুন, দয়াময়।
মো-বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥
মোরে দয়া করি' কর' স্বদয়া সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল॥
ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়নীয়স্তব নাথ দুর্লভঃ॥
আপনে অযোগ্য দেখি' মনে-পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ॥"
(চৈ চ ম ১।১৯৮-২০৪)

'হীনার্থাধিকসাধকে'র কৃপার কথা শ্রীল রায়রামানন্দ-প্রভু জীব-শিক্ষার জন্য দুইটী সারগর্ভ বাক্যে বর্ণন করিয়াছেন,—

"তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম।
সাক্ষাৎ 'ঈশ্বর' তুমি, কে জানে তোমার মর্ম্ম ?"
(চৈ চ ম ৮।৩৭)

'হীনার্থাধিকসাধকে'র নিরুপা কৃপা-গঙ্গা-ধারায় গতি অসমোর্দ্ধ সর্ব্বোত্তমোত্তম ঈশ্বরকেও নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্য-স্বভাব-নিবন্ধন নিন্দাকর্ম্ম করাইয়া থাকে। শতসহস্র-দাসী-সেবামানা হইয়াও মাতাজী যেরূপ নিজ সন্তানের স্নেহ অপসারণ করিতে ঘৃণা বোধ করেন না, তদ্রূপ 'হীনার্থাধিক-সাধকে'র কৃপাও শরণ-গ্রহণকারী জীবের কুৎসিত-বৃত্তিকে শোধন করিতে কোন প্রকার কৃপণতা করেন না। নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীশ্রীল হরিদাস 'হীনার্থাধিকসাধক' মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

"আমা-সম অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার।
পতিতপাবন-যশ তোমার তাহাতে প্রচার॥"
(চৈ চ অ ৪।১৮২)

তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

"তোমারে 'লালা', আপনাকে 'পালক' অভিমান।
পালকের লালো নহে দোষ-পরিজ্ঞান॥
আপনারে হয় মোর অমান্য-সমান।
তোমা-সবারে করোঁ মুঞি পালক-অভিমান॥
মাতার যৈছে বালকের 'অমেধ্য' লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে, আর মহাসুখ পায়॥
লালামেধ্য পালকের চন্দন-সম ভায়।
সনাতনের স্নেহে আমার ঘৃণা না উপজায়॥"
(চৈ চ অ ৪।১৮৪-৮৭)

তখন,—

হরিদাস কহে,—"তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না যায়॥
বাসুদেব—গলৎকুষ্ঠী, তা'তে অঙ্গ—কীড়াময়।
তা'রে আলিঙ্গন কৈলা হঞা সদয়॥
আলিঙ্গিয়া কৈলা তা'র কন্দর্প-সম অঙ্গ।
বুঝিতে না পারি তোমার কৃপার তরঙ্গ॥"
(চৈ চ অ ৪।১৮৮-৯০)

'হীনার্থাধিকসাধকে'র লালা-পাল্য হওয়াই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। নিজ-অযোগ্যতার তীব্রতম-অনুভূতিই

জীবকে 'হীনার্থাধিকসাধকে'র সাধ্য করায়, অন্য কোনও প্রকার পার্থিব লক্ষতা যোগাতা নহে।

শ্রীনামাচার্য্য-প্রভু 'হীনার্থাধিকসাধকে'র স্বভাব ও আবেশের দৃষ্টান্তসমূহ উল্লেখ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে' আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে' আত্মসম॥
সেই দেহ করে' তা'র চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁ'র চরণ ভজয়॥
মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো, ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"

(চৈ চ অ ৪।১৯২-৯৪)

মরণশীল জীব যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে আমার (শ্রীভগবানের) প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া আমার ইচ্ছার ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তখন অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

'হীনার্থাধিকসাধক' কিরূপে আত্মসমর্পণকারী সাধককে আত্ম-সম করেন, মর্ত্ত্যকে অমৃত-সম করেন, অযোগ্যকে পরমেশ্বরের তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন, তাহা শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখপদ্ম হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। 'হীনার্থাধিকসাধকে'র নিকট দীক্ষাব্রত-গ্রহণ-কালে সাধকের যে আত্ম-সমর্পণ ও তৎফলে যে অপ্রাকৃত জন্মলাভ এবং সেই অপ্রাকৃত-দেহে যে অষ্টযাম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-ভজন, তাহাই জীবের সাধন ও সাধ্য-পরাকাষ্ঠা। 'হীনার্থাধিকসাধক' তাঁহার সাধককেও আত্মসম করেন; কেবল তাহাই নহে,—

"দুই ভাগবত-দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁ'র প্রেমে হয় বশ॥

(চৈ চ আ ১।১০০)

এক ভাগবত—'ভক্ত-ভাগবত' ও দ্বিতীয় ভাগবত—'গ্রন্থ-ভাগবত'। যিনি ভগবৎ-সর্ব্বস্ব, তিনিই 'ভাগবত' অর্থাৎ যিনি পূর্ণতমরূপে শ্রীভগবানের ও পূর্ণতম শ্রীভগবান্ পূর্ণতমরূপে যাঁহার, তিনিই ভক্ত-ভাগবত-পরাকাষ্ঠা। গ্রন্থ-ভাগবত বা শাস্ত্র-ভাগবত-সম্বন্ধেও তাহাই, যাহা পূর্ণতম-রূপে শ্রীভগবানের অনুকূল-অনুশীলনের মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ, যাহা মহদ্‌গণের মহনীয়-পাদপদ্ম মহামুনি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিরচিত। বাল্যলীলাকালে শ্রীগৌরহরি শ্রীমদ্ভাগবত ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়াছিলেন,—

সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥"

(চৈ ভা আ ৪।৫৫)

এই লীলার গূঢ় তাৎপর্য্য শ্রীগৌরহরির অন্তরঙ্গ-জনগণের অনুভবের বিষয়।

'হীনার্থাধিকসাধক' মহাবদান্য শ্রীশ্রীগৌরহরি দুই ভাগবতের সঙ্গে জীবের পরিচয় করাইয়া দিয়া তাহার অজ্ঞানতমঃ বিনষ্ট করেন এবং শ্রীভাগবতদ্বয়ের দ্বারা ভক্তিরস বিতরণ করিয়া হৃদয়বান্ জীবের হৃদয়ে নিজ হ্লাদিনী-শক্তির কৃপাবলে প্রকাশিত প্রেমরজ্জুর বন্ধনে বদ্ধ হন। কৃতিগণ অর্থাৎ যে-সকল হৃদয়বান্ সাধকের ইন্দ্রিয় তাদাত্ম্যাপন্ন, তাঁহারাই তাঁহাকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে পারেন; আর পারেন,—শুশ্রূষুগণ অর্থাৎ যাঁহারা মুখ্যানুসন্ধানময়ী স্মৃতির সহিত কর্ণের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের শুশ্রূষা করেন অথবা কায়ের দ্বারা শ্রীমদ্ভক্ত-ভাগবতের পরিচর্য্যা করেন। যিনি প্রোজ্ঝিত-কৈতব ভাগবত-ধর্ম্মের অনুশীলন করেন অথবা নিরুপাধিক-প্রীতির পাত্রের সেবা করেন, তাঁহার সেবা করিলে তাঁহার প্রেমবাধ্য ঈশ্বর সহজই ঐ সেবকের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া যান। শ্রীনামাচার্য্যের কৃপায় বিপ্রলম্ভরসবিভাবিত সম্বোধনাত্মক শ্রীনামদীক্ষায় দীক্ষিত হইলে বিপ্রলম্ভরসসেবিগণের গৃহে অপ্রাকৃত-জন্ম লাভ হয়; উপাদানকারণ শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর কৃপায় ভাগবতী তনু লাভ হয়। কীর্ত্তনকারী শ্রীউদ্ধবজী বা শ্রীশ্রীবাসজীর কৃপায় শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের সংকীর্ত্তন-রাসে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়। দুই ভাগবতের দ্বারা শ্রীগৌরহরি এই রাসরস বিতরণ করেন। এজন্যই তিনি যুগপৎ মহাবদান্য ও 'হীনার্থাধিক-সাধক'। আবার তাঁহার প্রকাশবিগ্রহকে তিনি জগদ্-গুরুরূপে জগতে প্রেরণ করিয়া যখন নিজ-সংকীর্ত্তন-রাসরস অতি অযোগ্যকেও করুণাবশে বিতরণ করেন, তখন সেই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের 'হীনার্থাধিকসাধকত্ব' অধিকতর লোকোত্তর-চমৎকারিতা বিষার্ব করে।

'হীনার্থাধিকসাধক' শ্রীগুরুপাদপদ্ম পতিতাধম জীবের নিকট শ্রীশ্রীজীব-প্রভুর শ্রীভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত-রসধারা পরিবেষণ করিয়া যেন অন্ধের নয়নদান, খঞ্জের গতিশক্তি-দান, মূকের বাগ্মিতা-বিধান, বিপথগামীকে পথ-প্রদর্শন, মৃতকে 'অমর' করিয়াছেন। অত্যন্ত অযোগ্যগণের প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃপাদানের এই দৃষ্টান্ত তাঁহাকে শ্রীসনাতনের ভাষায় 'হীনার্থাধিকসাধক' বলিয়াই ক্ষান্ত হয়; তদূর্দ্ধে আর বাক্‌শক্তি চলে না। 'হীনার্থাধিকসাধক'-কথাটী নিঃস্ব ভিখারীর সমগ্র হৃদয় উজাড় করিয়া নিজ একান্ত অযোগ্যতার বেদনা-বিজ্ঞাপক শব্দময় ক্ষুদ্র উপঢৌকন। অযোগ্যতম আর কোন্ শব্দের দ্বারাই বা অসমোর্দ্ধ যোগ্যতমকে—হ্লাদিনীর দূতবরকে অভিনন্দিত করিবে? একজন সুমেরু পর্ব্বততুল্য অমূল্য-রত্নভাণ্ডার উদ্ঘাটন করিয়া দিতেছেন, আর একজনের সেই ধনভাণ্ডার গ্রহণ করিবার পাত্রটী সর্ষপ হইতেও ক্ষুদ্রতম। সেই ক্ষুদ্র আধারে সুমেরুতুল্য মহাদান কি করিয়া গ্রহণ করিবে? অসীম অনন্ত বারিধির বেলাভূমিতে কত অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুক্তিকা পড়িয়া রহিয়াছে। যদি সেই শুক্তিকার আধারে অম্বুধি আপনাকে পূর্ণভাবে বিলাইয়া দেয়, তখন শুক্তির ক্ষুদ্র ভাষা আর কি বলিয়া সেই অসমোর্দ্ধ মহাবদান্য গুরু-বস্তুর দানের মহিমা ব্যক্ত করিতে পারে? ক্ষুদ্র আধারটী তখন সমুদ্র-প্লাবনে পরিপ্লাবিত হইয়া বারিধিকে 'হীনার্থাধিকসাধক' বলিয়াই ক্ষান্ত হয়। আমাদের শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের পূজার দিনেও তাঁহার অসমোর্দ্ধ, অভূতপূর্ব্ব, অনর্পিতচর 'মহাদানে'র কথা গণনা বা ব্যক্ত করিবার ভাষা আমাদের নাই। তিনি আমাদের ন্যায় অত্যন্ত অযোগ্যতম, ক্ষুদ্রতম আধারে যে অম্বুধিকোটি-কৃপাপ্লাবনের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে পূর্ব্বগুরুচরণ শ্রীশ্রীল সনাতন প্রভুর ভাষায় 'হীনার্থাধিক-সাধক' বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। যেমন 'মাথা না থাকিলে মাথা-ব্যথা'র কথা অপ্রাসঙ্গিক, সেইরূপ হৃদয়হীনের বিগলিত-হৃদয়োত্থিত অশ্রুগদ্গদ উল্লেখনের প্রসঙ্গও নিরর্থক। অযোগ্যতম ব্যক্তি 'মহাবদান্য'কে হৃদয়-লতিকা হইতে প্রকটিত অশ্রুমুক্তামালার দ্বারা পূজা করিতে পারে, কিন্তু যাঁহার সেই সম্বলটুকুও নাই, তাঁহার জন্য শ্রীশ্রীল সনাতন-প্রভু 'হীনার্থাধিকসাধক'-শব্দটী রচনা করিয়াছেন। সুতরাং আমরা আজ সেই শ্রীল-সনাতন-মুখোদ্গীর্ণ মন্ত্রে শ্রীসনাতনগুরুপাদ-পদ্মের পূজা করিতেছি।

জয় শ্রীশ্রীস্বরূপ-সনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব-চরণ-সর্ব্বস্ব 'হীনার্থাধিকসাধক' শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের জয়!! জয় সেই 'হীনার্থাধিকসাধক' শ্রীগুরুপাদপদ্মের অকপট একান্ত সাধক অনুরাগী ভক্তবৃন্দের জয়!!

পরতত্ত্ব-সুখানুসন্ধান

যিনি সর্ব্বকাল, সর্ব্বস্থান ও সর্ব্বপাত্রে স্বীয় সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা বিস্তার করিতে পারেন, অন্যের অধীন হন না, সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন; যিনি সকল জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না, মাপিতে পারে না বা প্রকাশ করিতে পারে না, সেই স্বরাট্, স্বতঃপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ বস্তুই 'পরতত্ত্ব'। পরতত্ত্ব—'পূর্ণ', 'সনাতন' ও 'পরমানন্দ'স্বরূপ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই তিনটী পরতত্ত্ব-বস্তুর 'স্বরূপ'-লক্ষণ। যাঁহাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত পাইয়াও কিছু পাওয়া হয় না, দুঃখ দূর হয় না, অথচ যাঁহাকে পাইলে 'সব পাওয়া' হয়, সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া চরম সুখ, চরম-প্রাপ্তি লাভ হয়, তাঁহাকেই শ্রীমদ্ভাগবত নিম্নলিখিত শ্লোকে (১।২।১১) নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

পরতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রতীতির মধ্যে 'ব্রহ্ম'-প্রতীতি 'বিশেষ'-(যাহা এক বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ করে; ধর্ম্ম বা গুণ) রহিত। কেবল-জ্ঞানের দ্বারা 'নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে'র অনুভব হয়। পরমাত্মা 'জীব' ও 'মায়া' এই দুইটী শক্তিকে নিয়মন করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরমাত্মা অধিযজ্ঞ ও অধিদৈব 'পুরুষোত্তম'-নামে উক্ত হইয়াছেন। সমগ্র জীব বা তটস্থা শক্তির প্রতীক বা নিয়ামক যে ব্রহ্মা অর্থাৎ 'হিরণ্যগর্ভ'-ব্রহ্মা, যিনি জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা 'বৈরাজ' ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন, পরমাত্মা সেই 'হিরণ্যগর্ভে'রও নিয়ামক। ভগবান্ কেবল স্বরূপশক্তি লইয়া ক্রীড়া করেন।

'ভগবান্' ও 'স্বরূপশক্তি'—অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায় অভিন্ন। 'স্বরূপশক্তি'কে বস্তুর নিজস্ব-ধর্ম বা গুণ বা বস্তুর পরিচায়ক বলা যায়। স্বরূপশক্তির তিনটী প্রভাব—(১) সন্ধিনী, যাহা প্রকাশ ও ব্যক্ত করেন; (২) সম্বিৎ, যাহা জানান ও (৩) হ্লাদিনী যাহা আনন্দ দেন। সন্ধিনী-শক্তি বস্তুর বিচিত্রতা অর্থাৎ শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, ধাম ও পরিকরগণকে প্রকাশ করেন। সম্বিৎ—পরস্পরের মধ্যে 'সম্বন্ধ' ও 'অভিমানে'র উদয় করান এবং 'বস্তুজ্ঞান' করান। হ্লাদিনী 'আনন্দ' দান করেন। এই তিন শক্তিকে লইয়া শ্রীভগবান্ অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীনারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করেন।

ভগবৎস্বরূপের মধ্যে গুণ-তারতম্য আছে। পরমাত্মা ইন্দ্রিয়ব্যাপ্ত, জড় ও অণুচেতনের উপর প্রভুত্ব করেন। তিনি সর্ব্বব্যাপক ও অন্তর্যামী। শ্রীভগবান্ নিত্যকাল স্বরূপ-শক্তির সহিত বিহার করেন। পরতত্ত্ব-বস্তু সচ্চিদানন্দ ও অদ্বিতীয় জ্ঞানময় হইলেও সর্ব্বোত্তম বিশেষধর্ম যে প্রিয়ত্ব-ধর্ম, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্ম বা গুণ। পরতত্ত্ব দুর্লভ হইতে দুর্লভতম হইয়াও যদি আবার সুলভ হইতে সুলভতম হন, যদি তাঁহাকে আপনার প্রিয়তম-জনরূপে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা 'বড় গুণ' আর নাই। তিনি নিজে ভালবাসেন, ভালবাসার প্রাণী হন, ভালবাসার বশীভূত হন—ইহাই পরমচমৎকারিতা। এই গুণটী যাঁহার মধ্যে যত বেশী, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বও তত বেশী। একদিকে যেমন তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, আবার আর একদিকে সেই ঐশ্বর্য্যকে ছাপাইয়া উঠে—তাঁহার 'ঔদার্য্য' ও 'মাধুর্য্য'। ঔদার্য্য—তাঁহাকে ভালবাসার যোগ্যতা দান করে; মাধুর্য্য—উপাসককে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অধীন করে এবং উপাস্যকে উপাসকের অধীন করিয়া ফেলে।

পরতত্ত্ব হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা নিজে অধীন হইয়া অপরকে অধীন করান,—ইহাই প্রিয়ত্বধর্ম। ইহা যাঁহার মধ্যে যত বেশী, সেই ভগবৎস্বরূপের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম ও পরিকরও তত অধিক চমৎকারিতাময়। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের মূর্ত্তি যে হ্লাদিনীশক্তি, তাঁহার দ্বারা আলিঙ্গিত, তাঁহার দ্বারা বশীভূত যে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ 'শ্রীর কৃষ্ণ বা শ্রীমান্ কৃষ্ণ, তাহাই ভগবত্তার চরম-পরাকাষ্ঠা। এই যে দুইটী স্ত্রী-পুরুষ রূপ, ইহা নিত্যকাল লীলা-বিলাসে মত্ত; ইহারই বিকৃত হেয় প্রতিফলন এই জগতে ভোক্তাভিমানী প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষ।

প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকেই স্ব-স্ব প্রাকৃত নশ্বর ইন্দ্রিয়ের নশ্বর ও ক্ষুদ্র সুখানুসন্ধানে ব্যস্ত। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তৃণ, গুল্ম লতা, যাহার মধ্যে যতটুকু চেতনতার স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই সুখের অন্বেষণ করে। মাতৃগর্ভস্থ থাকিয়া, ভূমিষ্ঠ মাত্র হইয়া, অতি শৈশবকালে জননীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া, জানুচংক্রমণ করিয়া, দাঁড়াইতে শিখিয়া কি শৈশবে, কি বাল্যে, কি কৈশোরে কি যৌবনে কি প্রৌঢ়াবস্থায়, কি বার্দ্ধক্যে, কি মৃত্যুশয্যায়, কি নরকে, কি স্বর্গে, কি সৎকর্ম্মে, কি অসৎকর্ম্মে, কি জ্ঞানে, কি অজ্ঞানে, কি সুখে, কি দুঃখে, কি রোগে, কি ভোগে, কি ভূতলে, কি পাতালে অর্থাৎ সকল দেশে, সকল কালে, সকল পাত্রে, সকল ক্রিয়ায়, সকল ফলে সকলেই স্ব-স্ব সুখের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। কিন্তু এই সুখানুসন্ধান-বৃত্তিটী কোন নিত্য বাস্তব সুখানুসন্ধান-বৃত্তির বিকৃত, হেয়, খণ্ড প্রতিফলন। যিনি সকল সুখের আধার, তাঁহাতেই সকল সুখের পর্য্যবসান ঘটে। যাঁহারা তাঁহার সুখানুসন্ধান করেন, তাঁহারা আর স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়ের সুখানুসন্ধানে ব্যস্ত হন না; কারণ, সেই মূল সুখস্বরূপ বা রসস্বরূপের সুখানুসন্ধানের অন্তর্ভুক্তরূপেই সমস্ত সুখ বিরাজমান। সেই পরমানন্দস্বরূপের সুখানুসন্ধান-বৃত্তিটি স্বয়ংই সুখরূপা বলিয়া তাহাতে অন্যকোন হেতু বা ফলের অনুসন্ধান থাকিতে পারে না। সেই পরমানন্দস্বরূপ পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান করার ন্যায় আর কোন সুখ নাই, আর তাঁহার সুখানুসন্ধান না করার ন্যায় দুঃখও নাই।

প্রীতি-বৃত্তিটী সুখস্বরূপা; তাহা অখণ্ড সুখাত্মক বস্তুর প্রাপ্তী। মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, ভূমি, অর্থ, পশু, কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা বা জাগতিক চেতন-অচেতন বস্তুসমূহের সহিত যে পরস্পর সুখের বিনিময়, তন্মধ্যে কখনও নিত্য-সুখানুসন্ধান থাকিতে পারে না। ইহারা কেহই কাহারও প্রীতি বা ভালবাসার যোগ্য বিষয় হইতে পারে না। কারণ, সুখস্বরূপা প্রীতি অখণ্ড সুখাত্মক বস্তুর গ্রাহক। জীব স্বরূপতঃ আনন্দময় বস্তু হইলেও 'অণু-আনন্দ'ময়; তাহা আবার পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহৎ ও প্রকৃতি—এই অষ্ট দুর্ভেদ্য আবরণের মধ্যে অবস্থিত।

সেই আবরণ ত্রিতাপ-দায়িনী মায়ার বিকার। সুতরাং দুঃখের আবরণে আবৃত অণু-আনন্দময় জীবকে ভালবাসিয়া কেহ সুখী হইতে পারে না। এইজন্য জীবকে নূতন হইতে নূতনতর প্রিয়-বস্তুর সন্ধান করিতে দেখা যায়। সকলেই যখন সুখের বিষয়বস্তুর সন্ধান করিতেছে, তখন প্রমাণিত হইতেছে—এজগতে কেহই অখণ্ড সুখের বিষয় হইতে পারে না কেবল এক অদ্বিতীয় পরতত্ত্ব, যিনি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, তিনিই একমাত্র প্রীতির বিষয় হইতে পারেন। তাঁহার সুখানুসন্ধানেই সমস্ত সুখের অনুসন্ধান পর্য্যবসিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করে। 'তদ্ভিংস্কষ্টে জগৎ তুষ্টম্' অথবা শ্রীমদ্ভাগবতের "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন" শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এই যে, পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধানেই সমস্ত সুখের পর্য্যবসান হয়।

জীবস্বরূপের যে আনন্দ, তাহা গৌণ অর্থাৎ পরতত্ত্বের আনন্দের অধীন বা সাপেক্ষ। জীবের স্বতন্ত্র আনন্দ নাই, ভগবৎস্বরূপই মুখ্যানন্দ। জীব আনন্দময় পরতত্ত্বের বিভিন্নাংশ বলিয়াই তাহাতে অণুপরিমাণ আনন্দ আছে; তাহার স্বরূপানুভূতিও পরতত্ত্বের অনুভব-সাপেক্ষ। 'পরতত্ত্বানুভব' ব্যতীত কেহ নিজের স্বরূপানুভব করিতে পারে না,—ইহা শ্রীশুকদেবগোস্বামী শ্রীপরীক্ষিৎ-মহারাজকে বলিয়াছেন।

"সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥
তস্মাদ্রাজেন্দ্র যাবান্ স্বে স্নেহঃ স্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বি-পুত্রবিত্তগৃহাদিষু॥
দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্॥
দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী॥
তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥"

(ভা ১০।১৪।৫০-৫৫)

হে রাজন্! নিজ আত্মাই সমস্ত প্রাণীর প্রিয় হইয়া থাকে। আত্মাভিন্ন পুত্র-কন্যা-প্রভৃতি বস্তু আত্মার প্রিয় বলিয়া গৌণভাবে প্রিয়, বস্তুতঃ সাক্ষাৎ প্রিয় নহে। অতএব দেহিগণের নিজ-নিজ আত্মার প্রতি যেরূপ স্নেহ হয়, মমতার বিষয়ীভূত পুত্র, কন্যা ও গৃহাদিতে তাদৃশ স্নেহ হয় না। দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষগণেরও দেহ যেরূপ প্রিয় হয়, দেহ-সম্বন্ধি গৃহ, স্ত্রী বা পুত্রাদি সেরূপ প্রিয়তম হয় না। যদিও এই দেহ মমতাস্পদ, তথাপি উহা আত্মতুল্য প্রিয় নহে। যেহেতু এই দেহ জরাগ্রস্ত হইলেও জীবনের আশা বলবতী থাকে অর্থাৎ দেহত্যাগে আত্মার অতিশয় কষ্ট হইবে জানিয়া দেহধারী দেহ ত্যাগ করিতে চাহে না; সুতরাং আত্মার প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ জীবিতাশা বলবতী থাকে। ইহাতেই বুঝা যায়,—সকল দেহাভিমানী জীবেরই নিজ-নিজ আত্মা প্রিয়তম। সেই আত্মসুখের জন্যই দেহ, অপত্য-প্রকৃতি চরবস্তু ও গেহাদি অচরবস্তু এবং যাহা কিছু আছে, সে-সকল আত্ম-সম্বন্ধে প্রিয়রূপেই প্রতিভাত হয় যেহেতু সুখস্বরূপ বলিয়াই তৎসম্বন্ধে দুঃখাত্মক জগৎও সুখাত্মকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যিনি সর্ব্বাকর্ষক পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া 'শ্রীকৃষ্ণ'-নামে অভিহিত, সেই শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই অখিল আত্মার আত্মা অর্থাৎ তাঁহাকেই 'পরমাত্মা' বলিয়া জানিও। যদি বল,—শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই পরমাত্মাই হইবেন, তবে ত' তিনি অন্তরে অন্তর্যামিরূপেই বিরাজিত থাকিবেন; তিনি প্রাকৃত-লোকদৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন,—জগতের মঙ্গলের জন্যই তিনি আত্মাগণের আত্মা ও পরমস্বরূপ হইয়াও পরমকল্যাণ-গুণনিধি, অতএব পরম-কারুণিক। এইজন্য তিনি নিজ ভক্তগণকে কৃপা-বিতরণার্থ অবতীর্ণ হইয়া ভক্ত-প্রসঙ্গে জগদ্গত জীব-গণের মঙ্গলহেতু প্রতিকল্পে নিজ-স্বরূপশক্তি-দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

পরতত্ত্বের 'সুখানুসন্ধান' বলিতে ইন্দ্রিয়বান্ অর্থাৎ নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলাকৈবল্যযুক্ত পরতত্ত্বের আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী-শক্তির আনুগত্য। পরতত্ত্বের যে স্বরূপশক্তিটি পরতত্ত্বকে ও তাঁহার আরাধককে যুগপৎ আনন্দ দান করেন, তাহাই হ্লাদিনী-শক্তি।

"হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥"

(চৈ চ আ ৪।৬৮)

যিনি সর্ব্বক্ষণ পরতত্ত্বকে আনন্দদান করিতেছেন, তাঁহারই কার্য্যের আনুকূল্য-বিধানের নাম—'পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান'। 'অনুসন্ধান'-শব্দের অর্থ—অন্বেষণ, চিন্তা, ধ্যান, অভিনিবেশ ও আবেশ। পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান না থাকিলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি 'আকারে' 'ভক্তি' হইতে পারে, কিন্তু তাহা নিষ্কপাধিকী, অহৈতুকী, অব্যবহিতা হয় না। সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি না থাকিলে সিদ্ধিতে বিলম্ব হয়। অপরাধী ব্যক্তির স্মৃতি থাকে না। যাহার প্রতি যাহার প্রীতি আছে, তৎসম্বন্ধে তাহার স্মৃতিও আছে। পরতত্ত্বের প্রতি প্রীতি থাকিলে তাঁহার সুখবিধানের জন্য চিন্তা ও স্মৃতি থাকিবেই থাকিবে। ইষ্টদেব যে-ভাবে সুখী হইতে চাহেন, সেইভাবে তাঁহার সুখের জন্য যে নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা অর্থাৎ আবেশ, রাগ, অভিনিবেশ বা ভাব, তাহাই 'সুখানুসন্ধান'।

ইষ্টদেবের অভীষ্টের সহিত খাপে-খাপে মিলিত না হইতে পারিলে কখনও ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান করা যায় না; কল্পনা, শুভেচ্ছা অনুকরণ বা কোন কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান হয় না। অন্যাভিলাষী বা প্রতিকূল-আচরণকারী কিংবা বিজাতীয়-ভাবে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান করিতে পারে না। যিনি সর্ব্বদা ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মের সহিত যোগযুক্ত, বস্তুতঃ তাঁহার দ্বারাই ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান সম্ভব।

বহির্ম্মুখ জীব-জগৎ পরতত্ত্ব ব্যতীত যত কিছু দ্বিতীয় বা মায়িক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। পরতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্করহিত দ্রষ্টা বা ভোক্তা ইন্দ্রিয়সুখ উৎপাদন করে। উহাতে পরতত্ত্ববিষয়ক প্রতীতি নাই। উহাকে মায়া, প্রধান, প্রকৃতি বা জড় বলে। সেই জড়-প্রধানে মন-নিবিষ্ট হওয়ায় ইষ্টদেব ব্যতীত অন্য বস্তুর চিন্তা উপস্থিত হয়, মায়া ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান-বিষয়ে বিস্মৃতি আনিয়া দেয় এবং স্ব-স্ব বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের সুখের চিন্তা করায় অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার আর এক প্রকার বৃত্তি পরতত্ত্বকে 'নিরিন্দ্রিয়' কল্পনা করিয়া স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়গ্রাম কর্ষণপূর্ব্বক মুক্তি-সুখাদি কামনা করে। বস্তুতঃ বহির্ম্মুখ ভোগী জীবের ভুক্তি-সুখানুসন্ধান বা ত্যাগি-অভিমানী জীবের মুক্তি-সুখানুসন্ধান উভয়ই আত্মবঞ্চনা। একমাত্র পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধানেই সমস্ত সুখানুসন্ধানের পর্য্যবসান হইলে জীবের সাধ্যপরাকাষ্ঠা লাভ হয়।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ভগবানে যে সকল ভক্তির আকার বা অনুষ্ঠানের কথা বর্ণিত আছে, তাহা করিলেই ত ভগবান্ প্রীত হন, তাঁহার সুখের চিন্তা করিবার আবশ্যকতা কি? প্রতিবিম্বিত ব্যবহারিক জগতের দৃষ্টান্ত দেখিলেও বহির্ম্মুখ জীব-জগৎ এই কথার উত্তরটী পাইতে পারে। আমরা এ জগতে যাহাকে ভালবাসি, কেবল তাহার প্রতি অনুষ্ঠানমাত্র প্রদর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি না। যাহার সহিত প্রকৃত প্রীতি নাই, কেবল বাধ্যতামূলক আনুগত্যের অভিনয় আছে, তাহার প্রতিই আনুষ্ঠানিক ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া নিরস্ত হই; উহা যেন 'না করিলে না হয়',—এইরূপ চিত্তবৃত্তির সহিত কেবল অনুষ্ঠানের আকার মাত্র; কিন্তু যাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বা প্রীতি আছে, তাঁহার সুখ হইল কিনা, কিভাবে তাঁহার সুখ হইবে,—এই চিন্তা সর্ব্বদা হৃদয়ে থাকে। তাঁহার জন্য যে-সকল অনুষ্ঠান করি, তন্মধ্যে সর্ব্বদাই ঐ চিন্তাটী রাজত্ব করিতে থাকে। যেখানে প্রীতি যত অধিক, সেই স্থানে সেই চিন্তার গাঢ়তা ও তাহাতে তন্ময়তাও তত অধিক হয়। আসক্তির বস্তুতে এই সুখানুসন্ধানে তন্ময়তা ও আবেশটী থাকিবেই থাকিবে। বিকৃত প্রতিফলিত জগতে যদি এইরূপ প্রীতির আস্পদের সুখের চিন্তা প্রবল হয়, তবে অপ্রাকৃত রাজ্যে অদ্বিতীয় প্রেমাস্পদের প্রতি কেন তাঁহার সুখের জন্য চিন্তা প্রবৃত্ত বিস্তার না করিবে? তবে ইষ্টদেবের এই সুখের চিন্তা বহির্ম্মুখ জীবের নিজের মনমর্জ্জিমত হইবে না, অদ্বিতীয় প্রেমাস্পদের যে স্বরূপশক্তি, যিনি সর্ব্বক্ষণ সেই প্রেমাস্পদকে আনন্দদান বা সুখপ্রদান করিবার জন্য প্রকটিত এবং যিনি আবার 'একোঽহং বহু স্যাম্'—এই ভাবিয়া বহু কায়ব্যূহ বিস্তারপূর্ব্বক পরতত্ত্বকে সুখবৈচিত্র্য-প্রদানের জন্য সর্ব্বদা ক্রীড়াশীল, তাঁহার ইচ্ছার অনুকূলে ও আনুগত্যে পরতত্ত্বের যে সুখের চিন্তা, তাহাই বস্তুতঃ জীবের কাম্য।

'স্বারসিকী সেবা' বলিয়া যে একটী কথা আছে, তাহা কিন্তু বহির্ম্মুখ জীবের খামখেয়ালী চেষ্টা নহে। 'স্ব' অর্থাৎ 'আত্মা' যখন সমজাতীয় ভিন্ন যে হ্লাদিনীর দ্বারা, তাঁহার সহিত আবেশ-সহকারে ভক্তিযোগযুক্ত হন, তখন সেই সততযুক্ত ও প্রীতিপূর্ব্বক-ভজনাকারী সেবকে পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধানকারিণী স্বরূপশক্তির সেবা-রসের অনুকূলে

পরতত্ত্বের সেবার জন্য যে প্রীতিরসময়ী চিন্তার উদয় হয়, তদ্দ্বারাই 'স্বারসিকী সেবা' হইতে পারে।

'সন্ধান'-শব্দের মধ্যে যে 'ধা'-ধাতুর প্রয়োগ আছে, তদ্দ্বারা 'সম্যক্ ধারণা' বুঝায়। স্মৃতি বা অভিনিবেশের দ্বারা ধারণা হয়। বিমুখ জীব—স্বরূপ-বিস্মৃত। সুতরাং বিমুখের যে অনুষ্ঠানের আকার তাহাতে ধারণা, অভিনিবেশ, চিন্তা বা অনুসন্ধান নাই। উন্মুখ হইয়া পরতত্ত্বের সুখদায়িনী স্বরূপশক্তির ইচ্ছার অনুকূলে যে পরতত্ত্বের সুখের ধারণা, ধ্যান বা চিন্তা, অভিনিবেশ বা আবেশ, তাহাই পরতত্ত্বের 'সুখানুসন্ধান'। প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপে, প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি স্থান, কাল ও পাত্রে পরতত্ত্বের আনন্দদায়িনী স্বরূপশক্তির ইচ্ছার আনুকূল্যে যে অনুসন্ধানাত্মিকা বা আবেশময়ী চিত্তবৃত্তি, তাহাই জীবের 'চরম প্রয়োজন'।

উপাসক ও উপাস্য পরস্পর পরস্পরকে সুখী দেখিতে চাহেন। পরতত্ত্বের আনন্দদায়িনী স্বরূপশক্তির অনুকূল পরতত্ত্বকে সুখী দেখিবার ইচ্ছার মধ্যে প্রীতির পর্য্যবসান। ভগবানের সুখে এই যে উল্লাসবোধ, ইহা প্রীতিতে থাকিবেই। এই উল্লাসই 'সাধ্যভক্তি'। সাধন' ও 'সাধ্য' পৃথক্ বস্তু নহে। উভয়ের মধ্যেই সুখানুসন্ধানময় নিরবচ্ছিন্ন আবেশ, অভিনিবেশ, ধ্যান বা স্মৃতি আছে। যে সাধনে এই স্মৃতি বা চিন্তা থাকে, তাহাই 'সর্ব্বোত্তম সাধন'। প্রাপ্তসিদ্ধদেহ পার্ষদ, বিধূত-কষায় ও মূর্জ্জিত-কষায় মহৎ যেভাবে পরতত্ত্বকে সুখী দেখেন, সেইভাবে তাঁহাকে সুখী দেখিবার জন্য যে চিন্তা, আবেশ, তৃষ্ণা বা ব্যাকুলতা এবং তাঁহাদের সেবাপরিপাটির অনুসরণ, তাহাই 'সর্ব্বোত্তম সাধন'।

পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধানে যে 'সুখ'-শব্দের প্রয়োগ, সেই 'সুখ' মায়া-শক্তির সত্ত্বগুণের বৃত্তিবিশেষ নহে; অথবা মায়াশক্তির রজস্তমোগুণের কোনপ্রকার রাজসিক, তামসিক সুখও নহে। এ স্থানে 'সুখ' পরতত্ত্বের 'প্রীতি'কেই লক্ষ্য করে। 'প্রীতি'-শব্দে 'সুখ ও 'প্রিয়তা' উভয়ই বুঝায়। 'সুখে'র স্বরূপ একমাত্র 'নিজের উল্লাস'; আর প্রিয়তাতে যে 'উল্লাস' আছে, তাহা প্রীতির বিষয় বা প্রিয়জনের উল্লাসের অনুগতভাবে প্রকাশিত হয়। একমাত্র প্রিয়জনের আনুকূল্য বা 'সুখ-সাধন'ই প্রিয়তার 'অসাধারণ'-ধর্ম্ম। সুতরাং যাহাতে প্রিয়জনের সুখ হয় সেইভাবে বা তাঁহার অবিরোধে তাঁহার সেবার নিমিত্ত ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাঁহার সুখের প্রতিকূলে বা নিজের সুখের নিমিত্ত নহে। প্রিয়জনকে পাইতে হইলে যদি তাঁহার সুখের কোন বিঘ্ন হয়, তবে সেই অবস্থায় তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা হয় না; ঐ অবস্থায়ও প্রিয়জন সুখে আছেন, ইহা ভাবিয়া উল্লাস হয়। 'প্রীতি'তে স্ব-সুখ-বাসনা না থাকিলেও সর্ব্বদা সুখ বর্ত্তমান থাকে। এই সুখ প্রিয়জনেরই সুখানুভব হইতে উদিত। সুতরাং প্রিয়জনকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করাই এবং তাহাতে নিজের কোনপ্রকার সুখের গণনা না করাই অদ্বিতীয় প্রেমাস্পদ 'পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান'।

পাষণ্ড ও ভণ্ড

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"কিম্বা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি, আরে না মানি,—এই মত ভণ্ড॥"
(চৈ চ আ ৫।১৭৭)

যে ব্যক্তি স্পষ্টভাবে সপরিকর পরতত্ত্বকে অস্বীকার করে, তাহার 'মত'কে 'পাষণ্ড মত' বলা যায়; আর যে ব্যক্তি কাপট্যের সহিত পরতত্ত্বের প্রতি 'বিশ্বাস-আভাসে'র অভিনয় প্রদর্শন করে বা অন্বয়জ্ঞান সপরিকর পরতত্ত্বে ভেদবুদ্ধি করে, সেই ব্যক্তির মত—'ভণ্ড মত'। বিশ্বাস-আভাস প্রতিম 'ভণ্ডমত' স্পষ্ট অবিশ্বাস বা স্পষ্ট নাস্তিকতারূপ 'পাষণ্ড মত' হইতেও অধমতর।

'পাষণ্ড'-শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ শ্রুত হয়,—

"পালনাচ্চ ত্রয়ীধর্ম্মঃ পাশব্দেন নিগদ্যতে।
তং যণ্ডয়ন্তি তে ধর্ম্মাৎ পাষণ্ডাস্তেন হেতুনা।
নানাব্রতধরা নানা-বেশাঃ পাষণ্ডিনো মতাঃ॥"

'ত্রয়ীধর্ম্ম' অর্থাৎ বেদত্রয়ের কথিত ধর্ম্ম-পালন-হেতু উহা 'পা'-শব্দে উক্ত হয়। সেই পা' বা বেদাচারের বিরুদ্ধতাই

'পাষণ্ড মত'। পাষণ্ডিগণ নানাপ্রকার বেশ ও নানাপ্রকার ব্রত ধারণ করেন।

শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীভদ্রভদ্র প্রশ্নের উত্তরে শ্রীব্যাস মহাশয় পাষণ্ডজনের ও সজ্জনের লক্ষণ বলিয়াছেন,—

"যো বেদসম্মতং কার্য্যং তাক্ত্বান্যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
নিন্দাচারবিহীনা যে পাষণ্ডাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
নিন্দাচারপ্রাহিণো যে কুর্ব্বতে বেদসম্মতম্।
পাপাভিলাষরহিতাঃ সজ্জনাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

(ক্রিয়াযোগ, শ্রীভক্তিবিনোদ সং, ১০ম অ, ৫১৪ পৃ)

যাহারা বেদবিহিত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, যাহারা আচারবিহীন, তাহারাই পাষণ্ড বলিয়া বিদিত; আর যাঁহারা স্ব-স্ব অধিকারোচিত বেদবিহিত বর্ণাচার গ্রহণ করেন, যাঁহারা পাপাভিলাষরহিত, তাঁহারাই 'সজ্জন' বলিয়া কথিত।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীবিষ্ণুপুরাণের (৩য় অংশ, ১৮শ অ ৯৯—১০০) 'আত্মপ্রকাশ'-টীকায় পাষণ্ডী, বিকর্ম্মী, ধর্ম্মধ্বজী, বৈড়ালব্রতী, শঠ, হেতুক, বকবৃত্তি-প্রভৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"পাষণ্ডাদয়ঃ সর্ব্বে বেদবিরুদ্ধা এব; যদাহুঃ,—
'ভ্রষ্টঃ স্বধর্ম্মাৎ পাষণ্ডো বিকর্ম্মস্থো নিষিদ্ধকৃৎ।
যস্তু ধর্ম্মধ্বজো নিত্যং সুরধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ॥
প্রচ্ছন্নানি চ পাপানি বৈড়ালং নাম তদ্ব্রতম্।
প্রিয়ং বক্তি পুরোঽঽত্মত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ক্বচিৎ॥
ত্যক্তোপরোধচেষ্টশ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ।
সন্দেহকৃদ্ধেতুভিশ্চ সৎকর্ম্মসু স হেতুকঃ।
অর্থাগমপ্রিয়ৈর্নৈকৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকবৃত্তিরুদাহৃতঃ॥' ইতি।

বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ—তৈঃ সম্ভাষণমপি ন কুর্য্যাৎ। যদা চৈবং, তদা পূর্ব্বোক্তৈঃ পাপিভিঃ সহ সম্পর্কঃ সহভোজনাদিতাপো দূরাদপাস্তো নিষিদ্ধঃ, সহাস্যাপি নিষিদ্ধা। কিং বহুনা, সর্ব্বাত্মনা তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ।"

পাষণ্ডিগণ বেদের বিরোধী; এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—'পাষণ্ডী'—স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট; নিষিদ্ধ-কর্ম্মকারীই 'বিকর্ম্মস্থ'; যাহার ধর্ম্মের ধ্বজা ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় সতত উন্নত, সে 'ধর্ম্মধ্বজী'; প্রচ্ছন্নরূপে পাপাচারপরায়ণই 'বৈড়ালব্রতী'; সম্মুখে প্রিয়বাক্য বলে, কিন্তু অন্যত্র অতিশয় অপ্রিয়কার্য্য করে, সকল অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াও যে অপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'শঠ' বলিয়া থাকেন। যে যুক্তিতর্ক দেখাইয়া অপরের সন্দেহ উৎপাদন করে এবং অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া সৎকর্ম্মে উদ্যোগী হয়, তাহাকে 'হেতুক' বলে। নিকৃষ্টবৃত্তি, কটুভাষী, অর্থস্বার্থ-সাধনে তৎপর, শঠ, কপটবিনীতভাবপ্রদর্শনকারীই 'বকবৃত্তি'। বাক্যমাত্র-দ্বারাও (ঐ সকল ব্যক্তির) অভ্যর্থনা করিবে না অর্থাৎ তাহাদিগের সহিত সম্ভাষণও করিবে না। অতএব পূর্ব্বোক্ত পাপিগণের সহিত একত্র-ভোজনাদিরূপ সম্পর্ক এবং একসঙ্গে উপবেশন নিষিদ্ধ। অধিক কি, সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করিবে।

শ্রীপদ্মপুরাণে 'পাষণ্ডমত' ও পাষণ্ডিগণের সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদ দৃষ্ট হয়। শ্রীরুদ্র বলিতেছেন,—

"যেঽন্যং দেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ।
নারায়ণাজ্জগন্নাথাত্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা॥
কপালভস্মাস্থিধরা যে চ্ছদ্বৈদিকলিঙ্গিনঃ।
ধৃতে বনস্থাশ্রমাচ্চ জটাবল্কলধারিণঃ।
অবৈদিকক্রিয়োপেতাস্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা॥
শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ শ্রীমত্তমৈর্হরেঃ।
রহিতা যে দ্বিজা দেবি! তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ॥
শ্রুতিস্মৃত্যাদিতাচারং যস্তু নাচরতি দ্বিজঃ।
সমস্তযজ্ঞভোক্তারং বিষ্ণুং ব্রহ্মণ্যদৈবতম্॥
উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ।
স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রশ্চাপি কর্ম্মসু॥
স্বাতন্ত্র্যাৎ কুরুতে যস্তু কর্ম্ম বেদোদিতং মহৎ।
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা॥
অবজ্ঞাত্রিতয়ে যস্তু মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
বাসুদেবং ন জানাতি স পাষণ্ডী ভবেদ্দ্বিজঃ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা বেদপাবকবাঃ।
ন শ্রোতব্যা ন বক্তব্যা ন দ্রষ্টব্যাঃ কদাচন॥"

(৬ খ ৯০ অ, ১৮২৮ পৃ, শ্রীভক্তিবিনোদ-সং)

যে-সকল ব্যক্তি অজ্ঞানমোহিত হইয়া জগন্নাথ শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা অন্য দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলে, তাহারা নিশ্চয় 'পাষণ্ডী'। যাহারা কপাল (মাথার খুলি বা ভিক্ষাপাত্র), ভস্ম, অস্থি (হাড়ের মালা)-প্রভৃতি অবৈদিক চিহ্ন ধারণ

করে, বানপ্রস্থাশ্রমী না হইয়াও জটা-বল্কল পরিধান করে এবং অবৈদিক কার্য্যে রত থাকে, তাহারাও পাষণ্ডী। হে দেবি! যে সকল বিপ্র শ্রীহরির প্রীতিকর শঙ্খ, চক্র, ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্রাদি চিহ্ন ধারণ করে না, তাহারাও 'পাষণ্ডী' বলিয়া কথিত হয়। যে দ্বিজ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচার পালন করে না, সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ব্রহ্মণাদেব শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতাগণের উদ্দেশে আহুতি ও যজ্ঞোপকরণাদি প্রদান করে, সমস্ত ক্রিয়ায় স্বৈরাচারী, সেই বিপ্রকে পাষণ্ডী বলিয়া জানিবে। স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ মনোধর্ম্ম-দ্বারা চালিত হইয়া যে ব্যক্তি বেদবিহিত সৎকর্ম্ম করে, কিন্তু শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা, রুদ্র-প্রভৃতি দেবগণের সহিত সমানভাবে দর্শন করে, তাহাকে সর্ব্বদা পাষণ্ডী বলিয়া জানিবে। যে দ্বিজ অবস্থাত্রয়ে অর্থাৎ জীবনের আদি, মধ্য ও অন্তকালে মন, বাক্য ও কায়দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মে শ্রীবাসুদেবের শরণাপন্ন হয় না, সেই বিপ্র পাষণ্ডী বলিয়া কথিত হয়। অধিক আর কি বলিব, যে-সকল বিপ্র অবৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি-হীন, তাহাদিগকে কখনও দর্শন করা উচিত নহে, তাহা-দিগকে উপদেশ করা উচিত নহে এবং তাহাদিগের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করাও উচিত নহে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 'পাষণ্ড'-শব্দের দ্বারা দশবিধ নামাপরাধকে লক্ষ্য করিয়াছেন,—

"পাষণ্ড-শব্দেন চ দশাপরাধা লক্ষ্যন্তে, পাষণ্ডময়ত্বাৎ তেষাম্।" (ভ স, ২৬৪ অঙ্ক)

'পাষণ্ড'-শব্দে দশবিধ নামাপরাধকেই লক্ষ্য করিতেছে, যেহেতু সেই অপরাধ-সমূহ পাষণ্ডতা হইতেই উদ্ভূত হয়।

অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

"তত্র পাষণ্ডপ্রবেশেন নামাপরাধিনো যে"

(ঐ, ২৭৪ অঙ্ক)

'সেই শ্রীনামকীর্ত্তনবিষয়ে পাষণ্ডতা প্রবেশ করায় যাহারা নামাপরাধী হইয়া পড়ে' ইত্যাদি।

বেদ-বৈষ্ণব-নিন্দককে শ্রীবিষ্ণুপুরাণ 'পাষণ্ডী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা শতধনু শ্রীবিষ্ণু-আরাধনা-তৎপর হইলেও সম্মুখে সমাগত বেদ-বৈষ্ণব-নিন্দক অনেক পাষণ্ডীর মুহূর্ত্তমাত্র সম্ভাষণ-ফলে কুক্কুর, শৃগাল, বৃক, গৃধ্র, কাকাদি-যোনি লাভ করিয়াছিলেন (৪র্থ অংশ, ১৮শ অধ্যায়)।

মনু পাষণ্ড দিয়াছেন,—"কিতব অর্থাৎ দ্যূত-সমাহ্বয়-কর্ত্তা, নটবৃত্তিজীবী, ক্রূরচেষ্ট, চৌরাদি, বেদবিরোধী, পরধর্ম্মরত, শৌণ্ডিকা-প্রভৃতি পাষণ্ডদিগকে রাজা রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবেন। এই সকল প্রচ্ছন্ন তস্করগণ রাজ্যে থাকিয়া নানাপ্রকার প্রবঞ্চনাদির দ্বারা শিষ্ট ব্যক্তিগণের পীড়া উৎপাদন করে।" (মনু ৯।২২৫-২৬)। আরও বলিয়াছেন,—"পাষণ্ডী, বিকর্ম্মরত, বৈড়ালব্রতী, শঠ, হৈতুক ও বকবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তিগণকে বাক্যদ্বারা সম্ভাষণ করাও কর্ত্তব্য নহে (ঐ ৪।৩০)।" কুল্লুকভট্ট 'পাষণ্ডি'-শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—"বেদবাহ্যব্রতলিঙ্গধারিণঃ শাক্যাদিভিক্ষু-ক্ষপণকাদয়ঃ।"

হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র 'পাষণ্ড'-শব্দ 'নাস্তিকতা'-অর্থে ব্যবহৃত হয়। সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বিগণ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বেদ ভাগবতাদি-শাস্ত্র-নিন্দককে 'পাষণ্ডী' বলিয়া অভিহিত করেন। ইহার অনুকরণে পরে বৌদ্ধগণ অন্যধর্ম্মাবলম্বার প্রতি, বিশেষতঃ সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি ঐ শব্দটী প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করে। বৌদ্ধরাজা প্রিয়দর্শী বৌদ্ধ-ভিন্ন অন্য-সম্প্রদায়ের লোককে 'পাষণ্ডী' বলিতেন। 'পালি'-সাহিত্যে ছিয়ানব্বই প্রকার মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ 'পাষণ্ডী'-নামে অভিহিত হইয়াছে।

'ভণ্ডতে ইতি ভণ্ড প্রতারণে অচ্।' যে ব্যক্তি ভাঁড়ামি ও শঠতা করে, অভিনেতা, ভাঁড়, ছদ্মবেশী, অশ্লীলভাষী, চাটুপটু, বৃথাধর্ম্মাভিমানী, তাহাকে ভণ্ড বলে।

পাষণ্ডীর নাস্তিকতা অনেকটা স্পষ্ট, কিন্তু ভণ্ডের নাস্তিকতার উপর জনমনোমুগ্ধকর বিচিত্র প্রলেপ আছে। ভণ্ড—ছদ্মবেশী অভিনেতা। ভণ্ডত্বের মধ্যে পাষণ্ডিত্বও অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তাহা প্রচ্ছন্ন। ভণ্ড শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি বিশ্বাসের অভিনয় দেখাইয়া তাঁহার দ্বিতীয়তনু শ্রীনিত্যানন্দের সহিত ভেদবুদ্ধি করে। ভণ্ড ভগবানের প্রতি সম্মান (?) প্রদর্শন করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের বিদ্বেষ করে। ভণ্ড মুখে বেদ স্বীকার করে, কিন্তু তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত বেদের ভেদবুদ্ধি করে। ভণ্ড শ্রীব্রজধামকে 'ধাম' ও শ্রীগৌরধামকে 'গ্রাম' মনে করে, অথবা উভয়ের মধ্যে কোন-না-কোন আকারে ভেদবুদ্ধি করে; কিংবা আপনাকে শ্রীগৌরধাম বা শ্রীব্রজধাম-বাসিরূপে প্রদর্শন করিয়া শ্রীধামের চরণে অপরাধ করে।

ভণ্ড 'তৃণাদপি সুনীচে'র অভিনয় করিয়া আপনাকে বৈষ্ণব' বলাইতে চাহে। ভণ্ড আপনাকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা হইতে মুক্ত, অনাসক্তিবেশবিহিতরূপে প্রদর্শন করিয়া ঐসকল বস্তুর প্রতি অধিকতর আসক্ত থাকে। ভণ্ড কোটিকণ্ঠে স্ত্রীসঙ্গের নিন্দা করে কিন্তু নিজে সর্ব্বক্ষণ যোষিৎ-চিন্তাই করিয়া থাকে। ভণ্ড শাস্ত্রের শ্লোক মুখস্থ করিয়া এবং উহা আবৃত্তি করিয়া পরচর্চ্চা ও বিশ্বনিন্দায় দক্ষতা লাভ করে, কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত আচরণে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা অর্থাৎ জড়াসক্তই থাকে। ভণ্ড অপরের শিশ্নোদর-পরায়ণতার নিন্দা করিতে করিতে এত উন্মত্ত হইয়া পড়ে যে, শেষে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে পর্য্যন্ত উহা আরোপ করিতে উদ্যত হয়। ভণ্ড ঠিক পাষণ্ডের ন্যায় মালা-তিলকাদি-চিহ্ন-ধারণ, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীধাম ও শ্রীবৈষ্ণব-সেবা, সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ, বৈরাগ্য বা ভোগত্যাগ—এইসকলকে কৃসংস্কার-সূচক কার্য্য বলিয়া প্রচার করে না, বরং নিজে মালা-তিলক-ধারণ, বাবাজী, বৈরাগী বা সন্ন্যাসীর বেশ-পরিধান, শ্রীধামবাস, গঙ্গাস্নান, তুলসীসেবা-প্রভৃতির অভিনয় করে; কিন্তু অন্তরে তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসাভাস, ভেদবুদ্ধি, গুরুবৈষ্ণবাপরাধ পরিপূর্ণমাত্রায় প্রচ্ছন্নভাবে যত্নের সহিত পোষণ করিতে থাকে।

যাহার যে অধিকার অথবা যথোচিত যাহার যেটী স্বধর্ম্ম, তাহাকে সেই অধিকার লঙ্ঘন করাইয়া অধিকার-বহির্ভূত ভয়াবহ পরধর্ম্মে কৃত্রিমভাবে নিযুক্ত করিলে বহির্ম্মুখ জীব 'ভণ্ড' বা 'মিথ্যাচার' হইতে বাধ্য হয়, ইহা শ্রীভগবানের শ্রীগীতোপদেশ। হ্লাদিনীশক্তির দূতের কৃপা বা হৃদয়ে হ্লাদিনীশক্তির অবতার না হইলে জীবের নিজস্ব স্বভাব অর্থাৎ অকিঞ্চনা ভক্তির উদয় হয় না।

দেহাত্মবোধে জর্জ্জরিত ব্যক্তির নিকট দেহ ও দেহ-সম্বন্ধি বস্তুকে গগন-কুসুমবৎ 'অলীক' বলিয়া প্রচার করিয়া বা তদ্রূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত করাইয়া অনেক ভণ্ড-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ অসদ্বস্তুর দুই প্রকার সত্তা স্বীকার করেন,—(১) ব্যবহারিক সত্তা ও (২) প্রাতিভাসিক সত্তা। ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাহা বাধিত হইয়া যায়, তাহাকে তাহারা 'ব্যবহারিক সত্তা' বলে। তাহাদের মতে 'প্রাতিভাসিক সত্তা' 'ব্যবহারিক সত্তা' অপেক্ষা অল্পস্থায়ী অর্থাৎ অধিক শীঘ্র বাধিত হইয়া যায়, যেমন প্রত্যহ প্রত্যূষে রাত্রির স্বপ্নভ্রমের অবসান হয় এবং রজ্জুতে সর্পও শীঘ্রই বিলীন হইয়া যায়; কিন্তু ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমের অবসান এরূপ সহজসাধ্য নহে; ইহা জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী হইতে পারে, ব্রহ্মে পরমিত্ব পূর্ণে ইহার বিনাশ নাই।

ভাগবতধর্ম্মাবলম্বিগণের বিচার ঐরূপ নহে। তাঁহারা জগৎ বা দেহের ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকার করেন না। তাঁহারা জগৎকে বা দেহকে মিথ্যা বলেন না, কিন্তু অনিত্য বলেন। আবার এই সত্য অথচ অনিত্য ও অসদ্ বস্তুর সঙ্গ তাঁহারা কৃত্রিমভাবে ত্যাগ করেন না, তাহাতে বিপরীত ফল হয়। আত্মহত্যার দ্বারা দেহ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারা যায় না। যদি দেহত্যাগেও দেহাত্মবুদ্ধিত্যাগ না হইল তবে কি লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠার চাপে বা "দেহ কিছু নহে, মন কিছু নহে, আত্মা স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস"-প্রভৃতি বুলির প্রভাবে কি কেহ শুদ্ধভক্ত হইতে পারে? এজন্য কোটি কোটিবার এ সকল বুলি কপচাইয়া, হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনের অভিনয় করিয়া, বক্তা, প্রচারক, গায়ক, লেখক, পাঠক, উপদেষ্টা, বর্ত্ম প্রদর্শক-গুরু (?), শ্রবণ-গুরু (?), লোকশিক্ষক, 'মহামহোপদেশক', শ্রৌত্রাধিকারী, নির্ব্যূঢ়াধিকারী, ভাগবতভূষণ, ভাগবতরত্ন, মহাভাগবত গোস্বামী, গুরুশ্রেষ্ঠ, অন্তরঙ্গ, অন্তেবাসী বিষয়াশী, বৈষ্ণবর্ণাশ্রমের চিহ্নধৃক্ আজন্মব্রহ্মচারী, আজন্ম মঠবাসী, গুরুগৃহবাসী, সার্ব্বকালিক গুরুবৈষ্ণব-সেবক, আবাল্য গুরু-সেবক, শাস্ত্র-পাঠক, অর্চ্চক, ভিক্ষাব্রতী-প্রভৃতির অভিনয় করিয়া যে সকল পাষণ্ডির ও ভণ্ডত্বের নিন্দায় 'শতমুখ' হইয়া পড়িয়াছিলাম, উহাদিগের সহিতই সাযুজ্য লাভ করিয়া অধিকতর ভণ্ড তপস্বী হইয়া পড়ি!

যখন নূতন প্রয়োজনায়, নূতন উদ্যমে, নূতন বেশে, নূতন আবেশে উদীয়মান সেবক সাজিয়া নিজেকে জাহির করি, তখন আমার নিকট কতই না লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার বিচিত্র বাস্তব রূপসমূহ উপস্থিত হয়; সকলের নিকট হইতেই স্নেহ, আশীর্ব্বাদ, উৎসাহ, অভিনন্দনাদি-প্রাপ্তির ছলে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া উত্তম-উৎসাহের বৈদ্যুতিক-বেগে প্রতিষ্ঠার চরম শিখরে আরোহণ করিতে থাকি; কিন্তু কবি প্রেমানন্দের ভাষায় বলিতে গেলে সেবকত্বের 'সে' (রসো বৈ সঃ) হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অকস্মাৎ 'বক' বা ভণ্ড হইয়া পড়ি!

কিছুদিন পূর্ব্বে কোন প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের এক অদ্বৈত-বাদী সন্ন্যাসি-মহান্ত অবৈধ-যোষিৎসঙ্গ করিবার অপরাধে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন। সেই ব্যক্তির সহিত এই প্রবন্ধ-লেখকের সাক্ষাৎকার হইলে তিনি শঙ্কর-মতাবলম্বী সন্ন্যাসী হইয়া কেন ঐরূপ অবৈধ কার্য্য করিলেন, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন—"আমি আকুমার ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী; অনাথা অবলা আমার নিকট কাম-ভিক্ষার্থী হইয়া আসিয়া-ছিলেন, আমি অনাসক্তভাবে প্রার্থিনীকে ভিক্ষা দান করিয়াছি। বস্তুতঃ ইহা আমার নিত্য কার্য্য নহে। পরোপ-কারে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তাহাতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পথ সুগম হয়।"

ধর্ম্মের ধ্বজা ধারণ করিয়া এরূপ যে কতপ্রকার ভণ্ডামের চিত্র জগতে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক সময় ভণ্ডামি যে জাঁক জমকের সহিত অভিনীত হয়, তাহাও নহে; মোহিনী মায়ার কুপরামর্শে অনেক ব্যক্তি ভণ্ডগুরুকেই 'সাধু' বলিয়া সুদৃঢ় বিশ্বাস করে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন যে, স্পষ্ট 'পাষণ্ডী' বরং ভাল, কিন্তু ধর্ম্মাচরণের অভিনয়কারী ছদ্ম-বেশী ভণ্ডের ন্যায় স্ব-পর-অহিতকারী ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। স্পষ্ট নাস্তিক বা পাষণ্ডীর জীবন কোনও দিন পরিবর্ত্তিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ভণ্ডের কোনকালে মঙ্গল হয় না; কারণ, সে আত্মপ্রতারক ও পর-বঞ্চক। **মহতের চরণে অপরাধ হইলে জীব 'ভণ্ড' হইয়া পড়ে;** তখন মহৎকেও নিজেরই ন্যায় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাভিক্ষুক মর্ত্ত্য জীব বলিয়া ধারণা করে। 'চন্দ্রবিপ্র' বা 'ভণ্ডবিপ্র' কিরূপে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের চরণে অপরাধ করিয়াছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠক-গণের অবিদিত নাই।

"হরিদাস ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
তোমরা যে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ।
তাহা দেখি' ও-ব্রাহ্মণ চালাতি করিয়া।
পড়িলা মাৎসর্য্য-বুদ্ধ্যে আছাড় খাইয়া॥
'বড় লোক করি' লোক জানুক আমারে।'
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে'॥
এ-সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই॥"
(চৈ ভা আ ১৬।২২৪-২৫, ২২৮-২৯)

যাহারা শ্রীবিষ্ণুকে বা শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহকে স্বীকার করে না, তাহাদিগকে শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'পাষণ্ডী' বলিয়াছেন (চৈ চ ম ৬।১৬৭),—

"শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য॥"

আবার অন্যত্র বলিয়াছেন (ঐ আ ৩।৭৮),—

"কোটি অশ্বমেধ এক-কৃষ্ণনাম-সম।
যেই কহে, সেই পাষণ্ডী, দণ্ডে তা'রে যম॥"

অন্যত্র বলিয়াছেন (ঐ আ ১২।৭১),—

"চৈতন্যবিমুখ যেই, সেই ত' পাষণ্ড।"

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরহরির অবতার-কালে নবদ্বীপনগরের একশ্রেণীর পাষণ্ডী হিন্দু-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা 'নিমাই-পণ্ডিত হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া অদ্ভুত কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং রাত্রে ঐ উচ্চ-কীর্ত্তনে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়',—এইরূপ বলিয়া নিমাই-পণ্ডিতের বিরুদ্ধে নবদ্বীপ-নগরের কাজীর নিকট অভিযোগ করিত।

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"যেই মূঢ় কহে,—'জীব ঈশ্বর হয় সম'।
সেই ত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তা'রে যম॥
জীবে 'বিষ্ণু'বুদ্ধি করে', যেই ব্রহ্ম-রুদ্র-সম।
নারায়ণে জানে, তা'রে পাষণ্ডে গণন॥"
(ঐ ম ১৮।১১৫; ২৪।৭৭)

যাহারা জীবের প্রতি বিষ্ণুবুদ্ধি করে এবং পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্ম-রুদ্র-দেবতাদির সমান জ্ঞান করে, তাহারা পাষণ্ডীর মধ্যে গণিত।

পাষণ্ডদলন-বাণা শ্রীনিত্যানন্দ-রায়ের প্রতি অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশবিগ্রহের প্রতি যে ব্যক্তির শ্রীগৌর-সুন্দর হইতে ভেদবুদ্ধি আছে, সেই ব্যক্তি পাষণ্ডী হইতেও ঘৃণ্য ভণ্ড; কারণ, শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন,—

"পাষণ্ড-দলন-বানা নিত্যানন্দ-রায়।
আচার্য্য-হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডী পলায়॥"
(চৈ চ আ ৩।৭৪)

যিনি পাষণ্ড-দলন ও প্রেম-প্রচারার্থ প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীচরণে অপরাধী ব্যক্তির ক্ষমা নাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ধন, জন, পুত্রাদি-ব্যবহার-রসে মত্ত বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিমুখকে 'পাষণ্ডী' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ভাগবতগণকে বাক্যজ্বালার দ্বারা উৎপীড়ন করাই ইহাদের স্বভাব।

"কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেন বা কীর্ত্তন?
তা'রে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্ত্তন?
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি' বৈষ্ণবেরে হাসে॥"
(চৈ ভা আ ২।১০৯-১০)

"পাষণ্ডীর বাক্যজ্বালা সহিব বা কত।
নিরন্তর অসৎপথে সর্ব্বলোক রত॥"
(ঐ ৭।২৮)

পাষণ্ডিগণ সজ্জন ও সজ্জন-নায়ক শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে অনেক সময় 'ভণ্ড' বলিয়া অভিহিত করিত। শ্রীল নিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে শ্রীজগাই-মাধাই-কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত দেখিয়া—

"যতেক পাষণ্ডী সব হাসে মনে মনে।
ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে॥"
(ঐ ম ১৩।৯০)

আবার যখন নবদ্বীপনগরের কাজী কীর্ত্তনের বাধা জন্মাইয়াছিল, তখন কাজীর পক্ষ-সমর্থন করিয়া তদানীন্তন নবদ্বীপবাসী পাষণ্ডী হিন্দুগণ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও ভাগবতগণকে 'ভণ্ড' বলিত,—

"নিমাঞি পণ্ডিত যে করেন অহঙ্কারে।
এবে চূর্ণ হইবেক কাজীর দুয়ারে॥
নগরে নগরে যে বুলেন নিত্যানন্দ।
দেখ তা'র কোন্‌দিন বাহিরায় রঙ্গ॥
উচিত বলিতে হই আমরা পাষণ্ড।
ধন্য নদীয়ার এত উপজিল ভণ্ড॥"
(ঐ ম ২৩।১১২-১৪)

চৌর যেরূপ আত্মরক্ষার জন্য, যে ব্যক্তি তাহার চৌর্য্যবৃত্তির কথা প্রচার করিয়া দেয়, তাহাকেই 'চৌর' বলিয়া নির্দ্দেশ করে, ভণ্ডগণও সেইরূপ সাধুকে 'ভণ্ড' বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই দৃষ্টান্ত সর্ব্বক্ষণই এই জগতে দেখা যাইতেছে।

পাষণ্ডী ও ভণ্ড বহুরূপে সজ্জিত হইয়া জগতে বিচরণ করিতেছে। মহতের কৃপালোকে সর্ব্বক্ষণ উদ্ভাসিত না থাকিলে বহির্ম্মুখ জীব অনন্তপ্রকার পাষণ্ডিত্ব ও ভণ্ডত্বের কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু দেহদ্রবিণাদি-নিমিত্ত দশাপরাধকে 'পাষণ্ড' বলিয়াছেন এবং সেই 'পাষণ্ড' হৃদয়ে পোষণ করিয়াও যখন আমরা ভক্তের সঙ্গ গ্রহণ করি, তখন অধিকতর পাষণ্ডগ্রস্ত 'ভণ্ড' হইয়া পড়ি। ভক্তকে 'ভণ্ড' বলিলে ভক্ত ভণ্ড হইয়া যান না, বা ভণ্ডকে 'ভক্ত' বলিলেও ভণ্ড 'ভক্ত' হয় না। জগাই-মাধাই পাপী ছিলেন, কিন্তু 'ভণ্ড' ছিলেন না। পাষণ্ডদলনবানা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপায় শ্রীনাম বা শ্রীনামী বিষয়বিগ্রহদ্বয়ের প্রতি অশ্রদ্ধালু পাপি-পাষণ্ডীর উদ্ধার হইয়াছে, কিন্তু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্য প্রেমধাম শ্রীমীনকেতন রামদাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করায় ও শ্রীগৌরসুন্দর হইতে শ্রীনিত্যানন্দে ভেদ-বুদ্ধি করায় শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভ্রাতা 'ভণ্ড' হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ভণ্ডের সর্ব্ববিধ সঙ্গ ও সম্ভাষণ-পরিত্যাগের লীলাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অন্যত্রস্থানে ভেদ-বুদ্ধিকারী ভ্রাতাকে 'ভণ্ড' বলিয়া ভর্ৎসনা করায় সেই শুণে মুগ্ধ হইয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে স্বপ্নে দর্শন, স্ব-চরণ-দান, শ্রীবৃন্দাবন ও গৌড়ীয়ের তিন ঠাকুরকে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-শ্রীরঘুনাথাদি পরিকরের সহিত মিলাইয়া দিয়াছিলেন। অতএব ভণ্ডের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, তাহাতে অভীষ্টদেবের সুখ-সাধন হয়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ** (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের স্বনামধন্য অনন্তর)

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক— শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, সহকারী —শ্রীকবিবল্লভ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ; (২) শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুর ভক্তিশাস্ত্রী, সহ—শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী ; (৩) **আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ** (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ অনন্তদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি ; (৪) শ্রীবাস-অঙ্গন (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫) শ্রীঅদ্বৈত-ভবন (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী ; (৬) শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট, সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী ; (৭) শ্রীধর-অঙ্গন, সেবক— শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী ; (৮) শ্রীযোগাদ্যন্ন-ক্ষেত্র—"গৌড়ের নৈমিষ" (মাউগাছি, পোঃ জামগর, বর্দ্ধমান) সেবক— শ্রীউপেন্দ্রবিলাস দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৯) শ্রীকদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীবিনোদানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১০) শ্রীবানন্দসুখদ-কুঞ্জ, শ্রীগোদ্রুম (পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া) সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১১) শ্রীসুবর্ণ-বিহার-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীগুরুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১২) শ্রীমধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (রাউতারা, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (১৩) শ্রীকুলকুটীর (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপরমপদ ব্রহ্মচারী ; (১৪) শ্রীএকায়ন-মঠ (গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, নদীয়া) সেবক— শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী ; (১৫) শ্রীমহেশ-পণ্ডিতের শ্রীপাট (কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ, নদীয়া) সেবক—শ্রীরঘুনাথ দাসাধিকারী ; (১৬) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ (পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা) সেবক—শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি ; (১৭) শ্রীগোপালজী মঠ (জমলাপুর, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা) সেবক—শ্রীঅতিগোপাল ব্রহ্মচারী ; (১৮) শ্রীজগন্নাথ- গৌড়ীয়মঠ (গোলকীবাড়ী রোড, ময়মনসিংহ) সেবক—শ্রীশিবদাস্তবিগ্রহ বিদ্যারত্ন ইত্যাদি ; (১৯) আমলাযোড়া- প্রপন্নাশ্রম (পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান) সেবক— শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী ; (২০) অমনি-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ অমনি, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীঅচ্যুতপদ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২১) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ (চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২২) পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিঠাপুর, পাটনা, বিহার) সেবক— শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী ; (২৩) গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (রমণা রোড, গয়া, বিহার) সেবক—শ্রীসজ্জনসঙ্গ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২৪) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ (৮।১৭ প্রতাপগঞ্জ্রসিং, সেনারস সিটি, ইউ-পি) সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী ; (২৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ (এলাহাবাদ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীব্রজবিলাস ব্রহ্মচারী ; (২৬) লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পরমেশ্বরীদয়াল বিল্ডিং, লাটুস্ রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী ; (২৭) শ্রীপরমহংসমঠ (পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীসন্তানারায়ণ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২৮) মথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (বিশ্রামঘাট, মথুরা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ; (২৯) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ (পুরাণদরওয়াজা, শ্রীধাম-বৃন্দাবন, জিঃ মথুরা, ইউ-পি) সেবক— শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী ইত্যাদি ; (৩০) শ্রীকুঞ্জ-বিহারী মঠ (রাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী ; (৩১) শ্রীব্রজবান্ধবসুখদকুঞ্জ (পোঃ শ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীইন্দ্রদেব দাসাধিকারী ; (৩২) শ্রীলক্ষ্মীবিহারী মঠ (পোঃ বর্ষাণা, মথুরা) সেবক—শ্রীরাম দাসাধিকারী ; (৩৩) শ্রীগোষ্ঠবিহারী মঠ (সেবশাহী, পোঃ হোডাল, জেলা গুরগাঁও, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীপদ্মাচরণ দাসাধিকারী ; (৩৪) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ (কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ;

(৩১) শ্রীনারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ হরিয়ার, জিঃ দারাবাদপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীশিক্ষাগোপাল ব্রহ্মচারী ; (৩২) দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৪৫নং হনুমান্ রোড, নিউ দিল্লী) সেবক—শ্রীপাদ বনমালীদেব দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীব্রজপালদেব দাসাধিকারী ; (৩৩) বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কল্যাণদাস বিল্ডিং, গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ২৬) —শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৩৪) মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ ওয়াশেপেট্টা, মাদ্রাজ) সেবক—শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীরাম গোপাল দাসাধিকারী ; (৩৫) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কত্তুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ), সেবক—শ্রীপদ্মনাভ ব্রহ্মচারী ; (৩৬) শ্রীপুরুষোত্তমমঠ (চটক পর্বত, পোঃ পুরী) সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গগ্রহ ব্রহ্মচারী ; (৩৭) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীগোবিন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৩৮) শ্রীভক্তি-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী) সেবক—শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৩৯) শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ (বাঁশপদি, উড়িষ্যাবাজার, কটক) সেবক—শ্রীপাদ বাসবানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪০) পুঁড়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (২৪ পরগণা) সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী ; (৪১) দার্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কুকিলিং, দার্জিলিং) সেবক—শ্রীদামনভঞ্জন দাসাধিকারী ; (৪২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অসম (ডব্রুপুর, গৌহাটী) সেবক—শ্রীবীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; (৪৩) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাপ্রার্থিবর্দ্ধক) (আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী ; (৪৪) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাপ্রার্থিবর্দ্ধক) পুরী, সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস ; (৪৫) শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠ 46, Christ Church Avenue, Brondesbury, London N.W. 6, সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী (Miss C. Bowtell) ; (৪৬) রেমুণা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৬৩৬৪ নং ট্রাঙ্ক রোড, ইষ্ট রেমুণা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪৭) শ্রীবিশ্বনিধি গৌড়ীয়মঠ (চট্টগ্রাম) সেবক—শ্রীজ্যোতিষ্টস্বরূপ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪৮) শ্রীব্রহ্মমধ্ব-গৌড়ীয়-শ্রবণ সদন, রসুলকুণ্ডা, সেবক—শ্রীশ্রীকেশব ব্রহ্মচারী ; (৪৯) ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাসাধিকারী ; (৫০) ভাগবত-আসন ও প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কৃষ্ণনগর, সেবক—শ্রীপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী ; (৫১) নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীবিষ্ণুচরণ ব্রহ্মচারী ; (৫২) পরমাণী প্রিন্টিং ওয়ার্কস (কটক) সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (৫৩) শ্রীচৈতন্যমঠদাতব্য-চিকিৎসালয় (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—ডাঃ শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৫৪) পরবিদ্যাপীঠ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীমদ্ ভক্তি-কেবল ঔডুলোমি মহারাজ ; (৫৫) কাজীর সমাধি-পাট, সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫৬) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ; (৫৭) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ (চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীবিষ্ণুপদ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫৮) শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ (বিদ্যানগর, পোঃ আমাগড়, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫৯) শ্রীজয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়, সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬০) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়, সেবক—শ্রীরাঘবেন্দ্র ব্রহ্মচারী ; (৬১) শ্রীমহাপ্রভুগৌড়ীয়মঠ (পোঃ বাক্সিগঞ্জ, ঢাকা) সেবক—শ্রীপদ্মিনীদাসাধিকারী (৬২) সরডোগ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ চকচকা, কামরূপ) সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী ; (৬৩) গৌরাঙ্গপাড়া-শ্রীগৌরাঙ্গ, পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম), সেবক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী ; (৬৪) শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ (ডিমরুকুণ্ডা, পোঃ চিরুকুণ্ডা, মানভূম) সেবক—শ্রীসৎপাত্রদাস অধিকারী ; (৬৫) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ (কিশোরপুরা, বৃন্দাবন) সেবক—শ্রীপাদ গোস্বামি-চরণ অধিকারী ; (৬৬) শ্রীরাধাকুণ্ডগোষ্ঠবাটী, সেবক—শ্রীহরিগোবিন্দ দাসাধিকারী, (৬৭) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয় (গোবর্দ্ধন, মথুরা) সেবক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী ; (৬৮) শ্রীভক্তিকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী), সেবক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী ; (৬৯) নীলাকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী) সেবক - শ্রীগোপাই-গোবিন্দ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৭০) বালেশ্বর-শ্রীগৌড়ীয়মঠপীঠ (বালেশ্বর) সেবক—শ্রীরসিকানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৭১) পরবিদ্যাপীঠ (নৈমিষারণ্য, নিমসার, ইউ-পি) সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বরদাস অধিকারী ; (৭২) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (১৪।৪ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্, বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক—শ্রীগিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৭৩) শ্রীমাধবেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠ (রেমুণা, বালেশ্বর) সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

ঢাকা—৬৮।১ ভগবৎপরিষদ রোড্, দি বসুমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্থ-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

চতুর্বিংশ খণ্ড ২য়-১৪শ সংখ্যা

২৯ পদ্মনাভ, ৪৫৯ গৌরাব্দ ; ৩ কার্ত্তিক, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ ; ২০ অক্টোবর, ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দ

প্রবন্ধ-সূচী—১। শুদ্ধভক্তি-প্রচার ৬৫

২। শ্রীক্ষেত্রের কতিপয় সাম্প্রদায়িক মঠ ৭১

৩। ওজন ও অনুকরণ ৮৩

৪। স্বধামে ৮৭

৫। প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ ৮৭

৬। মুম্বাই-নগরীতে গৌড়ীয়মিশন ৯০

'গৌড়ীয়'-গ্রাহকগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী

১। কোনও প্রকার পার্থিব-মূল্যের অর্থাৎ টাকা-পয়সা-প্রভৃতির বিনিময়ে 'গৌড়ীয়' পাওয়া যাইবে না। দরিদ্রতা বা বন্ধুলতা, মূর্খতা পাণ্ডিত্য, অবিপুলতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে।

২। শ্রীহরিগুরু-অকৃত্রিম-ভক্তি, শাস্ত্রপারিভাষিকী সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ আপাতিক লাভ ও অভাব-হানি-জনিত উল্লাস ও বিষাদে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসেবাপরা হওয়া, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার আলোচনাতে প্রবুদ্ধ বিশ্বাস : ত্রাণ, অর্চ্চ, বৃত্তি ও রাক্ষা—অর্থাৎ দর্শন বা সম্বন্ধ জ্ঞানী-পক্ষির দ্বারা পরতত্ত্বের গুণানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মূল্য 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির একমাত্র অত্যাবশ্যক।

৩। যাঁহারা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিতে অকপট ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে 'গৌড়ীয়ে'র প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মর্ম্ম বা সার-তাৎপর্য্য হৃদয়ে গাঁথিয়া নিজের ভাষায় ও অভিরুচি পরীক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ভাগবত-জীবন-যাপনকারীর সঙ্গ ও কৃপাও বিপ্রলম্ভ ও অভীষ্টের সুখানুসন্ধানাবেশময়-চিত্তবৃত্তিতে 'গৌড়ীয়' বুঝা যায়, বেদ বা সাহিত্যের দ্বারা বুঝা যায় না।

৪। বিষয়ভোগে অতিশয় লোভী, পুত্র-কলত্র-ধনাদিতে অতীব আসক্ত, আধ্যক্ষিক, বিড়ালতপ, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবে অন্তরে ভক্তিহীন, বিশেষতঃ ভক্তগণের প্রতি বেষকারী ব্যক্তিকে বা তৎসঙ্গীকে ভ্রম ও অজ্ঞতাবশেও 'গৌড়ীয়' প্রদান করিলে অপরাধের অবধারতি নাই। কুটিলতা, প্রশ্রয় অপ্রদ্ধা, জড়াভিনিবেশ, ভক্তি-বৈমিখ্য, নিজের ভক্তি (?) বা সেবায় (?) কর্তৃত্বের আধ্যক্ষিক-প্রকৃতি অপরাধের লক্ষণ এবং বিক্ষেপ, দম্ভ, কষায়, বিষয়াবাস (জড়ের প্রতি অপরিহার্য্য আসক্তি), অপ্রতিপত্তি (উদ্দেশ্যবিদ্যা-হীনতা) প্রকৃতি অনর্থ-লক্ষণে আক্রান্ত ব্যক্তির হৃদয়ে 'গৌড়ীয়ে'র কথার লাগ বসিবে না।

৫। যাঁহারা ডাক-যোগে 'গৌড়ীয়' প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা ডাক-খরচ মাত্র প্রেরণ করিবেন। সাময়িক-ভাবে ঠিকানা-পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানীয় পোষ্ট-অফিসের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। প্রেরিত 'গৌড়ীয়' না পাইলে পরের দিবের মধ্যে না জানাইলে আর পাওয়া যাইবে না।

৬। 'গৌড়ীয়'-সম্বন্ধে চিঠিপত্রাদি সমস্তই কেবল-মাত্র 'শ্রীপাদ শুদ্ধবিলাস ভক্তিসুহৃদ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'— এই নামে ও ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ, 'গৌড়ীয়'

Abbreviated Telegraphic Address of The Secretary, Gaudiya Mission, 16A Kaliprasad Chakravarti Street, P. O. Baghbazar, Calcutta is— "GAUDIYAMAT" Calcutta.

সম্পাদক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্হিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

প্রোজ্ঝিতঃ কৈতবো ধর্ম্মোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
পূর্ব্ব বিভাগ সাধন ভক্তি লহরী ৭২

২৪শ খণ্ড } ২৯ পদ্মনাভ, ৮৫৯ গৌরাব্দ ; ৩রা কার্ত্তিক, ১৩৫২ ; ২০শে অক্টোবর, ১৯৪৫ { ৯ম-১৪শ সংখ্যা

শুদ্ধভক্তি-প্রচার

শুদ্ধভক্তি কি ? তাহা—শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার (১) **শ্রবণ**, (২) **কীর্ত্তন**, (৩) **স্মরণ**, (৪) বিষ্ণুর পরিচর্য্যা ও তদন্তর্গতরূপে শ্রীবিষ্ণু-ধামাদিতে গমন, শ্রীবিষ্ণুতীর্থে বাস, পরিক্রম, শ্রীভগবদ্বহির্গমে গমন, শ্রীবিষ্ণুতীর্থে স্নান, শ্রীমূর্ত্তিদর্শন-স্পর্শন, তাঁহার অনুব্রজ্যা, শ্রীতুলসী-সেবা-প্রভৃতি, (৫) শাস্ত্র-বিধানানুযায়ী শ্রীবিষ্ণুর **অর্চ্চন** বা পূজা, (৬) শ্রীবিষ্ণুর **নমস্কার**, (৭) শ্রীবিষ্ণুর দাস-অভিমানে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার আনুগত্য, (৮) শ্রীবিষ্ণুর সুখ-কামনাময় বন্ধুভাব, (৯) গো-অশ্বাদি-স্থানীয় নিজ-দেহেন্দ্রিয়-সমূহকে একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর জন্য ক্রেতৃস্থানীয় শ্রীভগবানে সমর্পণ। ঐ-সকল কৃত্য প্রথমতঃ শ্রীবিষ্ণুর সম্পর্কে হওয়া চাই ; দ্বিতীয়তঃ তাহা একমাত্র শ্রীবিষ্ণুরই সন্তোষের জন্য,—এইরূপ ভাবনা, চিন্তা বা স্মৃতি থাকা চাই।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (১৬৯ অনুচ্ছেদ) শুদ্ধভক্তের উপমানস্বরূপ শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজের বাণী (ভা ৭।৫।২৩) উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

শ্রবণকীর্ত্তনে—তদীয়-নামাদীনাং, স্মরণক ; পাদসেবনম্—পরিচর্য্যা ; অর্চ্চনম্—বিধ্যুক্তপূজা ; বন্দনম্—নমস্কারঃ ; দাস্যম্—তদ্দাসোঽহমীতাভিমানম্ ; সখ্যম্—বন্ধুভাবেন তদীয়হিতা-শংসনম্ ; আত্মনিবেদনম্—গবাশ্বাদিস্থানীয়স্য স্বদেহাদিসং-ঘাতস্য তদেকভজনার্থং ক্রেতৃস্থানীয়ে তস্মিন্নর্পণম্—যত্র তত্তরণ-পালন-চিন্তাপি স্বয়ং ন ক্রিয়তে। • • • • ইতি নবলক্ষণানি যদ্যাঃ সা, ভগবতি তদ্বিষয়িকা **অদ্ধা সাক্ষা-দ্রূপা, ন তু কর্ম্মার্পণরূপা পারম্পরিকী ভক্তি-রিয়ং তত্রাপি শ্রীবিষ্ণোরেবার্পিতা তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা, ন তু ধর্ম্মার্থাদিবদর্পিতা** ; এবম্ভূতা চেৎ ক্রিয়তে, তদা তেন কর্ত্রা যদধীতং তদুত্তমং মন্য ইত্যর্থঃ। • • • • অত্র নবলক্ষণা ইতি সমুচ্চয়ো নাবশ্যকঃ, একৈকেষামেব সাধ্যাধ্যাত্মচারশ্রবণাৎ, ক্বচিদন্যাঙ্গ মিশ্রণস্য, তথাপি ভিন্ন-শ্রদ্ধাকচিত্বাৎ। ততো নবলক্ষণশব্দেন ভক্তিসামান্যোক্তে-স্তস্যা অনুষ্ঠানং বিধীয়ত ইতি জ্ঞেয়ম্। নবলক্ষণত্বকথা অন্যেষামপ্যঙ্গানাং তদন্তর্ভাবাদুক্তম্।"

আত্মানাত্ম-বিচার, বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন, কর্ম্মার্পণ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, আউলবাউল-কর্ত্তাভজা-নেড়া-দরবেশ- সহজিয়া-গণের মতবাদ নিরাস, পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি-গণের ভৈক্ষাব্রাহ্মণতা-স্থাপন, নিজ নিজ অনর্থের বিষয় আলোচনা ও সমালোচনা এবং অপরের নিকট প্রচার, সংশিক্ষা-প্রদর্শনীদ্বারা নাম-মন্ত্র-বিক্রয়কারীর 'শালগ্রাম কিনা যাদাম ভাজিবা'র নীতির দৃষ্ট প্রদর্শন বা অনর্থ-নিবৃত্তির উপদেষ্টাকে শত্রু ভাবিবার আদর্শ চিকিৎসকের অস্ত্রো-পচারের ন্যায় বা বালকের ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে ছাদ হইতে পড়িয়া যাইবার কালে পিতার বা শুভানুধ্যায়ীর চিত্তের ন্যায় প্রচার প্রভৃতি অধিতীয় ভোক্তা, নিরঙ্কুশ-একচ্ছত্র-বিলাসী শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাদ্ভাবে (অন্তঃ) শ্রবণ-কীর্ত্তন বা স্মরণাদি ইন্দ্রিয়তর্পণ নহে। ইহা অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের অধিকারোচিত মঙ্গলকর কার্য্য হইতে পারে; তাঁহারা ঐ-সকল শিক্ষার দ্বারা নীতিপরায়ণ হইতে পারেন বা অসৎকার্য্য হইতে সাময়িকভাবে বিরত থাকিতে পারেন বা অনর্থ পরিত্যাগ করিবার উপযোগী সাধনবিশিষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু তাহা অধিতীয় বিলাসী, ভোগী শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর অর্থাৎ সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার কর্ণ-সুখকর, নয়নানন্দ-দায়ক, নাসিকার উপভোগ্য, তাঁহার জিহ্বা-লাম্পট্যের পরিবর্দ্ধক, তাঁহার স্পর্শসুখের পোষক কোন ব্যাপার নহে। যাহা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তিকর নহে, তাহা যতই নীতির কথা, যতই ভালকথা, যতই তত্ত্বজ্ঞানের কথা, যতই আত্মানাত্ম-বিবেকের কথা, যতই লোক-শিক্ষার কথা হউক, তাহা 'শুদ্ধভক্তি'-পদবাচ্য হইতে পারে না। অতএব সেই জাতীয় ভাল-কথা বা মন্দকথার প্রচার শুদ্ধভক্তি-প্রচার নহে। নিষ্কাম কর্ম্ম, এমন কি, কর্ম্মার্পণের কথা-প্রচারও শুদ্ধভক্তি-প্রচার নহে। শুদ্ধভক্তি—অকিঞ্চনা, অহৈতুকী, নির্গুণা, অপ্রতিহতা, কেবলা, শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের সাক্ষাৎ আনুকূল্যময়ী। তাই শ্রীশ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপশিক্ষায় (চৈ চ মধ্য ১৯।১৬৬-১৬৭) বলিলেন,—

"শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ।
অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥"

আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনটী শুদ্ধভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রোচমানা প্রবৃত্তির নামই—'আনুকূল্য'। ইহাই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ব্যাখ্যা। যাহা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাদ্ভাবে সুখকর, নিরঙ্কুশ-স্বেচ্ছাময় বিলাসী শ্রীকৃষ্ণ যাহা যাহা সম্ভোগ করিতে ভালবাসেন, তাহা সরবরাহ করার নামই 'ভক্তি'। এই ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধায়িনী স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ, জীবাত্মার বৃত্তি নহে। ভক্তি হ্লাদিনী দেবীর কৃপায় জীবে সঞ্চারিত হয়; জীবের কল্পিত, প্রবর্ত্তিত বা স্বেচ্ছাকৃত কৃত্য বা অনুষ্ঠানের দ্বারা ভক্তি হয় না। এজন্য ইহার নাম ভাগবত-ধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীভগবানের ধর্ম্ম; জীবের ধর্ম্ম বা আত্মার (জীবাত্মার) ধর্ম্ম নহে। ভক্তিটী শ্রীবিষ্ণুর প্রণীত তৎ-সুখকরধর্ম্ম। শ্রীবিষ্ণুকে নিত্যসুখী করিবার জন্য যে তাঁহার নিজস্ব-শক্তি নিত্য বর্ত্তমান, যাঁহার নাম 'শ্রীহ্লাদিনী' বা 'স্বরূপশক্তি', তাঁহারই বৃত্তিবিশেষ—ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-সঞ্চারিত তাদাত্ম্যাপন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীব যখন শ্রীকৃষ্ণের সুখচিন্তা, ভাবনা, স্মৃতি, ধ্যান, আবেশ ও অভিনিবেশের সহিত শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণাদির অনুশীলন করেন, তখনই জীবের দ্বারা ভক্তির অনুশীলন সম্ভবপর হয়। শ্রীহ্লাদিনীর কৃপায় শ্রীভগবানের সেই সুখের জন্য নিরন্তর ভাবনা, অনুসন্ধান, ধ্যান, চিন্তা, স্মৃতি, আবেশ, অভিনিবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তির আনুষ্ঠানিক আকার থাকিলেও তাহা একা ভক্তি বা ভক্তিযোগ হইবে না।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীবিষ্ণুপুরাণের (২।১৪।২১-২৪) বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—

"ওঁগৃহ্যঃসাম্যনিষ্পান্না যজ্ঞকর্ম্ম মতং তব।
পরমার্থভূতং তত্ত্বানি শ্রুতাঃ পঞ্চতো ময়॥
বস্তু, নিষ্পাদ্যতে কার্য্যং মৃদা কারণরূপয়া।
তৎকারণানুগমনাজ্ঞায়তে নৃপ! মৃন্ময়ম্॥
এবা বিনাশিভির্দ্রব্যৈঃ সমিদাজ্যকুশাদিভিঃ।
নিষ্পাদ্যতে ক্রিয়া যা তু সা ভবিত্রী বিনাশিনী॥
অনাদ্যপরমার্থস্তু প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে।
তত্ত্বমাদি ন সন্দেহো নাশিদ্রব্যোপপাদিতম্॥

এতদ্দৃষ্টান্তেন পূজাদিময়ভক্তেরপি তাদৃশত্বং নানুমেয়ম্। অপূর্ব্বযজ্ঞেনিষ্পাদ্যত্বাভাবাৎ ক্রতুময়ং হি নিষ্পাদ্যং তাৎ,

নাগুণমম্। **স্বরূপশক্তি-বৃত্তি-বিশেষত্বেন তস্যাঃ ভগবৎপ্রসাদে সতি স্বয়মাবির্ভাব এব, ন জন্য।**"

স্বপ্নবহুঃ-সাধ্যরা সম্পাদনীয় যজ্ঞাদি কর্ম্মই যদি তোমার মতে পরমার্থ হয়, তবে তাহার বিষয়ে আমি যাহা বলি, শ্রবণ কর। হে রাজন্! প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়—মৃত্তিকারূপ কারণ হইতে নিষ্পন্ন যে ঘটাদিকার্য্য, তাহা কারণানুগত বলিয়া মৃত্তিকাময়ই হইয়া থাকে; এইরূপ অনিত্য সমিধ, ঘৃত, কুশ প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা নিষ্পাদিত যে স্বর্গাদি কার্য্য, তাহা যে অনিত্য হইবে, উহাতে আর সন্দেহ কি? সেই স্বর্গাদি ফল বিনাশি; কারণ, তাহার কারণসকল বিনাশি দ্রব্য; সুতরাং স্বর্গাদি পরমার্থ নহে, যেহেতু পণ্ডিতগণ অবিনাশি পদার্থকেই পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করেন।

বিনাশি দ্রব্যের দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহা বিনাশি। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা পূজাদিময় ভক্তির বিনাশিত্ব অনুমান করা হইবে না। ভক্তি—নিষ্পাদ্য ব্যাপার অর্থাৎ জীব-বিশেষের চেষ্টাসাধ্য ব্যাপার নহে। যাহা গুণময়, তাহাই নিষ্পাদ্য; যাহা গুণাতীত, তাহা কাহারও চেষ্টাদ্বারা সম্পন্ন হন না। অতএব ভক্তি—স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। ভগবৎপ্রসাদ হইলেই ভক্তি স্বয়ং আবির্ভূত হন; তাঁহার জন্ম হয় না।

শিরঃপ্রভৃতি শ্রীবিষ্ণুর কর্ণেন্দ্রিয়ের সুখের আনুকূল্যে যে শ্রবণ, তাঁহার পূর্ণতম স্বার্থের জন্য যে শ্রবণ, শ্রীবিষ্ণুর পূর্ণতম স্বার্থভাবনা ও সুখের ধ্যানের সহিত যে শ্রবণ, অধিষ্ঠীয় শ্রবণেন্দ্রিয়লম্পট বেদ্যভাবে যাহা শ্রবণ করিয়া সুখী হইতে চাহেন, সেইভাবে যে তৎসম্বন্ধে শ্রবণ, তাহাই শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ। জীবের নিজের সাময়িক স্বার্থ অর্থাৎ তাহার অনর্থ-নিবৃত্তি, শান্তি বা সুকৃতি বা মুক্তি বা অন্য কোন কারণে বা অভিলাষের সহিত যে শ্রবণ বা জীবের কল্পনামূলক বিষ্ণুসুখ বা বিষ্ণুস্বার্থের জন্য যে শ্রবণ, তাহা শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ নহে। কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দনাদি-সম্বন্ধেও তাহাই। শ্রীবিষ্ণুর সম্পর্কিত জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার পূর্ণ স্বার্থের জন্য শ্রৌতপথে যে শ্রীবিষ্ণু-প্রণীত কীর্ত্তনের অনুবর্ত্তন, তাহাই শুদ্ধা ভক্তির কীর্ত্তন বা প্রচার। যে-সকল লোক-জন, অর্থ-বৈভব শ্রীবিষ্ণুর একমাত্র স্বার্থের জন্য নহে; যে-সকল জনসঙ্ঘ শ্রীবিষ্ণুর নয়নোৎসব, শ্রীবিষ্ণুর কর্ণোৎসব, শ্রীবিষ্ণুর ঘ্রাণোৎসব, শ্রীবিষ্ণুর রসনোৎসব, শ্রীবিষ্ণুর স্পর্শেন্দ্রিয়োৎসব উৎপন্ন না করে এবং অনুক্ষণ তাঁহার সুখ-স্মৃতির চিন্তায় আবিষ্ট ও অভিনিবিষ্ট না থাকে, সেরূপ সঙ্ঘ নৈতিক চরিত্রবানের পরিষৎ হইলেও, আত্মানাত্ম-বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের সভা হইলেও, অনর্থনিবৃত্তির জন্য সচেষ্ট সাধকগণের সম্মিলনী হইলেও, তাহা শুদ্ধভক্ত-সঙ্ঘ নহে। সেইরূপ সঙ্ঘকে 'Confederacy' বা 'Union Board' বলা যাইতে পারে অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানের পাঁচমিশালি লোক অনর্থ-নিবৃত্তি বা কামক্রোধাদি রিপু জয়, শান্তিকামনা বা ভুক্তি-মুক্তি-প্রভৃতি স্বার্থের কোনও-না-কোনপ্রকার সিদ্ধলাভের উদ্দেশে একত্র সমবেত হইয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা পারমার্থিক সঙ্ঘ নহে। শুদ্ধভক্তের সঙ্ঘ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের পরিকরগণের সঙ্ঘ, শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের সমষ্টিগত কায়ব্যূহগণ একমাত্র শ্রীভগবানের অবতারকালেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। যখন কলিযুগ-পাবনাবতারী অভিন্ন-শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি কৃপাপরবশ হইয়া নিজ ব্রজ-লীলার পরিকরগণসহ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখনই জীবের শুদ্ধভক্তের সঙ্ঘ দর্শন করিবার সৌভাগ্যলাভ হইয়াছিল। সেইসকল পরিকর সকলেই নিত্যসিদ্ধ অর্থাৎ সকলেই শ্রীব্রজপরিকর। এইজন্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে,　　নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।"

পরবর্ত্তিকালেও যখন শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-প্রমুখ শ্রীব্রজপরিকরগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, তখনও তাঁহাদের সহিত গোলোকের শুদ্ধভক্ত-সঙ্ঘের অবতরণ হইয়াছিল। ঐরূপ ভক্তসঙ্ঘ শ্রীকৃষ্ণের নয়নোৎসব, কর্ণোৎসব, ঘ্রাণোৎসব, রসনোৎসব ও স্পর্শোৎসবের অনুসন্ধানেই আবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একদিনে ভিন্ন অবস্থা প্রদর্শন অথবা অনর্থ-নিবৃত্তি, আত্মানাত্ম-বিচার-প্রভৃতি সাংখ্যমতের আলোচনার দ্বারা স্ব স্ব সাময়িক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টার পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম স্বার্থের প্রবানুস্মৃতিই সর্ব্বক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইহারা

আজ সভাসমিতিতে নিষ্কৃষ্ট অধিকার বা প্রৌঢ়াধিকার প্রাপ্ত, সেবাসর্ব্বস্ব, ভাগবতবর্য, গুরুশ্রেষ্ঠ-নামে প্রচারিত হইয়া তৎপরদিবস গুরুবৈষ্ণবদ্রোহী, অপরাধী জীবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অথবা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনায় যে-সকল শ্রীগৌরপার্ষদ বা শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সঙ্গীর প্রশস্তি-গাথা আছে, পরবর্ত্তিকালে তাঁহাদের চরিত্র পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যভাবে লিখিবার আবশ্যক হয় নাই। কোন সেবা-সর্ব্বস্ব—কামসর্ব্বস্ব বা অন্যাভিলাষসর্ব্বস্ব হইয়া পড়েন নাই; কোনও ভাগবতাচার্য্য বা ভাগবতবর্য অন্যাভিলাষের আচার্য্য বা কাপটাবর্য বলিয়া পরবর্ত্তিকালে প্রমাণিত হ'ন নাই।

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীগৌরহরির সহিত শ্রীনবদ্বীপ-লীলা ও শ্রীনীলাচললীলা বিস্তার করিবার জন্য তথা শ্রীগৌরহরির মনোহভীষ্ট প্রচার করিবার জন্য গোলোক হইতে ভূলোকে যে বিরাট্ ভক্তসঙ্ঘের অবতরণ হইয়াছিল, তাঁহাদের সকলেই শ্রীশ্রীগৌরহরির নরলোকলভ্য বিধান করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণানুরাগি-জন। এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্॥"
(চৈ চ অ ৬।২৩০)

আবার অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"যাঁ'-সবা লঞা প্রভুর নিত্য বিহার।
যাঁ'-সবা লঞা প্রভুর কীর্ত্তন-প্রচার॥
যাঁ'-সবা লঞা করেন প্রেম আস্বাদন।
যাঁ'-সবা লঞা দান করে' প্রেমধন॥
পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে' প্রেমদান॥
লুটিয়া খাইয়া, দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার, প্রেম শতগুণ বাড়ে॥
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা—সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পশু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥"
(চৈ চ আ ৭।১৮-১৯, ২৩-২৬)

অন্যত্র শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দিরের সেবাধ্যক্ষ শ্রীল হরিদাস পণ্ডিতের সহিত বৈষ্ণব-সঙ্ঘের বর্ণন করিয়াছেন,—

"সহস্র সেবক সেবা করে' অনুক্ষণ।
সহস্র-বদনে সেবা না যায় বর্ণন॥
সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশঃ-গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ॥
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুর-বচন মধুর চেষ্টা, মহাধীর॥
সবার সম্মান-কর্ত্তা করেন সবার হিত।
কোটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা-শূন্য তাঁর চিত॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সে সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস॥
পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু, উদার সর্ব্ব-আর্য্য॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইহা—পণ্ডিত হরিদাস॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্য-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে' বৈষ্ণবে সন্তোষ॥
নিরন্তর শুনে তেঁহো 'চৈতন্যমঙ্গল'।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব-সকল॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করে' যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ॥"
(চৈ চ আ ৮।৫৩-৫৭, ৫৯-৬৪)

গোলোক-বৈকুণ্ঠ-পরিকরগণের সঙ্ঘ না হইলে অনর্থ-যুক্ত জীবের সমষ্টি বা অনর্থ-নিবৃত্তিরূপ স্বার্থসাধনোদ্দেশে সম্মিলিত পাঁচমিশালি ব্যক্তিগণের সঙ্ঘ কখনও শুদ্ধভক্ত-সঙ্ঘ হইতে পারে না। অন্যের কি কথা, যিনি সমস্ত জীব-জগতের নিয়ামক, যিনি ব্যষ্টিজীবের প্রভু শ্রীঅনিরুদ্ধ-মহাবিষ্ণু, যিনি ঈশ্বর হইয়াও মহাভাগবত-লীলাপ্রকটকারী, যিনি শ্রীচৈতন্যভক্তিসম্প্রদায়ের মূলতত্ত্ব, যাঁহার কৃপায় অদ্যাপি

সকল জগৎ শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রশস্তি-গীতি গান করিতেছে, সেই শ্রীনিত্যানন্দবান্ধব শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভুর শিষ্যত্বের (?) দোহাই দিয়া নেড়ানেড়ী-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, এরূপ কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। সেই সম্প্রদায় বা সঙ্ঘ কখনও শ্রীবলদেবাবিষ্কৃত কায়-ব্যূহ বা বৈকুণ্ঠের পরিকর নহে। ঐরূপ সঙ্ঘকে শুদ্ধভক্ত-সঙ্ঘ বলা যাইতে পারে না। গৌড়ীয়-পতি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় কেবল ভক্তির গ্রাহক খুব কমই পাইয়াছিলেন বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার লেখনীতে ও বাণীতে বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শুদ্ধভক্ত-সঙ্ঘ-রচনার পরিকল্পনা বাস্তবতায় পরিণত হইলে তিনি কেন ঐরূপ বলিবেন ? শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের পরিকল্পনা বাস্তবতায় পরিণত করিবার জন্য বিপুল উৎসাহ প্রদর্শন করিলে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদকে ঘার রুদ্ধ করিয়া একাকী শ্রীহরিকীর্ত্তন করিবার আদেশ করিয়াছিলেন ; কারণ, সর্ব্বস্বহারা কাঙ্গালের ঠাকুরাণীর যিনি অনুচর, তিনি সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন যে, শ্রীহ্লাদিনী দেবীর কায়ব্যূহ ব্যতীত যুথেশ্বরীর যূথত্বে বা গণে অপরে প্রবেশ করিতে পারে না। পাঁচমিশালি দল লইয়া দেবীধামের সঙ্ঘ, পঞ্চায়ৎ, বারোয়ারী, Union Board বা Confederacy সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু এক অদ্বিতীয় কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যপর কৃষ্ণসুখানুসন্ধান-তৎপর অভিমর্ত্যসঙ্ঘের প্রাকট্য হয় না। আর যদি কৃষ্ণসুখানু-সন্ধান-তাৎপর্য্যপরত্বরূপ ঐকতান ও যোগসূত্রটীই না থাকিল, তাহা হইলে ঐরূপ সঙ্ঘের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ, মতবিরোধ, মতবাদ, পরস্পরের প্রভুত্ব-পিপাসা ও তজ্জনিত নানাপ্রকার অনর্থের উদ্গম অনিবার্য্য।

প্রভুত্বের পিপাসা ও স্বরূপশক্তির বলনকারিত হইয়া প্রচার-প্রবৃত্তি একজাতীয় বস্তু নহে। প্রভুত্বের পিপাসাটী বিমুখমোহিনী মায়ার বৃত্তি। ঐ বৃত্তি রজোগুণ হইতে উদ্ভূত। তন্মধ্যে পরশ্রীকাতরতা, মাৎসর্য্য, দ্বেষ, হিংসা, বিষয়াভিলাষ, কাম, দর্প, দম্ভ (কাপট্য) প্রভৃতি বহু অনর্থ অনুস্যূত রহিয়াছে। প্রভুত্ব-পিপাসু প্রচারক নহে। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তাহারা প্রচারকের পরিচ্ছদ পরিধান করিবার জন্য লোলুপ হয়। কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত, স্বরূপশক্তির নিজজন ব্যতীত, হ্লাদিনীর দূত ব্যতীত কেহ প্রচারক বা গুরু হইতে পারেন না। প্রভুত্ব-পিপাসায় প্রমত্ত হইয়া কেহ কেহ কাউই বাড়ির মত প্রচার-প্রতিম অভিনয়ের দ্বারা সাময়িকভাবে লোকের চোখ ঝল্‌সাইয়া দিতে পারেন এবং কিছুদিনের জন্য লোকসমাজকেও চমৎকৃত ও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা অভিভূত করিয়া দলপুষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু সেই দল ও সেই ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্য কর্পূরের ন্যায় অচিরেই উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। প্রভুত্ব-পিপাসামূলে যে প্রচারের জয়যাত্রা বা অভিযান, উহার চাকচক্য অতি ক্ষণভঙ্গুর। তাহা জীবকে স্থায়ী ও বাস্তব মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিতে পারে না, প্রতিষ্ঠিত ত' করিতেই পারে না। সেই অভিযানের মধ্যে নানাপ্রকার গোঁজামিল, ছেঁদাকাদ, অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তকে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন-প্রয়াস, গলাবাজির দ্বারা পরমতবাদ-নিরাসের চেষ্টা ও লোকের হৃদয় জয় করিবার শক্তি অপেক্ষা মস্তিষ্কের যুক্তি পেষণ করিবার কৌশল, পল্লব-গ্রাহিতা, শাস্ত্রের বহুজন, অসৎ-সিদ্ধান্ত-দলনের নামে নিজের মতবাদ-স্থাপনের প্রতি অবৈধ গোঁড়ামি ও পরমত-অসহিষ্ণুতা, অপরের অভ্যুদয়ের প্রতি নিরর্থক হিংসা ও প্রতিহিংসা ইত্যাদি নানাপ্রকার রজো-গুণের বৃত্তি পরিলক্ষিত হয়।

রজোগুণের প্রচারকে 'শুদ্ধভক্তি-প্রচার' নাম দিয়া বহির্মুখ লোকরঞ্জনা ও তৎসঙ্গে অনেক অনভিজ্ঞ সত্য-পিপাসু ব্যক্তিকে বিপথে চালনা অপেক্ষা ঐরূপ প্রচার হইতে বিরত থাকাই অধিকতর মঙ্গলকর

বঙ্গদেশের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ গত এক শতাব্দীর মধ্যে যে দুইটি রজোগুণের মূর্ত্তির অবতার হইয়াছিল এবং তাঁহাদের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণের নামে রজোগুণের যে উন্মাদনা তথাকথিত শিক্ষিত ও সভ্যসমাজের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে এবং সেই রজোগুণের যে উদ্দাম স্রোত বিভিন্ন আন্দোলনের খাতের মধ্য দিয়া বৈরিণী গতিতে প্রধাবিত হইয়াছে, উহার অনিবার্য্য ব্যাপক-সংক্রামকতা কেহই এড়াইতে পারে নাই। সকলেই প্রশংসা ও আদরের সহিত উহা বরণ ও অনুকরণ করিয়াছে। কিন্তু শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমে ও জীবের অধিকারানুযায়ী ভাগ্য-ক্রমে ঐ বিরাট্ সংক্রামকতার তীব্র নিন্দামুখে যে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অনুকরণ হইয়াছে, তন্মধ্যে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের

অথবা আপাতদৃষ্টিতে উত্তোলিত দেখিতে পাওয়া গেলেও ঐ অনুকরণ জগন্নাশকরী কৃত্যা সৃষ্টি করিয়াছে।

আজকাল কর্ম্মজ্ঞানিযোগি-অজ্ঞাভিলাষি-সম্প্রদায়ের যে সকল সঙ্ঘ সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা সকলই ন্যূনাধিক পূর্ব্বোক্ত দুইটি তথাকথিত ধর্ম্মনেতার মতবাদ-মূলক আদর্শের উপর রচিত। কৃষ্ণবিমুখ জনগণের গণতন্ত্র —স্ব-স্ব বর্ণার্থ-কাম-মোক্ষাদির লাভ উঠাইবার স্বার্থোদ্দেশে গঠিত গণতন্ত্র সাময়িকভাবে গণরঞ্জন বা বহির্ম্মুখ-লোক-মনোরঞ্জন করিতে পারিলেও শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে পারে না। শ্রীলাদিনীদেবীর গণে গণিত, নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের গণতন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন সঙ্ঘ পরতত্ত্বের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারে না। শ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর যখন নিজপরিকরগণকে লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনই সেই সঙ্ঘ পরতত্ত্ব শ্রীগৌরহরির প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিয়াছিলেন। আনুকরণিক অজ্ঞা-ভিলাষযুক্ত 'গণ' বা 'সঙ্ঘ' বিপুল চীৎকার করিয়া পিত্তবৃদ্ধি করিতে পারেন, বিশ্বের দরবারে মহামানবত্বের খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন, সভামধ্যিতে অনুরক্ত করতালির বন্যা প্রবাহিত করিতে পারেন, কিন্তু তাহা কতটা শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণেন্দ্রিয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়বান্ পরতত্ত্বের যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের রুচিকর, সুখকর, তৃপ্তিকর হয়, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য। শ্রীভাগবতধর্ম্মের উৎসব-ব্যাপারটি গণতন্ত্রের আনন্দ নহে। ইন্দ্রিয়বান্ পরতত্ত্বের ইন্দ্রিয়ের তর্পণ বা উৎসবের নামই উৎসব, মহোৎসব বা মহা-মহোৎসব। কোন্ প্রতিষ্ঠান কতটা খোল ও কাঁজ পিটাইয়াছে, কতটা পুষ্পার, অন্নপুপ, ছানার ডালনা, বাগবাজারের রসগোল্লা, বরাহনগরের পান্তুয়া উদরসাৎ করিতে পারিয়াছে, অন্নকূট-উৎসবে কত হাজার রকমের ব্যঞ্জন, শাক ও ভাজার বিচিত্রতার প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়াছে, কত কোটি টাকা ভিক্ষা বা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছে, কতগুলি অট্টালিকা, জমিদারী ও সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছে, কত জনবল বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে, বাগ্মিতায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে—এই সকল ব্যাপার হইতে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের পরিমাপ হইবে না। ঐ-সকল ব্যাপার কতটা শ্রীকৃষ্ণের অবাধিল পরিপূর্ণ স্বার্থের অঙ্গ হইয়াছে, কতটা শ্রীকৃষ্ণের অব্যাহত সুখানুসন্ধান-বৃত্তির সহিত হইয়াছে, কতটা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণপর হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই শুদ্ধভক্তি-প্রচারের পরিমাপ করা যাইবে। লক্ষ লক্ষ রিম কাগজ বৈদ্যুতিক রোটারী মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়াই যে তাহা দ্বারা শুদ্ধভক্তি প্রচার হইয়াছে, এরূপও বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র যদি 'বৃহৎ মৃদঙ্গ' হয়, তবে তদ্দ্বারা সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কর্ণেন্দ্রিয়তর্পণ অবশ্যই সাধিত হইবে; তাহার মুখ্যফলস্বরূপে প্রেম ও শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানবৃত্তি এবং আনুষঙ্গিকফল সংসারের অর্থাৎ দেহস্বাস্থ্যের নাশও অবশ্যই পরিলক্ষিত হইবে। কোটি কোটি টন কাগজ বৈদ্যুতিক মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা মুদ্রিত ও বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ বলিয়া প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও যদি তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়োৎ-সবকর কোন কথা না থাকে, অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের অনর্থ-মোচনরূপ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশক বাগ্বিভূতা, বিচার ও আত্মানাত্ম-বিবেকের কথা, দেহমনের নশ্বরতার কথা, সংসারের অনিত্যতার কথা বা সুনীতি-দুর্নীতির কথামাত্র প্রচারিত হয়, তবে তাহা সাক্ষাদ্ভাবে বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়োৎসব বিধায়ক ও তাঁহার সুখানুসন্ধানবৃত্তিময় না হওয়ায় উহা শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচার-পদবাচ্য হইতে পারে না।

আর একটি সত্য কথা এই যে,—রজোগুণোদ্ভূত নরনিন্দা ও প্রতিযোগিতা-দ্বারা পরমার্থ-প্রচারের ভিত্তি রচিত হইতে পারে না। পরমার্থ—বাস্তব সত্য। সত্য কেবল ব্যতিরেকমুখে প্রতিষ্ঠিত হয় না; অন্বয়মুখেই বাস্তব-সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্যতিরেক ভাবটি যখন অন্বয়ভাবকে দূর করিবার পরিবর্ত্তে উহাকে দাবাইয়া রাখে, তখন ব্যতিরেকভাবের কু-ফলগুলি লোকের আরাধ্যবস্তু হইয়া পড়ে। ভগবৎসুখানুসন্ধানবৃত্তি প্রবল না হইয়া কেবল পরচর্চ্চার বৃত্তি প্রবল হইলে ঐ-সকল নিন্দনীয় কার্য্যই লোকের অনিবার্য্যরূপে অনুকরণীয় হইয়া পড়ে; কারণ, বহির্ম্মুখ লোকের উহাতেই নৈসর্গিকী রুচি রহিয়াছে।

প্রভুত্ব-পিপাসামূলে প্রচারাভিনয়ের মধ্যে প্রচারা-ভিধানের আকার, মাল-মশলা, সৈন্য-সামন্ত, পোষাক-পরিচ্ছদ, রথ, অস্ত্র-শস্ত্র—সবই ঠিক আছে; কিন্তু ভগবৎ-সুখানুসন্ধান-বৃত্তিরূপ ভক্তিলতা-বীজের অভাবে সেই অভিধান কেবল রজোগুণের ক্রিয়া-কলাপ ও বাগ্বিভূতায় পর্য্যবসিত হয়। বিষয়ময়ী কথায় ঘুলঘুলী, বাকাবাগীশতায়

বাহাদুরি, বেষাভাস বা ছলযুক্তির রকমারি অথবা লোকের মুখ বন্ধ করিয়া দিবার কারিকরি কোনদিন হৃদয়ে হ্লাদিনীর কৃপাশক্তিকে অবতারণ বা পরিপোষণ করিতে পারে না। 'নেতি-নেতি' কথাটি বৈষ্ণবের পরিভাষা নহে ; 'ইতি ইতি'-শব্দই বৈষ্ণবের বাস্তবোপদেশ ; কারণ, তাঁহারা অন্ধকারে হাতড়াইয়া কেবল নিরাসের পথে অগ্রসর হন না। তাঁহারা অনুভবকারী—সাক্ষাদ্‌দ্রষ্টা। দ্রষ্টার মুখে স্বরূপের কথাই অধিক ; বিরূপের কথা অতি আনুষঙ্গিক। এজন্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু সন্দর্ভের সর্ব্বত্র অনুভব বা সাক্ষাৎকারকে পরম প্রয়োজনরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-প্রত্যক্ষই বিদ্বদ্‌গণের বরণীয়। যাহারা সাক্ষাদ্‌দ্রষ্টা বা অনুভবকারী নহে, তাহাদের কথার মধ্যে অতদ্ব্যিরসনের কথা অধিক পাওয়া যায়। এজন্য নির্ব্বিশেষবাদী, বৌদ্ধ, জৈনাদি প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট অবৈদিক-পন্থিগণের মধ্যে ব্যতিরেক উপদেশ অধিক দৃষ্ট হয়। রাজকুমার শ্রীসিদ্ধার্থ দেহের জরাজীর্ণতা ও পরিবর্ত্তনশীলতা দেখিয়া বৈরাগী হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই বৈরাগ্যের বাণী প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার উপদিষ্ট বাস্তববস্তু—'শূন্য'। বৈষ্ণবের বাস্তববস্তু—পূর্ণ হইতে পূর্ণতম ; তাহা শূন্য নহে। তাহা নিত্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাবিশিষ্ট শ্রীবিগ্রহ। আচার্য্য শঙ্করও 'নেতি' 'নেতি' করিয়া পিঁয়াজের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে শূন্যেরই নামান্তর নির্ব্বিশেষভাবের উপদেশক হইয়াছেন। ব্যতিরেক ভিত্তির উপরই তাঁহার প্রয়োজনের আদর্শ গঠিত হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবের ও বৈষ্ণবসাম্রাজ্যের শিরোমণি গৌড়ীয়গণের আদর্শে নেতি-নেতি-বাদ হইতে 'ইতি-সিদ্ধান্ত' বা বাস্তব সত্যের স্বরূপ-নির্ণয় হয় নাই। তাঁহারা শ্রীতির আস্পদ পরতত্ত্বে শ্রীতিমান্ হইয়া সম্বন্ধী পরতত্ত্বের সহিত শ্রীতিসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া তাঁহারে ইন্দ্রিয়তোষণের আনুকূল্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিচালনা করেন। এজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিলেন,—

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্॥"

মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই বিশেষ রাগযুক্ত অর্থাৎ তাঁহারা রাগাত্মিক-জন। তাঁহারা জগতে ব্যতিরেক চিত্র দর্শন করিয়া সংসারের ভয়ে ভীত হইয়া অথবা নীতি-শাস্ত্রের শাসন-শস্ত্র-দর্শনে শক্তিতে বা বাধ্য হইয়া ভগবদ্ভজন আরম্ভ করেন নাই। তাঁহারা বিশেষ রাগ-পরিচালিত হইয়া ভজন-নিরত বলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। ব্যতিরেক শিক্ষামূলে যে বিরাগ, তাহা কখনও অনর্পিতচরপ্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরহরির প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে না।

গৌড়ীয়গণ—রাগের উপাসক। গৌড়ীয়গণের বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ বা সর্ব্বাত্মনিবেদন বিপক্ষের শাস্ত্ররূপী শস্ত্রের ভয়ে নহে ; তাহা বিশেষ বা সহজ রাগের দ্বারা পরিচালিত। তাই, গৌড়ীয়গণের মূল শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী-পাদ বলিয়াছিলেন,—

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে, ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে, যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

(পদ্যাবলী—১২৬)

ভবভীত ব্যক্তিগণ কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করুন ; আমি কিন্তু এই ব্রজে সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দেরই বন্দনা করি, যাঁহার অলিন্দে পরব্রহ্ম তাঁহার নন্দনরূপে ক্রীড়া করেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের যে ভজন অর্থাৎ তাঁহার যে ইন্দ্রিয়-তোষণ, তাহাই শুদ্ধভক্তি। ব্যষ্টি বা সমষ্টি-জীবের সাংখ্য-বিচার অর্থাৎ আত্মানাত্ম-বিবেক ; 'দেহ কিছু নহে, মন কিছু নহে, আত্মাই আমি' ; 'সংসার অনিত্য, দেহ-গেহ-পুত্র-কলত্র—সকলই ক্ষণভঙ্গুর' ; 'স্ত্রীসঙ্গ অতীব তুচ্ছ, ঘৃণ্য' এই সকল বিচার ও উপদেশ অথবা "সংসার সংসার করি' মিছে গেল কাল। লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল॥ কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়। ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়॥" অথবা, "মন রে! কেন কর বর্ণ-অভিমান? মরিলে পাতকী হ'বে, যমদূতে খা'বে ল'বে, না করিবে জাতির সম্মান।" প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তন ও প্রচার শুদ্ধভক্তি-প্রচার নহে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা, শৌক্র ও দৈক্য-ব্রাহ্মণতার কথা, ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসাদির আচার ও প্রচারও শুদ্ধভক্তির আচার ও প্রচার নহে। অখিল-শাস্ত্র-রচয়িতা জগদ্‌গুরু শ্রীব্যাসদেবের লীলার মধ্যে শ্রীনারদের কি উপদেশ দৃষ্ট হয়? শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন শ্রীব্যাসদেব বেদের বিভাগ ও সঙ্কলন এবং ব্রহ্মসূত্রের রচনা তথা পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি, সুমন্ত প্রভৃতি শিষ্যগণের নিকট বেদের অধ্যাপনা

করিয়াছিলেন ; শত সহস্র উপদেশপূর্ণ পুরাণ, লক্ষ লক্ষ উপদেশপূর্ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীনারদ শ্রীব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"তোমার এইরূপ বিপুল উদ্যম-সত্ত্বেও তোমাদ্বারা শুদ্ধভক্তির প্রচার হয় নাই। কারণ, তোমার ঐ সকল প্রচার, শিক্ষা ও লেখনীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কোন স্বার্থ অর্থাৎ বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের কোন ইন্দ্রিয়তর্পণ সাধিত হয় নাই।"

"তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥
নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্॥
অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্॥
ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ
পৃথগ্দৃশস্তৎকৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎ ক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতি-
র্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্॥

দুষ্পঞ্জিতা ধর্মকৃতেঽনুশাসতঃ, স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম ইতীতরঃ স্থিতো, ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥
বিচক্ষণোঽস্যার্হতি বেদিতুং বিভো-
রনন্তপারস্য নিবৃত্তিতঃ সুখম্।
প্রবর্তমানস্য গুণৈরনাত্মন-
স্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভো!"
(ভা ১।৫।৮-১০,১২-১৩)

হে ব্যাস! আপনি শ্রীভগবানের অমল যশঃ প্রায়ই কীর্ত্তন করেন নাই। সেই গুণলীলাদিকীর্ত্তন ব্যতীত শ্রীভগবানের সন্তোষ হয় না। এজন্য আপনার কৃত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শনাদি শাস্ত্র অপূর্ণ বলিয়াই মনে করি।

হে ঋষিবর! আপনি যে অন্যান্য পুরাণাদি শাস্ত্রে ভগবানের গুণলীলাদি বর্ণন করিয়াছেন, তাহাও ধর্মার্থ-কামমোক্ষাদি চতুর্বর্গকে যেরূপ প্রধান পুরুষার্থরূপে বর্ণন করিয়াছেন, সেইরূপ মুখ্যভাবে নিশ্চয়ই শ্রীবাসুদেবের মহিমা অনুকীর্ত্তন করেন নাই।

যে বাক্য শোভন-শব্দবিন্যাসযুক্ত হইয়াও শ্রীহরির কুযশঃপাবন-লীলাগুণাদি কখনও কীর্ত্তন করে না, সাধুগণ সেই বাক্যকে কাককীড়াস্থান উচ্ছিষ্ট-গর্ত্ত বলিয়াই মনে করেন ; কারণ, তাহাতে পরতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত মনস্বী পরম-হংসগণ বিহার করেন না।

উপাধিনিবর্ত্তক ব্রহ্মপ্রকাশক যে জ্ঞান, তাহাও যদি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিহীন হয় তাহা হইলে তাহা অপরোক্ষ-পর্য্যন্ত অর্থাৎ মুক্তিদায়ক হয় না। আর সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখরূপ যে সকাম ও নিষ্কাম কর্ম, তাহাও যদি শ্রীভগবানে সমর্পিত না হয়, তাহা হইলে উহা যে শোভা পাইবে না অর্থাৎ মুক্তির কারণ হইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। আপনি যথার্থদর্শী, শুদ্ধবক্তা, সত্যব্রত, দৃঢ়ব্রত, অতএব নিখিল লোকের বন্ধন-মোচনের জন্য উরুক্রম শ্রীহরির লীলা তাঁহার সুখানুসন্ধান-সমাধিতে আবিষ্ট হইয়া বর্ণন করুন।

উরুক্রমের লীলা হইতে ভিন্নদর্শী অন্যপ্রকার যাহা কিছু বর্ণনকারী ব্যক্তির যে নাম ও রূপ বক্তব্যরূপে স্ফূর্ত্তিত হয়, তদ্দ্বারা বিক্ষিপ্তা হইয়া বুদ্ধি বায়ুবেগে ঘূর্ণায়মান নৌকার ন্যায় কখনও কোথাও স্থিরভাবে থাকিতে পারে না।

হে মুনিবর! শ্রীহরির গুণ-বর্ণন ব্যতীত মহাভারতাদি শাস্ত্রে আপনি যে ধর্মাদি বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে মানবের কোনই ফল-লাভ হইতে পারে না ; যেহেতু স্বভাবতঃ নিন্দিত কামাকর্ম্মাদিতে অনুরক্ত মনুষ্যের প্রতি ধর্মানুষ্ঠানের জন্য অনুশাসন করা আপনার অত্যন্ত অন্যায়ই হইয়াছে ; কারণ, যে নিন্দিত কাম্যকর্ম্মে মানবের রুচি স্বভাবতঃই বর্ত্তমান আছে, তাহার জন্য আবার উপদেশ করা অন্যায় নহে কি? বিশেষতঃ যাঁহার উপদেশ-বাক্যে প্রাকৃত ব্যক্তিগণ 'এইটিই মুখ্যধর্ম্ম'—এইভাবেই নিশ্চয় করে, তাঁহার উপদেশ-বাক্যে অন্য কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তি কাম্য-কর্ম্মের দোষ প্রদর্শন করিয়া নিষেধ করিলেও অন্যে মানিবে না। ইহাতে আপনার উপদেশে জগতের প্রতি যে কত বড় অন্যায় হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব?

বিচক্ষণ কোনও কোনও ব্যক্তি সর্ব্বক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া এই দেশকাল-সীমাতীত সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ শ্রীহরির সেবা-সুখাত্মক আনন্দ বা নিত্যানন্দ-স্বরূপ জানিতে সমর্থ হন ; কিন্তু প্রবৃত্ত ব্যক্তি উহা জানিতে পারে না। সেই

কারণে আপনি সর্ব্বাদি ত্রিগুণ-দ্বারা চালিত দেহাভিমানি-জনের নিকট শ্রীভগবানের লীলা-গুণ কীর্ত্তন করুন।

শ্রীব্যাসদেবের প্রতি শ্রীনারদের এই উপদেশের মূল তাৎপর্য্য এই যে, প্রিয়শ্রবা শ্রীহরির সম্বোধোৎপাদিকা যে ভগবল্লীলা-কথা, তাহা তাঁহার সুখানুসন্ধান-বৃত্তির সহিত কীর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তির প্রচার আরম্ভ হইতে পারে না। 'গৌড়ীয়', 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,' 'পরমার্থী,' 'ভাগবত' প্রভৃতির উপরে 'একমাত্র পারমার্থিক পত্র' বা শুদ্ধভক্তি-প্রচারক 'বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ' এইরূপ বিজ্ঞাপন থাকিলেই যে তাহারা শ্রীবিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তোষণপর হইবে বা হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না। আর যদি তাহাতে শ্রীভগবানের সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা বা সুখানুসন্ধান সাধিত হইয়া থাকে অর্থাৎ বিলাসী পরতত্ত্বের ইন্দ্রিয়তোষণ হইয়া থাকে, তবেই তদ্দ্বারা প্রকৃত শুদ্ধভক্তি-প্রচার হইয়াছে এবং তাহার ফল যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, শ্রীকৃষ্ণাভিনিবেশ, তাহা লাভ হইয়াছে। বাস্তব-সত্য চিরদিনই স্থান-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ। আর propaganda চিরদিনই অভ্রান্তিসন্দিগ্ধমূলক। আমার দলের কার্য্য হইলেই যে তাহা চিন্ময় হইবে, আর অপরের দলের কার্য্য হইলেই যে তাহা জড় হইবে, এরূপ ধরা-বাঁধা নিয়ম propagandaর মধ্যে থাকিলেও বাস্তব-সত্য-প্রচারের মধ্যে নাই।

শ্রীবিষ্ণুর কার্য্য বা পরতত্ত্বের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর কার্য্য কোন্‌টী বা কোন্‌টী নহে, তাহাও বিমুখ জীব নির্ণয় করিতে পারে না; নিত্যোন্মুখ মহৎই তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন। এইজন্য যাঁহারা পূর্ব্বতন গৌড়ীয়-মিশনের পরিভাষায় 'প্রাকৃত-সহজিয়া' বলিয়া খ্যাত, তাহাদের মধ্যে সাংখ্য-জ্ঞান অর্থাৎ আত্মানাত্ম-বিবেকবিচার, 'দেহ কিছু নহে, মন কিছু নহে', 'আত্মাই—জীবস্বরূপ,'—এইসকল বিচার বা অনর্থ-নিবৃত্তির উপদেশ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ ও লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের, বিশেষতঃ শ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়, গোপীগীত, ভ্রমর-গীত-প্রভৃতির অধিক আলোচনা; শ্রীরূপের উপদেশামৃত অপেক্ষা উজ্জ্বলনীলমণির অধিক আলোচনা; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীরূপ-সনাতন-শিক্ষা অপেক্ষা শ্রীরায়-রামানন্দ-সংবাদ ও আদি চতুর্থ অধ্যায়ের অধিক আলোচনা; শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক অপেক্ষা শ্রীজগন্নাথবল্লভ, শ্রীবিদগ্ধমাধব, শ্রীললিতমাধব-নাটকের বা শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের অধিক আলোচনা; শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা অপেক্ষা একান্তপক্ষ, শ্রীচণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলীর অধিক আলোচনা, ষট্‌সন্দর্ভের মধ্যে শ্রীতিসন্দর্ভেরই অধিক আলোচনা দৃষ্ট হয়।

ইহাদের মূল কারণ কি? অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রথমতঃ পরতত্ত্বের যাহা সাক্ষাদ্ভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর, তাহার অনুসন্ধান বা চিন্ময়ত্ব কোন মহতের আচরণ দেখিয়া অনর্থযুক্ত জীবগণও অধিকার লঙ্ঘন করিয়া উহার অবৈধ অনুকরণ করিয়াছে। তখন উহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণপর শ্রবণ-কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়তোষণপর শ্রবণ-কীর্ত্তনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তখন আর তাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখানুসন্ধান-বৃত্তি নাই। তখন তাহা স্মৃতিহীন গতানুগতিক গণ-মনোরঞ্জক কৃত্য বা অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

এই যে পরতত্ত্ব-সুখানুসন্ধানশূন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্তির আকার, তাহা ভাবনা, ধারণা ও স্মৃতিহীন হওয়ায় প্রাণহীন শবের ন্যায় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ামাত্ররূপে পরিলক্ষিত হইলে তৎপ্রতিকূলে ভগবদিচ্ছাক্রমে একটী প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। কেহ কেহ সেই স্রোতের আবর্ত্তে পতিত হইয়া প্রকৃত বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র ভগবত্তোষণের আকারযুক্ত স্মৃতিহীন ভগবল্লীলা-কীর্ত্তনাদির অন্তঃসারশূন্যতার গর্হণকে বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ পরতত্ত্বলীলা-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে বিকৃত ধারণা আহরণ করিয়াছে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ শ্রীতুলসীর অপব্যবহার করেন, সুতরাং শ্রীতুলসীর সেবার প্রতি অমনোযোগিতাই শুদ্ধভক্তি অথবা প্রাকৃত-সহজিয়া লীলাকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, সুতরাং লীলাকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-মাত্রেই সহজিয়ার ধর্ম্ম—এইরূপ চিন্তা-স্রোতের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে অপ্রাকৃত রসিকগণের আস্বাদ্য রাসলীলা বা বস্ত্রহরণলীলাদি আছে, সুতরাং দশম স্কন্ধের কোন কথাই সাধারণ সাধকের শ্রবণীয় নহে, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রাকৃত-সহজিয়ার অনুষ্ঠানে ভগবৎসম্ভোষণের কৃত্যের আকার থাকিলেও যেরূপ তাহাতে শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান না থাকায় তাহা শুদ্ধভক্তি নহে; আবার প্রাকৃত-সহজিয়াকে আক্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণস্বার্থ অর্থাৎ তাঁহার ইন্দ্রিয়তোষণের অনুসন্ধান সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া কেবল আত্মানাত্ম-বিবেকের

কথার শ্রবণ-কীর্ত্তন বা প্রাকৃত-সহজিয়ার প্রতিযোগী কৃত্য-সমূহের অনুষ্ঠানও শুদ্ধভক্তির অনুশীলন বা প্রচার নহে।

অতএব নবধা ভক্তির আকার বা নবধা ভক্তির অন্তর্গত ষড়ঙ্গা ভক্তি, একাদশী ভক্তি (নবধা ভক্তি + শ্রীগুরুসেবা ও শরণাগতি) অথবা চৌষট্টি-প্রকার ভক্তি কিংবা শত-সহস্র প্রকার ভক্ত্যঙ্গের আকার-মাত্রেই শুদ্ধা ভক্তি বা 'ভক্তিযোগ' নহে এবং কৃষ্ণানুধাবৃত্তিহীন কোনরূপ ভক্তির আকারের কথা-প্রচারও শুদ্ধভক্তি-প্রচার নহে।

যদি অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ-কালে এই ভারতীয় কোনপ্রকার বিকৃত প্রচার হইয়া পড়ে, তবে তাহা শ্রীব্যাসদেবের প্রতি শ্রীনারদের উপদেশানুসারে পুনরায় আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভাগবতধর্ম্মের অদ্বিতীয় আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্তানুসরণে অনুশীলন ও অনুকীর্ত্তন করা কি শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সন্তোষজনক হইবে না? শ্রীব্যাসদেব যদি শতসহস্র উপদেশ ও বিপুল শাস্ত্র-গ্রন্থ রচনা করিবার পরও জগদ্গুরু শ্রীনারদের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া পরমসত্য-প্রচারের অনুরোধে পূর্ব্বকৃত সহস্র সহস্র উপদেশের আমূল পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক নূতনভাবে শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মের বাণী প্রচার করিতে পারেন, তবে শ্রীব্যাসের দাসানুদাসগণের করুণা-কাঙ্ক্ষী পরমসত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন কেন? উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, শ্রীশ্রীব্যাসের সঙ্কলিত বেদ-উপনিষদাদিতে এবং সমস্ত পঞ্চরাত্র ও পুরাণশাস্ত্রে কর্ম্মার্পণ পর্য্যন্তই জীবের ধর্ম্মের আদর্শ উক্ত হইয়াছে বা কর্ম্মার্পণেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা লিপিবদ্ধ হইয়াছে; পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অশেষ প্রশংসা রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীনারদের উপদেশানুসারে শ্রীব্যাসদেব যখন শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-প্রচারিত বিষয়ের প্রতি বিপ্রলিপ্সিকা বাণী ঘোষণা করিলেন। তিনি বলিলেন,—"কর্ম্মার্পণ সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের ভাগবত-ধর্ম্ম।" তিনি আরও বলিলেন,—"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বরূপতঃ ও ফলতঃ পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তিরাজ্যে প্রবেশ-লাভই হয় না।" পুরাণাদিতে কোথায়ও কোথায়ও শ্রীব্যাসদেব কর্ম্মকাণ্ডের—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদির মুখ্যভাবে প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কলিত বেদচতুষ্টয়ে কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি জীবকে নানাভাবে প্রলোভিত করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সেই পূর্ব্ব-প্রচারিত সিদ্ধান্তকে তিনি শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারকালে আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন—"কাম্য-কর্ম্ম কেন, নিষ্কাম-কর্ম্মও যদি শ্রীবিভুতে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে তাহাও ব্যর্থ হইয়া যায়। অধিক কি, যদি নিরুপাধিক জ্ঞানও শ্রীবিভুতে ভক্তি-বর্জ্জিত হয়, তবে তাহাও মুক্তিদান করিতে পারে না।"

তিনি পূর্ব্বে শ্রীমহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে প্রচার করিয়াছিলেন—মাতৃ-পিতৃ-ভক্তি, পত্নীর স্বামি-ভক্তি, স্বামীর স্ত্রীর প্রতি স্নেহপরতা—এই সকলই মানবের উৎকৃষ্ট-ধর্ম্ম। কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারকালে বলিলেন,—ঐরূপ যাবতীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া মনে গমনপূর্ব্বক একমাত্র মহতের আনুগত্যে একান্ত ভগবদ্ভজনই জীবের মঙ্গলকর। পূর্ব্বে দান, ধ্যান, ব্রত, উপবাস, হোম, জপ, স্বাধ্যায়, সংযম, বৈরাগ্য—ইহাদের কত প্রশংসা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারকালে বলিলেন,—যদি ঐ-সকলের চরমফল শ্রীঅচ্যুতের প্রতি ভক্তিযোগ না হয়, তবে উহা বৃথা। পূর্ব্বে শ্রীব্যাসদেব বিভিন্ন সাধন-ভজনের প্রণালী প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারকালে বলিলেন,—এক ভগবন্নাম-গ্রহণাদি-দ্বারা স্বয়ংময়—আবেশময় সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ ব্যতীত জীবমাত্রের সার্ব্বভৌম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই হইতে পারে না (ভা ৬।৩।২২)।

তাঁহার সঙ্কলিত বেদে যজ্ঞাদি কর্ম্মের কিরূপ অসাধারণ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়! কিন্তু তিনি ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারকালে শৌনকাদি ঋষিগণের দ্বারা শ্রীসূতের নিকট জ্ঞাপন করিলেন,—

"কর্ম্মণ্যস্মিন্নানাযাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দ-পাদপদ্মাসবং মধু॥"

(ভা ১।১৮।১২)

কৃষিবৎ অবিশ্বাস্য ও অনিশ্চিত ফলজনক এই যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ কর্ম্মকাণ্ডের ধূম্ররাশিতে আমাদের দেহ ধূম্রবর্ণ অর্থাৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমরা ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা দুঃখই লাভ করিতেছিলাম। বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মে যে মহান্ পরিশ্রম, তাহার ফল প্রাকৃত নশ্বর কীর্ত্তিময় সম্পদ্ (ভা ১২।১।৩৫); কিন্তু ভগবদ্-

গুণানুবাদ শ্রবণ-ফলে নিত্যসত্য বস্তু সাক্ষাৎ ভগবানেরই স্মৃতিলাভ ঘটে। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সেই শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দের মকরন্দ পান করাইতেছেন।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের দ্বারা শ্রীব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণসেবা-বিমুখ ব্যক্তিগণের সৌক্ষ্য, সাবিত্র, দৈক্ষ্য ত্রিগুণিত জন্ম, ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত, যজ্ঞাদি কর্ম্মের দক্ষতা ও বহু অভিজ্ঞতাকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার প্রদান করিলেন (ভা ১০।২৩।৩২)।

পূর্ব্বে শ্রীব্যাসদেব যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগের কথা কত উৎসাহের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারকালে বলিলেন,—মুহুর্মুহুঃ কামলোভাদিহত ব্যক্তির পক্ষে শ্রীমুকুন্দের সেবা যেরূপ মঙ্গলকর, যোগাদি পন্থা সেরূপ নহে।

নিজকৃত ব্রহ্মসূত্রে, পুরাণাদি শাস্ত্রেও তিনি জ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন ; কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারকালে বলিলেন,—বিন্দুমাত্রও জ্ঞানের অনুশীলন না করিয়া ভাগবত-মহত্তের পদাশ্রিতকে অবস্থিত হইয়া যিনি সাধুগণের মুখ-বিগলিত ভাগবতী কথা কায়মনোবাক্যে সংকারপূর্ব্বক জীবনধারণ করেন, এতদ্ব্যতীত আর অন্য কিছুই করেন না, তাঁহা-দ্বারাই অজিত ভগবান্ বশীভূত হন। ভক্তি ব্যতীত কখনই জ্ঞান সিদ্ধই হইতে পারে না। যাঁহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য বৃথা পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের চেষ্টা কেবল শস্যহীন তুষের অবঘাতের ন্যায় নিষ্ফল (ভা ১০।১৪।৪)।

তিনি পূর্ব্বে বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রে দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ প্রভৃতির অপরিহার্য্যতা জ্ঞাপন করিয়া তৎপরিশোধনার্থ বহুপ্রকার বিধি ও অনুষ্ঠানের তালিকা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারকালে বলিলেন,—যে ব্যক্তি সর্ব্বাত্মা-দ্বারা শ্রীমুকুন্দের শরণাগত হইয়া সমস্ত কৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কখনও দেব, ঋষি, পিতৃ-প্রভৃতির ঋণে ঋণী নহেন, তিনি তাঁহাদের কিঙ্করই নহেন, তিনি শ্রীমুকুন্দের দাস ; তিনি কেন দেবতা-ঋষি-পিত্রাদির নৈষ্কর্ম্য করিতে যাইবেন (ভা ১১।৫।৪১) ?

শ্রীব্যাসদেব পূর্ব্বে পুরাণাদি-শাস্ত্রে অসংখ্য পাপের অসংখ্য প্রকার প্রায়শ্চিত্তের বিরাট্ তালিকা দিয়াছিলেন ; তাহার উপর ভিত্তি করিয়া কত কত বিপুল স্মৃতিশাস্ত্র রচিত ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারকালে এত বিধান, এত ব্যাপার—সব নাকচ করিয়া দিয়া বলিলেন,—যিনি শ্রীবিষ্ণুর ন্যায় অন্য দেবতার প্রতি ভক্তিবিশিষ্ট নহেন, সেইরূপ ভগবৎসম্বন্ধি-ভক্তের যদি কোনরূপ বিরুদ্ধ কার্য্যও দৈবাৎ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়স্থিত শ্রীহরি সমস্ত দূরীভূত করিয়া থাকেন ; তাঁহার বিরুদ্ধ কর্ম্মের আচরণের জন্য কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না (ভা ১১।৫।৪২)।

শ্রীব্যাসদেব পুরাণাদি শাস্ত্রে এবং তৎসঙ্কলিত বেদে বিভিন্ন দেবতা-উপাসনার কথা প্রচার করিয়াছিলেন ; কিন্তু ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারকালে বলিলেন,—উহা বিমুখ-মোহনের জন্যই বিবৃত হইয়াছে। যেমন পাকস্থলীতে আহার প্রদান করিলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুষ্ট ও প্রাণ রক্ষিত হয়, যেরূপ বৃক্ষের মূল-দেশে জল সেচন করিলে পত্র, পুষ্প, ফল—সকলই সঞ্জীবিত থাকে, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তি করিলেই সমস্ত দেবতা, ঋষি, পিতৃ, পিতামহ-প্রভৃতি সন্তুষ্ট থাকেন। অন্য দেবতা মৃত্যুমোচক নহেন ; সুতরাং তাঁহারা স্বতন্ত্র-ভাবে ভাগবতগণের আরাধ্য নহেন (ভা ৪।৩১।১৪)।

শ্রীব্যাসদেব বিভিন্ন পুরাণাদিতে পিতৃ-শ্রাদ্ধাদির প্রশংসা ও তদকরণে অনিবার্য্য নরক-প্রাপ্তির কথা পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারকালে বলিলেন,—শ্রীভগবন্নামনিষ্ঠ ও শ্রীমুকুন্দে শরণাগত ব্যক্তিগণের ঐসকল কার্য্যে সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। শরণাগত ব্যক্তি ঐ-সকল কার্য্য না করিলে তাঁহার কোন প্রত্যবায় হইবে না। শ্রীব্যাসদেব পূর্ব্বে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য-প্রভৃতি ঋষির কত প্রশংসা করিয়াছেন ! কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারকালে বলিলেন,—ঐ-সকল ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রচারক ঋষি কিছুই জানেন না। তাঁহাদের মতি বিভ্রান্ত, তাঁহারা দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়াছেন। তাঁহারা নামসঃকীর্ত্তনরূপ শ্রেষ্ঠ ভাগবত ধর্ম্মকে জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত গুরু, বহ্বৃচ ও সাম এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদির দ্বারা উহাদের পুষ্পিত বাক্যেই অপহৃতচিত্ত ছিল ; তাই তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদির দ্বারা বিস্তৃত, বহু কষ্টসাধ্য দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি আড়ম্বরযুক্ত কর্ম্মযজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; সুখসাধ্য নামকীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই (ভা ৬।৩।২৫)।

শ্রীব্যাসদেব সর্ব্বত্র পঞ্চবিধা মুক্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়াছেন; কিন্তু ভাগবতধর্ম্মের প্রচারের প্রারম্ভেই বলিলেন,—মুক্তিবাঞ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৈতব।

শ্রীব্যাসদেব এইরূপ একমুখে দুই কথা বলিলেন কেন? পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে জগদ্‌গুরু, লোকশিক্ষক, মহাজন, শাস্ত্র-কর্ত্তা, আচার্য্য-প্রভৃতি বলিয়া প্রশংসা করিলেন, সেই জৈমিনি, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য-প্রভৃতি শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষি, আচার্য্য, জগদ্‌গুরু ও মহাজনকে ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারকালে বলিলেন,—ইঁহারা মহাজন নহেন; ইঁহারা দৈবী মায়ার দ্বারা বিমোহিত ব্যক্তি; ইঁহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ হয় নাই। মনু, যাজ্ঞবল্ক্যাদির শিষ্যসম্প্রদায় শ্রীব্যাসদেবকে সম্মুখে পাইলে হয় ত' প্রহার করিতেন অথবা সেই শ্লোকটীর পূর্ব্বাপর কথার যখন সঙ্গতি নাই, তখন তাঁহার প্রচারিত কথার কোনটীরই মূল্য নাই—এইরূপ বলিতেন। এখনও আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়—"শ্রীব্যাসদেবের প্রচার্য্য বিষয়ের মধ্যে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি নাই; তাঁহার কথা আমরা মানিব না। আমরা বেদ ও উপনিষদের কথা মানিব।"

কিন্তু বেদের সঙ্কলনকর্ত্তাও যে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বেদের সার-সঙ্কলন-পূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তের সূত্র-রচনাকারী যে সেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন, আর ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য-নির্ম্মাণকারীও যে সেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন। অনুরূপ যদি তাঁহার প্রচারের মধ্যে আপাত-সঙ্গতিহীনতা দর্শন করিয়া বঞ্চিত হয়, হউক; যদি তাঁহার শ্রীভাগবতধর্ম্ম-প্রচারে একবার মূল-প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে জ্যোতিষ, ভূগোল, ছন্দাদির অসঙ্গতি দেখিয়া জগতের আধ্যক্ষিক-সমাজ বঞ্চিত হয় হউক, তাহাতে বাস্তব-সত্যের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। যাঁহারা বাস্তব সত্যের উপাসক হইবেন, তাঁহারা কণ্টকের মধ্য হইতেই গোলাপ আহরণ করিয়া অভীষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে পারিবেন।

"যে লাগি' কহিতে ডর, সে যদি না জানে।
ইহা বই কি বা সুখ আছে ত্রিভুবনে?"

(চৈ চ আ ৪।২৩৬)

তবে কি শ্রীব্যাসদেব শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারের পূর্ব্বে বিভিন্ন শাস্ত্রে যে-সকল কথা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ বৃথা প্রলাপ-মাত্র? পূর্ব্বে তিনি যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা, আত্মানাত্ম-বিবেকের কথা, নৈতিক ধর্ম্মের কথা, বিভিন্ন দেবতা-ভজনের কথা বা উপাসনা ও পুরুষার্থ-লাভ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন পাপের বিভিন্ন প্রায়শ্চিত্তাদি-বিধানের কথা, গৃহস্থ-ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা কি সবই শুদ্ধে ঘৃতাহুতিবৎ হইয়াছে? উহাদ্বারা কি জীবজগতের কোন কল্যাণ হয় নাই বা হইবে না?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে—শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্মের প্রচারের পূর্ব্বে শ্রীব্যাসদেবের যে-সকল প্রচার, তাহারও তত্তদধিকারীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। জগতের সকলেরই এক অধিকার নহে। শ্রীব্যাসদেব শক্ত্যাবেশ-অবতার। তিনি ব্রহ্ম-প্রমাদ-পূর্ণ বদ্ধজীব নহেন। ভগবদ্-ইচ্ছাতেই তিনি জগতের বিভিন্ন অধিকারীর উপযোগী ঐ-সকল উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। জীবের বিভিন্ন অধিকারে ও অধিকারোচিত উপদেশ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য-অনুযায়ী শুদ্ধপাদপদ্ম লাভ হয় এবং শুদ্ধদেবের শ্রীমুখ হইতে সেইরূপ উপদেশও পাওয়া যায়। আমাদের চিত্ত-বৃত্তি-অনুসারে গুরু, শাস্ত্র ও ইষ্টদেব অবতীর্ণ হন—ইহা পরম সত্য। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ-প্রভৃতি বিষয়-বিগ্রহের অবতার যেরূপ জীবের চিত্তবৃত্তি-অনুসারে হয়, সেইরূপ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও তদ্মুখনিঃসৃত শব্দ-প্রমাণরূপ বাণীরও অবতার তদানীন্তন জীবজগতের চিত্ত-বৃত্তির অবস্থা বা অধিকারানুযায়ীই হইয়া থাকে। আমরা যখন অত্যন্ত তমোগুণে আক্রান্ত থাকি, অথচ আমাদের মধ্যে যদি ঈষৎ সত্ত্বাশ্রয়দ্বিৎসা ক্ষণিকভাবে উদিত হয়, তখন শ্রীভগবান্ আমাদের অধিকারানুযায়ী গুরুদেব প্রেরণ করিয়া আমাদিগের তাৎকালিক অধিকারে যাহাতে ক্রমিক মঙ্গল লাভ করিতে পারি, সেইরূপ রজোগুণোদ্দীপক উপদেশাবলী শ্রবণ করাইয়া থাকেন। কখনও বা আরও কিঞ্চিৎ উন্নত অধিকারে মিশ্রসত্ত্বের উপদেশ কীর্ত্তন করেন। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব বা নির্গুণা শুদ্ধভক্তির উপদেশ জীবের ভাগ্যে সহজে লাভ হয় না। কারণ, সেইরূপ জীবের সংখ্যা জগতে সুবিরল। আর সেইরূপ উপদেশ জগতে প্রচারিত হইলেও উহা ধারণ করিবার উপযোগী আধার না থাকায় হয় ঐ উপদেশ ব্যর্থ হয়, না হয় বিকৃতভাবে গৃহীত হয়।

কখনও কখনও পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গের বা আচার্য্যবৃন্দের উপদেশের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর অসঙ্গতি, আবার

কখনও কখনও বা প্রকৃতই পরস্পর-বিরোধমান আচার-ব্যবহার, সিদ্ধান্তসমূহ দৃষ্ট ও শ্রুত হয়। সাধারণ জীব ইহার সঙ্গতি করিতে না পারিয়া দিশাহারা হইয়া পড়ে। এই-সকল ক্ষেত্রে 'কেহ মরে, কেহ তরে'। কিন্তু শাস্ত্র ইহারও সমাধান করিয়াছেন। তবে সেই সমাধান স্থির শিষ্যের হৃদয়েই স্থান লাভ করিতে পারে। আমাদের বিভিন্ন অধিকারে আমরা বিভিন্ন গুরু ও তদনুযায়ী উপদেশ লাভ করি, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সেই-সকল উপদেশকে অধিকারোচিত বলিয়া বরণ না করিয়া উহাদিগকে সার্ব্বভৌম সত্য বলিয়া স্থাপন করিতে গেলে অবৈধ গোঁড়ামি হইয়া যায়। এক ব্যাসদেবেরই রচিত বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন প্রকার, এমন কি, পরস্পর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ উপদেশ ও সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। শ্রীব্যাসদেব কোনও কোনও শাস্ত্রে ত্রিপুণ্ড্র ধারণের বিধি দিয়াছেন; কোথাও বা বলিয়াছেন,—যে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়ে তাহাকে দর্শন করিলে সচেল-গঙ্গা-স্নান করিতে হইবে। কোথাও বলিয়াছেন,—বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা কণ্ঠলগ্ন শ্রীতুলসীমালা ধারণ করিবেন। আবার তিনিই অন্যত্র প্রচার করিয়াছেন—স্নান ও শৌচাদিকালে যদি তুলসীমালার ধৌতজল পদদেশে পতিত হয় বা অপবিত্র স্থানে তুলসীকে লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে নরকভোগ করিতে হইবে। সুতরাং কেবল অর্চ্চনাদি সময়েই তুলসী-মালা ধারণ করা কর্ত্তব্য। তাই, শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে কেবল অর্চ্চনকালে তুলসীর মালা-ধারণের বিধি দৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীরামানন্দিসম্প্রদায়ের সাধকগণ সর্ব্বক্ষণ অর্থাৎ শৌচাদিকালেও কণ্ঠলগ্ন তুলসীমালা পরিত্যাগ করেন না। শ্রীমথুরায় প্রয়াগঘাটে পণ্ডিত শ্রীপরাণুল আচার্য্য-শাস্ত্রী এই প্রবন্ধ-লেখককে সর্ব্বক্ষণ তুলসীমালা-ধারণের প্রতিপক্ষে শ্রীব্যাসদেব-রচিত প্রায় একশতটি প্রমাণ-শ্লোক প্রদর্শন করিয়াছিলেন; আবার এই প্রবন্ধ-লেখক শ্রীক্ষেত্রে শ্রীবলরাম কোট-নামক এক শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ের মঠে কণ্ঠে সর্ব্বক্ষণ তুলসীমালা-ধারণের অনুকূলে পুরাণের বহু বহু বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। সাধারণ লোক শ্রীব্যাসদেবের এইরূপ পরস্পর বিরোধী বাক্য শ্রবণ করিয়া হয় ত' নাস্তিক হইয়া পড়িতে পারে; কিন্তু এই উভয় প্রকার বাক্যের মধ্যে যে অধিকার-বিচার আছে, তাহা অনেকেই অনুভব করিতে পারেন না।

এখন এই অধিকার কাহাকে বলে, বুঝা আবশ্যক। বাস্তব-সত্য-বরণে ও গ্রহণে চিত্তবৃত্তির যে বিভিন্ন অবস্থা ও তারতম্য, তাহাই বিভিন্ন অধিকারের দ্যোতক। যে চিত্ত হইতে অন্যাভিলাষ যতটা দূরীভূত হইয়াছে, সেই চিত্তের অধিকার ততটা পরিশুদ্ধ ও উন্নত। যখন আমরা অত্যন্ত অন্যাভিলাষী, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, জীবহিংসা, কূটি-নাটি, দম্ভ অহঙ্কার, ভক্তিশৈথিল্য, অনাদর-প্রভৃতি অনর্থের দ্বারা অভিভূত থাকি, তখন আমাদের নিকট সেইরূপ অধিকারোচিত গুরুদেবই ভগবৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তদধিকারোচিত উপদেশ প্রদান করেন। আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকিলেও "সমশীলা ভবন্তি বৈ" ন্যায়ানুসারে প্রায় সমজাতীয় ব্যক্তিই একসঙ্গে মিলিত হই। বহু ভাগ্যক্রমে উহার মধ্যে দুই-একজন লোকোত্তর চিত্তবৃত্তি ও অধিকার লইয়া কখনও কখনও উপস্থিত থাকিতে পারেন। সেইরূপ দুই-একজন দুর্লভ ব্যক্তি ঐরূপ সঙ্ঘে থাকিবার অভিনয় করিয়া এবং ঐরূপ সঙ্ঘের অধিকারোচিত উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়াও তাঁহার নিজস্ব সত্তা ও চিত্তবৃত্তিকে পৃথক্ রাখিতে পারেন। হয় ত' সেইরূপ লোকোত্তর অধিকারীর জন্য কখনও কখনও শ্রীগুরুদেবের মুখে দুই-একটী লোকোত্তর বাণীও প্রকাশিত হয়; কিন্তু তাহা সঙ্ঘের সাধারণ পর্য্যায়ের অধিকারিগণ ধারণাই করিতে পারেন না। কেহ কেহ বা উহার বিকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন। অন্যাভিলাষের অধিকারিগণ জাকজমক, ঐশ্বর্য্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার ছবিগুলিকেই আদরের সহিত বরণ করিয়া ঐ-জাতীয় আচার ও প্রচারকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' বলিতেছেন,—

"তদেব পরমার্থিগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্য ইত্যাশয়েনাহ,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥

(ভা ৫।৫।১৮)

'সমুপেতঃ' সম্প্রাপ্তো 'মৃত্যুঃ' সংসারো যেন তম্; অত উক্তং শ্রীনারদেন (ভা ১।৫।১৪),—'অতস্ত্বয়ি ধর্ম্ম-

কৃতেঽনুশাসতঃ, স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।' ইত্যাদি। তস্মাৎ তাবদেব ভেতব্যং গুর্ব্বাদিব্যবহারো যাবৎ মৃত্যুমোচকং শ্রীগুরুচরণং নাশ্রয়ত ইত্যর্থঃ।" (ভ ন, ২১০ অনুচ্ছেদ)

অতএব ব্যবহারিক গুরু-প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াও পরমার্থী গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—এই অভিপ্রায়েই শ্রীঋষভদেব নিজ পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন,—যিনি সংপ্রাপ্ত-সংসার বন্ধনকে (অর্থাৎ যাহাকে জড়াসক্তি গ্রাস করিয়াছে—এইরূপ ব্যক্তিকে) উদ্ধার করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন' নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন, সেই জননী 'জননী' নহেন, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন এবং সেই পতি 'পতি' নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের "সেই গুরু 'গুরু' নহেন" এই শ্লোকের প্রসঙ্গে সর্ব্ব-জীব-গুরু শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিচরণ শ্রীব্যাসদেবের প্রতি শ্রীনারদের "ত্বংশিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ" (ভা ১।৫।১৫) শ্লোকটী উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, **মহাভারতের কাম্যকর্ম্মময় বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ কর্ম্মকাণ্ডের উপদেষ্টা গুরু শ্রীব্যাসদেব-সম্বন্ধেও ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণীয়** অর্থাৎ শ্রীব্যাসদেবের পূর্ব্ব-প্রচারিত কাম্যকর্ম্মাদি ব্যবহারিক উপদেশের গুরুত্ব বা আচার্য্যত্ব তাবৎকালেই স্বীকার্য্য, যে-কাল পর্য্যন্ত সংসাররূপ মৃত্যুমোচক পরমার্থী শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়-লাভ না হয়। শ্রীপুরুষোত্তমের লীলাস্মরণ-নিষেবন ব্যতীত সংসার-দুঃখ-পীড়িত জীবের মৃত্যু হইতে মোচনের আর উপায় নাই। শ্রীভগবানের সেই লীলাস্মৃতিতে যিনি সর্ব্বদা সমুদ্ধ করিয়া দেন, তিনিই মৃত্যুমোচক শ্রীগুরু-পাদপদ্ম।

অনেকে ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কিংবা সামাজিক ও নৈতিক অভ্যুদয়ের কামনা লইয়া রাজসিক ও তামসিক মতের জনবল বৃদ্ধি করে। ঐরূপ জনবলের মূলমন্ত্র হয়—'খাট, খাও'; আর উহার সঙ্গে যদি অন্যান্য দ্রব্য যথা—লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, তবে ত' সোনায় সোহাগা হইয়া পড়ে। এই চিত্তবৃত্তি লইয়া যে জনবল গঠিত হয়, তাহাতে রজোগুণেরই প্রাবল্য দেখা যায়। তৎফলে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ও পরছিদ্রানুসন্ধান অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। পরচর্চ্চা করিতে গেলে বাক্যবাগীশতার ও অনেক ছল-যুক্তির প্রয়োজন হয়; তখনই তাঁহারা 'কোন্ চোখ দিয়া দেখিবে? কোন্ কাণ দিয়া শুনিবে?'—এই-সকল ছল-যুক্তি, বাগ্‌বিতণ্ডার জালবিস্তার অথবা কর্ণ-রসায়ন নানাপ্রকার শব্দের বুলি, তোষামোদ বা খুশামুদ, ছানার ডালনা-প্রভৃতি উৎকোচপ্রদানের দ্বারা পরপক্ষকে নিরস্ত ও নীরব করেন। এইরূপ যজ্ঞ শুদ্ধভক্তের যজ্ঞ নহে। এইরূপ সঙ্ঘের প্রচারও শুদ্ধভক্তির প্রচার নহে। এইরূপ Union Board বা Confederacyর যে প্রচার, তাহাতে পাওয়া যায়—(১) শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে পরচ্ছিদ্রানুসন্ধান; (২) ঐহিক অভ্যুদয় যথা—প্রতিযোগিতামূলক বর্ণাশ্রমলিঙ্গাদি-ধারণ; (৩) প্রতিষ্ঠাশা ও সেই আশার বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীসঙ্গী ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গিগণের নয়া নিন্দা করিতে করিতে তাহাতে সমাধি-লাভ এবং তৎফলে মন্ত্রদেবাদির ন্যায় শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগৌরপার্ষদগণকেও স্ত্রীসঙ্গিরূপে প্রদর্শনের চেষ্টা, শ্রীধামের চরণে অপরাধ যথা—শ্রীশ্রীগুরুবর্গের নিত্যারাধ্য বসতিস্থলকে 'বিকৃত নামে' প্রচার বা সেই নামের প্রতি পর্য্যন্ত অসহিষ্ণুতা; (৪) নিজকৃত রাজসিকী ও তামসিকী ভক্তির দম্ভময় ও দর্পময় অনুষ্ঠানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুদ্ধ-ভক্তিযাজন বলিয়া অভিমান এবং সেইরূপ ভক্তির আচরণ করিয়া 'ভক্ত'-প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য প্রয়াস; তৎফলেই প্রতিযোগিতামূলক কাঠামর উচ্চচূড়া-দর্শনের অভিলাষ এবং ঐ-সকলের ভিত্তির অভ্যন্তরে, গাত্রে, শীর্ষদেশে প্রস্তর-ফলকস্থাপন; সাময়িক সংবাদপত্রের স্তম্ভে আত্মকৃত ভক্তাভিমানিত্বের প্রচার অথবা সভাসমিতিতে স্বীয় গুণ-কীর্ত্তন-শ্রবণের পিপাসা, গুরু-গৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-প্রাপ্তির ছলে স্বীয় মান ও কার্য্যের প্রশংসাকে চির অমর করিবার অভিলাষ-প্রভৃতি উপশাখাদমূহ দৃষ্ট হয়; (৫) রাজসিকী ও তামসিকী ভক্তিকে বাক্‌চাতুর্য্যের দ্বারা শুদ্ধভক্তি বলিয়া স্থাপনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সাংখ্যমতকে ও আত্মানাত্ম-বিচারকেও শুদ্ধভক্তি বলিয়া স্থাপনের প্রয়াস দৃষ্ট হয়; (৬) এই অভিযানের জন্য যে-সকল সেনাপতি ও সৈন্যগণ প্রস্তুত হন, তাঁহাদের মধ্যে নীরোগ বক্তার একান্ত অভাব। কৃত্রিম-ভাবে কোন ইন্দ্রিয়-বিশেষের সাময়িক নিরোধকারীকে নীরোগ বলা যায় না। নাগা বা নেহাং-এর দল নীরোগ নহে; তাহারা পূর্ণ সরাগ। সুতরাং সরাগবক্তা যখন প্রচারক সাজিয়া রাজস-তামস-ভক্তির বা সাংখ্যমতের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া জয়যাত্রায় বাহির হ'ন, তখন কামাল্‌কাটকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের

তথাকথিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারের অভিযান-পরিচালনার স্বপ্ন হৃদয়ে থাকিলেও তাঁহারা খেলুচিস্থানে গিয়া পথ হারাইয়া ফেলেন। সেই সময় যদি কেহ তাঁহাদিগকে লুচিস্থানের পথ প্রদর্শন করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা সেইরূপ ব্যক্তিকে শত শত আশীর্ব্বাদ-মণ্ডিত করিয়া লুচিস্থানের আধিপত্যের পরিবর্ত্তে ও দর্ত্তে তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রদর্শক গুরুর সঙ্গ গ্রহণ করেন এবং এইভাবে বহুলোকের ধর্ম্মপ্রদর্শক সাজিয়া (Darwin) ডারউইন সাহেবের দ্বারা সম্ভাবিত বিকল্পে নর জাতি-বিশেষের স্বভাবসিদ্ধ দলপতিত্ব-লাভের ন্যায় গোষ্ঠ্যানন্দিত্ব গ্রহণ করেন। লুচিস্থানের অধিকার-লাভের সর্ত্তে যে-সকল সৈন্য সংগৃহীত হয়, তাহা লইয়া পুনরায় যে সঙ্ঘ বা সৈন্যদল সংগঠিত হয়, তাহাদের বহুরূপী অন্যাভিলাষের রসদ যোগাইতে গিয়া লুচিস্থানের সাম্রাজ্য বন্ধক দিতে হয়। ইহাতে সেই-সকল ধর্ম্মপ্রদর্শকের দল ফেউলিয়া হইয়া, কেহ বা মনের দুঃখে বনে গিয়া বহুরূপী রংতোরাম সাজেন, কেহ বা বিপক্ষের দলে যোগদান করেন, কেহ বা পূর্ব্বনিন্দিত আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া, সখী-ভেকী, স্মার্ত্ত, শ্রীসঙ্গী, গৃহব্রত-প্রভৃতির দলে প্রবেশ করেন। সুতরাং কখনও কামাস্কাটকা, কখনও বা মার্কিণ-দেশ, জাপান, চীন পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তি প্রচার করিবার মধ্যে কেবল রংতোরামের দেশ-পর্য্যটনের স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ঐ-সকল দেশে রাজসিকী ও তামসিকী ভক্তির প্রচার আরও বিপুলভাবে আছে দেখিয়া শুদ্ধভক্তির প্রচারকের অন্নাধারপকারী এবং তদ্দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র সাম্রাজ্যাধিকার-লাভের স্বপ্ন-দর্শনকারী 'আলনাস্তার' অবশেষে মনের দুঃখে বনে পুনরাগমন করিয়া তথায় পূর্ব্বনিখিত শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার বিপদি উন্মোচন করেন। ইহাই তথাকথিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারের বিপুল উদ্যমের অমানুষী আশা-ভরসার চরম পরিণতি।

অতএব যে জগৎ রজস্তমো-গুণাক্রান্ত পশুবৎ চিত্তবৃত্তির উন্মাদনায় উন্মত্ত, সেই জগতের নিকট শুদ্ধভক্তির প্রচারের স্বপ্ন আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। শুদ্ধভক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ; উহা জগদ্গত সুলভ সম্পদ্ নহে। তাহা হ্লাদিনী-দূতের বিশেষ কৃপায় কেহ কোন ভাগ্যে লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন; আর শ্রীহ্লাদিনীশকীশ্বর শ্রীবদান্যাবতার-মূর্ত্তি মহাবদান্যাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিশেষ ইচ্ছায় তাঁহারই আবির্ভাবিত গোষ্ঠীর মধ্যে জগতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রকাশিত হয়।

শ্রীক্ষেত্রের কতিপয় সাম্প্রদায়িক মঠ

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মঠ

১। **গোবর্দ্ধন-মঠ**—শ্রীশঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য বালিসাহী পল্লীতে সমুদ্রতীরে এই মঠ স্থাপন করেন। ইহাতে শঙ্করাচার্য্যের একটি শ্বেতপ্রস্তরময়ী মূর্ত্তি এবং তাঁহার গাদি বিরাজমান আছে। বর্ত্তমান মঠাধীশের নাম—শ্রীভারতীকৃষ্ণ তীর্থ। ইহারা বলেন যে, ইহাদের ইষ্টদেব শ্রীগোপাল। বস্তুতঃ শঙ্কর-সম্প্রদায়ে শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় উহা সাত্বত-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত-সম্মত নহে।

স্বধামগত মধুসূদন তীর্থ যখন গোবর্দ্ধনের মঠের মঠাধীশ ছিলেন, তখন আমরা গোবর্দ্ধনমঠে একটি বিপুল গ্রন্থাগার (হস্তলিখিত পুঁথির) দর্শন করিয়াছিলাম। "বৈষ্ণব-মহত্ত্ব-সমাহৃতি"-গ্রন্থের ১ম সংখ্যায় গোবর্দ্ধন-মঠের গ্রন্থাবলীর বিস্তৃত তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে।

২। **গোপালতীর্থ-মঠ**—ইহা পুরুষোত্তম বা পুরীর রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষের সন্নিকটে অবস্থিত। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কোন গোপালতীর্থের দ্বারা ইহা স্থাপিত। বর্ত্তমান মঠাধীশের নাম—শ্রীমাধবানন্দ তীর্থ। ইহাদের মূল অভীষ্টদেবতা শ্রীভুবনেশ্বরী।

৩। **শঙ্করানন্দ-সরস্বতী-মঠ**—এই মঠ গোপালতীর্থ-মঠের কিছু দূরে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যের পুরেরী মঠের শঙ্করানন্দ-সরস্বতী এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পূর্ব্ব-মঠাধীশ সচ্চিদানন্দ-সরস্বতী কোন কারণে ভুবনেশ্বরে অবস্থান করিতেছেন। বর্ত্তমান মঠাধীশের নাম—শ্রীবালানন্দ

সরস্বতী। এই মঠের অধীশ্বরকে শ্রীনৃসিংহদেব বলিয়া ইহারা বলেন।

৪। **শিবতীর্থ-মঠ**—এই মঠ গোপালতীর্থ-মঠের নিকটেই অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে ইহার অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায়। বর্ত্তমান মঠাধীশ—শ্রীজগন্নাথ-তীর্থ দেবল ব্রাহ্মণের উপর পূজার ভার অর্পণ করিয়া বৃন্দাবনধামে অবস্থান করিতেছেন, শুনিতে পাওয়া গেল।

৫। **মহীপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মঠ**—হরচণ্ডীসাহী-পল্লীতে এই মঠ অবস্থিত। বর্ত্তমান মঠাধীশের নাম—শ্রীমহা-শিবপ্রকাশ ব্রহ্মচারী।

৬। **লক্ষ্মীতন্ত্র-মঠ বা নসুলি-মঠ**—ইহা পুরীর লক্ষ্মীবাজারের মধ্যে অবস্থিত। কেহ কেহ ইহাকে 'দশনামী মঠ' বলেন। কথিত হয় যে, এই মঠের নিয়মানুসারে পুরুষাঙ্গ ছেদন করিতে হয়। বর্ত্তমান মঠাধীশের নাম—শ্রীবনবিহারী পুরী।

শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মঠ

১। **এমার মঠ**—নামান্তর শ্রীরাজগোপাল-মঠ বা শ্রীশ্রীনিবাসকোট। পুরীর সমস্ত বৈষ্ণব-মঠের মধ্যে এই মঠ ঐশ্বর্য্য-গৌরবে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা শ্রীজগন্নাথের সিংহদ্বারের পূর্ব্ব-দক্ষিণদিকে অবস্থিত। বর্ত্তমান মঠাধীশের নাম—শ্রীগদাধর-রামানুজদাস।

২। **দক্ষিণপার্শ্ব শ্রীরামদাস-মঠ**—শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণদ্বারের সম্মুখে অবস্থিত। বর্ত্তমান মঠাধীশ—শ্রীজগন্নাথ-রামানুজদাস।

৩। **দক্ষিণপার্শ্ব শ্রীরাঘবদাস-মঠ**—শ্রীবৃদ্ধ অরক্ষিত-নামক শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসিদ্ধ ভক্ত এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান মঠাধীশ—শ্রীরঘুনাথ-রামানুজদাস।

৪। **উত্তরপার্শ্ব-মঠ**—শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের উত্তরদ্বারের সম্মুখে অবস্থিত। বর্ত্তমান মঠাধীশ—শ্রীগোবিন্দ-রামানুজদাস।

৫। **শ্রীমালি-মঠ**—উত্তরপার্শ্বমঠের সন্নিকটে অবস্থিত। বর্ত্তমান মঠাধীশ—শ্রীনরহরি-রামানুজদাস।

৬। **রেবজা-মঠ**—এই মঠ উত্তরপার্শ্বমঠের নিকটে অবস্থিত। বর্ত্তমান মঠাধীশ—শ্রীকমলনয়ন-রামানুজদাস।

৭। **সমাধি-মঠ**—কালিকাদেবীসাহী-পল্লীতে অবস্থিত। বর্ত্তমান মঠাধীশ শ্রীবিশ্বসেন রামানুজদাস। পূর্ব্বে শ্রীমদ্-বাসুদেব-রামানুজদাসজী এই মঠে অবস্থান করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—শ্রীজয়রামদাস-নামক এক প্রাচীন বৈষ্ণব দ্বাদশীদিবসে সমাধি-মগ্ন হইয়া দশমী-দিবস পর্য্যন্ত সমাধিস্থ থাকিতেন। তাঁহারই নামানুসারে উক্ত মঠের নাম সমাধি-মঠ হইয়াছে।

৮। **পণ্ডিত-মঠ**—কুণ্ডাই-বেণ্টসাহী পল্লীতে অবস্থিত। বর্ত্তমান মঠাধীশ—শ্রীব্রজবিহারী-রামানুজদাস।

৯। **সিদ্ধ-মঠ**—দোলমণ্ডপসাহী পল্লীতে অবস্থিত। ইহার মঠাধীশ পূর্ব্বোক্ত শ্রীকমলনয়ন-রামানুজদাস।

১০। **জিয়রস্বামি-মঠ**—বালিসাহী পল্লীতে অবস্থিত। মঠাধীশ—কলাহারী শ্রীবাসুদেব-রামানুজদাস।

১১। **রঙ্গামা-মঠ**—সুয়ারসাহী পল্লীতে অবস্থিত। মঠাধীশ—শ্রীনৃসিংহাচারী রামানুজদাস।

১২। **কট্‌কী-মঠ**—মার্কণ্ডেশ্বরসাহী পল্লীতে অবস্থিত। মঠাধীশ—শ্রীদামোদর-রামানুজদাস।

১৩। **শ্রিমাচ্ছত্র**—বড়দাণ্ডে পুলিস সেক্সনের নিকট অবস্থিত। শুনা গেল, বর্ত্তমানে ইহার কোন মহান্ত নাই।

১৪। **নৃসিংহাচারি-মঠ**—বালিসাহী পল্লীতে অবস্থিত। এই মঠের মঠাধীশগণ বিবাহিত গৃহস্থ। বর্ত্তমান মঠাধীশ—শ্রীজগন্নাথ-সম্পৎকুমার আচারী।

১৫। **বেঙ্কটাচারি-মঠ**—ইহাও বালিসাহী পল্লীতে অবস্থিত এবং এই মঠের মঠাধীশগণও বিবাহিত গৃহস্থ। বর্ত্তমান মঠাধীশ—শ্রীজগন্নাথ বেঙ্কটকুমার আচারী।

কথিত হয় যে, দক্ষিণদেশে শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রতি-ষ্ঠিত যে আটটি গাদি আছে, তাহার মঠাধীশগণ যথাক্রমে পাঁচজন বিরক্ত ও তিনজন গৃহস্থ। উক্ত তিনজন গৃহস্থ শ্রীবৈষ্ণবের মধ্যে দুইজন গৃহস্থ শ্রীবৈষ্ণবের বংশধর শ্রীনৃসিংহাচারী ও শ্রীবেঙ্কটাচারী মঠের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের প্রত্যেক মঠেই শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান আছেন।

শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ের মঠ

শ্রীরামানুজ হইতে দ্বাদশোত্তর অষ্টাদশরূপে শ্রীরামানন্দের আবির্ভাব হয়। শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী অধস্তন-গণের এক পক্ষ শ্রীরামানন্দকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার কল্পনা করিয়া শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়কে একটী পৃথক্ সম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। আবার অপর এক পক্ষ শ্রীরামানন্দকে শ্রীরামাংশাবতার বলিলেও শ্রীরামানুজাচার্য্যের অধস্তনাচার্য্যরূপে শ্রীরামানন্দের আম্নায়পরম্পরা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হিন্দি-ভক্তমাল-রচয়িতা নাভাদাস ও বার্ত্তিক-প্রকাশকার শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী। বার্ত্তিক-প্রকাশে শ্রীরামানুজ হইতে শ্রীরামানন্দ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ক্রমে গুরুপরম্পরা প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১) শ্রীরামানুজাচার্য্য, (২) গোবিন্দ, (৩) কুরেশ, (৪) পরাশর, (৫) নিরবাদ্য যোগী, (৬) লোকাচার্য্য, (৭) দেবাধিপাচার্য্য, (৮) শৈলেশ, (৯) বরবরমুনি, (১০) পুরুষোত্তম, (১১) গঙ্গাধর, (১২) সদাচার্য্য, (১৩) রামেশ্বর, (১৪) ধারানন্দ, (১৫) দেবানন্দ, (১৬) ভাবানন্দ, (১৭) ক্রতানন্দ, (১৮) নিত্যানন্দ, (১৯) পূর্ণানন্দ, (২০) শ্রীরানন্দ, (২১) হরিয়ানন্দ, (২২) রাঘবানন্দ ও (২৩) রামানন্দ।

বার্ত্তিক-প্রকাশকার বলেন,—মুন্সি তুলসীরামজী, প্রতাপ-সিংহজী এবং ডাঃ এইচ্ এইচ্ উইলসন্ প্রভৃতি লেখকগণ শ্রীরামানন্দকে শ্রীরামানুজ হইতে যে 'সপ্তম' বলিয়াছেন [(১) শ্রীরামানুজাচার্য্য, (২) শ্রীদেবাচার্য্য, (৩) শ্রীহরিয়ানন্দ, (৪) শ্রীরাঘবানন্দ, এবং (৫) শ্রীরামানন্দস্বামী]. তাহাতে মধ্যবর্ত্তী আচার্য্যগণের নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, উক্ত লেখকগণ কেবল 'ভক্তমালে'র মূল দোঁহার উপর নির্ভর করিয়াই ঐরূপ গুরুপরম্পরা লিখিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সাম্প্রদায়িক আম্নায়-লিপি-পরম্পরা দর্শন করেন নাই।

শ্রীরামানুজের প্রচারিত উপাস্য, মন্ত্র, আচার ও সিদ্ধান্তাদি হইতে শ্রীরামানন্দের তত্তদ্বিষয়ক সিদ্ধান্তে পার্থক্য পরি-লক্ষিত হয়। শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ে সীতা-রামের উপাসনা এবং গলদেশে সর্ব্বক্ষণ শ্রীতুলসীমালাধারণ, ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসাদির পরিবর্ত্তে শ্বেতকৌপীন বহির্ব্বাসাদি-ধারণ প্রভৃতি আচার দৃষ্ট হয়। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ বৈষ্ণবগণই সন্ধ্যা-বন্দনাদিকালে শ্রীতুলসীর মালা ধারণ করেন, সর্ব্বক্ষণ ধারণ করেন না। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবমঠের পরেই শ্রীরামানন্দি সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হয়; তৎপরে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মঠের সংখ্যা; তৎপরে শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীবিষ্ণুস্বামি-মঠের সংখ্যা গণনা করা যাইতে পারে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ মঠ পুরীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। নিম্নে শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ের মঠের একটী তালিকা সঙ্কলিত হইল।

১। **বড়ছাতা-মঠ**—শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তর-দিকে অবস্থিত। বর্ত্তমান মহান্তের নাম—শ্রীঅনাদি দাস।

২। **ছাউনী-মঠ**—সিংহদ্বারের সংলগ্ন দক্ষিণে অব-স্থিত। মহান্ত—শ্রীভগবান্‌দাস।

৩। **বলরামকোট**—ইহা পূর্ব্বে আচার্য্য-মঠের অন্তর্গত ছিল। তিন পুরুষ পূর্ব্বে (বর্ত্তমান মহান্তের পরমগুরু) ইহা রামানন্দি-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। তখন এই মঠে শ্রীনৃসিংহ-শালগ্রাম পূজিত হইতেন। বর্ত্তমানে সেই শ্রীনৃসিংহ-শালগ্রাম পূজিত হইতেছেন এবং শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ শ্রীমূর্ত্তিও আছেন। বর্ত্তমান মহান্ত—শ্রীরামচন্দ্র দাস। ইনি পণ্ডিত ব্যক্তি। ইনি এইসকল তথ্য প্রদানে সৌজন্য-প্রদর্শন ও সহায়তা করিয়াছেন।

৪। **সান-(ছোট)ছাতা-মঠ**—এখানে শ্রীসীতারাম-বিগ্রহ পূজিত হ'ন। মহান্ত—শ্রীগঙ্গাদাস।

৫। **পাপড়িয়া-মঠ**—ইহা পুরীর বর্ত্তমান রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে অবস্থিত। এখানে শ্রীসীতারাম-শ্রীবিগ্রহ আছেন। এই মঠের মহান্ত বারম্বাই দাড়িয়া খালসার (অযোধ্যেতর) শ্রীমহান্ত; তাঁহার নাম—শ্রীমহান্তরাম-রতন-দাস। দক্ষিণদেশীয় পাপড়িয়া শ্রীজগন্নাথদাসের নামানুসারে এই মঠের ঐরূপ নাম হইয়াছে। উক্ত শ্রীজগন্নাথদাস সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও মহাপ্রাণ সাধু ছিলেন। অযোধ্যে-দলের প্রথাদি-পূর্ণ পাড়ী দেখিলেই তিনি বলিতেন—'সাধু খিলাও"। শুনা যায়, একবার উড়িষ্যাতে বার বৎসর বৃষ্টি হয় নাই। তিনি তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্র বৃষ্টি ও উত্তম ফসল হইয়াছিল; এজন্য সাধারণের নিকট খুব প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। রামানন্দি-সম্প্রদায়ের ভাগবত ইহার কণ্ঠস্থ ছিল। ইহার সহিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। ইনি শ্রীল ভক্তিবিনোদকে কুম্ভমেলা দর্শনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

৬। **কৌশল্যাদাস-মঠ**—মন্দিরের দক্ষিণ দরজার নিকট অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম; মহান্ত—শ্রীমধুসূদনদাস।

৭। **পাঞ্জাবী-মঠ**—ঘাসিসাহী পল্লীতে অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম ও লক্ষ্মণ। মহান্ত—শ্রীবলরামদাস।

৮। **মবলদাস-মঠ**—সোলখণ্ডসাহীতে অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম। মহান্ত—শ্রীভাগবতদাস।

৯। **অজিরা-ছাতা**—সোলখণ্ডসাহীতে অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম। বর্ত্তমানে বড়ছাতার অধীন। মহান্ত—শ্রীঅনাদি দাস।

১০। **দশাবতার-মঠ**—শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরের নিকটে অবস্থিত। মূল শ্রীবিগ্রহ—দশাবতার-মূর্ত্তি। এই মঠ বড়ছাতার অধীন। মহান্ত—শ্রীঅনাদি দাস।

১১। **শ্রীপকরামানন্দীয় দিগম্বর বৈঠক**—(প্রচলিত নাম—বড়-আখড়া বা দিগম্বর-আখড়া) সিংহদ্বারের নিকট অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীসীতারাম। মহান্ত—শ্রীরাম-দয়াল দাস।

১২। **শ্রীপকরামানন্দীয় নির্ম্মোহী বৈঠক**—শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরের নিকট অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম। মহান্ত—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস।

১৩। **শ্রীপকরামানন্দীয় নির্ব্বাণী বৈঠক**—শ্রীগুণ্ডিচা-বাড়ী যাইবার পথে চন্দনপুকুরের নিকটে অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম। মহান্ত—শ্রীসীতারাম দাস।

১৪। **শ্রীপকরামানন্দীয় মহানির্ব্বাণী বৈঠক**—বড় দণ্ডের নিকট অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম। মহান্ত—শুনা যায়, পতিত হইয়াছেন।

১৫। **শ্রীপকরামানন্দীয় নিরালম্বি-বৈঠক**—শ্রীগুণ্ডিচা-বাড়ীর নিকট অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম। মহান্ত—শ্রীগঙ্গাদাস।

১৬। **শ্রীপকরামানন্দীয় খাকী (বিভূতি) বৈঠক**—শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরের নিকট অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—সীতারাম। মহান্তের কোন নাম পাওয়া যায় না, শুনা যায় পতিত।

১৭। **বলগণ্ডিছাতা**—শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ীর পথে বল-গণ্ডির নিকট অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম। মহান্ত—শ্রীমনোহর দাস।

১৮। **মণিরাম-মঠ**—পুরীর রাজপ্রাসাদের নিকট কুণ্ডাই-বেণ্ট্‌সাহী পল্লীতে অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রী-সীতারাম। মহান্ত—শ্রীপরমেশ্বর দাস।

১৯। **গুণ্ডুসর-মঠ**—কুণ্ডাই বেণ্ট্‌সাহী পল্লীতে অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম। বড়ছাতা মঠের মহান্ত শ্রীঅনাদি দাস এই মঠেরও মহান্ত।

২০। **সুন্দররাম-মঠ**—কুণ্ডাই-বেণ্ট্‌সাহী পল্লীতে অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম। মহান্ত—ইন্দ্রমণি দাস।

২১। **জুয়া-মঠ**—পূর্ব্বোক্ত মঠের নিকটেই অবস্থিত। মহান্ত—শ্রীরামচন্দ্র দাস।

২২। **মলুকচৌরা-মঠ**—স্বর্গদ্বারে অনন্ত-শয়নের নিকট অবস্থিত। এখানে শ্রীবিদুরের মূর্ত্তি আছেন। মহান্ত—কলাহারী শ্রীরাজারাম দাস।

২৩। **বড়সন্ত-মঠ**—মার্কণ্ডেশ্বরসাহীতে অবস্থিত। মহান্ত—শ্রীমনোহর দাস।

২৪। **হরিজখণ্ডি-মঠ**—শ্বেতগঙ্গার নিকট অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীজগন্নাথ-লক্ষ্মী, শ্রীনৃসিংহ-শালগ্রাম। দক্ষিণদেশে ইহার অনেক শাখামঠ আছে। ইহা খুব অর্থশালী মঠ। মহান্ত—শ্রীরামনারায়ণ দাস।

২৫। **স্বর্গদ্বার-ছাতা**—এই মঠ স্বর্গদ্বারে অবস্থিত। এখানে একটি বিল্ববৃক্ষ আছে। মহান্ত—শ্রীসীতারাম দাস। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম-সাময়িক ওঙ্কার-মন্ত্রজপকারী অতি প্রাচীন এক তাপস এই স্থানে বাস করিতেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত বৃদ্ধ তাপসের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি তথায় উক্ত তাপসকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন (১৭ই জানুয়ারি, ১৯০৩ খৃঃ)।

২৬। **পুরুষোত্তমহর-ছাতা**—পুরীর প্রাচীন রাজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের নিকট। মহান্ত—শ্রীলক্ষ্মণ দাস।

শ্রীরামানন্দী জমায়েৎ-সম্প্রদায়ের মঠ, আশ্রম বা অবস্থানের বিভিন্ন নাম পরিদৃষ্ট হয়, যেমন,—আখড়া, বৈঠক, ছাতা প্রভৃতি। একাধিক মহান্তবিশিষ্ট জমায়েতের নাম—খালসা; নাগাগণের অবস্থানের স্থানের নাম—আখড়া; তাহা কখনও কখনও 'বৈঠক', 'আদালত' প্রভৃতি নামেও খ্যাত হয়। আখড়াতে যিনি মহান্ত হইবেন, তিনি

নির্ব্বাচিত মহান্ত। বিভিন্ন মঠের মঠাধীশ মহান্তগণ এই মহান্তকে নির্ব্বাচন করিবেন। আগন্তুক মহান্তগণের ছায়াযুক্ত অবস্থানের নাম—'ছত্র' বা 'ছাতা'।

শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মঠ

১। **শ্রীরাধাবল্লভ-মঠ**—সিংহদ্বারের বরাবর পূর্ব্বদিকে বড় রাস্তার উপর অবস্থিত। মঠের উপরের, নীচের ও বহির্ভাগের অধিকাংশ গৃহই ভাড়া দেওয়া হয়। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। মহান্ত—শ্রীরাধাচরণ দাস।

২। **শ্রীরামজী-মঠ**—চূড়কদাহী পল্লীতে অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। মহান্ত—শ্রীবলরাম দাস।

৩। **চিকিটি-মঠ**—বালিসাহী পল্লীতে বারাহিদেবীর নিকট। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। মহান্ত—শ্রীরঘুনাথ দাস।

৪। **দুঃখিস্থাম-ছাতা**—লোকনাথ-রোডে অবস্থিত। মহান্ত—শ্রীপরমেশ্বর দাস।

শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের মঠ

১। **বিষ্ণুস্বামি-আখড়া**—শ্রীমার্কণ্ডেয় সরোবরের নিকট অবস্থিত। এখানে শ্রীমহাবীর বা শ্রীবজ্রাঙ্গজীর শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান। পূর্ব্ব মহান্তের নাম—শ্রীরামদাস। বর্ত্তমানে কোন মহান্ত নাই বলিয়া শুনা যায়।

মহান্ত-নির্ব্বাচন

ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে পুরীর মঠের মহান্তগণ ইচ্ছাপত্র বা উইল সম্পাদন করিয়া তাঁহাদের অবর্ত্তমান মহান্তের নির্ব্বাচন করিয়া যান। কিন্তু যদি কোন কারণে পূর্ব্ব মহান্ত ইচ্ছাপত্র সম্পাদন না করেন, অথবা পূর্ব্ব মহান্ত ইচ্ছাপত্র সম্পাদন করা সত্ত্বেও যদি তাঁহার মনোনীত অবর্ত্তমান ভক্তিবিরুদ্ধ আচার বা কোনরূপ অভক্তিপর কার্য্য-কলাপ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে চতুঃসম্প্রদায়ের সন্ত ও মহান্তগণ সমবেত হইয়া পূর্ব্ব মহান্তের নির্য্যাণের ত্রয়োদশ দিবসে যাহাকে যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া মস্তকে শ্রীগুরু-খের প্রসাদী পট্টবস্ত্র বন্ধন করিয়া দিবেন, তিনিই মহান্ত হইবেন। অনেকক্ষেত্রে পূর্ব্বমহান্তের উইল পর্য্যন্ত সন্ত ও মহান্তগণের নির্ব্বাচনের নিকট রদ হইতে দেখা গিয়াছে; অর্থাৎ চতুঃসম্প্রদায়ের সন্ত ও মহান্ত-গোষ্ঠীর নির্ব্বাচনই বলবত্তর হয়।

ওজন ও অনুকরণ

আরবী ভাষায় 'রজন্' শব্দের অর্থ 'পরিমাপ করা'। বহির্ম্মুখ মানবমাত্রেরই 'পরিমাপ' করার বুদ্ধি ও অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি বদ্ধমূল নিসর্গরূপে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতিকে যিনি যত অধিক পরিমাণে পরিমাপ ও তাহার অনুকরণ করিতে পারেন, তিনি জগতে তত অধিক বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত বলিয়া প্রচারিত হ'ন। প্রকৃতিকে পরিমাপ ও তাহার অনুকরণ করিবার বুদ্ধির মধ্যে এতটা মাদকতা রহিয়াছে যে, সেই মাদকতার বশীভূত হইয়া মানব অপ্রাকৃত বস্তুরও পরিমাপ ও অনুকরণ করিবার ধৃষ্টতা করে। মানব প্রকৃতিকেই পরিমাপ করিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, প্রকৃতির অনুকরণ করিতে গিয়া তাহার অষ্টপাশে আবদ্ধ হয়; আর অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে পরিমাপ ও অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতে গেলে যে তাহার কি দশা হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; তথাপি অপ্রাকৃত-বস্তুকে পরিমাপ ও অনুকরণ করাই বহির্ম্মুখতার চিরন্তন স্বভাব।

ওজন বা পরিমাপ করিবার যন্ত্র মানবের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক, যে মস্তিষ্ক প্রকৃতির মাল-মশলার দ্বারা নির্ম্মিত। মস্তিষ্কের তৌলদণ্ডে যাহা ওজন করা যায়, তাহা সবই 'প্রাকৃত'। আবার প্রাকৃত সকল ব্যাপারও সকলের মস্তিষ্কের তৌলদণ্ডে পরিমাপ করিবার সমান যোগ্যতা নাই। আবার সমস্ত প্রাকৃত-বস্তুও মস্তিষ্কের তৌলদণ্ডে ওজন করা যায় না। পৃথিবীতে কত পরিমাণ ধূলিকণা আছে, তাহার ওজন এপর্য্যন্ত প্রাকৃত মস্তিষ্ক করিতে পারে নাই। প্রাকৃত মস্তিষ্ক রুদ্র-শক্তি হইতে গুণ করিয়া 'আপেক্ষিক বোমা' বা পাশুপতাস্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে সত্য, কিন্তু পৃথিবীতে কতগুলি অণু-পরমাণু, ত্রসরেণু অবস্থিত

রহিয়াছে বা কোন সময় উহার কতগুলির আবির্ভাব-তিরোভাব হইতেছে তাহা এখন পর্য্যন্ত ওজন করিতে পারে নাই। এখনও পর্য্যন্ত প্রাকৃত মস্তিষ্ক কোন জীবকে জীবনীশক্তি দান ক'রতে পারে নাই, কেবল জীবনীশক্তি হরণ করিবার কৌশল আবিষ্কার করিতেছে। সুতরাং মস্তিষ্কের তৌলদণ্ডে প্রাকৃত-বস্তুসকলও সম্পূর্ণভাবে ওজন করা যায় না। প্রাকৃত মস্তিষ্কের তৌলদণ্ড ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু গড়িতে পারে না; আর রক্ষা করিতে ত' পারেই না। অথচ সেই মস্তিষ্ক অপ্রাকৃতকে পরিমাপ করিবার জন্য স্পর্দ্ধা ক'রয়া থাকে,—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা।

লঘু মানব গুরু-নরোত্তমকে ওজন ক'রতে চাহে। দুরমানবের পরিভাষায় যাঁহারা 'মহামানব' বা 'অতি-মানব', তাঁহাদিগকেও ওজন করিবার পূর্ণ শক্তি মানবে দৃষ্ট হয় না: আর যাঁহারা মহাপুরুষ বা পুরুষোত্তমের কারবার, তাঁহাদিগকে ওজন করিবার ও অনুকরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি জগতে উদিত হইলে তাঁহার যে পতন অবশ্যম্ভাবী, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। অনেক সময় আমরা মুখে লঘু বা হীন অভিমান করিয়া গুরু বা প্রভুকে ওজন করিয়া থাকি। মুখে দৈন্যের আবরণ দিয়া, আনুগত্যের কাচ কাচিয়া, অন্তরে সর্ব্বক্ষণ গুরু-বস্তুকে ওজন করি এবং গুরুর উপদেশের আনুগত্য না করিয়া তাঁহার সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র আচরণের অবৈধ অনুকরণ করি; ইহার ফল যে কি বিষময়, তাহা লোকশিক্ষক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নিজ পার্ষদের দ্বারা লীলা করাইয়া শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীশ্রীল রায়-রামানন্দ প্রভুকে ওজন করিবার লীলা দেখাইয়াছিলেন; [redacted] রামচন্দ্রপুরী গুরুদেব শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে ওজন করিতে গিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরকে পর্য্যন্ত ওজন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি করিয়াছিলেন! যেখানে ওজন করিবার বুদ্ধি, সেখানে গুরুবুদ্ধি নাই, প্রীতির কথা ত' না-ই। মহা-ভাগবতের শ্রীগুরুপাদপদ্ম একমাত্র প্রীতির পাত্র,—এইরূপ জ্ঞান ও অনুভব যাহার নাই, তাহারই মধ্যে ওজন ও অনুকরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়। মহাভাগবতের ক্রিয়ামুদ্রা মাপিতে গেলে মায়ার অন্তকূপে পতিত হইতে হয়। প্রীতির পাত্রের প্রতি 'মাপা'-বুদ্ধি থাকিতে পারে না। মহাভাগবতের ক্রিয়ামুদ্রা শ্রীরুক্মিণীদেবী-প্রমুখ ঈশ্বরগণের মাপিয়া নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি বা যুক্তির দ্বারা উহাদিগকে মাপিতে গেলে তথায় প্রীতি বা আরাধনা-দেবী দূরে পলায়ন করেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপ্রভু ঈশ্বরগণের সম্বন্ধে যে কএকটী উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে ওজন ও অনুকরণ প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত ব্যক্তিরই পরমমঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা আছে। 'পরমমঙ্গল' বলিতে 'প্রেমভক্তি', আর 'অমঙ্গল' বলিতে অপরাধ, জড়কারাগার বা সংসার। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন,—

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥
কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ তানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো॥

(ভা ১০।৩৩।২৯-৩২)

অগ্নি সর্ব্বভুক্ হইয়াও যেরূপ দোষভাক্ অর্থাৎ অপবিত্র হ'ন না, তদ্রূপ সমর্থবান্ তেজস্বী পুরুষদিগেরও ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-প্রতিম ও জীবের পরিমিত বুদ্ধির অতীত কার্য্যে যে সাহস দৃষ্ট হয়, তাহা দূষণীয় নহে। প্রশ্ন হইতে পারে,—'তাহা হইলে শ্রেষ্ঠগণ যাহা আচরণ করেন, অন্যান্য ব্যক্তি তাহারই অনুগমন করিয়া থাকে,—এই ন্যায়ে অসমর্থগণও ত' সমর্থগণের অনুকরণ করিতে বাধিত হইবে?' তদুত্তরে বলিতেছেন,—'ঈশ্বর ব্যতীত ঐরূপ আচরণ কেহ দেহের দ্বারা দূরে থাকুক, মনের দ্বারাও কখনও করিবেন না।' রুদ্র ব্যতীত অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ বিষ পান করিলে যেরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, মূঢ়তাহেতু যদি কেহ ঈশ্বরের আচরণের অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হয়। তাহা হইলে কিরূপে সদাচারের প্রমাণ পাওয়া যাইবে? সাধুগণের আচারই ত' সদাচার? যদি সাধুগণের আচরণেরই অনুবর্ত্তন করিতে না পারা গেল, তবে ত' 'সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন'-কথাটি বৃথা হইয়া যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন,—'ঈশ্বরগণের'বাক্য বা উপদেশই সত্য; তাঁহাদের আচরণ কখনও কখনও তদ্রূপ। অতএব যে-যে আচরণ তাঁহাদের

উপদেশের অধিকন্তু, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাই আচরণ করিবেন। সাধক জীবের প্রতি ঈশ্বরগণের যে-সকল উপদেশ, সেইসকল উপদেশের বিরুদ্ধ কোন আচরণ সাধক-জীব কখনই অনুষ্ঠান করিবেন না। বুদ্ধিমান্ হইয়া ঈশ্বরের উপদেশের অবিরুদ্ধ আচরণ করিতে হইবে, উহার অন্ধ অনুকরণ বা ঈশ্বরগণের প্রতিযোগী ভাবিয়া তদ্রূপ আচরণ করিতে গেলে পতন ও অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। প্রশ্ন হইতে পারে,—'ঈশ্বরগণ এইরূপ সাহসিক কার্য্য অর্থাৎ জীবের পরিমিত বুদ্ধির অতীত, ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত আচরণ কেন করেন? তাঁহারা উহা না করিলেই ত সাধক-জীবের কোনপ্রকার অসুবিধা হয় না?' তদুত্তরে বলিতেছেন,—'ঈশ্বরগণের জন-সংগ্রহার্থ যে ধর্ম্মানুষ্ঠান, তদ্দ্বারা ইহলোকে বা পরলোকে কোন স্বার্থ নাই এবং ধর্ম্মবিপর্য্যয় অর্থাৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় অধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাও কোনপ্রকার অনর্থ উৎপন্ন হয় না।'

প্রশ্ন হইতে পারে,—'এইরূপ অবস্থায় ঈশ্বরকল্প মহাপুরুষগণের জগতে না আসিলেই বা ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? আর তাঁহাদের বাক্য ও আচরণের মধ্যে যখন পার্থক্য, তখন সেইরূপ আচারহীন উপদেষ্টার দ্বারা জগতের কি কল্যাণ হইতে পারে? বরং মহাজনের বাণীতে ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচারে দেখা যায়,—

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

"আপনে আচরে কেহ, না করে' প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার' 'প্রচার'—নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥"

(চৈ চ অ ৪।১০২-১০৩)

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে—অতিমর্ত্য মহাপুরুষগণ যদি জগতে অবতীর্ণ না হইতেন, তবে শ্রীভগবানের বাণী কীর্ত্তিতই হইতে পারিত না এবং ভগবদ্রাজ্যের সংবাদও আর কেহ বহন করিয়া আনিতে পারিতেন না; জীবের অনাদিবিস্মৃতা কিছুতেই দূরীকৃত হইত না; শ্রীভগবানের কৃপা জগজ্জীবের নিকট পৌঁছিত না। অতিমর্ত্য মহাপুরুষগণ পরতত্ত্বের দূত। পরতত্ত্বের কৃপা একমাত্র তাঁহাদিগকেই বাহন করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, এজন্য তাঁহারা ঈশ্বর। তাঁহাদের এই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের নামই 'ভক্তি' বা তাঁহাদিগকে গুরুরূপে বরণ। যাঁহারা পরতত্ত্বের দূতকে, কৃপার বাহনকে ঈশ্বর বা প্রেষ্ঠতম আত্মা বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বরণ করেন, তাঁহারাই গুরুপ্রেষ্ঠাত্মা হইয়া অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ ও প্রেমভক্তির অধিকারী হইতে পারেন। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ঈশ্বরে—দেবতায়, গুরুতে বা আত্মাতে অর্থাৎ প্রীতির পাত্রে কখনও 'মাপা'-বুদ্ধি আসিতে পারে না। তাঁহার আচরণগুলি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপর; তাহা বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়সুখতাৎপর্য্যপর অথবা মস্তিষ্কের যুক্তি বা তৌলদণ্ডের সঙ্গতিপর হইবে,—এইরূপ নহে। লোকশিক্ষক-লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'স্ত্রী-পরশ হইলে আমার হইত মরণ' (চৈ চ অ ১৩।৮৫)—এই উক্তিতে একরূপ শিক্ষা; আবার অন্য সময় অন্য আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। আদিবক্তা এক স্ত্রীলোক প্রভুর স্কন্ধে পদার্পণ করিয়া শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করিতেছিলেন; তখন গোবিন্দ ঐ স্ত্রীকে নামাইতে চেষ্টা করিলে মহাপ্রভু তাহাকে নিবারণ করিলেন; তখন আর স্ত্রী স্পর্শের আশঙ্কা বা নীতি নাই। প্রভুর এই দুই শিক্ষাই শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপর; মস্তিষ্কের বিচারে মহাপ্রভুর উক্ত বাক্যে ও আচরণে পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে।

একদিকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাক্যে—'রাজদর্শন বিষ-ভক্ষণ-সম'; "বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহেন নির্জ্জনে। স্বপ্নেও না করেন তেঁহো রাজদরশনে॥" (চৈ চ ম ১০।৮) অথচ সেই বিষয়ীর পুত্রকে 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'-নীতি-অনুসারে আলিঙ্গন অথবা মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রকেই পরবর্ত্তিকালে আলিঙ্গন—আপাত-দৃষ্টিতে নিজ বাক্যের বিরুদ্ধ আচরণ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ভক্তভাবাঙ্গীকার-লীলাকারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐ আচরণ যে শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য-লীলাপর, তাহা মাপবুদ্ধি বা ওজন-করা বুদ্ধির লোক ধরিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিবক্তা নারীর স্পর্শ বা বিষয়ী রাজার স্পর্শ হয় নাই। তিনি যে স্ত্রী ও বিষয়ীর আকার হইতে সাধক-জীবকে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন, সেই আকারই শ্রীমন্মহাপ্রভু দর্শন করেন না। তিনি দেখিয়াছেন—আদিবক্তা অর্থাৎ 'আদি' বা 'শৃঙ্গার' রসের ঘনীভূতা গোপীর আকার। তাই গোপীর বিরহ-অভিমানে

তাঁহার পদস্পর্শ-লাভ ও শ্রীরামসুন্দর-মুরলীবদন শ্রীগোপীনাথের নয়নোৎসব বিধান করাইয়াছেন। তিনি বিষয়ী রাজার পুত্রের আকার দর্শন না করিয়া শ্যামলবরণ কিশোর-বয়স পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তিতেই উদ্দীপ্ত হইয়াছেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গনকালেও বিষয়ী রাজার আকার দর্শন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানকারিণী বিরহ-তপ্তা গোপীগণের স্ফূর্তিতেই বিভাবিত হইবার লীলা প্রকট করিয়াছেন। সুতরাং বাহিরের আকার দেখিয়া যাহারা ওজন করিবে বা উহার অনুকরণ করিতে যাইবে, সেই-সকল অনীশ্বরগণের মৃত্যু অনিবার্য্য। শ্রীরাম রায়ের দেব-দাসী-সেবার আকার দেখিয়া কিন্তু শ্রীরাম-রায়ের চিত্তবৃত্তি বুঝিতে না পারিয়া শ্রীপ্রদ্যুম্ন-মিশ্র যে ওজন করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সাধক-জীবের প্রতি শিক্ষার আলোকস্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শ্রীরাম-রায়—ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরের অনুকরণ করিতে গেলে অনীশ্বরগণের পতন অনিবার্য্য। শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—

"যদিহা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি তাহার বন্দ্য কহিলুঁ তোমারে॥"

(চৈ ভা অ ৬।১২৩)

সেই শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্য তাঁহার প্রভু ও ঈশ্বর শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে যেমন ওজন করেন নাই, তেমন অনুকরণও করেন নাই। অনুকরণ করার নাম শ্রীগুরুপাদানুসরণ বা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন নহে। ঈশ্বরকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ওজন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইলেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তিও হয়। গুরুদেবের অনুকরণ করা অর্থে তাঁহার সহিত পাল্লা দেওয়া, আপনাকে তাঁহার সমকক্ষ অর্থাৎ তাঁহারই ন্যায় ঈশ্বর বলিয়া কল্পনা করা; ইহা অপেক্ষা অপরাধ আর নাই। কেহ কেহ মনে করেন ও প্রচার করেন যে, তাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীগুরুবর্গের সমকক্ষ মনে না করিলেও দুর্ব্বলতাবশতঃ গুরুদেবের বাক্য অপেক্ষা আচরণের অধিক অনুকরণপ্রিয় হইয়া পড়েন। কেহ বা অজ্ঞতাক্রমে ঈশ্বরগণের আচরণের অনুকরণকারী হন। বস্তুতঃ ইহা দুর্ব্বলতা নহে, ইহা অপরাধের পরিপক্ক ফল। অন্তরে অন্তরে ঈশ্বরের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র আচরণকে পরিষ্কার করিতে গিয়া যে অপরাধের বীজ বিষবৃক্ষরূপে পল্লবিত হইতে থাকে, তাহা মহতের স্বতন্ত্র ও সাহসিক আচরণের অনুকরণের প্রতীক হইয়া বহুদিনের সুদৃঢ় ভিত্তিযুক্ত সেবাসৌধের বিরাট্ আকারকেও ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। এজন্য শ্রীগুরুদেব পুনঃ পুনঃ মহতের বাক্যের অবিরুদ্ধ আচরণকে অনুবর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু বাক্যের বিরুদ্ধ স্বতন্ত্র সাহসিক আচরণকে অনুকরণ করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীগৌরহরি "এক রামা-নন্দের হয় এই অধিকার। তা'তে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার॥" (চৈ চ অ ৪।৪২)—এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর শ্রীরামানন্দের আচরণ অনীশ্বরগণকে ওজন ও অনুকরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

মহতের এইপ্রকার বাক্য ও স্বতন্ত্র আচরণের মধ্যে যে পরস্পর পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা আচারহীন প্রচার বা সরাগ-বক্তার পরোপদেশে পাণ্ডিত্য নহে। ইহার দ্বারা মহতের ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রত্ব, গুরুত্ব ও প্রভুত্বই মুক্ত-প্রগ্রহ-বৃত্তিতে প্রকাশিত হয়। 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ' যিনি, তিনিই প্রভু, তিনিই গুরু, তিনিই ঈশ্বর। যদি মহতের দ্বারা এইরূপ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা প্রকাশিত না হইত, যদি তিনি ক্ষুদ্র জীবের বা শিষ্যের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের বিচারের আসামীই হইতেন, তবে তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলা যাইত না, তিনি মায়িক জীবমাত্র হইতেন; কিন্তু তিনি মায়াধীশের দূত, তিনিও মায়ার অতীত। তাঁহাকে মাপা যায় না। 'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'। মহতের ক্রিয়ামুদ্রা মাপা যায় না। বিরাটের অংশাংশেকেই সম্পূর্ণ মাপা যায় না, আর যিনি বিরাটের অতীত তাঁহাকে মাপিবার দুষ্টতা করিতে গেলে মায়াজালে বদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু পৃথিবীতে ইহার অপব্যবহার হইতে পারে ও হইয়া থাকে। যাহারা 'ঈশ্বর' নহে, সেইসকল ব্যক্তিও ঈশ্বরের কাচ কাচিয়া ও অনুকরণ করিয়া সাহসিক স্বতন্ত্র আচরণ করিয়া থাকে। ঐ সকল তাহাদের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলক; উহাতে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধান নাই। ঐসকল ময়ূরপুচ্ছধারী বিষ্ঠাভোজী বায়সের স্বরূপ প্রকাশিত হইতে বেশী দিন লাগে না।

অজ্ঞ শরণাগত ব্যক্তি মঙ্গল লাভ করিতে পারে, কিন্তু ওজনকারী ব্যক্তি কখনই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না;

সে অপরাধী, নাস্তিক হইয়া পড়ে, অথবা অনুকরণকারী ভণ্ড হইয়া যায়। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন জগতের জীবকে একটী মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

অধমজনের যে আচার যেন ধর্ম।
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে' সেই কর্ম॥
কৃষ্ণ কৃপায়ে সে ইহা জানিবারে পারে।
এ-সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে'॥
সবে ইথে দেখি এক মহাপ্রতিকার।
সবারে করিব স্তুতি বিনয়-ব্যবহার॥
অজ্ঞ হই' লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহাজনবচন॥
তবে কৃষ্ণ তা'রে দেন হেন-দিব্যমতি।
সর্ব্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয়ে কতি॥

(চৈ ভা অ ৯।৩৮৮-৯২)

স্বধামে

কটকের স্বনামধন্য দেওয়ান বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র মহাশয় প্রায় ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার কটকস্থ ভবনে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৪) প্রাতে স্বধাম গমন করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-রাজসভার সেবক-সঙ্ঘের প্রতি দেওয়ান বাহাদুরের শ্রদ্ধা ও সৌজন্যের অনেক পরিচয় আমরা পাইয়াছি। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুন-মাসে সঙ্গোষ্ঠী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের প্রাণধন শ্রীক্ষীরচোরা-গোপীনাথ-দর্শনার্থ শ্রীরেমুণায় শুভ বিজয় করিয়াছিলেন ; সেই সময় দেওয়ান বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র বালেশ্বর-হরিসভায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রদ্ধাভরে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি তখন বালেশ্বরের পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ছিলেন। সঙ্গোষ্ঠী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ দেওয়ান বাহাদুরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কটকের কাঠজুড়ি-নদীর তীরস্থ তাঁহার ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই-মাসে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অনুগমনে আমরা কটকে সমন করিলে দেওয়ান বাহাদুর শ্রীহরিকথা-বিস্তারার্থ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেওয়ান বাহাদুরের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় শ্রীমন্মহাভারতের অনুবাদও শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হয়। তিনি সজ্জন, বিদ্যোৎসাহী ও দেবদ্বিজে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ছিলেন।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

শ্রীগুরুদেবকে দীক্ষিত শিষ্য 'গুরুশ্রেষ্ঠ' বলিয়া বন্দনা করিলে কোনও প্রকার তত্ত্ববিরোধ হয় কি না ?

শ্রীদীক্ষাগুরুদেবকে 'শ্রীশ্রীরূপানুগবর' বলা হয়। শ্রীশ্রীরঘুনাথ-শ্রীশ্রীজীবাদি পূর্ব্ব শ্রীগুরুবর্গকে 'শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর' বা 'শ্রীরূপানুগবর' নামে অভিহিত করা মহাজন-রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। দীক্ষাগুরুদেবকে যদি শ্রীরূপানুগবর অর্থাৎ শ্রীরূপের অনুগতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে, তবে 'গুরুশ্রেষ্ঠ' অর্থাৎ তাঁহার গুরুদেবের প্রিয়তম শিষ্য বলা যাইবে না কেন ?

উত্তর

শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে 'গুরুশ্রেষ্ঠ' বলিয়া স্তব করিলে তাঁহার স্তবনীয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য গুরুরই অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় এবং ভক্ত ব্যক্তি গুরু নহেন, তিনি 'গুরুশ্রেষ্ঠ' বৈষ্ণব, ইহা বুঝা যায়। শ্রীগুরুদেব—'বিষ্ণুপাদ' ; তিনি 'শ্রীপাদ' অর্থাৎ বৈষ্ণবকোটির অন্তর্গত নহেন।

শ্রীউপনিষদেও (শ্বেতাশ্ব ৬।২৩) শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের সহিত অভিন্নবিচারেই কীর্ত্তিত হইয়াছেন,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।"

শ্রীভগবানে যেরূপ পরা ভক্তি বর্ত্তমান, শ্রীগুরুদেবে তাঁহার তদ্রূপই পরা ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই এইসকল শ্রুতির তাৎপর্য্য কীর্ত্তিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

(ভা ১১।১৭।২৭)

হে উদ্ধব! আচার্য্যকে মৎস্বরূপ জানিবে, তাঁহাকে কখনও মনুষ্যবুদ্ধিতে অসূয়া করিবে না; শ্রীগুরু সর্ব্বদেবময়।

—এই শ্লোকটী শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২১১ অনুচ্ছেদ) উদ্ধার করিয়া শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন যে, "স্বগুরৌ কর্ম্মিভিরপি ভগবদ্দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ"। শুদ্ধভক্তের কা কথা, কর্ম্মিগণের দ্বারাও নিজ-নিজ গুরুতে ভগবদ্দৃষ্টি কর্ত্তব্য, ইহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে, কর্ম্মিগণের স্ব স্ব গুরুর প্রতি নিত্য ভগবদ্দৃষ্টি থাকে; শুদ্ধভক্তের স্বীয় গুরুর প্রতি যে ভগবদ্দৃষ্টি করিতে হইবে, ইহাই 'বৈকুণ্ঠিক-ন্যায়ে' এই শ্লোকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ কর্ম্মের সিদ্ধিতে অর্থাৎ ফল-লাভে স্বর্গাদি-লোকে স্বর্গার্থ-কাম-ভোগকালে কর্ম্মি-গুরুর প্রতি নিত্য ভগবদ্দৃষ্টি থাকে না। ঐ শ্লোকটী ব্রহ্মচারিগণের ধর্ম্মনির্ণয়-প্রসঙ্গে পঠিত হইয়াছে।

"অতঃ সুতরামেব পরমার্থিভিস্তাদৃশে গুরাবিত্যাহ, (ভা ৭।১৫।২৬)—

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥"

(ভ স ২১২ অনু)

কর্ম্মিগণই যখন গুরুতে ভগবদ্দৃষ্টি করিবেন, তখন পরমার্থিগণ ত' অবশ্যই গুরুতে ভগবজ্জ্ঞান করিবেন। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—জ্ঞানপ্রদীপ-প্রদাতা গুরু সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ; যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি করে, তাহার সমস্তই হস্তিস্নানতুল্য ব্যর্থ হয়।

শ্রীচরিতামৃতেও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীভাগবত-সিদ্ধান্তের অনুরূপে বলিয়াছেন,—

"যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

(চৈ চ আ ১।৪৪-৪৫)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীচৈতন্যের 'দাস' হইলেও শ্রীচৈতন্যের 'প্রকাশবিগ্রহ'। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণদাস বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাস। শ্রীগুরুদেবকে 'শ্রীচৈতন্যদাস' বলিলে লোকে তাঁহাকে জীবতত্ত্ব মনে না করেন ('জীবের স্বরূপ হয়, কৃষ্ণের নিত্যদাস'—এই বিচারে), তজ্জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিলেন,—শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যের 'প্রকাশবিগ্রহ' অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞক-তত্ত্ব; তবে তিনি 'শক্তিতত্ত্ব', 'শক্তিমত্তত্ত্ব' নহেন। কিন্তু শক্তিতত্ত্ব হইলেও শ্রীগুরুদেবকে 'বৈষ্ণব' বলা যায় না; তিনি—'স্বরূপশক্তি'। শ্রীবিষ্ণুর আশ্রিত মুক্ত জীবই 'বৈষ্ণব'; আর শ্রীভগবৎ-পরিকর—'স্বরূপশক্তি'। স্বরূপশক্তি ঠিক 'মুক্ত জীব' নহেন। মধুররসে শ্রীরাধিকাদেবী, বাৎসল্যরসে শ্রীনন্দযশোদা প্রভৃতি 'স্বরূপশক্তি'। শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরায়-রায়, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, ষড়্‌গোস্বামী—ইহারা 'স্বরূপশক্তি'। 'দাস'-অভিমান প্রবল বলিয়া লীলা-শক্তি ইহাদের পৃথক্ তনু প্রকট করিয়াছেন। ইহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবেই। The One Absolute Personality, enjoying Himself by Lilashakti or Sree Yogamaya. সুতরাং ভগবৎ-পরিকর ভগবৎপ্রকাশ বা স্বরূপশক্তিকে 'বৈষ্ণব'-মাত্র বলা যায় না। বৈষ্ণবতা স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্ত।

তবে শ্রীগুরুদেবের সহিত বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবানের অভেদদৃষ্টি শুদ্ধভক্তগণ কিভাবে করিয়া থাকেন, তৎ-সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু, শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-প্রমুখ শ্রীভাগবতাচার্য্যগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"শুদ্ধভক্তাস্তু শ্রীগুরোঃ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎ-প্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে (ভ স, ২১০ অনুচ্ছেদ)।

অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানের সহিত যে অভিন্ন দর্শন করেন, তাহাতে শ্রীভগবানের 'প্রিয়তম'-রূপেই মনে করিয়া থাকেন।

শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন,—

"শচীসুতং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ।"

('মনঃশিক্ষা'—২)

হে মন! শ্রীশ্রীশচীনন্দনকে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে ও শ্রীগুরুদেবকে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের 'প্রেষ্ঠ'রূপে নিরন্তর স্মরণ কর।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি—প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

'শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ' বা 'শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেষ্ঠ' শব্দের দ্বারা শ্রীগুরুদেব যে শ্রীমুকুন্দের বা শ্রীগৌরাঙ্গের অভিন্নবিগ্রহ, বিষয়-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি, পরিকর বা আশ্রয়-বিগ্রহ, আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্,—ইহাই বুঝায়।

'শ্রীরূপানুগ' বা 'শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ' ও 'শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ' একতাৎপর্য্য-বোধক শব্দ নহে। 'শ্রীরূপানুগ' বলিতে শ্রীরূপেরই দ্বিতীয়বিগ্রহ বুঝায়, কিন্তু 'শ্রীরূপপ্রেষ্ঠ' বা 'শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ' বলিতে তাহা বুঝায় না। 'শ্রীরূপানুগ'-শব্দটী রাগমার্গীয় পরিভাষা; রাগের রাজ্যে যে 'অনুগ'-শব্দটী, তাহা 'দাস' বা 'ভৃত্য'-পর্য্যায়ের পরিভাষা নহে। 'গুরু-প্রেষ্ঠ' বলিলে গুরুর দাস বা গুরুদেবের ভৃত্য বুঝায়, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র প্রভু বা গুরুদেব বুঝায় না। গুরুদেবতাত্মা শিষ্য নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি সেইরূপ পরিভাষার প্রয়োগ করেন না। পূর্ব্ব মহাজনগণ নিজ শ্রীগুরু-দেবকে শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেষ্ঠই বলিয়াছেন, কোথাও 'গুরুপ্রেষ্ঠ' বলিয়া স্তব করেন নাই।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে বা শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুকে বা শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে 'শ্রীরূপানুগবর' বলিলে 'শ্রীরূপ' বা শ্রীরূপেরই 'দ্বিতীয়-স্বরূপ' বুঝায়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনার 'স্বাভীষ্ট-লালসা'য় লিখিয়াছেন,—

"গুরুকৃপা সখী বামে, ত্রিতঙ্গ-ভঙ্গীম ঠামে,
চামরের বাতাস করিব।"

শ্রীগুরুকৃপা সখীকে শ্রীরূপমঞ্জরীর 'অনুগা' বলা যায়। এইস্থানে 'অনুগা' বলিতে তাঁহারই 'দ্বিতীয়স্বরূপ'; কেবল লীলা-শক্তির দ্বারা বিভিন্ন শ্রীকৃষ্ণলীলাবিনোদনার্থে বিভিন্ন-দেহে প্রকটিতা। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লইয়া যা'বে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥"

শ্রীগুরুকৃপা সখী শ্রীমুকুন্দেরই পরিকর—স্বরূপশক্তি।

প্রশ্ন

ভক্তি-সাধকের পক্ষে "ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে"—এইরূপ 'প্রকৃপদেশ' দৃষ্ট হয়। এই 'প্রকৃশিক্ষা' শ্রীল দাস-গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া কীর্ত্তিত হওয়ায় রাগানুগ সাধকগণের পক্ষে সর্ব্বাংশে গ্রহণীয়, বৈধী ভক্তির সাধকগণের পক্ষে তত কথাই নাই। এই উপদেশাবলম্বনে অনেক বৈধী ভক্তির সাধক ভজনের প্রতিকূল ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য-নিবারণার্থ ভগবৎপ্রসাদী তাম্বূলাদি উত্তেজক স্বাদকদ্রব্য ব্যবহার করেন না, কিন্তু মল্লপুপ, গুপ্তারে, ছানার ডালনা, পাস্তুয়া, রসগোল্লা প্রভৃতি চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় গ্রহণে তাঁহারা সেইরূপ বিচারই করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় দেখা যায় যে, তিনি বৈষ্ণবগণকে পিঠা-পানা প্রদান করিয়া স্বয়ং লাফ্রাব্যঞ্জন-গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব কেবল কি প্রসাদী তাম্বূলই ভক্তিসাধকগণের পক্ষে ভোজনবিলাস? অন্যান্য স্নেহপক্ক দ্রব্যাদি প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিলে কি তাহা ভোজন-বিলাস হইবে না?

উত্তর

ভক্তিসাধকগণের পক্ষে যত বিধি ও নিষেধ, উহার মূল উদ্দেশ্য—'কৃষ্ণ-স্মৃতি'। কৃষ্ণস্মৃতির উদয় না হইলে কেবল তপস্যারূপ কর্ম্মকাণ্ডের কিছুই মূল্য নাই। নিষিদ্ধ মাংস-ভোজী শ্বেতাঙ্গগণ বা পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার অনুকরণকারী ব্যক্তিগণ মদ্য, মাংসাদি ভোজন ও নানা ব্যভিচারাদি করিলেও দন্তের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইবার আশঙ্কায় বা তাহাদের কল্পিত তথাকথিত সভ্যতার অনুরোধে তাম্বূল-

চর্ব্বণ বর্জ্জন করেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তির তাম্বূলচর্ব্বণ হইতে বিরতি ভোগেরই সাধক। আবার অনেক মহাজনের আচারে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা ভগবৎপ্রসাদী তাম্বূল গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান-বৃত্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়াছেন। যে-সকল অনর্থযুক্ত সাধক ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের ভয়ে তাম্বূলাদি-চর্ব্বণ বর্জ্জন করেন, তাঁহাদের পক্ষে নিষ্ঠাপাত্র, পুষ্পাহারাদি যে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য উপস্থিত না করিবে তাহার কি সঙ্গত কারণ আছে? ভগবৎপ্রসাদী তাম্বূল-ভোজনে যদি কৃষ্ণস্মৃতির পরিবর্ত্তে চিত্তের বিকার হয়, তবে প্রসাদের নামে মিষ্টান্নাদি বা অতিরিক্ত স্নেহ-দ্রব্য-ভোজনে যে ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"প্রায়ঃ পুষ্ট্যৈ ন সত্ত্বস্য নিচয়ে রোচনায় চ।
অন্নং যথা ন নক্তায় নাধকায়োত বাধনঃ॥"

(ভা ১১।৭।৩৯)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"কিন্তু বাধনো যথা নাধকায়োক্তে, ন বিক্ষিপ্তোক্তেস্তাদৃগ্রক্তেপা-সংস্কৃতেনাহারেণ বাধনঃ নিঃসরেৎ, মনোঽপি বিক্ষিপ্তং ভাবেনাভিস্নিগ্ধেনোপাদেয়তত্ত্বাদিবুদ্ধ্যা বাধনসো-র্বিক্ষোভ ইতি তথা ন কুর্য্যাৎ॥"

প্রাণবায়ু যেরূপ রূপরসাদি বিষয়ের অপেক্ষা ব্যতীত কেবলমাত্র জীবনরক্ষার উপযোগী আহারাদি লাভ করিয়াই প্রবাহিত হয়, মুনিও সেইরূপ যাহাতে জ্ঞান বিনষ্ট ও বাক্য-মন বিক্ষিপ্ত না হয় সেইরূপ জীবিকামাত্রেই সন্তুষ্ট থাকিবেন, পরন্তু ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলের অন্বেষী বৃত্তিসকলের দ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন না।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন যে, অতি রুক্ষ ও অসংস্কৃত আহারের দ্বারা বাক্য ও মন যেরূপ বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ অতি স্নেহযুক্ত দ্রব্য-ভোজনের দ্বারাও আলস্য-তন্দ্রাদির বৃদ্ধিহেতু বাক্য ও মনের বিক্ষোভ হইয়া থাকে। অতএব অতি রুক্ষ ও অসংস্কৃত আহার যেরূপ পরিবর্জ্জনীয়, তদ্রূপ অতি স্নেহযুক্ত আহারও অবশ্য পরিত্যাজ্য। সুতরাং কেবল তাম্বূলকে উত্তেজক ভাবিয়া পরিবর্জ্জন করিলে হইবে না, অত্যধিক স্নেহযুক্ত দ্রব্য যথা রসগোল্লা, পান্তুয়া, পুষ্পান্ন, লুচি, মালপুয়া ও মিষ্ট দ্রব্যাদিও সাধকের পক্ষে অহিতকর; তাহা শিরোদরপরায়ণতা বৃদ্ধি করে।

মুম্বাই-নগরীতে গৌড়ীয়-মিশন

মুম্বাই-নগরীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-মহামহোৎসব-উপলক্ষে বোম্বে হাইকোর্টের স্বনামধন্য প্রবীণ বিচারপতি অনারেবল্ আর্টিস্ স্যার এইচ্, সি, ষ্ট্রিঙ্গাটিয়া কে, টি, মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ৪ই সেপ্টেম্বর, বুধবার সুপ্রসিদ্ধ 'শুন্দরবাই হলে' একটি বিরাট্ বিদ্বজ্জনমণ্ডিত সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ভক্তিশাস্ত্রী বাগলাদ্বারকা "শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বাণী" ('Sri Krishna and His message') সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি শ্রৌতসিদ্ধান্তগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। বক্তা দৈন্যমুখে নিজের অযোগ্যতা জ্ঞাপন, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা ও তদীয় অহৈতুকী কৃপাই যে পরতত্ত্ববিজ্ঞানের একমাত্র উপায়, ইহা জ্ঞাপন করিয়া পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আধ্যক্ষিক মতবাদসমূহ নিরাস; বেদ, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতি সাত্বতশাস্ত্রপ্রমাণে শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র পরাৎপর অধোক্ষজ-তত্ত্ব; ও তৎসঙ্গে তাঁহার জন্মাদিলীলা-রহস্য প্রভৃতি বহু বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বক্তা কলিমলপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীনামসংকীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার অনর্পিতচর-দানের কথা কীর্ত্তন করেন।

সভাপতি মহোদয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষার মৌলিকত্ব ও গৌড়ীয়-মিশনের অখিললোকমঙ্গলকর কার্য্য-সম্বন্ধে শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভার বিবরণ প্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্রে যথা—"বোম্বে ক্রনিক্‌ল্", "বোম্বে সেন্টিনেল্", "টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া", "ইলাষ্ট্রেটেড্ উইক্‌লি অব্ ইণ্ডিয়া", গুজরাটীভাষায় প্রকাশিত "মুম্বাই-সমাচার", "জন্মভূমি", "বন্দে মাতরম্", "ভারত-সমাচার", হিন্দিভাষায় "বিশ্বামিত্র" প্রভৃতি পত্রে ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন প্রকাশিত হইয়াছিল।

বোম্বাই সহরে এরূপ সমারোহ ও বিদ্বজ্জনমণ্ডিত ধর্ম্মসভা এ যাবৎ আর হয় নাই, ইহাই সকলের অভিমত।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ** (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের স্থলাভিষিক্ত অধস্তন)

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক— শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী, সহকারী —শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ; (২) শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ গুরুবিলাস ভক্তিমধুর ভক্তিশাস্ত্রী, সহ—শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী ; (৩) **আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ** (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি ; (৪) শ্রীবাস-অঙ্গন (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫) শ্রীঅদ্বৈত-ভবন (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাসমোহন ব্রহ্মচারী ; (৬) শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট, সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী ; (৭) শ্রীনর-অঙ্গন, সেবক— শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী ; (৮) শ্রীযোগাদ্যা-ভবন—'গৌড়ের নৈমিষ' (মাউগাছি, পোঃ আমরাগড়, বর্দ্ধমান) সেবক— শ্রীউপেন্দ্রবিলাস দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৯) শ্রীজহ্নদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীবিনোদানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১০) শ্রীবানন্দসুখদ-কুঞ্জ, শ্রীগোদ্রুম (পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া) সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১১) শ্রীসুবর্ণ-বিহার-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীগুরুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১২) শ্রীমধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (মাউতাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (১৩) শ্রীকুজকুটীর (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপরমপদ ব্রহ্মচারী ; (১৪) শ্রীএকায়ন-মঠ (গোবিন্দপুর, পোঃ হাসুখালি, নদীয়া) সেবক— শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী ; (১৫) শ্রীমহেশ-পণ্ডিতের শ্রীপাট (কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধাগ্রাম ব্রহ্মচারী ; (১৬) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ (পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা) সেবক—শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি ; (১৭) শ্রীগোপালজী মঠ (জমলাপুর, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা) সেবক—শ্রীমন্তিগোপাল ব্রহ্মচারী ; (১৮) শ্রীজগন্নাথ- গৌড়ীয়মঠ (গোলকীবাড়ী রোড, ময়মনসিংহ) সেবক—শ্রীশিবকল্পাস্তবিগ্রহ বিদ্যারত্ন ইত্যাদি ; (১৯) আমনাগোড়া- প্রপন্নাশ্রম (পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী ; (২০) অমরি-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ অমরি, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীঅজয়পদ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২১) শ্রীভাগবতভজনানন্দ মঠ (চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২২) পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিঠাপুর, পাটনা, বিহার) সেবক—শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী ; (২৩) গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (রমণা রোড, গয়া, বিহার) সেবক—শ্রীপাদ বাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২৪) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ (৮।১৭ বড়গম্বীরসিং, বেনারস সিটি, ইউ-পি) সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী ; (২৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ (এলাহাবাদ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ; (২৬) লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পরমেশ্বরীদয়াল বিল্ডিং, লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী ; (২৭) শ্রীপরমহংসমঠ (পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীসত্যমাধব দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২৮) মথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (বিশ্রামঘাট, মথুরা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ; (২৯) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ (পুরাণদরজা, শ্রীধাম-বৃন্দাবন, জিঃ-মথুরা, ইউ-পি) সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী ইত্যাদি ; (৩০) শ্রীকুঞ্জ-বিহারী মঠ (রাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীবলাইদাস ব্রজবাসী ; (৩১) শ্রীব্রজবানন্দসুখদকুঞ্জ (পোঃ শ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীইন্দ্রদমন দাসাধিকারী ; (৩২) শ্রীনন্দেশ্বরবিহারী মঠ (পোঃ বর্ষাণা, মথুরা) সেবক—শ্রীশ্যাম দাসাধিকারী ; (৩৩) শ্রীগোষ্ঠবিহারী মঠ (শেখপাড়ী, পোঃ হোডোল, জেলা ভরতপুর, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীগজাচরণ দাসাধিকারী ; (৩৪) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ (কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ;

(৩৪) শ্রীনারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ বরিষার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীকিশোরমোহন ব্রহ্মচারী ; (৩৬) দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৪৫নং হনুমান্ রোড, নিউ দিল্লী) সেবক—শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীব্রজপ্যারীদেও দাসাধিকারী ; (৩৭) বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কল্যাণদাস বিল্ডিং, গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ২৬) —শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৩৮) মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ) সেবক—শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীব্রজগোপাল দাসাধিকারী ; (৩৯) শ্রীরাধানন্দ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কড়ুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ), সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্র গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৪০) শ্রীপুরুষোত্তমমঠ (চটক-পর্ব্বত, পোঃ পুরী) সেবক—শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ; (৪১) শ্রীব্রজগৌড়ীয়মঠ (বলরামনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীগোবিন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪২) শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী) সেবক—শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৪৩) শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ (বাঁশদলি, উড়িষ্যাবাজার, কটক) সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস ইত্যাদি ; (৪৪) পুঁড়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (২৪ পরগণা) সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী ; (৪৫) দার্জ্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কুকুছিলা, দার্জ্জিলিং) সেবক—শ্রীমাধবচন্দন দাসাধিকারী ; (৪৬) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস (ব্রহ্মপুর, পুরী) সেবক—শ্রীবীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; (৪৭) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাপ্রিবর্দ্ধক) (আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী ; (৪৮) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাপ্রিবর্দ্ধক) পুরী, সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস ; (৪৯) শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠ 46, Christ Church Avenue, Brondesbury, London N.W. 6, সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী (Miss C. Bowtell) ; (৫০) রেমুণা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৬৯৬৪ নং ষ্ট্রীট, ইষ্ট রেমুণা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫১) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ (চট্টগ্রাম) সেবক—শ্রীজ্যোতিস্বভাবরূপ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫২) শ্রীব্রজমাধব-গৌড়ীয়-প্রবণ-সদন, রসুলকুণ্ডা, সেবক—শ্রীশ্রীনিকেতন ব্রহ্মচারী ; (৫৩) ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীনন্দবিলোচনদাস অধিকারী ; (৫৪) শ্রীভাগবত-আসন ও প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কৃষ্ণনগর, সেবক—শ্রীপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী ; (৫৫) নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীবিষ্ণুচরণ ব্রহ্মচারী ; (৫৬) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস (কটক) সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (৫৭) শ্রীচৈতন্যমঠাধীনস্থ-চিকিৎসালয় (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া)-সেবক—ডাঃ শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৫৮) পরিব্রাজকাচার্য্য-পীঠ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীমদ্ ভক্তি-কেবল ঔডুলোমি মহারাজ ; (৫৯) কাজীর সমাধি-পীঠ, সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ; (৬১) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ (চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীবিষ্ণুপদ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬২) শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ (বিদ্যানগর, পোঃ জাহানপুর, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৩) শ্রীজয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়, সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৪) রাধাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরামরাঘব ব্রহ্মচারী ; (৬৫) শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠ (পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা) সেবক—শ্রীপতি দাসাধিকারী ; (৬৬) সরভোগ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ চকুকো, কামরূপ) সেবক—শ্রীহরিভোষণ দাসাধিকারী ; (৬৭) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম, (পোঃ গোয়ালপাড়া আসাম), সেবক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী ; (৬৮) শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ (কুসুমকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, ধানবাদ) সেবক—শ্রীসৎপ্রিয়দাস অধিকারী ; (৬৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ (কিশোরবন, বৃন্দাবন) সেবক—শ্রীপাদ গোপালি-চরণ অধিকারী ; (৭০) শ্রীরাধাকুণ্ডগোষ্ঠবাটী, সেবক—শ্রীহরিগোবিন্দ দাসাধিকারী ; (৭১) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয় (গোবর্দ্ধন, মথুরা) সেবক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী ; (৭২) শ্রীভক্তিকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী), সেবক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী ; (৭৩) নীলাকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী) সেবক—শ্রীগৌরাই-গোবিন্দ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৭৪) বালেশ্বর-শ্রীগৌড়ীয়মঠপীঠ (বালেশ্বর) সেবক—শ্রীরসিকানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৭৫) পরিব্রাজকাচার্য্য-পীঠ (নৈমিষারণ্য, নিমসার, ইউ-পি) সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বরদাস অধিকারী ; (৭৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (১৪।৪ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্, বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক—শ্রীগিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৭৭) শ্রীমাধবেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠ (রেমুণা, বালেশ্বর) সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

ঢাকা—৬৮৮ ভগবৎসঙ্ঘনিধি রোড্, দি মধুবন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিকৃষণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত পরমার্থিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

চতুর্বিংশ খণ্ড ১৫শ-১৮শ সংখ্যা

২৭ দামোদর, ৪৫৯ গৌরাব্দ ; ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ ; ১৭ নভেম্বর, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ

প্রবন্ধ-সূচী—১। ভক্তিলতা-বীজ ৯১
২। উপাসনা ৯৯
৩। শ্রীভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ ... ১০০
৪। "এহো যাহ, আগে কহ আর" ... ১০৪
৫। ঢাকায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বার্ষিক শ্রীভাগবতোৎসব প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠা

'গৌড়ীয়'-গ্রাহকগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী

১। কোনও প্রকার পার্থিব-মূল্যের অর্থাৎ টাকা-পয়সা-প্রভৃতির বিনিময়ে 'গৌড়ীয়' পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা বহুজন্ম, মূর্খতা পাণ্ডিত্য, অবিনম্রতা বা লঘুতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে।

২। নিষ্কপটতায় অকৃত্রিম-রুচি, পরমপরিচালনা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব-হানি-রহিত উদাস ও বিবর্ণে বধিরীভূত না হওয়া, অন্যবৈশম্যতা শূন্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে দৃঢ় বিশ্বাস। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমস্ত জীবনী-শক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের কৃপানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মূল্য 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির জন্য অত্যাবশ্যক।

৩। যাঁহারা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে 'গৌড়ীয়ে'র প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মর্ম বা সার-তাৎপর্য হৃদয়ে ধারণা করিয়া নিজের ভাষায় ও আচরণে পরীক্ষা দিবার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ভাগবত-জীবন-দানকারীর সঙ্গ ও কৃপায় নিরপরাধ ও অভীষ্টের সুখানুসন্ধানাবেশময়-চিত্তবৃত্তিতে 'গৌড়ীয়' বুঝা যায়, মেধা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বুঝা যায় না।

৪। বিষয়ভোগে অতিশয় লোভী, পুত্র-কলত্র-ধনাদিতে অতীব আসক্ত, আধ্যাত্মিক, বিড়ালতপ, শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবে অন্তরে ভক্তিহীন, বিদ্বেষক জনগণের প্রতি দ্বেষকারী ব্যক্তিকে বা তৎসঙ্গীকে ভ্রম ও অজ্ঞতাবশেও 'গৌড়ীয়' প্রদান করিলে অপরাধের অব্যাহতি পাইবে। কুটিলতা, গ্রন্থের অশ্রদ্ধা, জড়াভিনিবেশ, ভক্তি-শৈথিল্য, নিজের অক্ষি (?) বা দেখার (?) কর্তৃত্বের আস্ফালন-প্রভৃতি অপরাধের লক্ষণ এবং বিক্ষেপ, লয়, কষায়, বিরসাস্বাদ (গ্রন্থের প্রতি অপরিহার্য আসক্তি), অপ্রতিপত্তি (উদ্দেশ্যবিহীনতা-হীনতা) প্রভৃতি অবর্ণ-লক্ষণে আক্রান্ত ব্যক্তির হৃদয়ে 'গৌড়ীয়ে'র কথার দাগ বসিবে না।

৫। যাঁহারা ডাক-যোগে 'গৌড়ীয়' প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা ডাক-খরচ বাবদ অগ্রিম প্রেরণ করিবেন। সাময়িক-ভাবে ঠিকানা-পরিবর্তনের জন্য স্থানীয় পোষ্ট-অফিসের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। প্রেরিত 'গৌড়ীয়' না পাইলে পরের সংখ্যার মধ্যে না জানাইলে আর পাওয়া যাইবে না।

৬। 'গৌড়ীয়'-সম্বন্ধে চিঠিপত্রাদি সমস্তই কেবল-মাত্র 'শ্রীনাথ তত্ত্ববিলাস ভক্তিবটু, শ্রীচৈতন্যমঠ, পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'— এই নামে ও ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্যাধ্যক্ষ, 'গৌড়ীয়'

Abbreviated Telegraphic Address of The Secretary, Gaudiya Mission, 16A Kaliprasad Chakravarti Street, P. O. Baghbazar, Calcutta is— "GAUDIYAMAT" Calcutta.

সম্পাদক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

[১০৬ পৃষ্ঠার পর]

মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় শোভিত শিখিপুচ্ছকে উচ্চতম স্তরের বস্তু বলিবার জড়ভেদ-কল্পনারূপ অপরাধ তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয় না।

যিনি শ্রীরাম-রায়কে "এহো বাহ্য, আগে কহ আর"—এই উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনি 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের শিক্ষক। সেই 'তৃণাদপি সুনীচ' শব্দে দৈন্য; 'বৃক্ষ অপেক্ষা সহিষ্ণু' শব্দে অহিংসা ও পরোপকার-বৃত্তি, 'অমানী' শব্দে আত্মলঙ্ঘা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাশাত্যাগ, 'মানদ' শব্দে সর্ব্বদা নিজ ইষ্টদেবের বৈষ্ণব-দর্শনে সমস্ত জীবের প্রতি সম্মান বুঝায়। এইসকল লক্ষণে দম্ভশূন্যতা অর্থাৎ কাপট্যহীন আবেশ-যোগ্যতা প্রকাশিত হইয়াছে। "এহো বাহ্য, আগে কহ আর"—এই উক্তির মধ্যে সর্ব্বপ্রকার-কাপট্য-বর্জ্জন ও উত্তরোত্তর শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানময় আবেশের কথা অনুস্যূত আছে। যাঁহার হৃদয়ে সেই আবেশধর্ম্মের স্ফুরণ হয় না, অথচ যিনি "এহো বাহ্য, আগে কহ আর" বলি উচ্চারণ করিয়া তাঁহার অধিকারোচিত-সাধনকে উড়াইয়া দেন, তিনি অধিকার-লঙ্ঘন-হেতু ভক্তিপথ হইতে অবশ্যই ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন।

ঢাকায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বার্ষিক শ্রীভাগবতোৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পরিচর্য্যা-পরিষদের সেবোদ্যোগে ঢাকানগরীর শ্রীগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক শ্রীহরি-স্মরণমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিকেবলদাস ঔডুলোমি মহারাজ শ্রীঊর্জ্জব্রত-উপলক্ষে প্রত্যহ অপরাহ্ণে শ্রীভক্তিসন্দর্ভের শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। উৎসবোপলক্ষে উষঃকালে শ্রীনামোদ্ঘোষাত্মক-কীর্ত্তন ও শ্রীউপদেশামৃত-পাঠ, মধ্যাহ্নে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পারায়ণ এবং রাত্রিতে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ হয়।

৮ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীগৌরশক্তি শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-তিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অপ্রাকৃত-ভজন-বৈশিষ্ট্য ও তৎপ্রকটিত ছয় বিগ্রহের অন্যতম শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগলের রাগমার্গে সেবার কথা কীর্ত্তিত হ'ন।

১২শে কার্ত্তিক, সোমবার শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব-উপলক্ষে প্রাতে 'শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্' কীর্ত্তনের পর শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক শ্রীগোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলা ও শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গ এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীগোপাল-দেবের প্রকটন ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব-প্রসঙ্গ-পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

২৭শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার শ্রীগোপাষ্টমী, শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্যের, শ্রীল গদাধর দাস-ঠাকুরের ও শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব-তিথিতে শ্রীগোপূজা, শ্রীমন্দির-পরিক্রম ও উক্ত প্রভুত্রয়ের লীলাকথা আলোচিত হয়।

৩০শে কার্ত্তিক, শুক্রবার উত্থান-একাদশী-তিথিতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহোৎসব-উপলক্ষে উষঃকালে পরমভাগবতাষ্টক-কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ নিখিলপ্রভু-দাস প্রভু শ্রীউপদেশামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমের পর শ্রীপাদ ঔডুলোমি মহারাজ 'পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর'-গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-পারায়ণ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা হইতে শ্রীশ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ এবং 'গৌড়ীয়' (২০শ ও ২১শ বর্ষ) হইতে শ্রীগুরুবর্গের শ্রীমুখ-কীর্ত্তিত শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রাকৃত ভাগবতচরিত ও লীলাকথা পঠিত হয়। ১লা অগ্রহায়ণ, শনিবার শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব-উপলক্ষে অহোরাত্র শ্রীউপদেশামৃত, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী, শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। রাত্রিতে উপস্থিত শ্রদ্ধালু সজ্জনগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

স্বর্গীতে

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত উৎকলদেশীয় সেবক শ্রীপাদ ঘনশ্যাম দাসাধিকারী মহাশয় গত ৪ই কার্ত্তিক (১৩৪২), ২২শে অক্টোবর (১৯৩৫) রাত্রি ১১টার সময় শ্রীভুবনেশ্বরে শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীক্ষেত্রলাভ করেন। তিনি উক্ত মঠের ভারপ্রাপ্ত সেবক হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

প্রাণাস্যেদং বিজানাং যদার্যসুনৃতব্রতং।
নির্ব্যাজং ভক্তবৎসল্যং যত্র তৈস্তদুদাহৃতং॥
আচার্য্যাদ্যৈ সমুদ্ভাসিতং
বিজয়ধ্বজং সদনি ধারয়ন্।

প্রাণস্বরূপা বিপ্রা যদার্যসুনৃতব্রতঃ।
নির্ব্যাজ ভক্তবৎসল্য যাহে তৈস্তদুদাহৃতং॥
শ্রীবিনোদবাণী ধারা করুণে
'বিজয়' কীর্ত্তি ধ্বজা তুলুন॥

২৪শ খণ্ড } ২৭ দামোদর, ৪৫৯ গৌরাব্দ ; ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫২ ; ১৭ই নভেম্বর, ১৯৪৫ { ১৫শ-১৮শ সংখ্যা

ভক্তিলতা-বীজ

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীরূপশিক্ষায় বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে' সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ' কল্পবৃক্ষে করে' আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে' প্রেম-ফল।
ইহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জল॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তা'র শুখি' যায় পাতা॥
তা'তে মালী বহু করি' করে' আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তা'র লেখা॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটিনাটি', 'জীবহিংসন'।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
শুষ্ক হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥
'প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায়॥
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে' আস্বাদন॥
এই ত' পরম-ফল 'পরম-পুরুষার্থ'।
যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ॥"

(চৈ চ ম ১৯।১৫১-১৬৪)

শ্রীরূপশিক্ষার এই কএকটি সারগর্ভ উপদেশ অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়,—ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোনও জীবের ভববন্ধ-ক্ষয়ের সময় উপস্থিত হয়, তখনই তিনি মহতের কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হ'ন। সেই সুকৃতিমান্ জীব সদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের কৃপার বাহন গুরুরূপী মহতের কৃপায় হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তিলতা-বীজ প্রাপ্ত হইয়া ধন্যাতিধন্য হ'ন। সেই ভক্তিলতা-বীজই প্রেমফলরূপে সং-প্রকাশিত পরমপুরুষার্থ বা জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

ভক্তিলতার বীজ একমাত্র শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের প্রসাদে লাভ হয়। যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের প্রসাদ প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই ভাগ্যবান্ বা সুকৃতিশালী। এই ভক্তিলতা-বীজটি কি বস্তু? ইহা কি ভক্ত্যুন্মুখী 'সুকৃতি' অথবা ইহা কি 'শ্রদ্ধা'?

যদি ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিই ভক্তিলতা-বীজ হয়, তবে 'ভাগ্যবান্ জীব বা সুকৃতিমান্ জীব ইহা লাভ করেন', এইরূপ উক্তির সার্থকতা থাকে না। সুকৃতিমান্ জীব 'সুকৃতি' লাভ করেন, ইহা শিষ্টশেষণ-ন্যায়ের ন্যায় নিরর্থক অর্থাৎ ধনীই ধনলাভ করিলে দাতার কৃপার মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয় না। নির্ধন ধন লাভ করিয়া ধনী হইলে তৎকৃপারূপী দাতার মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়। অতএব ভক্তি-লতা-বীজকে কিরূপে 'ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি' বলা যাইবে?

মহাজন বলেন,—'আদৌ শ্রদ্ধা'। সকলের আদিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ আদর। শ্রদ্ধাই যদি পরমার্থ-রাজ্যের আদি-স্থানে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে শ্রদ্ধাকেই ভক্তিলতা-বীজ বলা যায়। কিন্তু শাস্ত্র ও মহাজন সমস্বরে বলেন,—"ভক্তিমাত্রস্তু তাং (শ্রদ্ধাং) বিনা সিধ্যতি; 'সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা, ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়তে কৃষ্ণনাম' ইত্যাদৌ। • • ৪ • তৎপূর্ব্বভোঽপি তস্যাঃ ফল-দাতৃত্ব-শ্রবণাৎ, (ভা ৬।২।৪৯)—'নিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্। অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্।'—ইত্যাদৌ তস্য ফলদাতৃত্ব-সৌষ্ঠবশ্রবণাচ্চ। সা চ শ্রদ্ধা শাস্ত্রাভিধেয়বিধারণস্তৈবাঙ্গম্, তদ্বিশ্বাসরূপত্বাৎ; ততো নামাভাসাত্মকে প্রবিশতি। ভক্তিশ্চ ফলোৎপাদনে বিধিমপেক্ষাপি ন স্যাৎ, দাহাদি-কর্ম্মণি বহ্ন্যাদিবৎ, ভগবদ্গুণকীর্ত্তনাদীনাং স্বরূপস্য তাদৃশশক্তিত্বাৎ; ততস্তস্যাঃ শ্রদ্ধাতোঽপেক্ষা কুতঃ স্যাৎ? অতঃ শ্রদ্ধাং বিনা ক্বচিদুচ্চারণেঽপি সিদ্ধির্ভবতি 'শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা' ইত্যাদৌ।" (ভ স, ১৭২ অনু)

ভক্তির আকার শ্রদ্ধা ব্যতীতও হয়; যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—'হে ভৃগুবর! শ্রদ্ধা অথবা হেলার সহিতও যদি নামাভাস হয়, তাহা হইলে তাহা মানবমাত্রকেই উদ্ধার করিয়া থাকে।' শ্রদ্ধার পূর্ব্বেও ভক্তি ফলদান করে। ইহা শ্রীঅজামিলের উদাহরণেও দৃষ্ট হয়। শ্রীঅজামিলের শ্রীভগবানের প্রতি বা শ্রীভগবন্নামের প্রতি কোনরূপ মমতা বা শ্রদ্ধার উদয় দৃষ্ট হয় নাই। তিনি পুত্রের নামের সহিত অভেদভাবে অপরূপ নামাভাস গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধা বা আদর—মানসিক-বৃত্তি; তাহা শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস; সুতরাং তাহা ক্রিয়াময়ী যে ভক্তি, তাহার অঙ্গ নহে। ভক্তি সর্ব্বদাই নিরপেক্ষা। তাহা-ফলোৎপাদনে বিধি অপেক্ষা করে না; যেমন,—দাহাদি-কার্য্যে অগ্নি কোন বিধির বাধ্য হয় না। শ্রীভগবানের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির স্বরূপতঃই সেইরূপ শক্তি রহিয়াছে। অতএব সেই ভক্তির শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা কিরূপে থাকিবে? এই জন্য শ্রদ্ধা ব্যতীতও কোন কোন মূঢ়-প্রাণীতে সিদ্ধি-লাভ দেখিতে পাওয়া যায়। হেলা যদি ইচ্ছাকৃত না হয় এবং তাহাতে কোন দৌরাত্ম্য না থাকে, তাহা হইলে শ্রদ্ধা না থাকিলেও ফল লাভ করা যায়।

সুতরাং যে শ্রদ্ধা ভক্ত্যঙ্গের মধ্যেই প্রবিষ্ট নহে এবং যে শ্রদ্ধা ব্যতীতও ফল লাভ হয়, সেই শ্রদ্ধা কিরূপে ভক্তিলতা-বীজ বলিয়া গণ্য হইবে?

তাহা হইলে কি কর্ম্মার্পণ ভক্তিলতার বীজ? কর্ম্মার্পণ-কারীর শুদ্ধভক্ত সঙ্গেই নির্গুণা শুদ্ধভক্তির উদয় হইতে পারে; নতুবা জ্ঞানের দ্বার বা জ্ঞান পর্য্যন্ত উপনীত হওয়া যায়। সুতরাং কর্ম্মার্পণকেই যদি কি করিয়া ভক্তিলতার বীজ বলা যাইতে পারে? শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলেন,—"সামুখ্যদ্বারভূতস্য কর্ম্মণঃ সাক্ষাৎ-সামুখ্যরূপজ্ঞান-ভক্ত্যু-দয়পর্য্যন্তত্বাৎ স্বয়মেব তাভ্যাং দুরন্বয়ঃ।" (ভ স ১৭৬ অনু) অর্থাৎ ভগবানের সামুখ্যের দ্বারস্বরূপ কর্ম্মযোগ বা কর্ম্মার্পণের সাক্ষাৎসামুখ্যরূপ জ্ঞান ও ভক্তির উদয়কাল পর্য্যন্ত-মাত্রই অবস্থান-হেতু কর্ম্মার্পণ তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞানী মহতের সঙ্গক্রমে কর্ম্মার্পণকারীর জ্ঞান-লাভ এবং ভক্তমহতের সঙ্গক্রমে কর্ম্মার্পণকারীর ভক্তি-লাভ হয়।

বীজের মধ্যে মহীরুহের সমস্ত শক্তিই সূক্ষ্মাকারে নিহিত রহিয়াছে। যাহা ভক্তির অঙ্গ নহে বা যাহা বীজীভূত প্রেমভক্তি নহে, তাহা ভক্তিলতার বীজ হইতে পারে না। কারণ, ভক্তিলতা-বীজ হইতে প্রেমফলেরই উদ্গম হয়; সুতরাং সুকৃতিমাত্র অথবা যাহা ভক্ত্যঙ্গ নহে, এরূপ শ্রদ্ধা অথবা যাহা সাক্ষাৎসামুখ্য নহে, এরূপ কর্ম্মার্পণ সামুখ্যশ্রেষ্ঠ প্রীতিফলের বীজ কিরূপে হইবে? তবে ভক্তিলতা-বীজ কি বস্তু? শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ নবধাভক্তির স্বরূপ-বর্ণনি-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥"

(ভা ৭।৫।২৩-২৪)

শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাদ্ভাবে সুখী করিবার নব-প্রকার শ্রীবিষ্ণুর কার্য্যই 'নবধা ভক্তি'। তাহার অন্তর্ভুক্তরূপেই অন্যান্য যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ। ভক্তি বলিতে সাধারণতঃ নবধা ভক্তিই উদ্দিষ্ট হওয়ায় কেবলমাত্র নববিধা ভক্তির কথাই শ্রীমদ্ভাগবতে ও মহৎসমাজে প্রসিদ্ধ। অন্যান্য ৬৪ প্রকার বা শতসহস্র ভক্ত্যঙ্গ এই নবধা ভক্তিরই কায়ব্যূহ বা বিস্তার। ভক্তি হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ। শ্রীহ্লাদিনী পাদসেবন বা আরাধনার মূর্ত্তবিগ্রহরূপে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির সহিত অবস্থিতা। এই-সকল ভক্তি যদি অনুষ্ঠান-কারীর দ্বারা শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিতা অর্থাৎ হারিতা, 'ইহা তাঁহারই সুখের জন্য' এইরূপ ভাবিতা (চিন্তিতা, ধ্যাতা) হয়, ধর্ম্মার্থকামাদিতে অর্পিতা না হইয়া কৃতা হয়, তবেই তাহা ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। ভগবৎ-সুখ-তাৎপর্য্যেই বুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তের ধারণা বা আবেশ রাখিয়া যে ক্রিয়াময় অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই ভক্তিযোগ-পদবাচ্য। এই যে ধারণা, ভাবনা, ভগবৎ-সুখের চিন্তা, অনুসন্ধান, ধ্যান, আবেশ বা স্মৃতি, তাহাই ভক্তিযোগের মূল। সুতরাং ভগবৎ-সুখচিন্তা বা স্মৃতিই ভক্তিলতার বীজ। শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপী মহৎশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ বা কৃপাশক্তিরূপ এই ভক্তিলতা-বীজ প্রদান করেন। শ্রীগুরুদেবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ অর্থাৎ হ্লাদিনীর বৃত্তি যে ভগবৎ-সুখানুসন্ধান-স্মৃতি, তাহা জীব-হৃদয়ে অর্পিত হয়। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী ব্যতীত আর কোন বস্তু শ্রীভগবান্ ও ভক্তকে সুখদান করিতে পারে না। শ্রীভগবানের যে শক্তি শ্রীভগবান্‌কে সুখদান করেন ও তৎসঙ্গে ভক্তকেও সুখদান করেন, তাহাই প্রীতি বা প্রেম। যেখানে প্রীতি আছে, সেখানেই স্মৃতি বা অন্তরে বস্তুর সুখচিন্তা আছে। লোকে নিজে নিজে, অপরের অনুকরণে বা গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া কেবল আনুষ্ঠানিক কৃত্যসমূহ শিক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদরূপা যে ভগবৎসুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি, তাহা হ্লাদিনী শক্তির দূতের কৃপা ব্যতীত কেহই লাভ করিতে পারেন না। এই যে ভগবৎসুখের চিন্তা বা স্মৃতি, এইটীই ভক্তিলতা-বীজ। এই জন্যই বলিলেন,—"গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপী মহতের নিকট হইতে এই ভগবৎ-সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিরূপ ভক্তিলতা-বীজ প্রাপ্ত হইয়া সাধক-মালী নিজ হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা আরোপণ (সম্যগ্‌ভাবে রোপণ) করেন। এই বীজের বপনক্ষেত্র হৃদয়, মস্তিষ্ক নহে। মস্তিষ্কে ভক্তিলতাবীজের আরোপণ হয় না। বীজ আরোপিত হইলে তাহা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিজলের দ্বারা সেচন করিতে হয়। ক্ষেত্র বীজ-হীন থাকিলে কেবল সেচনের দ্বারা ফল লাভ করা যায় না। এই জন্যই বলিলেন,—"ইতি নবলক্ষণানি যতঃ সা ভগবতি তদ্বিষয়িকা অতঃ সাক্ষাদ্রূপা, ন তু কর্ম্মার্পণরূপা পারম্পরিকী ভক্তিরিয়ং, তত্রাপি শ্রীবিষ্ণোরেবার্পিতা তদর্থমেবেষদ্বিহিতা ভাবিতা ন তু ধর্ম্মার্থাদিবর্পিতা, এবম্ভূতা চেৎ ক্রিয়তে, তদা তেন কর্ত্রা যদধীতং, তদুত্তমং মন্য ইত্যর্থঃ।" (ভ স, ১৬৯ অনু)

নবলক্ষণা ভক্তি যদি ভগবানে সাক্ষাদ্ভাবে (অর্থাৎ কর্ম্মার্পণাদিরূপে; পরম্পরাক্রমে গৌণ-উপাদানরূপে নহে) অনুষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যেও ইহা শ্রীবিষ্ণুরই জন্য, এইরূপ অনুসন্ধান বা চিন্তার সহিত অনুষ্ঠিত হয়; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষাদির জন্য অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ভক্তির অনুষ্ঠাতা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাই উত্তম। এই স্থানে 'অধ্যয়ন'-শব্দের দ্বারা শাস্ত্রবিধিচালিতা বৈধী ভক্তি নির্দ্দিষ্টা হইতেছেন।

স্মৃতিহীন অর্থাৎ ভক্তিলতার বীজহীন ক্ষেত্রে জল সেচন করিলে যে তাহা নিরর্থক হয় এবং পাপমলিন ও অপরাধযুক্ত চিত্তই স্মৃতিহীন বা চিন্তাহীন থাকে, তাহা শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

"বহু জন্ম করে' যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় শ্রীকৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

(চৈ চ আ ৮।১৬)

স্মৃতি বা সুখচিন্তারূপ ভক্তিলতা-বীজ শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে সিক্তিত হইয়া ক্রমে ক্রমে লতাকারে বর্দ্ধিত হয়। ব্রহ্মাণ্ড বা জড়বিষয়ের প্রতি যে স্মৃতি ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখ-চিন্তালতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা,

ব্রহ্মলোক অতিক্রম-পূর্ব্বক পরব্যোম বৈকুণ্ঠে উপনীত হয়। যদি সেই স্মরণানুসন্ধান-বৃত্তি কোন অনুরাগী ভক্তের কৃপাবিশেষের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহা বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধে গোলোকস্থ শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পতরুতে আরোহণ করে। সেই-স্থানে লতা পল্লবিত হইয়া প্রেমফলে সুশোভিত হয়। কিন্তু যদি বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্ত-হস্তী সেই সুখানুসন্ধান-বৃত্তিরূপ মূলবস্তুটিকে উৎপাটিত বা কোনরূপে ছিন্ন করিয়া দেয়, তবে লতার পল্লবাদি সকলই শুষ্ক হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-অপরাধ উপস্থিত হইলে আর স্মৃতি থাকে না। বৈষ্ণব-অপরাধই মস্তিষ্কের দ্বারা ওজন করিবার দুর্বুদ্ধি। যে-স্থানে হ্লাদিনীর দূতের প্রতি অপরাধ, তথায় হ্লাদিনীর বৃত্তি যে স্মৃতি, যাহার সহিত প্রীতির অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ, তাহা কিছুতেই থাকিতে পারে না। এইজন্য সাধক-মালী সর্ব্বদা যত্নের সহিত ভগবদ্ভক্তিকে আবরণ করিয়া রাখেন, যাহাতে কোনরূপে বৈষ্ণব-অপরাধরূপ হস্তী প্রবেশ করিতে না পারে। কিন্তু যদি লতার সহিত ভোগকামনা, মোক্ষকামনা, নিষিদ্ধাচার, কৌটিল্য, ভগবানের নিষ্ঠা হইতে বিচ্যুতিকারক অন্যাভিনিবেশ, ভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তুর প্রতি অনাদর, ভক্তি-শিথিলতা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি উপশাখার উদ্গম হয়, তাহা হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জল-সেচনের ফলে উপশাখাগুলিই বর্দ্ধিত হইতে থাকে; মূল শাখা অর্থাৎ কৃষ্ণসুখানুসন্ধান-স্মৃতিটী শুষ্ক হইয়া পড়ে; আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না। অতএব প্রথমেই উপশাখাগুলিকে ছেদন করা একান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে মূল শাখা অর্থাৎ ভগবৎসুখানুসন্ধানস্মৃতি বর্দ্ধিত হইতে হইতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথের শ্রীচরণ-কল্প-বৃক্ষে উপনীত হইতে পারে। মালীও তখন সেই ভগবৎ-সুখানুসন্ধান-স্মৃতিরূপা লতা আশ্রয় করিয়া কল্পবৃক্ষ প্রাপ্ত হন; তখন সেই কল্পবৃক্ষের সেবা করিয়া সুখে প্রেমফলরস আস্বাদন করেন। এই শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান-স্মৃতিরূপা ভক্তি-লতায় যে প্রেমফলের আবির্ভাব হয়, তাহাই পরম-পুরুষার্থ। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি পুরুষ-চতুষ্টয় সেই প্রেমফলের নিকট তৃণতুল্য—অতি তুচ্ছ।

অপরাধীর প্রথম লক্ষণ এই যে,—তাহার হৃদয়ে কখনও অভীষ্টদেবের সুখের চিন্তা বা স্মৃতি নাই,—সর্ব্বদাই সে নিশ্চিন্ত ও জড়স্মৃতিতে অচলমনস্ক। তাহার দ্বিতীয় লক্ষণ এই,—তাহার চক্ষুতে আত্মগ্লানি বা আত্মধিক্কারের স্রোতক অশ্রু নাই; তাহার হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি-তুল্য। তৃতীয় লক্ষণ এই যে,—তাহার শ্রীভগবন্নামে রুচি নাই; ভগবদ্ভক্ত ও ভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তুতে আপন-বুদ্ধি নাই।

শ্রীভগবান্ স্মৃতিযুক্ত-ব্যক্তির নিকটই আত্মবিক্রয় করেন।

"স্মরতঃ পাদকমলমাত্মান্যপি যচ্ছতি"

(ভা ১০।৮০।১১)

জগদ্গুরু শ্রীহরি নিজের শ্রীপাদপদ্ম-স্মরণকারী ব্যক্তিকে নিজস্মৃতি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ স্মরণকারীর হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহাকে স্মরণের বশীভূত করেন।

"ন যত্র বাচ্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ।
কেবলং সততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজভাবিনাম্॥"

(ভ স ১।২ অনুচ্ছেদের গৌতমীয় বাক্য)

যাঁহারা অনুক্ষণ কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণপদ্মের অনুসন্ধান অর্থাৎ ভাবনায় অভিনিবিষ্ট, তাঁহাদের জপ, পূজা, প্রাণায়া-মাদি দ্বারা ধ্যান বা যৌগিক-চেষ্টা অথবা কোন বিধির ক্রম অনুসরণ করিবার প্রয়োজন হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন,—

"এতাবান্ সাংখ্য-যোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণ-স্মৃতিঃ॥"

(ভা ২।১।৬)

সাংখ্য-জ্ঞান অর্থাৎ নিজের আত্মানাত্ম-বিবেক, আসন-প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গযোগ, বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনে নিষ্ঠা, যে কিছু সাধনই মানব করুন না; যদি তত্তৎসাধনের দ্বারা মানবের অন্তিমকালে শ্রীনারায়ণের স্মৃতির উদয় হয়, তবে সেইটুকুই মানবজন্মের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল।

শ্রীশুকদেবের এই বাক্য হইতেও প্রমাণিত হয়,—শ্রীভগবৎ-স্মৃতিই যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান বা সাধনের একমাত্র প্রাপ্য ফল।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু সাধন-ভক্তির প্রকরণে যে-কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মন নিবিষ্ট করিবার বিধি অর্থাৎ কৃষ্ণ-স্মৃতিতে অভিনিবিষ্ট থাকিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীপদ্মপুরাণের

বাক্য উদ্ধার করিয়া সমস্ত বিধি ও নিষেধের মূল তাৎপর্য্যটী জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

(ভ র সি পূর্ব্ব, ২য় ল, ৪র্থ সং-ধৃত পাদ্মবচন)

শ্রীবিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মৃতিতে রাখিতে হইবে, কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে হইবে না। শাস্ত্রের যাবতীয় বিধি ও নিষেধ এই দুইটি মূল বিধি ও নিষেধেরই কিঙ্কর।

কি বৈধী ভক্তি, কি রাগানুগা ভক্তি, উভয়েরই মূল প্রয়োজন—স্মৃতি। একটিতে শাস্ত্র-শাসনের দ্বারা শ্রীভগবানের সুখচিন্তা হয়; আর একটীতে স্বাভাবিক অনুরাগের সহিত অষ্টকাল বা সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সুখের অনুসন্ধান হয়। শাস্ত্রশাসনের দ্বারা অনুসন্ধান আর রুচি ও লালসার দ্বারা অনুসন্ধান, এই মাত্র বিশেষ। শাস্ত্রশাসন বা বৈধী ভক্তির দ্বারা যে ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানে তন্ময়তা, তাহাই ধ্রুবানুস্মৃতি, আর লোভ বা রাগানুগভক্তিতে যে তন্ময়তা, তাহাই আবেশ। শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবগীতায় বলিয়াছেন,—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥

(ভা ১১।১৪।২৭)

বিষয়ের চিন্তাকারী ব্যক্তির চিত্ত বিষয়েতেই আসক্ত হয়, আর যিনি অনুক্ষণ আমার চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত আমাতেই নিবিষ্ট হইয়া থাকে।

বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়োঃ
গুণানুবাদশ্রবণাদরাদিভিঃ॥
অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি শমং তনোতি চ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥

(ভা ১২।১২।৪৪-৪৫)

বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা ও শাস্ত্র-শ্রবণাদিতে যে মহান্ পরিশ্রম, তাহা কেবল প্রতিষ্ঠা ও অর্থাদিলাভেই পর্য্যবসিত হয়; পরন্তু শ্রীভগবানের গুণানুবাদ-শ্রবণে আদরাদির দ্বারা শ্রীধরের শ্রীপাদপদ্মযুগলে স্মৃতির উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মযুগলের স্মৃতিই মানবের অশুভ নাশ, চিত্তশুদ্ধি, পরম-প্রীতির আস্পদ, শ্রীভগবানে ভক্তি, বিজ্ঞান, বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান ও পরম মঙ্গল বিস্তার করে।

শ্রীভগবৎ-বিস্মৃতি বা শ্রীভগবানের অনুসন্ধানে-চিন্তা বা স্মৃতিরাহিত্যই জীবের মূল-ব্যাধি। পরমেশ্বর হইতে বিযুক্ত ব্যক্তির অস্মৃতি অর্থাৎ অদ্বিতীয় প্রিয়তম বস্তুতে (১) স্মৃতিভ্রংশ ও (২) বিপর্য্যয় অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির উদয় হয়। তাহা হইতেই অদ্বিতীয় বস্তুর প্রতি অভিনিবেশের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় বস্তু মায়ার প্রতি অভিনিবেশ উপস্থিত হয়। অতএব সেই মূল ব্যাধির নিদান চিকিৎসাই অদ্বিতীয় বস্তুর প্রতি স্মৃতি বা অভিনিবেশ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-রূপী সদ্বৈদ্যের কৃপায় এই স্মৃতিটী হৃদয়ক্ষেত্রে লাভ হয়—মস্তিষ্কে নহে। শ্রীগুরুদেব যে দীক্ষা বা শিক্ষাজ্ঞান প্রদান করেন, তাহাতে পরতত্ত্বের সহিত জীবের সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান বা স্মৃতিরূপ ভক্তিলতা-বীজটি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদান করেন।

যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে এই ভগবৎস্মৃতিরূপ ভক্তিলতা-বীজ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব। এই স্মৃতির তারতম্যানুসারেই বৈষ্ণবতার তারতম্য। যে ব্যক্তি স্মৃতিহীন, তাহাকেই অবৈষ্ণব ও অপরাধী বলা যায়। বাহ্য কোন চিহ্নের দ্বারা বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব নির্ণীত হয় না; শ্রীভগবৎ-প্রীতি হইতে উদিত স্মৃতির তারতম্য হইতেই বৈষ্ণবতার তারতম্য নির্ণীত হয়। যখন সেই সকল স্মৃতিযুক্ত ভাগবত বা বৈষ্ণব পরস্পর মিলিত হন বা অন্যত্র বিচরণ করেন, তখন তাঁহারা এই ভগবৎ-স্মৃতিরই যাহাতে উদ্দীপন হয়, সেইরূপ কার্য্যে রত থাকেন।

"স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥"

(ভা ১১।৩।৩১)

এইরূপ ভাগবত-পুরুষগণ সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তির দ্বারা অঘনাশন শ্রীযশোদানন্দন শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া এবং পরস্পরের চিত্তে তদীয় স্মৃতি উৎপাদিত করিয়া ভগবদ্‌গুণ-শ্রবণের দ্বারা পুলকিত শরীরে অবস্থান করেন।

এই যে স্মরণ ও স্মারণ অর্থাৎ নিজে ভগবৎস্মৃতি বা সুখচিন্তায় আবিষ্ট থাকিয়া অপরকেও ভগবৎস্মৃতিতে আবিষ্ট করান, তাহাই ভাগবতগণের নিত্য ধর্ম্ম।

শ্রীভাগবতগণ তাঁহাদের প্রীতির আস্পদের স্মৃতি শয়ন, আসন, স্নান, ভোজন, গমন, উপবেশন—কোন কালেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। মৃতপ্রায় ব্যক্তির ন্যায় প্রিয়তমের স্মৃতিতে তাঁহারা সর্ব্বদা আবিষ্ট থাকেন।

"তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ! নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাস্বাদ্য ত্যজত্যন্যস্পৃহাং জনঃ॥
শয্যাসনাটনস্থান-স্নানক্রীড়াশনাদিষু।
কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেম হি?"

শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন,—"হে কৃষ্ণ! তোমার বিক্রীড়া অর্থাৎ বিশিষ্ট লীলাসকল মানবগণের পরম মঙ্গলজনক এবং কর্ণের পক্ষে অমৃত-স্বরূপ। তাহা আস্বাদন করিয়া লোক অন্যাভিলাষ ত্যাগ করে। তুমি আমাদের প্রিয়, আত্মা (প্রাণের প্রাণ); আমরা তোমার ভক্ত; শয়ন, আসন, গমন, উপবেশন, স্নান, ক্রীড়া ও ভোজনকালে তোমাকে আমরা কিরূপে ত্যাগ করিব অর্থাৎ বিস্মৃত হইব?" (ভা ১১।৬।৪৪-৪৫)

উপাসনা

'উপ' অর্থাৎ সম্মুখে 'আস্' ধাতুর অর্থে আসীন হওয়া বা উপবেশন করা। পরতত্ত্বের সান্মুখ্যই উপাসনা। ইহাকে 'অভিধেয়' বলা হয়।

"তত্রাভিধেয়ঃ তদ্বৈমুখ্যবিরোধিত্বাত্তৎসান্মুখ্যমেব, তচ্চ তদ্গুণাদিলক্ষণম্, যত এব তত্ত্বজ্ঞানমাবির্ভবতি।" (ভ স, ১ম অনুচ্ছেদ)

পরতত্ত্বের প্রতি বিমুখতার বিরোধী তৎসান্মুখ্যই অভিধেয়; সেই সান্মুখ্য—পরতত্ত্বের উপাসনালক্ষণযুক্ত; তাহা হইতেই পরতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের আবির্ভাব হয়।

নিত্যবদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে পরতত্ত্বের প্রতি বিমুখ। পরতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের এই অভাব নিত্যসিদ্ধ বা নিত্যোন্মুখ মহতের কৃপায় দূরীভূত বা ধ্বংস হইতে পারে। পরতত্ত্বই সম্বন্ধি-বস্তু; তাঁহার প্রাপ্তির উপায়, তৎপ্রতি উন্মুখ হওয়ার উপায় বা তদ্বিষয়ে কৃত্যই অভিধেয় বা উপাসনা।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু প্রথম-মুখেই 'শ্রীবিষ্ণু'র বা শ্রীকৃষ্ণের 'সেবা', 'ভক্তি' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তিনি সাধারণ তত্ত্ববিদ্গণের পরিভাষা 'পরতত্ত্ব', 'উপাসনা', 'অনুভব', 'সাক্ষাৎকার' প্রভৃতি পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। উপনিষদে, জ্ঞানি-সম্প্রদায়ে, যোগি-সম্প্রদায়ে, রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে 'পূজা', 'সেবা', 'ভক্তি' প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে 'উপাসনা' শব্দটীর বহুল প্রয়োগ আছে। উপনিষদে (বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬) 'নিদিধ্যাসন'শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সেই নিদিধ্যাসন-শব্দের অর্থই 'উপাসন'। (ভ স, ১ম অনু)

জ্ঞানী ও যোগি-সম্প্রদায়ে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনকে 'উপাসনা' বলে। তাঁহাদের মতে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-রূপা উপাসনার যে বিশেষ পারিভাষিক তাৎপর্য্য আছে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

"শ্রবণং নাম ষড়্বিধৈর্লিঙ্গৈরশেষবেদান্তানামদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যাবধারণম্। লিঙ্গানি তু উপক্রমোপসংহারাভ্যাসাপূর্ব্বতাফলার্থবাদোপপত্ত্যাখ্যানি।"

উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি,—এই ছয় প্রকার লিঙ্গ দ্বারা সমস্ত বেদান্তেরই পরব্রহ্মে তাৎপর্য্যাবধারণকে 'শ্রবণ' কহে।

"তৎপ্রকরণপ্রতিপাদ্যস্যার্থস্য তদাত্মত্বরূপাদানমুপক্রমোপসংহারৌ। যথা ছান্দোগ্যে ষষ্ঠ-প্রপাঠকে প্রতিপাদ্যাদ্বিতীয়বস্তুনঃ একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদৌ ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমিত্যন্তে চ প্রতিপাদনম্।"

উপক্রম-উপসংহার—যে প্রকরণে যে বিষয় প্রতিপাদিত হইবে, সেই প্রকরণের আদিতে ও অন্তে সেই বিষয়ের কীর্ত্তনকে যথাক্রমে উপক্রম-উপসংহার কহে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের আদিতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"—ইহার দ্বারা পরব্রহ্ম কীর্ত্তিত এবং অন্তেও "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" অর্থাৎ সকল বিষই ব্রহ্মাত্মক এইরূপ

উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ প্রকরণের আদিতে ও অন্তে ঐ পরব্রহ্মেরই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

"প্রকরণ-প্রতিপাদ্যস্য বস্তুনঃ তন্মধ্যে পৌনঃপুন্যেন প্রতিপাদনমভ্যাসঃ। যথা তত্রৈবাদ্বিতীয়বস্তুনো মধ্যে 'তত্ত্বমসি' ইতি নবকৃত্বঃ প্রতিপাদনম্।" [১]

অভ্যাস—তাহার মধ্যে প্রকরণ-প্রতিপাদ্য বস্তুর পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তনকে অভ্যাস কহে। যথা, ঐ প্রপাঠকেই 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ 'সেই বস্তুই তুমি'—ইহা নয়বার প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"প্রকরণ-প্রতিপাদ্যস্য বস্তুনঃ 'তদ্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' ইত্যাদিনা উপনিষদ্গম্যত্বেনস্বরূপতিপাদনাৎ মানান্তরা-বিষয়ীকরণম্।"

অপূর্ব্বতা—যথা ঐ প্রপাঠকেই "তদ্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।" অর্থাৎ সেই উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি ইত্যাদি দ্বারা ঐ প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের বেদান্তাতিরিক্ত প্রমাণ-দ্বারা অনধিগম্যই অপূর্ব্বতা।

"ফলন্তু প্রকরণপ্রতিপাদ্যজ্ঞানস্য তত্র তত্র শ্রূয়মাণং প্রয়োজনম্। যথা, তত্রৈব আচার্যবান্ পুরুষো বেদ, তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ বিমোক্ষে, অথ সম্পৎস্যে তৎপ্রাপ্তি-প্রয়োজনং শ্রূয়তে।"

ফল—প্রকরণ-প্রতিপাদ্য অনুষ্ঠানের ফলশ্রুতিকে অথবা সেই শ্রূয়মাণ প্রয়োজনকে ফল কহে। যথা, তাহাতেই 'আচার্য্যবান্ পুরুষঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভ-দ্বারা প্রকরণ-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মে জ্ঞানানুষ্ঠানের ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলশ্রুতি উক্ত হইয়াছে।

"প্রকরণ প্রতিপাদ্যস্য তত্র তত্র প্রশংসনমর্থবাদঃ। যথা তত্রৈব উক্ত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ, যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিত্যাদ্বিতীয়বস্তুপ্রশংসনম্।"

অর্থবাদ—তৎপ্রকরণ-প্রতিপাদ্য অর্থের তৎপ্রকরণে প্রশংসাকে 'অর্থবাদ' কহে। যথা, ঐ প্রপাঠকেই 'উতত্তমা-দেশমপ্রাক্ষ্যঃ' ইত্যাদি। 'অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্' এই শেষ সন্দর্ভ-দ্বারা 'যাহা শ্রুত হইলে আর কিছুই অশ্রুত থাকে না এবং যাহা বিজ্ঞাত হইলে অজ্ঞাত বস্তুও বিজ্ঞাত হয়, তুমি সেই প্রশ্ন করিয়াছ' ইত্যাদি প্রকরণ-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের প্রশংসা।

"প্রকরণ-প্রতিপাদ্যার্থদার্ঢ্যায় তত্র তত্র শ্রূয়মাণা যুক্তিরূপ-পত্তিঃ। যথা, তত্রৈব 'যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।' ইত্যাদ্যাবদ্বিতীয়বস্তুদার্ঢ্যায় বিকারস্য বাচারম্ভণ-মাত্রত্বে যুক্তিঃ শ্রূয়তে।"

উপপত্তি—তৎপ্রকরণে প্রতিপাদ্য অর্থের সম্ভাব্যতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত যুক্তির উপন্যাসকে 'উপপত্তি' বলে। যথা ঐ প্রপাঠকেই "যথা সোম্যৈকেন" ইত্যাদি "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এই শেষ শ্রুতিবাক্যদ্বারা যেমন এক মৃৎপিণ্ড জানিতে পারিলে মৃন্ময় পাত্রাদি জানা যায়, বিকার ও নাম কেবল বাক্যমাত্র, মৃত্তিকাই যথার্থ, সেইরূপ পরব্রহ্মই সত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সকলই বাক্যমাত্র,—এই প্রকারে অদ্বিতীয় বস্তু-প্রতিপাদন-বিষয়ে বিকার অর্থাৎ জড়-জগতের বাক্যমাত্রস্বরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

"মননন্তু শ্রুতস্যাদ্বিতীয়বস্তুনো বেদান্তার্থানুগুণযুক্তিভি-রনবরতমনুচিন্তনম্।"

মনন—বেদান্তের অবিরোধিনী যুক্তির দ্বারা শ্রুত অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম বস্তুর নিরন্তর চিন্তার নাম 'মনন'।

"বিজাতীয়দেহাদি-প্রত্যয়বিরহিতাদ্বিতীয়-বস্তু-সজাতীয়-প্রবাহো নিদিধ্যাসনম্।"

নিদিধ্যাসন—বিরোধিজড়পদার্থজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর অবিরোধ বিজ্ঞানের প্রবাহকে 'নিদিধ্যাসন' বলে।

শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তানুসারে সর্ব্বশ্রী বস্তুর প্রাপ্তির যে উপায় বা অভিধেয়, তাহাই উপাসনা বা সাধুত্ব। তাহা গৌণ ও মুখ্য-ভেদে দ্বিবিধ। কর্ম্মযোগ বা কর্ম্মার্পণ—গৌণ-উপাসনা, আর জ্ঞান, ভক্তিবিশেষ (যোগ) ও সাক্ষাৎ ভক্তি—মুখ্য-উপাসনা। জ্ঞান ও যোগকে মস্তিষ্কের পথ বা বিচার-প্রধান পথ বলা হয় এবং ভক্তিকে হৃদয়ের পথ বা রুচি-প্রধান পথ বলা যায়। অতীন্দ্রিয়দর্শনই জ্ঞানমার্গের প্রধান কৃত্য। ইহা ক্ষুরের ধারের উপর দিয়া বিচরণের মত বিপজ্জনক। মস্তিষ্কের আর একটী পথ—যোগ। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মার প্রতি বিমুখ ইন্দ্রিয়সমূহকে ভিন্ন হইতে বিকর্ষণপূর্ব্বক একমুখী করিবার জন্যই যোগমার্গে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগের প্রণালী দৃষ্ট হয়। এই অষ্টাঙ্গ

যোগের শেষ তিনটী অঙ্গ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি পরতত্ত্বের আবির্ভাব-বিশেষের স্মৃতি বা চিন্তামূলক অর্থাৎ ভক্তিমূলক হওয়ায় এই পন্থাকে 'ভক্তিবিশেষ' বলা হয়; কিন্তু এই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি শুদ্ধভক্তির অন্তরঙ্গ ভক্তাঙ্গ স্মরণের অন্তর্গত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হইতে পৃথক্। কারণ, অষ্টাঙ্গ-যোগের অন্তর্গত যে ধ্যানাদি, তাহা কৃত্রিম চেষ্টা বা অভ্যাস-যোগমূলক। কিন্তু ভক্ত্যঙ্গ-স্মরণের অন্তর্গত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হ্লাদিনীর কৃপা হইতে বিকশিত সহজ ধর্ম্ম। যোগিগণ নিজ হৃৎকমলে পরমাত্মা বা নারায়ণের ভাবনা করেন। বৈকুণ্ঠে বা পরতত্ত্বের স্বধামে তাঁহার ধ্যান করেন না; কিন্তু ভক্তগণ স্বীয় অভীষ্টদেবকে তাঁহার নিজ ধামে বিহারশীলরূপেই ধ্যান করেন, যথা,—"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যমমী" অথবা "স্মরেৎ বৃন্দাবনে রম্যে" ইত্যাদি।

যম-নিয়মাদি নিজ চেষ্টার দ্বারা ইন্দ্রিয়কে পরমাত্মার দিকে একমুখী করিবার যে চেষ্টা, তাহা কৃত্রিম ও মস্তিষ্কের কার্য্য। এই কৃত্রিম পথেও যদি কিছুটা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, তবেই তাহা ফলপ্রসূ হয়। কিন্তু যদি ইহাতে হৃৎকমলে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষের চিন্তাটী না হয়, যদি পরমাত্মার উপাসনা ভক্তির আকাররূপ ধারণা, ধ্যান ও সমাধির অধীন না হয়, তাহা হইলে উহা ফলপ্রসূ হয় না।

অপরের কা কথা, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও বিচার-মার্গ অবলম্বন করিতে গিয়া মোহগ্রস্ত হইয়া যান। যে বিচার-প্রধান-মার্গে মস্তিষ্কই একমাত্র সম্বল, কর্ম্মফলানুসারে সেই মস্তিষ্কের বিভিন্ন অবস্থা লাভ হয়—কখনও সুস্থ, কখনও বিকৃত; সুস্থতার মধ্যেও আবার নানাপ্রকার তারতম্য-অবস্থা দৃষ্ট হয়। কিন্তু হৃদয় (হৃৎপিণ্ড নহে)—যাহা রুচির আধার, তাহা কর্ম্মফলের অধীন নহে। মস্তিষ্কের দ্বারা বিচার করিয়া কোনদিনই প্রীতিলাভ হয় না। Synthesis বা মিলনের মতই সংহিতা বা বেদের মত। হিতের সহিত যাহা বর্ত্তমান, তাহাই সংহিতা। সংহিতায় একমুখী বা মিলন করায়, ইহাকেই 'যোগ' বলে। বিয়োগ বা বিভাগই অহিত, উহাকে analytical process বলে। নারায়ণের দিকে গতিতে যোগ হয়; উহাই মিলন বা Synthesis. Analytical মতবাদই সমস্ত মানেষ্ক্ বিশ্বের মত। এই মতবাদের মূলে আছে,—জাতিতে জাতিতে ভেদ, উদরে উদরে ভেদ, ভিটায় ভিটায় ভেদ অর্থাৎ স্থূল রক্তমাংস-দর্শনই ইহার ভিত্তি। Analysisএর দ্বারা অপরের উপর প্রভুত্বকামনা প্রবল হয়; আর Synthesisএর দ্বারা সেবাবৃত্তির অভ্যুদয় হয়। যত অন্তর্য্যামিদর্শন কম হইবে, ততই উদর-ভেদ প্রবল হইয়া বাদবিসম্বাদ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, যুদ্ধবিগ্রহ ও প্রলয়ঙ্করী রৌদ্র-লীলা চলিতে থাকিবে।

উদরভেদবাদী প্রকৃতিকে ভূগোলপেষা করিতে চাহে। যাহারা ইতিহাস ও ভূগোলের বিভাগপ্রণালীকে বাস্তব সত্য মনে করে, তাহাদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ইতিহাস ও ভূগোলের বঞ্চনাময় রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

অজাতরুচির পক্ষে বিচারপ্রধান মার্গ ও জাতরুচির পক্ষে রুচিপ্রধান মার্গ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বিচার-প্রধান মার্গ—মনীষা বা মস্তিষ্কের পথ। স্বীয় অযোগ্যতার তীব্র-অনুভূতি হইতে রুচির উদয় হয়। প্রীতির আধার হৃদয়ই এই রুচির আবির্ভাবক্ষেত্র। এই বিচার ও রুচির পথে প্রত্যেকটীরই পূর্ব্বাঙ্গ ও পরাঙ্গ-ভেদ আছে।

সাধুখ্যমাত্রেরই নিদান—সাধুসঙ্গ। শাস্ত্রমূর্ত্তি সাধু বা মহৎ হ্লাদিনী-শক্তির দূত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু বা মহৎই শ্রীগুরুদেব; তিনি ব্রহ্মে উপলব্ধাশ্রয়। 'উপ আধিক্যেন' 'শব' নিষ্ঠা, আশ্রয় করিয়াছেন যিনি, তিনিই শ্রীগুরুদেব। তিনি নৈষ্ঠিকী ভক্তি অর্থাৎ ক্রিয়াবৃত্তিতে পরমাবিষ্টতা-প্রাপ্ত। শ্রীমদ্ভাগবতরূপী শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় এই ভক্ত-ভাগবতবর শ্রীগুরুদেব বা মহতের সন্ধান পাওয়া যায়।

উপাসনা বা অভিধেয়ের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেন-না অন্যান্য সাধনের যাহা ফল, তাহা সমস্তই ভক্তি স্বতন্ত্রভাবে অনায়াসে দান করিতে পারেন। কিন্তু ভক্তির যে ফল, তাহার আভাসও অন্যান্য সাধনের দ্বারা পাওয়া যায় না।

ভক্তির দুইটী লক্ষণ—(১) নবধা ভক্তির আকার থাকিবে ও (২) নৈরন্তর্য্য থাকিবে। নৈরন্তর্য্যটী অসাধারণ বা তটস্থ বা নিজস্ব লক্ষণ। আগে অর্পিতা অর্থাৎ ভাবিতা বা ভগবৎসুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিযুক্তা হইয়া যদি এই ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে উহা শীঘ্রই সাধ্যভক্তি প্রীতিতে পর্য্যবসিত হইবে। ভগবৎসুখানুসন্ধান-স্মৃতিটী হ্লাদিনীর বৃত্তি। ভগবৎসুখানুসন্ধানযুক্ত নিরবচ্ছিন্ন অমৃতধারার ন্যায় স্মৃতি-সংযুক্ত যে নববিধ ভক্ত্যঙ্গ, ইহাই অকিঞ্চনা বা স্বরূপ-

নিষ্ঠা ভক্তি। বর্ণাশ্রমধর্ম-পালনদ্বারা যে বিষ্ণুতোষণ, তাহা ভক্ত্যাভাস বা প্রীতিনাভাস। তাহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; আত্মার প্রসন্নতা বা সংসার-মুক্তি হইতে পারে, কিন্তু সুপ্রসন্নতা, বিমুক্তি বা প্রীতি হয় না। আবেশময়ী অকিঞ্চনা-ভক্তির দ্বারাই বিমুক্তি বা বিজ্ঞান,অর্থাৎ অন্তর্বহিঃসাক্ষাৎকার লাভ হয়, মাধুর্য্যাদ্যনুভব বা লীলারস আস্বাদন হয়।

ভক্তি ও ভক্তিযোগ—এই দুইটী পরিভাষার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। ভক্তি—অনুষ্ঠানময়ী; ইহা ক্রিয়ারূপে ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হয়; আর ভক্তিযোগ ক্রিয়াময় ও তৎসহিত ইষ্টবস্তুর নিরন্তর সুখানুসন্ধানময়ী চিন্তা বা আবেশ-যুক্ত। ভক্তিযোগের দুইটী লক্ষণ—(১) শ্রবণকীর্ত্তনাদি ক্রিয়া-লক্ষণযুক্ত; ইহা স্বরূপলক্ষণ। (২) আবেশ বা যোগরূপ নৈরন্তর্য্য; ইহাই অসাধারণ লক্ষণ। প্রিয়ত্ব-ধর্ম্মই সম্বন্ধী পরতত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আনন্দময় হইয়াও তিনি নবনবায়মানভাবে আনন্দী হন। 'স্বেহনীপ্রদীপসন্তানা'নুসারে পূর্ণতম আনন্দময়ের স্বরূপশক্তি নিজ প্রেমাস্পদ ও কায়ব্যূহ-সম্ভূত আপনাকে নন্দিত করেন। এই প্রিয়ত্ব-ধর্ম্ম পূর্ণতমভাবে মাদনদশাপ্রাপ্ত শ্রীর বশীভূত শ্রীকৃষ্ণে প্রকাশিত। তিনি শ্রীচরণকমলমধুদ্বারা শ্রীমদনমোহনরূপে, শ্রীমুখকমলমধুদ্বারা শ্রীগোবিন্দরূপে ও শ্রীবক্ষঃকমলমধুদ্বারা শ্রীগোপীনাথরূপে আস্বাদন করিয়াছেন যে শ্রীগৌড়ীয়গণকে, তাঁহাদের সেবাপরিপাটীতে লুব্ধ রাগানুগগণের ভক্তিযোগই শ্রীর বশীভূত শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়। এই রাগানুগভক্তি-যোগীর লক্ষণ—তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব। শ্রীব্রজকা, শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনবাসিগণের পদধূলিরূপে অভিমানই তৃণাদপি সুনীচত্ব। সহিষ্ণুতা বলিতে 'দয়া' ও 'অহিংসা' বুঝায়। ইষ্টদেবের সহিত মিলন করাইবার ইচ্ছাই দয়া। সর্ব্বপ্রকার দৌরাত্ম্য সহ করিয়া দৌরাত্ম্যকারীর সর্ব্বোত্তম প্রতিশোধ অর্থাৎ দ্রোহরূপ মূল বীজ উৎপাটন করিয়া তাহাকে সুখী দেখিতে চাওয়া, ইষ্টদেবের সহিত সেবা-সংযুক্ত করা,—ইহাই দয়া। অমানিত্ব—প্রতিষ্ঠার মূল আকর স্বরূপশক্তি ও তাঁহার বৈভবগণ, ইহা জানিয়া সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠাশা-রাহিত্য ও নিজ-প্রতিষ্ঠাভাসেও লজ্জানুভব। মানদত্ব—ইষ্টদেবের সহিত সম্পর্কযুক্ত দর্শন করিয়া মানদান, সর্ব্বত্র ভগবদ্বৈভব-দর্শন, ভগবদ্রূপ, গুণ, লীলা ও ধামের উদ্দীপন; ইহাই অন্য-পারমহংস্য ধর্ম্ম। অন্তর্যামিদৃষ্টিতে কৃতানুকম্পা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক জীবে ইষ্টদেব ও ইষ্টদেবের সুখানু-সন্ধানকারিণী হ্লাদিনীর স্ফূর্ত্তি—ইহাই হইল অহিংসা বা দয়াবৃত্তির ক্রম-বিকাশ-বিজ্ঞান।

ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানে যদি তন্ময়তা থাকে, তাহা হইলেই সহজে প্রীতি লাভ করা যায়। বৈধী ভক্তিতে যে তন্ময়তা, তাহাকে ক্রিয়ানুবৃত্তি ও রাগানুগভক্তিতে যে তন্ময়তা, তাহাকে 'আবেশ' বলা যায়। রাগানুগা ভক্তির গতি বিদ্যুতের মত। বর্ণাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রবিধি-অনুসারে ভজন—বৈধী সাধনভক্তি; ইহাকে অনন্যা ভক্তি বলা যায়; আর অভিরুচি-সহকারে অভিমানযুক্ত ভজনই রাগানুগা ভক্তি। ইহার অপর নাম—অনন্যভাবা ভক্তি। সাধনভক্তি তরলা; তাঁহার দুইটী লক্ষণ—ক্লেশঘ্নী ও শুভদা। ভাবভক্তি সাধনভক্তি অপেক্ষা গাঢ়; তাহা মোক্ষ-লঘুতাকৃৎ ও সুদুর্ল্লভা; তৎসঙ্গে পূর্ব্বের দুইটী লক্ষণও আছে। প্রেমভক্তি অত্যন্ত গাঢ়াবস্থা-প্রাপ্ত; ইহা সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী; তদ্ব্যতীত পূর্ব্বের চারিটী লক্ষণও আছে। ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ক্ষীর ও খোয়ার ন্যায় গাঢ়তায় তারতম্যযুক্ত। সাধক-অবস্থার অভিরুচিই সিদ্ধাবস্থায় রেহে পর্য্যবসিত হয়।

কাব্যশাস্ত্রে 'সামাজিক' বলিয়া একটী পরিভাষা আছে। 'সামাজিক'-শব্দের অর্থ—কাব্যরস-আস্বাদক। এই সামাজিক যদি সহৃদয় অর্থাৎ সমঝ্‌দার না হ'ন, তাহা হইলে সম্যগ্‌ভাবে কাব্যরসাস্বাদন তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না। মস্তিষ্কের দ্বারা আস্বাদন হয় না, ভালবাসা যায় না। মস্তিষ্কের দ্বারা পাপপুণ্য-বিচার বা নির্ব্বাণে লাভ পর্য্যন্ত হইতে পারে; কিন্তু প্রিয়জনের বৈশিষ্ট্যানুভব হয় না। আবেশের আধার—হৃদয়; নিরবচ্ছিন্না অভিরুচি বা আবিষ্টতাই হৃদয়গতি। স্মরণ ও ধারণা সাধন-ভক্তির পূর্ব্বাঙ্গ, অবিচ্ছিন্ন-মনোগতি হইতেই ধ্যান আরম্ভ হইল। অভিরুচির সহিত যে সম্যক্ কীর্ত্তন, তাহাই সংকীর্ত্তন। বহু ব্যক্তি মিলিত হইয়া একপ্রাণে, ঐকতানে অন্যত্রজনের সুখানুসন্ধানরূপ চেষ্টায় আবিষ্ট অর্থাৎ সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান, সেই রূপ, সেই স্মরণ—এইরূপ নিষ্ঠা লইয়া যে শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন, তাহাতে চমৎকারবিশেষের পোষণহেতু শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়। "হরের্নাম

কহেন—শুন স্বরূপ-রামরায়। নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।" শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের—"ভক্তি-সাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হইল মন। প্রভু উপদেশ কৈলা নাম-সংকীর্ত্তন॥" (চৈ চ ম ২০।৮, ম ৬।২৪১)। শ্রীর বর্ণীত কৃষ্ণের সুষ্ঠু কীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥"

(বি পু ৬।২।১৭, পদ্ম পু ১২।২৫, হরিভক্তিবিলাস পৃ ৩৮।৭)—যাহা যে কীর্ত্তনের কথা আছে, তাহা অভিরুচির সহিত কীর্ত্তন নহে। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন অর্থাৎ অভিরুচি বা আবেশের সহিত কীর্ত্তনই মূল গুরুপাদপদ্ম শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর নিজস্ব ভজন। এই নিজস্ব ভজনরত্নের নিগূঢ়কুঞ্চিকা শ্রীশ্রীস্বরূপরামরায়ের নিকট হইতে তাঁহাদের বিজয়বর শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-প্রমুখ অষ্টগোস্বামী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্যতা 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' ইত্যাদি শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরলীলায় তদপেক্ষা অধিক মহাবদান্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের উপাসনার কথাই শ্রীমদ্ভাগবত উপক্রমে বলিয়াছেন, —"সত্যং পরং ধীমহি।"

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনাই ভক্তি; তাহা বেদনবর্ম্মাত্মিকা রসময়ী বিদ্যা। ইহারই অপর নাম—রাজগুহ্য-বিদ্যা; কারণ, ইহা সমস্ত গুহ্যবিদ্যার মধ্যে রাজা—বেদের নিগূঢ় রহস্য।

শ্রীভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বস্তুর 'স্বরূপ' ও 'তটস্থ' লক্ষণ-সম্বন্ধে এইরূপ সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়,—

"'স্বরূপ-লক্ষণ' আর 'তটস্থ-লক্ষণ'।
এই দুই লক্ষণে 'বস্তু' জানে মুনিগণ॥
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ—স্বরূপ-লক্ষণ।
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ লক্ষণ॥"

(চৈ চ ম ২০।৩৪৪-৪৫)

আকার, স্বভাব, মূর্ত্তি বা গঠন—এই সকল 'স্বরূপ'-লক্ষণ। আর বস্তুর কার্য্যদ্বারা বস্তু-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা 'তটস্থ'-লক্ষণ।

'তট'-শব্দের অর্থ—কূল, তীর বা সীমা। 'তটস্থ' বলিতে সীমাপ্রাপ্ত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কোন-কোন স্থানে—"তটস্থ হঞা বিচারিলে, আছে তরতম" (চৈ চ ম ৮।৮৩) —এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। সেখানেও 'তটস্থ'-শব্দের অর্থ—'সীমাপ্রাপ্ত' অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ শিখরে বা কোন সীমায় উপস্থিত হইয়া দর্শন করিলে যেরূপ সম্পূর্ণ দর্শন হয়, সেইরূপ ভাবের বা রসের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া দর্শন করিলে ভাব ও রসের পূর্ণতা ও তারতম্য দর্শন হয়। যাঁহারা রসের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত—মধুর-রসের রসিক, তাঁহারাই শান্তদাস্যাদি রসের প্রকৃত তারতম্যাদি উপলব্ধি করিতে পারেন। যিনি কেবল শান্তরসেই অভিনিবিষ্ট আছেন, তিনি তাহাতেই সুরপুর থাকিতে পারেন; কিন্তু তদপেক্ষা উন্নত রসের চমৎকারিতা বা তারতম্য উপলব্ধি করিতে পারেন না।

"তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥"

(চৈ চ আ ৪।৪৪)

অতএব 'তটস্থ' বলিতে সীমাপ্রাপ্ত, পরাকাষ্ঠাপন্ন বা অসাধারণ; 'তটস্থ'-লক্ষণ বলিতে 'অসাধারণ' লক্ষণকেই বুঝায়। কার্য্যের দ্বারা এই অসাধারণ লক্ষণের জ্ঞান হয়। 'তটস্থ'-লক্ষণ বা অসাধারণত্বই বস্তুর 'নিজস্ব' লক্ষণ। যেমন, একটী গাভীর শৃঙ্গ, পুচ্ছ, গলকম্বল, খাঁট, শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ বা ধূম্রবর্ণাদি বা বিশেষ আকার অথবা মৃদু-স্বভাব, কিংবা বৎসের প্রতি স্নেহশীলতা প্রভৃতি স্বভাব গাভীর 'স্বরূপ'-লক্ষণ; আর গো-দুগ্ধে যেরূপ পুষ্টি-তুষ্টি হয়, এইরূপ আর কোন বস্তুতেই হয় না—উহাই তাহার অসাধারণ বা অদ্বিতীয় লক্ষণ। গো-দুগ্ধের ন্যায় ঠিক সেইরূপ গুণ পৃথিবীর অন্য কোন দ্রব্যে নাই। এই যে তাহার নিজস্ব বা পরাকাষ্ঠাপন্ন লক্ষণ, তাহাই 'তটস্থ'-লক্ষণ। জলের আকারে যে কাচবৎ 'স্বচ্ছতা' বা তরলতা, তাহাই জলের 'স্বরূপ'-লক্ষণ;

আর ইহার দ্বারা যে তৃষ্ণা নিবারণ হয়,—ইহা তাহার 'তটস্থ' বা 'অসাধারণ' লক্ষণ অর্থাৎ জল বা জলের কোনও অংশ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ হইতে পারে না। রক্তবর্ণ আকার বা শিখা প্রভৃতি অগ্নির 'স্বরূপ'-লক্ষণ; আর দহন-কার্য্য তাহার তটস্থ-লক্ষণ, তাহা অগ্নি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে নাই।

অতএব 'স্বরূপ'-লক্ষণের সহিত 'তটস্থ'-লক্ষণ না থাকিলে বস্তুর অকৃত্রিমত্ব থাকিতে পারে না। গরুর আকার আছে, অথচ যদি তাহার দুগ্ধের দ্বারা পুষ্টি-তুষ্টি না হয়, তবে তাহা গবয়-জাতীয় কোন প্রাণী বা বন্ধ্যা গরু হইবে; উহার দ্বারা গাভী-পোষণের যে ফল, তাহা পাওয়া যায় না। মরীচিকায় জলের আকার আছে বলিয়া জলভ্রান্তি হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা পিপাসা-নিবৃত্তি হয় না। আলেয়ার বা খদ্যোতের আগুনের মত আকার বা আলোক থাকিতে পারে, কিন্তু অগ্নির যে মুখ্য ফল পাকাদি-কার্য্য বা বস্তুদহন, তাহা হয় না। বেশ্যা ও সতী—উভয়েই সিঁথিতে সিন্দুর পরিয়া বা অবগুণ্ঠন দিয়া যদি সজ্জিত থাকে, তাহা হইলে আকারে উভয়েই এক, কিন্তু বেশ্যার যাহা অসাধারণ গুণ অর্থাৎ পরপুরুষ বা বহু পুরুষের কামযাচ্ঞা ও সতীর যাহা অসাধারণ গুণ—জীবনে-মরণে নিজপতির প্রতি নিষ্ঠা—এই তটস্থ-লক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ কার্য্যের দ্বারা উভয়ের প্রকৃত পরিচয় লাভ হয়। ভক্ত ও ভণ্ডের আকারগত লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ-লক্ষণ এক হইতে পারে, কিন্তু ভক্ত ও ভণ্ডের তটস্থ-লক্ষণের পার্থক্যের দ্বারাই উভয়েরই পার্থক্য অব্যভিচারিরূপে নির্ণীত হয়। ভক্তি-সম্বন্ধেও তাহাই।

ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ—ভক্তি 'ক্রিয়াময়ী' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ক্রিয়া বা অনুষ্ঠানরূপে তাহা আবির্ভূত হয়; তাহাতে স্বরূপসিদ্ধা শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তির আকার থাকিবে। আর ভক্তির তটস্থ-লক্ষণে তাহা অবিচ্ছিন্ন অমৃতধারাবৎ দেবের সুখানুসন্ধান-স্মৃতিময়ী। অব্যভিচারী লক্ষণ,—ইহাই ভক্তির সতীত্ব। 'স্বরূপ'-লক্ষণে 'তন্মাত্রত্ব', আর 'তটস্থ'-লক্ষণে 'অব্যভিচারিত্ব' বা নিরবচ্ছিন্নত্ব। 'তন্মাত্রত্ব' বলিতে তাহা স্বরূপসিদ্ধা শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তির আকার-বিশিষ্টাই হইবে; আর 'অব্যভিচারিত্ব' বলিতে তাহাতে একমাত্র ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান ব্যতীত অন্য কোন অভিসন্ধি থাকিবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে "তদ্বৎ দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ" (ভা ১১।২।৩৭)—এই অভিধেয়াত্মক শ্লোকে যে 'একয়া ভক্ত্যা' বলা আছে, সেই 'ভক্ত্যা' শব্দে নবধা ভক্তির আকারের দ্বারা, ইহা 'স্বরূপ'-লক্ষণ। আর 'একয়া' শব্দে অব্যভিচারিণী বা নিরবচ্ছিন্না সুখানুসন্ধানময়ী, স্মৃতি-নিবেশময়ী ভক্তির দ্বারা,—ইহাই তাহার তটস্থ-লক্ষণ। নৈরন্তর্য্য, অভিনিবেশ বা সুখানুসন্ধানই 'অসাধারণত্ব', 'নিজত্ব' বা 'তটস্থ'-লক্ষণ। আদৌ 'অর্পিত'—ধারিতা, এই যে অর্পণ, ধারণ, ভাবন, স্মরণ, যে স্মৃতির মধ্যে হ্লাদিনীবৃত্তির ⁄ অবতার, সেই ভগবৎসুখানুসন্ধানময়ী নিরবচ্ছিন্না অমৃতধারাবৎ স্মৃতির সঙ্গে সংযুক্ত যে নবধা ভক্তি, তাহাই 'অকিঞ্চনা' বা 'স্বরূপসিদ্ধা' ভক্তি। এই 'স্বরূপ' ও 'তটস্থ'-লক্ষণ-সমন্বিত ভক্তি অর্থাৎ ইষ্টদেবের নিরন্তর সুখানুসন্ধানময় অভিনিবেশ বা ধ্যানরূপ যোগের দ্বারা সতত যুক্ত যে ভক্তি, তাহাই "ভক্তিযোগ"। ভক্তির আকার থাকিয়াও যদি তাহাতে সুখানুসন্ধানময় আবেশ না থাকে, তবে তাহাকে 'নির্গুণ ভক্তিযোগ' বলা যায় না। তামসিকী, রাজসিকী, সাত্ত্বিকী ও আরোপসিদ্ধা ভক্তি ভক্তির আকার-বিশিষ্টা হইলেও তাহাতে ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানরূপ 'নৈরন্তর্য্য' বা 'অভিনিবেশ' না থাকায় তাহা নির্গুণা, কেবলা বা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি নহে। ভক্তিমাত্রকামহেতু অর্থাৎ ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ যে নবধা ভক্তির আকার ও তটস্থ-লক্ষণ যে নিরন্তর সুখানু-সন্ধান, তদ্দ্বারাই নিষ্কামা, নির্গুণা কেবলা বা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি নিরূপিত হয়। ভক্তির আকার সত্ত্বেও তাহা কিরূপে রজস্তমোভাবযুক্ত হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥"

(ভা ৩।২৯।৮)

যে ব্যক্তি দম্ভ ও মাৎসর্য্য সম্বন্ধ করিয়া কামের অতৃপ্তিতে ক্রোধযুক্ত এবং নিজের মধ্যে যেরূপ সুখ-দুঃখ বর্ত্তমান, সেরূপ সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই সুখদুঃখ বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা উপলব্ধি না করিয়া অত্যন্ত নির্দ্দয়, সেইরূপ ভিন্নদৃষ্টি, যে আমার প্রতি ভক্তির আকার প্রদর্শন করে, তাহা 'তামসিকী ভক্তি' ও সেই ভক্ত 'তামস-ভক্ত'-নামে কথিত।

"বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ॥"
(ভা ৩।২৯।৯)

আমা হইতে অন্যত্র বিষয়াদিতে স্পৃহা ও অভিনিবেশ যাহার, পরন্তু আমাতে স্পৃহা নহে,—এইরূপ পৃথগ্‌ভাব পুরুষ নানাপ্রকার বিষয়, প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য্য সঙ্কল্প করিয়া অর্চ্চাদিতে যে আমার অর্চ্চন করে, তাহা রাজসিকী ভক্তি এবং সেইরূপ ভক্ত রাজস-ভক্ত-নামে কথিত। মঠ-মন্দির, মহোৎসবাদি করিবার আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া ও তাহাতে নিজনামাঙ্কিত প্রস্তর-ফলক-স্থাপনের স্পৃহা-যুক্ত হইয়া অর্থাৎ বিষয়, প্রতিষ্ঠা, ঐশ্বর্য্যের অভিসন্ধি করিয়া যে অর্চ্চাদি-প্রকাশ, দণ্ডবৎ-প্রণাম, মহোৎসবাদি-প্রদানরূপ ভক্তির আকার প্রদর্শিত হয়, তাহা রাজসিকী ভক্তি। এইরূপ ভক্ত 'রাজস-ভক্ত' বলিয়া কথিত। কর্ম্মার্পণরূপ অতি প্রাথমিক ভাগবতধর্ম্মে বা ভক্ত্যাভাসেও যাঁহার প্রবেশলাভ হইয়াছে, সেরূপ কর্ম্মফলার্পণকারী ব্যক্তিও সুস্তম্ভফলকে নিজনাম অঙ্কিত বা সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে নিজনাম প্রচারিত দেখিবার জন্য আগ্রহ-বিশিষ্ট হ'ন না। যাঁহাদের শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভায় "শ্রীগৌরাঙ্গীবাদ"-লাভ বা 'ধন্যবাদ'-লাভের ছলে নিজের প্রশংসা শুনিবার জন্য চিত্ত উদগ্রীব থাকে, তজ্জন্য যাঁহারা উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করেন, প্রশংসা কম হইলে যাঁহারা নিরুৎসাহ ও প্রশংসা বেশী হইলে উৎসাহযুক্ত হ'ন, তাঁহাদের কর্ম্মার্পণরূপ প্রাথমিক ভাগবতধর্ম্ম পর্য্যন্তও আরম্ভ হয় নাই; শুদ্ধভক্তি ত দূরের কথা। তাঁহারা রাজসিকী ভক্তিরূপা সকাম ভক্তির আকারের দ্বারা বঞ্চিত হইয়াছেন। পৃথিবীব্যাপী প্রচার বা হরিকথা-কীর্ত্তনরূপ ভক্তিরাজনের অভিনয় করিয়া যাহাদের নিজ প্রতিষ্ঠা, ঐশ্বর্য্য বা বিষয়-সংগ্রহের অভিসন্ধি আছে, তাহাদের ঐরূপ ভক্তির আকার বা অভিনয় কেবল রাজসিকী ভক্তির তাণ্ডব বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব ও শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আর কৈবল্য-কামী যে ভক্তি, তাহা সাত্ত্বিকী ভক্তি।

তাহার লক্ষণ এই,—

"কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥"
(ভা ৩।২৯।১০)

যোক্তাকে উদ্দেশ করিয়া যে ব্যক্তি পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণ করেন অথবা নিত্য বিধির দ্বারা প্রাপ্তিহেতু সকলেরই ভগবৎ-পূজন অবশ্য কর্ত্তব্য—এই বুদ্ধি-অনুসারে পরমেশ্বরের পূজা করেন, কিন্তু ভক্তিতত্ত্বের জ্ঞানহেতু করেন না, সুতরাং তিনি তামস ও রাজস ভক্ত যেরূপ ভিন্নদৃক্ ও পৃথগ্‌ভাব, ইনিও সাত্ত্বিক-বুদ্ধির দ্বারা পৃথগ্‌ভাবে অর্থাৎ বিমুক্তিরূপা ভক্তি হইতে মুক্তিকে পৃথক্ করিয়া পুরুষার্থ ভাবনা করেন। সেইরূপ ব্যক্তি 'সাত্ত্বিক-ভক্ত' নামে কথিত।

ইহার পরে ভক্তিমাত্র-কামা নির্গুণা, কেবলা, স্বরূপসিদ্ধা, অকিঞ্চনা ভক্তির কথা শ্রীকপিলদেব এইরূপ বলিয়াছেন,—

"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥"
(ভা ৩।২৯।১১-১৪)

'মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ' (আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই তথায় অন্য কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অপেক্ষা নাই), 'সর্ব্বগুহাশয়' (যিনি প্রাকৃত গুণময় ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সর্ব্বজন্তুর গুহা অর্থাৎ অগোচর স্থানে গুহ্য ও নিষ্কলরূপে অবস্থান করেন) আমার প্রতি যে বিষয়ান্তরের দ্বারা অবিচ্ছিন্না হৃদয়গতি, তাহা এবং শ্রীপুরুষোত্তমে ফলানুসন্ধানশূন্যা, স্বরূপসিদ্ধা বলিয়া সাক্ষাদ্ভক্তি যে ভক্তি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 'আমার গুণশ্রবণমাত্রেই' এই বাক্যস্থিত 'মাত্র'-পদ ও 'অবিচ্ছিন্না' এই পদের দ্বারা 'মনোগতিরহৈতুকীত্ব' সিদ্ধ হয়। আমার জনগণ আমাদ্বারা প্রদত্ত হইলেও আমার সেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্যমুক্তি গ্রহণ করেন না; পরন্তু যদি পূর্ব্বোক্ত মুক্তিচতুষ্টয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমার সেবার জন্যই গ্রহণ করেন, সালোক্যাদি উপভোগের জন্য নহে। 'ভগবৎ-সাযুজ্য' ও 'ব্রহ্মসাযুজ্য' এই উভয়বিধ একত্বই শ্রীভগবানে লয়-স্বরূপ বলিয়া তাহাতে ভগবৎ-সেবারূপ প্রয়োজন-সিদ্ধি না হওয়ায় অপ্রাপ্য হইয়া থাকে। যাহার দ্বারা পুরুষ ত্রিগুণকে

অতিক্রম করিয়া আমার সুখানুসন্ধানময় অভিনিবেশযুক্ত বা সাক্ষাৎকাররূপ বিজ্ঞান-লাভে সমর্থ হয় তাহাই 'আত্যন্তিক ভক্তিযোগ' নামে কথিত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় সাধন-ভক্তির এইরূপ স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে,—

"শ্রবণাদি-ক্রিয়া—তা'র 'স্বরূপ'-লক্ষণ।
'তটস্থ'-লক্ষণে উপজয় প্রেমধন॥"

(চৈ চ ম ২২।১০৩)

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-বন্দনাদি নবধা ভক্তির অনুষ্ঠানময় আকার—সাধন-ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ; প্রেম—অসাধারণ বা তটস্থ-লক্ষণ। প্রেমহীন ক্রিয়া ভক্তিযোগ নহে। প্রীতি, আসক্তি, আবেশ বা প্রেম সাধন-ভক্তির তটস্থ অর্থাৎ অসাধারণ লক্ষণ। সেই সাধন-ভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধ। রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগাই 'রাগানুগা' ভক্তি। সেই রাগাত্মিকা ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে (চৈ চ ম ২২।১৪৭),—

"ইষ্টে গাঢ়-তৃষ্ণা—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা—তটস্থ-লক্ষণ কথন॥"

অভীষ্ট-বস্তুতে গাঢ়তৃষ্ণারূপ আকৃতি-প্রকৃতি থাকিলেও অভীষ্ট বস্তুতে আবেশ অর্থাৎ সুখানুসন্ধানময়ী একাগ্রবৃত্তিটী সর্ব্বক্ষেত্রে আবশ্যক। অতএব সর্ব্বত্রই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি স্বরূপ ও তটস্থ উভয় লক্ষণে অন্বিত হ'ন। ভক্তির অসাধারণ বা নিজস্ব গুণ ব্যতীত ভক্তির সত্তা থাকিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদ-সম্বাহনের জন্য গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে বাহ্যে শ্রীভগবদ্লঙ্ঘনরূপ অভক্তির আকার থাকিলেও উহাতে কৃষ্ণসুখানুসন্ধানরূপ আবেশ থাকায় তাহাই প্রকৃত অনুরাগের লক্ষণ। আর শ্রীবিগ্রহের সেবোপকরণ অপহরণ করিবার জন্য যে মন্দিরে প্রবেশ বা ভগবদ্বন্দনাদি তাহাতে বাহিরে ভক্তির আকার থাকিলেও ভগবৎসুখানুসন্ধান না থাকায় তাহা অপরাধ। এইজন্য—

"গোবিন্দ কহে,—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন॥
সেবা লাগি' কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি॥"

(চৈ চ অ ১০।৯৫-৯৬)

যদি সুখানুসন্ধানরূপ নিয়ম অর্থাৎ অভিনিবেশ থাকে, তবে অপরাধ বা নরকের কোন ভয় থাকে না। শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানের জন্য কোটি অপরাধ বা নরককে বরণ করা যায়, কিন্তু নিজ-সুখানুসন্ধানার্থ অপরাধের আভাসকেও ভক্ত ভয় করেন। শ্রীগোবিন্দ শ্রীগৌরহরির সুখানুসন্ধানার্থ তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজ-সুখানুসন্ধানার্থ অর্থাৎ ভোজনের সময় অতিক্রম হইয়া যাইতেছে বা পিত্ত পড়িয়া যাইতেছে, এইরূপ নিজসুখের চিন্তা করিয়া শ্রীগৌরহরিকে উল্লঙ্ঘন করেন নাই—"স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি।"

এক সময় শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীশৈলপূর্ণের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। শৈলপূর্ণের শিষ্য শ্রীগোবিন্দ শ্রীরামানুজের বাল্যবন্ধু ছিলেন। শ্রীগোবিন্দ প্রত্যহ শ্রীশৈলপূর্ণের শয্যাদি রচনা করিয়া সেবা করিতেন। একদিন শ্রীরামানুজ দেখিতে পাইলেন যে, গোবিন্দ স্বীয় গুরুদেবের জন্য শয্যা রচনা করিয়া তদুপরি শয়ন করিলেন। ইহা অবিলম্বে শ্রীরামানুজ শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট জ্ঞাপন করিলে তিনি অবিলম্বে শ্রীগোবিন্দকে সম্মুখে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমার শয্যায় শয়ন করিয়াছ? জান, গুরুশয্যায় শয়ন করিলে কি হয়?" শ্রীগোবিন্দ অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—"গুরুতল্পগামীর অনন্ত-নরক-বাস হয়।" শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন,—"ইহা জানিয়াও তুমি এইরূপ আচরণ করিলে কেন?" "প্রভো! আমার নরকবাসের দ্বারাও যদি আপনার কিঞ্চিৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা আমি আর অধিক কিছু বাঞ্ছা করি না। শয্যা সুখস্পর্শ হইল কিনা, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি অন্তে নরক-গমন স্বীকার করিয়াও প্রতিদিন আপনার শয্যা রচনা করিবার পর তদুপরি একবার শয়ন করিয়া থাকি।"—শিষ্যের এইরূপ গুরুসুখানুসন্ধান-বৃত্তি-দর্শনে শৈলপূর্ণ আনন্দিত হইলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য অজ্ঞানতাবশতঃ শ্রীগোবিন্দের উপর অশ্রদ্ধাভাব পোষণ করায় লজ্জিত হইয়া শ্রীগোবিন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

প্রীতির লক্ষণই (১) প্রিয়জনের সুখানুসন্ধান, (২) যেভাবে প্রিয়জন সুখী হন, সেইভাবে প্রিয়জনকে পাইবার ইচ্ছা—নিজের ইচ্ছামত পাইবার ইচ্ছা নহে, নিজের কোটি কোটি সুখ বিসর্জ্জন দিয়াও, নরক-বাস বরণ করিয়াও

ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানই প্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ; আর (৩) প্রিয়জন সুখী হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া ও জানিয়া যে সুখানুভব অর্থাৎ পৃথগ্‌ভাবে নিজের সুখের তাৎপর্য না রাখা, ইষ্টের সুখেই নিজের সুখের পর্য্যবসান,—ইহাই প্রীতির তটস্থ-লক্ষণ।

স্মৃতি ও প্রীতির মধ্যে সুখ ও প্রিয়তা—উভয়ই আছে। কেবল উল্লাসাত্মক জ্ঞান-বিশেষের নাম সুখ; আর যদ্দ্বারা বিষয়ের আনুকূল্য হয়, তদনুগতভাবে বিষয়কে পাইবার জন্য যাহাতে ইচ্ছা হয়, তাহাতে বিষয়ানুভবহেতু উল্লাসাত্মক জ্ঞান-বিশেষ উদিত হয়,—তাহাকে 'প্রিয়তা' বলে। একমাত্র বিষয়ের আনুকূল্য বা সুখ-সাধনই প্রিয়তার অসাধারণ ধর্ম্ম বা স্বরূপ। অতএব যাহাতে প্রিয়জনের সুখ হয়, সেইভাবে তাঁহার সুখের অবিরোধে প্রিয়জনকে পাইবার নিমিত্ত যে ইচ্ছা, অধিক কি, প্রিয়জনকে পাইতে যদি প্রিয়জনের সুখের কোন বাধা জন্মে, তবে সেই অবস্থায় প্রিয়জনকে পাইবারও ইচ্ছা হয় না; এই অবস্থায়ও অন্তরে প্রিয়জনের স্ফূর্ত্তি দেদীপ্যমান থাকে। প্রিয়জন সুখী আছেন, ভাবিয়া উল্লাস হয়; আর প্রিয়জনের অনুকূলে তাঁহাকে পাইলে, সে প্রাপ্তিতে তাঁহার সুখ হইতেছে দেখিয়া উল্লাসের সীমা থাকে না। সুখে বিষয়ের আনুকূল্য-সম্বন্ধ না থাকায় তাহার বিষয় নাই; আর প্রিয়জনের আনুকূল্য-সম্বন্ধ ব্যতীত প্রিয়তার আবির্ভাব হয় না বলিয়া তাহার নিত্য বিষয় আছে।

অতএব কেবল ভক্তির আকার-প্রকার থাকিলে হইল না, তাহাতে অতীষ্ট বস্তুর সুখানুসন্ধানময় আবেশরূপ যোগ যদি সর্ব্বক্ষণ থাকে, তবেই তাহা প্রকৃত ভক্তিযোগ-পদবাচ্য হইবে। আমাদের যে হরিভজনের এত অভিনয় করিয়া, এত শ্রবণ, কীর্ত্তন, বন্দন, পাদসেবন, অর্চ্চন, শ্রীহরিনাম-গ্রহণাদি আকার প্রদর্শন করিয়াও মঙ্গল হইতেছে না, তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই জানা যায়,—আমরা প্রত্যেক ক্রিয়ায় কেবল নিজের সুখানুসন্ধানেই করিতেছি, নানা আকারে প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থার্থ-কাম, না হয় অনর্থনিবৃত্তিরূপ মুক্তি বা নিজ-সুখানুসন্ধান করিতেছি; কিন্তু ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানানুকূলাবেশে আবিষ্ট হইতে পারিতেছি না।

"এহো বাহ্য, আগে কহ আর"

শ্রীগোদাবরীর তীরে বিদ্যানগরে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরায়রামানন্দকে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসালীলা প্রকট করিয়া তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করিতে বলিয়াছিলেন, তখন শ্রীরায়-রায় শ্রীবিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থান-পূর্ব্বক কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চনের কথাই সর্ব্বাগ্রে সাধনরূপে স্থাপন করেন। কর্ম্মমিশ্রার্চ্চনে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপ্রীতাভাসমাত্র হয়, তাহা 'শুদ্ধভক্তি' নহে। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে "এহো বাহ্য, আগে কহ আর" অর্থাৎ ইহা বাহিরের কথা, অন্তরঙ্গা ভক্তির কথা বল বা ইহা অপেক্ষা উচ্চতর সাধনের কথা বল,—এইরূপ বলিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীরায়-রায় শ্রীকৃষ্ণকর্ম্মার্পণরূপ সাধনের কথা বলেন; তাহাও 'শুদ্ধভক্তি' নহে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু "এহো বাহ্য, আগে কহ আর"—এইরূপ উক্তি করেন। তৎপরে শ্রীরায়-রায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মত্যাগরূপ স্বধর্ম্মত্যাগের কথা বলেন; ইহাকেও মহাপ্রভু "এহো বাহ্য" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতঃপর শ্রীরামরায় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে সাধনরূপে নির্দ্দেশ করেন। তখনও শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা 'শুদ্ধভক্তি' নহে বলিয়া "এহো বাহ্য"-রূপে জ্ঞাপন করেন। জ্ঞানশূন্যা ভক্তি হইতে প্রভু "এহো হয়" জ্ঞাপন-পূর্ব্বক আরও উচ্চতর অভিধেয়ের কথা নির্দ্দেশ করিতে বলিয়া গোপী-শিরোমণির প্রেম-ভক্তিপরাকাষ্ঠাকেই 'সাধ্যসার' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শ্রীগোপীশিরোমণির শ্রীকৃষ্ণে রতিই সাধ্যশিরোমণি; কিন্তু তাহা একমাত্র তজ্জাতীয় মহতের কৃপা, সাধকের অসমোর্দ্ধ সৌভাগ্য ও কৃপাশক্তিধারণ সামর্থ্যফলেই লাভ হইতে পারে।

অনুকরণ করিয়া সাধনমাত্রকে "এহো বাহ্য" বলিতে শিখিলেই সাধ্য-পরাকাষ্ঠার জন্য সাধনে স্বাভাবিকী রুচি হয় না। স্বভাব উদ্বুদ্ধ না হইলে তাহাকে 'অভিধেয়', 'উপাসনা' বা 'সামুখ্য' বলা যায় না। অভ্যাস-যোগের দ্বারা

স্বভাবের উদয় হয় না, হ্লাদিনীর কৃপাবিশেষের দ্বারাই স্বভাবের প্রাকট্য হয়।

হ্লাদিনীর কৃপা নৈরপেক্ষী অর্থাৎ কোন যুক্তি, তর্ক বা হেতুর অপেক্ষা করে না। পিঙ্গলার ন্যায় বেশ্যা অথবা রামচন্দ্র-খাঁ'র ন্যায় দ্বিচারিণীও হ্লাদিনীর কৃপা-বিশেষে সাধ্যশিরোমণি লাভে কৃতার্থা হইতে পারেন; আবার পরঃপানকারী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীও তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিতে পারেন।

শুদ্ধভক্তিপথে প্রবিষ্ট হইবার অভিনয় করিয়া আমরা অনেকেই শুদ্ধভক্তির সাধনে যতটা প্রযত্ন না করি, তাহা অপেক্ষা কোটি গুণ অধিক "এহো বাহ্য, আগে কহ আর"—এই বাক্যের বিকৃত অনুকরণ করিতে শিখিয়া সর্ব্বোর্দ্ধ অধিকন্তু ভক্তির জন্য যৌথিক শুভেচ্ছা পোষণ করি। এই যে অধিকন্তু ভক্তি-লাভের জন্য যৌথিকতা, ইহা মস্তিষ্কেরই বিচার, হৃদয়ের আর্ত্তি নহে।

অনেকে কর্ম্মমিশ্রার্চ্চন, কর্ম্মার্পণ বা কর্ম্মযোগকে 'ভক্ত্যাভাস' বা মুক্তিকামিগণের 'সাধ্য' বলিয়া বর্জ্জন করেন; অথচ তাঁহারা শুদ্ধভক্তিতেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না। বর্জ্জন করা ব্যাপারটী সহজ, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। এই পৃথিবীতেও দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ঘরে বসিয়া তুলিযোরের মত পৃথিবীর সমস্ত কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, জ্ঞানবীরকে এক ফুঁড়িতে 'কিছু নহে' বলিয়া 'নাকচ' করেন; অথচ তাঁহাদের সামান্য যোগ্যতাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের একমাত্র যোগ্যতা যে, তাঁহারা বিশ্বনিন্দক।

ভক্তির সাধনপথেও এমন কেহ কেহ আছেন, যাঁহাদের কর্ম্মমিশ্রাধিকার পর্য্যন্ত হয় নাই—যাঁহারা অত্যন্ত পশু-স্বভাব ও রজস্তমোগুণভাড়িত, তাঁহারা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনাকে বা শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনাকে, এমন কি, শ্রীকৃষ্ণের দাস্য, বাৎসল্য, সখ্যরসপর্য্যন্ত 'কিছুই নহে' বলিয়া এক ফুঁড়িতে উড়াইয়া দেন। শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর বাক্যের বিকৃত অপরাধময় অনুকরণ করিয়া কোন কোন পশু-স্বভাব ব্যক্তি 'যোষিন্নদী-লক্ষ্মীপতিরতি'কে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। এইরূপ মনোভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখনও অধিকারোচিত সাধন-প্রণালী বরণ বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপোপদেশ অবধারণ-পূর্ব্বক সাধনের পথে চলিতে পারেন না। তাঁহারা এতটা অসহিষ্ণু যে, একদিনেই সাধ্যপ্রাপ্তি চাহেন, অথচ তাঁহাদের অন্তর রজস্তমোগুণের তরঙ্গে সর্ব্বদা বিক্ষুব্ধ!

আবার কেহ কেহ 'ধমক' দিয়া ও বিশ্বনিন্দা করিয়া অপরের অধিকারের পরিমাপ না করিয়াই তাহাকে উচ্চতর সোপানে উঠাইতে চাহেন। 'ধমক' দিয়া শরণাগত করা, 'ধমক' দিয়া শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধালু করা, 'ধমক' দিয়া সংসারাসক্তি ত্যাগ করান, 'ধমক' দিয়া স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জন করান প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান-ফলে কতকগুলি কৃত্রিম-পন্থী মিথ্যাচারী বা উহাদের সঙ্ঘ গঠিত হয়। এই ধমকের মধ্যেও "এহো বাহ্য, আগে কহ আর" নীতির বিকৃত অনুকরণ আছে। কারণ, যাঁহারা ঐরূপ ধমক দিয়া একদিনে 'সাধু' করিতে চাহেন, তাঁহাদের ধারণা কখনও 'অনভিজ্ঞতা-মূলক গোঁড়ামি' হইতে, কখনও বা 'শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কর্ম্মার্পণাদি সকলই বাহ্য'—এইরূপ জ্ঞানের বিকৃত আনুকরণিক মনোভাব হইতে উদিত হয়। কিন্তু 'ধমক দিয়া' যে স্বভাবের উদয় হয় না, তাহা অনেক সময়ই আমরা ভুলিয়া যাই। ভীতিতে স্বভাবের প্রাকট্য নাই, প্রীতিতেই স্বভাবের প্রাকট্য আছে। 'ধমকে'র দ্বারা ভীতি হয়, প্রীতি হয় না। প্রীতি হ্লাদিনী-শক্তির বিশেষ-বৃত্তি, আর ভীতি হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী-শক্তি-প্রাকট্যের আবরণকারিণী যবনিকা।

সর্ব্বোচ্চ বস্তু পাইবার শুভেচ্ছা কে না পোষণ করে? কিন্তু শুভেচ্ছা ও স্বভাবজাত লোভ কি এক? স্বভাবজাত লৌল্যের মধ্যে—আন্তরিক পিপাসার মধ্যে কোন মস্তিষ্কের বিচার নাই; কিন্তু শুভেচ্ছামাত্রের মধ্যে মস্তিষ্কের বিচার প্রবল, হৃদয় সেখানে আবৃত। 'ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়াও লোকে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে'; কিন্তু স্বপ্ন ও বাস্তবতা এক নহে।

অনেক সময় মহতের বা শ্রীগুরুবর্গের বিকৃত ও অপরাধময় অনুকরণ হইতে আমরা নিজের অধিকার উল্লঙ্ঘন করিয়া "এহো বাহ্য, আগে কহ আর" বাক্যটি তোতা-পাখীর বুলির মত উচ্চারণ করি। আমি হয়ত চিত্তবৃত্তিতে একজন নরপশু, কিন্তু গৌড়ীয় হইবার জন্য উদ্গ্রীব! উদ্গ্রীব হইয়া যে অকপটে সাধন-ভজন করিব, তাহা নহে; কখনও সাধন-ভজন বাদ দিয়া বিশেষ কৃপা

লাভের তুলনায় দ্বারা এক লক্ষে রাগানুগা ভক্তি লাভ করিতে পারি কি না, সেই আলোচনার পশ্চাতে ধাবিত হই ; কখনও বা কৃত্রিম অভ্যাসযোগকে 'সাধন' মনে করিয়া বা মনকে ঠকাইয়া আমার অধিকারোচিত সাধন ও ক্রমমঙ্গলের উপায়কে অগ্রাহ্য করি; সদর্পে বলিয়া থাকি,—"এহো বাহ্য"।

মহতের কার্য্যের বিকৃত অনুকরণের প্রতিচ্ছবি প্রদর্শন করা বহির্মুখ বিশ্বের একটি নৈসর্গিক ধর্ম্ম। সেই নিসর্গ-দ্বারা বিভ্রান্ত আমরা নিজের অধিকার ও যোগ্যতা না বুঝিয়া উচ্চতম অধিকারীর অভিনয় প্রদর্শন করি। অনেক সময় মনে করি, যদি আমাকে খুব ত্যাগী, বিরাগী, সর্ব্বস্ব-সমর্পণকারী সেবকরূপে দেখাইতে পারি, তাহা হইলে মহদ্‌গণের সন্তোষভাজন হইতে পারিব। মহতের সুখানু-সন্ধানমূলে আপনাকে সেবায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে ত' সর্ব্বোত্তম কথা ; কিন্তু মহতের সন্তোষবিধান বা সুখানু-সন্ধানের বাহ্য-প্রদর্শনীর অন্তরালে যদি কোন অপরাধ-সমৃদ্ধ নিজ প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত থাকে এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাকে মহতের সুখানুসন্ধানের সহিত বিবর্ত্ত-বৃদ্ধি করি, তাহা হইলে তাহার পরিণাম বিপরীত হয়। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা সাধন-মুখে খুব সেবার অভিনয়, এমন কি, সর্ব্বস্ব-সমর্পণের প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়া double, triple promotion প্রাপ্ত হন; প্রৌঢ়াধিকার, নির্ঢ়াধিকার পর্য্যন্ত অতি অল্পদিনের মধ্যে লাভ করিয়া নানা উপাধি-বিমণ্ডিত হন, তাঁহারা যখন তাঁহাদের পোষাকী স্বভাবটী অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের ন্যায় রাজার পুচ্ছগুলি হইতে বঞ্চিত হ'ন, তখনই পর্ব্বপর্ব্বতের উচ্চতম শিখর হইতে 'ভৃগুপতি' করিয়া অপমৃত্যু লাভ করেন। তখন যাঁহাদের মুখে এত প্রশংসা ও বন্দনা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহাদেরই মুখেই নিন্দার স্রোতঃ শতধারে প্রবাহিত হয়। সুতরাং ঐরূপ সাময়িক উচ্ছ্বাসপূর্ণ নিন্দা ও বন্দনার অধিক মূল্য না দিয়া ক্রমপথে চলাই সাধারণ জীবের মঙ্গলের উপায়।

অনেক সময় অভিনয় হৃদ্‌দৌর্ব্বল্য-পীড়িত বা জন্ম-জন্মান্তরে মহতের চরণে অপরাধী ব্যক্তি উন্নত অধিকারের প্রতি শৈথিল্য প্রকাশ করে। সেইরূপ ব্যক্তি "এহো বাহ্য, আগে কহ আর"—এই নীতির বিকৃত আর একটী বিকৃত নীতি গ্রহণ করিয়া ভজনরাজ্যে গতিশীলতাকে রুদ্ধ করিয়া থাকে। অপরাধ-নিবন্ধন ভক্তি-শৈথিল্য ও জাড্য হইতে ঐরূপ মনোভাবের উদয় হয়। আবার নিজ প্রকৃত অধিকারকে 'এহো বাহ্য' বলিবার আনুকরণিক চেষ্টা ও প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা হইতেও আপনাকে উচ্চতম স্তরে স্থাপন করিবার প্রচেষ্টা হয়।

মোট কথা, কোনভাবেই মহতের বিকৃত অনুকরণ করা উচিত নহে। অনুকরণের দ্বারা কি চিন্তরাজ্যে, কি বাহ্য আকারে, কোনটিতেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। কাকের পক্ষে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিয়া নিজেকে কৃত্রিম শোভায় শোভিত ও কৃত্রিম নৃত্যপরায়ণ করিবার প্রচেষ্টা অপেক্ষা যদি কোনও মহৎ তাঁহার বৈরিণী কৃপার বশবর্ত্তী হইয়া কাককে 'গরুড়' করেন, তবে সেই স্বাভাবিক শোভায় শোভিত হইবার জন্যই অপেক্ষা করা মঙ্গলপ্রদ। কাক মনে করিতে পারে—'গরুড় বৈকুণ্ঠের পার্ষদ, আর ময়ূর শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপীজনবল্লভ রাসরসনায়ক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী। শ্রীশ্যামসুন্দর নিজ মস্তকে শিখিপুচ্ছ ধারণ করিয়া গোপী-মণ্ডলেরও মন মুগ্ধ করেন। সুতরাং আমি সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রিয়-বস্তুরই অনুকরণ করিব।' বৈকুণ্ঠ-সেবক গরুড়কে তখন 'এহো বাহ্য' বলিয়া বিষ্ঠাভোজী কাক পরিত্যাগ করে এবং কৃত্রিমভাবে শিখিপুচ্ছ ধারণ করিয়া নৃত্য আরম্ভ করে। কিন্তু বিষ্ঠাভোজন যাহার নিত্য স্বভাব, সেই কাকের বা ময়ূরের তাহাদের পোষাকী স্বভাব বেশী দিন রক্ষা করিতে পারে না। আর বিষয়-বিষ্ঠাভোজী হইলেও যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আত্মনিবেদন প্রদান করিতে করিতে মহতের কৃপা-কাদম্বিনীধারায় স্নাত হইবার জন্য অপেক্ষা করে, তাহাকে হয়ত কোন মহৎ অযাচিতভাবে কৃপা করিয়া গরুড়ের সেবাময় স্বভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। তখন যদি হ্লাদিনী-শক্তির কোন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দূতের কৃপা অর্জ্জন করিবার যোগ্যতা থাকে, তখন শ্রীবৃন্দাবনের সেবকগণের সঙ্গে গণিত হইবার সৌভাগ্য হয়। যাঁহার সেই সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের উপরে আরোহণ করিবার প্রবৃত্তি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সেবকগণের শ্রীপাদপদ্মপরাগ যে ভূমিতে পতিত হয়, সেই রজের লোভে সেই ভূমিজাত কোন তৃণগুল্মলতা হইবার আকাঙ্ক্ষারই উদয় হইয়া থাকে। শ্রীব্রজের তৃণগুল্মলতাকে 'এহো বাহ্য' বা নিম্নস্তরের বস্তু

[অতঃপর প্রবন্ধটির ৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

বর্ত্তমান পরমেরাধ্য শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ** (ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের স্থলাভিষিক্ত অধস্তন)

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক—শ্রীপাদ অনন্তবেদদাস ভক্তিশাস্ত্রী, সহকারী —শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ; (২) শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুর ভক্তিশাস্ত্রী, সহ—শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী ; (৩) **আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ** (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ অবধমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি ; (৪) শ্রীবাস-অঙ্গন (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫) শ্রীঅদ্বৈত-ভবন (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী ; (৬) শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট, সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী ; (৭) শ্রীধর-অঙ্গন, সেবক—শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী ; (৮) শ্রীযোগাদ্যা-ভবন—"গৌড়ের নৈমিষ" (মাউগাছি, পোঃ আমলপর, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৯) শ্রীঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীবিনোদানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১০) শ্রীবামনসুখদ-কুঞ্জ, শ্রীগোদ্রুম (পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া) সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১১) শ্রীসুবর্ণ-বিহার-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীগুরুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১২) শ্রীমধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (ঘাউড়াগা, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (১৩) শ্রীকুলকুটীর (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপরমপদ ব্রহ্মচারী ; (১৪) শ্রীএকায়ন-মঠ (গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, নদীয়া) সেবক—শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী ; (১৫) শ্রীমহেশ-পণ্ডিতের শ্রীপাট (কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধাগ্রাম ব্রহ্মচারী ; (১৬) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ (পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা) সেবক—শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি ; (১৭) শ্রীগোপালজী মঠ (কমলাপুর, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা) সেবক—শ্রীঅতিগোপাল ব্রহ্মচারী ; (১৮) শ্রীজগন্নাথ- গৌড়ীয়মঠ (গোলকীবাড়ী রোড, ময়মনসিংহ) সেবক—শ্রীশিবস্বরূপবিগ্রহ বিদ্যারত্ন ইত্যাদি ; (১৯) আমলাযোড়া- প্রপন্নাশ্রম (পোঃ রামধাম, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী ; (২০) অম্বিকা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ অম্বিকা, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীঅভয়পদ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২১) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ (চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২২) পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিঠাপুর, পাটনা, বিহার) সেবক—শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী ; (২৩) গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (রমণা রোড, গয়া, বিহার) সেবক—শ্রীপাদ বাসবানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২৪) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ (৮।১৭ বড়গণ্ডীরসিং, বেনারস সিটি, ইউ-পি) সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী ; (২৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ (এলাহাবাদ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ; (২৬) লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পাঠমেশ্বরীদয়াল বিল্ডিং, লাটুস্ রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী। (২৭) শ্রীপরমহংসমঠ (পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীসত্যমাধব দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২৮) মথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (বিশ্রামঘাট, মথুরা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ; (২৯) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ (পুরাণগঞ্জ, শ্রীধাম-বৃন্দাবন, জিঃ মথুরা, ইউ-পি) সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী ইত্যাদি ; (৩০) শ্রীকুঞ্জ-বিহারী মঠ (রাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী ; (৩১) শ্রীব্রজধামসুখদকুঞ্জ (পোঃ শ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীইন্দ্রদেব দাসাধিকারী ; (৩২) শ্রীসঙ্কেতবিহারী মঠ (পোঃ বর্ষাণা, মথুরা) সেবক—শ্রীরাম দাসাধিকারী ; (৩৩) শ্রীগোষ্ঠবিহারী মঠ (শেখপাড়ী, পোঃ হোডোল, জেলা ভরতপুর, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীগঙ্গাচরণ দাসাধিকারী ; (৩৪) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ (কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ;

(৩৫) শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ রবিবার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীকিতিপাবন ব্রহ্মচারী ; (৩৬) দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৪৫নং হনুমান্ রোড, নিউ দিল্লী) সেবক—শ্রীপাদ ব্রজসুন্দর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীব্রহ্মণ্যদেব দাসাধিকারী ; (৩৭) বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কল্যাণদাস বিল্ডিং, গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ২৬) —শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৩৮) মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ) সেবক—শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীব্রজ গোপাল দাসাধিকারী ; (৩৯) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কড়ুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ), সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্র গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৪০) শ্রীপুরুষোত্তমমঠ (চটক-পর্ব্বত, পোঃ পুরী) সেবক—শ্রীগোবানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ; (৪১) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীগোবগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪২) শ্রীঅতি-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী) সেবক—শ্রীহরীশ্বু ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪৩) শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ (বাশপলি, উড়িষ্যাবাজার, কটক) সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস ইত্যাদি ; (৪৪) পুঁড়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (২৪ পরগণা) সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী ; (৪৫) দার্জ্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কুকছিলা, দার্জ্জিলিং) সেবক—শ্রীসাধনভজন দাসাধিকারী ; (৪৬) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস (ব্রহ্মপুর, গঞ্জাম) সেবক—শ্রীবীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; (৪৭) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাভিবর্দ্ধক) (আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী ; (৪৮) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাভিবর্দ্ধক) পুরী, সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস ; (৪৯) শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠ 46, Christ Church Avenue, Broudesbury, London N.W. 6, সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী (Miss C. Bowtell) ; (৫০) রেঙ্গুন-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৬৩।৬৪ নং ষ্ট্রীট, ইষ্ট রেঙ্গুন) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫১) শ্রীবিজয়াবিধি গৌড়ীয়মঠ (চট্টগ্রাম) সেবক—শ্রীজ্যোতিরস্তাস্তরূপ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫২) শ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়-প্রবণ সঙ্ঘ, রঙ্গনকুণ্ড, সেবক—শ্রীশ্রীনিকেতন ব্রহ্মচারী ; (৫৩) ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্সটিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাসঅধিকারী ; (৫৪) শ্রীভাগবত-আসন এ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, রুকনপুর, সেবক—শ্রীপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী ; (৫৫) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীবিভূচরণ ব্রহ্মচারী ; (৫৬) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস (কটক) সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (৫৭) শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত-চিকিৎসালয় (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—ডাঃ শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৫৮) পরবিদ্যাপীঠ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীমদ্ ভক্তি-কেবল ঔডুলোমি মহারাজ ; (৫৯) কাজীর সমাধি-পাট, সেবক—শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইন্সটিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ; (৬১) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ (চাপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীবিভূপদ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬২) শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ (বিদ্যানগর, পোঃ জামগর, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৩) শ্রীজয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৪) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরামরাঘব ব্রহ্মচারী ; (৬৫) শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠ (পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা) সেবক—শ্রীপতি দাসাধিকারী ; (৬৬) দরভোগ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ চকচকা, কামরূপ) সেবক—শ্রীহরিভোষণ দাসাধিকারী ; (৬৭) গোয়ালপাড়া-শ্রীপরাশ্রম, (পোঃ গোয়ালপাড়া আসাম), সেবক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী ; (৬৮) শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ (ঝুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, ধানবাদ) সেবক—শ্রীসৎপাত্রদাস অধিকারী ; (৬৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ (কিশোরপুরা, বৃন্দাবন) সেবক—শ্রীপাদ গোস্বামি-চরণ অধিকারী ; (৭০) শ্রীরাধাকুণ্ডগোষ্ঠবাটী, সেবক—শ্রীহরিগোবিন্দ দাসাধিকারী, (৭১) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম (গোবর্দ্ধন, মথুরা) সেবক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী ; (৭২) শ্রীভক্তিকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী), সেবক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী ; (৭৩) নীলাকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী) সেবক—শ্রীগোদাই-গোবিন্দ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৭৪) বালেশ্বর-শ্রীগৌড়ীয়মঠপীঠ (বালেশ্বর) সেবক—শ্রীরসিকানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৭৫) পরবিদ্যাপীঠ (নৈমিষারণ্য, নিমসার, ইউ-পি) সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বরদাস অধিকারী ; (৭৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (১৪।৪ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক—শ্রীগিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৭৭) শ্রীমাধবেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠ (বেলুনা, বালেশ্বর) সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

ঢাকা—৬৬।৫ ভগবৎকৃপাভিবর্দ্ধিনী রোড্, দি মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদ-বিরহ-সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্থিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

চতুর্বিংশ খণ্ড ১৯শ-২২শ সংখ্যা

২৬ কেশব, ৪৫৯ গৌরাব্দ ; ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ ; ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ

প্রবন্ধ-সূচী—

১। মহাজনের মত ... ১২১ ;

২। দীক্ষিত ও দীক্ষাপ্রার্থীর কৃত্য ... ১৩২ ;

৩। ভেদবুদ্ধি ১৩৬।

'গৌড়ীয়'-গ্রাহকগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী

১। কোনও সরকার পার্থিব-মুদ্রায় অর্থাৎ টাকা-পয়সা-প্রভৃতির বিনিময়ে 'গৌড়ীয়' পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা অসহায়তা, মূর্খতা, পাণ্ডিত্য, অধিপতিত্য বা দাসত্ব, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম-রুচি, পরমার্থপরিবেশনা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ আপতিক লাভ ও অভাব-দ্বারা কলিত উল্লাস ও বিষাদে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসেবকী হওয়া, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে দৃঢ় বিশ্বাস : প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনী-শক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের প্রত্যনুকূলভাব—এই সকল অপরিহার্য মূল্য 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির জন্য অত্যাবশ্যক।

৩। যাঁহারা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিতে অকপট ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে 'গৌড়ীয়ে'র **প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মর্ম** বা সার-তাৎপর্য্য হৃদয়ে ধারণা করিয়া নিজের ভাষায় ও আচরণে পরীক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ভাববহ-জীবন-ধারণকারীর সঙ্গ ও কৃপায় বিশ্বাস ও অভীষ্টের **সুখানুসন্ধানাবেশময়**-চিত্তবৃত্তিতে 'গৌড়ীয়' বুঝা যায়, সেখা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বুঝা যায় না।

৪। বিষয়ভোগে অতিশয় লোভী, পুত্র-কলত্র-ধনাদিতে অতীব আসক্ত, আধ্যক্ষিক, বিড়ালব্রত, শ্রীগুরুবৈষ্ণবে অন্তরে ভক্তিহীন, বিশেষতঃ গুরুপাদের প্রতি দ্বেষকারী ব্যক্তিকে বা তৎসঙ্গীকে ভ্রম ও অজ্ঞতাবশেও 'গৌড়ীয়' প্রদান করিলে অপরাধের অব্যাহতি নাই। কুটিলতা, প্রচ্ছন্ন অশ্রদ্ধা, ছড়াছিবিবেশ, ভক্তি-শৈথিল্য, নিজের ভক্তি (?) বা সেবায় (?) কর্তৃত্বের আস্ফালন-প্রভৃতি অপরাধের লক্ষণ এবং বিক্ষেপ, লয়, অভাব, বিতৃষ্ণাভাব (জড়ের প্রতি অপরিহার্য্য আসক্তি), অপ্রতিপত্তি (উদ্দেশ্যবিহীনতা-হীনতা) প্রভৃতি অনর্থ-লক্ষণে আক্রান্ত ব্যক্তির হৃদয়ে 'গৌড়ীয়ে'র কথার দাগ বসিবে না

৫। যাঁহারা ডাক-যোগে 'গৌড়ীয়' প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা ডাক-খরচ মাত্র প্রেরণ করিবেন। সাময়িক-ভাবে ঠিকানা-পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানীয় পোষ্ট-অফিসের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। প্রেরিত 'গৌড়ীয়' না পাইলে পরের দিনের মধ্যে না জানাইলে আর পাওয়া যাইবে না।

৬। 'গৌড়ীয়'-সম্বন্ধে চিঠিপত্রাদি সমস্তই কেবল-মাত্র 'শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভক্তিসুহৃদ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'— এই নামে ও ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ, 'গৌড়ীয়'

Abbreviated Telegraphic Address of The Secretary, Gaudiya Mission, 16A Kaliprasad Chakravarti Street, P. O. Baghbazar, Calcutta is— "GAUDIYAMAT" Calcutta.

সম্পাদক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

ভেদবুদ্ধি (১৩৮ পৃষ্ঠার পর)

বুদ্ধি বিচারের দ্বারা সংরক্ষণ করিয়া বিচারপ্রধানমার্গের উপাসক হন, তাহা হইলে তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের দ্বারা সম্বন্ধবিশেষে স্থাপিত হইবার অযোগ্য প্রমাণিত হইবেন; কারণ, বিচারপ্রধানমার্গই ভেদবুদ্ধির রাজকীয় পথ। রুচিপ্রধান-পথে ভেদবুদ্ধি নাই; তথায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোধর্ম্মী ও চিত্ত-বৃত্তির সহিত শিষ্য-শিষ্যের অভীষ্ট সম্পূর্ণ কৈবল্য লাভ করিয়াছে। এই কৈবল্যই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। পরতত্ত্বের সুখ ও জীবের সুখ ঐকতানযুক্ত হওয়ায় নিরন্তর স্ফূর্তির দ্বারা শুদ্ধি বা নির্ম্মলতাকেই কৈবল্য বা 'কেবলা প্রীতি' বলা যায়। এই আদর্শের এক রতি কমই ভেদবুদ্ধি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শাস্ত্র বা মহাজনের প্রভুপদেশ, মিত্রোপদেশ ও কান্তোপদেশকে যখনই সর্ব্বান্তঃকরণে বরণ করিবার স্বাভাবিকী রুচির পরিবর্ত্তে বিন্দুমাত্র বিচার বা মস্তিষ্কের দ্বারা ওজন করিবার বুদ্ধি উদয় হয়, তখনই ভেদবুদ্ধি অনিবার্য্য। তথায় 'ভেদ'-শব্দ-প্রয়োগ বা ভেদ-দর্শনের আকার না থাকিলেও তাহা প্রচ্ছন্ন-ভেদবুদ্ধি। গুরুদেবতাত্মা অদ্বয়জ্ঞাননিষ্ঠ শিষ্য-শিষ্যে ভ্রমেও এই ভেদ-বুদ্ধির উদয় হয় না।

সংকীর্ত্তনোৎসব-পঞ্জী

৪০ কেশব ২৬ অগ্রহায়ণ ১২ ডিসেম্বর বুধবার—শ্রীসূর্য্য-কুণ্ডবাসী শ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামি-প্রভুর তিরোভাব।

২৬ কেশব ২৯ অগ্রহায়ণ ১৫ ডিসেম্বর শনিবার—মোক্ষদা একাদশীর উপবাস।

৩ নারায়ণ ৭ পৌষ ২২ ডিসেম্বর শনিবার—ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথি।

১১ নারায়ণ ১৫ পৌষ ৩০ ডিসেম্বর রবিবার—সফলা একাদশীর উপবাস। শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব।

১২ নারায়ণ ১৬ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর সোমবার—দি ১০।১৭ মধ্যে সফলা একাদশীর পারণ। শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব। চাকদহ শ্রীপাটে মহোৎসব।

১৮ নারায়ণ ২২ পৌষ ৬ জানুয়ারী রবিবার—শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু ও শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব।

২৬ নারায়ণ ৩০ পৌষ ১৪ জানুয়ারী সোমবার—পুত্রদা একাদশীর উপবাস। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের আবির্ভাব।

৩ মাধব ৬ মাঘ ২০ জানুয়ারী রবিবার—শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাব ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব।

৬ মাধব ৯ মাঘ ২৩ জানুয়ারী বুধবার—শ্রীল জয়দেব গোস্বামী, শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ও শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১২ মাধব ১৪ মাঘ ২৯ জানুয়ারী মঙ্গলবার—কমলা বা ষট্‌তিলা একাদশী ও উন্মীলনী মহাদ্বাদশীর উপবাস।

২০ মাধব ২৩ মাঘ ৬ ফেব্রুয়ারী বুধবার—শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর জন্মোৎসব। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বসন্ত-পঞ্চমী-উৎসব।

২২ মাধব ২৫ মাঘ ৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার—শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর আবির্ভাব। শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে মহামহোৎসব। মাকরী সপ্তমী।

২৮ মাধব ২৯ মাঘ ১২ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার—জয়া বা ভৈমী একাদশীর উপবাস।

২৯ মাধব ১ ফাল্গুন ১৩ ফেব্রুয়ারী বুধবার—শ্রীবরাহ-দ্বাদশীর উৎসব (শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ১৪।৫৪)। দি ১০।২৩ মধ্যে জয়া বা ভৈমী একাদশীর পারণ।

৩৮ মাধব ২ ফাল্গুন ১৪ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাব। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-জয়ন্তীর উপবাস। শ্রীধাম-মায়াপুরে দিবসত্রয়ব্যাপী সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবারম্ভ।

৫ গোবিন্দ ৯ ফাল্গুন ২১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার—ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বিসপ্ততিতম-বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাবোপলক্ষে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব। শ্রীসারস্বতাদ্য ৭২ আরম্ভ। শ্রীল পুরুষোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব।

৬ গোবিন্দ ১০ ফাল্গুন ২২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার—শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর-প্রভুর বিরহ-তিথি-মহোৎসব।

১১ গোবিন্দ ১৫ ফাল্গুন ২৭ ফেব্রুয়ারী বুধবার—বিজয়া একাদশীর উপবাস।

১৬ গোবিন্দ ২০ ফাল্গুন ৪ মার্চ্চ সোমবার—বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রাকট্য-তিথি। শ্রীল রসিকমুরারি-প্রভুর তিরোভাব।

২০ গোবিন্দ ২৪ ফাল্গুন ৮ মার্চ্চ শুক্রবার—গৌরপঞ্চমী হইতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমারম্ভ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদ-বিরহ-সংখ্যা

গৌড়ীয়

প্রাণমন্ত্র বিদ্যান্ যথার্থমুপসেবতে।
নির্বিঘ্নং ফলমাপ্নোতি যত্র তৈলমুপেয়তে॥
আনর্থনিবৃত্তি অন্যত্রসাধিত
বিদ্যাসমূহ সকলি বাতুল।

প্রাপঞ্চিকতায় মুক্তা শ্রীবিগ্রহিবিগ্রহঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যক্তো বৈকল্পৈরুপকল্পকঃ।
—শ্রীরূপানুগ পাদ-পদ্মের
'নিত্য' বলিয়া জ্ঞান কর্তব্য॥

২৪শ খণ্ড } ২৬ কেশব, ৪৫৯ গৌরাব্দ ; ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫২ ; ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫ { ১৯শ-২২শ সংখ্যা

মহাজনের মত

শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

"কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে' দৈব-পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁ'র আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার॥"

(চৈ চ আ ১২।৯-১০)

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই কথা প্রচার করিবার পর আমরা অনেকেই সতর্ক হইয়া পড়িয়াছি। স্বকপোলকল্পিত কিংবা উর্ব্বর-মস্তিষ্কপ্রসূত অথবা মনোধর্ম্মের গবেষণাগারে আবিষ্কৃত যে-কোন অর্ব্বাচীন মতই হউক না কেন, সকলের উপরই 'আচার্য্যের মত' বা 'মহাজনের মতে'র পরিচয়পত্র (label) সংলগ্ন করিয়া উহাকে মহাজন ও সৎসম্প্রদায়ের পাঙ্‌ক্তেয় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি।

শ্রীযক্ষের প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠির যেদিন বলিয়াছিলেন,—'নাসাবৃষির্যস্ত মতং ন ভিন্নম্ ... মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ', সেইদিন হইতেই বিভিন্ন ঋষির বিভিন্ন মতবাদকে আমরা অনেকেই 'সাম্প্রদায়িক' বলিয়া গ্রহণ করিতে শিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু ঋষির স্থানে স্বকপোল-কল্পনা, আর মনোধর্ম্মের উচ্ছ্বাস, বিমুখ মস্তিষ্কের ভয়াবহ উর্ব্বরতা মহাজনের মতের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ কাল্পনিক মতগুলিই 'মহাজনের মত' বলিয়া গণ-বাদের চক্রান্তে বরণীয় হইয়া পড়িতেছে! এই জাতীয় আচার্য্যের মত বা মহাজনের মত, যাহা স্বরূপতঃ বিষমত বা আপ্তোপদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহা যে কিরূপ জঞ্জালের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আজও যেখানে-সেখানে, যে-কোন সম্প্রদায়ে, যে-কোন ধর্ম্মসভায় 'মহাজনের মত,' 'শ্রীগুরু-দেবের মত', 'আচার্য্যের মত', 'প্রভুর মত', 'গোস্বামীর মত' বলিয়া অনেক গলাবাজী হয়; অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা, সঙ্ঘর্ষ, এমন কি, রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মহাজনগণের অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গে, অপ্রকটের পরে মনোধর্ম্মের প্রেক্ষাগারে সৃষ্ট মতবাদগুলি ত' মহাজনের ঘাড়ে চাপাইবার কৌশলময়ী চেষ্টা চিরদিনই হইয়া আসিয়াছে ও হইতেছেই; এমন কি, মহাজনের প্রকটকালের মধ্যেই তাঁহার চক্ষু-কর্ণের সম্মুখেই 'মহাজনের মত' বলিয়া অনেক কিছু স্বকপোল-কল্পনা প্রচলন করিবার বহুরূপিণী প্রচেষ্টা হইয়া থাকে!

অবশ্য সকলেই যে কূ-অভিসন্ধি বা খলতা লইয়া ঐরূপ কার্য্যে অধ্যবসায়ী হন, তাহা নহে; কিন্তু দৈবী মায়া জীবের অজ্ঞাতসারে বিমুখ জীবকে নিজবশে আনিয়া ঐরূপ কার্য্যের যন্ত্র বা পুত্তলি করিয়া তোলে। 'বিমুখ জীব' বলিতে যে স্ত্রী-পুত্রাসক্ত বা চরিত্রভ্রষ্ট ব্যক্তি বুঝায়, তাহা

নহে : বহু তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য ও দক্ষতাসম্পন্ন, এমন কি, ঈশ্বরকল্প ব্যক্তিও দৈবী মায়ার বশ হইয়া স্বকপোল-কল্পনাকে 'মহাজনের মত' বলিয়া প্রচার করিতে পারেন। বলিতে কি, জগতে যত স্বতন্ত্র মতবাদ 'শ্রৌতমত' বা 'মহাজনের মত' বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, উহাদের প্রায় সকলই বা অধিকাংশই ঈশ্বরতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছে। বিরোচনের কি কম ঈশ্বরতা ছিল? হিরণ্যকশিপুর বৈদান্তিক মতের সূক্ষ্মবিচার কি দার্শনিকগণকে মুগ্ধ করে নাই? মায়াবাদ কি 'শ্রৌতমত' বলিয়া ঈশ্বরকল্প ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রচারিত হয় নাই? যে-কোন নগণ্য ব্যক্তির কথা লোকের নিকট বরণীয় হয় না। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি যখন তাঁহার স্বকপোলকল্পিত মতের উপর মহাজনের মতের পরিচয়পত্র (Label) সংলগ্ন করিয়া উহা সাজাইয়া প্রচার করেন, তখনই তাহা দশজনের বরণীয় হয় এবং তখনই সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মোহে মুগ্ধ হইয়া গণগড্ডলিকা মহাজনের স্বরূপ-নির্ণয়ে অন্ধ হইয়া পড়ে।

কোটি-কণ্টকরুদ্ধ শ্রীভক্তিমার্গের শত শত বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে বর্ত্তমান ও ভাবী ভীষণতম বিপদ হইতে সতর্ক করেন। যাহা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রৌত মহাজনের দ্বারা পরীক্ষিত হয় নাই, সেরূপ কোন মতই মহাজনের মত নহে। পঞ্চম বর্ষীয় বালক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীনতম সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত মহাজনের নাম দিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ বিরোধী মত প্রচার করিতে পারেন। সন্ন্যাসীর দ্বারা বা প্রাচীনতম লেখকের দ্বারা কিংবা মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা প্রচারিত 'মহাজনের মত'-নামাঙ্কিত উক্তি বলিয়াই যে তাহা 'মহাজনের মত' হইবে, একথা বলা যায় না। যে পর্য্যন্ত মহাজনের নিকট সাক্ষাদ্ভাবে পরীক্ষিত ও অনুমোদিত না হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত উহা যতই কর্ণরসায়ন, গণমনোরঞ্জক বা সকলের দ্বারা সমর্থিত মত হউক না কেন, উহাকে 'মহাজনের মত' বলা যাইবে না।

"আমার দুষ্ট চিত্তবৃত্তিকে শোধন করিবার নিমিত্ত শ্রৌতসিদ্ধান্তসমূহ আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া শুনাইবার পর যাহা সাক্ষাদ্ভাবে পরীক্ষিত ও অনুমোদিত, তদ্-ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় মতের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহাই আমার মত বা সিদ্ধান্ত ; ইহাই এই অকিঞ্চন শ্রীপুরীদাসের নম্র নিবেদন।"

এই কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। যেমন শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ব্যাখ্যা-শ্রবণকারী একাধিক ব্যক্তির দিন-পঞ্জীতে 'আচার্য্যের ব্যাখ্যা' বলিয়া এমন সব আজগুবী সিদ্ধান্ত ও কথা লিখিত হইয়াছে, যাহার উল্লেখে আকাশ-কুসুম হইতেও অধিকতর অবাস্তব বলিয়া প্রতীত হয়; যেমন বলা হইয়াছে,—"শ্রীরামানন্দ রায় কৌস্তুভমণির অবতার" ইত্যাদি। হয় ত' পঞ্চাশ বৎসর পরে এই দিন-পঞ্জী স্বয়ং আচার্য্যের প্রকটকালে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত ব্যাখ্যার লবলেশ প্রভাবরূপে পূজিত হইয়া একটি নূতন সাম্প্রদায়িক মত সৃষ্টি করিত! কিন্তু কৃপাবুধি শ্রীগৌরজন বহুবিবেচনায় জানাইয়াছেন যে, দিনপঞ্জীই হউক মুদ্রিত গ্রন্থই হউক—যাহা তাঁহা দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রবণকীর্ত্তনদ্বারে পরীক্ষিত নহে বা সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার অনুমোদিত নহে, তাহা তাঁহার অভিমতও নহে।

আচার্য্যের মত লইয়া এই যে নানা মতবাদের প্রহেলিকার উদ্গম, তাহা আজ নূতন নহে। প্রাচীনতম বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগেও আমরা ইহার সাক্ষ্য পাই। ইন্দ্রের দ্বারা বিশ্বরূপ নিহত হইলে বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রের বিরুদ্ধে মারণ-যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞে "ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব" মন্ত্রে আহুতি দিলেন। ঐ মন্ত্রের অর্থ—"হে ইন্দ্রের শত্রো! তুমি বর্দ্ধিত হও; শীঘ্রই ইন্দ্রকে বিনাশ কর।" এ স্থলে "ইন্দ্রশত্রো"-পদে 'ইন্দ্রের শত্রু' এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাস অভিপ্রায়েই ত্বষ্টা সম্বোধন করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বরোচ্চারণ-দোষে ইন্দ্রই যাহার শত্রু, তাহার সম্বোধন হইয়া পড়ায়, সেই যজ্ঞে ইন্দ্রের শত্রু না জন্মিয়া ইন্দ্রই যাহার শত্রু, সেই বৃত্রাসুরের জন্ম হয়। তৎপুরুষ সমাসে "ইন্দ্রশত্রু"-পদ নিষ্পন্ন হইলে পূর্ব্বপদ 'ইন্দ্র' অনুদাত্ত হইবে, আর বহুব্রীহি-সমাসে নিষ্পন্ন হইলে পূর্ব্বপদ 'ইন্দ্র' উদাত্ত হইবে; কিন্তু ত্বষ্টা দৈবাৎ

'ইন্দ্র'-শব্দ উদাত্ত-স্বরেই পাঠ করিয়াছিলেন, এজন্যই বিপরীত ফল লাভ হইয়াছিল। বেদাঙ্গ-শিক্ষার নির্দ্দেশ এই যে, শব্দ এক হইলেও উচ্চারণের ভেদে যে সমাসের পার্থক্য ও তজ্জন্য অর্থের যে পার্থক্য হয়, তাহাতে ভিন্ন ফল লাভ হইয়া থাকে।

আচার্য্যের একই শব্দ, একই বাণী, একই সিদ্ধান্ত একই স্থানে বসিয়া একই কালে শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তনের অভিনয় করিয়াও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভ করে অর্থাৎ যাহা আচার্য্যের প্রকৃত অভীষ্ট নহে বরং তাঁহার সম্পূর্ণ মতবিরোধী, তাহাকেই ভাগ্যদোষে তাঁহার অভীষ্ট বলিয়া কল্পনা করে।

বেদে যেন নানামত করয়ে কথন।
এইমত আচার্য্যের দুর্জ্ঞেয় বচন।
শরতের মেঘ যেন শস্যভাগ্যে বর্ষে।
সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি, কোথাহ বরিষে॥

(চৈ ভা ম ১০।১৩৯,১৪১)

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন যা॥

(ভা ১০।২০।৩৬)

জ্ঞানিগণ যোগ্য শিষ্যকে ভগবৎতত্ত্বোপদেশরূপ জ্ঞানামৃত দান করেন, অযোগ্য শিষ্যকে তাহা দান করেন না, পর্ব্বতগণ যেরূপ কোনস্থানে মঙ্গলজনক জলরাশি মোচন করে, আর কোথায়ও বা করে না।

এই মত অদ্বৈতের কিছু দোষ নাঞি।
ভাগ্যাভাগ্য বুঝি' ব্যাখ্যা করে সেই ঠাঞি॥

(চৈ ভা ম ১০।১৪৩)

উপনিষদের ইন্দ্র ও বিরোচনের আখ্যায়িকা অনেকেই জানেন। ব্রহ্মার শিষ্য ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই একই স্থান-কালে শ্রীব্রহ্মার উপদেশ শ্রবণ করিয়াও একজন দৈবমতের অধিনায়ক, আর একজন আসুরিক মতের নেতা হইয়াছিলেন। অমৃত-নিস্যন্দিনী সুরধুনীর তটে একই কালে একই স্থানে পরস্পর আলিঙ্গিত হইয়া আম্র ও নিম্ব বৃক্ষদ্বয় বর্দ্ধিত হয়। উভয়েই সুরধুনীর সুমিষ্ট জল পান করে, কিন্তু আম্রবৃক্ষ অমৃতফল বিতরণ করে, আর নিম্ব তিক্তফল প্রদান করে। সেইরূপ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কথামৃত-সুরধুনী একই স্থান-কালে অবস্থান করিয়া পান করিবার অভিনয় করিয়া কেহ বা শ্রীভাগবতামৃত-ফল প্রাপ্ত হন, কেহ বা অপরাধ-হলাহল উদ্গিরণ করিয়া ভগজ্জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

"এবং সুরাসুরগণাঃ সমদেশকাল-
হেত্বর্থকর্ম্মমতয়োঽপি ফলে বিকল্পাঃ।
তত্রামৃতং সুরগণাঃ ফলমঞ্জসাপু-
র্যৎপাদপঙ্কজরজঃশ্রয়ণান্ন দৈত্যাঃ॥"

(ভা ৮।৯।২৮)

দেশ, কাল, হেতু, অর্থ, কর্ম্ম, মতি একরূপ হইয়াও দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে ফলপ্রাপ্তি ভিন্ন হইল। দেবগণ শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মরেণু আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া অনায়াসে অমৃতরূপ ফল লাভ করিলেন, কিন্তু দৈত্যগণ শ্রীভগবচ্চরণ আশ্রয় না করায় অমৃত ফল লাভ করিতে পারিল না।

বৈষ্ণবসাহিত্যের 'অন্তরঙ্গ'-শব্দটীর সহিত অনেকেই সুপরিচিত। ঐ শব্দের অনুকরণে প্রাকৃত সাহিত্য ও প্রাকৃত ব্যক্তিগণের মুখেও এখন 'অন্তরঙ্গ'-শব্দটীর বহুল প্রচার হইয়াছে। যিনি অন্তরে গমন করেন অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের অভীষ্ট অবগত আছেন, শ্রীগুরুদেবের সহিত যিনি সমচিত্তবৃত্তি, যিনি শ্রীগুরুদেবতাত্মা, তিনিই শ্রীগুরুদেবের অন্তরঙ্গ। যিনি শ্রীগুরুদেবের শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানময়ী চিত্তবৃত্তির আনুকূল্য-বিধানকারী, তিনিই—অন্তরঙ্গ। মহাপুরুষের সহিত এককক্ষে অবস্থানকারী, তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার অভিনয়কারী, তাঁহার সহিত ভ্রমণকারী, উপবেশনকারী, আলাপকারী ব্যক্তিই যে অন্তরঙ্গ হইবেন, ইহা বলা যায় না। যে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানময়ী চিত্তবৃত্তির আনুকূল্য বিধানকারী, সেই স্মৃতির উদ্দীপনকারী, তিনিই শ্রীগুরুদেবের অভীষ্ট বা অভিমত অবগত আছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

"মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোন জনে।
মোর মনের কথা তুঞি জানিলি কেমনে?"

(চৈ চ ম ১।৬২)

আবার,—

"স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
'মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে?'
স্বরূপ কহে,—'যা'তে জানিল তোমার মন।
তা'তে জানি,—হয় তোমার কৃপার ভাজন'॥"

(চৈ চ ম ১।৭১-৭২)

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীশ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ-গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥
যেবা কেহ অন্য জানে, সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য-গোসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যা'তে॥"

(চৈ চ আ ৪।১৬০-৬১)

শ্রীচৈতন্যদেবের অভিমত শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীরামরায়, শ্রীসনাতন, শ্রীহরিদাস এবং শ্রীশ্রীস্বরূপরূপের অভিমত শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীল শ্রীজীব জানিতেন বলিয়াই তাঁহারা অন্তরঙ্গ-পদবাচ্য। তাঁহাদের কীর্ত্তিত মতই শ্রীচৈতন্যদেবের মত। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের অভীষ্ট বা অভিমতই ভূতলে সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনীলাচলে, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন শ্রীবৃন্দাবনে, প্রাপঞ্চিক বহু ব্যবধানে অবস্থিতির লীলাভিনয় করিয়াও সর্ব্বক্ষণ একে অন্যের অভিমত অব্যবহিতভাবে অবগত ছিলেন; অথচ মহাপুরুষের নিকট সর্ব্বক্ষণ থাকিবার অভিনয় করিয়াও অন্য-আবেশযুক্ত ব্যক্তিগণ মহাপুরুষের বিরুদ্ধমতকেই তাঁহার অভিমত বলিয়া কল্পনা ও প্রচার করে! এমনই মায়ার খেলা যে, সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমতবাদীও আপনাকে স্বয়ং বা স্তাবক-সম্প্রদায়ের সাহায্যে আচার্য্য-মতানুসারী বলিয়া মনে করিতে বা প্রচার করাইতে পারেন! অনেক সময় কোন স্পষ্টবাদী মহাপুরুষ উহা তাঁহার মত নহে, ইহা স্বার্থহীন ভাষায় বলিলেও স্বমত-কল্পনাকারী ও তাঁহাদের স্তাবক-সম্প্রদায় অর্থান্তর করিয়া মহাপুরুষের বিরুদ্ধ মতকেই মহাপুরুষের মত বলিয়া প্রচার করে। এমন কি, মহাপুরুষের স্পষ্টভাষায় প্রদত্ত প্রতিবাদমূলক গালিগুলিকে স্তাবক-সম্প্রদায় 'প্রশস্তি' বলিয়া প্রমাণ করিতে দ্বিধাবোধ করে না। তাই, 'অতিবড়ি', 'বাউলিয়া', 'স্বতন্ত্র' প্রভৃতি মহাপুরুষগণের গালি বা নিন্দাকে কোন কোন সম্প্রদায় প্রশস্তিজ্ঞাপক বলিয়া মনে মনে কল্পনা করিয়াছে। তাহাদের মতে শ্রীচৈতন্যদেবের মত শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন জানিতেন না। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়ের মত শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথ জানিতেন না! মহাজনের দ্বারা যে ব্যক্তি নিন্দিত হইয়া 'অতিবড়ি' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ও তাঁহার অনুগতগণই সেই সকল মত জানিতেন! এমন কি, যে-সকল অপরাধীকে শ্রীগুরুদেব কণ্ঠমালিকা ছিন্ন করিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহারা ঐরূপ এককণ্ঠিমালিকা পরিহিত এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া ঐরূপ বেষকেই মহাজনের প্রবর্ত্তিত বেশ বলিয়া প্রচার করিয়াছে! ইহাই কলির অবস্থা। কি প্রাচীনকালে, কি মধ্যযুগে, কি আধুনিক কালে সর্ব্বত্রই এইরূপ স্বকপোলকল্পিত মতকে 'মহাজনের মত' বা 'শ্রৌত-মত' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার ভয়াবহ চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

আচার্য্য বা মহাজন যত স্পষ্ট-ভাষায়ই তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রচার করুন না কেন, উহাকে নানাপ্রকার টীকা-টিপ্পনী-ব্যাখ্যা-বিবৃতির চক্রে স্থাপন করিয়া সেই সরল সহজ মতকে নিজ নিজ অনর্থযুক্ত স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে পরিচালনা করিবার চেষ্টা যেন ভগবদ্‌বিমুখ জগতের একটী নৈসর্গিকী ধারা।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যুগে, কেহ কেহ দুর্ব্বোধ্য ভাষা ও পরিভাষার প্রচ্ছদপটে তাঁহার মতকে আবৃত রাখাই আচার্য্যের আভিজাত্যের পরিচায়ক বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন! আবার কেহ কেহ পরবর্ত্তী আচার্য্যের সিদ্ধান্তকে মেধার ব্যায়াম অনুমান করিয়াছিলেন! বস্তুতঃ ভক্তিসিদ্ধান্ত পরিভাষার ইন্দ্রজাল বা হেঁয়ালির অষ্টপাশে প্রচ্ছন্ন কৃত্রিম আভিজাত্যের নাট্য-প্রদর্শনীর ন্যায় কোনও ব্যাপার নহে। ভক্তিসিদ্ধান্ত মেধার ব্যায়ামও নহে; তাহা হৃদয়ের সহজ বস্তু। স্বয়ং ব্রহ্মার ন্যায় মনীষী প্রথমে শ্রীভগবদভিপ্রায় ও শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় লোকোত্তর পুরুষও মেধার দ্বারা শ্রৌতমত বা শ্রীব্যাসের মত বুঝিতে পারেন নাই। এইজন্যই শ্রুতি (মুণ্ডক ৩।২।৩; কঠ ১।২।২৩) তারস্বরে বলিয়াছেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

পূর্ব্বে একটি কথা উক্ত হইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত না শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের নিকট সাক্ষাদ্ভাবে শ্রবণ করাইয়া পরীক্ষা প্রদান করিয়া এবং একমাত্র তাঁহারই নিকট সাক্ষাদ্ভাবে অনুমোদন লাভ করিয়া স্বয়ং তাঁহাদ্বারা তাঁহার মত বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে কীর্ত্তিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহা 'আচার্য্যের মত' বলিয়া শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন; এই কথাগুলি তিনি অনুশাসনের ন্যায় প্রস্তরাঙ্কিত করিয়া রাখিবার আদেশ করিয়াছেন।

"আমার সহিত নিত্যসম্বন্ধ রাখিবার অভিলাষী সকলকেই আমার দুষ্ট চিত্ত শোধনের নিমিত্ত সাক্ষাদ্ভাবে শ্রৌতসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন-পূর্ব্বক শ্রবণ করাইয়া পরীক্ষা দিয়া দুঃখীকে সুখী করিতে হইবে; পরম্পরাক্রমে বা গৌণভাবে নহে—ইহাই এই অকিঞ্চন শ্রীপুরীদাসের নম্র নিবেদন।"

সেই পরীক্ষায় প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির আবশ্যকতা নাই। সেই পরীক্ষার কষ্টিপাথর (১) মহতের শ্রীপাদপদ্মে আদর-মূলক হৃদয়ভরা দৈন্য, (২) চক্ষুতে অকপট অশ্রু, (৩) শ্রীহরিনামে রুচি ও (৪) শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি।

যিনি যতই বাগ্‌বিলাসী হউন, অথবা যিনি যতই বহির্দৃষ্টিতে বিবিক্তানন্দী, জনানন্দী, গোষ্ঠ্যানন্দী বলিয়া মনস্তুষ্ট থাকুন, যিনি আচরণে ও চরিত্রে শ্রীশ্রীল গুরু-পাদপদ্মের নিকট সাক্ষাদ্ভাবে উক্ত চারিটী বিষয়ে পূর্ণ অনুমোদন লাভ করিয়া উত্তীর্ণ হইতে না পারিবেন, তাঁহার কল্পিত যাবতীয় মত মনঃকল্প-মতবাদ; আচার্য্যের মত নহে। মস্তিষ্কের মত আচার্য্যের মত নহে। হৃদয়ে বেদন বা অনুভবই আচার্য্যের মত। কৃত্রিম বিবিক্তা-নন্দিত্ব বা গোষ্ঠ্যানন্দিত্ব আচার্য্যের মত নহে। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্বপাত্রে সর্ব্বস্ব-দ্বারা ভগবৎসুখচিন্তাই আচার্য্যের মত। কোন দেশে বা বেশে আবদ্ধ থাকা বা কোন দেশ বা বেশের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করাও আচার্য্যের মত নহে। বেশাতীত ও বেশাতীত যে শ্রীভগবদ্-আবেশ, তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইবার জন্য যে আনুকূল্যময় দৈন্য, যে অশ্রু, যে অনুশীলন, যে ধ্যান, তাহাই আচার্য্যের মত।

আচার্য্যের মতের এই তালিকা দেখিয়া আমিও হয় ত' মনে মনে কল্পনা করিতে পারি—আমিও ত' ঐসকল বস্তুরই প্রার্থী; তবে, আমি আচার্য্যের মত বুঝিতে পারি নাই কিরূপে বলা যায়? এখানে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম অতিশয় করুণা প্রকাশ করিয়া অন্যত্র আমাকে বলেন,—"তুমি আচরণের দ্বারা অর্থাৎ হৃদয়ের দ্বারা আমার নিকট পরীক্ষা দিয়া যদি কৃতকার্য্য হইতে পার (তোমার কল্পনার মধ্যে বা গণমত বা স্তাবক-সম্প্রদায়ের মতের মধ্যে কৃতকার্য্যতা নহে), তবেই জানিব—তুমি শ্রীগৌড়ীয়গুরুবর্গের মত ধরিতে পারিয়াছ। তোমার হৃদয়ে কি আত্মধিক্কার বা যথার্থ দৈন্যের উদয় হইয়াছে? অথবা তুমি যাহাকে আত্মধিক্কার বা দৈন্য মনে করিতেছ, সেইগুলি তোমার প্রচ্ছন্ন নিজ শান্তি বা সুখের সন্ধানী সৈন্য? তুমি যে সময়-সময় অশ্রুমোচন কর, হয় ত' তাহা নির্জ্জনেও করিতে পার, তাহা কি তোমার নিত্য দেবতার সেবা বা সুখানুসন্ধানের প্রকৃত আবিষ্কারক? অথবা নিজ-পাপভারাক্রান্ত হৃদয়কে কিছুটা লাঘব করিবার মূলে যে আত্মসুখানুসন্ধিৎসা রহিয়াছে, উহারই অভিব্যক্তিবিশেষ? তুমি হয় ত' নিজেকে নামে রুচিবিশিষ্ট, নামপরায়ণ মনে কর, অন্ততঃ নামের প্রতি তোমার বিতৃষ্ণা নাই, শ্রদ্ধাই আছে—এইরূপ মনে কর—নাম করিতে করিতে একটু শান্তিও পাও, সময় সময় বেশ ভালও লাগে; হৃদয় যেন আরও নাম করিতে চায়; ইহাকেই কি তুমি 'নামে রুচি' মনে কর? 'নামে রুচি' কি শ্রীনামপ্রভুর সুখের জন্য, না তোমার সুখ-শান্তির জন্য? শ্রীনামে রুচির অঙ্কুরমাত্রও যাঁহার হইয়াছে, শ্রীশ্রীরূপ-প্রভু তাঁহার কি লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাও হয় ত' তুমি মুখস্থ করিয়াছ, কিন্তু তোমার নিজমুখে কথিত 'আমার নাম করিতে ভাল লাগে, নামে আমি শান্তি পাই, নিয়মিতভাবে আমি নাম করি' ইত্যাদি অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও তুমি যে শ্রীশ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর ঐ আদর্শের নিকট পরীক্ষা দিয়া pass mark রাখিতে পার না! শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সুখানুসন্ধানস্মৃতির পরীক্ষা দিবার সময় তোমার সব কপটতা

ধরা পড়ে !! নিজের দেহ-গেহ-স্মৃতি, নিজের সুখভোগের স্মৃতি, জাগরণকালে দূরে থাকুক, নিদ্রাকালেও তোমাকে পরিত্যাগ করে না ; কিন্তু যত ভ্রমপ্রান্তি, অন্যমনস্কতা, অরুচি, অশ্রদ্ধা, শিথিলতা, প্রতিদান-গ্রহণ-পিপাসা, সমস্ত দুর্গৎ ভগবৎসুখকর কার্য্যের কালেই উপস্থিত হয়! স্বাভাবিকভাবে দূরে থাকুক, লাঠি মারিয়া তাড়াইয়া দিলেও শ্রীহরিস্মৃতির উদয় করানো যায় না ; কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও দেহেরে কোন সুখকর ক্রিয়ার প্রতি বিস্মৃতি দূরে থাকুক, অন্যমনস্কতাও দেখা যায় না। আহার-নিদ্রার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলে—মর্য্যাদার কোন লাঘব হইলে বিন্দুমাত্রও অন্যমনস্ক বা স্মৃতির অভাব কখনও দেখা যায় না।

অতএব উক্ত চারিটী আদর্শের পরীক্ষায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারে সাক্ষাদ্ভাবে পরীক্ষিত হইয়া ও পূর্ণ অনুমোদন লাভ করিয়া আমরা উত্তীর্ণ হইয়াছি, ততক্ষণ আমাদের লেখায়িত, কল্পিত, অনুষ্ঠিত, শ্রুত, কীর্ত্তিত সিদ্ধান্ত বা মত **স্বস্ব কপোলকল্পিত** মতবাদ মাত্র।

দীক্ষিত ও দীক্ষাপ্রার্থীর কৃত্য

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু ও শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির তথা দীক্ষাপ্রার্থীর যে সকল অবশ্য পালনীয় কৃত্য ও সদাচার শাস্ত্রের প্রমাণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা অনেকে অবগত থাকিলেও পুনরায় স্মরণ ও দৃঢ়তার জন্য তাহা উদ্ধৃত হইল। দীক্ষিত ব্যক্তিগণের ঐ সকল কৃত্যে একান্ত-নিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। মূল কথা এই যে, স্বাভাবিকী শ্রীভগবৎস্মৃতির উদয়ের জন্যই ঐ সকল বিধি ও নিষেধ।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

স্বমন্ত্রো নোপদেষ্টব্যো বক্তব্যশ্চ ন সংসদি।
গোপনীয়ং তথা শাস্ত্রং রক্ষণীয়ং শরীরবৎ ॥ ১ ॥
বৈষ্ণবানাং পরা ভক্তিরাচার্য্যাণাং বিশেষতঃ।
পূজনঞ্চ যথাশক্তি তানাপন্নাংশ্চ পালয়েৎ ॥ ২ ॥
প্রাপ্তমাত্রশ্চ নির্য্যাল্যাদ্বিষ্ণোঃ শিরসা ধৃতো বহেৎ।
নিক্ষিপেদম্ভসি ততো ন পতেদ্ভূবনৌ যথা ॥ ৩ ॥
সোমসূর্য্যান্তরস্থঞ্চ গবাশ্বত্থাগ্নিমধ্যগম্।
তাধরেদ্বৈষ্ণবং বিষ্ণু গুরুবিপ্রশরীরগম্ ॥ ৪ ॥
যত্র যত্র পরীবাদো মাৎসর্য্যাচ্ছ্রুয়তে গুরোঃ।
তত্র তত্র ন বক্তব্যং নির্য্যাণাৎ সংস্মরন্ হরিম্ ॥ ৫ ॥
যৈঃ কৃতা চ গুরোর্নিন্দা বিভোঃ শাস্ত্রস্য নারদ !
নাপি তৈঃ সহ বক্তব্যং বক্তব্যং বা কথঞ্চন ॥ ৬ ॥
প্রদক্ষিণে প্রণামে চ প্রদানে চ বিশেষতঃ।
প্রভাতে চ প্রবাসে চ স্বমন্ত্রং বহুশঃ স্মরেৎ ॥ ৭ ॥
স্বপ্নে বাক্ষিলমঙ্গং বা আশ্চর্য্যমতিহর্ষদম্।
অকস্মাদ্বদি জায়েত ন খ্যাতব্যং গুরোর্বিনা ॥ ৮ ॥

অনুবাদ

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে,—

শিষ্য স্বীয় শ্রীগুরুদেবের উপদিষ্ট মন্ত্র কাহাকেও উপদেশ দিবেন না এবং জনসমক্ষে প্রকাশ করিবেন না। শাস্ত্র অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত কিংবা অর্চ্চনাদি-বিষয়ক গ্রন্থ গোপনে এবং নিজ দেহবৎ উহা রক্ষা করিবেন। বৈষ্ণবগণের প্রতি বিশেষতঃ আচার্য্যবর্গের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, যথাশক্তি তাঁহাদিগের সেবা এবং বিপদাপন্ন হইলে তাঁহাদিগের রক্ষা করিবেন ॥ ১-২ ॥

শ্রীবিষ্ণুমন্দির হইতে নির্য্যাল্যাদি প্রাপ্ত হইলে প্রণত হইয়া তাহা মস্তকোপরি ধারণ করিবেন ; তৎপরে তাহা জল-গর্ভে নিক্ষেপ করিবেন, যেন ভূমিতে পতিত না হয় ॥ ৩ ॥

শ্রীবিষ্ণুকে সোম-সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী, গো, অশ্বত্থ ও বহ্নির মধ্যগত এবং গুরু ও বিপ্রের দেহ মধ্যস্বরূপে চিন্তা করিবেন ॥ ৪ ॥

যেখানে মাৎসর্য্যবশতঃ গুরুনিন্দা শ্রুতিগোচর হইবে, তথায় অবস্থান করিবেন না ; শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিবেন ॥ ৫ ॥

হে নারদ ! যে-সকল ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের নিন্দা, শ্রীভগবানের নিন্দা ও শাস্ত্রনিন্দা করে, তাহাদিগের সহিত

পঞ্চরাত্রান্তরে—

সময়াংশ্চ প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ পঞ্চরাত্রকাৎ।
ন ভক্ষয়েন্মহুমাংসং কূর্ম্মশূকরকাংস্তথা ॥ ৯ ॥
কাংস্যপাত্রে ন ভুঞ্জীত ন পত্রবটপত্রয়োঃ।
দেবাগারে ন নিষ্ঠীবেৎ ক্ষুতং চাত্র বিবর্জ্জয়েৎ।
ন সোপানৎকচরণঃ প্রবিশেদালয়ং ক্বচিৎ ॥ ১০ ॥
একাদশ্যাং ন চাশ্নীয়াৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি।
জাগরং নিশি কুর্ব্বীত বিশেষাচ্চার্চ্চয়েদ্বিভুম্ ॥ ১১ ॥

সম্মোহনতন্ত্রে চ—

গোপয়েদ্দেবতামিষ্টাং গোপয়েদ্ গুরুমাত্মনঃ।
গোপয়েচ্চ নিজং মন্ত্রং গোপয়েন্নিজমালিকাম্ ॥ ইতি। ১২ ॥

চতুর্থ্যুক্তস্তনাদ্যোস্তু প্রাগন্তরোঃ সমন্বিতে চ।
শিষ্যোপাধীকৃতেভ্যেব দীক্ষা কৈশ্চন মন্যতে ॥ ১৩ ॥

কখনও অবস্থান অথবা কথোপকথন করিবেন না। বিশেষতঃ প্রদক্ষিণ-সময়ে, গমন-কালে, স্নানকালে, প্রাতঃকালে ও শয়নে থাকিলে মুহুর্মুহুঃ স্বীয় মন্ত্র স্মরণ করিবেন। স্বপ্নে বা চক্ষুর সম্মুখে অকস্মাৎ যদি কোনরূপ অতি-হর্ষপ্রদ অলৌকিক ব্যাপার ঘটে, তাহা হইলে শ্রীগুরু-ব্যতীত অপরের নিকট প্রকাশ করিবেন না। ৮-৮ ॥

পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে, যথা—

পঞ্চরাত্র হইতে সংক্ষেপতঃ সময়সকল বর্ণন করিতেছি। রোগাদির জন্য ঔষধের মধ্যেও মৎস্য, মাংস, কূর্ম্ম ও শূকর-মাংস ভোজন করিবেন না ॥ ৯ ॥

কাংস্যপাত্রে, অশ্বত্থ-পত্রে অথবা বটপত্রে ভোজন করিবেন না; দেবমন্দিরে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবেন না, তথায় হাঁচি দিবেন না এবং পাদুকাপদে কখনও মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন না ॥ ১০ ॥

শুক্ল ও কৃষ্ণ—উভয় পক্ষের একাদশীতেই ভোজন করিবেন না, বিশেষতঃ শ্রীএকাদশীর রাত্রিতে জাগরণ করিবেন এবং শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিবেন ॥ ১১ ॥

সম্মোহনতন্ত্রে লিখিত আছে,—

ইষ্ট-দেবতাকে গোপন করিবেন, নিজ গুরুদেবকে গোপন করিবেন, স্বীয় মন্ত্রকে গোপন করিবেন এবং নিজ মালিকা গোপনে রাখিবেন ॥ ১২ ॥

তথা চ বিষ্ণুযামলে—

গুরুঃ পরীক্ষয়েচ্ছিষ্যং সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ।
নিয়মান্ বিদধীতান বর্জ্জ্যান্ শ্রাবয়েচ্চ চতুঃশতম্ ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্ত উত্থানং মহাবিষ্ণোঃ প্রবোধনম্।
নীরাজনঞ্চ বাস্তেন প্রাতঃস্নানং বিধানতঃ ॥ ১-৩ ॥
বিশুদ্ধাহতযুগ্মবস্ত্রধারণং দেবতার্চ্চনম্।
গোপীচন্দনমৃন্মাত্রা সর্ব্বদা চোর্দ্ধপুণ্ড্রকম্ ॥ ৪-৭ ॥
পঞ্চায়ুধানাং বিধৃতিশ্চরণামৃতসেবনম্।
তুলসীমণিমালাদি বিভূষাধারণমন্বহম্।
নির্ম্মাল্যোদ্বাসনং বিষ্ণোস্তচ্চন্দনবিলেপনম্ ॥ ৮-১১ ॥
শালগ্রামশিলাপূজা প্রতিমাসু চ ভক্তিতঃ।
নির্ম্মাল্যতুলসীভক্ষস্তলস্তবচয়ো বিধেঃ ॥ ১২-১৫ ॥
বিধিনা তান্ত্রিকী সন্ধ্যা শিখাবন্ধো হি কর্ম্মণি।
বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৃণাং তর্পণক্রিয়া।
মহারাজোপচারৈশ্চ শক্ত্যা সংপূজনং হরেঃ ॥ ১৬-১৯ ॥

প্রথমে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের কথিত একশত চারিটী নিয়ম অঙ্গীকার করিলেই দীক্ষা হইতে পারে, কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীবিষ্ণুযামলে লিখিত আছে,—

শ্রীগুরুদেব অতন্দ্রিত হইয়া একবর্ষ কাল পর্য্যন্ত শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন এবং একশত চারিটি বিহিত ও পরিত্যাজ্য নিয়ম শ্রবণ করাইবেন। সেই সকল নিয়ম কথিত হইতেছে,—

(১) ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান, (২) মহাবিষ্ণুর প্রবোধন, (৩) বাদ্য-সহকারে নীরাজন, (৪) যথাবিধানে প্রাতঃস্নান, (৫) বিশুদ্ধ নূতন বস্ত্রদ্বয় অর্থাৎ পরিধেয় ও উত্তরীয় ধারণ, (৬) দেবার্চ্চন অর্থাৎ তর্পণাদি দ্বারা জলে নিজ-ইষ্টদেবতার পূজন, (৭) গোপীচন্দন ও মৃত্তিকাদ্বারা নিরন্তর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণ, (৮) নিত্য আয়ুধপঞ্চক ধারণ অর্থাৎ যথাযথ অঙ্গে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ ও শার্ঙ্গ শরাসন ধারণ, (৯) চরণামৃত সেবন, (১০) প্রত্যহ তুলসী ও মণিমালাদি বিভূষণ ধারণ, (১১) নির্ম্মাল্যোদ্বাসন অর্থাৎ বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য-দূরীকরণ, (১২) দেহে বিষ্ণুর নির্ম্মাল্যচন্দন-লেপন, (১৩) শ্রীশালগ্রাম-শিলা ও শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তিতে ভক্তি-সহকারে অভীষ্ট-দেবতার অর্চ্চন, (১৪) নির্ম্মাল্য-তুলসী-সেবন, (১৫) যথাবিধি তুলসী-

বিষ্ণুভক্ত্যবিরোধেন নিত্যনৈমিত্তিকী ক্রিয়া।
কৃতশুদ্ধ্যাদিকরণং স্নানং সর্ত্বে যথাবিধি ॥ ২০-২১ ॥
নবীনফলপুষ্পাদের্ভক্তিতঃ সংনিবেদনম্।
তুলসীপূজনং নিত্যং শ্রীভাগবতপূজনম্ ॥ ২২-২৪ ॥
ত্রিকালং বিষ্ণুপূজা চ পুরাণশ্রুতিরন্বহম্।
বৈষ্ণবনিবেদিতানাং বৈ বস্ত্রাদীনাঞ্চ ধারণম্ ॥ ২৫-২৭ ॥
সর্ব্বেষাং পুণ্যকার্য্যাণাং স্বামিদৃষ্ট্যা প্রবর্ত্তনম্।
গুরোরাজ্ঞাগ্রহণং তত্র বিশ্বাসো গুরুণোদিতে ॥ ২৮-৩০ ॥
যথাস্ব-মুদ্রারচনং গীতনৃত্যাদি ভক্তিতঃ।
শঙ্খাদিধ্বনিমঙ্গলং লীলানুকরণং হরেঃ।
নিত্যহোমবিধানঞ্চ বলিদানং যথাবিধি ॥ ৩১-৩৭ ॥
সাধূনাং স্বাগতং পূজা শেষনৈবেদ্যভোজনম্।
তাম্বূলশেষগ্রহণং বৈষ্ণবৈঃ সহ সঙ্গমঃ ॥ ৩৮-৪১ ॥
বিশিষ্টৈর্দ্বে-জিজ্ঞাসা দশম্যাদি-দিনত্রয়ে।
ব্রতে নিয়মতঃ স্থাস্নাং সন্তোষো যেন কেন বৈ ॥ ৪২-৪৫ ॥
পর্ব্বযাত্রাদিকরণং বালরাত্রৌক-সন্ধিনিঃ।
বিষ্ণোঃ সর্ব্বর্তুচর্য্যা চ মহারাজোপচারতঃ ॥ ৪৬-৪৭ ॥
সর্ব্বেষাং বৈষ্ণবানাঞ্চ ব্রতানাং পরিপালনম্।
গুরাবীশ্বরভাবশ্চ তুলসীসংগ্রহঃ সদা ॥ ৪৮-৫০ ॥
শয়নাদ্যুপচারশ্চ রামাদীনাঞ্চ চিন্তনম্ ॥ ৫১-৫২ ॥
সন্ধ্যয়োঃ শয়নং নৈব ন শৌচং মৃত্তিকাং বিনা।
তিষ্ঠতাচমনং নৈব তথা গুর্ব্বাসনাসনম্ ॥ ৫৩-৫৭ ॥
গুর্ব্বগ্রে পাদবিস্তারস্তথায়া লঙ্ঘনং গুরোঃ।
সক্তৌ স্নানক্রিয়াহানির্দেবতার্চ্চনলোপনম্ ॥ ৫৭-৬০ ॥
দেবতানাং গুরূণাঞ্চ প্রত্যুত্থানাদ্যভাবনম্।
গুরোঃ পুরস্তাৎ পাণ্ডিত্যং প্রৌঢ়পাদক্রিয়া তথা ॥ ৬১-৬৩ ॥
অমন্ত্রতিলকাচামো নীলী-বস্ত্রবিধারণম্।
অভক্তৈঃ সহ বৈত্যাদৌ অলঙ্কারপরিগ্রহঃ ॥
তুচ্ছসঙ্গ-সুখাসক্তির্বহ্বাশেনিষেবনম্ ॥ ৬৪-৬৯ ॥

চয়ন, (১৬) যথাবিধানে তান্ত্রিকী সন্ধ্যার উপাসনা, (১৭) ধর্ম্মকার্য্যে নিষ্পাদকত্ব, (১৮) বিষ্ণুপাদোদক দ্বারাই পিতৃগণের তর্পণক্রিয়া, (১৯) সামর্থ্য থাকিলে মহারাজোপচারে শ্রীহরির পূজন, (২০) বিষ্ণুভক্তির অবিরোধে অর্থাৎ যাহা বিষ্ণুভক্তির সহিত বিরুদ্ধ নহে, ঈদৃশী নিত্য-নৈমিত্তিকী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, (২১) কৃতশুদ্ধ্যাদি ও যথাবিধানে সমস্ত স্নান সম্পাদন, (২২) ভগবানকে ভক্তিসহকারে নবীন ফলপুষ্পাদি নিবেদন, (২৩) নিত্য তুলসী-পূজন, (২৪) নিত্য শ্রীভাগবত-পূজন, (২৫) প্রতিদিন ত্রিকাল বিষ্ণুর অর্চ্চন, (২৬) প্রত্যহ শ্রীভাগবতাদি পুরাণ-শ্রবণ, (২৭) বিষ্ণুনিবেদিত বস্ত্রাদি-ধারণ, (২৮) শ্রীভগবানের আদেশ জ্ঞান করিয়া অথবা ভগবানের 'দাস'ভাবে নিখিল পুণ্য-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া, (২৯) গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ, (৩০) শ্রীগুরু-কথিত বাক্যে বিশ্বাস, (৩১) নিজমন্ত্র-দেবতানুসারে মুদ্রাধারণ অর্থাৎ তিলকরচন, (৩২) ভক্তিসহকারে গীত ও (৩৩) ভক্তিসহকারে নৃত্যাদি, (৩৪) শ্রীহরির সম্বন্ধে শঙ্খাদির মঙ্গলধ্বনি, (৩৫) লীলার অনুকরণ, (৩৬) যথাবিধানে নিত্য হোম-বিধান, (৩৭) নিত্য যথাবিধি নৈবেদ্যার্পণ, (৩৮) সাধুগণকে আমন্ত্রণ ও পূজা, (৩৯) শেষ-নৈবেদ্য-ভক্ষণ, (৪০) তাম্বূলশেষ-গ্রহণ, (৪১) বৈষ্ণব-সঙ্গ, (৪২) বিশিষ্ট বৈষ্ণব কৃতোর বা ভগবদ্ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা, (৪৩) দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী—এই তিন দিবসে বিহিত ব্রত-বিষয়ে যথানিয়মে শ্রদ্ধাসহকারে ধৈর্য্য ধারণ, (৪৪) যে-কোনরূপ অবস্থা হউক না কেন, সর্ব্বদাই সন্তোষ, (৪৫) শ্রীবিষ্ণুপর্ব্ব ও যাত্রাদির অনুষ্ঠান, (৪৬) যথাবিধানে অষ্টমহাদ্বাদশী প্রতিপালন, (৪৭) (বসন্তাদি) সকল ঋতুতে (তত্তৎকালীন পুষ্পাদির দ্বারা) মহারাজোপচারে বিষ্ণুর পরিচর্য্যা বা দোলাদ্যোলনাদি ক্রিয়া, (৪৮) নিখিল বৈষ্ণব-ব্রতের পরিপালন, (৪৯) শ্রীগুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি, (৫০) সদা তুলসী সংগ্রহ, (৫১) শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবকে সদ্য-প্রদান ও পাদসংবাহনাদি, (৫২) (শয়নকালে) রামাদির চিন্তন, (৫৩) উভয় সন্ধ্যায় শয়ন না করা, (৫৪) মৃত্তিকা ব্যতীত শৌচ না করা, (৫৫) দণ্ডায়মান না হইয়া আচমন না করা, (৫৬) শ্রীগুরুদেবের আসনে উপবেশন না করা, (৫৭) শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে পাদবিস্তার ও (৫৮) শ্রীগুরু-দেবের ছায়া লঙ্ঘন না করা, (৫৯) সামর্থ্য থাকিতে স্নান-ক্রিয়ায় আলস্য না করা, (৬০) দেবার্চ্চন বিলুপ্ত না করা, (৬১) দেবতা ও গুরুবর্গের প্রত্যুত্থানাদি করা, (৬২) গুরুদেবের সম্মুখে পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করা, (৬৩) ঊরুদ্বয় হইয়া উপবেশন না করা, (৬৪) মন্ত্র ব্যতীত তিলক রচনা ও আচমন না করা, (৬৫) নীলীবস্ত্র ধারণ না করা,

মাষকৌরবসেবা চ মসুরান্নভোজনম্।
শাকং ভূষী কলঞ্জাদি তথাঽভক্ষ্যান্নসংগ্রহঃ।
অবৈষ্ণবব্রতারম্ভস্তথা জপ্যমবৈষ্ণবম্ ॥ ৭০-৭৬ ॥
অভিচারাদিকরণং শক্ত্যা গৌণোপচারকম্।
শোকাদিপাশবশ্যত্ব মিথিষ্টৈকাদশীব্রতম্ ॥ ৭৭-৮০ ॥
শুক্লা-কৃষ্ণা-বিভেদস্চাসহ্যাপারো ব্রতে তথা।
শক্তৌ ফলাদিভুক্তিশ্চ শ্রাদ্ধং চৈকাদশীদিনে ॥ ৮১-৮৪ ॥
দ্বাদশ্যাং দিবাস্বাপস্তল্লসদ্ববচয়স্তথা।
তত্র বিষ্ণোর্দিবাস্নানং শ্রাদ্ধং হর্ম্যনিবেদিতৈঃ ॥ ৮৫-৮৮ ॥
বৃদ্ধাবতুলসীশ্রাদ্ধং তথা শ্রাদ্ধমবৈষ্ণবম্।
চরণামৃতপানেঽপি তথার্থাচমনক্রিয়া ॥ ৮৯-৯১ ॥
কাষ্ঠাসনোপবিষ্টেন বাসুদেবস্য পূজনম্।
পূজাকালেঽসদালাপঃ করবীরাদিপূজনম্ ॥ ৯২-৯৪ ॥
আমিষং ধূপপাত্রাদি ভিন্ন্যক্পুত্রং প্রমাদতঃ।
পূজা চাসংকৃতৈর্দ্রব্যৈস্তথা চঞ্চলচিত্ততঃ ॥ ৯৫-৯৭ ॥
একহস্ত-প্রণামাদি অকালে স্বামিদর্শনম্।
পর্য্যুষিতাদিদুষ্টান্নামন্ত্রাদীনাং নিবেদনম্ ॥ ৯৮-১০০ ॥
সংখ্যাং বিনা মন্ত্রজপস্তথা মন্ত্রপ্রকাশনম্।
সদা শক্ত্যাং মুখ্যালোপো গৌণকালপরিগ্রহঃ ॥ ১০১-১০৩ ॥
প্রসাদাগ্রহণং বিষ্ণোর্বর্জ্জয়েদ্বৈষ্ণবঃ সদা।
চতুঃশতং বিধীনেতান্ নিষেধান্ শ্রাবয়েদ্ গুরুঃ ॥ ১০৪ ॥
অঙ্গীকারে কৃতে দদ্যাৎ তন্নীরাজনপূর্ব্বকম্।
দেবপূজাং কারয়িত্বা দক্ষকর্ণে মনুং জপেৎ ॥ ইতি ॥
ততশ্চোত্থায় পূর্ণাত্মা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্গুরুম্।
তৎপাদপঙ্কজং শিষ্যঃ প্রতিষ্ঠাপ্য স্বমূর্দ্ধনি ॥
(হ ভ বি ২।১০৬-৮০)

(৬৬) শ্রীহরিবিমুখ ব্যক্তিগণের সহিত মিত্রতাদি না করা, (৬৭) অসৎশাস্ত্র গ্রহণ না করা, (৬৮) তুচ্ছ সঙ্গে ও তুচ্ছ সুখে আসক্তি না করা, (৬৯) মদ্যমাংস সেবন না করা, (৭০) মাষকৌরব সেবা না করা, (৭১) মসুরাদি অর্থাৎ মসুর ও দগ্ধ অন্নাদি ভোজন না করা, (৭২) শাকভোজন না করা, (৭৩) ভূষী, কলঞ্জ ও বৃন্তাকাদি ভক্ষণ না করা, (৭৪) অভক্ষ্য অর্থাৎ অবৈষ্ণবজনের নিকট হইতে অন্ন সংগ্রহ না করা, (৭৫) বিষ্ণুসম্বন্ধ ব্যতীত ব্রতান্তরের আচরণ না করা, (৭৬) বিষ্ণুমন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্র জপ না করা, (৭৭) অভিচারাদি অর্থাৎ উচাটন-বশীকরণ-প্রভৃতি না করা, (৭৮) সামর্থ্য থাকিতে গৌণোপচারে অর্থাৎ ন্যূনকল্পে উপচার প্রদান না করা, (৭৯) শোকাদির বশীভূত না হওয়া, (৮০) দশমীবিদ্ধ-একাদশীব্রত না করা, (৮১) শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষীয় একাদশীকে প্রভেদ না করা, (৮২) ব্রত-ধারণপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়াদি না করা, (৮৩) শক্তি-বিদ্যমানে ব্রতদিবসে ফলাদি ভক্ষণ না করা, (৮৪) একাদশী-দিনে শ্রাদ্ধ না করা, (৮৫) দ্বাদশী-দিনে দিবাভাগে নিদ্রিত না হওয়া ও (৮৬) তুলসী চয়ন না করা, (৮৭) দ্বাদশী-দিনে দিবাভাগে বিষ্ণুকে স্নাপন না করা, (৮৮) শ্রীহরির অনিবেদিত অন্নদ্বারা শ্রাদ্ধ না করা, (৮৯) বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তুলসী ব্যতীত শ্রাদ্ধক্রিয়া না করা, (৯০) অবৈষ্ণবশ্রাদ্ধে না করা অর্থাৎ বৈষ্ণব-পুরোহিত-রহিত অথবা বিষ্ণুনির্ম্মাল্যরহিত শ্রাদ্ধ না করা, (৯১) শ্রীচরণামৃত-পানবিদ্যমানেও শুদ্ধার্থ অন্যজল দ্বারা আচমন ক্রিয়া না করা, (৯২) কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীবাসুদেবের অর্চ্চন না করা, (৯৩) অর্চ্চনকালে অসদালাপ না করা, (৯৪) গৃহকরবীর ও আনন্দ-কুসুমাদি-দ্বারা ভগবানের অর্চ্চন না করা, (৯৫) লৌহ-নির্ম্মিত ধূপপাত্রাদি ব্যবহার না করা, (৯৬) প্রমাদবশেও ধরু পুত্রু না করা, (৯৭) অসংস্কৃত দ্রব্যদ্বারা ও চঞ্চলচিত্তে ভগবানের অর্চ্চন না করা, (৯৮) এক হস্ত-দ্বারা প্রণাম ও একবার মাত্র প্রদক্ষিণাদি না করা, (৯৯) অকালে বিষ্ণু দর্শন না করা, (১০০) পর্য্যুষিতাদি দোষদুষ্ট অন্নাদির নিবেদন না করা, (১০১) সংখ্যা ব্যতীত মন্ত্র জপ না করা, (১০২) মন্ত্র প্রকাশ না করা, (১০৩) শক্তি বিদ্যমানে মুখ্যকালের লোপ, সুতরাং গৌণকালের পরিগ্রহ না করা, এবং (১০৪) বিষ্ণুর প্রসাদ-গ্রহণে অস্বীকার না করা, এই একশত চারিটি বৈষ্ণব-কর্ত্তব্যরূপ নিয়ম শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে শ্রবণ করাইবেন।

শিষ্য 'ঘাড়ং' শব্দে প্রতিজ্ঞা করিলে শ্রীগুরুদেব তাহার নীরাজনপূর্ব্বক দেবার্চ্চন করাইয়া তদীয় দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্র জপ করিবেন।

তৎপরে শিষ্য প্রফুল্লচিত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্বীয় মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিবে।

ভেদবুদ্ধি

পরতত্ত্ব—চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যময় অদ্বয়জ্ঞান। অদ্বয়জ্ঞানে কোনপ্রকার জড়ভেদ নাই; সুতরাং তাহাতে বহির্মুখতা-জাত বিচারশক্তি যখন জড়ভেদ আরোপ করে, তখনই অদ্বয়-জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি হয়। অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত তত্ত্বকে সসীম খণ্ড-বস্তু-জ্ঞানে মাপিবার বুদ্ধিই ভেদবুদ্ধি। অদ্বয়-জ্ঞানের দেহ ও দেহীতে ভেদ, স্বরূপ ও নামে ভেদ, স্বরূপ ও রূপে ভেদ, স্বরূপ ও গুণে ভেদ, স্বরূপ ও পরিকরে ভেদ, স্বরূপ ও লীলায় ভেদ; নামে ও নামে ভেদ, নামে ও রূপে ভেদ, নামে ও গুণে ভেদ, নামে ও পরিকরে ভেদ, নামে ও লীলায় ভেদ; রূপে ও নামে ভেদ, রূপে ও রূপে ভেদ, রূপে ও গুণে ভেদ, রূপে ও পরিকরে ভেদ, রূপে ও লীলায় ভেদ; গুণে ও নামে ভেদ, গুণে ও রূপে ভেদ, গুণে ও গুণে ভেদ, গুণে ও পরিকরে ভেদ, গুণে ও লীলায় ভেদ; লীলা ও নামে ভেদ, লীলা ও রূপে ভেদ, লীলা ও গুণে ভেদ, লীলা ও পরিকরে ভেদ, লীলা ও লীলায় ভেদ; পরিকর ও নামে ভেদ, পরিকর ও রূপে ভেদ, পরিকর ও গুণে ভেদ, পরিকর ও পরিকরে ভেদ, পরিকর ও লীলায় ভেদ আরোপ করিলে তাহা ভেদবুদ্ধিকৃত অপরাধ বা পাষণ্ডিত্ব হয়। অদ্বয়জ্ঞানে জড়ভেদ নাই, কিন্তু লীলা-বৈচিত্র্য আছে। এই লীলা-বৈচিত্র্য স্বরূপ-শক্তি বা লীলা-শক্তিদ্বারা প্রকটিত। লীলা-শক্তি লীলা-বৈচিত্র্য প্রকট করিয়া লীলাময় অদ্বয়জ্ঞানকে সুখী করেন। অদ্বয়-জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি করিলে যেরূপ তত্ত্ববিরোধ হয়, আবার অদ্বয়জ্ঞানে লীলা-বৈচিত্র্য স্বীকার না করিলেও তদ্রূপ তত্ত্ববিরোধ হইয়া থাকে। এই তত্ত্ববিরোধই অপরাধ বা পাষণ্ডিত্ব। পরতত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞানের ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ-প্রতীতি স্বীকার না করিয়া যাহারা কেবল ব্রহ্ম-প্রতীতিকেই স্বতন্ত্ররূপে অথবা পরমাত্ম-প্রতীতিকেই স্বতন্ত্র-রূপে অথবা ভগবৎপ্রতীতিকে ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-প্রতীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দর্শন করিতে উদ্যত হয়, তাহারা সকলেই অদ্বয়জ্ঞানে ভেদবাদী। পরতত্ত্ব শ্রীভগবৎস্বরূপেরই ব্রহ্ম-প্রতীতি ও পরমাত্ম-প্রতীতি। যদি কেহ বলেন, 'ভগবৎ-স্বরূপের অন্তর্ভুক্তরূপে ব্রহ্ম-প্রতীতি ও পরমাত্ম-প্রতীতি নাই,' তবে তিনি ভগবানের উপাসক হইতে পারেন না। ভগবৎস্বরূপোপলব্ধির অধীন ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মানুশীলনরূপ যোগকে অস্বীকার করিয়া যদি কেহ ভগবদ্‌ভক্তিকে স্বীকার করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহার অখণ্ড যোগরূপ ভক্তিতে ভেদবুদ্ধি হইল। বস্তুতঃ অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্বেরই অস্পষ্টবিশেষ আবির্ভাব অর্থাৎ শক্তির পরিচয়-রাহিত্য আবির্ভাব-বিশেষ—ব্রহ্ম; পরতত্ত্বেরই অন্তর্যামিত্বময় মায়াশক্তিপ্রচুর চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট স্পষ্টবিশেষ আবির্ভাব—পরমাত্মা, যিনি মায়া ও জীবশক্তির সহিত লীলাময়; আর স্বরূপশক্তির সহিত লীলাময় পরিপূর্ণ সর্বশক্তিবিশিষ্ট স্পষ্টবিশেষ আবির্ভাব—পরতত্ত্ব শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্ নামরূপ, রূপরূপ, গুণরূপ, পরিকররূপ ও লীলারূপ। অতএব পরতত্ত্বের ত্রিবিধ আবির্ভাবে কোন জড়ীয় ভেদ নাই, কিন্তু লীলা-বৈচিত্র্য আছে। লীলাবৈচিত্র্য স্বরূপশক্তিরই বিলাস। ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন,—"তত্তু লীলাকৈবল্যম্"। ব্রহ্মে স্বরূপশক্তির পরিচয়াভাব, আর পরমাত্মা ও ভগবানে যথাক্রমে শক্তির আংশিক ও পূর্ণ পরিচয় আছে। পরমাত্মা স্বরূপশক্তিমান্ হইয়াও জীবশক্তি ও মায়াশক্তির সহিত লীলাময়, কিন্তু শ্রীভগবান্ স্বরূপশক্ত্যেকবিলাসবান্।

শ্রীভগবৎস্বরূপের মধ্যে আবার লীলাবৈচিত্র্য ও শক্তি-প্রকাশ-বৈচিত্র্য আছে। তাহাতেও ভেদবুদ্ধির অবকাশ নাই; যেমন শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীনারায়ণে, শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীরামচন্দ্রে, শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীনৃসিংহদেবে, শ্রীনৃসিংহে ও শ্রীবৎস-শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীবরাহদেবে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও শক্তিপ্রকাশ-বৈচিত্র্য ও লীলাবৈচিত্র্য আছে। অংশী ও অংশে তত্ত্বের মধ্যে কোন ভেদ নাই, কিন্তু অংশে ও বিভিন্নাংশের মধ্যে ভেদ আছে। অংশে—শক্তিমত্তত্ত্ব, আর বিভিন্নাংশে—শক্তিতত্ত্ব; আবার শক্তিমান্ ও শক্তিতে জড়ীয় ভেদ নাই। পরতত্ত্বের তটস্থাখ্যশক্তিই জীবশক্তি। জীব—পরমাত্মার বৈভব। অংশে ও বিভিন্নাংশে-সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন,—

"অংশিনো যস্তু সামর্থ্যং যৎ স্বরূপং যথা স্থিতিঃ।
তদেব নাণুমাত্রোঽপি ভেদঃ স্যাদংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ।"
(ক্র স ধৃত ১ম অনু বরাহপুরাণবাক্য)

অংশীর যেমন সামর্থ্য, যেমন স্বরূপ, যেমন স্থিতি, অংশের সামর্থ্যাদিও সেইরূপ। অংশ ও অংশীর সামান্যও ভেদ নাই, কিন্তু বিভিন্নাংশ—শক্তির অণু-অংশে এবং কিঞ্চিৎ সামর্থ্যযুক্ত।

"অংশেঽপি ন মৎস্যাদিরূপী পর এবম্বিধো জীবসদৃশঃ; যথা—তেজোঽংশেষ্বৈব সূর্য্যস্য খদ্যোতস্য চ নৈকপ্রকার-তেজস্ত্বাদিনা।" (ক্র স ১ম অনু)

অংশ হইলেও মৎস্যাদিরূপী পরমেশ্বর ভগবদংশরূপ কথিত (বিভিন্নাংশ) জীবের সদৃশ নহে; যেমন তেজের অংশ সূর্য্য, আর তেজের অংশ খদ্যোত একপ্রকার নহে। অথচ তেজের অংশ হইলেও সূর্য্য ও খদ্যোত সমান নহে।

একই পরমতত্ত্ব তাঁহার স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা সর্ব্বদাই স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারি প্রকারে অবস্থান করেন; যেমন সূর্য্য, সূর্য্যমণ্ডল, বহিশ্চর-কিরণ-পরমাণু, প্রতিবিম্ব বা ছায়া। তদ্রূপবৈভব বলিতে শ্রীভগবানের ধাম। বহিশ্চর-পরমাণু-স্থানীয় জীব প্রতিবিম্ব বা ছায়াদ্বারা আবৃত হওয়ায় যোগ্য।

একই শক্তিমান্ পরম তত্ত্বের সত্তায় সমস্ত বস্তুর সত্তা আছে বলিয়া কোন বস্তুই পরতত্ত্ব হইতে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র নহে। পরতত্ত্ব অংশী ও অংশরূপে তত্ত্বতঃ এক হইয়াও লীলাবৈচিত্র্য-প্রকটকারী। তাঁহার ধাম বা তদ্রূপবৈভব লীলাশক্তির পরিণতি, এজন্য তাহা তদ্রূপবৈভব—পরতত্ত্বের রূপেরই বিস্তৃতা বা বিস্তার। অতএব শ্রীভগবদ্ধামের সহিত শ্রীভগবানের মধ্যে ভেদবুদ্ধির আরোপ করিলে অন্বয়জ্ঞানকে খণ্ডিত করিবার চেষ্টারূপ পাষণ্ডিতা হয়; যেমন তদ্রূপে অর্থাৎ পরতত্ত্বের রূপে ভেদবুদ্ধি হইতে পারে না, তদ্রূপ তদ্রূপবৈভব শ্রীধামেও ভেদবুদ্ধি হইতে পারে না। তবে শ্রীধামে লীলাবৈচিত্র্য আছে। এই লীলাবৈচিত্র্য স্বীকার না করিলে অন্বয়জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি হয়। শ্রীব্রজধাম, শ্রীক্ষেত্র-ধাম, শ্রীগৌরধাম, আবার শ্রীব্রজধামের মধ্যে শ্রীমথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড; শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের মধ্যে শ্রীভুবনেশ্বর, শ্রীনীলাচল, শ্রীসুদর্শনাচল; শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের মধ্যে শ্রীঅন্তর্দ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ, শ্রীকোলদ্বীপাদি বিভিন্ন দ্বীপের লীলা-বৈচিত্র্য আছে। শ্রীকৃষ্ণধাম শ্রীগোকুল ও শ্রীরামধাম শ্রীঅযোধ্যার মধ্যে লীলা-বৈচিত্র্য আছে। আবার শ্রীকৃষ্ণধামের মধ্যেও দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলের, প্রকট ও অপ্রকট-ধামের মধ্যেও যথা গোলোক ও গোকুলের, বৈকুণ্ঠধামের মধ্যেও পুরুষোত্তম, অযোধ্যা প্রভৃতির লীলা-বৈচিত্র্য আছে। ভগবদ্বিগ্রহগণের মধ্যে, ভগবৎ-শ্রীমূর্ত্তির মধ্যে, ভগবচ্ছক্তির মধ্যেও লীলাবৈচিত্র্য আছে। মস্তিষ্কের দ্বারা ইহাদিগকে মাপিবার বুদ্ধিই অন্বয়জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি; আর হৃদয়ের দ্বারা অন্বয়জ্ঞানের নিজস্ব-স্বরূপ ও নিজস্ব-লীলা-শক্তির বৈচিত্র্যকে বরণ, গ্রহণ ও অনুভবই প্রীতি। বিচারপ্রধান-প্রকৃতি বা বৈকুণ্ঠকে মাপিয়া লইবার বুদ্ধি হইতেই ভেদবুদ্ধির উদয় হয়, আর রুচিপ্রধান-প্রকৃতি বা প্রীতির আধার হৃদয়ের দ্বারা বৈকুণ্ঠ-বস্তুর যথার্থ স্বরূপ অনুভব করিবার জন্য প্রকৃত সেবোন্মুখতা হইতেই বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ভেদবুদ্ধি মায়ার যবনিকা সৃষ্টি করে, আর রুচি ও প্রীতি বস্তুর অনুভব বা সাক্ষাৎকার করায়।

ভেদবুদ্ধির ন্যায় অনর্থ আর নাই। অন্যান্য অনর্থগুলি স্থূলরূপ লইয়া প্রতিভাত হয়; সুতরাং তাহা স্থূল চক্ষু বা স্থূল বুদ্ধি-দ্বারা ধরিয়া ফেলা যায়; কিন্তু ভেদবুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম আকারে মানব-সেবার নিভৃত প্রকোষ্ঠে গুপ্ত ও সুপ্ত-ভাবে বাস করে। এজন্য সাধক তাহার সেই গুপ্ত ও সুপ্ত-শক্তিকে সহজে ধরিতে পারেন না। একমাত্র অহৈতুক কৃপাময় পরম শক্তিশালী স্বরূপশক্তির নিজস্ব দূত যদি সুতীক্ষ্ণ সন্ধানী আলোকের দ্বারা তাহা প্রদর্শন না করেন এবং সাধক যদি অকপটভাবে সেই মহতের কৃপা বরণ করিবার জন্য সমগ্র সত্তা-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে উন্মুখ না হন, তাহা হইলে ভেদবুদ্ধির কাপট্যনাট্য হইতে কেহ উদ্ধার লাভ করিতে পারেন না। ভেদবুদ্ধির বহুরূপী কুনাট্য অনন্ত আকারে ও অনন্ত প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে। তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তে প্রবীণতার বেশ পরিধান করিয়াও অনেকে অজ্ঞাতসারে ভেদবাদী হইয়া পড়েন। মুখে ভেদবাদকে, এমন কি, বাহ্য-দৃষ্টিতে অন্তরে ভেদবাদকে গর্হণ করিয়াও কেহ কেহ কার্য্যতঃ ভেদবাদী হইয়া পড়েন। মূলকথা, আধ্যক্ষিকতাই ভেদবাদীর জননী। ভেদবাদ সাধক-জীবনের এরূপ মহাশত্রু যে, তাহা পথহারা পথিককে পথ দেখাইবার

ছল করিয়া বিপথে ও কুপথে লইয়া গিয়া পথিকের সর্ব্বস্ব-হরণ-পূর্ব্বক প্রাণে বিনাশ করে।

শুকতে শুকতে ভেদবুদ্ধি, মহতে মহতে ভেদবুদ্ধি ধামে ধামে ভেদবুদ্ধি, ভগবন্নামে-নামে ভেদবুদ্ধি, শ্রীবিগ্রহে-শ্রীবিগ্রহে ভেদবুদ্ধি বহু সাধক জীবকে পরমার্থের পথ হইতে অনেক প্রকার কুপথে ও বিপথে লইয়া গিয়া প্রাণে বিনাশ অর্থাৎ তাঁহাদের পারমার্থিক জীবনকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সাধক-জীবের প্রতি সদয় হইয়া গাহিয়াছিলেন,—"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ। শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তা'র হয় ব্রজভূমে বাস।" শ্রীগৌরজন ও শ্রীব্রজজন যে অভিন্ন, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীব্রজধাম যে অভিন্ন, ইহা শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে জানিয়াও কেহ কেহ শ্রীগৌরধামকে প্রবর্ত্তকধাম ও শ্রীব্রজধামকে সিদ্ধধাম বলিয়া অবয়জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি করেন। কেহ কেহ বলেন,—"শ্রীরূপসনাতনাদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ নিজজনগণ শ্রীগৌরধামে বাস করেন নাই, সুতরাং শ্রীরূপানুগগণ শ্রীগৌরধামে তাঁহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না।" কিন্তু যিনি শ্রীরাধাভাব-মিলিত-তনু-শ্রীগৌরসুন্দরকে তাঁহার ধাম ও পরিকরসহ শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে অবতরণ করাইয়াছিলেন, সেই শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীশান্তিপুরের প্রেমসরোবরে শ্রীরাধা-মাধবকে অবরুদ্ধ করিয়া সানন্দে গাহিয়াছিলেন,—

"কি কহিব রে সখি! আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

(চৈ চ ম ৩।১১৪ সংখ্যাধৃত শ্রীবিদ্যাপতির পদ)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় প্রমুখ শ্রীরূপানুগগণ শ্রীগৌরধাম আশ্রয় করিয়া অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পরবর্ত্তিযুগে বৈদ্যসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীল গৌর-কিশোর প্রভু অপ্রকটকাল-পর্য্যন্ত পাদসেবনার্থ শ্রীকোলদ্বীপ আশ্রয় করিয়া পাদসেবনমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দমোহিনীর নিত্য-কৈঙ্কর্য্যে তাঁহাদের প্রাণধনের সেবা করিয়াছেন। ভেদ-বাদী জীবের দুর্ব্বুদ্ধি-বিনাশকল্পে তাঁহারা বহুকাল শ্রীব্রজ-মণ্ডলে ভজন করিবার পরও শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে আসিয়া ভজন-লীলা প্রকট করিয়াছেন। শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু, শ্রীরায় রামানন্দ প্রভু, শ্রীশিখিমাহিতী, শ্রীমাধবী দেবী, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভু, নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস—ইহারা সকলেই শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করিয়াছেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু, শ্রীল রায়রামানন্দ প্রভু, শ্রীশিখিমাহিতী ও শ্রীমাধবী দেবী—যাঁহারা জগতের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধার গণ বলিয়া শ্রীশ্রীরূপসনাতন-শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীবানুগ শ্রীল কবি-রাজ গোস্বামিপ্রভুর দ্বারা বিঘোষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও শ্রীব্রজমণ্ডলে অবস্থানের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে কি তাঁহারা শ্রীব্রজবাসী না হইয়াই শ্রীরাধার গণ হইয়াছেন? এখানে অবয়জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি নিরস্ত হয়। তাঁহারা সকলেই "প্রভুদত্ত দেশে" ভজনলীলা প্রকট করিয়াছিলেন; প্রভুদত্ত দেশে কোন প্রকার ভেদবুদ্ধি করেন নাই,—

"সনাতন কহে,—'ভাল কৈলা উপদেশ।
তাঁহা যা'ব, সেই মোর প্রভুদত্ত দেশ'॥"

(চৈ চ অ ৪।১৪৩)

শ্রীবৃন্দাবন যেরূপ শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীলোকনাথ, শ্রীভূগর্ভ, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট-প্রমুখ শ্রীগৌর-জনগণের প্রভুদত্ত-দেশ, শ্রীপুরুষোত্তম-ধামও সেইরূপ শ্রীস্বরূপ-রামরায়, শ্রীশিখিমাহিতী, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভু, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-প্রমুখ শ্রীগৌর-জনগণের প্রভুদত্ত-দেশ। আবার শ্রীগৌড়-মণ্ডল শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, কুলীনগ্রামবাসী শ্রীসত্যরাজ খান্, শ্রীরামানন্দ বসু, কুমারহট্টবাসী শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, বরাহনগরবাসী শ্রীভাগবতাচার্য্য-প্রভু, চন্দ্রহট্টবাসী শ্রীদ্বিজ-খাণীনাথ-প্রমুখ শ্রীগৌর-জনগণের প্রভুদত্ত-দেশ। প্রভুদত্ত-দেশেই ভজন বরণ করা নিত্যসিদ্ধ-পরিচয়ের পর্ব্ব-বিশেষ। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম যখন কোন যোগযুক্ত শিষ্য-শিষ্যাকে তাঁহার নিত্য-সিদ্ধ পরিচয়ের পর্ব্ব-সমূহ জ্ঞাপন করেন, তখন যদি তিনি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ নাম, বসতি-স্থান বা সেবার মধ্যে মস্তিষ্কের দ্বারা বিচার করিয়া অন্য নাম বা অন্য বসতি-স্থান বা অন্যপ্রকার সেবার পরিকল্পনা করিতে যান, তাহা হইলে ঐরূপ ভেদবুদ্ধিকারী ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে যোগযুক্ত নহেন,—এরূপ প্রমাণিত হইবে। তিনি যদি মুখে, এমন কি, অন্তরেও নিজ-নিত্যসিদ্ধ-পরিচয়ের বিভিন্ন পর্ব্বের সহিত অপর কোন সতীর্থের নিত্যসিদ্ধ-পরিচয়ের সহিত অভিন্ন-

(পরবর্ত্তী প্রসঙ্গ প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ** (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের গুণাভিন্নিক অভিন্ন)

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক— শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী, সহকারী —শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ; (২) শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুর ভক্তিশাস্ত্রী, সহ—শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী ; (৩) **আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ** (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ অমদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি ; (৪) শ্রীবাস-অঙ্গন (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫) শ্রীঅদ্বৈত-ভবন (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী ; (৬) শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট, সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী ; (৭) শ্রীবাস-অঙ্গন, সেবক— শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী ; (৮) শ্রীমোদদ্রুম-ভদ্র—"গৌড়ের নৈমিষ" (মাউগাছি, পোঃ আরগর, বর্দ্ধমান) সেবক— শ্রীউপেন্দ্রবিলাস দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৯) শ্রীকুলীন-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীবিনোদানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১০) শ্রীআনন্দসুখদ-কুঞ্জ, শ্রীগোদ্রুম (পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া) সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১১) শ্রীসুবর্ণ-বিহার-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীগুরুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১২) শ্রীমধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (মাউতাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (১৩) শ্রীকুলকুটীর (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপরমপদ ব্রহ্মচারী ; (১৪) শ্রীএকায়ন-মঠ (গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, নদীয়া) সেবক— শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী ; (১৫) শ্রীমহেশ-পণ্ডিতের শ্রীপাট (কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী ; (১৬) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ (পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা) সেবক—শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি ; (১৭) শ্রীগোপালজী মঠ (জমলাপুর, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা) সেবক—শ্রীমতিগোপাল ব্রহ্মচারী ; (১৮) শ্রীজগন্নাথ- গৌড়ীয়মঠ (গোলকীবাড়ী রোড, ময়মনসিংহ) সেবক—শ্রীবিষ্ণুবান্তবিপ্রভ বিদ্যারত্ন ইত্যাদি ; (১৯) আমলাযোড়া- শ্রীপদ্মাশ্রম (পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী ; (২০) অমঘি-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ অমঘি, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীঅচ্যুতপদ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২১) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ (চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২২) পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিঠাপুর, পাটনা, বিহার) সেবক—শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী ; (২৩) গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (রমণা রোড, গয়া, বিহার) সেবক—শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২৪) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ (৮।১৭ বড়পত্তীরহিং, দেরাদুন লিট্, ইউ-পি) সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী ; (২৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ (এলাহাবাদ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ; (২৬) লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পরমেশ্বরীদয়াল বিল্ডিং, লাটুস্ রোড, , লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী ; (২৭) শ্রীপরমহংসমঠ (পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীসত্যমাধব দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২৮) মথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (বিশ্রামঘাট, মথুরা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ; (২৯) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ (পুরাণদরজা, শ্রীধাম-বৃন্দাবন, জিঃ মথুরা, ইউ-পি) সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী ইত্যাদি ; (৩০) শ্রীকৃষ্ণ-বিহারী মঠ (রাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীব্রজানন্দদাস ব্রজবাসী ; (৩১) শ্রীব্রজস্থানন্দসুখদকুঞ্জ (পোঃ শ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীইন্দ্রপথ দাসাধিকারী, (৩২) শ্রীসচ্চেতবিহারী মঠ (পোঃ বর্ষাণা, মথুরা) সেবক—শ্রীধাম দাসাধিকারী ; (৩৩) শ্রীগোষ্ঠবিহারী মঠ (শেখপাড়ী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীজগাচরণ দাসাধিকারী ; (৩৪) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ (কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ;

(৩৪) শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীকিতিপাবন ব্রহ্মচারী ; (৩৬) দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৪৫নং হনুমান্ রোড, নিউ দিল্লী) সেবক—শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীব্রজপ্রেম দাসাধিকারী ; (৩৭) বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কল্যাণদাস বিল্ডিং, গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ২৬)—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৩৮) মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ) সেবক—শ্রীপাদ ব্রজরত্ন দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীব্রজ গোপাল দাসাধিকারী ; (৩৯) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কড়ুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ), সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্র গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৪০) শ্রীপুরুষোত্তমমঠ (চটক পর্ব্বত, পোঃ পুরী) সেবক—শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ; (৪১) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীগৌরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪২) শ্রীক্ষিতি-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী) সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪৩) শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ (বাশপদি, উড়িষ্যাবাজার, কটক) সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস ইত্যাদি ; (৪৪) পুঁড়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (২৪ পরগণা) সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী ; (৪৫) দার্জ্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কুরসিয়া, দার্জ্জিলিং) সেবক—শ্রীসাধনভজন দাসাধিকারী ; (৪৬) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অকিল (ব্রহ্মপুর, গঞ্জাম) সেবক—শ্রীবীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; (৪৭) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাস্তিবর্দ্ধক) (আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীব্রজবান্ধবদাস ব্রহ্মচারী ; (৪৮) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাস্তিবর্দ্ধক) পুরী, সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস ; (৪৯) শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠ 46, Christ Church Avenue, Brondesbury, London N.W. 6, সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী (Miss C. Bowtell) ; (৫০) রেমুণা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৬৩।৬৪ নং ষ্ট্রীট, ইষ্ট রেমুণা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫১) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ (চট্টগ্রাম) সেবক—শ্রীজ্যোতিরভ্যন্তররূপ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫২) শ্রীব্রহ্মবাপ্প-গৌড়ীয়-প্রবণ-সদন, রঙ্গপুরকুণ্ডা, সেবক—শ্রীশ্রীনিকেতন ব্রহ্মচারী ; (৫৩) ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্সটিটিউট (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীনন্দবিশোরদাস অধিকারী ;(৫৪) শ্রীভাগবত-আসন ও প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কৃষ্ণনগর, সেবক—শ্রীপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী ; (৫৫) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীবিষ্ণুচরণ ব্রহ্মচারী ; (৫৬) পরমাণী প্রিন্টিং ওয়ার্কস (কটক) সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (৫৭) শ্রীচৈতন্যমঠদাতব্য-চিকিৎসালয় (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—ডাঃ শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৫৮) পরবিদ্যাপীঠ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীমদ্ ভক্তি-কেবল ঔডুলোমি মহারাজ ; (৫৯) কাজীর সমাধি-পাট, সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ; (৬১) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ (চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীবিকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬২) শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ (বিদ্যানগর, পোঃ জাহানগর, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৩) শ্রীজয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৪) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরামমাধব ব্রহ্মচারী ; (৬৫) শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠ (পোঃ বালিয়াটি,ঢাকা) সেবক—শ্রীপতি দাসাধিকারী, (৬৬) সরভোগ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ চকচকা, কামরূপ) সেবক—শ্রীহরিভোষণ দাসাধিকারী ; (৬৭) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম, (পোঃ গোয়ালপাড়া আসাম), সেবক—শ্রীরাধাযোজন দাসাধিকারী ; (৬৮) শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ (ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, ধানবাদ) সেবক—শ্রীসৎশাস্ত্রদাস অধিকারী ; (৬৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ (কিশোরপুরা, বৃন্দাবন) সেবক—শ্রীপাদ গোস্বামি-চরণ অধিকারী ; (৭০) শ্রীরাধাকুণ্ডগোষ্ঠবাটী, সেবক—শ্রীহরিগোবিন্দ দাসাধিকারী ; (৭১) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম (গোবর্দ্ধন, মথুরা) সেবক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী ; (৭২) শ্রীভক্তিকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী), সেবক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী ; (৭৩) নীলাকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী) সেবক - শ্রীগৌরাই-গোবিন্দ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৭৪) বালেশ্বর-শ্রীগৌড়ীয়মঠপীঠ (বালেশ্বর) সেবক—শ্রীরসিকানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৭৫) পরবিদ্যাপীঠ (নৈমিষারণ্য, নিমসার, ইউ-পি) সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বরদাস অধিকারী ; (৭৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (১৪।১ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্, বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক—শ্রীগিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৭৭) শ্রীমাধবেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠ (রেমুণা, বালেশ্বর) সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

ঢাকা—৪৮।১ ভগবৎপদ্ধতি রোড্, হি মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলগুরু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

শ্রীশ্রীল-শ্রীজীব-প্রভু-বিরহ-সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্থিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

চতুর্বিংশ খণ্ড ২৩শ-২৬শ সংখ্যা

২৮ নারায়ণ, ৪৪৯ গৌরাব্দ ; ২৮শে পৌষ, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ ; ১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ

প্রবন্ধ-সূচী—১। মহামন্ত্র ... ১৩৯ ; ২। বৈরাগ্য ১৪১ ;
৩। গৌষ্ঠানন্দী ও বিবিক্তানন্দী ... ১৪২ ; ৪। শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশ ... ১৪৯ ; ৫। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব ১৭০ ;
৬। শ্রীশ্রীল শ্রীজীব-প্রভু-বিরহ-তিথি-পূজা ... ... ১৭১ ;
৭। সিন্ধুদেশে গৌরনাম-কীর্ত্তন প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠা

'গৌড়ীয়'-গ্রাহকগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী

১। কোনও প্রকার লাভি-মূলার অর্থাৎ টাকা-পয়সা-প্রভৃতির বিনিময়ে 'গৌড়ীয়' পাওয়া যাইবে না। বাহিরা বা পঞ্চায়তা, মূর্খতা পাণ্ডিত্য, অবিদ্বত্তা বা দক্ষতা, মীডফাতিত্ব বা ইউফাতিত্ব—এই সকল 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে।

২। শিক্ষিকধাৎ অনুচিত-কৃতি, পরাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ আগতিক লাভ ও অভাব-হানি-জনিত উদাস ও বিমর্ষে বন্ধীভূত না হওয়া, তত্ত্বৎসেবাময়ী হওয়া, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ; প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনী শক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের তথানুসন্ধান—এই সকল অনাবিল মূল্য 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির জন্য অত্যাবশ্যক।

৩। যাঁহারা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিতে অকপট ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে 'গৌড়ীয়ে'র প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মর্ম্ম বা সার-তাৎপর্য্য হৃদয়ে গাঁথিয়া নিজের ভাষায় ও আচরণে পরীক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তাপদগ্ধ-জীবন তাপহারীর নব ও রূপার নিরপরাধ ও অহৈতুক সুখানুসন্ধানাবেশময়-চিত্তবৃত্তিতে 'গৌড়ীয়' বুঝা যায়, সেবা না পাণ্ডিত্যের দ্বারা বুঝা যায় না।

৪। বিষয়ভোগে অতিশয় লোভী, পুত্র-কলত্র-ধনাদিতে অতীব আসক্ত, আধ্যাত্মিক, বিদ্বান্মানিক, ইতরভিন্নভৈরবে অন্তরে অস্থিরচিত্ত, বিশেষতঃ ভক্তগণের প্রতি দ্বেষকারী ব্যক্তিকে বা তাহাদিগকে ভ্রম ও অজ্ঞতাবশেও 'গৌড়ীয়' প্রদান করিলে অপরাধের অবধারিতি নাই। কুটিলতা, প্রভুত্ব অপ্রদ্ধা, ভণ্ডামিপ্রিয়তা, তর্ক-শিক্ষিতা, বিদ্যের ভক্তি (?) বা সেবার (?) কপটতার আধারে-প্রভৃতি অপরাধের লক্ষণ এবং বিক্ষেপ, মন্দ, কষায়, বিষমাষাদ (ভক্তের সঙ্গে অসহিষ্ণুতা আসক্তি), অপ্রতিপত্তি (উদ্দেশ্যবিহীনতা) প্রভৃতি অনর্থলক্ষণে আক্রান্ত ব্যক্তির হস্তে 'গৌড়ীয়ে'র কলার ভার অর্পিত হইবে না।

৫। যাঁহারা ডাক-যোগে 'গৌড়ীয়' প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা ডাক-খরচ মাত্র প্রেরণ করিবেন। সাময়িক-ভাবে ঠিকানা-পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানীয় পোষ্ট-অফিসের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। প্রেরিত 'গৌড়ীয়' না পাইলে পরবর্ত্তী সংখ্যা বিনা মূল্যে তাহাদিগকে আর পাঠান যাইবে না।

৬। 'গৌড়ীয়'-সম্বন্ধে চিঠিপত্রাদি সমস্তই কেবল-মাত্র 'ম্যানেজার, গৌড়ীয়, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা'— এই নামে ও ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ, 'গৌড়ীয়'

Abbreviated Telegraphic Address of The Secretary, Gaudiya Mission, 16A Kaliprasad Chakravarti Street, P. O. Baghbazar, Calcutta is— "GAUDIYAMAT" Calcutta.

সম্পাদক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

সিন্ধুদেশে শ্রীগৌরনাম-কীর্ত্তন

গৌড়ীয়মিশনের উপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীনিতাইদাস ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যাভূষণজী গত ২৩শে অক্টোবর (১৯২৫) তারিখে সিন্ধুদেশের হায়দ্রাবাদ-সহরে প্রসিদ্ধ "থেয়েসফি হলে" একটী বহুতা জনসভায় 'শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর বাণী' (Message of Lord Chaitanya) সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

তৎপরে ভক্তিশাস্ত্রীজী ২৪শে অক্টোবর স্থানীয় হিরাবাদে 'গুরুসভা'-নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-সম্মেলনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'অবধূত-সংবাদ'-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং ৭ই নভেম্বর 'মালিকরাম-হলে' বিশিষ্ট জনসভায় 'শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর বাণী'-সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। গত ১২ই নভেম্বর স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দিরে আহূত হইয়া ভক্তি-শাস্ত্রীজী 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দর্শন'-সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন; তৎপরে গত ১৮ই নভেম্বর স্থানীয় 'নাহোপালা'-নামক বিশিষ্ট ভদ্রমহিলাদের প্রতিষ্ঠানে 'নামকীর্ত্তন ও প্রেমভক্তি'-সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন; গত ১৯শে নভেম্বর অনাসুলক সহরের মুখী ও হায়দ্রাবাদ ইলেক্‌ট্রিক্ সাপ্লাই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ মথুরাদাস ব্যারিষ্টার মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ২২শে নভেম্বর শেঠ রামচান্দ মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'ভগবানের অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব ও নামকীর্ত্তন'-সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ২৩শে নভেম্বর হায়দ্রাবাদের প্রসিদ্ধ ডি জি স্কুলনাল কলেজে ভক্তিশাস্ত্রীজী 'জ্ঞান ও তাহার উপযোগিতা, (Knowledge and its utility) সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। গত ২৪শে নভেম্বর গুরুদাসমল হাইস্কুলের শিক্ষক মিঃ মোহন বি-এ মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ২৮শে নভেম্বর হিরাবাদে মিঃ মুলরাজ এ্যাড্‌ভোকেট মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্তির বৈশিষ্ট্য-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ৩রা ডিসেম্বর হায়দ্রাবাদ হইতে অনতিদূরে "টাণ্ডো আদম"-নামক এক সহরে স্থানীয় সনাতনধর্ম্ম-সভার সম্পাদক ডাঃ ঘনশ্যাম, টি, তোলানি মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহ ও আহ্বানে একটি প্রসিদ্ধ সভাপ্রাঙ্গণে 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা ও তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা' সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ৮ই ডিসেম্বর রায় বাহাদুর মুখী জ্ঞানধুমল নারায়নদাস মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের একান্ত আবশ্যকতা' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। ২৩শে ডিসেম্বর স্থানীয় 'আমিল পঞ্চায়েৎ' নামক প্রতিষ্ঠানে আহূত হইয়া ধর্ম্ম ও উহার সর্ব্বোচ্চ স্থান-সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৪শে ডিসেম্বর ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার হাউসের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এস্, সি, ডোবে মহোদয়ের আহ্বানে তদ্‌গৃহে ভক্তি-শাস্ত্রীজী "মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীপণ্ডিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ২১শে অক্টোবর হইতে ২৩শে অক্টোবর পর্য্যন্ত 'শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনচরিত ও শিক্ষা'-সম্বন্ধে গুরুনগর-নামক ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে হিন্দীভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ব্রহ্মচারীজী গত ৩১শে অক্টোবর স্থানীয় গোয়ালন্দ-আশ্রমে 'গৌড়ীয়-মিশনের পরিচয়' সম্বন্ধে গত ১৯শে নভেম্বর স্থানীয় রাধে শ্যাম-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রচারিত 'প্রেমভক্তি' সম্বন্ধে, গত ২০শে নভেম্বর মিঃ পরমানন্দ মহোদয়ের গৃহে 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনচরিত'-প্রসঙ্গে 'নাম-মাহাত্ম্য ও গুরুপাদাশ্রয়' সম্বন্ধে, গত ২রা ও ১০ই ডিসেম্বর শেঠ প্রেমজী বিশ্রাম মহোদয়ের গৃহে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর দানের বৈশিষ্ট্য' ও তাঁহার শিক্ষা' সম্বন্ধে এবং ১১ই ডিসেম্বর হিরাবাদে রায় বাহাদুর বিলুমল টনর-ধর্ম্ম মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'ভক্তির মাহাত্ম্য' প্রসঙ্গ হিন্দীভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উহাতে বহু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়ের সমাগম হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল-শ্রীজীব-প্রভু-বিরহ-সংখ্যা

গৌড়ীয়

২৪শ খণ্ড | ২৪ নারায়ণ, ৪৫৯ গৌরাব্দ ; ২৮শে পৌষ, ১৩৫২ ; ১২ই জানুয়ারী, ১৯৪৬ | ২৩শ-২৬শ সংখ্যা

মহামন্ত্র

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষরাত্মক শ্রীকৃষ্ণনাম-বিশেষকে 'মহামন্ত্র'-নামে অভিহিত করিয়াছেন,—

"আপনে সবারে প্রভু করে' উপদেশে।
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিষে— ॥
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥'
প্রভু বলে,—'কহিলাঙ এই **মহামন্ত্র**।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া **নির্ব্বন্ধ** ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল', ইথে **বিধি** নাহি আর ॥"

(চৈ ভা ম ২৩।৭৫-৭৮)

সাধারণতঃ বীজপরিপুটিত, 'নমস্'-শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ঋষি-ছন্দোদেবতাবিশিষ্ট, 'চতুর্থী'-বিভক্তি-যুক্ত ভগবন্নামাত্মক ও শ্রীভগবৎসম্বন্ধ-বিশেষ-প্রতিপাদক যে পদ ঋষিগণের দ্বারা আহিতশক্তি হইয়া শ্রৌতগুরুপরম্পরায় অবতীর্ণ হন, তাহাই 'মন্ত্র'রূপে কথিত ; কিন্তু কলিযুগপাবনাবতারীর দ্বারা 'মহামন্ত্র'-নামে উক্ত 'সম্বোধনাত্মক' ষোলনাম কেবল 'মন্ত্র' নহেন,—এই বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপনার্থ 'মন্ত্র'-শব্দের পূর্ব্বে 'মহৎ'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদেশ ব্যতীত কাহারও 'মন্ত্র'-গ্রহণে অধিকার হয় না। জগদ্-গুরুর লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরহরি স্বয়ং সেই 'মহামন্ত্র' ভক্তগণকে উপদেশ-প্রদানের লীলা করিয়া 'মহামন্ত্রে'র অনুশীলন শ্রীগুরুপদেশ-সাপেক্ষ, ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। 'মন্ত্র' উচ্চৈঃস্বরে সাধারণো কীর্ত্তনীয় বা অপরের নিকট প্রকাশ্য নহেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত 'মন্ত্র' অপরের নিকট প্রকাশ করিলে অনন্ত নিরয়গামী ও অপরাধী হইতে হয়। তবে কি 'মহামন্ত্র'-সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা হইবে? 'মহামন্ত্র' কি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত বা অপরের শ্রবণগোচরীভূত হইবেন না?

'মহামন্ত্রে'র মধ্যে মন্ত্রত্ব ত' অন্তর্ভুক্ত আছেই, তদ্ব্যতীত সর্ব্বমন্ত্রসার 'নামে'র ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। 'মন্ত্রে'র 'সংসার-মোচকত্ব'-শক্তি অর্থাৎ 'তারকত্ব' এবং 'নামে'র 'প্রেমদাতৃত্ব'-শক্তি অর্থাৎ 'পারকত্ব' সমগ্র-ভাবে ও যুগপৎ 'মহামন্ত্রে' নিত্য বিরাজমান।

তবে কি মন্ত্রের ন্যায় 'মহামন্ত্রে' কোনপ্রকার বিধি-বাধ্যতা নাই অর্থাৎ 'মন্ত্র' যেরূপ (১) শ্রৌত-শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রোতব্য, (২) অপরের নিকট অপ্রকাশ্য, (৩) কেবল

জপ্য, উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয় বা গানযোগ্য নহেন, (৭) সংখ্যাতভাবে গ্রহীতব্য।—এইসকল কোন বিধিই কি ঔপাধিবিগ্রহ 'মহামন্ত্রে' প্রযোজ্য নহে?

এসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে স্বয়ং কলিযুগ-পাবনাবতারী ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দ, যথা—শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, শ্রীশ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দ ও অন্যান্য শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দের আচরণ ও শিক্ষা তথা শাস্ত্র-প্রমাণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

শ্রীগুরুদেব অপরের শ্রুতির অগোচরে শিষ্যের কর্ণে 'মন্ত্র'-উপদেশ করেন এবং সেই মন্ত্র অপরের নিকট অপ্রকাশ্য,—ইহাও বলিয়া দেন[১]। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণকে যে 'মহামন্ত্র' উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা কি অপরের শ্রুতির অগোচর করিয়া কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট ভক্তের কর্ণে বলিয়াছিলেন, না বহু ভক্তের সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ দিয়াছিলেন? 'মন্ত্রে'র ন্যায় ইহা অপরের নিকট অপ্রকাশ্য বা মনে মনে জপ্য, ইহা কি শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়া দিয়াছিলেন, অথবা ইহা **সর্ব্বক্ষণ বলিবার** জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন? লোকশিক্ষকলীল শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ ও শিক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহামন্ত্র অপর বিষ্ণু-মন্ত্রের ন্যায় কেবলমাত্র জপ্য নহেন; তাহা উচ্চৈঃস্বরেও কীর্ত্তনীয়। ইহা যে কষ্ট-কল্পনা নহে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ আচরণের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পরে তাহা বিবৃত হইবে।

এখন একটী সন্দেহ এই যে, 'মন্ত্রে'র ন্যায় 'মহামন্ত্র' যখন কেবল জপ্য নহে, উচ্চৈঃস্বরেও কীর্ত্তনীয়, তখন কি 'মন্ত্রে' যেরূপ সংখ্যা রাখিবার অপরিহার্য্য বিধি আছে, 'মহামন্ত্রে' কি সেইরূপ কোন বিধি নাই? কারণ, শ্রীপ্রভুর উপদেশে স্পষ্টই শ্রুত হয়,—

"সর্ব্বক্ষণ বল', ইথে বিধি নাহি আর॥"

অর্থাৎ মহামন্ত্র সর্ব্বক্ষণ বল, কীর্ত্তন কর, ইহাতে অন্য কোন বিধি নাই অর্থাৎ কীর্ত্তন-করাই একমাত্র বিধি, ইহাতে অন্য কোন বিধির অবকাশ নাই।

ইহাই কি প্রভু-বাক্যের তাৎপর্য্য?- শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তিগুলি পুনরায় উদ্ধার করিয়া প্রভু-বাক্যের তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করা যাউক,—

"প্রভু কহে,—'কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া **নির্ব্বন্ধ**॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল', ইথে বিধি নাহি আর॥"

(চৈ ভা ম ২৩।৭৭-৭৮)

উপরি-উক্ত প্রভু-বাক্যের চারিটী চরণের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি করিলে ইহাই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হয় যে, নির্ব্বন্ধ-সহকারে অর্থাৎ নিয়মিতভাবে 'সংখ্যা' রাখিয়া 'জপ' ও 'সর্ব্বক্ষণ বলা' অর্থাৎ কীর্ত্তন-করাই 'মহামন্ত্র'-গ্রহণের একমাত্র বিধি, তদ্ভিন্ন আর অর্থাৎ দ্বিতীয় বিধি ইহাতে নাই। এতদ্ব্যতীত অন্য অর্থ করিলে পূর্ব্বাপর বাক্যের সঙ্গতি হয় না। যদি 'সর্ব্বক্ষণ বলা' অর্থাৎ কীর্ত্তন করা ব্যতীত মহামন্ত্র-গ্রহণের আর কোন বিধি নাই বা নির্ব্বন্ধ-সহকারে অর্থাৎ সংখ্যাতভাবে গ্রহণের কোন বিধিই নাই,—এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্ব পয়ারের চরণে যে নির্ব্বন্ধ করিয়া জপের বিধি আছে, তাহা নিরর্থক হয়। সুতরাং পূর্ব্ব পয়ারের চরণে যে 'নির্ব্বন্ধ-সহকারে' 'মহামন্ত্র'-গ্রহণের বিধি, তদ্ব্যতীত অন্য কোন দ্বিতীয় বিধি অর্থাৎ অন্যান্য 'মন্ত্র'-জপের ন্যায় (যাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৭শ বিলাসের জপসংখ্যা-নিয়ম-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে) কোন নির্দ্দিষ্ট কালাকালাদি বা দীক্ষা-পুরশ্চরণাদির বিধি নাই, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে; ইহা সর্ব্বক্ষণ বলিবার আদেশের মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—'প্রভু-বাক্যের অন্য অর্থও ত' করা যায়,—মহামন্ত্র-জপকালে নির্ব্বন্ধ-সহকারে অর্থাৎ

---

১ শিষ্যাভিলাষী ব্যক্তিকে শ্রীগুরুদেব নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞা করাইবার পর তবে মন্ত্রোপদেশ করেন,—

"সংখ্যাং বিনা মন্ত্রজপস্তথা মন্ত্র প্রকাশনম্।"

(হ ভ বি, ২ বি, ১৭৭ সংখ্যা)

অর্থাৎ সংখ্যা ব্যতীত কখনও মন্ত্র জপ করিতে পারিবে না এবং কাহারও নিকট মন্ত্র প্রকাশ করিতে পারিবে না।

১ "যমন্ত্রো নোপদেষ্টব্যো যকশ্চাস্য ন সংসদি।
নোপদীক্ষং তথা পাত্রং লক্ষয়ীয়ং শরীরবৎ।"

(হ ভ বি, ২য় বি, ১০৬ সংখ্যাধৃত শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বাক্য)

শিষ্য যাঁর তাদৃশবিধি মন্ত্র তাহাকেও উপদেশ দিবেন না এবং অসম্পর্কে প্রকাশও করিবেন না। গাত্র অর্থাৎ শ্রীভাগবত কিংবা পূজাদি-বিষয়ক গ্রন্থ গোপনে রাখিবে এবং নিজ দেহবৎ উহা রক্ষা করিবে।

সংখ্যা রাখিয়া জপ করিতে হইবে, আর সর্ব্বক্ষণ বলিবার অর্থাৎ কীর্ত্তন করিবার সময় কোন বিধির অপেক্ষা থাকিবে না অর্থাৎ জপ করিবার সময় মাত্র সংখ্যাভাবে জপ করিবার বিধি, সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিবার কালে সংখ্যা রাখিবার আবশ্যকতা বা কোন প্রকার বিধি থাকিবে না।'

এই অর্থ গ্রহণ করিলে সর্ব্বক্ষণ মহামন্ত্র-কীর্ত্তনকারী শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনামাচার্য্য তথা অন্যান্য শ্রীগৌরপার্ষদবর্গের আচরণময়ী শিক্ষা নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইহা স্থানান্তরে বিশদভাবে বিবৃত হইবে।

এখানে একটী প্রশ্ন হইতে পারে,—যখন 'মহামন্ত্র' সর্ব্বক্ষণ বলিবার, কহিবার বা কীর্ত্তন করিবার বিধি রহিয়াছে, তখন কি বাদ্যাদি-যোগে তাহা গীত হইতে পারেন?

'মহামন্ত্র' বাদ্যাদি-যোগে গীত হইলে যদি তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট একমাত্র বিধি যে নির্ব্বন্ধ-সহকারে অর্থাৎ 'সংখ্যা' রাখিয়া নাম-কীর্ত্তন, উহার বাধা হয়, তবে 'মহামন্ত্র' কিরূপে গীত-বাদ্যাদি-যোগে কীর্ত্তিত হইবেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং এবং ভক্তগণের সহিত গীতবাদ্যাদি-যোগে যে-সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ও বর্ণন 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে, 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে', শ্রীমুরারিগুপ্তের 'কড়চায়', 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে', শ্রীগোস্বামিগণের স্তবাদিতে দৃষ্ট ও শ্রুত হয়, তাহাতে কোথায়ও গীতবাদ্যযোগে অসংখ্যাভাবে 'মহামন্ত্র'-সংকীর্ত্তনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না; তবে যদি কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'মহামন্ত্র'-উপদেশ-লীলাত্মক শ্রীচৈতন্যভাগবত-ধৃত পদ গীতবাদ্য-যোগে কীর্ত্তন করেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার অন্তর্গতরূপেই সেই 'মহামন্ত্র' অসংখ্যাভাবে কীর্ত্তিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা কেবল মহামন্ত্রের অনুশীলন নহে; কারণ, 'মহামন্ত্র'-জপে বা কীর্ত্তনে 'অসকৃৎ'-আবৃত্তির উপদেশ আছে এবং সেই 'অসকৃৎ'-(বহুবার) আবৃত্তির মধ্যেই সংখ্যা রাখিবার বিধি আছে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণের দ্বারা যে আচরণ করাইয়াছিলেন, তন্মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়,—

"প্রভু বলে,—'জান' 'লক্ষের' বলি কা'রে?
প্রতিদিন লক্ষ-নাম যে গ্রহণ করে॥"

(চৈ ভা অ ৯।১২১)

"প্রভু কহে,—'বৃদ্ধ হইলা 'সংখ্যা' অল্প কর।'
শিথিদেহ তুমি, সাধনে আগ্রহ কেনে কর'?'
• • • •
এবে অল্প সংখ্যা করি' কর' সঙ্কীর্ত্তন।"

(চৈ চ অ ১১।২৪, ২৬)

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"হাসিয়া কহিলা প্রভু ভক্ত সভাকারে।
'এই মোর হরিনাম দেহ' ঘরে ঘরে॥
নবদ্বীপে বাল বৃদ্ধ যৈসে যত জন।
চণ্ডাল, দুর্গতি আর লক্ষেক দুর্জ্জন॥
সভারে শিখাও হরিনাম গ্রন্থি করি'।
অনায়াসে সব লোক যাউ ভব তরি'।"

(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, মধ্য, ১১৮ পৃঃ গৌড়ীয় সং, ৫২-৫৪)

স্বয়ং শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরসুন্দর নিজে আচরণ করিয়া জীবকে কি শিক্ষা দিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করা যাউক। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু তাঁহার 'স্তবমালা'য় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে স্তব করিয়া বলিতেছেন,—

"হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃতগ্রন্থিশ্রেণীসুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥"

(স্তবমালা-শ্রীচৈতন্যাষ্টক, ১ম অষ্টক, ৪র্থ শ্লোক)

শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—

"হরে কৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীকগ্রহণম্। ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈঃকৃষ্ণচারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্যা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ; নাম্নামুচ্চারিতানাং গণনায়ৈ কৃতা যা গ্রন্থিশ্রেণী, তয়া সুভগং সুন্দরং কটি-সূত্রং, তেন তদ্বদ্ধলেনোজ্জ্বলঃ করো বামহস্তো যস্য সঃ।"

উচ্চৈঃস্বরে 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি মহামন্ত্রগ্রহণে যাঁহার রসনা নৃত্যরত, যাঁহার বামহস্ত উচ্চারিত নামসমূহের সংখ্যারক্ষণার্থ রচিত গ্রন্থিশ্রেণীতে বিভূষিত কটিসূত্রদ্বারা সমুজ্জ্বল, যাঁহার নয়নযুগল আয়ত এবং যাঁহার ভুজযুগল সুদীর্ঘ অর্গলযুগলের বিলাসে বিভূষিত অর্থাৎ অর্গলযুগলের ন্যায় সুদীর্ঘ, সেই শ্রীচৈতন্যদেব পুনরায়ও আমার দৃষ্টিমার্গ প্রাপ্ত হইবেন কি?

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর উক্ত শ্লোক হইতে অতি স্পষ্ট-ভাষায় প্রমাণিত হইতেছে যে, লোকশিক্ষক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু উচ্চৈঃস্বরে ও নির্বন্ধ-সহকারে অর্থাৎ সংখ্যাত-ভাবে ষোলনাম-বত্রিশাক্ষর-মহামন্ত্র-উচ্চকীর্ত্তনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর লিখিত অনুশাসন অপেক্ষা আর অধিক শ্রেষ্ঠ প্রমাণ কি হইতে পারে?

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতের মঙ্গলা-চরণেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উচ্চৈঃস্বরে ষোলনাম-বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্র গ্রহণের শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন,—

"শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥"

ইহার টীকায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলিয়াছেন,—

"তেন **দ্বাত্রিংশদক্ষরো নামমন্ত্রো যোজ্যতে।** তদাহ্বয়াঃ—কৃষ্ণনামানি।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত শ্রীহরির সম্বোধক 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক নামমন্ত্র জগজ্জনকে প্রেমপ্রবাহে নিমজ্জন করিতে করিতে সর্ব্বোৎ-কর্ষে অবস্থান করুন।

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর এই উক্তির দ্বারাও শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উচ্চৈঃস্বরে জগন্মঙ্গল শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেন, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। 'আস্তে' উচ্চৈঃস্বরেই হয় এবং উচ্চৈঃস্বরে না হইলে জগজ্জীবের শ্রুতিগোচরও হইতে পারে না। তাই শ্রীরূপের অনুগবর শ্রীল রঘুনাথও শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌড়ীয়গণের প্রতি সংখ্যাতভাবে 'মহামন্ত্র'-কীর্ত্তনের উপদেশের কথা ঐরূপে স্পষ্ট ভাষায় গান করিয়াছেন,—

"নিজদে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈর্গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতিপ্রায়াঃ শিক্ষাঃ জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নপরণীং যাস্যতি পুনঃ॥"

(স্তবাবলী—শ্রীচৈতন্যাষ্টক, ৪র্থ শ্লোক)

যে প্রভু জগতে এই গৌড়ীয়গণকে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া "হে গৌড়ীয়গণ! সংখ্যা-নির্ণয়-সহকারে 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদিরূপ মহামন্ত্র কীর্ত্তন কর',—পিতার ন্যায় তাঁহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন পুনরায় আমার নয়নপথের পথিক হইবেন কি?

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ সংখ্যাপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনকারী শ্রীগৌরহরির নাম উল্লেখ করিয়া জগজ্জীবের প্রতি আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

"যদ্বন্ প্রেমভরপ্রকম্পিতকরো **গ্রন্থীন্ কটীডোরকৈঃ**
সঙ্খ্যাতুং নিজলোকমঙ্গল-হরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং জপন্।
অশ্রুস্রাতমুখঃ স্বমেব হি জগন্নাথং দিদৃক্ষুর্গতা-
য়াতৈগৌরতনুর্বিলোচনমুদং তন্বন্ হরিঃ পাতু বঃ॥"

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৩।১৬)

স্বীয় অখিললোকমঙ্গল 'হরে কৃষ্ণ'-নাম জপ করিতে করিতে এবং নামসংখ্যা-রক্ষার জন্য স্বীয় কটীসূত্রে গ্রন্থি দিতে দিতে প্রেমাতিশয্যবশতঃ যাঁহার করযুগল কম্পিত হইতেছে, যিনি আপনারই অভিন্নরূপ শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন-লালসায় অশ্রুপ্লুতমুখে গমনাগমন করিয়া লোক-লোচনানন্দ বিস্তার করিতেছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীহরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে সংখ্যাত-মহামন্ত্র-জপকারিরূপে বন্দনা করিয়াছেন,—

"জয় নবদ্বীপ-নবপ্রদীপ, প্রভাবঃ পাষণ্ডগজৈকসিংহঃ।
স্বনামসংখ্যাজপসূত্রধারী, চৈতন্যচন্দ্রো ভগবান্মুরারিঃ॥"

(চৈ ভা ম ৫।১)

যিনি নবদ্বীপের নবীন প্রদীপস্বরূপ, যিনি পাষণ্ডরূপ কুঞ্জরগণের দমনে অদ্বিতীয় সিংহসদৃশ এবং যিনি 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি নিজনামসমূহের জপ-সংখ্যা-রক্ষার নিমিত্ত সংখ্যানির্ণায়ক গ্রন্থিবিশিষ্ট সূত্র ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-নামক ভগবান্ শ্রীমুরারি জয়যুক্ত হউন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সর্ব্বক্ষণ সংখ্যা-নাম গ্রহণ করিতেন, তাহা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা-বর্ণনকালে বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"যবে চলে **সংখ্যা-নাম** করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া আগে চলে একজন॥
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া॥

সংখ্যা-নাম লইতে যে-স্থানে প্রভু যৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা-নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন॥
পুনঃ সেই সংখ্যা-নাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে নামরে, সে-ই জন পায় রক্ষা॥"

(চৈ ভা অ ৮।১৫৭-৬২)

সংখ্যাত-ভাবে সর্ব্বক্ষণ মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের আদর্শলীলা-প্রকটকারী শিক্ষাগুরু শ্রীগৌর-নারায়ণের শিক্ষা গ্রহণ না করিলে যে জীবের রক্ষা নাই, ইহা শ্রীচৈতন্যলীলার শ্রীব্যাস বহুনির্ব্বোষে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পর্য্যটন-কালেও নির্ব্বন্ধ সহকারে শ্রীহরি-নাম করিতেন। যখন মহাপ্রভু একাকী দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু অনেক চেষ্টা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস বিপ্রকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রদান করিবার যুক্তি-জ্ঞাপন-প্রসঙ্গে বলিলেন,—

"তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম-গণনে।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে?"

(চৈ চ ম ৭।৩৭)

যখন শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে শ্রীমদ্ভাগবতের স্ব-রচিত টীকা শ্রবণ করাইবার জন্য তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীবল্লভ ভট্টকে বলিলেন,—

"ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী॥
বসি' কৃষ্ণনাম-মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা-নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি-দিনে॥"

(চৈ চ অ ৭।৭৮-৭৯)

এই ত' গেল শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংখ্যাতভাবে মহামন্ত্র-কীর্ত্তন ও জপের আদর্শ ও শিক্ষা। শ্রীশ্রীগৌরশক্তি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী জগৎকে কি শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাও আমরা 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' ও 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাই,—

"হরিনাম-সংখ্যা-পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুরে অর্পয়॥"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর, ৪র্থ তরঙ্গ, ৫০)

"ঈশ্বরীর নাম গ্রহণ শুন ভাই সব।
যে কথা-শ্রবণে লীলার হয় অনুভব॥
নবীন মৃৎভাজন আনি দুই পাশে ধরি'।
এক শূন্যপাত্র, আর পাত্রে তণ্ডুল ভরি॥
একবার জপে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
এক তণ্ডুল রাখেন পাত্রে আনন্দ-অন্তর॥
তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত লয়েন হরিনাম।
তা'তে যে তণ্ডুল হয়, সৈয়া পাকে যান॥
সেই সে তণ্ডুল মাত্র রন্ধন করিয়া।
ভক্ষণ করান প্রভুকে অগ্রযুক্ত হৈয়া॥"

(প্রেমবিলাস, ৪র্থ বি)

এই গেল পরমেশ্বরী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর আচরণ। এখন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার যে শক্তি-দ্বারা জগতে শ্রীহরি-নামের মহিমা ও শ্রীহরিনামের কীর্ত্তন-বিধি জগৎকে শিক্ষা-দানের জন্য শ্রীনামাচার্য্যরূপে জগতে প্রকট করিয়াছিলেন, সেই শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আচরণে আমরা কি পাই?—

"হরিদাস-ঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত॥"

(চৈ চ আ ১০।৭৩)

"নির্জ্জন-বনে কুটীর করি' তুলসী সেবন।
রাত্রি-দিনে তিন লক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥"

(চৈ চ অ ৩।৯৯)

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বেশ্যাকে বলিয়াছিলেন,—

"কোটিনামগ্রহণ-যজ্ঞ করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি, তৈল আসি' শেষে॥"

(চৈ চ অ ৩।১২৩)

শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস সংখ্যা রাখিয়া শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিতেন, এইকথা যেরূপ একদিকে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বাক্যে জানিতে পারা যায়, আবার অপর

দিকে তিনি উচ্চৈঃস্বরে সেই নির্দ্ধারিত নাম কীর্ত্তন করিতেন, তাহাও জানা যায়,—

"একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন করেন **উচ্চ** করিয়া॥"

(চৈ চ অ ৩।২২৭)

ঠাকুর হরিদাসের এই উচ্চনাম-সংকীর্ত্তন করিবার সময় জীবমোহিনী মায়া যখন শ্রীনামাচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইল, তখন শ্রীনামাচার্য্য মায়াকে বলিলেন,—

"**সংখ্যা-নাম-সঙ্কীর্ত্তন** এই 'মহাযজ্ঞ' মোর।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে, হয় ভিক্ষাতে বিশ্রাম॥
দ্বারে বসি' শুন তুমি নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিবু তব প্রীতি-আচরণ।'
এত বলি' করেন তেঁহো নাম সঙ্কীর্ত্তন।
সেই নারী বসি' করে' শ্রীনাম শ্রবণ॥"

(চৈ চ অ ৩।২৩৮-৪১)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে হরিনদী-গ্রামের এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ শ্রীল হরিদাসের উচ্চ নাম-কীর্ত্তন শুনিয়া অসহিষ্ণু হইয়া শ্রীনামাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,—"হরিনাম মনে মনে জপ করাই শাস্ত্রের আদেশ; উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-গ্রহণের কথা কোন শাস্ত্রে নাই। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের বিচারসভা আহ্বান করিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মত খণ্ডন করা হইবে।" তদুত্তরে শ্রীনামাচার্য্য শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া জপ হইতেও হরিনাম কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ড ১৭শ অধ্যায়ের শেষভাগে বর্ণিত আছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্যত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

"হরিদাস-ঠাকুর—মহাভাগবত-প্রধান।
প্রতিদিন লয় তেঁহ তিন লক্ষ নাম॥"

(চৈ চ অ ৭।৪৯)

শ্রীনামাচার্য্য তাঁহার নির্য্যাণ-লীলার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বা আমরা কি শিক্ষা পাই?—

"দেখে,—হরিদাস ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন।
মন্দ মন্দ করিতেছেন **সংখ্যা-সঙ্কীর্ত্তন॥**
গোবিন্দ কহে,—'উঠ আসি' করহ ভোজন।'
হরিদাস কহে,—'আজি করিমু লঙ্ঘন॥
সংখ্যা-কীর্ত্তন পূরে নাহি, কেমতে খাইমু?
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমতে উপেক্ষিমু?"

(চৈ চ অ ১১।১৭-১৯)

"প্রভু কহে,—'কোন্ ব্যাধি, কহ ত' নির্ণয়?'
তেঁহো কহে,—**'সংখ্যা-কীর্ত্তন** না পূরয়॥"

(চৈ চ অ ১১।২৩)

শ্রীনামাচার্য্যের এইসকল আচরণ ও বাণী অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, তিনি সংখ্যা রাখিয়াই মহামন্ত্র গ্রহণ করিতেন, কখনও অসংখ্যাতে নাম জপ বা কীর্ত্তন করিতেন না।

যখন শ্রীরায়-রামানন্দের ভ্রাতা শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ককে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণদণ্ড প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে হত্যা-মঞ্চের উপর আরোহণ করাইয়াছিলেন, তখন রাজপুরুষগণ শ্রীগোপীনাথের অন্য ভ্রাতা শ্রীবাণীনাথাদিকেও সবংশে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীবাণীনাথ সেইরূপ বন্ধনদশাগ্রস্ত হইয়াও সংখ্যা রাখিয়া মহামন্ত্র জপ করিয়াছিলেন,—

"বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণনাম।
'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম।
সংখ্যা লাগি' দুই-হাতে অঙ্গুলিতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে, অঙ্কে কাটে রেখা॥'
শুনি' মহাপ্রভু হইলা পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপা-ছন্দবন্ধ?"

(চৈ চ অ ৯।৫৬-৫৮)

রাজদ্বারে নীত হইয়াও শ্রীবাণীনাথ সংখ্যা-নাম পরিত্যাগ করেন নাই। তখন সঙ্গে শ্রীতুলসীর মালিকা রাখিবার সুযোগ না থাকিলেও করে ও অঙ্কে সংখ্যা রাখিয়াছিলেন। এই সকল উদাহরণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, **মহামন্ত্র-কীর্ত্তনকারীর পক্ষে সর্ব্বকালে ও সর্ব্বাবস্থায় সংখ্যা রাখা অপরিহার্য্য। মহামন্ত্র-গ্রহণের স্থান-কালের বিচার নাই বটে, কিন্তু একমাত্র অপরিহার্য্য বিধি**

এই যে, সংখ্যাপূর্ব্বক নাম-গ্রহণ—তাহা পালন করিতেই হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে যে দৈনিক ভজনকৃত্যের কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায়,—শ্রীল রঘুনাথ নির্ব্বন্ধ-সহকারে লক্ষনাম-গ্রহণ করিতেন,—

"সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম॥"

(চৈ চ অ ১০।৯৯)

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু-কৃত 'ষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকে' শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীরঘুনাথযুগল-শ্রীশ্রীজীব - শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামি- প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দের নির্ব্বন্ধ-সহকারে শ্রীহরিনাম-গ্রহণের আদর্শের কথা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে,—

"সংখ্যাপূর্ব্বকনামগাননতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহারবিহারকাদিবিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণগুণস্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ॥"

(শ্রীষড়্‌গোস্বাম্যষ্টক—৬)

এই স্থানে 'সংখ্যাপূর্ব্বক-নামগান'-শব্দের দ্বারা মহামন্ত্রের কেবলমাত্র জপকালেই সংখ্যা রাখিতে হয়,—এই মতবাদও নিরস্ত হইয়াছে। 'গান' অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনাদির সময়ও ষড়্‌গোস্বামী সংখ্যা রাখিয়া মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীল-গোস্বামিবর্গের অনুগত মধ্যযুগীয় আচার্য্যগণ, যথা শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু—সকলেই সংখ্যাত-মহামন্ত্র গ্রহণ করিতেন; যথা—শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-সম্বন্ধে শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য শ্রীযদুনন্দনদাস প্রভু কর্ণানন্দে লিখিয়াছেন,—

"সংখ্যা করি' হরিনাম লয় প্রহরেক।
গ্রন্থ-দরশনে যায় আর প্রহরেক॥"

(কর্ণানন্দ, বহরমপুর সং, ১ম নির্য্যাস ৪ পৃষ্ঠা)

'প্রেমবিলাসে' শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মহামন্ত্র-যাজনের প্রণালী এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"হরিনামে নরোত্তমের এক বৎসর গেল।
তদবধি সে সাধন রাত্রিদিন কৈল॥
দুই লক্ষ নাম-সাধন নিভৃতে বসিয়া।
সংখ্যা-নাম লয় বসি' রাত্রিতে জাগিয়া॥
• • •
নরোত্তম লক্ষ-নাম লয় সংখ্যা করি'।
নাম লৈলে গৌরাঙ্গের সর্ব্বশক্তি ধরি॥"

(প্রেমবিলাস, বহরমপুর সং, ১১শ বি, ১১৮, ১২৮ পৃঃ)

"যখন অবসর, তখন লয়েন হরিনাম।
এই মত লক্ষ-সংখ্যা আছয়ে প্রমাণ॥"

(ঐ—১৭শ বি)

'শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশে' শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"লক্ষ-নাম রাত্রি-দিনে করয়ে সাধন।
গোবিন্দ-দর্শনে আর সাধু দরশন॥"

(২য় সঃ)

শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু শ্রীবীরহাম্বীরকে মন্ত্র ও মহামন্ত্রের কিরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্বে কহিলেন যাহা, তাহা সুচাইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রদীক্ষা দিলা হর্ষ হঞা॥
শ্রীকাম-গায়ত্রী-অর্থ যত্নে শুনাইলা।
হরিনাম-জপের নির্ব্বন্ধ করাইলা॥"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৯।২৬২-৬৩)

শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর অন্যান্য শিষ্যগণ কিরূপভাবে মহামন্ত্রের কীর্ত্তন করিতেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীযদুনন্দনদাস 'কর্ণানন্দে' এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"রামকৃষ্ণ চট্টরাজ প্রভুর এক শাখা।
তাহার মহিমা-গুণ কি করিব লেখা॥
হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম।
সংখ্যা করি' জপে নাম সদা অবিশ্রাম॥
• • •
তবে সেই কলানিধি চট্টরাজ-নাম।
সদা হরিনাম জপে' এই তা'র কাম॥

প্রভু কহে,—তুমি চৈতন্যের প্রিয়তম।
লক্ষনাম জপ' তুমি করিয়া নিয়ম॥

• • •

কাঞ্চনগড়িয়া-গ্রামে প্রভুর ভক্তগণ।
একেক লক্ষ হরিনাম করেন নিয়ম॥
দিবসে না লয় নাম রাত্রিকালে বসি'।
কেশে ডোরে চালে বান্ধি' লয় নাম হাসি'॥

• • •

তাঁহার* ঘরণী সুচরিতা বুদ্ধিমন্তা।
শ্রীঈশ্বরীর কৃপাপাত্রী অতি সুচরিতা॥
লক্ষ হরিনাম তিঁহো করেন গ্রহণ।
ক্ষণে ক্ষণে মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥

• • •

কর্ণপুর কবিরাজে প্রভু দয়া কৈলা।

• • •

লক্ষ হরিনাম যেঁহো করেন গ্রহণ॥

• • •

শ্রীবংশীদাস ঠাকুর যেই মহাশয়।
প্রভুর প্রিয় শাখা হয় মধুর আশয়॥
হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম।
সংখ্যা করি' জপে'নাম সদা অবিশ্রাম॥

• • •

রামচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভুর সেবক।
তা'র যত শিষ্যগণ কহিব কতেক॥
লক্ষ হরিনাম জপে' সংখ্যা করিয়া।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-কথা কহে আবেশিয়া॥

• • •

প্রভুর কৃপাপাত্র এক চট্ট কৃষ্ণদাস।
লক্ষ হরিনাম জপে', নামেই বিশ্বাস॥

• • •

প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীমথুরাদাস।
হরিনাম জপে'সদা পরম উল্লাস॥

• • •

তথায় শ্রীআত্মারাম প্রভুর প্রিয়দাস।
সদা হরিনাম জপে' সংসারে উদাস॥

• • •

শ্রীদুর্গাদাস-নাম প্রভুর নিজ দাস।
সদা হরিনাম জপে' অন্তরে উল্লাস॥

• • •

আর এক সেবক শ্রীগোকুলানন্দদাস।
সদা হরিনাম জপে', নামেতে বিশ্বাস॥

• • •

তথাতে করিলা দয়া বল্লবী কবিপতি।
পদাশ্রয় পাইয়া তিঁহো হইলা সুকৃতী॥
হরিনাম জপে' সদা করিয়া নিয়ম।
লক্ষ হরিনাম বিনা না করে' ভোজন॥

• • •

তবে প্রভু কৃপা কৈলা নিমাই কবিরাজে।
রূপ কবিরাজের ভ্রাতা খ্যাত জগ-মাঝে॥
লক্ষ হরিনাম জপে' সংখ্যা যে করিয়া।
সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে' সুখাবিষ্ট হইয়া॥

• • •

তা'র পর কৃপা কৈল শ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তী।
পদাশ্রয় পাইয়া তিঁহো হইলা কৃতকীর্ত্তি॥
লক্ষ হরিনাম লয়', নামেতে বিশ্বাস।
বড়ই রসিক তিঁহো, সংসারে উদাস॥

• • •

শ্রীশ্যামসুন্দরদাস সরল ব্রাহ্মণ।
লক্ষ হরিনাম তিঁহো করেন গ্রহণ॥

• • •

প্রেমী হরিরাম আর মুক্তারাম দাস।
প্রভুপদে নিষ্ঠা সদা, অন্তর উল্লাস॥
সবে মিলি' একত্রেতে করেন ভোজন।
লক্ষ হরিনাম সবে করেন গ্রহণ॥"

(কর্ণানন্দ, বহরমপুর সং, ১ম নির্যাস, ১০-২৪ পৃঃ)

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের কৃপা পাইবার পর শ্রীশ্রীজগাই-মাধাই নির্ব্বন্ধ-সহকারে শ্রীমহামন্ত্র গ্রহণ করিতেন, তাহা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

* গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।

"জগাই-মাধাই দুই চৈতন্য-কৃপায়।
পরম ধার্ম্মিকরূপে বসে নদীয়ায়॥
উষঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে॥"
(চৈ ভা ম ১৪।৪-৫)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীমুখস্থ অলঙ্কার-অপহরণেচ্ছু দস্যুসেনাপতি যখন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপায় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর উপদেশানুসারে দস্যুগণসঙ্গ দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সদাচার-পরায়ণ হইয়া সংখ্যাপূর্ব্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—

"ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি' অনাচার।
সবে লইলেন অতি সাধু-ব্যবহার॥
সবেই লয়েন **হরিনাম লক্ষ লক্ষ**।
সবে হইলেন বিষ্ণুভক্তি-যোগে দক্ষ॥"
(চৈ ভা অ ৫।৬৯৭-৯৮)

শ্রীরামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বেশ্যা শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের শরণাপন্ন হইবার পর ঠাকুরের আদেশে সংখ্যা-পূর্ব্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেন,—

"মাথা মুড়ি' একবস্ত্রে রহিল সেই ঘরে।
রাত্রি-দিনে **তিন লক্ষ নাম** গ্রহণ করে॥"
(চৈ চ অ ৩।১৩৯)

শ্রীতপন-মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু মিশ্রকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন—

"রাত্রি-দিন নাম লয় **খাইতে শুইতে**।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
* * *
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।
ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হ'বে।
সাধ্যসাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে।"
(চৈ ভা আ ১৪।১৯০, ১৯৩-৯৭)

এই স্থানে 'খাইতে শুইতে রাত্রিদিন নাম-গ্রহণ' কখনই সংখ্যা-পূর্ব্বক হইতে পারে না। ভোজনের সময় দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া চলিতে থাকে। সুতরাং তখন সেই হস্তের দ্বারা সংখ্যা রাখা সম্ভবপর হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বলিতে শৌচাদি-গমনকালও 'সদা'-শব্দের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখনই বা কিরূপে সংখ্যা রাখা সম্ভবপর হইতে পারে? অথচ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৯৩ অনুচ্ছেদে) শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 'শ্রীভগবন্নামকৌমুদী' ও 'সহস্রনাম-ভাষ্য-ধৃত বাক্য এবং অনেক ক্ষত্রবন্ধুর প্রতি ব্রাহ্মণের উপদেশের মধ্যে উত্থান, নিদ্রা, প্রস্থান, ভাবী গমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রখলনাদি যে-কোন অবস্থায় শ্রীগোবিন্দ-নাম উচ্চারণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, যথা—

"উত্তিষ্ঠন্ত প্রস্থপন্ত প্রস্থিতেন গমিষ্যতা।
গোবিন্দেতি সদা বাচ্যঃ ক্ষুত্ট্ স্খলিতাদিষু॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৯৩ অনুচ্ছেদধৃত শ্রীবিষ্ণুধর্ম্ম-বাক্য)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভের এই শাস্ত্রীয় উক্তির সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর "রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে" (চৈ ভা আ ১৪।১৯০) এবং "খাইতে শুইতে যথাতথা নাম লয়। কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥" (চৈ চ অ ২০।১৮)—এই উক্তির সঙ্গতি করিলে শ্রীভগবানের নাম সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে গ্রহণ করিবার শাস্ত্রোপদেশ ও প্রভূপদেশ পাওয়া যায়। কিন্তু এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনের উপদেশের অব্যবহিত পরেই শ্রীবৃহন্নারদীয় পুরাণের "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্" শ্লোক এবং উহার অব্যবহিত পরেই ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষর-মহামন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐরূপ উক্তির ভঙ্গীর দ্বারা মহামন্ত্রই 'খাইতে শুইতে' সংখ্যাত, অসংখ্যাত যে-কোনভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

যাঁহারা এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বকপোল-কল্পিত না হইয়া পড়ে, এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের তথা শাস্ত্রের উপদেশ ও

সদাচারের সহিত সঙ্গতি করিয়া লওয়া অত্যাবশ্যক নহে কি? 'শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন' কথাটী শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শ্রীভগবন্নাম-সাধারণ'রূপেই উপদেশ করিয়াছেন; তাহা 'কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র-বিশেষ' এইরূপ কল্পনা করিলে প্রভুর অন্যান্য উপদেশ ও আচরণের সহিত সঙ্গতি হয় না। শ্রীবাসাদি পরার্থ নীত হইয়াও সংখ্যা রাখিয়াই শ্রীহরিনাম করিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মের যে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও শ্রীগোবিন্দ-নাম-কীর্ত্তনের কথা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং "খাইতে শুইতে যথা তথা নাম" গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া যে অসংখ্যাতভাবে মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে,—এইরূপ উপদেশ শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদান করেন নাই; তিনি সর্ব্বদাই মহামন্ত্রের মন্ত্রত্বের একটী বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছেন।

মহামন্ত্র ও শ্রীনামের কীর্ত্তন-প্রণালীর মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্য ২৩।৭৮-৯২ সংখ্যায়) শ্রীমহামন্ত্র ও শ্রীনাম-কীর্ত্তনের উপদেশ এক সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। "কৃষ্ণনাম—মহামন্ত্র শুনহ হরিষে।" (চৈ ভা ম ২৩।৭৫)—ইহা বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র বলিলেন। এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই আবার উপদেশ করিলেন,—

"দশ-পাঁচ মিলি' নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥'
সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা'-সবাকারে।
স্ত্রী-পুত্রে-বাপে মিলি' কর গিয়া ঘরে॥"

• • •

"এই মত নগরে নগরে সংকীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥
সবারে উঠিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে'।
আপন গলার মালা দেয় সবাকারে॥
দণ্ডে তৃণ করি' প্রভু পরিহার করে।
'অনিমিখ ভাই সব, ভজহ কৃষ্ণেরে॥'
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে সর্ব্ব-জন।
কায়-মনো-বাক্যে লইলেন সংকীর্ত্তন॥
পরম আহ্লাদে সব নগরিয়াগণ।
হাতে তালি দিয়া বলে 'রাম নারায়ণ'॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা-শঙ্খ আছে সর্ব্ব ঘরে।
দুর্গোৎসব-কালে যত বাজাবার তরে॥
সেই সব যন্ত্র এবে কীর্ত্তন-সময়ে।
গায়েন বায়েন সবে সন্তোষ-হৃদয়ে॥
'হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম।'
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্ম-নাম॥"

(চৈ ভা ম ২৩।৭৯-৮১, ৮৪-৯২)

কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত মহামন্ত্র-উপদেশ-মূলক পয়ারের সঙ্গে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের উপদেশকমূলক পরবর্ত্তী পয়ারের যোজনা করিয়া মহামন্ত্রও অসংখ্যাতভাবে সংকীর্ত্তিত ও গীত হইতে পারেন,—এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু 'হরয়ে নমঃ' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিবার পরেই "সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা-সবাকারে।"—এইরূপ স্পষ্ট ভাষায় কোন্‌টী সংকীর্ত্তন, তাহা বর্ণন করিয়াছেন। সেই সংকীর্ত্তনই স্ত্রী-পুত্র-বাপে মিলিয়া করিবার উপদেশ এবং নগরে নগরে স্বয়ং করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খাদি সর্ব্ব যন্ত্রযোগে "হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম।" (চৈ ভা ম ২৩।৯২)—এই ব্রহ্ম-নামই নগর-সংকীর্ত্তনরূপে গীত হইয়াছিল, মহামন্ত্র গীত হইবার কথা নাই। সেই 'ব্রহ্ম-নাম' 'তারকব্রহ্ম-নাম' অর্থাৎ মহামন্ত্র নহেন। নগরে সংকীর্ত্তিত ব্রহ্মনাম ও তারকব্রহ্ম-নামের স্বরূপের মধ্যে জড়ভেদ না থাকিলেও লীলাগত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-সকল মুখ্য নামের বা শ্রীকৃষ্ণ-নামের সংকীর্ত্তন অন্যত্রও শিক্ষা দিয়াছেন এবং নিজ লীলার মধ্যে স্বয়ং বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইবে।

ছাত্রগণ শ্রীনিমাই পণ্ডিতকে সংকীর্ত্তনের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনিমাই ছাত্রদিগকে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের পদ ও সংকীর্ত্তন-রীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন,—

"শিষ্যগণ বলেন,—'কেমন সংকীর্ত্তন?'
আপনে শিখায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে' শিষ্যগণ লৈয়া॥"

(চৈ ভা ম ১।৪০৬-৮)

শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রতি নিশায় এবং শ্রীহরিবাসরে উষঃকাল হইতে অহোরাত্র ভক্তগোষ্ঠী সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করিতেন। সেই সংকীর্ত্তন কিরূপ, তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী-তনয় শ্রীনারায়ণীনন্দন শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

শ্রীহরিবাসরে হরি-কীর্ত্তন-বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥

পুণ্যবন্ত শ্রীবাসঅঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি 'গোপাল গোবিন্দ'॥

• • •

শুনহ চরিত্র পদ প্রভুর কীর্ত্তন।
যে বিকারে নাচে প্রভু জগত-জীবন॥

চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি, শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে।
বিহ্বল হইলা সব পারিষদ সঙ্গে॥"

(চৈ ভা ম ৮।১৩৮-৫৯, ১৪৪-৪৬)

সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে কিরূপ নাম-সংকীর্ত্তন হইত, তৎসম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন আরও লিখিয়াছেন,—

"জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।"
অহর্নিশ গায় সবে হই' কুতূহলী॥

অহর্নিশ ভক্ত-সঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর।
শ্রান্তি নাহি কারো, সবে সত্ত্ব-কলেবর।

বৎসরেক নাম-মাত্র, কত যুগ গেল।
চৈতন্য-আনন্দে কেহ কিছু না জানিল॥

যেন মহা-রাস-ক্রীড়া কত যুগ গেল।
তিলার্দ্ধেক-হেন সব গোপিকা মানিল॥"

(চৈ ভা ম ৮।২৭৮-৭৯)

শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর নিশাকীর্ত্তনের আরও বর্ণন দৃষ্ট হয়,—

"'হরিবোল' বলি' উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি' সব গায় অনুচর॥

অদ্বৈত-আচার্য্য মহা-আনন্দে বিহ্বল।
মত্ত মত্ত হই' নাচে পাসরি' সকল॥

• • •

'জয় কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালী।
অহর্নিশ গায় সবে হই' কুতূহলী॥'

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পরম বিহ্বল।
তথাপি চৈতন্য-নৃত্যে পরম কুশল॥"

(চৈ ভা ম ১৬।৯৭-৯৮, ১০০-১০১)

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে নগর-সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতেও আমরা দেখিয়াছি,—

"'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥'
সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা' সবাকারে।
স্ত্রী-পুত্রে বাপে মিলি' কর' গিয়া ঘরে॥

• • •

এই মত নগরে নগরে সংকীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥"

(চৈ ভা ম ২৩।৮০-৮১, ৮৫)

"পরম-আহ্লাদে সব নগরিয়া-গণ।
হাতে তালি দিয়া বলে 'রাম নারায়ণ'।
মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে।
দুর্গোৎসব-কালে যত বাদ্য বাজা'বার তরে॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন-সময়ে।
গায়েন বা'য়েন সবে সন্তোষ-হৃদয়ে॥
'হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম।'
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্ম-নাম॥"

(চৈ ভা ম ২৩।৮৯-৯২)

বিধর্ম্মী কাজি শ্রীনবদ্বীপের নাগরিকগণের কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিলে কাজির পক্ষ সমর্থন করিয়া পাষণ্ডী হিন্দুগণ বলিয়াছিল,—"হরিনাম মনে মনে গ্রহণ করিবার কথাই শাস্ত্রে আছে।" (চৈ ভা ম ২৩।১১০-১৪)।

সংকীর্ত্তনে ঐরূপ বিঘ্নের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কাজি-দলনার্থ উদ্যোগী হইয়া নগর-সংকীর্ত্তনের বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠন করিলেন। সেই সময় শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে যে-সকল পদ গীত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ বিস্তৃত বর্ণন করিয়াছেন,—

"নগরে উঠিল মহা-কৃষ্ণ-কোলাহল।
'হরি' বলি' ঠাঞি ঠাঞি নাচয়ে সকল।
'হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম।'
'হরি' বলি' নাচয়ে সকল ভাগ্যবান্॥"
(চৈ ভা ম ২৩।২১৮-১৯)

"লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সর্ব্ব নবদ্বীপে যায়॥
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন'।
কেহ কেহ নাচয়ে হইয়া এক মেলি'
দশে-পাঁচে নাচে কাঁহা দিয়া করতালি॥"
(চৈ ভা ম ২৩।২২১-২৩)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের **আদি সংকীর্ত্তনের** একটি পদ প্রচার করিয়াছেন,—

"নাচিয়া যায়েন প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
বেড়িয়া গায়েন চতুর্দ্দিকে অনুচর॥
'তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।
সারঙ্গ-ধর, তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে॥' ধ্রু॥
চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি-সংকীর্ত্তন।
ভক্তগণ গায়, নাচে শ্রীশচীনন্দন॥"
(চৈ ভা ম ২৩।২৪০-৪২)

এই নগর-সংকীর্ত্তনে ভক্তগণের কীর্ত্তনের অন্য পদও শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

"বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরে নাচে সর্ব্ব নদীয়ায়।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ পুণ্য-কীর্ত্তি গায়॥
'হরি' বল' মূঢ় লোক, 'হরি' 'হরি' বল' রে।
নামাভাসে নাহি রয় শমন-ভয় রে॥' ধ্রু॥
—এই সব কীর্ত্তনে নাচয়ে গৌরচন্দ্র।
ব্রহ্মাদি সেবয়ে যাঁর পাদপদ্মদ্বন্দ্ব॥"
(চৈ ভা ম ২৩।২৬৮-৭০)

শ্রীমন্মহাপ্রভু নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া যখন কাজিকে দলন-পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখনও ভক্তগণের সহিত কিরূপ নাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"কাজিরে করিয়া দণ্ড সর্ব্ব-লোক-রাজ।
সংকীর্ত্তন-রসে সর্ব্ব-গণে নাচি' যায়॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে, শঙ্খ-করতাল।
'রাম কৃষ্ণ জয়ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল॥'
'জয় কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি বনমালী।'
গায় সব নগরিয়া দিয়া হাতে তালি॥
জয়-কোলাহল প্রতি-নগরে-নগরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সাগরে॥"
(চৈ ভা ম ২৩।৪১৮-১৯, ৪২২-২৩)

শ্রীনবদ্বীপের তন্তুবায়-পল্লীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ নাম-সংকীর্ত্তন করাইয়াছিলেন, তাহার বর্ণন এইরূপ,—

"উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি জয়-কোলাহল।
তন্তুবায়-সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥
নাচে সব-নগরিয়া দিয়া করতালি।
"হরি বল মুকুন্দ গোপাল বনমালী॥"
(চৈ ভা ম ২৩।৪৩৭-৩৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনন্দীর ভাবে নর্ত্তনে এইরূপে নাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

"কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
'রামকৃষ্ণ বল হরি গোপাল গোবিন্দ॥"
(চৈ ভা ম ১৮।৩৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলাপ্রকটকালে যেরূপ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায় এইরূপ লিখিত আছে,—

"নত্বা গুরোঃ পাদযুগং নিবাসং
তস্মিন্ স চক্রে করুণাম্বুধির্হরিঃ।
শ্রীরাম-নারায়ণ-নাম-মঙ্গলং
গায়ন্ গুণান্ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ॥"
(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা—৩য় প্র, ২য় স, ৪র্থ শ্লোক)

শ্রীগৌরসুন্দর রাঢ়দেশে ভ্রমণকালে যে নাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে উক্ত কড়চায় এইরূপ লিখিত আছে,—

"মত্তকরীন্দ্রবৎ কাপি তেজসা বব্রুধে ক্বচিৎ।
ক্বচিদ্ গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সাদরম্॥"
(ঐ—৩য় প্র, ৩য় স, ৪র্থ শ্লোক)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশান্তিপুরে আগমন করিয়া যেরূপ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও পদকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যথাক্রমে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"সপার্ষদে নৃত্য করে' বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
এমত অপূর্ব্ব হয় পৃথিবী-ভিতর॥
'হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই!'
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই॥"
(চৈ ভা অ ১।২৩৯-৪০)

"কি কহিব রে সখি! আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"
এই পদ গাওয়াইয়া হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ-কম্প-পুলকাশ্রু-হুঙ্কার-গর্জ্জন॥"
(চৈ চ ম ৩।১১৪-১৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে গমনকালে এইরূপভাবে নাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

"রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ত্রাহি মাম্॥
এবং কলপদং গায়ন্ হরসংস্তববিস্মিতঃ।
ইমান্ হ শিক্ষয়ন্ লোকান্ লোকানাং শালকোঽবায়ঃ॥"
(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা, ৩য় প্র, ৫ম স, ৪-৬ শ্লোক)

"'রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥'
এই শ্লোক সুমধুর স্বরে গায় পহুঁ।
প্রেমার আনন্দে গদগদ ভাবে লহু॥"
(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, মধ্য ৯৩-৯৪)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীভুবনেশ্বরে এইরূপভাবে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

"'শিব রাম গোবিন্দ' বলিয়া গৌর-রায়।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়॥
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন লই' ভক্তবৃন্দ॥
শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে'।
নিজ-দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে॥"
(চৈ ভা অ ২।৩৯৮-৪০০)

"শ্রীরাম গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ বাসুদেব।
ইত্যাদি-নামামৃতপানমত্ত-ভূজাধিপাদ্যাখিলদুঃখহর্ত্রে॥"
(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা, ৩য় প্র, ৮ম স, ১৮ শ্লোক)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজালালনাথে এইরূপ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

"কেহ নাচে, কেহ গায় '**শ্রীকৃষ্ণ**' '**গোপাল**'।
প্রেমেতে ভাসিল লোক,—স্ত্রী-বৃদ্ধ-আবাল॥"
(চৈ চ ম ৭।৮১)

"কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি উবাচোচ্চৈর্মুহুর্মুহুঃ।
ক্ষণং বিলুঠতে ভূমৌ ক্ষণং মূর্চ্ছতি জল্পতি॥
ক্ষণং গায়তি **গোবিন্দ-কৃষ্ণ-রামেতি** নামভিঃ।
মহাপ্রেমযুতং গাত্রমালালনাথ-দর্শনে॥"
(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা, ৩য় প্র, ১৪শ স. ৩-৪ শ্লোক)

শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে এইভাবে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

"মত্তসিংহপ্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি' নাম-সংকীর্ত্তন॥
'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্॥
রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! পাহি মাম্॥
রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! পাহি মাম্।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! রক্ষ মাম্॥'
এই শ্লোক পড়ে' পড়ি' করিলা প্রয়াণ।
গৌতমী-গঙ্গায় যাই' কৈলা গঙ্গাস্নান॥"
(চৈ চ ম ৯।১৩-১৪)

"প্রভু কহে,—'সবে কহ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণ নাম উচ্চ করি'॥
তোমা-সবার 'গুরু' তবে পাইবে চেতন।
সব বৌদ্ধ মিলি' করে' কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥
গুরু-কর্ণে কহে সবে 'কৃষ্ণ' 'রাম' 'হরি'।
চেতন পাঞা আচার্য্য বলে 'হরি' 'হরি'॥"
(চৈ চ ম ৯।৫৯-৬১)

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ পাহি নঃ॥"
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, ৭ম অঙ্ক, ১১ সংখ্যা)

"রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্॥
সংকীর্ত্তয়ন্নিথমমন্দমুচ্চৈঃ, পথি প্রকামং পুলকাচিতাঙ্গঃ।
আর্ত্তস্বরং কুত্র চ বীক্ষ্য ভীমং, বনং পরেশঃ পরিবোদিতি স্ম॥"

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য)

"প্রচলন্ দক্ষিণদেশমুবাচ ইতি নৃত্যতি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥"

(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা, ৩প্র, ১৪শ স, ৯ম শ্লোক)

"শ্রীরাম গোবিন্দ কৃষ্ণেতি গায়-
ন্নুত্তীর্ণো গোদাবরীমেব কৃষ্ণঃ।
বিবেশ শ্রীপঞ্চবটীবনং মহৎ
শ্রীরাম-সীতা-স্মরণাতি-বিহ্বলঃ॥"

(ঐ ১৫শ স, ৬ষ্ঠ শ্লোক)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামকেলিতে অবস্থানকালে এইরূপে শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

"বোল বোল হরিবোল হরিবোল বলি'।
এই মাত্র বলে' প্রভু দুই বাহু তুলি'॥
চতুর্দ্দিকে মহানন্দে কোটি কোটি লোক।
তালি দিয়া 'হরি' বলে' পরম-কৌতুক॥"

(চৈ ভা অ ৪।২৭-২৮)

কাশীতে শ্রীবিন্দুমাধবের শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমাবেশে নৃত্যকালে শ্রীচন্দ্রশেখর, শ্রীপরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া, শ্রীতপনমিশ্র ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু—এই চারিজন একত্র মিলিয়া যে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় আমরা এইরূপ দেখিতে পাই,—

"শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন।
চারিজন মিলি' করে' নাম-সংকীর্ত্তন॥
'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥'
চৌদিকেতে লক্ষ লোক বলে' 'হরি' 'হরি'।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি'॥"

(চৈ চ ম ২৫।৬২-৬৪)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ যে-কোন সেবাকার্য্যে কিরূপ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিতেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"স্নান করি' শুক্লাম্বর অতি সাবধানে।
সুবাসিত জল তপ্ত করিলা আপনে॥
তণ্ডুল সহিত তবে দিয়া গন্ধ-থোড়।
আলগোছে দিয়া বিপ্র কৈলা করযোড়॥
'জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।'
বলিতে লাগিলা শুক্লাম্বর কুতূহলী॥"

(চৈ ভা ম ২৬।১৫-১৭)

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের এই সকল উদাহরণ অনুধাবন করিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, মহামন্ত্র-কীর্ত্তন ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন অসংখ্যাতভাবে বাদ্যাদি-যোগে সকল সময় কীর্ত্তিত ও গীত হন, কিন্তু শ্রীমহামন্ত্র-কীর্ত্তনে কালাকাল, স্থানাস্থানের বিধি না থাকিলেও তাহা সংখ্যা রাখিয়া সর্ব্বদা কীর্ত্তিত হইবেন। এজন্য নগর-সংকীর্ত্তন, বাদ্যাদিযোগে গান প্রভৃতি কীর্ত্তনের মধ্যে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের কোন দৃষ্টান্ত পূর্ব্বোক্ত প্রামাণিক গ্রন্থে বা শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার প্রকটকালীন পার্ষদবৃন্দের আচরণে পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, শ্রীশ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীগৌর-নাম-কীর্ত্তনের যে প্রণালী প্রচার করিয়াছেন বা শ্রীশ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু-প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত বা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের নাম-সংকীর্ত্তনের যে প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সংখ্যা রাখিবার কোনও বিধি প্রদান করেন নাই বা তদনুরূপ আচরণও প্রদর্শন করেন নাই। এই সকল আচরণের দ্বারা আনুষঙ্গিক-ভাবে কেবল মহামন্ত্র-কীর্ত্তনেই সংখ্যা রাখিবার বিধি ও শ্রীশ্রীভগবানের অন্যান্য নাম-কীর্ত্তনে সেইরূপ বিধির অবকাশ নাই ইহা প্রমাণিত হইতেছে; কারণ, ঐ সকল নাম কেবল শ্রীশ্রীহরিনাম বা 'শ্রীহরিশক্তির নাম' বলিয়াই বিদিত, তাঁহারা মন্ত্র নহেন। 'মহামন্ত্র' 'মহানাম' নহেন, তাহাতে 'মন্ত্র'-শব্দের প্রয়োগ আছে। সুতরাং তাহা সংখ্যা-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেই হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-নাম-কীর্ত্তন-সম্বন্ধে আমরা এই সকল আদর্শ প্রাপ্ত হই—

"সকল ভুবন এথে গায় গৌরচন্দ্র।
তথাপিহ সবে নাহি গায় কৃষ্ণ-মুন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে বিমুখ যে জন।
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী কৃতঘ্ন॥"

(চৈ ভা অ ১।৭১-৭২)

"অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য-নাম যেই লয়।
কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥
'নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয়॥
'কৃষ্ণনাম' করে' অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥"

• • •

"চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ-সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥"

(চৈ চ আ ৮।২২-২৪, ৩১-৩২)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য-নাম-সংকীর্ত্তনই প্রচার করেন,—

"নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে সকল সংসার।
অদ্যাপিহ গায় শ্রীচৈতন্য-অবতার॥"

(চৈ ভা অ ৪।২২০)

'চৈতন্য' সেব, 'চৈতন্য' গাও, লও 'চৈতন্য'-নাম।
'চৈতন্যে' যে ভক্তি করে', সেই মোর প্রাণ॥'
এইমত লোকে চৈতন্য-ভক্তি লওয়াইল।
দীনহীন, নিন্দক—সবারে নিস্তারিল॥"

(চৈ চ ম ১।২৯-৩০)

শ্রীনীলাচলযাত্রী গৌড়ীয়গণ শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে' এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"অথ তে শ্রীল-গৌরাঙ্গচরণ-প্রেমবিহ্বলাঃ।
তত্রৈব গুণনামাদি কীর্ত্তয়ন্তো মুদং যযুঃ॥
কীর্ত্তনং প্রাতরারভ্য সন্ধ্যায়ামথবা নিশি।
কুর্ব্বন্তি তেঽথ বিশ্রামং পশ্যি কৃত্যং তথা ততঃ॥"

(বহরমপুর সং ১৪শ স, ২৯-৩০ শ্লোক, ৫১৩ পৃঃ)

শ্রীনীলাচলে শ্রীটোটাগোপীনাথের প্রাঙ্গণে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু একসঙ্গে শ্রীগৌর-নামরূপগুণলীলাকীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"নিত্যানন্দ-বিজয় জানিঞা গদাধর।
ভাগবত-পাঠ ছাড়ি' আইলা সত্বর॥"

• • •

"তবে দুই প্রভু স্থির হই' একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল-সংকীর্ত্তনে॥"

(চৈ ভা অ ৭।১১৭,১২৬)

শ্রীনীলাচলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর অভীষ্টানুসারে ভক্তগণ শ্রীগৌরনাম-সংকীর্ত্তন করেন,—

"একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত-প্রতি।
বলিলা পরমানন্দে মত্ত হই' অতি॥
'শুন ভাই সব, এক কর' সমবায়।
মুখ ভরি' গাই আজি শ্রীচৈতন্যরায়॥
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব্ব-অবতারময়—চৈতন্য-গোসাঞি॥"

(ঐ ৯।১৫৭-৫৯)

"আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি'।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি'॥
'শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ করুণা-সাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু, মোরে দয়া কর'॥'
অদ্বৈতসিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ্॥"

(ঐ ৯।১৬৭-৭১)

"কেহ বলে,—'জয় জয় শ্রীশচীনন্দন'।
কেহ বলে,—'জয় গৌরচন্দ্র-নারায়ণ॥
জয় সংকীর্ত্তনপ্রিয় শ্রীগৌরগোপাল।
জয় ভক্তজনপ্রিয় পাষণ্ডীয় কাল॥'
নাচেন অদ্বৈতসিংহ—পরম উদ্দাম।
গায় সবে চৈতন্যের গুণ-কর্ম্ম-নাম॥"

* * *

"জয় শ্রীগৌরসুন্দর, করুণাসিন্ধু,
জয় জয় বৃন্দাবনবান্ধব।
জয় জয় সন্ন্যাসি-ভূপ, নবদ্বীপ-পুরন্দর,
চরণকমল দেহ' ছায়া।
এই সব কীর্ত্তন করেন ভক্তগণ।
নাচেন অদ্বৈত ভাবি' শ্রীগৌর চরণ॥"

(চৈ ভা অ ৯।১৭২,১৭৬-৭৮)

"কেহ বা ত্রিপুরা কেহ চাটিগ্রামবাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ, কেহ বঙ্গদেশী॥
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন॥
'জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী।
জয় জয় নিজ-ভক্তি-রসকুতূহলী॥
জয় জয় পরমসন্ন্যাসিরূপধারী।
জয় জয় সংকীর্ত্তন-সম্পট-মুরারি॥
জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠ-বিহারী।
জয় জয় সর্ব্বজগতের উপকারী॥
জয় কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীশচীর নন্দন।'
এইমত গাই' নাচে শত-সংখ্য জন॥"

(চৈ ভা অ ৯।২১৪-১৯)

শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর এইরূপ শ্রীগৌর-নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন,—

"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম সার।
অপরূপ করুণ বিবিধ অবতার॥
অযাচিত বিতরই দুর্লভ প্রেমফল।
বঞ্চিত নহি কেল পামর সকল॥
চিন্তামণি নহে সেই ফলের সমান।
আচণ্ডাল আদি করি' তাহা কৈলা দান॥
হেন প্রভু না সেবিলে কোন কাজ নয়।
রাধামোহনে কহ ভজিলে সে হয়॥"

(পদামৃতসমুদ্র, বহরমপুর-সং, ৪৮৭ পৃঃ)

তিনি টীকায় লিখিয়াছেন,—"কলিযুগপাবনাবতারং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভজনং বিনা যৎ কার্য্যং ন ভবতীতি আশয়েনাহ—'জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামসার' ইত্যাদি।"

শিক্ষাগুরুর লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা তথা শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, ষড়্গোস্বামী, শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দ, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু তথা তাঁহাদের অনুগমণ্ডলীর আচার ও শিক্ষা হইতে, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত,' 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক', 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত' প্রভৃতি প্রামাণিক শাস্ত্রের প্রমাণ অর্থাৎ একাধারে স্বয়ং ভগবান্ ও সাধু শাস্ত্র-গুরু-বাক্যের প্রমাণ মহামন্ত্রের সংখ্যা-পূর্ব্বক কীর্ত্তন ও জপের প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন; কোথায়ও অসংখ্যাতভাবে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের রীতি, প্রণালী বা উপদেশ নাই।

উক্ত প্রমাণাবলীর দ্বারা নিঃশেষিতভাবে এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইলেও কেহ কেহ হেত্বাভাসের আশ্রয় করিয়া বলেন,—"মহামন্ত্র **অসংখ্যাতভাবে কীর্ত্তন করা যায় না,—এইরূপ নিষেধ-বাক্য ত' কোথায়ও নাই।"**

বস্তুতঃ শাস্ত্রের বা মহাজনের কোনও বিষয়ে **নিষেধাভাবে আদেশ** এবং **আদেশাভাবে নিষেধের অনুমানের** দ্বারা কখনও কোন সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় না। উহা হেত্বাভাস বা ছলযুক্তিমাত্র। সেই ছলযুক্তি-বাদিগণকে কি প্রতিপ্রশ্ন করা যাইতে পারে না যে, **মহামন্ত্র অসংখ্যাতভাবে কীর্ত্তন করিতে হইবে,—"এইরূপ আদেশই** বা আপনারা শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনামাচার্য্য বা গোস্বামিবর্গের বাণীতে বা শাস্ত্রে কোথায় পাইয়াছেন?" **বরং সংখ্যাতভাবে কীর্ত্তনেরই স্পষ্ট আদেশ আছে।** সুতরাং তাঁহাদের তদ্বিষয়ে আদেশাভাবে যেরূপ নিষেধ আপনারা স্বীকার করিতেছেন না, তদ্রূপ নিষেধাভাবে আদেশও স্বীকৃত হইতে পারে না। সে স্থলে কেবলমাত্র অন্বয়ভাবে যে-সকল স্পষ্ট উপদেশ ও আচরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই অনুসরণীয়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—৯) বলিয়াছেন,—

"মহাজনের যেই পথ, তা'তে হ'ব অনুগত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।"

এই স্থানে অসৎসম্প্রদায়ের কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে, উপর্য্যুক্ত সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তি না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু আমাদের গুরুবর্গ অন্ততঃ যাঁহাদের কথা

আমরা জানি,—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ —এই দুই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্মুখেই অসংখ্যাতভাবে মহামন্ত্র বহুবার বহুস্থলে কীর্ত্তনের উদাহরণ আছে; ইহা কাহারও অস্বীকার বা গোপন করিবার উপায় নাই। এই দুই মহাপুরুষের আচরণ ও শিক্ষা কি অনুসরণীয় না হইয়া পরিবর্জ্জনীয় হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তর আমাদিগকে সাবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে হইবে; কারণ,—

"কা'কো ত্যজি, কা'কো ভজি—দুঁহ পাল্লা ভারী।"

একদিকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বামী প্রভু, প্রভুর প্রকট-লীলা-কালীন শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দ, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যাদি-প্রভুত্রয়, আর একদিকে আমাদের সাক্ষাৎ কৃপাদাতা প্রাণকোটিসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্ম। পাল্লার কোনদিকই কম-বেশী নহে। এখন ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে উপায় কি? "তদাজ্ঞা গুরুবাং হ্যবিচারণীয়া" (চৈ চ ম ১০।১৪৫ ধৃত 'রঘুবংশ'-বচন)—এই নীতিঅনুসারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞাই অবিচারে পালন করিতে হইবে। কিন্তু আবার পূর্ব্বগুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যে বলিয়াছেন,—"মহাজনের যেই পথ, তা'তে হ'ব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।" তিনি ত' কেবল পরবর্ত্তী মহাজনের কথাই বিচার করিতে বলেন নাই, বা কেবল পূর্ব্ব মহাজনের কথাও বিচার করিতে বলেন নাই; পূর্ব্বাপর উভয় মহাজনেরই মত বা সিদ্ধান্তের সঙ্গতি করিয়া মহাজনের পথে অনুরত অর্থাৎ অনুশীলনরত হইতে বলিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজ শ্রীগুরুদেবের আচরণের কথা তাঁহার লিখিত "আমার প্রভুর কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে 'শ্রীসজ্জন-তোষণী'-পত্রিকায় (১৩১৫, ১৮১ পৃষ্ঠায়) যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা উদ্ধার করিতেছি,—

"তাঁহার (শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর) গলদেশে তুলসীমালা, হস্তে নির্ব্বন্ধিত নাম ও সংখ্যার জন্য তুলসীমালা এবং বঙ্গভাষায় লিখিত কতিপয় গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। কোন কোন সময় গলদেশে মালা নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসীমালার পরিবর্ত্তে ছিন্নবস্ত্র-গ্রন্থিমালা, উদ্ধৃকৌপীন নগ্নভাব, কারণরহিত বিতৃষ্ণা ও পাকস্থ প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য আমার নয়নগোচর হইয়াছে।"

আমাদের শ্রীপরমগুরুদেব নির্ব্বন্ধিত শ্রীনাম-সংখ্যার জন্য সর্ব্বক্ষণ শ্রীহস্তে শ্রীতুলসীমালা রাখিতেন; এমন কি, সেই পরমহংসশিরোমণির যখন গলদেশে শ্রীতুলসীমালিকা ও হস্তে সংখ্যামালিকা পর্য্যন্ত থাকিত না, পরিধানে কৌপীন পর্য্যন্ত থাকিত না, তখনও তিনি মহামন্ত্রের সংখ্যা রাখিবার জন্য ছিন্নবস্ত্রগ্রন্থিমালা সংরক্ষণ করিতেন,—ইহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় আমরা শ্রবণ করিয়াছি। যিনি সর্ব্ব-বিষয়ে উদাসীন, সর্ব্বহারা অবধূত, যাঁহার কণ্ঠলম্ব শ্রীতুলসী-মালার প্রতি পর্য্যন্ত লক্ষ্য নাই, তিনি কিন্তু মহামন্ত্রের সংখ্যা রাখিতে উদাসীন হইতেন না। আমাদের এই প্রভুর আচরণ কি প্রমাণ করিতেছে? শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ধারায়, শ্রীষড়্‌গোস্বামী প্রভুর ধারায় যদি আমরা শ্রীগুরুপারম্পর্য্য স্বীকার করি, বা তাঁহাদিগকে 'পূর্ব্ব মহাজন' বলিয়া জানি, তবে কি তাঁহাদের আচরণের সহিত পরবর্ত্তী শ্রীগুরুবর্গের সিদ্ধান্ত ও আচরণের সঙ্গতি করিয়া আমরা ভজনে অনুরত হইব না? ইহাতে কি অপরাধ হইবে? অথবা পূর্ব্ব গুরুবর্গের কোন কথাই বিচার না করিয়া কেবল সাক্ষাৎ মহান্ত গুরুবর্গের অনুসরণ করিলে গুরুভক্তি অধিক হইবে? এইরূপ কথা ত' কোন মহাজনের আচরণে ও শাস্ত্রের উপদেশে পাওয়া যায় না। আমরা যদি পূর্ব্বমহাজনের আচরণ ও উপদেশকে সম্মান করিবার জন্য কেবল সংখ্যাতভাবেই মহামন্ত্র গ্রহণ করি, অসংখ্যাতভাবে মহামন্ত্র গ্রহণ না করি, তবে পূর্ব্ব মহা-জনেরও আদেশ পালন করা হইল এবং পরবর্ত্তী মহাজন বা সাক্ষাৎ মহান্ত-গুরুদেবেরও প্রতি অবজ্ঞার কোন কারণ থাকিল না; কারণ, আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ত' শ্রীমন্মহা-প্রভু, শ্রীনামাচার্য্য, ষড়্‌গোস্বামী, শ্রীশ্রীল ঠাকুর নরোত্তমাদি আচার্য্যবৃন্দ বা নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই অনুসরণকারী এবং সংখ্যাতভাবে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনেও তাঁহার নিষেধ নাই, বরং উপদেশই আছে। সুতরাং নির্ব্বন্ধিতভাবে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়া আমরা আমাদের সাক্ষাৎ কৃপাদাতা শ্রীগুরু-দেবের আদেশও পালন করিলাম, পরমগুরুদেবের আদেশও পালন করিলাম, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশও

পালন করিলাম, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর, পরমেশ্বরী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীমাধ্বাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, ষড়্‌গোস্বামী প্রভু, শ্রীশ্রীনিবাসাদি আচার্য্যত্রয় ও অন্যান্য শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দের শিক্ষা ও উপদেশ পালন করিতে পারিলাম ; কিন্তু যদি গুরুবর্গের শিক্ষা ও আচরণের কথা কাণিয়াও অতি গুরুভক্তির সজ্জা লইয়া প্রতিযোগিতামূলে অন্য-খ্যাতভাবে মন্ত্রমন্ত্র গ্রহণের অভিনয় করি, তাহা হইলে সেইরূপ অভিনয়ের দ্বারা অপরাধই অনিবার্য্য। আমরা অধমজ্ঞান-তত্ত্ব পূর্ব্বাপর গুরুবর্গের—মহাজনগণের শ্রীচরণে যেন কোনওরূপ অপরাধ না করি,—এই আন্তরিক প্রার্থনা তাঁহাদের শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের কৃপায় ও আনুগত্যে পূর্ব্বাপর বিচারপূর্ব্বক মহাজনের পথে অগ্রসর হইব। শ্রীশ্রীগুরুবর্গ আমাদিগকে সেই সুবুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া সতত রক্ষা করুন।

বৈরাগ্য

বর্ত্তমান বাঙ্গিমাত্রই 'বৈরাগ্য' শব্দের সহিত সুপরিচিত। বিশেষতঃ, জ্ঞানি-সম্প্রদায়ে 'বৈরাগ্য'ই মোক্ষ-সাধনের প্রধান 'উপায়'। পূর্ণ বৈরাগ্য না হইলে জ্ঞানের অনুশীলনই সম্ভবপর হয় না। তবে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত-সম্প্রদায়ের বৈরাগ্যের আদর্শ একপ্রকার নহে। আবার 'বৈরাগ্য'-শব্দটী বিভিন্ন বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ করে ; যথা,—'ঔপাধিক'-বৈরাগ্য, 'অস্থির'-বৈরাগ্য, 'কপট'-বৈরাগ্য, 'শ্মশান'-বৈরাগ্য, 'মর্কট'-বৈরাগ্য, 'বক'-বৈরাগ্য, 'ফল্গু'-বৈরাগ্য, 'শুষ্ক'-বৈরাগ্য, 'যুক্ত'-বৈরাগ্য প্রভৃতি শব্দ বৈরাগ্যের বিভিন্ন প্রকার রূপ ও আদর্শের প্রতীক। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে (৩।২) লিখিয়াছেন,—

"যাহারা মাদক-দ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারে অযোগ্য হয়, বেশার সময়ে একপ্রকার ঔপাধিক হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে অথবা অন্যান্য রতির দ্বারা ভক্তি-লক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধরতির সাধনচেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণ-পূর্ব্বক ঔপাধিক বৈরাগী হয়।"

'অস্থির-বৈরাগ্য'-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে এইরূপ লিখিয়াছেন, –

"কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটন-বশতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয় ; তদ্দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয়, তাহারাই অস্থির-বৈরাগী ; তাহাদের বৈরাগ্য থাকে না, তাহারা অতিশীঘ্রই কপট-বৈরাগী হইয়া পড়ে।"

অস্থির-বৈরাগ্য হইতেই 'কপট-বৈরাগ্যে'র জন্ম হয়। এই কপট-বৈরাগ্যই 'শ্মশান-বৈরাগ্য', 'মর্কট-বৈরাগ্য', 'বক-বৈরাগ্য' প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে ও নামে পরিচিত। শ্মশানে শবদাহ-কালে অথবা অত্যন্ত আসক্তির পাত্রের মৃত্যু বা বিশালঘাতকতা-প্রভৃতিতে যে জীবনের নশ্বরত্ব ও সংসারের অসারত্ব-প্রভৃতির সাময়িক উপলব্ধি ও তজ্জনিত সাময়িক বৈরাগ্যের উচ্ছ্বাস হয়, তাহাই "শ্মশান-বৈরাগ্য"। প্রিয়তমা ভার্য্যার অকাল-মৃত্যুতে কেহ কেহ উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক হইয়া পড়েন ; জীবনে আর দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিবেন না,—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। কোন কোন মাতা বা পিতা প্রাণপুত্তলি একমাত্র পুত্রের অকাল-মৃত্যুতে অধীর হইয়া কখনও আর কোন সন্তানের আশা করিবেন না, তীর্থাদিতে বাস করিয়াই জীবন নির্ব্বাহ করিবেন,—এইরূপ সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন ; কিন্তু পরমেশ্বরের প্রীতি ব্যতীত অন্যাসক্তি বর্জ্জন করা যায় না ; তাই কিছুদিনের মধ্যেই সেই উচ্ছ্বাসময় শ্মশান-বৈরাগ্য বা অস্থির-বৈরাগ্যের বুদ্‌বুদ্‌ মিশিয়া যায় এবং উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপে প্রবলা আসক্তি ও জড়রতিতে উদ্যম অধিকতর বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মর্কট-বৈরাগী বা বক-বৈরাগীর এইরূপ লক্ষণ লিখিয়াছেন,—

"হৃদয়ে বিষয়চিন্তা, গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, কিন্তু বাহিরে কৌপীন, বহির্ব্বাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্ন-গুলি ধারণ—এই সকলই মর্কট-বৈরাগীর লক্ষণ।"
(অমৃতপ্রবাহভাষ্য, চৈ চ ম ১৬।২৩৮)

"ভক্তিজনিত স্বাভাবিক বৈরাগ্য পূর্ণবলে উদিত হইবার পূর্ব্বে যে গৃহস্থ গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই

মর্কট-বৈরাগ্য হইবার সম্ভাবনা।" (শ্রীসজ্জনতোষণী ৮।১০, 'মর্কট-বৈরাগী' প্রবন্ধ)

"যে বৈরাগী নাট্যশালায় (আধুনিক সিনেমা হাউস্ প্রভৃতিতে) স্ত্রীলোক দর্শন করেন এবং তাহার ভাবভঙ্গী দেখেন, তিনিও মর্কট-বৈরাগ্য আচরণ করেন, সন্দেহ নাই। যাত্রা শুনিতে বা থিয়েটার দেখিতে যে বৈরাগী প্রবৃত্ত হন, তিনি দোষী।" (ঐ)

"মর্কট-বৈরাগ্য—একটী প্রধান হৃদয়-দৌর্ব্বল্য। এইটিকে যত্নপূর্ব্বক দূর করিলে ভজনে শক্তির উদয় হয়; তখন জীবের কাপট্য, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি বহুমূল শত্রুবর্গ পরাজিত হয় এবং শুদ্ধভক্তি উদিত হইয়া জীবকে চরিতার্থ করে।" (ঐ)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে (১।৭) আরও বলিয়াছেন,—

"মুমুক্ষু হইয়া ক্রম ত্যাগ করিলে মর্কট-বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্য্য করিয়া ফেলে।"

"মর্কট-বৈরাগী দুই প্রকার—অর্থাৎ গৃহী মর্কট-বৈরাগী ও অগৃহী মর্কট-বৈরাগী। ... গৃহিদিগের মধ্যে যাহারা অযথা গৃহত্যাগের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা অত্যাচারী।" (শ্রীসজ্জনতোষণী ৮।১০)

"বিষয়রাগকে দমন করিলেই যে বৈকুণ্ঠরাগ হয়, তাহা নহে। অনেক লোক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া কেবল বিষয়রাগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠরাগের সম্বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন না; তাহাতে শেষে অমঙ্গলই ঘটে।" (শ্রীল ভক্তিবিনোদ—প্রেমপ্রদীপ, ৪র্থ প্রভা)

"বিরক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেই যে বিরক্ত হয়—এরূপ নয়। যদি ভাবোদয়-ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের ভেক গ্রহণ করা 'অবৈধ'।" (শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৪।২)

'বৈরাগ্যাবেষাদি ধারণ করিলেই যে, বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়,—এরূপ নয়; কেন না, অনেক স্থলে বৈরাগিগণ বিষয় অর্জ্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে, অনেক বিষয়ি-প্রায় ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত হরিভজন করেন।" (শ্রীসজ্জনতোষণী ১০।১১, 'জনসঙ্গ' প্রবন্ধ)

"নিঃসঙ্গ বাবাজীদিগের স্ত্রীলোভ, অর্থলোভ, খাদ্যলোভ ও সুখলোভ অত্যন্ত বর্জ্জনীয়। কোন কোন নিঃসঙ্গ-লিঙ্গধারী বৈরাগীর সেইসকল দৌরাত্ম্য থাকায় সমস্ত নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রতি বৈষ্ণবজগতের অবিশ্বাস হইয়া পড়ে।" (শ্রীসজ্জনতোষণী ২।৭, 'ভেক-ধারণ'-প্রবন্ধ)

কপট বৈরাগ্য অর্থাৎ শ্মশান, মর্কট, বক-বৈরাগ্য প্রভৃতি—রজস্তমোগুণ হইতে উদিত। ঐসকল সাময়িক উচ্ছ্বাসময় অস্থির বৈরাগ্য ব্যতীত বর্ণাশ্রমের চরমাবস্থায় আরূঢ় ব্যক্তিগণেরও আরাধ্য যে জ্ঞানমূলক সাত্ত্বিক বৈরাগ্য, তাহাই শুদ্ধভক্তের পরিভাষায় 'ফল্গু-বৈরাগ্য'। মর্কট-বৈরাগ্য প্রভৃতি মোহমূলক, কিন্তু 'ফল্গু-বৈরাগ্য' জ্ঞানমূলক। বিশুদ্ধসত্ত্বের আভাসও খুব বড় কথা। কিন্তু প্রেমভক্তি-যাজিগণের নিকট তাহা তুচ্ছ। যাহা বর্ণাশ্রমের চরমাবস্থায় আরূঢ় ব্যক্তিগণের কাম্য, ভক্তিহীন ব্রহ্মজ্ঞানীর যাহা শ্রেষ্ঠ সাধন, তাহাও প্রেমভক্তের দৃষ্টিতে ফল্গু অর্থাৎ তুচ্ছ। সেই ফল্গু, তুচ্ছ বা শুষ্ক বৈরাগ্যের সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'প্রেমপ্রদীপে'র দ্বিতীয় প্রভায় বলিতেছেন,—

"প্রত্যাহারক্রমে ইন্দ্রিয়-সংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমাভাব হয়, তবে তাহাকেও **শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য** বলি; যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ উভয়ই তুল্য ফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ কেবল জীবকে পাষাণবৎ করিয়া ফেলে।"

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু অতিশয় বিশ্লেষণসহকারে ও সারগর্ভ মিতবাক্যে ফল্গু-বৈরাগ্যের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
(ভ র সি, পূ বি ২।২৫৬)

মুমুক্ষুগণের দ্বারা শ্রীহরিসম্বন্ধি দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াকে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে যে পরিত্যাগ, তাহাই 'ফল্গু' অর্থাৎ 'তুচ্ছ-বৈরাগ্য' নামে কথিত হয়।

'ফল্গু'-শব্দের অর্থ—অসার, তুচ্ছ। শ্রীহরিসম্বন্ধি-'দ্রব্য' বলিতে শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীনাম, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীচরণামৃত প্রভৃতি; শ্রীহরিসম্বন্ধি-'জাতি' বলিতে গুরু, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, গো প্রভৃতি; শ্রীহরিসম্বন্ধি-'গুণ' বলিতে দৈন্য, অযোগ্যতার উপলব্ধি, অমানি-মানদত্ব, করুণা, জীবে দয়া, সর্ব্বভূতে আদর প্রভৃতি; 'ক্রিয়া' বলিতে শ্রীধামে বাস, শ্রীগুরুসেবা,

বৈষ্ণবসেবা, শ্রীতুলসী-সেবা, সাধুসঙ্গ, গঙ্গাদি-তীর্থে স্নান, শ্রীনাম-পরিক্রম প্রভৃতি।

শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সতত্যুক্ত ব্যক্তিগণের যে বৈরাগ্য, তাহাই 'যুক্ত-বৈরাগ্য'-নামে কথিত। এ-সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।

(ভ র সি, পূ বি ২।২৫৮)

কৃষ্ণেতর-বিষয়াসক্তি শূন্য হইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধ করিয়া তদীয় সেবানুকূল বিষয়সমূহ গ্রহণ করিলে, তাহাকে 'যুক্ত-বৈরাগ্য' বলে। যুক্ত-বৈরাগী শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান-স্মৃতির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন করেন। তিনি অযথা দেহকে কর্ষণ করেন না, বা যুক্তবৈরাগ্যের ছলনায় নিজ-সুখানুসন্ধানরূপ কোন ভোগেও লিপ্ত হন না। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ সংশয়যুক্ত হইবার লীলা করিয়া শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রীভগবানের পদযুগলের কামাদি-সন্তাপহারিণী ছায়ায় যাঁহাদের চিত্ত সন্তাপ হইয়াছে, সেই-সকল মহদ্ব্যক্তির নিশ্চয়ই পুত্রকলত্রাদিতে স্পৃহাযুক্তা মতি হইতে পারে না, তবে কি করিয়া শ্রীগৃহব্রত স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে আসক্ত হইয়াও সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণেই বা তাঁহার কিরূপে অবিচ্ছিন্না মতি হইয়াছিল? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছিলেন,—

"যাঢ়মুক্তং ভগবত উত্তমঃশ্লোকস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দ-মকরন্দ-রস-আবেশিতচেতসো ভাগবতপরমহংস-পরিচিতকথাঃ কিঞ্চিদন্তরায়বিহতাং স্বাং শিবতমাং পদবীং ন প্রায়েণ হিয়ন্তি।" (ভা ৫।১।৪)

হে রাজন্, আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য; কিন্তু উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির পরমশোভাযুক্ত শ্রীপাদারবিন্দমকরন্দ-রসে যাঁহাদের চিত্ত আবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা ভাগবত-পরমহংসদলের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা শ্রীবাসুদেব কথাকেই পরমকল্যাণরূপা পদবী বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাই কিঞ্চিন্মাত্র সংসারভোগাদিরূপ বিঘ্নের দ্বারা তাহা স্থগিত হইলেও, তাঁহারা সেই মঙ্গলময়ী পদবীকে পরিত্যাগ করেন না।

শ্রীব্রহ্মা শ্রীপ্রিয়ব্রতকে বলিয়াছিলেন (ভা ৫।১।১৭),—

তস্মাৎ গ্রামন্ত বনেঽপি তাত, যতঃ স আস্তে মহযট্‌সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়াত্মন্যবরুদ্ধমূর্ত্তিঃ, গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্?

অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের বনে গমন করিয়াও দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভয় বা সংসার হইতে পারে। যেহেতু সে মন ও বুদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চক—এই ছয় রিপুর সহিত সম্বদ্ধযুক্ত হইয়াই অবস্থান করে। যিনি পরতত্ত্বে রতিবিশিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, সেইরূপ জ্ঞানি-ব্যক্তির গৃহাশ্রম আর কি অপকার সাধন করিবে?

যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমাণো,
গৃহেষু নিত্যং অতিতৃণ্ণদোষম্।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিত উর্জ্জিতারীন্,
ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ।

(ভা ৫।১।১৮)

যিনি শত্রুতুল্য মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—এই ষড়রিপুকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, প্রথমতঃ তাঁহার গৃহাশ্রমে থাকিয়াই তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। শত্রুবর্গ নির্জ্জিত হইলে যেরূপ তৎপশ্চাৎ দুর্গে বা তদ্ভিন্ন অন্য যে-কোনও স্থানে ইচ্ছামত বিচরণ করা যায়, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ষড়্‌রিপু জয় করিয়া তৎপশ্চাৎ গৃহে বা বনে, যে কোনও স্থানে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারেন। কারণ, পুরুষ প্রথমে দুর্গ আশ্রয় করিয়াই প্রবল বিপক্ষসমূহকে জয় করেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও এই শ্রীভাগবত-সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করিয়াই বলিয়াছেন,—

"গৃহে থাকিয়া মর্কট-বৈরাগ্য দূর করত সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণনামানন্দে আত্মার উন্নতি সাধন করুন,—ব্যস্ত হইয়া অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

(শ্রীসজ্জনতোষণী ৮।১০, 'মর্কটবৈরাগী')

এইসকল কথা শুনিয়া কেহ কেহ এমনও মনে করেন যে, যাঁহাদের গৃহব্রত-ধর্ম্মের প্রতিই নৈসর্গিকী রুচি, তাঁহারাই ঐ-সকল কথাকে বহুমানন করেন। বস্তুতঃ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, "যদহরেব বিরজ্যেত, তদহরেব প্রব্রজেত"—যখনই হৃদয়ে বৈরাগ্যভাব আসিবে, তখনই বহির্গত হইয়া পড়িবে, ইহাতে কালাকাল বা অধিকারের কোন কথা নাই। বস্তুতঃ শ্রুতির তাৎপর্য্য ইহা নহে। হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিজাত বিষয়বিরাগ মহতের কৃপায়

উদিত না হইলেও আমরা অনেক সময় শক্তিপ্রিয়তাকেই বৈরাগ্য বা ভগবৎপ্রীতি মনে করি। এ-সম্বন্ধে বহু প্রত্যক্ষ ইতিহাস দৃষ্ট হয়। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় একটী যুবক নবীন উৎসাহে ও নবীন আবেগে সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া ভক্তিপ্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। যুবকটীর মাতা পূর্ব্বেই বিগতা হওয়ায় সম্ভবতঃ তাঁহার বাল্য বয়সেই সংসারের প্রতি উদাসীনতা উপস্থিত হয়। 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম বর্ষে সেই যুবক 'বৈরাগ্য'-শীর্ষক একটী প্রবন্ধও লেখেন। তখন তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের পূর্ণ প্লাবন, কেহ উহাতে বিন্দুমাত্র বাধা দিলে যুবকটী বাধা-প্রদানকারীকে 'গৃহব্রত', 'স্ত্রীসঙ্গী', 'স্ত্রীর অঞ্চলধৃক্' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা কণ্ঠ রুদ্ধ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করে নাই। যাহাদের প্রতি কিছুটা পোষাকী শ্রদ্ধার আবরণ ছিল, তাহাদিগকে সম্মুখে ঐ ভাবে গালি না দিলেও অন্তরে অন্তরে যে গালি দিত, ইহা বেশ বুঝা যাইত। যুবকটী বৈরাগ্যের বন্যার মধ্যে জীবনতরণীকে ভাসাইয়া দিয়া এক যুগ অতিক্রম করিল। আমাদের বন্ধুগণ অনেকেই বলিলেন,—'সুদীর্ঘ বার বৎসর যখন কাটাইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সে পরিণামে জয়ী হইবে, তাহার বৈরাগ্যের গতি কখনও রুদ্ধ হইবে না।' প্রবন্ধটীও যাহা লিখিয়াছিল, তাহাতে অস্থির বৈরাগ্যের নিন্দাই ছিল। বন্ধুদের কথা নীরব হইয়া শুনিলাম; মনে মনে ভাবিলাম,—শেষরক্ষাই রক্ষা; একযুগ কাটিলেও ছাড়া কাটে নাই। দেখিতে দেখিতে আঠার বৎসরকাল বৈরাগ্যের স্রোতের মধ্য দিয়া জীবনতরণীটি অনেকটা প্রশংসার সহিতই পাড়ি দিয়া উঠিল। কিন্তু মায়ার এমনই মহীয়সী শক্তি যে, শ্রীগুরু-দেবের অপ্রকটলীলার পরই চক্রান্তকারী কতিপয় অসৎব্যক্তির সহিত মিশিয়া সে গুরুবৈষ্ণবের নিন্দারূপ অপরাধে মত্ত হইল। এবার সেই 'বৈরাগ্য'-প্রবন্ধ-লেখকের হৃদয়ে অপরাধ-ফলে জড়বিলাসের অনেক মোহিনী মূর্ত্তি লুকোচুরি-খেলা খেলিতে আরম্ভ করিল। বিরাগী এইবার টেড়ী কাটিয়া, পান চিবাইয়া, সিগারেট্ ফুকিয়া, তুলসীর মালা ছিঁড়িয়া অর্দ্ধবিলাত-নামধারিণী মহানগরীর রেস্তোরাঁগুলিতে অমেধ্য ভোজন করিয়া ও তথায় একটী চাকুরী গ্রহণ করিয়া বিলাসের সমুদ্রে জীবনতরণীটি ভাসাইয়া দিল। প্রায় বিশ বৎসর পরে একদিন মহানগরীর ফুটপাথে সেই বিরাগী যুবককে দেখিয়া আর চিনিতে পারা গেল না; তবে আমাদিগকে সে চিনিতে পারিল ও পরিচয় দিল। পরে জানিতে পারা গেল,—তাহার বৈরাগ্যের বালাই দূরে গিয়াছে, সে সন্তানের জনক পর্য্যন্ত হইয়াছে। হউক, উহাতে কিছু ক্ষতি নাই, বরং উহাকে পুণ্যকার্য্য বলিয়াই মানিয়া লওয়া যাইত, কাপটোর পরিবর্ত্তে সারল্য বলিয়াই স্বীকার করা যাইত, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহাতে যে ভীষণ বিষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার গতি কতদূর, বলা যায় না। সে সাধু-গুরু-বৈষ্ণব নিন্দক, অপরাধী ও নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছে। শুনিতে পারা গেল, স্ত্রীটী কিছু ধর্ম্মপ্রবণা, সেজন্য ধর্ম্মের খোলচালগুলি একবারে বিসর্জ্জন করে নাই, স্ত্রীটীকে একটী গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী পাষণ্ডীর নিকট দীক্ষিত করাইয়াছে।

এইরূপ দৃষ্টান্ত যে এই একটী হইয়াছে, তাহা নহে, পঁচিশ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ বিভিন্ন ভাবের পাঁচশত দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের, তথা শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশসমূহ অধিকারভেদে পালিত না হওয়ায়, কেবল যে অস্থির বৈরাগ্যের অভিনয় হইয়াছে, তাহা নহে, অনেক অপরাধ এবং সর্ব্বাপেক্ষা যাহা বিষময়—শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষ ও তজ্জাত অশ্রদ্ধা, কুটিলতা, জড়াভিনিবেশ, ভক্তিশৈথিল্য, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-কামনা এবং গ্রন্থের নাস্তিকতার বহুরূপী প্রতীকসমূহের উদ্ভব হইয়াছে।

দুই, চার, পাঁচ, ছয় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দুই, চার, পাঁচ, দশ, পনের, বিশ, পঁচিশ বৎসর পরও যখন বৈরাগ্যের ভরা নদী অকস্মাৎ শুকাইয়া যাওয়ার সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, তখনই উহার কারণ-অনুসন্ধানে বৈরাগ্যের যে পূর্ব্ব ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে যে অস্থির বৈরাগ্যের কারণের বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে অর্থাৎ 'কেহ কলহ, কেহ ক্লেশ, কেহ অর্থাভাব, কেহ পীড়া, কেহ বিবাহের অঘটনবশতঃ ক্ষণিক নির্ব্বেদ, কেহ বিমাতার বাক্যবাণ, কেহ পত্নীর বিচারিণীত্ব, কেহ নিজের পশুচরিত্র প্রভৃতির পরিণাম দেখিয়া' অস্থির বৈরাগী সাজিয়াছে। যদি অবন্তীনগরীর ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুর ন্যায়, অথবা শুদ্ধোধন-পুত্র সিদ্ধার্থের ন্যায়

ঐরূপ হৈতুক বৈরাগ্যও ভবিষ্যৎ জীবনে একান্ত শরণাপত্তি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিতে পর্য্যবসিত হইতে এবং 'শেষরক্ষাই রক্ষা' —এই নীতি-অনুসারে হরিভজনে উত্তরোত্তর রতিবিশিষ্ট করিত, শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের চরণে কোনরূপে অপরাধের লেশও উদয় না করাইত, অপিচ রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বেশ্যার প্রতি বা নলকূবর-মণিগ্রীবের প্রতি নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বা শ্রীনারদ গোস্বামীর বাহ্যিকী কৃপার ন্যায় মহত্তের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করাইত, তাহা হইলে 'সাত খুন মাপ' হইয়াছে বলিয়া ক্ষমাপিত হইত।

অবশ্য ইহা বলা হইতেছে না যে, যখন প্রত্যেক অনর্থযুক্ত সাধক-হৃদয়েই ন্যূনাধিক সম্ভোগ-পিপাসা বর্ত্তমান, তখন সকলেই দেহ-গেহাসক্ত সাধারণ প্রাণিজগতের ন্যায় মিথুন-ধর্ম্মে লিপ্ত থাকুক্। এইরূপ নরকদ্বারে প্রবেশের কথা কোন মহাজন ত' বলেনই না, অধিকন্তু শ্রীমদ্ভাগবত উর্দ্ধবাহু হইয়া নিরয়বর্ত্ম-গৃহান্ধকূপ হইতে জীবকে সতত রক্ষা করিবার জন্য কত সুতীব্র-ভাষায় না উপদেশ প্রদান করিতেছেন। কিন্তু, তৎসঙ্গে শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি শ্রীগীতোক্ত এই মহামূল্য উপদেশটী স্মরণ রাখিতে হইবে,—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

(গী ২।৫৯)

[যদি বল, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে অপ্রবৃত্তিই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ হইতে পারে না; কেননা জড়, আতুর, উপবাস-পরায়ণ ব্যক্তিগণেরও বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্তি থাকে না, ইহাতে বলিতেছেন—] যিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করেন না, এরূপ জীবের নিকট ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু আসক্তি নিবৃত্ত হয় না, পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়বাসনা পরতত্ত্বকে অনুভব করিয়া আপনিই নিবৃত্ত হয়।

বৈরাগ্য কেন উদয় হয়, তাহার কারণ কি, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৯।১৭) বলিতেছেন,—

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।
প্রমাণেষনবস্থানাদ্বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে॥

"শ্রুতা যা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি (১) শ্রুতি; ঘটাদির ভঙ্গুরস্বরূপ (২) প্রত্যক্ষ; লোকের ও জগতের বিনাশশীলতার (৩) ইতিহাস বা ঐতিহ্য এবং সর্ব্বকালে জগতের এইরূপ নশ্বরত্ব, হেয়ত্ব ও দুঃখদায়কত্বের (৪) অনুমান-রূপ প্রমাণচতুষ্টয় হইতে ভেদ বাধিত হওয়ায় জীব নশ্বর বস্তুর প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকেন।

এই বিরাগ যদি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্ত হইয়া উদিত হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বা প্রীতি এবং অন্যত্র অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির প্রতিকূল বিষয়ে বিরক্তির উদয় করায়, তবেই তাহা 'যুক্ত-বৈরাগ্য'-নামে অভিহিত হয়। পরন্তু শ্রীতিরসের আস্বাদন না পাইয়া কেবল জড়রস-পরিত্যাগের নীতি জড়রসের প্রতি আসক্তির প্রকার-ভেদ মাত্র। অমৃত পাইলেই মনুষ্য চিটে গুড়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে, তৎপূর্ব্বে কৃত্রিমভাবে পরিত্যাগের চেষ্টার দ্বারা কেবল শুষ্কত্যাগ হইতে পারে, কিন্তু কোন স্থায়ী রসের আস্বাদন পাওয়া যায় না। স্থায়ি-রসের আস্বাদন-প্রাপ্ত হইলে সেই অখণ্ডরসকে কেহ কখনও পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাই শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধাম্न্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ।

(ভ র সি, দ বি ৪।৭২)

অহো! যখন হইতে আমার চিত্ত নবনবরসধাম শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন হইতেই নারী-সঙ্গমের কথা স্মরণপথে উদিত হইলে তাহাতে মুখ-বিকার ও অত্যন্ত থুৎকার করিতে ইচ্ছা হয়।

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অন্যত্র বলিয়াছেন,—

যেষাং ভজীতরূপরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীভদ্রাধরবিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে! বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥

(পূ বি ২।২৩৯)

হে সখে! যদি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে রঙ্গ করিবার তোমার লোভ থাকে, তবে শ্রীকেশিঘাটের নিকটবর্ত্তী ঈষদ্বাঙ্কযুক্ত, ত্রিবক্রভাবশালী, বাম অঙ্গে নেত্র-কটাক্ষবিশিষ্ট, অধরপল্লব-কিশলয়ে বংশীধারী, ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা উৎকৃষ্ট-শোভান্বিত শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিও না। তাৎপর্য্য এই যে,

শ্রীগোবিন্দের শ্রীমুখারবিন্দ-দর্শনের রস একবারমাত্র অনুভব করিলে ইতররসের প্রতি বিরাগ অনিবার্য্য।

পরতত্ত্ব-রসাকৃষ্ট হইয়া যে বিরসের প্রতি স্বাভাবিক বৈরাগ্য, তাহা কোনপ্রকার প্রতিকূল অবস্থা বা বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত হয় না। তাই, শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামী প্রভুর প্রসঙ্গে শ্রীল রঘুনাথের পিতা শ্রীগোবর্দ্ধনদাস নিজ পত্নীকে বলিয়াছিলেন,—

"ইন্দ্রসম-ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম।
এ-সব বান্ধিতে নারিলেক যাঁ'র মন॥
দড়ির বন্ধনে তাঁ'রে রাখিবা কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইঁহারে।
চৈতন্যপ্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে?"

(চৈ চ অ ৬।৩২-৩১)

নিজের চেষ্টায় কেহ বিষয় ত্যাগ করিতে পারে না। 'বিষয়ত্যাগ' বা 'বৈরাগ্য' বলিতে সংসার-বাসনা হইতে নির্ম্মুক্তি। এজন্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"আর কবে নিতাই-চাঁদ করুণা করিবে?
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে?"

(প্রার্থনা)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল রঘুনাথের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

• • • • "কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমারে কাড়িল বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্ত হৈতে॥"

(চৈ চ অ ৬।১৯৩)

তদুত্তরে শ্রীল রঘুনাথ বলিয়াছিলেন,—

• • • • "কৃষ্ণ নাহি জানি।
তব কৃপা কাড়িল আমা,—এই আমি মানি॥"

(ঐ—১৯৪)

যে-স্থানে প্রাকৃত কোন কারণ অথবা জগতের নশ্বরতা বৈরাগ্যের জনকজননী তথায়ই বৈরাগ্যের অস্থিরতা; তাহাই ভক্তির প্রতিকূল বৈরাগ্য; আর যে-স্থানে ভক্ত ও ভগবানের কৃপা ও পরতত্ত্বের প্রীতি ও রতির অনুগামিরূপে বৈরাগ্যের উদয়, তাহাই—'প্রাকৃতবৈরাগ্য'। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

(ভা ১।২।৭)

ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে নিরন্তর সুখানুসন্ধানাত্মক স্মৃতিময় আবেশ প্রযুক্ত হইলে অতি শীঘ্রই ভক্তি ব্যতীত অন্যত্র অর্থাৎ ভোগে ও ত্যাগে বৈরাগ্য ও শুষ্কতর্কাদির অগোচর উপনিষৎপ্রতিপাদ্য জ্ঞানের উদয় হয়। সেই শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধবৈরাগ্য ভক্তির অনুগামী।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু মহতের কৃপাপঙ্ক, ভক্তির অনুগামী বৈরাগ্যের কথা এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"মহাসম্পদারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়কৃজনমপি মাং ন্যস্তমতনোৎ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
স মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

(স্তবাবলী, শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ ৭ম শ্লোক)

আমি মহা কৃজন হইলেও তিনি আমাকে পতিত দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক সম্পৎ ও স্ত্রী (পাঠান্তরে বিষয়রূপ দারাদি) হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীস্বরূপের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে প্রচুর আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি আমাকে স্বীয় বক্ষের শ্রীগুঞ্জামালা ও শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করুন।

"বৈরাগ্যাদুল্লভক্তিরসং প্রবক্ষ্যে,-রূপায়ত্তমামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধিঃ পরদুঃখদুঃখী, সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥"

(বিলাপকুসুমাঞ্জলি, ৩য় শ্লোক)

যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক হইলেও যিনি যত্ন-সহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই সম্বন্ধজ্ঞানদাতা শ্রীসনাতন-প্রভুতে আমি শরণ হইতেছি।

মর্কট-বৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য—নিজ সুখানুসন্ধানমূলক অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, শান্তি বা মুক্তি-রূপ উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধির সাধক; আর যুক্তবৈরাগ্য—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান মূলক। মহতের কৃপা ব্যতীত যুক্তবৈরাগ্যের উদয় হয় না। মহতের কৃপার প্রথম লক্ষণই 'পরতত্ত্বের সুখ কি প্রকারে হয়, সেই চিন্তা বা অনুসন্ধান'।

নরকে পাতিত করিয়াও যদি শ্রীকৃষ্ণ সুখী হন, মুক্তবৈরাগী সেইরূপ নরক হইতেও উদ্ধার পাইতে চাহেন না, স্বর্গ-মুক্তি শান্তি-প্রভৃতি ত' দূরের কথা। মুক্তবৈরাগীর হৃদয়টী বৈকুণ্ঠে পরিপূর্ণ, আর মর্কট-ফল্গুবৈরাগীর হৃদয়ে দম্ভদৈত্যের বাসস্থান। মুক্ত-বৈরাগী বাহিরে বিষয়িপ্রায় হইয়াও 'শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান হইল না' বলিয়া সর্ব্বদা আর্ত্ত। তাঁহার হৃদয়টী বিপ্রলম্ভাগ্নির আগার। মুক্তবৈরাগ্যের সিদ্ধি-পরাকাষ্ঠার এইরূপ চিত্রমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। তিনি তখন আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়বিগ্রহের সুখানুসন্ধানে তন্ময় হইয়া আশ্রয়বিগ্রহের কৃপা ব্যতীত স্বয়ং বিষয়বিগ্রহের প্রতিও বিরাগী হইয়া পড়েন, মুক্তি ত' দূরের কথা। যদি আশ্রয়বিগ্রহের সুখে সুখী হইতে না পারিলেন, আশ্রয়-বিগ্রহের সহিত বিষয়বিগ্রহের মিলন করাইতে না পারিলেন, তবে বিষয়বিগ্রহদ্বারা পৃথগ্‌ভাবে নিজকে নন্দিত করিতে চাহেন না,—ইহাই মুক্ত বৈরাগ্যের সিদ্ধি-পরাকাষ্ঠা।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর ভগবান্॥"

(চৈ চ অ ৬।২২০)

সেই 'বৈরাগ্য' কি? সেই 'বৈরাগ্য' বলিতে 'বিশেষ রাগ' বুঝায়। রাগময়ী ভক্তি-ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতি হয় না। যাঁহারা এই রাগময়ী ভক্তির উপাসক, তাঁহারাই সর্ব্বহারা 'গৌড়ীয় বৈরাগী'। এই বৈরাগ্য শ্রীশ্রীশুক-সনক, শ্রীশ্রীব্যাস-নারদ, শ্রীউদ্ধবাদি মহাজনেরও নিত্য আরাধ্য।

'গোষ্ঠ্যানন্দী' ও 'বিবিক্তানন্দী'

বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই দুইটি পরিভাষা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন। 'গোষ্ঠী'-শব্দে বহুলোকের সমাগমস্থান, সভা, দল, গণ, পরিবার, পোষ্য, জ্ঞাতি-প্রভৃতি অর্থ বুঝায়। যিনি গোষ্ঠী অর্থাৎ সজাতীয় স্নিগ্ধ সমবসেনাময় ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবৎ-সুখানুসন্ধান করেন, তিনি 'গোষ্ঠ্যানন্দী' নামে পরিচিত। গোষ্ঠী, সমষ্টি বা গণ সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হইবেন। স্নিগ্ধতা ও সমবসনত্ব গোষ্ঠীর অপরিহার্য্য গুণ। ঐ দুইটির অভাবে গোষ্ঠীত্ব সংরক্ষিত হইতে পারে না। দুইয়ের অধিক সংখ্যা বুঝাইতে শাস্ত্রে 'বহু'-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুতরাং যে-স্থানে সমজাতীয় দুইয়ের অধিক বা বহুকে লইয়া ভজনের প্রবৃত্তি, তথায়ই গোষ্ঠ্যানন্দিত্ব।

'বিবিক্ত'-শব্দের অর্থ—নির্জ্জন, স্বতন্ত্র, পৃথক্, একক, অসম্পৃক্ত, নিরপেক্ষ ইত্যাদি। বিবিক্তানন্দী সর্ব্বদাই একাকী, দ্বিতীয়-সঙ্গহীন। বিবিক্তানন্দিগণের মূল মহাজনের আচরণ এই,—

পরম-বিরক্ত, মৌনী, সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তা-ভয়ে দ্বিতীয়-সঙ্গহীন॥

(চৈ চ ম ৪।১৭৯)

অযাচিত-বৃত্তি পুরী—বিরক্ত, উদাস।
অযাচিত পাইলে খা'ন, নহে উপবাস॥

(চৈ চ ম ৪।১২৩)

প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা।
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা॥

(ঐ ৪।১৪৭)

আর বিবিক্তানন্দী কি করেন?—

"পৃথন্ মুক্তদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥"

(ভা ১১।২।৩৯)

* * *

"নিঃসঙ্গো ব্যচরৎ ক্ষৌণীমনগ্নিরনিকেতনঃ॥"

(ভা ৩।২৪।৪২)

শ্রীকর্দ্দমমুনি জনসঙ্গরহিত অনগ্নি অর্থাৎ আহারাদির চেষ্টাশূন্য ও অনিকেত অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট-বাসস্থান-রহিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর সুখোদ্দেশে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন। বিবিক্তভজনানন্দি-গৌড়ীয়গণের মূল শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীশ্রীরঘুনাথ কিরূপ আচরণ প্রকট করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাদের স্নিগ্ধ শিষ্যবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভাষায় আমরা এইরূপ শুনিতে পাই,—

"অনিকেত হঞা বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে মূল ভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী-চানা চিবায় ভোগ পরিহরি'॥
করোয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে।
নাম-সংকীর্ত্তন-প্রেমে, সেহ নহে কোনদিনে॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে, করে' চৈতন্যচিন্তন॥"

(চৈ চ ম ১৯।১২৭-১৩১)

"মহা-বিরক্ত সনাতন ভ্রমেন বনে বনে।
প্রতি বৃক্ষে, প্রতি কুঞ্জে রহে রাত্রি-দিনে॥
মথুরা-মাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ত তীর্থ প্রকট কৈলা বনেতে ভ্রমিয়া॥"

(চৈ চ ম ২৪।২০৭-২০৮)

"অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা?
রঘুনাথের নিয়ম,—যেন পাষাণের রেখা।
সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন-স্মরণে।
সবে চারি দণ্ড আহার-নিদ্রা কোনদিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিণ্ডা-কানি কাঁথা বিনা না পরেন বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা লাগি' সেবা করেন রক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনার করে' নির্ব্বেদন॥
প্রসাদান্ন পসারির ঘর না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে, ভাত সড়ি' যায়॥
সিংহদ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গী গাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি'।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি॥
ভিতরেতে দুই ভাত মাজি' সেই পায়।
লবণ দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়॥"

(চৈ চ অ ৬।২০৯-২১৩,২১৫-২১৮)

বিবিক্তানন্দি-শিরোভূষণ শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর চরিত্রালোচনায় জানিতে পারা যায় যে, তিনি শ্রীশ্রীল নরোত্তমের ন্যায় একান্ত স্নিগ্ধ অনুগত ব্যক্তিরও কোন প্রকার শুশ্রূষা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিবিক্তানন্দি-শিরোমণি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-প্রভু সম্বন্ধেও বলিয়াছেন,—

"ব্রজমণ্ডলের সকল মহাত্মার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। পরিচয় থাকিলেও কাহারও বিষয়-চেষ্টা তিনি কোনদিন অনুমোদন করেন নাই। স্বয়ং একলা হইয়া সঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক শুষ্ক-ভজনে কালাতিপাত করেন।

যে বৎসর শ্রীগৌরহরি শ্রীমায়াপুরে ফাল্গুন-পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২০০ সালে ফাল্গুন-মাসে এই মহাত্মা শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের আদেশানুসারে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে আগমন করেন এবং তদবধি মহাপ্রস্থানকাল পর্য্যন্ত শ্রীধাম-নবদ্বীপের বিভিন্ন পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন। ১৩১১ সাল হইতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির অভাব আমরা দেখিয়া আসিতেছি। ১৩১৩ সাল হইতে তিনি যাযাবরের বিচরণধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক কুটীরে অবস্থান স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীধামের বিভিন্ন গ্রামসমূহে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা মাধুকরী সংগ্রহ এবং নিজ পরিশ্রম-দ্বারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অপর কেহ কোনদিন তাঁহার সেবা করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিলে জীবের ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে স্মরণ হয়। পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে কৃষ্ণেতর-বিষয়-বৈরাগ্য আশ্রয়স্বরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। আর যাঁহারা সেই বৈরাগ্যচরিত-অনুষ্ঠানাবলী দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়াছেন, ইহা ধ্রুব সত্য। তাঁহার কৃষ্ণেতর বিষয়-বৈরাগ্যের আদর্শ নিতান্ত পাষাণ-হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিতে পারে।

তাঁহার গলদেশে তুলসীমালা, হস্তে নির্ব্বন্ধিত নাম-সংখ্যার জন্য তুলসীমালা এবং কতিপয় বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীগ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। কোন কোন সময়ে গলদেশে

মালা নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসীমালার পরিবর্ত্তে ছিন্নবস্ত্র-গ্রন্থিমালা, উদ্ধৃত কৌপীন, নগ্নভাব, কাষায়রহিত বিতৃষ্ণা ও পাকস্থ প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য আমার নয়ন-গোচর হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর সমীচীন, বালক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ ভক্তাভিমানী ব্যক্তিগণও তাঁহার দর্শন-লাভ করিতে পারেন নাই। এইটী কৃষ্ণভক্তের ঐশী শক্তি। কত শত অভ্যাগিলাষী তাঁহার নিকট নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই উপদেশগুলিই তাঁহাদের বঞ্চনাকারক।

• • তিনি নিষ্কিঞ্চন, সুতরাং প্রতিষ্ঠার আশা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কোনদিন সমর্থ হয় নাই। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী ব্যক্তির প্রতি কোন বিতৃষ্ণা ছিল না। কৃপা-পাত্রের প্রতিও কোন বাহ্য অনুগ্রহ-প্রদর্শন ছিল না। তিনি বলিতেন,—'আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহ নাই, সকলেই আমার সম্মানের পাত্র।'

(সজ্জনতোষণী ১২।৫, ১৮০-১৮৩ পৃঃ)

গোষ্ঠ্যানন্দী ও বিবিক্তানন্দী—উভয়ই মুক্ত-পুরুষ। শ্রীগৌড়মণ্ডলবাসিগণ সাধারণতঃ গোষ্ঠ্যানন্দী; শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডলবাসিগণের মধ্যে গোষ্ঠ্যানন্দী ও বিবিক্তানন্দী উভয় শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীব্রজমণ্ডলবাসিগণ প্রধানতঃ বিবিক্তানন্দী। শ্রীগৌড়মণ্ডলবাসিগণের মধ্যে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীরামানন্দ বসু প্রভৃতি কুলীন-গ্রামবাসি-গণ সকলেই নিজ নিজ গোষ্ঠী বা গণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের সুখানুসন্ধান করিয়াছিলেন। অন্য দিকে শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীগোপালগুরু, শ্রীধ্যানচন্দ্র প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দ গৃহত্যাগী হইয়াও গোষ্ঠ্যা-নন্দীর লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। আবার শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল-বাসিগণের মধ্যে শ্রীস্বরূপদামোদর, পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ, নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি বিবিক্তানন্দীর লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধির সন্নিকটে শ্রীসাত্তাসন-মঠে অনেক বিবিক্তানন্দী মহাজন ভজন করিতেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমসাময়িক দুই একজন বিবিক্তানন্দী মহাপুরুষের কথা ঠাকুরের স্বলিখিত চরিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—

"টোটা গোপীনাথের মন্দির হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-বাটী যাইতে পথে সাত্তাসন-ভজনকুটী। সেখানে নিরপেক্ষ বাবাজীগণ ভজন করিতেন। শ্রীস্বরূপ-দাস বাবাজী সেখানে ভজন করিতেন। মহাত্মা শ্রীস্বরূপ-দাস বাবাজী একজন অপূর্ব্ব বৈষ্ণব। সমস্ত দিবসই কুটীরের ভিতর ভজন করিতেন। সন্ধ্যাকালে প্রাঙ্গণে আসিয়া তুলসী দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া নামগান করিতে করিতে নাচিতেন ও কাঁদিতেন। ঐ সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বৈষ্ণবগণ যাইতেন। কেহ কেহ এক-মুষ্টি মহাপ্রসাদ তাঁহাকে সেই সময় দিতেন। তাঁহার কুরিবৃত্তি পর্য্যন্ত তিনি তাহা স্বীকার করিতেন, অধিক লইতেন না। কেহ কেহ সেই সময় শ্রীচৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। বাবাজী মহাশয় আমার ১০টা রাত্রে নিজের কুটীরে যাইয়া ভজন করিতেন। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সমুদ্রতীরে গিয়া হাত-মুখ ধোয়া ও স্নান করা সমাপ্ত করিতেন। কোন বৈষ্ণব পাকে তাঁহার কোন কার্য্য করেন, সেই আশঙ্কায় একক সব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ; কেমন করিয়া রাত্রি থাকিতে সমুদ্রে দৈহিক স্নানাদি করিতেন, তাহা মহাপ্রভুই জানেন। তিনি একজন সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিষয়-চিন্তা-মাত্রই ছিল না। আমি সন্ধ্যার পর কোন কোন দিন তাঁহার চরণ দর্শন করিতে যাইতাম। বড় মিষ্ট-বাক্যে তিনি আগন্তুক লোকের সহিত কথোপকথন করিতেন।"

(স্বলিখিত-জীবনী, ১৪১-১৪২ পৃঃ)

শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী প্রভু, শ্রীশ্রীরূপসনাতন, শ্রীরঘুনাথাদি গোস্বামিবর্গ সকলেই বিবিক্তানন্দীর লীলা প্রকট করিয়াছেন। তাঁহারা যে কিরূপ বিরক্ত, নিরপেক্ষ ও দ্বিতীয়-সঙ্গ-রহিত ছিলেন, তাহার সাক্ষ্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অত্যন্ত নিরপেক্ষ না হইলে বিবিক্তা-নন্দী হওয়া যায় না। অধিক কি, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতনের দ্বারা জগৎকে বিবিক্তানন্দিগণের অনন্ত-নিরপেক্ষতার কথা জানাইয়াছেন।

বিবিক্তানন্দিগণের আকাঙ্ক্ষার কথা শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম এইভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"ধন, জন, পুত্র, দারে, এ-সব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যা'ব।
সব দুঃখ পরিহরি' বৃন্দাবনে বাস করি'
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥
* * *
কন্থা-কৌপীন সঙ্গ, ছেঁড়া কাঁথা গায় দিয়া,
তেয়াগিব সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হ'বে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়?
হরি হরি, কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল-মূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা-অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥"
* * *
ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হ'বে অঙ্গ?
ষড়রস-ভোজন দূরে পরিহরি'।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী?
* * *
আর কি এমন দশা হ'ব।
সব ছাড়ি বৃন্দাবনে যা'ব॥
* * *

(প্রার্থনা—২৭-৩০)

এই গেল গোষ্ঠ্যানন্দী ও বিবিক্তানন্দী ভক্তকুলের কথা। ইহারা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যে ভজন করেন। বাহ্যতঃ উভয়ের ক্রিয়ামুদ্রায় কিছুটা পার্থক্য লক্ষিত হইলেও ইহাদের শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান-তাৎপর্য্যরূপ অন্তর-নিষ্ঠায় স্বরূপতঃ কোন-প্রকার আত্যন্তিক ভেদ নাই। যাঁহারা সর্ব্বহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা বিবিক্তানন্দী; আর যাঁহারা গোষ্ঠীর সহিত শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানপর হইয়া সংকীর্ত্তনরাস-রসিকের সেবায় সৌষ্ঠবান্বিত, তাঁহারা গোষ্ঠ্যানন্দী। উভয়ের মধ্যে সেবার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকিলেও কোন-প্রকার স্তর-ভেদ নাই। উভয়েই স্ব-স্ব ভূমিকায় সেবা-নন্দে তন্ময়পর। স্থায়িভাব-রতির পর যে রসচমৎকারিতার তারতম্য, তাহাতে অস্থায়িভাবের ভূমিকার ন্যায় উচ্চাবচ-ভেদ নাই।

গোষ্ঠ্যানন্দিত্বের ব্যভিচারক-হেতু কালক্রমে গৃহব্রতধর্ম্ম বা কৃষ্যধিকারী মহাভক্ত-প্রথার উদ্ভব হইয়াছে। আর বিবিক্তা-নন্দিত্বের অপব্যবহার-হেতু 'রঙতারাম' বা 'দেলায় দে রাম' বা 'জবথুরে বৈরাগি'-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে।

সাধকগণ যখন গোষ্ঠ্যানন্দী বা বিবিক্তানন্দীর মধ্যে কোন একটীকে বাছিয়া লইতে চাহেন, তখন তাঁহার উপর অনেকগুলি ধারির উপস্থিত হয়। গোষ্ঠ্যানন্দীর দলে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে ব্যক্তিগত ভজনের প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না। গোষ্ঠে থাকিলে অনেক সুবিধা আছে। স্বয়ং গোষ্ঠপতি শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও গোষ্ঠস্থিত সতীর্থ সাধুগণ নানা প্রকার সাক্ষাৎ উপদেশ ও আচরণের দ্বারা সাধককে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন হইতে রক্ষা করেন। কিন্তু যদি গোষ্ঠে থাকিয়া কেহ নিশ্চিন্ত হইয়া পড়েন অর্থাৎ অন্ন-বস্ত্রের চিন্তার অভাবের সহিত শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের সুখানুসন্ধানস্মৃতির প্রতি অন্যমনস্ক হইয়া পড়েন কিংবা নিজের অযোগ্যতার তীব্র-উপলব্ধির পরিবর্ত্তে অপরের দোষানুসন্ধান, মাৎসর্য্য, অশ্রদ্ধা, কুটিলতা, জড়াভিনিবেশ, নিজ-বহুমানিত্ব প্রভৃতি অপরাধ-প্রসূত অপরাধ-সমূহের ইন্ধন হইয়া পড়েন অথবা নিজ শান্তি-কামনাকে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখানুসন্ধান হইতে বড় মনে করেন, তাহা হইলে সঙ্ঘে থাকার যে-সকল সুযোগ আছে, তাহা সুফলপ্রসূ না হইয়া অমঙ্গলই আমন্ত্রণ করে।

শ্রীলোকনাথ, শ্রীবৃন্দ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ-দাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট-প্রমুখ বিবিক্তানন্দি-শিরোমণি গোস্বামি-বৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীব্রজ-ভজনানন্দী হইয়াছিলেন; আবার শ্রীল গৌরকিশোর বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের কৃপাদেশ প্রাপ্ত হইয়া সুদীর্ঘকাল শ্রীব্রজভজন করিবার পর শ্রীগৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়া শ্রীপাদসেবনক্ষেত্রে ব্রজবাস করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীব্রজমণ্ডলে বিবিক্তানন্দী হইয়া বাস করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবরাজ গুরুর আদেশে তিনি সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে গোষ্ঠ্যানন্দিরূপে অবস্থান করিয়া শ্রীগৌরহরির শ্রীনাম, শ্রীধাম ও শ্রীকামের সেবা করিয়া-ছিলেন। তিনি তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন,—

"মনে হইল,—আমি বৃথা দিন কাটাইলাম। আমার কিছুই হইল না। শ্রীসচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম কিছুই সেবা করিতে পাইলাম না; যদি পারি, এই কয়েক বৎসর কর্ম্মের শর সেবন্দন্ লইয়া মথুরা-বৃন্দাবনের মধ্যে কোন যমুনা-পুলিনময় বনে একটু স্থান করিয়া তথায় নির্জ্জন ভজন করিব, কিন্তু অভ্যাসবশতঃ আমার শরীর সেবন স্থানে একা থাকিতে পারিবে না; সুতরাং আর একটি লোক সঙ্গে রাখিব। শ্রীরামসেবক ভক্তিকৃষ্ণকে সেই কার্য্যের সঙ্গী করিবার মন্ত্র করিলাম। শ্রীরামপুরে তাঁহাকে আনাইয়া পরামর্শ করিলে তিনি তাহাতে মত দিলেন। সেই সময় আমি 'আয়ায়-সূত্র' রচনা করিতেছিলাম। রামসেবক বাবু কলিকাতা গেলেন। আমি কার্য্যোপলক্ষে একবার তারকেশ্বরে গেলাম। তথায় রাত্রে শয়ন করিয়া নিদ্রাকালে প্রভু আমাকে বলিলেন—"তুমি বৃন্দাবন যাইবে? তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপধামে যে কার্য্য আছে, তাহা কি করিবে?"

(স্বলিখিত-জীবনী, ১২৪-১২৫ পৃষ্ঠা)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীবৈষ্ণবরাজ প্রভুর এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে নির্জ্জন-ভজনের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীগৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিত্যসিদ্ধ গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্যরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুরের ঐ সকল দৈন্যময়ী উক্তির মধ্যে সাধকগণেরও অনেক শিক্ষার বিষয় আছে।

পাঁচমিশালি-ব্যক্তিগণের সঙ্ঘকে 'সামাজিক সভা' বলা যাইতে পারে; বস্তুতঃ তাহা 'শুদ্ধভক্ত-সঙ্ঘ' বা 'গোষ্ঠি' নহে। তথায় প্রকৃত ইষ্ট গোষ্ঠি হয় না। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"শুদ্ধভক্তগণ ব্যতীত ইষ্টগোষ্ঠি হয় না। 'ইষ্ট'-শব্দে—অভিলষিত বিষয় এবং 'গোষ্ঠি'-শব্দে—সভা। এই দুই শব্দ মিলিত হইয়া শুদ্ধভক্তি-পরায়ণ সাধুদিগের সভাকে 'ইষ্টগোষ্ঠী' বলিয়া নামকরণ করা হয়।

যে-স্থলে সর্ব্বপ্রকার লোকের সমাগম, সে-স্থলে গৌরাঙ্গের সামাজিক সভা হয়। যে-স্থলে কেবল ভক্তগণের সমাগম, সে-স্থলে বৈষ্ণব-সমাজ বা বৈষ্ণবদিগের ইষ্টগোষ্ঠী। যে-স্থলে দুই শুদ্ধভক্তের মিলন, সে-স্থলে কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠি। যে-স্থলে এক শুদ্ধভক্তের অবস্থান, সে-স্থলে কেবল নামাদির নির্জ্জন-ভজন।

শুদ্ধভক্ত জগতে বিরল। অতএব তাঁহাদের মিলনরূপ ইষ্ট-গোষ্ঠিতে দুই চারিজন ব্যতীত একস্থানে অধিক পাওয়া যায় না।

সাধারণের সঙ্গে রসালাপে সুখ হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত রসভঙ্গ হয়; ইষ্টগোষ্ঠিতে সেরূপ রসভঙ্গ হয় না।

ইষ্টগোষ্ঠি দুইপ্রকার—আচার ও প্রচার। আচার-পালনে তাঁহারা (ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবগণ) শ্রীভাগবতাদির পাঠ ও শ্রবণ এবং হরিনাম-কীর্ত্তনে রত। প্রচার-সময়ে ভগবত্তত্ত্ব, জীব, রসতত্ত্ব ও নাম-মহিমা অধিকারি-ভেদে প্রদান করেন।"

—'শ্রীনবদ্বীপ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১১, ১২

কেহ ভজনানুকূল সঙ্গেই থাকুন, আর একাকীই থাকুন, গৃহে থাকুন আর বনেই থাকুন—সর্ব্বত্রই ব্যক্তিগত ভজন অর্থাৎ শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখানুসন্ধানমূর্ত্তির প্রতি অভিনিবিষ্ট থাকিবেন। **'ব্যক্তিগত ভজন' বলিতে ভগবৎসুখানুসন্ধানমূর্ত্তি; মুমুক্ষা বা আত্মশান্তি-পিপাসা নহে।**

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥

(ভা ৪।৯।১০)

হে নাথ, তবদীয় শ্রীচরণকমল ধ্যান এবং আপনার নিজজনের সহিত আপনার চরিত্র-কথা শ্রবণ করিয়া যে আনন্দ লাভ হয়, ব্রহ্মানন্দেও সেইরূপ সুখ অনুভূত হয় না। অতএব দেবতা-পদ ত' অতি তুচ্ছ! কারণ, কালরূপ খড়্গদ্বারা স্বর্গারোহণ-যান খণ্ডিত হইলে দেবতাগণও মর্ত্ত্য-লোকে পতিত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?

ভক্তিঃ মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ॥

(ভা ৪।৯।১১)

হে অনঘ, যে সকল শুদ্ধান্তঃপুরুষ নিরন্তর আপনাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সকল সাধু মহাত্মার সহিত আমার পরমেষ্ট সঙ্গ লাভ হউক। এবম্ভূত মহৎসঙ্গবলে আমি ভবদীয় গুণকথামৃত-পানোন্মত্ত হইয়া অতিশয় দুঃখ-পরিপূর্ণ এই ভীষণ ভবসমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং
যে চাশ্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বন্নাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥
(ভা ৪।৯।১২)

হে ঈশ, হে পদ্মনাভ, যাঁহারা ভবদীয় পাদারবিন্দ-সৌগন্ধে লুব্ধহৃদয় মহাত্মগণের পরমেষ্ট সঙ্গ লাভ করেন, তাঁহারা, নিরতিশয় প্রিয় এই দেহকে এবং তৎসম্বন্ধি পুত্র, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত এবং কলত্র, ইহাদের কিছুই চিন্তা করেন না।

"হে সাধকগণ! দেহযাত্রা-নির্ব্বাহে সৎ ও অসৎ উভয় ব্যক্তির নৈকট্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে গৃহী ও গৃহত্যাগী উভয়ের সমানতা। নৈকট্য অবশ্যই ঘটিবে, তথাপি অসতের সঙ্গ করা হইবে না। দান, প্রতিগ্রহ, পরস্পর গূঢ়-জল্পন ও পরস্পর ভোজনাদি-স্বীকার কার্য্যে যদি প্রীতি করা হয়, তবে সঙ্গ হয়। সুস্থাতুর ব্যক্তিকে যাহা কিছু দেওয়া যায় এবং ধার্ম্মিক দাতার নিকট হইতে যাহা কিছু লওয়া যায়, তাহা কর্ত্তব্যবোধে কৃত হয় মাত্র, প্রীতির সহিত করা যায় না। তাহারা অসৎ হইলেও তৎকার্য্যে তাহাদের সঙ্গ হয় না। তাহারা শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে সেই কার্য্যে প্রীতি হয়। প্রীতি করিলে সঙ্গ হয়। সুতরাং, শুদ্ধবৈষ্ণবদিগকে দান ও তাঁহাদের নিকট হইতে দ্রব্য বা অর্থ-গ্রহণে সৎসঙ্গ হয়। অসৎকে দান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতিসহকারে হয়, তবে অসৎসঙ্গ হইয়া পড়ে। অসদ্ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্ত্তব্যবোধে করিবে। পরস্পরের গূঢ়কথার জল্পনা করিবে না। গূঢ়-জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে, তাহাতে সঙ্গ হয়। সংসারী বান্ধবাদির মিলনে নিতান্ত আবশ্যক বার্ত্তামাত্র বলিবে। হৃদয়ের প্রীতি তখন না করাই ভাল। কিন্তু, যদি সেই বান্ধব সাধু-বৈষ্ণব হ'ন, তবে সেই বার্ত্তা প্রীতিসহকারে করিয়া তাঁহার সঙ্গ স্বীকার করিবে। কুটুম্ব ও বান্ধবের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলে কোন বিরোধ হইবে না। ব্যবহারিক-বার্ত্তায় সঙ্গ হয় না। বাজারে দ্রব্যক্রয় সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য ব্যবহার করিতে হয় সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধ ভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক সঙ্গ করিবে।"

—শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরকৃত, 'সঙ্গত্যাগ'-প্রবন্ধ

শ্রীশ্রীল পদ্মপাদের প্রকটকালে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়ীয়ের ১২শ বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় 'ব্যষ্টি ও গোষ্ঠিগত-ভজন'-সম্বন্ধে যে একটি সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"অর্ব্বাচীন অভক্ত-সম্প্রদায় যেমন একদিকে হরিকথা-প্রচারের মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অজ্ঞান, অবৈষ্ণব, অনধিকারী সমালোচক হইয়া পড়ে, তেমনই আবার অনর্থ-যুক্ত সাধক-জীব মহামুক্ত আচার্য্যের অনুকরণ করিতে গিয়া প্রচারের বা প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যের ছলনায় ব্যক্তিগত সাধক-জীবনকে বিপদগ্রস্ত ও পাতিত করিয়া ফেলিবার যোগ্যতা সংরক্ষণ করে।

প্রচার বা প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য করিবার ছলে সাধক-গণ যদি বৈষ্ণবী ভক্তির শাসনগুলিকে উল্লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে প্রচারে সেবার ছলনায় কেবল যে ব্যক্তিগত সাধক-জীবন পাতিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা নহে—ব্যষ্টির পাপ ও অপরাধ গোষ্ঠীর মধ্যেও ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত ও সংক্রামিত হইয়া গোষ্ঠীকে অধঃপতনের দিকে প্রধাবিত করিয়া থাকে।

বস্তুতঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিষ্ঠ ধর্ম্ম। ব্যক্তি-গত সাধকজীবন সর্ব্বতোভাবে আদর্শ না হইলে—সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবশাস্ত্রের আনুগত্যপূর্ণ ও অনুমোদিত না হইলে ঐরূপ জীবনের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের ত' কোন মঙ্গল হয়ই না, বরং কলঙ্ক-প্রচারেরই সাহায্য করে।

ব্যক্তিগত সাধক-জীবনে বিন্দুমাত্রও উদাসীন হইলে চলিবে না। সাধক সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে নিজের মঙ্গল করিবেন—নিজের চরিত্রকে আদর্শস্থানীয় ও শাস্ত্রানুমোদিত করিবেন। সর্ব্বাগ্রে নিজে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-শাস্ত্র-বাক্য শ্রবণ করিবেন। **যাঁহার নিজের শ্রবণ হয়**

নাই, তিনি কখনও অপরকে প্রসন্ন করাইতে পারেন না। তাঁহার নিজের চরিত্র পরম বিমল নহে, তিনি অধিকন্তু কপট করিয়া অপরের চরিত্রকে বিমল করিবার উপদেশ দিতে পারেন না; আর সেই উপদেশও কার্য্যকরী হয় না। যাঁহাদের ব্যক্তিগত আদর্শ জীবন নাই, তাঁহারা কৃত্রিম ও সাময়িক প্রচারক সাজিলে জগতে কৃত্রিমতা ও কপটেরই প্রচার হইয়া থাকে। ঐ সকল প্রচার মৌখিক বাগ্‌বৈখরী মাত্র।

ব্যক্তিগত চরিত্রের উপরে অবগুণ্ঠন টানিয়া গোষ্ঠিগত শিক্ষার চেষ্টা কেবল আত্মরক্ষা ও পর-বঞ্চনার তাণ্ডব। ব্যক্তিগত জীবনে অসমঞ্জস হইয়া মৌখিক প্রচার কেবল পরছিদ্রানুসন্ধানের অলীক সৃষ্টি করিবে। যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত ছিদ্র অনুসন্ধান এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ও সেবাদ্বারা সেই ছিদ্রকে নিশ্ছিদ্র না করিয়া প্রচারকের সজ্ঞায় কেবল অপর ব্যষ্টি বা সমষ্টির ছিদ্রের কথা-প্রচারেই পরমুখ হন সে ব্যক্তি বস্তুতঃ কখনও নিজের মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না; কেবল ঐরূপ ছিদ্রানুসন্ধান ও পরচর্চ্চার প্রাণা আবহাওয়ায় সুখানুভব করিতে করিতে তিনি ঐরূপ দলেরই একজন দলমুক্ত বা দলপতি হইয়া পড়েন। ব্যক্তিগত সাধক জীবনের দিকে না তাকাইয়া এরূপ প্রচারকের ছলনা-গ্রহণকারী বহু ব্যক্তিকে এরূপভাবে পাতিত হইতে দেখা গিয়াছে।

'আমি বা আমরা প্রচারের বিশিষ্ট সেবায় যাইব, সুতরাং আমাদের জন্য যে ব্যবস্থা, তাহা বৈধী ভক্তির গণ্ডীর বাহিরে; আমরা ভোগের আগেই প্রসাদ পাইব, উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোজন করিব, অপর গুরুসেবক বা বৈষ্ণবের দ্বারা সেবা করাইয়া লইবার বিশেষ অধিকার দাবী করিব, উত্তম বসন-ভূষণ, যান-বাহন, বিষয় ও বিষয়ীর সংস্পর্শ, প্রতিষ্ঠাবরণ প্রভৃতি কার্য্যগুলি অনাসক্তভাবে স্বীকার করিব'—এরূপ বিচার পরমমুক্তপুরুষের অনুকরণে গ্রহণ করিতে গেলে অনর্থযুক্ত সাধককে কতটা বিপদের বোঝা ঘাড়ে লইতে হয়, তাহা যদি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে দেদীপ্যমান না থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ মুক্ত-বৈরাগ্য-ছলনা সাধকের মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থাবী অন্যমনস্কতার মধ্যে সাধককে তাঁহার বিশেষ অধিকার-প্রাপ্তির গৌরীশঙ্কর হইতে ভূপাত করাইয়া পতনের রসাতলে প্রেরণ করিবে।

এজন্য সাবধান! প্রচার বা প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য করিবার ছলনায় ব্যক্তিগত সাধকজীবনের প্রতি উদাসীন্য প্রদর্শন করিলে চলিবে না। 'যথাযোগ্য বিষয়-ভোগের' নামে সাধক-জীবনের মঙ্গল-চেষ্টায় গোঁজামিল দিলে চলিবে না। 'যুক্তবৈরাগ্য'-শব্দের ভাবের ঘরে 'চুরি' করিলে আপনাকে পতনের গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দিতে হইবে।

মহাপ্রভু স্বয়ং প্রচারকের অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রচারকের সজ্ঞা গ্রহণ করিয়াও তিনি ব্যক্তিগত সাধক-জীবনের কর্ত্তব্য-সমূহ নিজ আচরণের দ্বারাই জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাকে বন্ধ্যা করিবার জন্য যদি কাহারও চেষ্টা হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা বা সেইরূপ বাষ্টির সমষ্টি-দ্বারা কোনদিনই শ্রীচৈতন্য-বাণীর মনোহভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে না।

শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ পরম-মুক্তকুলের আদর্শ বা আচারকে প্রচারের আনুকূল্যের আদর্শরূপে গ্রহণ করিলে সেরূপ চলবিগ্রের অনুসরণকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে মায়ার কশাঘাত খাইতেই হইবে। 'এক রামানন্দের যাহাতে অধিকার', 'এক পুণ্ডরীকের যাহাতে অধিকার', কিংবা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীঅদ্বৈত মনিয়া, বরনী গ্রহণ করিলেও 'জগদ্‌গুরু'-পদবাচ্য বলিয়া ব্যক্তিগত সাধকজীব যদি তাঁহাদের অনুকরণ বা তাঁহাদের পদবীর অবৈধ দাবী করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহার ঐরূপ আচার বা প্রচারের দ্বারা গোষ্ঠীর কোন মঙ্গল হইবে না। ঐরূপ ব্যষ্টি-প্রচারকের শিক্ষায় যে-সকল গোষ্ঠী বর্দ্ধিত বা শিক্ষিত হইবে, তাহা বাউল, সহজিয়া, নেড়া, দরবেশ বা কপটভণ্ডের গোষ্ঠীই বৃদ্ধি করিবে।

অতএব পরম-মুক্ত-পুরুষের নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব, আর অনর্থযুক্ত সাধকের আচার্য্যত্বের শিক্ষানবিসি সমপর্য্যায়ে অবস্থিত নহে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু কিংবা শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-প্রভৃতি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন; শ্রীনিবাস-আচার্য্য, শ্রীরামানন্দ, শ্রীরসিকানন্দ প্রভৃতি আচার্য্যগণ প্রচার করিয়াছেন,—ইহারা নিত্যসিদ্ধ মুক্ত-কুল। এইসকল আচার্য্যের অনুকরণ করিয়া যদি কেহ

শ্রীগুরুদেবের ন্যায় বিলাস-দ্রব্য ; শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্যপ্রভু প্রভৃতি অতিমর্ত্ত্য মহাজনের ন্যায় ছই বা বহু-পত্নী-গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারকে প্রচারের অনুকূল জীবন বলিয়া চালাইতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি বঞ্চিত হইলেন। যিনি সাপ খেলাইতে পারেন, একমাত্র তাঁহাতেই সাপ-খেলান-কাজটি শোভা পায়। শ্রীমহাদেবই কালকূট হজম করিতে পারেন। জগদ্‌গুরু মহাদেব শ্রীপার্ব্বতীকে উরুদেশে স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট থাকিতে পারেন, তাহাতে হাত করিবার কিছু নাই বা তাহা অনুকরণীয়ও নহে।

সাধক প্রচারক বাহ্য পোষাকে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা গৃহস্থ যাহাই থাকুন না কেন, সাধকজীবের বাক্তিগত জীবনের প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না। সন্ন্যাসীর অন্তরিদ্র বহুলোকে গান করে সত্য, কিন্তু গৃহস্থের ছলনায় সাধক-জীবনের যে সাত খুন মাপ হইবে, তাহাও নহে। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, আচার্য্যদের শিক্ষা-নবিসির মধ্যে আচার্য্যদের অনুকরণ থাকিবে না, কিন্তু সেবানন্দ ও মঙ্গলময় অনুসরণ থাকিবে। ব্যক্তিগত সাধকজীবন এরূপ আদর্শের হইবে, যেন তাহা স্বয়ংই নীরাগ-প্রচারকের মূর্ত্ত শতকণ্ঠ হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সৌন্দর্য্যের প্রচার করিতে পারে। বাক্তিগত সাধকজীবনে উদাসীন্য-প্রদর্শন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কলঙ্কের পরিচায়ক। যদিও নিত্য, অপতিত, পরম-মুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বদাই ঐরূপ পতিত বাক্তির স্বকর্ম্ম-ফল-ভোগ হইতে স্বতন্ত্র, তথাপি ঐ বাক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধী এবং এই অপরাধেই অবৈষ্ণবভাবে মুখর জগতের নিকট নির্দ্দোষ বস্তুতেও কলঙ্ক আরোপের ছিদ্র পায়।

শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশ

[শ্রীপ্রপন্নামৃত-গ্রন্থ-অবলম্বনে]

নিদ্রা-ভঙ্গ হইবামাত্র গুরুপরম্পরার মহিমান্বিত নামাবলী কীর্ত্তন করিবে।

যখন বৈষ্ণবগণ ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদিগের যথাশক্তি পূজা বিধান করিবে। কিন্তু হঠাৎ তাঁহাদিগের নিকট হইতে উত্থিত হইয়া চলিয়া যাইও না ; ঐ প্রকার চলিয়া যাওয়া মহা অপরাধ।

কোন বৈষ্ণব তোমার নিকট আসিতেছেন জানিলে তুমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে ভুলিও না এবং যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুব্রজ্যা করিবে। এইপ্রকার আচরণের লঙ্ঘন করিলে মহা-অপরাধে পতিত হইতে হয়।

শ্রীবৈষ্ণবের অধীন থাকিয়া তাঁহাদের সেবা দ্বারা জীবন-ধারণ কর। কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণবের কৃপা-লেশও প্রাপ্ত হয় নাই, এইপ্রকার ব্যক্তিগণের সেবা, তাহাদের গৃহে গমনাগমন, তোমার নামের পূর্ব্বে তাহাদের নামের উল্লেখ অথবা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাহাদের উপর নির্ভর বা বৃত্তি কার্য্য অতি শীঘ্রই তোমাকে পাতিত করিবে।

শ্রীভগবানের মন্দির, তাঁহার ধ্বজ বা চূড়া তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র ভক্তিভরে করজোড় করিবে।

পূর্ব্ব মহাজনগণের শিক্ষার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে।

ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া থাকিও না।

জাগতিক জ্ঞানলাভেই সন্তুষ্ট থাকিও না।

ভগবানের গুণ ও লীলা-কীর্ত্তন-বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠে রুচিবিশিষ্ট হও।

ভগবন্নাম ও মহিমা কীর্ত্তনে যে-প্রকার আনন্দ হয়, তাঁহার সেবকগণের নাম ও মহিমা-কীর্ত্তনেও তোমার সেই প্রকার উৎসাহ হউক।

তোমার হৃদয়ে ইহা দৃঢ়ভাবে গ্রথিত থাকুক যে, ভক্তের সেবায় যিনি সতত নিযুক্ত, তিনি যত শীঘ্র ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন, কেহই তত শীঘ্র লাভ করেন না।

ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের সেবায় পূর্ণভাবে নিযুক্ত না থাকিলে মহাজ্ঞানিগণেরও ধ্বংস অনিবার্য্য।

কখনও বৈষ্ণবসেবাকে উপায়রূপে গ্রহণ করিবে না অর্থাৎ বৈষ্ণবের দ্বারা নিজের কোন অভীষ্টলাভ চরিতার্থ করিবে না, তাহাই উপেক্ষা। বৈষ্ণব-সেবার জন্যই বৈষ্ণব-সেবা করিবে।

ভগবদ্ভক্তকে সম্বোধন করিতে হইলে কখনও প্রশ্নাত্মক শব্দ ব্যতীত অপর ভাষা ব্যবহার করিবে না।

কোন বৈষ্ণবের দর্শনলাভ ঘটিলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রতি প্রণত হইতে ভুলিও না।

শ্রীভগবদ্বিগ্রহ, তাঁহার নিজজন বা যে-কোন পূজ্যাস্পদ ব্যক্তির সম্মুখে পাদপ্রসারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইবে না।

শ্রীভগবন্মন্দির, শ্রীগুরুদেব বা ভগবানের নিজজনের দিকে পাদপ্রসারণপূর্ব্বক নিদ্রা যাইবে না।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব

বিদ্যালীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিরহ-তিথিপূজা গত ৭ই পৌষ, ২২শে ডিসেম্বর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে তাঁহার সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন।

প্রত্যূষে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীর ও শ্রীগোবর্দ্ধনাভিমুখে চটক-পর্ব্বত পরিক্রম ও শ্রীশ্রীগদাধর-প্রাণনাথ শ্রীশ্রীটোটা-গোপীনাথের প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীগোপীনাথ সীত সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্যাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম প্রত্যূষ হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপার স্মরণ করিয়া কতিপয় ভক্তের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে শ্রীভোগ-রাত্রিকের পর শ্রীপুরুষোত্তমের কতিপয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠের মহান্ত ও সেবকবৃন্দ তথা শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীকানাই খুঁটিয়ার বংশধর কতকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও বহু বৈষ্ণব, অতিথি অভ্যাগতকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রাজভোগ শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। রাত্রিতে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপাদেশে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের শ্রীমুখবিগলিত কতকটী উপদেশ অনুকীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমাধিক্ষেত্রে ও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিকারক্ষেত্রে ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে ও আনুগত্যে সুমেধ-তিথিপূজা, সংকীর্ত্তন, 'শ্রীনরহরি-সংলাপ', প্রবন্ধাবলী, বক্তৃতাবলী, পত্রাবলী পারায়ণ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মহিমা-কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

গৌড়ীয়-মিশনের সমস্ত ভক্তি-প্রতিষ্ঠানেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি-পূজা-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল শ্রীজীবপ্রভু-বিরহ-তিথিপূজা

গত ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী, শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথি শ্রীশ্রীগুরুপাদ-পদ্মের আনুগত্যে সমস্ত ভক্তি-প্রতিষ্ঠানে সংকীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বিরহতিথির আরাধনা করেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রত শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর অহৈতুকী করুণার কথা অনুকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর শ্রীভক্তিসন্দর্ভের উপদেশ ও শিক্ষায় আমাদের ন্যায় দুরিত জীবকে আকৃষ্ট ও প্রবুদ্ধ করিয়া যে কিরূপ করুণা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বভাষা বর্ণনা করিতে পারে না। সমগ্র জীব-জগতের প্রতি সর্ব্বজীব-প্রভু শ্রীশ্রীল-শ্রীজীব-প্রভুর করুণা অতুলনীয় ও অসমোর্দ্ধা।

[অতঃপর প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ** (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের স্বলাভিষিক্ত অধস্তন)

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক— শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী, সহকারী —শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী এডভোকেট; (২) শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুর ভক্তিশাস্ত্রী, সহ—শ্রীহরবিনোদ দাসাধিকারী; (৩) আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি; (৪) শ্রীযোগ-ভজন (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি; (৫) শ্রীমদ্বৈত-ভবন (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী; (৬) শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট, সেবক—শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী; (৭) শ্রীধর-অঙ্গন, সেবক— শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী; (৮) শ্রীযোগাদ্যা-মঠ—'গৌড়ের মৈথিল' (মাউগাছি, পোঃ জাহানগর, বর্দ্ধমান) সেবক— শ্রীউপেন্দ্রবিলাস দাসাধিকারী ইত্যাদি; (৯) শ্রীকল্পতরু-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীবিনোদানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি; (১০) শ্রীআনন্দসুখদ-কুঞ্জ, শ্রীগোদ্রুম (পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া) সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি; (১১) শ্রীসুবর্ণ-বিহার-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীগুরুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি; (১২) শ্রীমধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (মাউতারা, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী; (১৩) শ্রীকৃষ্ণকুটীর (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপরমপদ ব্রহ্মচারী; (১৪) শ্রীএকায়ন-মঠ (গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, নদীয়া) সেবক— শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী; (১৫) শ্রীমহেশ-পণ্ডিতের শ্রীপাট (কাঁঠালপুলি, পোঃ হাসখালি, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধাগ্রাম ব্রহ্মচারী; (১৬) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ (পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা) সেবক—শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি; (১৭) শ্রীগোপালজী মঠ (কমলাপুর, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা) সেবক—শ্রীমতিগোপাল ব্রহ্মচারী; (১৮) শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ (গোলকীবাড়ী রোড, ময়মনসিংহ) সেবক—শ্রীশিবরাত্রিব্রতী বিদ্যারত্ন ইত্যাদি; (১৯) আমলাযোড়া-প্রপন্নাশ্রম (পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী; (২০) অম্বরি-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ অম্বরি, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীঅচ্যুতপদ দাসাধিকারী ইত্যাদি; (২১) শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ (চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ইত্যাদি; (২২) পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিঠাপুর, পাটনা, বিহার) সেবক—শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী; (২৩) গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (রমণা রোড, গয়া, বিহার) সেবক—শ্রীপাদ রাধানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি; (২৪) শ্রীনরোত্তম-গৌড়ীয়মঠ (৮।১৭ বড়গন্ডীবসিং, বেনারস সিটি, ইউ-পি) সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী; (২৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ (এলাহাবাদ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী; (২৬) লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পরমেশ্বরীদয়াল বিল্ডিং, লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় দাসাধিকারী; (২৭) শ্রীপরমহংসমঠ (পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ-পি) সেবক—নীলমাধব দাসাধিকারী ইত্যাদি; (২৮) মথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (বিশ্রামঘাট, মথুরা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী; (২৯) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ (পুরাণগঞ্জ, শ্রীরাধা-বৃন্দাবন, ডিঃ মথুরা, ইউ-পি) সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী ইত্যাদি; (৩০) শ্রীকৃষ্ণ বিহারী মঠ (গোবর্দ্ধন, মথুরা) সেবক—শ্রীবলাইদাস ব্রজবাসী; (৩১) শ্রীব্রজবান্ধবসুখদকুঞ্জ (পোঃ শ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীইন্দ্রদেব দাসাধিকারী; (৩২) শ্রীসঙ্কেতবিহারী মঠ (পোঃ বর্ষাণা, মথুরা) সেবক—শ্রীরাম দাসাধিকারী; (৩৩) শ্রীগৌরবিহারী মঠ (সেখপাড়ী, পোঃ ফোকোন, জেলা গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীপ্রভাচরণ দাসাধিকারী; (৩৪) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ (কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী,

(৩৪) শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীকিতিপাবন ব্রহ্মচারী ; (৩৫) দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৪৪নং হনুমান্ রোড, নিউ দিল্লী) সেবক—শ্রীরাধাচৈতন্য ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীব্রজপাদেশ দাসাধিকারী ; (৩৭) বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কল্যাণদাস বিল্ডিং, গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ২৬)—শ্রীনিস্তারিদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৩৮) মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ) সেবক—শ্রীপাদ ব্রজসুন্দর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীরাজ গোপাল দাসাধিকারী ; (৩৯) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কত্তুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ), সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্র গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৪০) শ্রীপুরুষোত্তমমঠ (চটক পর্ব্বত, পোঃ পুরী) সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গগ্রহ ব্রহ্মচারী ; (৪১) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ (আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীগৌরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪২) শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী) সেবক—শ্রীহরাংশু ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪৩) শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ (বাদশগদি, উড়িষ্যাবাজার, কটক) সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ দেবাধিকারী ইত্যাদি ; (৪৪) খুঁড়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (২৪ পরগণা) সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী ; (৪৫) দার্জ্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কুরসিয়ং, দার্জ্জিলিং) সেবক—শ্রীসাধনচন্দ্রন দাসাধিকারী, (৪৬) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস (ব্রহ্মপুর, গঞ্জাম) সেবক—শ্রীবীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; (৪৭) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাভিবর্দ্ধক) (আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী ; (৪৮) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাভিবর্দ্ধক) পুরী, সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস ; (৪৯) শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠ 46, Christ Church Avenue, Brondesbury, London N.W. 6, সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দত্তী (Miss C. Bowtell) ; (৫০) রেমুণা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৬৭।৬৪ নং হাট, ইষ্ট রেমুণা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫১) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠ (চট্টগ্রাম) সেবক—শ্রীজ্যোতিরভাস্বরূপ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫২) শ্রীরাধাকুণ্ড-গৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন, রঘুনাথকুণ্ড, সেবক—শ্রীশ্রীনিকেতন ব্রহ্মচারী ; (৫৩) ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীঅদ্বিশোরদাস অধিকারী ;(৫৪) শ্রীভাগবত-আসন ও প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কৃষ্ণনগর, সেবক—শ্রীপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী ; (৫৫) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীবিষ্ণুচরণ ব্রহ্মচারী ; (৫৬) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (কটক) সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (৫৭) শ্রীচৈতন্যমঠাদাতব্য-চিকিৎসালয় (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—ডাঃ শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৫৮) পরিব্রাজকাচার্য্য-ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-কেবল ঔডুলোমি মহারাজ ; (৫৯) কাজীর সমাধি-পাট, সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী (৬১) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ (চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীবিষ্ণুপদ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬২) শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ (বিদ্যানগর, পোঃ আমলগ্রাম, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৩) শ্রীজয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৪) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরামরাঘব ব্রহ্মচারী ; (৬৫) শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠ (পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা) সেবক—শ্রীপতি দাসাধিকারী; (৬৬) সরভোগ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ চকচকা, কামরূপ) সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী ; (৬৭) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম, (পোঃ গোয়ালপাড়া আসাম), সেবক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী ; (৬৮) শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ (ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম) সেবক—শ্রীসৎপাত্রদাস অধিকারী ; (৬৯) শ্রীরূপচৈতন্যমঠপীঠ (কিশোরপুরা, বৃন্দাবন) সেবক—শ্রীপাদ গোস্বামি-চরণ অধিকারী ; (৭০) শ্রীরাধাকুণ্ড-গৌড়বাটী, সেবক—শ্রীহরিগোবিন্দ দাসাধিকারী ; (৭১) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম (গোবর্দ্ধন, মথুরা) সেবক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী ; (৭২) শ্রীকক্কিকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী), সেবক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী ; (৭৩) নীলাকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী) সেবক – শ্রীগোলাইচন্দ্র গোবিন্দ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৭৪) বালেশ্বর-শ্রীগৌড়ীয়মঠপীঠ (বালেশ্বর) সেবক—শ্রীরসিকানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৭৫) পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-সুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ; (৭৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (১৪।৪ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক—শ্রীগিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৭৭) শ্রীমাধবেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠ (রেমুণা, বালেশ্বর) সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

ঢাকা—৩৮৮ ভক্তিসংসদমিতি রোড্, দি মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলব্রহ্ম দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-আবির্ভাব-সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্থ-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

চতুশ্চিংশ খণ্ড ২৭শ-৩০শ সংখ্যা

২৩ মাধব, ৪৪৯ গৌরাব্দ ; ২৬শে মাঘ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ ; ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ

প্রবন্ধ-সূচী— ১। শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু ১১২ ;

২। স্বধামে ২০৮ ;

৩। চয়ন ২০৮ ।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রম-পঞ্জী

২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার—(১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ ও (২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ—(শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমুরারিগুপ্তালয়, শ্রীনিবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীগৌরজন্মস্থিটা ; সরডাঙ্গা, সিমুলিয়া, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর, শ্রীধর-অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি)।

২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ, বুধবার—একাদশী—বিশ্রাম।

৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার—(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও (৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ —(গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বতপগঞ্জ, শ্রীগুরুভক্তিকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া ; মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)।

১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ, শুক্রবার—বিশ্রাম।

২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ্চ, শনিবার—(৫) শ্রীকোলদ্বীপ, (৬) শ্রীঋতুদ্বীপ, (৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ, (৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও (৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ—(সহর নবদ্বীপ, গদখালির কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল-আমাদ, কোলের ছহ ; রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌরপদাধরের শ্রীমন্দির ; বিদ্যানগর, জারগর ; আমগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর) রুদ্রপাড়া, শঙ্করপর, ঐরাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা)।

২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ্চ, শনিবার—শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ, রবিবার—**শ্রীগৌরপ্রকটোৎসব**। শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

Abbreviated Telegraphic Address of The Secretary, Gaudiya Mission, 16A Kaliprasad Chakravarti Street, P. O. Baghbazar, Calcutta is— "GAUDIYAMAT" Calcutta.

সম্পাদক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

[২০৮ পৃষ্ঠার পর]

Bengal Vaishnava Sanskrit Literature has some notable features. Except for some Jaina Sanskrit Biographical works, Murari Gupta's Chaitanya Charitamrita and Kavikarnapura's Chaitanya Charitamrita have no parallel in the whole range of Sanskrit Literature. These are replete with authoritative information and, as such, are exhilaratingly refreshing. Vaishnava Kavyas of Bengal are remarkable for their employment of chosen phraseology, newly-coined words, choicest expressions, new metres, etc. In the whole range of Sanskrit Champu Literature there is nothing of the type of Jiva Gosvamin's Gopalachampu, so voluminous and so full of poetical inspiration and thought. The Vaishnava Dutakavyas headed by the Manoduta of Vishnudas, maternal uncle of Sri-Chaitanya, the Hamsaduta and Uddhavasandesa of Rupa Gosvamin, the Padankaduta of Krishnanath Sarvabhauma, etc., are matchless in their own ways. Biographical, dramas like Chaitanya-Chandrodaya, dealing with actual historical facts, are unique contributions of Bengal Vaishnavism to Sanskrit. Introduction of eternal or occasional Lila for dramatical performance is also novel. Vishvanath in his Sahitya-Darpan defines Virudas as eulogies of Kings, but Vaishnava poets have made Virudas vehicles of religious inspiration in novel forms. The Viruda-Literature is undoubtedly a novel creation of Bengal Vaishnavas.

—Dr. J. B. Chaudhuri (Professor, Presidency College and Lecturer, Calcutta University, Calcutta.

গৌড়ীয় মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

যথাবিহিতসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার হইতে পঞ্চদিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালক-সমিতির সেবোদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রম করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমে যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমের বিবরণ প্রচ্ছদপটের প্রথম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ইতি—

শ্রীসজ্জন-কিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ
কার্য্যসচিব, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা।

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৫২ সন

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ্চ, শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্ত-সম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী-কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথি-সেবা ও যাত্রা-মহোৎসবাদি হইবে। ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ, রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্যের আলোচনা হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গলাভে পরমানন্দিত হইবেন।

আগামী ২রা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন-নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীনাম-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার হইতে ২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ্চ, শনিবার পর্য্যন্ত নয়টি দ্বীপ পরিক্রম হইবে।

শ্রীসজ্জন-কিঙ্কর
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ, কার্য্যসচিব,
শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-আবির্ভাব-সংখ্যা

গৌড়ীয়

২৪শ খণ্ড | ২৩ মাধব, ৪৫৯ গৌরাব্দ ; ২৬শে মাঘ, ১৩৫২ ; ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ | ২৭শ-৩০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু

[১]

স্বরূপ-নিরূপণ

"বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ॥"

(চৈ চ আ ৬।১)

যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞব্যক্তিও তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারেন, সেই অদ্ভুতচেষ্টাবিশিষ্ট শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যকে আমি বন্দনা করি।

স্বয়ং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যখন শ্রীঅদ্বৈত-স্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন, তখন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবকোটি-সম্বন্ধে আর কি কথা ?

শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদর-প্রভুর কড়চা-ধৃত শ্লোকে শ্রীশ্রী-অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর এইরূপ তত্ত্ব-নিরূপণ দৃষ্ট হয়,—

"মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥"

(চৈ চ আ ৬।৪-৫ সংখ্যাধৃত-শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চার শ্লোক)

যে মহাবিষ্ণু, মায়াদ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্ত্তা ; ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার। হরি হইতে অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত' ; ভক্তিশিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলে : সেই ভক্ত-অবতার অদ্বৈতাচার্য্য-ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এতৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর।
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য॥"

(চৈ চ আ ৬।৬-৭)

জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল-গুণধাম।
মঙ্গল চরিত্র সদা, 'মঙ্গল' যাঁ'র নাম॥

আপনে পুরুষ—বিশ্বের 'নিমিত্ত'-কারণ।
অদ্বৈত-রূপে 'উপাদান' হন নারায়ণ॥
'নিমিত্তাংশে' করে' তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
'উপাদান' অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥"

(ঐ ৬।১২, ১৬-১৭)

একই মায়া উপাদানাংশে 'প্রধান' ও নিমিত্তাংশে 'মায়া'। মহাবিষ্ণু মায়ার এই দুই বৃত্তিতে দুই প্রকার অধিষ্ঠাতৃরূপে বিদ্যমান। মহাবিষ্ণু এক স্বরূপে প্রকৃতির হইয়া জগতের 'মূল নিমিত্ত কারণ', দ্বিতীয় স্বরূপে 'প্রধানে'র অনুগামী হইয়া 'শ্রীঅদ্বৈত'। অতএব শ্রীকারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ হইতে শ্রীঅদ্বৈতের কিছুমাত্র ভেদ নাই—কেবল শরীরভেদ।

"মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম॥
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব-বিশ্বের সৃজন।
অবতরি' কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন॥
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি' দান।
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান॥
ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁ'র নাহি কার্য্য।
অতএব নাম হৈল 'অদ্বৈত-আচার্য্য'॥
বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য।
দুইনাম-মিলনে হৈল 'অদ্বৈত-আচার্য্য'॥
কমল-নয়নের তেঁহো, যাঁতে 'অজ', 'অংশ'।
'কমলাক্ষ' বলি' ধরে' নাম অবতংস॥

• • •

অদ্বৈত-আচার্য্য—ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁ'র তত্ত্ব-নাম-গুণ, সকলি আশ্চর্য্য॥
যাঁহার তুলসীজলে, যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে॥
যাঁ'র দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন-প্রচার।
যাঁ'র দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার॥
আচার্য্য-গোসাঞির গুণ-মহিমা অপার।
জীবক্ষুদ্র কোথায় পাইবেক তাঁ'র পার॥
আচার্য্য গোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।
আর এক 'অঙ্গ' তাঁ'র প্রভু নিত্যানন্দ॥"

(চৈ চ আ ৬।২৪-৩০, ৩২-৩৬)

"মাধবেন্দ্র পুরীর ইহো শিষ্য, এই জ্ঞানে।
আচার্য্য-গোসাঞিরে প্রভু গুরু করি' মানে॥
লৌকিক-লীলাতে ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-রক্ষণ।
স্তুতি-ভক্ত্যে করে' তাঁ'র চরণ বন্দন॥
চৈতন্য-গোসাঞিকে আচার্য্য করে' 'প্রভু'-জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁ'র 'দাস'-অভিমান॥
সেই অভিমান-সুখে আপনা' পাসরে।
'কৃষ্ণদাস' হও—জীবে উপদেশ করে'॥"

(ঐ ৬।৩৯-৪২)

"চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁ'র দাসের দাস॥'
এত বলি' নাচে, গায়, হুঙ্কার গম্ভীর।
ক্ষণেকে বসিলা আচার্য্য, হৈলা সুস্থির॥

• • •

সঙ্কর্ষণ-অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী॥
তাঁহার প্রকাশ-ভেদ, অদ্বৈত-আচার্য্য।
কায়মনোবাক্যে তাঁ'র ভক্তি সদা কার্য্য॥
বাক্যে কহে, 'মুঞি চৈতন্যের অনুচর'।
'মুঞি তাঁ'র ভক্ত'—মনে ভাবে নিরন্তর॥
জল-তুলসী দিয়া করে' কায়াতে সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন॥"

(ঐ ৬।৮৪-৮৫, ৮৯-৯২)

"অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার॥
সংকীর্ত্তন প্রচারিয়া সব জগৎ তারিল।
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল॥"

(ঐ ৬।১১১-১২)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শ্রীনবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা-প্রচারের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
'অদ্বৈত-আচার্য্য' নাম, সর্ব্ব-লোকে ধন্য॥
জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণ-ভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্ব্বত্র বাখানে,—'কৃষ্ণপদভক্তি সার'॥
তুলসীমঞ্জরী-সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহা-কুতূহলে॥

হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণ নাথ।
ভক্তিবশে আপনে যে হইলা সাক্ষাৎ॥
অতএব অদ্বৈত—বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য।
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে যাঁ'র ভক্তিযোগ ধন্য॥
এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি' দুঃখ পায়॥
সকল সংসার মত্ত বাবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভক্তি কা'রো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে'॥
নিরবধি নৃত্য-গীত, বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গল॥
কৃষ্ণ-শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ॥
স্বভাবে অদ্বৈত—বড় কারুণ্য-হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিত্তে ইইয়া সদয়॥
'মোর প্রভু আসি' যদি করে' অবতার।
তবে হয় এ-সকল জীবের উদ্ধার॥
তবে ত' 'অদ্বৈত সিংহ' আমার বড়াই।
বৈকুণ্ঠবল্লভ যদি দেখাঙ হেথাই॥
আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব, গাইব সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া॥'
নিরবধি এইমত সঙ্কল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণ-পদ একচিত্ত হৈয়া॥
'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য-অবতার।'
সেই প্রভু কহিয়াছেন বারবার॥"

(চৈ ভা আ ২।৭৮-৯৫)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীগৌরাবির্ভাবের পূর্ব্বে জগতের অবস্থা ও শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর জীবের প্রতি কৃপা ও ভক্ত-পোষণলীলার কথা বর্ণন করিয়াছেন,—

"বিষ্ণুভক্তিশূন্য দেখি' সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সবাকার॥
কৃষ্ণ-কথা শুনিবেক হেন নাহি জন।
আপনা-আপনি সবে করেন কীর্ত্তন॥
দুই-চারি দণ্ড থাকি' অদ্বৈতসভায়।
কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে সকল দুঃখ যায়॥
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি, করেন ক্রন্দন॥
সকল বৈষ্ণব মেলি' আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণিমাত্র কা'রে কেহ নারে বুঝাইতে॥
দুঃখ ভাবি' অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণবগণে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥"

◆　　◆　　◆　　◆

"শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই' সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে বোলে॥
'শুন, শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণে সর্ব্বনয়ন-গোচর॥
সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইবে কৃষ্ণভক্তি তোমা'-সবা লৈয়া॥
যবে নাহি পারোঁ, তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি-ভুজ, চক্র লইমু হাতে॥
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু খণ্ড নাশ।
তবে কৃষ্ণ—প্রভু মোর, মুঞি—তাঁ'র দাস॥'
এই মত অদ্বৈত বলেন অনুক্ষণ।
সঙ্কল্প করিয়া পূজে কৃষ্ণের চরণ॥"

(চৈ ভা আ ২।১০৩-৮, ১১৭-২২)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু-প্রমুখ ভক্তগণ জীবের কুমতি দেখিয়া ক্রন্দন করিতেন। পৃথিবীর এইরূপ বহির্ম্মুখ অবস্থা দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবিশ্বরূপ বনবাসী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের জন্য উদ্গ্রীব হইলেন। শ্রীবিশ্বরূপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীঅদ্বৈতসভায় প্রত্যহ উপস্থিত হইতেন এবং সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিপরা ব্যাখ্যা করিতেন। ইহা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু আনন্দে হুঙ্কার করিতেন। ভক্তগণও শ্রীবিশ্বরূপের সঙ্গে শ্রীভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রীঅদ্বৈত-সভা পরিত্যাগ করিতে চাহিতেন না। শ্রীবিশ্বরূপ সর্ব্বদাই শ্রীঅদ্বৈত-সভায় থাকিতেন। শ্রীঅদ্বৈত-সভা হইতে শ্রীবিশ্বরূপকে ভোজনার্থ ডাকিয়া আনিবার জন্য শ্রীশচীদেবী প্রত্যহ শ্রীবিশ্বম্ভরকে পাঠাইতেন। তখন শ্রীনিমাইর শ্রীঅদ্বৈত-সভায় ভক্তগণের দর্শন ও তাঁহাদের ইষ্টগোষ্ঠী শ্রবণের সুযোগ হইত। ভক্তগণও শ্রীগৌর-

গোপালের মোহনরূপ-দর্শনে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। শ্রীবিশ্বরূপ কিছু সময়ের জন্য নামমাত্র গৃহে গমন করিয়া পুনরায় অতি সত্বর শ্রীঅদ্বৈত-মন্দিরে চলিয়া আসিতেন। মাতা-পিতা শ্রীবিশ্বরূপের বিবাহের উদ্যোগ করিলে শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণ-পূর্ব্বক গৃহ ত্যাগ করেন এবং 'শ্রীশঙ্করারণ্য'-নামে পরিচিত হন। শ্রীবিশ্বরূপের সন্ন্যাস দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বহু ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

শ্রীবিশ্বরূপের সঙ্গ-বঞ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণের অভাবে এবং অপরদিকে বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষী অদ্বৈলোক-সমাজের চরাচার-দর্শনে ভক্তগণের দুঃখ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; তখন—

"প্রবোধের লাগারে অদ্বৈত-মহাশয়।
'পাইবা পরমানন্দ সবেই নিশ্চয়॥
এবে বড় বাসোঁ মুক্তি হৃদয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি,—'কৃষ্ণচন্দ্র করিলা প্রকাশ'॥
সবে 'কৃষ্ণ' গাও গিয়া পরম হরিষে।
এথাই দেখিবা কৃষ্ণে কথেক দিবসে॥
তোমা'-সবা লঞা হইবে কৃষ্ণের বিলাস।
তবে সে 'অদ্বৈত' হউ শুদ্ধকৃষ্ণদাস' ॥"

(চৈ ভা আ ৭।১০৩-৮)

[২]

চরিতোপকরণ

'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-আদি প্রামাণিক গ্রন্থে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর যে চরিত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই ভক্ত, সজ্জন ও সুধীগণের আরাধ্য। ঈশান-নাগরের 'অদ্বৈত-প্রকাশ', হরিচরণদাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল,' লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের 'বাল্যলীলা-সূত্র', বিষ্ণুদাসের 'সীতাগুণকদম্ব', লোকনাথ-দাসের 'সীতা-চরিত্র' প্রভৃতি পুস্তকগুলিতে শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীঅদ্বৈতেশ্বরী শ্রীসীতাদেবী ও শ্রীঅদ্বৈতনন্দন শ্রীঅচ্যুতানন্দের যে-সকল চরিত-প্রসঙ্গ আছে, তাহা কোনও প্রামাণিক শ্রীগৌরচরিত-লেখকগণ উল্লেখ বা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং ঐসকল পুস্তকের বিবরণ শুদ্ধ ভক্তগণ সতর্কতার সহিতই গ্রহণ ও স্বীকার করেন।

১৩০৩ বঙ্গাব্দের মাঘ-মাসের 'সাহিত্যপরিষৎ'-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় 'অদ্বৈত-প্রকাশে'র সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন,—"আমরা বহু পরিশ্রমে ১৭০৩ শকে লিখিত 'অদ্বৈত-প্রকাশে'র একখানি 'প্রতিলিপি' সংগ্রহ করিয়াছি।"

'অমৃতবাজার-পত্রিকা'-অফিস হইতে 'অদ্বৈত-প্রকাশে'র যে সংস্করণটী প্রকাশিত হয়, উহার প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় শ্রীঅচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—"শ্রীহট্টের অন্তর্গত সুনামগঞ্জ সাব্‌ডিভিসনের মধ্যে লাউড়-পরগণা। এই লাউড় পরগণাস্থিত নবগ্রামে (বর্ত্তমানে জনশূন্য) অদ্বৈতপ্রভুর জন্ম হয়। অদ্বৈতের পিতা কুবের পণ্ডিত লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। ... 'অদ্বৈত-প্রকাশ' শ্রীহট্টবাসী ঈশ্বানদাস-কর্ত্তৃক শ্রীহট্টে (নবগ্রামে) বিরচিত হয়। 'অদ্বৈত-প্রকাশ' যখন প্রণীত হয়, গ্রন্থকার তখন বৃদ্ধ,—বয়স ৭০ বর্ষের উর্দ্ধ। গ্রন্থখানি ১৪৯০ শকে বিরচিত হয়। যথা, অদ্বৈত-প্রকাশে—

'চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে।
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড়-ধামে॥"

উক্ত গ্রন্থ যাঁহারই লিখিত হউক, সেই গ্রন্থকার বা গ্রন্থের কথা শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল লোচন-দাস ঠাকুর-প্রমুখ মহাজন—কেহই কোনরূপে উল্লেখ করেন নাই; এমন কি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীঅদ্বৈতশাখা-বর্ণনে শ্রীঅদ্বৈতশিষ্য ঈশানের কোন নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। উক্ত 'অদ্বৈত-প্রকাশে' কতকগুলি অদ্ভুত অপ্রামাণিক উক্তি পাওয়া যায়; যথা—

লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের সভা-পণ্ডিত কুবের-আচার্য্য তর্কপঞ্চাননের পুত্ররূপে শ্রীকমলাক্ষ ভট্টাচার্য্য (শ্রীঅদ্বৈতের পূর্ব্বনাম) মাঘী সপ্তমীতে ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দে লাউড়-পরগণার নবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কমলাক্ষ বার বৎসর বয়সে শান্তিপুরে আগমন করেন (২য় অঃ, ৮ পৃঃ)। তথায় ষড়্‌দর্শন, তৎপর বর্ষত্রয় বেদশাস্ত্র পাঠ ও বেদপঞ্চানন-উপাধি প্রাপ্ত হন (৩য় অঃ, ৯ পৃঃ)। মাতা-পিতা পরলোক গমন করিলে প্রায় ঊনিশ বৎসর বয়সে ১৪০২-৫৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগয়াধামে পিণ্ডদান, শ্রীরেমুণায় শ্রীগোপীনাথ-দর্শনাদি করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমাদি বহু তীর্থে ভ্রমণ করেন। ক্রমে শ্রীমধ্বাচার্য্যের স্থানে উপনীত হইয়া তথায় শ্রীশাণ্ডিল্যসূত্র ও শ্রীনারদসূত্রের ভক্তির ব্যাখ্যান শ্রবণ

করেন ; শ্রীমদ্ভাচার্য্যস্থানেই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং পুরীপাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমাধ্বভাষ্য শ্রবণ করিয়া তাহা কণ্ঠস্থ করেন। পুরীপাদের নিকট শ্রীঅনন্তসংহিতা-গ্রন্থ দেখিয়া তিনি তথায় শ্রীগৌরাবতারের বিষয় জানিতে পারেন এবং শ্রীগৌরনামসংকীর্ত্তন করেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীঅনন্তসংহিতার প্রতিলিপি লিখিয়া লইয়া অন্যান্য তীর্থপর্য্যটনে চলিলেন (৪র্থ অঃ ১২ পৃঃ)। মিথিলায় শ্রীবিদ্যাপতির সহিত শ্রীঅদ্বৈতের সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে বিজয় করিতেছিলেন, তখন তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে শান্তিপুরে গিয়া বিবাহ করিবার আজ্ঞা দেন। কারণ,—

"কৃষ্ণকৃপায় হৈবে তোঁহার বহুত সন্তান।
জীব নিস্তারিবে সভে দিয়া কৃষ্ণনাম॥"
(অঃ প্রঃ, ৫ম ১৮ পৃঃ)

'অদ্বৈত-প্রকাশে' শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পুত্রগণের জন্মের তারিখ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে,—

১। শ্রীঅচ্যুতানন্দ—১৪১৪ শক, বৈশাখী পূর্ণিমা। (অঃ প্রঃ, ১১ অঃ, ৪৫ পৃঃ)

২। শ্রীকৃষ্ণদাস—১৪১৮ শক, চৈত্র, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। (ঐ ১১অঃ, ৪৬ পৃঃ)

৩। শ্রীগোপালদাস—১৪২২ শক, কার্ত্তিক, শুক্লা দ্বাদশী। (ঐ ১১ অঃ, ৪৭ পৃঃ)

৪। শ্রীবলরাম—১৪২৬ শক, পৌষ-মাস। (ঐ ১৫ অঃ, ৬০ পৃঃ)

৫। শ্রীস্বরূপ ও শ্রীজগদীশ—১৪৩০ শক, জ্যৈষ্ঠ-মাস, (ঐ ১৫ অঃ, ৬১ পৃঃ)।

ইহারা প্রত্যেকেই যেন ঠিক চার বৎসর পর পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; ইহার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নাই। ঈশান-নাগরের বর্ণনানুসারে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগৌর অপেক্ষা ৪২ বৎসরের বড় ছিলেন (১০ অঃ, ৪৩ পৃঃ)। শ্রীঅদ্বৈত ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। ঈশান-দাসের মতে শ্রীল ঠাকুর হরিদাস ১৩৭২ শকে বা ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (৭ম অঃ, ২৬ পৃঃ)। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট দর্শন-শাস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন (৭ম অঃ, ২৬ পৃঃ)। যে তর্ক-চূড়ামণি শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিকট তর্কে পরাজিত হইয়া বৈষ্ণববর্ম্ম-বলম্বী হইয়াছিলেন, তিনি শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর গুরুদেব—শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু শ্রীশচী ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে "চতুরক্ষর শ্রীগৌরগোপাল-মহামন্ত্রে" দীক্ষিত করিয়াছিলেন (১০ম অঃ, ৪১ পৃঃ)। শ্রীশচীদেবী দীক্ষা গ্রহণ করিলেও শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। সেইজন্য নিমাই আবির্ভূত হইয়া শ্রীশচীমাতার স্তন্যপান করিলেন না (১০ম অঃ, ৪৩ পৃঃ)। কোনও ভারতী-নামধারী শ্রীনিমাইকে যজ্ঞসূত্র ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন (১০ম অঃ, ৪৫ পৃঃ)। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট শ্রীলোকনাথ ও শ্রীল গদাধর শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিতেন, শ্রীবিশ্বম্ভর তাহা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার পড়িয়াছিলেন (১২ অঃ, ৫২ পৃঃ)। পঞ্চম-বর্ষীয় শ্রীঅদ্বৈত-তনয় শ্রীকৃষ্ণমিশ্র একদিবস শ্রীসীতাদেবীকে না বলিয়া 'গৌরায় নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কদলীভক্ষণ করিয়াছিলেন। সেইদিন বিশ্বম্ভর আর অন্ন গ্রহণ করেন নাই ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের ঐ মন্ত্রেই তাহার তৃপ্তি হইয়াছিল (১২শ অঃ, ৪৯ পৃঃ)। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীগীতা ও শ্রীযোগবাশিষ্ঠের তাৎপর্য্য ভাষ্য রচনা করিয়া উহা শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন (১৪শ অঃ, ৫৯ পৃঃ)। ঈশান-নাগরের বর্ণনানুসারে নিমাই পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত ও ন্যায়ের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার টীকার দ্বারা শ্রীধরস্বামিপাদ ও অনেক দ্বিজের টীকার প্রতি লোকের আদর পাছে হ্রাস হয়, সেই জন্য উভয় টীকাকেই তিনি সঙ্গোপন করেন (১৯শ অঃ, ৮৫ পৃঃ)। ঈশান-নাগরের মতে শ্রীঅদ্বৈতাত্মজ শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের পুত্রদ্বয় শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীদেবগোবিন্দ শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দের অবতার (২১শ অঃ, ৯৭ পৃঃ)। ঈশান-নাগরের 'অদ্বৈত-প্রকাশে' কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-নামে খ্যাত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের স্তব রচনা করেন (১৭শ অঃ, ৭৭ পৃঃ)। ঈশান-নাগরের মতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু সোয়াশত বর্ষ ধরাধামে অবস্থান করেন। তাঁহার অপ্রকট-লীলাবিষ্কার-কালে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, পণ্ডিত শ্রীদামোদর, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন (২২শ অঃ, ১০৩ পৃঃ)।

শ্রীঅদ্বৈত-চরিত-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে গিয়া কোনও পুস্তকের কৃত্রিমতা-সম্বন্ধে প্রমাণাবলীর উল্লেখ করিতে গেলে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে এবং প্রবন্ধ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া যাইবে,—এই ভয়ে আমরা তদালোচনায় নিরস্ত হইলাম। তবে দুই-একটি উদাহরণ দিয়া আমরা কেবল ইহাই দেখাইব যে, ঐ সকল গ্রন্থের বর্ণনা স্বীকার করিতে গেলে প্রামাণিক গ্রন্থের তথ্যকে অস্বীকার করিতে হয়। (ক) 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' (৬।৩১) ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ৬।৫০।৫৬) লিখিত আছে যে, 'শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের নিকট প্রথমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পরিচয় পাইয়াছিলেন'; কিন্তু ঈশান-নাগরের মতে 'নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপ-লীলাকালে দুই-বৎসর-কাল শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন' (১২শ অঃ, ৪৮ পৃঃ)। যদি এই কথা সত্য হয়, তাহা হইলে শ্রীসার্ব্বভৌম শ্রীনিমাইপণ্ডিতের মত ব্যক্তিকে কয়েক বৎসর পরে চিনিতে পারেন নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় হয়। (খ) শ্রীবিদ্যাপতির সহিত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সাক্ষাৎকারের কথা কোন প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থে বা প্রামাণিক গবেষকগণের উক্তির মধ্যে পাওয়া যায় না। এরূপ বহু অসঙ্গতি পাওয়া যায়।

[৩]

'শ্রীগৌর-আনা-ঠাকুর'

পাষণ্ডিগণের দুর্ব্বাক্যের কথা যখন বৈষ্ণববৃন্দ বৈষ্ণবপতি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট নিবেদন করিলেন, তখন শ্রীরুদ্র-অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য 'সংহারিমু সব' বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং বৈষ্ণবগণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—

"আনিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর।
দেখিবা কি হয় এই যবনা-ভিতর॥
করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন গোচর।
তবে সে 'অদ্বৈত'-নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর॥"

(চৈ ভা আ ১১।৬৬-৬৪)

এই সময় অলক্ষিত-বেশে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্যবর শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীহরিরস-মদিরা-পানে মত্ত হইয়া শ্রীঅদ্বৈতমন্দিরে উপনীত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রেমিক সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারিলেন। শ্রীমুকুন্দ একটী শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-গান কীর্ত্তন করিলে শ্রীঈশ্বরপুরী তাহা শ্রবণ-মাত্র প্রেমাবেশে আবিষ্ট হইয়া অশ্রুবর্ষণপূর্ব্বক ভূ-লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তখন শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে কএক মাস বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর গঙ্গাবাস করিবার অভিলাষে শান্তিপুরের সন্নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া-গ্রামে আগমন করেন। সেই সময় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু সঙ্গাতীরাশ্রম-রিক্ত শুদ্ধভক্ত শ্রীহরিদাসের সঙ্গ লাভ করিয়া পরানন্দে নিমগ্ন হন।

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস যখন শান্তিপুরে আগমন করিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু শ্রীহরিদাসকে সম্মান করিয়া গঙ্গাতীরে একটী নির্জ্জন-গুহা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং শ্রীহরিদাসকে শ্রীগীতা ও শ্রীভাগবতের ভক্তিপর ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে নিজগৃহে প্রত্যহ ভিক্ষা করাইতেন এবং পরস্পর শ্রীকৃষ্ণকথা আস্বাদন করিতেন। একদিন ঠাকুর শ্রীল হরিদাস শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে বলিলেন,—"গোসাঞি! আমাকে প্রত্যহ অন্ন প্রদান করিতেছেন কেন? শান্তিপুরে মহা-মহাকুলীন ব্রাহ্মণের সমাজ। আমার প্রতি এইরূপ আদর প্রদর্শন করিলে হয় ত' আপনার উপর আক্রমণ হইবে।" তখন,—

"আচার্য্য কহেন,—'তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন।'
এত বলি' শ্রাদ্ধপাত্র করাইলা ভোজন॥"

(চৈ চ আ ৩।২১৯-২০)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু জগতের নিস্তারের জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত ছিলেন,—'কি করিয়া অবৈষ্ণব-জগতের মঙ্গল হইবে?' শ্রীকৃষ্ণের অবতার করাইবেনই—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি জল-তুলসীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণাবতারের আরাধনা করিয়া শান্তিপুরের গঙ্গার তীরে নির্জ্জন-গুহায় শ্রীল ঠাকুর হরিদাসও নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

শ্রীল হরিদাস বৈষ্ণব-দর্শনের লালসায় শ্রীনবদ্বীপ-পুরে আগমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীহরিদাসকে পাইয়া

প্রাণাধিক প্রিয়-জ্ঞানে লালন করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের আকর্ষণে শ্রীগোলোকবিহারী শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপবিহারী শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইলেন।

"সেইকালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত-রায়,
নৃত্য করে' আনন্দিত-মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার-কীর্ত্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে, কেহ নাহি জানে॥
দেখি' উপরাগ ছলি', শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি',
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান॥
জগৎ আনন্দময়, দেখি' মনে সুবিস্ময়,
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস।
'তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন',
দেখি'—কিছু কার্য্যে আছে ভাস॥"

(চৈ চ আ ১৩।৯৯-১০১)

শ্রীগৌরসুন্দর যখন আত্মপ্রকাশ-লীলা করিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নিজ-ভক্তিযোগ-প্রভাবে প্রভুর অবতারের কথা জানিয়াও তাহা আপাততঃ সঙ্গোপন করিলেন। কিন্তু ভক্তগণকে নিজ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, তিনি শ্রীগীতার পাঠের অর্থ ভাল বুঝিতে না পারিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে উপবাসী ছিলেন; রাত্রিকালে এক মহাপুরুষ তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন-দান করিয়া সেই পাঠের প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়াছেন এবং আচার্য্য এ-যাবৎ যত উপবাস, আরাধনা ও সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা সফল হইবে এবং দেশে-দেশে, নগরে-নগরে, ঘরে-ঘরে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন-প্রচার হইবে,—এই কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আচার্য্য জাগ্রদবস্থায় সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষকে শ্রীবিশ্বম্ভররূপে দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বে ইঁহার অগ্রজ আচার্য্যের সভায় আসিয়া শ্রীগীতার ব্যাখ্যা করিতেন; তখন শিশু শ্রীবিশ্বম্ভর অগ্রজকে ডাকিবার জন্য আসিতেন। তখনই শিশু আচার্য্যের চিত্ত কাড়িয়া লইতেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু শ্রীবিশ্বম্ভরের মহিমা অন্তরে জানিয়াও বাৎসল্য-প্রীতির বশে শ্রীবিশ্বম্ভরের শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিলেন। ক্রমশঃ শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-বিকার প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে সঙ্গে করিয়া শ্রীমায়াপুরে অদ্বৈত-সভায় গমন করিলেন; দেখিলেন,—শ্রীঅদ্বৈত ভাবাবিষ্ট হইয়া জল-তুলসীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন এবং,—

"দুই ভুজ আস্ফালিয়া বলে—'হরি হরি'।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, আপনা' পাসরি'॥
মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার।
ক্রোধ দেখি,—যেন মহারুদ্র-অবতার॥"

(চৈ ভা ম ২।২৮-২৯)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিবামাত্র শ্রীবিশ্বম্ভর ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীবিশ্বম্ভরকে 'প্রাণনাথ' বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং—

"'কতি যা'বে চোরা আজি ?'—ভাবে মনে-মনে।
'এতদিনে চুরি করি' বুল' এইখানে !
অদ্বৈতের ঠাঞি তোর না লাগে চোরাই !
চোরের উপরে চুরি করিব এথাই !"

(চৈ ভা ম ২।১৩২-৩৩)

চুরির উপযুক্ত সময় হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া আচার্য্য সমস্ত পূজার উপকরণ লইয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীচরণ-পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। গন্ধ-পুষ্প ও ধূপ-দীপ শ্রীচরণযুগলের উপরে অর্পণ করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্লোক পাঠ করিয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিলেন,—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

(শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—১ম অ ১৯।৬৫)

—এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে আচার্য্য শ্রীগৌর-হরির শ্রীচরণযুগলে পতিত হইয়া নয়ন-সরোবর হইতে প্রবাহিত অশ্রুধারার দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপদযুগল ধৌত করিলেন এবং করযোড়ে শ্রীগৌরপদতলে দণ্ডায়মান রহিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে এইরূপ অবস্থায় দেখিয়া পণ্ডিত শ্রীগদাধর সসম্ভ্রমে বলিলেন,—"গোসাঞি ! বালকের প্রতি তোমার ন্যায় প্রবীণের এইরূপ আচরণ করা যুক্তিযুক্ত নহে।" শ্রীঅদ্বৈত হাসিয়া বলিলেন,—"কিছুদিনের মধ্যেই জানিতে পারিবে—এই বালক কে ?" শ্রীবিশ্বম্ভর বহির্দ্দশায় উপনীত হইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আবেশময় অবস্থা দেখিতে

পাইলেন। প্রভু বিশ্বম্ভর তখন আত্ম-সঙ্গোপন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে দূরহইতে স্তব-নমস্কারাদি করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ ও আত্মনিবেদন করিয়া বলিলেন,—

"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর' মহাশয়!
তোমার সে আমি,—হেন জানিহ নিশ্চয়॥
বহু ভাগ্যে আমি দেখিলাম তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥
তুমি সে করিতে পার' ভবক্ষয় নাশ।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বদা প্রকাশ॥"

(চৈ ভা ম ২।১৪৬-৪৮)

আত্ম-সঙ্গোপনকারী ছদ্ম প্রভুকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সবিনয়ে বলিলেন,—"তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। তোমার নিকট আমার প্রার্থনা,—

"কৃষ্ণ কথা কৌতুকে থাকিব এই ঠাঁই।
নিরন্তর তোমা' যেন দেখিবারে পাই॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের ইচ্ছা—তোমারে দেখিতে।
তোমার সহিত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে॥"

(চৈ ভা ম ২।১৫২-৫৩)

শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের এই বাক্য স্বীকার করিলেন। ইহার পর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নিজ-প্রভুর ভক্ত-বাৎসল্য ও সেব্যস্বরূপ পরীক্ষা করিবার জন্য গোপনে শান্তিপুরে নিজ-গৃহে গমন করিলেন,—

"সত্য যদি প্রভু হয়, মুই হও দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজ-পাশ॥"

(চৈ ভা ম ২।১৫৬)

[৪]

শ্রীঅদ্বৈত-গৌর-মিলন-বিলাস

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের নিকট শ্রীব্যাস-পূজার প্রস্তাব করিলে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাস-ভবনে শ্রীব্যাস-পূজার আয়োজন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদি-ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীবাস-ভবনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীব্যাস-পূজায় অধিবাস-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সেইদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু 'নাড়া নাড়া' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভুর ঐরূপ সম্বোধনের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"'অদ্বৈত-আচার্য্য' বলি' কথা কহ যা'র।
সেই 'নাড়া' লাগি' মোর এই অবতার॥
মোহারে আনিলা নাড়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাস লঞা॥"

(চৈ ভা ম ৫।৫১-৫২)

শ্রীবাস-গৃহে শ্রীব্যাসপূজা-সমাপ্তির পর শ্রীমন্মহাপ্রভু ঈশ্বরাবেশে শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতের অনুজ শ্রীরামাই পণ্ডিতকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-সমীপে নিজ প্রকাশ-বার্ত্তা-জ্ঞাপনার্থ প্রেরণ করিলেন; শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীনবদ্বীপে বিজয়-সংবাদ নির্জ্জনে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে জ্ঞাপন করিতে বলিলেন এবং পূজোপ-করণ-সহ সস্ত্রীক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে শ্রীনবদ্বীপে আনিবার কথা বলিয়া দিলেন। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীঅদ্বৈত ভক্তিযোগ-প্রভাবে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, শ্রীরামাই শ্রীগৌরাদেশ লইয়া শান্তিপুরে আগমন করিবেন। তথাপি শ্রীঅদ্বৈত আনন্দ-বিহ্বল হইয়া অজ্ঞের ন্যায় ভাণ করিয়া শ্রীরামাইর নিকট সকল কথা শ্রবণ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশ-বার্ত্তা-শ্রবণে শ্রীঅদ্বৈত-পত্নী শ্রীসীতাদেবী পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ ও অনুচরবর্গ-সহ আনন্দে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত পূজার যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রভুর দর্শনার্থ সস্ত্রীক যাত্রা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীগৌর-সুন্দরকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে পথি-মধ্যে শ্রীরামাইকে প্রভু-সমীপে আচার্য্যের শ্রীনবদ্বীপে আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে নিষেধ করিয়া "আচার্য্য আসিলেন না" —এইরূপ কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিবার জন্য আদেশ করিলেন এবং আচার্য্য শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিলেন। এদিকে সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীবিশ্বম্ভর বিষ্ণুখট্টার উপর উপবেশন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের হৃদয়ের ভাব সর্ব্ব-সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিলেন। ইত্যবসরে শ্রীরামাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিবামাত্রই তিনি শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিয়া আচার্য্যকে নিজ-সমীপে আনয়নার্থ আদেশ করিলেন। শ্রীরামাই শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সস্ত্রীক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য দণ্ডবৎ ও স্তব-পাঠ করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রভুর অপূর্ব্ব মহৈশ্বর্য্য দর্শন করিলেন। মহাপ্রভুর প্রভাব-দর্শনে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নির্ব্বাক্ ও স্তব্ধপ্রায় হইলে

মহাবদান্য শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীআচার্য্য-সমীপে নিজ-প্রকাশ-তত্ত্ব জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব মহিমা ও দয়ার কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু-কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ-প্রক্ষালন-পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে সচন্দন-তুলসীমঞ্জরীর দ্বারা পূজা করিলেন এবং "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" শ্লোকোচ্চারণ-পূর্ব্বক শ্রীগৌর-গোবিন্দের প্রণাম করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু শাস্ত্রানুসারে পাঞ্চরাত্রিক বিধানে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীগৌরহরির স্তব-মুখে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-প্রকাশার্থ শ্রীগৌরাবতার ও তাঁহা হইতেই সমুদয় অবতারের প্রাকট্য—ইহা বর্ণন করিলেন। স্তব করিতে করিতে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণতলে পতিত হইলেন। শ্রীগৌরহরি শ্রীঅদ্বৈতের হৃদ্‌গত ভাব বুঝিতে পারিয়া আচার্য্যের শিরে নিজ শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করিলে চতুর্দ্দিক্ হইতে 'জয় জয়' মহাধ্বনি, শ্রীহরি-কোলাহল ও ভক্তগণের মধ্যে অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হইল। নিমাঞি শ্রীচৈতন্যচরণ লাভ করিয়া সস্ত্রীক শ্রীঅদ্বৈতের বহুদিনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে আদেশ করিলেন। অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য অদ্ভুত নৃত্য করিতে করিতে অত্যন্ত আবিষ্ট হইলেন। এদিকে শ্রীগৌরহরির সেবায় শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের মধ্যে যে অলৌকিকী প্রীতি নিত্য বর্ত্তমান, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের মধ্যে এক কলহ-লীলার অভিনয় আরম্ভ হইল। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়াছেন,—

"নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে অভেদ করি' জান।
এই অবতারে জানে যত ভাগ্যবান্॥
যে-কিছু কলহ-লীলা দেখহ দোঁহার।
সে সব অচিন্ত্য-রঙ্গ ঈশ্বর-ব্যভার॥
এ দু'য়ের প্রীতি যেন অনন্ত-শঙ্কর।
দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর॥
যে বা বুঝি' দোঁহার কলহ, পক্ষ ধরে।
একে বন্দে আরে নিন্দে, সেই জন মরে॥"

(চৈ ভা ম ৬।১৫২-৫৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নৃত্য হইতে বিরত হইলে প্রভু শ্রীবিশ্বম্ভর নিজের গলার মালা শ্রীঅদ্বৈতকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুনঃ পুনঃ অনুরোধের পর,—

"অদ্বৈত বলয়ে,—'আর কি মাগিমু বর?
যে বর চাহিনু, তাহা পাইনু সকল॥
তোমারে সাক্ষাৎ করি' আপনে নাচিনু।
চিত্তের অভীষ্ট যত সকল পাইনু॥
কি চাহিনু প্রভু, কিবা শেষ আছে আর?
সাক্ষাতে দেখিনু প্রভু, তোর অবতার॥
কি চাহিনু, কিবা নাহি জানহ আপনে?
কিবা নাহি দেহ তুমি দিবা দরশনে?"

(চৈ ভা ম ৬।১৬০-৬৩)

শ্রীগৌরহরি শ্রীঅদ্বৈতের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তিনি ঘরে ঘরে ব্রহ্মা-শিব নারদাদির দুর্লভ ভক্তি প্রচার করিবেন,—এই কথা শ্রীঅদ্বৈতকে জ্ঞাপন করিলেন। তখন,—

"অদ্বৈত বলয়ে—'যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
বিদ্যা-ধন কুল-আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি দে-সে-জন বাসে॥
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি' মরুক পুড়িয়া।
আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম-গুণ গাঞা॥"

(চৈ ভা ম ৬।১৭৭-৮২)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের এই প্রার্থনা শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার করিয়াছিলেন। তাই—

"এ সব বাক্যের সাক্ষী সকল-সংসার।
মূর্খ-নীচ-প্রতি কৃপা হইল তাঁহার॥
চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণ-গানে।
ভট্ট-মিশ্র-চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে॥
গ্রন্থ পড়ি' মুণ্ড মুড়ি' কা'রো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে' যাইবেক নাশ॥
অদ্বৈতের বলে প্রেম পাইল জগতে।"

(চৈ ভা ম ৬।১১১-১৪)

শ্রীগৌরহরি শ্রীবাস-ভবনে সপ্তপ্রহর ব্যাপিয়া মহাপ্রকাশ-লীলায় শ্রীভগবানের সকল অবতারের রূপসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ দিবস ভক্তগণ শ্রীগৌরহরির রাজ-রাজেশ্বর অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রমুখ ভক্ত-

তুলসী 'পুরুষসূক্ত' পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্নানাভিষেক করাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি 'না'ড়া, নাড়া, নাড়া' বলিয়া মস্তক চুলাইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে বর গ্রহণ করিতে বলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে তাঁহার পূর্ব্ব মনোভাব স্মরণ করাইয়া দিয়া শ্রীঅদ্বৈতের গীতা-অধ্যাপনার সর্ব্বত্র ভক্তি-ব্যাখ্যা, কোন কোন শ্লোকের ভক্তিপর অর্থের অপ্রতীতিতে উপবাস, স্বপ্নে মহাপ্রভুর দর্শন-দান এবং প্রকৃত পাঠ ও যথাযোগ্য অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়া উপবাস করিতে নিষেধ প্রভৃতি কথার উল্লেখ করিলেন এবং "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ" (গীতা ১৩।১৩)-শ্লোকের পাঠ সংশোধন করিয়া "সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ"—এই প্রকৃত পাঠ জ্ঞাপন করিলেন। বস্তুতঃ 'শ্রীচৈতন্যের গুপ্ত শিষ্য' শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যের সমস্ত ব্যাখ্যাই নিত্য পরিস্ফুট রহিয়াছে। শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগীতার সেই পাঠ ও অর্থ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং,—

"অদ্বৈত বলয়ে,—'আর কি বলিব মুঞি।
এই মোর মহত্ত্ব যে, মোর নাথ তুঞি॥"

(চৈ ভা ম ১০।১৩৫)

'শ্রীগৌরহরিই যে শ্রীঅদ্বৈতনাথ',—ইহাই শ্রীআচার্য্যের একমাত্র মহত্ত্ব। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস কয়েকটী অতি মর্ম্মস্পর্শী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"এ সব কথায় যা'র নাহিক প্রতীত।
অধঃপাত হয় তা'র, জানিহ নিশ্চিত॥
মহাভাগবতে বুঝে অদ্বৈতের ব্যাখ্যা।
আপনে চৈতন্য যা'রে করাইল শিক্ষা॥
বেদে যেন নানামত করয়ে কথন।
এইমত আচার্য্যের হুঙ্কার বচন॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কা'র?
জানিহ, ঈশ্বর-সঙ্গে ভেদ নাহি যা'র॥
শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যে বর্ষে।
সর্ব্বত্র সাঁ করে'-বৃষ্টি, কোথাহ বরিষে॥"

(চৈ ভা ম ১০।১৩৭-৪১)

"গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা॥"

(ভা ১০।২০।৩৬)

জ্ঞানিগণ যেরূপ যোগ্য শিষ্যকে ভগবত্তত্ত্বোপদেশরূপ জ্ঞানামৃত দান করেন, অযোগ্য শিষ্যকে তাহা দান করেন না, তদ্রূপ পর্ব্বতগণও কোন স্থানে মঙ্গলজনক জলরাশি মোচন করিতেছিল, আবার কোথাও বা করিতেছিল না।

"এইমত অদ্বৈতের কিছু দোষ নাঞি।
ভাগ্যাভাগ্য বুঝি' ব্যাখ্যা করে' সেই ঠাঞি॥
চৈতন্যচরণসেবা অদ্বৈতের কাজ।
ইহাতে প্রমাণ সব বৈষ্ণবসমাজ॥
সর্ব্ব-ভাগবতের বচন অনাদরি'।
অদ্বৈতের সেবা করে' নহে প্রিয়ঙ্করী॥
চৈতন্যেতে 'মহামহেশ্বর'-বুদ্ধি যা'র।
সেই সে—অদ্বৈত-ভক্ত, অদ্বৈত—তাহার॥
'সর্ব্বপ্রভু গৌরচন্দ্র',—ইহা যে না লয়।
অন্যথা-অদ্বৈতসেবা ব্যর্থ তা'র হয়॥
শিরশ্ছেদি' ভক্তি যেন করে' দশানন।
না মানিলে রঘুনাথ—শিবের কারণ॥
অন্তরে ছাড়িল শিব, সে না জানে ইহা।
সেবা ব্যর্থ হৈল, বৈল সবংশে পুড়িয়া॥
ভাল-মন্দ শিব কিছু ভাঙ্গিয়া না কয়।
যা'র বুদ্ধি থাকে, সেই চিত্তে বুঝি' লয়॥
এইমত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
বোলায় 'অদ্বৈত ভক্ত' চৈতন্য নিন্দিয়া॥
না বলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব কারণে।
না ধরে বৈষ্ণববাক্য, মরে ভাল মনে॥
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্বসিদ্ধি।
হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি॥
ইহা বলিতেই আইসে ধাক্কা মারিবারে।
অহো! মায়া বলবতী,—কি বলিব তা'রে?
ভক্তরাজ অদ্বৈত,—ইহা নাহি জানে।
অদ্বৈতের প্রভু—গৌরচন্দ্র নাহি মানে॥
পূর্ব্বে যে আখ্যান হৈল, সেই সত্য হয়।
তাহাতে প্রতীত যা'র নাহি,—তা'র ক্ষয়॥
যত যত শুন যা'র যতেক বড়াঞি।
চৈতন্যের সেবা বৈতে আর কিছু নাঞি॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু যা'রে কৃপা করে'।
যা'র যেন ভাগ্য, ভক্তি সেই সে আদরে॥

অহর্নিশ দণ্ডবায় ঠাকুর নিত্যানন্দ।
'বল ভাই সব—'মোর প্রভু গৌরচন্দ্র॥'
চৈতন্য স্মরণ করি' আচার্য্য গোসাঞি।
নিরবধি কান্দে, আর কিছু স্মৃতি নাই॥
ইহা দেখি' চৈতন্যেতে যা'র ভক্তি নয়।
তাহার আলাপে হয় সুকৃতির ক্ষয়॥
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধ্যে যে অদ্বৈত গায়।
সেই সে বৈষ্ণব, জন্মে জন্মে কৃষ্ণ পায়॥
অদ্বৈতের সেই সে একান্ত প্রিয়তর।
এ মর্ম্ম না জানে যত অধম কিঙ্কর॥
সবার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ কথায় অদ্বৈতের প্রীতি বহুতর॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না কর' সর্ব্বথা॥
অদ্বৈতেরে বলিয়া গীতার সত্যপাঠ।
বিশ্বম্ভর লুকাইল ভক্তির কপাট॥"

(চৈ ভা ম ১০।১৪৩-৪৬)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কতিপয় পুত্রাভিমানী ব্যক্তি (শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্যতীত) শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে বিষয়বিগ্রহ মনে করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে 'আশ্রয়বিগ্রহ' কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহ কেহ শ্রীগদাধরকে স্বীকার করেন নাই। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দ 'বিষয়-বিগ্রহ' হইলেও; 'বিভুকোটি' হইলেও তাঁহাদের 'দাসাভিমান' নাই ছিল,—ইহাই 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র ছত্রে-ছত্রে প্রকাশিত। সর্ব্বকারণ-কারণ স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরহরিকে যাঁহারা 'বিষয়বিগ্রহ' বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা আত্মাভিমানী হইলেও শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের 'সারগ্রাহী ও 'অসারগ্রাহী'—এই দুই প্রকার শ্রীঅদ্বৈতদাসগণের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে বিষয়বিগ্রহ বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যজীবন শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈতানুগগণই সারগ্রাহী।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীগদাধর-নিন্দক অদ্বৈতানুগগণকে আদর করেন নাই,—

"অদ্বৈতের বাক্য বুঝে কাহার শকতি?
বুঝে হরিদাস প্রভু—যা'র যেন মতি॥
এবে পাপী সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া।
গদাধর-নিন্দা করে', নরকে পুড়িয়া॥
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে', সেই যায় ক্ষয়॥"

(চৈ ভা ম ১৩।১৪৮-৬০)

"অদ্বৈতের পক্ষ লঞা নিন্দে' গদাধর।
সে পাপিষ্ঠ কভু নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর॥"

(চৈ ভা ম ২৩।৪৩৩)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে সর্ব্বদা 'গুরু'-বুদ্ধি করিতেন; ইহাতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। তিনি সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীগৌরচরণ-সেবার অধিকার না পাওয়ায় প্রকৃষ্ট ভাবাবেশ-কালে নানা-ভাবে শ্রীচৈতন্যচরণসেবা করিতেন,—

"সাক্ষাতে না পারে প্রভু করিয়াছে রাগ।
তথাপিহ চুরি করে' চরণ-পরাগ॥
ভাবাবেশে প্রভু যে-সময়ে মূর্চ্ছা পায়।
তখনে অদ্বৈত চরণের পাছে যায়॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণের তলে।
পাখালে চরণ দুই নয়নের জলে॥
কখনো বা মুছিয়া পুঁছিয়া লয় শিরে।
কখনো বা ষড়ঙ্গবিহিত পূজা করে'॥
এহো কর্ম্ম অদ্বৈত করিতে পারে মাত্র।
প্রভু করিয়াছে যা'রে মহা-মহা-পাত্র॥
অতএব অদ্বৈত—সবার অগ্রগণ্য।
সকল বৈষ্ণব বলে'—'অদ্বৈত সে ধন্য'॥
অদ্বৈতসিংহের এই একান্ত মহিমা।
এ রহস্য নাহি জানে যত দুষ্ট জনা॥"

(চৈ ভা ম ১৩।৪৪-৫০)

একদিন মহাপ্রভু নৃত্য করিতে করিতে অন্তর্দ্দশায় মগ্ন হইলেন। তখন সুযোগ বুঝিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নিজের সর্ব্বাঙ্গে শ্রীগৌরপদরেণু লেপন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভু পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিয়া ভক্তগণের নিকট চিত্তের অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে কেহ চরণধূলি গ্রহণ করিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ভয়ে বৈষ্ণবগণ মৌনভাবে অবস্থান করিলে আচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট যুক্তকরে শ্রীগৌরপরমেশ্বর-চৌর্য্যের কথা স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু বাহ্যে ক্রোধভাব প্রদর্শন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতের নিন্দা-ব্যাজে তাঁহার বিবিধ গুণের কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে আচার্য্যের পদধূলি গ্রহণ ও তাঁহার শ্রীচরণ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন। ইহাতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-সেবকমর্য্যাদা-বৃদ্ধির কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌর-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে থাকিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীঅদ্বৈতের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—

> • • 'তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী।
> এতেকে তোমার চরণের সেবা করি॥
> তোমার চরণধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপিলে।
> ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণপ্রেম-রস-জলে॥
> বিনা তুমি দিলে ভক্তি, কেহ নাহি পায়।
> 'তোমার সে আমি', হেন জান' সর্ব্বথায়॥
> তুমি আজ্ঞা' বলা বেচ', তথাই বিকাই।
> এই সত্য কহিলাঙ তোমার সে ঠাঞি॥"

(চৈ ভা ম ১৬।৮৭-৯০)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ অতুলনীয় কৃপার বৈভব দর্শন করিয়াও কোন কোন ব্যক্তি শ্রীআচার্য্যকে শ্রীগৌরহরির সেবক জানিবার পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্র সেব্য জ্ঞান করেন; ইহা উল্লেখ করিয়া শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

> "হেন ভক্ত অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
> পাপি-সব দুঃখ পায় নিজ-কর্ম্মদোষে॥
> সেকালে যে হৈল কথা, সেই সত্য হয়।
> না মানে বৈষ্ণব-বাক্য, সেই যায় ক্ষয়॥"

(চৈ ভা ম ১৬।৯৪-৯৬)

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নগর-ভ্রমণ-কালে কতিপয় পাষণ্ডীর সহিত সম্ভাষণ হওয়ায় প্রভু ঐরূপ পাষণ্ডি-সম্ভাষণে দুঃখিত হইয়া ভক্তগণের সহিত দুঃখাপনোদনার্থ শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। কিন্তু সংকীর্ত্তনে প্রেমানুভব না হওয়ায় ভক্তগণের নিকট তাহা জ্ঞাপন করেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রভুকে বলেন,—

> "কেমতে হইব প্রেম, 'বাড়া' ভুলিয়াছে?
> মুক্তি নাহি পাঙ প্রেম, না পায় শ্রীবাস।
> তিলি-মালি-সনে কর' প্রেমের বিলাস॥
> অবধূত তোমার প্রেমের যোগ্য নহে দান।
> আমি সে বাহির, আর পণ্ডিত শ্রীবাস॥
> আমি সব নহিলাঙ প্রেম-অধিকারী।
> অবধূত আনি' হইলা প্রেমের ভাণ্ডারী॥
> যদি মোরে প্রেম-যোগ না দেহ' গোসাঞি।
> তথিব সকল প্রেম, মোর দোষ নাই॥"

(চৈ ভা ম ১৭।২১-২৫)

প্রেমশূন্য দেহধারণ করা নিষ্ফল জানাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুকে গঙ্গাতীর হইতে উঠাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সঙ্গোপনে থাকিবার অভিলাষ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে উক্ত সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন এবং গোপনে শ্রীচন্দনাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া উপবাসী রহিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীচন্দনাচার্য্যের দ্বারা শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতকে ডাকাইলেন। শ্রীশ্রীবাসের নিকট শ্রীগৌরহরি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের উপবাস ও ভক্তগণের অবস্থা শুনিয়া স্বয়ং আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীআচার্য্যকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্যকে ডাকিয়া উঠাইলেন। আচার্য্য অতিশয় দৈন্যভরে শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট নিজ-কুমতি ও অহঙ্কারের কথা জানাইয়া দাস্যভাবে শ্রীগৌরপাদপদ্মে স্থান-লাভের প্রার্থনা করিলেন,—

> "হেন কর' প্রভু মোরে 'দাস্যভাব' দিয়া।
> চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া॥"

(চৈ ভা ম ১৭।৮৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু একটী ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের দ্বারা দণ্ডিত ব্যক্তির পরে প্রভু-কৃপা-প্রাপ্তির সৌভাগ্যলাভ হয়, ইহা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে জানাইলেন ও তৎপ্রসঙ্গে বলিলেন,—

> "এই মতে কৃষ্ণ মহারাজ-রাজেশ্বর।
> কর্ত্তা-হর্ত্তা ব্রহ্ম-শিব যাহার কিঙ্কর॥

সৃষ্টি-আদি করিতেও দিয়াছেন শক্তি।
শাস্তি করিলেও কেহ না করে' দ্বিরুক্তি।
রমা-আদি, ভবাদিও কৃষ্ণদণ্ড পায়।
প্রভু সেবকের দোষ ক্ষময়ে সদায়॥
অপরাধ দেখি' কৃষ্ণ যা'র শাস্তি করে'।
জন্মে জন্মে দাস সেই, বলিল তোমারে॥"

(চৈ ভা ম ১৭।২৪-২৭)

একদিন শ্রীবাস-মায়াপুরে শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্রজলীলাভিনয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন; শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীলক্ষ্মীবেশে নৃত্য করিবেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যতীত অপর কাহারও ঐ নৃত্য-দর্শনে অধিকার নাই,—ইহা জ্ঞাপন করিলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বৈষ্ণবভরে বলিলেন,—

"আমি সে অজিতেন্দ্রিয় না যাইব তথা॥"

(চৈ ভা ম ১৮।২৩)

শ্রীবাস-পণ্ডিতও ঐ কথা বলিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"তোমরা আমার নৃত্যে উপস্থিত না হইলে আমি কাহাকে লইয়া নৃত্য করিব? তোমাদের কাহারও কোন চিন্তা নাই; তোমরা মহাযোগেশ্বর হইয়া আমার অভিনয় দেখিতে পারিবে, কাহারও কোনপ্রকার মোহ উপস্থিত হইবে না।" তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহা-বিদূষকের ন্যায় সর্ব্বভাবে নৃত্য করিবার কাচটী গ্রহণ করিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরহরি শ্রীশ্রীনিতাই-গদাইএর সহিত শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যেক ভক্তের মন্দিরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈতকে 'গৌরববুদ্ধি' করিয়া পদধূলি গ্রহণ করেন, দেখিয়া তিনি হৃদয়ে বড়ই ব্যথিত হইয়া প্রভুর ক্রোধ-উৎপাদনার্থ এক ভঙ্গী করিলেন। আচার্য্য শ্রীহরিদাসের সহিত শান্তিপুরে গমন করিয়া ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন-পূর্ব্বক 'যোগবাশিষ্ঠ' ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীগৌরহরি শ্রীমন্নিত্যানন্দের সহিত শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর আচার্য্যকে 'জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ?' প্রশ্ন করিলে আচার্য্য 'জ্ঞানই সর্ব্বকালে শ্রেষ্ঠ; যাহার জ্ঞান নাই, তাহার ভক্তিতে কি কার্য্য হইবে?'—এইরূপ উত্তর দিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর আচার্য্যকে আসন হইতে ধরিয়া আনিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যে স্বহস্তে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া পতিব্রতা শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রহার করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রোধ-ব্যঞ্জক উক্তিতে নিজ-তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত সানন্দে নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভুর পূর্ব্বপ্রদত্ত গৌরবদানের কথা উল্লেখ করিয়া জন্মে জন্মে শ্রীগৌরদাস্য প্রার্থনা করিলেন এবং সর্ব্বাঙ্গে শ্রীগৌরপদধূলি লেপন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু বলিলেন,—

"যেন অপরাধ কৈলুঁ, তেন শাস্তি পাইলুঁ।
ভালই করিলা প্রভু অন্নে এড়াইলুঁ॥"

• • • •

"কোথা গেল এবে মোরে তোমার সে স্তুতি?
কোথা গেল এবে তোর সে সব চাঙ্গাতি?
দুর্ব্বাসা না হও মুঞি যা'রে কন্দলিবে।
যা'র অবশেষ-অন্ন সর্ব্বাঙ্গে লেপিবে॥
তৃণধূলি নহ মুঞি, যা'র পদধূলি।
বক্ষে দিয়া 'শ্রীবৎস' হইলা কুতূহলী॥—
মোর নাম অদ্বৈত—তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ॥
উচ্ছিষ্ট-প্রভাবে নাহি মরোঁ তোর মায়া।
করিলা ত' শাস্তি, এবে দেহ পদছায়া॥"

(চৈ ভা ম ১৯।১৫৩, ১৫৭-৬১)

শ্রীগৌরসুন্দর-শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রতি প্রহার-লীলা প্রদর্শন করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন। তাই শ্রীগৌরহরি স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে এইরূপ বর দিলেন,—

"ত্রিলোকে যে তোমার করয়ে আশ্রয়।
সে কেনে পতঙ্গ, কীট, পশু, পক্ষী নয়॥
যদি মোর স্থানে করে' শত অপরাধ।
তথাপি তাহারে মুঞি করিব প্রসাদ॥"

(চৈ ভা ম ১৯।১৬৮-৬৯)

শ্রীগৌরহরির উক্ত বর শ্রবণ করিয়া আচার্য্য ক্রন্দন করিতে করিতে সবিনয় শ্রীগৌরসুন্দরকে বলিলেন,—

"যদি তোরে না মানিয়া মোরে ভক্তি করে'।
সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহারে।
যে তোমার পাদপদ্ম না করে' ভজন।
তোরে না মানিলে কভু নহে মোর জন॥

যে তোমারে ভজে, প্রভু সে যে'ন জীবন।
না পারে সহিতে মুক্তি তোমার লঙ্ঘন॥
যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
'বৈষ্ণবাপরাধী' মুক্তি না দেখোঁ গোচর॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটি-দেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে॥
মুক্তি নাহি বলোঁ এই বেদের ব্যাখ্যান।
সুদর্শন-মরণ তাহার পরমাণ॥"

(চৈ ভা ম ১৯।১৭২-৭৭)

"ভক্তি সে বলিমু প্রভু তোমারে লঙ্ঘিয়া।
মোর সেবা করে' তা'রে মারি পোড়াইয়া॥
তুমি মোর প্রাণনাথ, তুমি মোর ধন।
তুমি মোর পিতা-মাতা, তুমি বন্ধু-জন॥
যে তোরে লঙ্ঘিয়া করে' মোরে নমস্কার।
সে-জন কাটিয়া শির করোঁ প্রতিকার॥
সূর্য্যের সাক্ষাৎ করি' রাজা সত্রাজিৎ।
ভক্তি-বশে সূর্য্য তান হইলা বিদিত॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞা-ভঙ্গ-দুঃখে।
দুই ভাই যায় যায়, সূর্য্য দেখে সুখে॥
বলদেব-শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন।
তোমারে লঙ্ঘিয়া পায় সবংশে মরণ॥
হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার॥
শিরশ্ছেদি' শিব পূজিয়াও দশানন।
তোমা' লঙ্ঘি' পাইলেক সবংশে মরণ॥
সর্ব্ব-দেবমূল তুমি সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত—সব তোমার কিঙ্কর॥
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে ছালেরে ভক্তি করে'।
পূজা খাই' সেই দাস তাহারে সংহারে॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া যে শিবাদি-দেব ভজে।
বৃক্ষমূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে॥
বেদ, বিপ্র, যজ্ঞ, ধর্ম্ম—সর্ব্বমূল তুমি।
যে তোমা' না ভজে, তা'র পূজ্য নহি আমি॥"

(চৈ ভা ম ১৯।১৯৪-২০৫)

শ্রীগৌরহরি শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী শ্রীসীতাদেবীকে রন্ধন করিবার জন্য আদেশ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীহরিদাস-শ্রীঅদ্বৈতাদির সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গেলেন। স্নানান্তে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে প্রত্যাগত হইলে শ্রীগৌরচরণে শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীঅদ্বৈত-চরণে শ্রীহরিদাস পতিত হইলেন। অবশেষে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে প্রভুবর্গের ভোজন-লীলা হইল। শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী প্রভুগণকে পরিবেষণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ বাল্যাবেশে গৃহের সর্ব্বত্র অন্ন নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত ক্রোধ-ব্যাজে শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব ও মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দুই বাহু-স্বরূপ। ইঁহারা পরস্পর প্রীতিরসে সর্ব্বদা আবদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে কখনও কোন বিরোধ নাই। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন গাহিয়াছেন,—

"প্রভু-বিগ্রহের দুই বাহু দুই জন।
প্রীতি-বই অপ্রীতি নাহিক কোন ক্ষণ॥
তবে যে কদাচিৎ দেখ, সে কৃষ্ণের লীলা।
বালকের প্রায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের খেলা॥"

(চৈ ভা ম ১৯।২৪৫-৫৬)

শ্রীবিশ্বম্ভরাগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীবিশ্বরূপ সর্ব্বদাই শ্রীমায়াপুরে শ্রীঅদ্বৈত-সভায় থাকিয়া শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গ করিতেন। শ্রীশচীমাতা শ্রীবিশ্বরূপের গভীর বিরহ সর্ব্বদা অনুভব করিলেও বৈষ্ণবা-পরাধের ভয়ে কিছু বলিতেন না; নিমাইর মুখ দেখিয়া সকল বাধা বিস্মৃত হইতেন। কিন্তু নিমাইও ক্রমে ক্রমে সংসারের প্রতি উদাসীন হইয়া ও শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-সমীপেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহাতে একদিন অন্তর্যামী বাৎসল্য-রসমূর্ত্তি শ্রীশচীমাতা দুঃখিত হইয়া বলিলেন যে,—শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার এক পুত্রকে সন্ন্যাসী করিয়াছেন, অবশিষ্ট পুত্রটীকেও লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছেন। তাঁহাকে কে অদ্বৈত বলেন? সে-গোপাকে বড় 'দ্বৈত'। চন্দ্রসম সুন্দর এক পুত্রকে ঘরের বাহির করিয়া অপর এক পুত্রটীকেও স্থির থাকিতে দিতেছেন না। তিনি জগতের নিকট 'অদ্বৈত' বলিয়া ঘোষিত হইলেও অনাথিনী শ্রীশচীর নিকট 'দ্বৈত-মায়া' ও নির্দ্দয়।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিয়া সকল ভক্তকে তাঁহাদের অভীপ্সিত বর দান করিতেছিলেন, তখন শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিত শ্রীশচীমাতাকে

প্রেম-দানার্থ শ্রীগৌরহরির নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীগৌরহরি বলিলেন,—"শ্রীশচীমাতার শ্রীআচার্য্য-চরণে অপরাধ (?) হইয়াছে।" বস্তুতঃ যিনি মূর্ত্তিমতী ভক্তি-স্বরূপিণী, অভিন্ন-যশোমতী, তাঁহাতে অপরাধের কোন প্রসঙ্গই নাই। কিন্তু লোক-শিক্ষাগুরু শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্বজ্ঞাপন করিবার জন্য নিজ-মাতৃদেবীর দ্বারাই জগজ্জীবকে শিক্ষা দিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য অপরাধ ক্ষমা না করা পর্য্যন্ত এবং শ্রীঅদ্বৈতের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত শ্রীশচীদেবীর প্রেমভক্তি হইবে না, শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা জ্ঞাপন করিলে ভক্তগণ তাহা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে জানাইলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত 'বিষ্ণু-স্মরণ' করিয়া শ্রীশচীদেবীর মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন শচীমাতা সুযোগ বুঝিয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর পদরজঃ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক প্রেমাবিষ্ট হইলেন।

শ্রীসংকীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরহরি শ্রীনবদ্বীপে বিবিধ কীর্ত্তনবিলাসে রত ছিলেন। তখন একদিন শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য গোপীভাবে নৃত্য করিতে থাকেন। দুই প্রহরেও নৃত্য-ভঙ্গ হইল না দেখিয়া সকল ভক্ত মিলিয়া আচার্য্যকে স্থির করাইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। আচার্য্য প্রেমভরে শ্রীবাস-অঙ্গনে পুনঃ পুনঃ গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আচার্য্যের ঐ প্রেমার্ত্তি কার্য্যান্তরনিরত শ্রীবিশ্বম্ভরের হৃদ্‌গোচর হইল। তিনি নিজ-গৃহ হইতে শ্রীঅদ্বৈতসমীপে আগমন করিয়া আচার্য্যকে লইয়া শ্রীবিষ্ণু-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং শ্রীঅদ্বৈতের মনোভিলাষ জানিতে চাহিলেন। শ্রীল অদ্বৈত-আচার্য্য বিশ্বরূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীগৌরহরি আচার্য্যকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিলেন।

[৫]

শান্তিপুরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগৌরসুন্দর কাটোয়ায় সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকট করিয়া প্রেমোন্মাদে শ্রীবৃন্দাবনের অভিমুখে ছুটিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত—এই তিনজন প্রভুর অগোচরে প্রভুর সেবার্থ অনুগমন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরহরি পথে গোপ-বালকগণকে দেখিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীগ্রাম-বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর যুক্তি-অনুসারে তাঁহারা প্রভুকে শ্রীনবদ্বীপের পথকে শ্রীবৃন্দাবনের পথরূপে দেখাইয়া দিলেন। এদিকে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখরকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট পাঠাইলেন এবং তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লইয়া শ্রীঅদ্বৈত-মন্দিরে যাইতেছেন, আচার্য্য যেন সাবধানে নৌকা লইয়া প্রভুর জন্য অপেক্ষা করেন, ইহা বলিয়া দিলেন। আচার্য্যকে সংবাদ দিবার পর শ্রীমায়াপুরে গিয়া শ্রীশচীমাতা ও ভক্তগণকে শান্তিপুরে লইয়া আসিবার জন্য শ্রীচন্দ্রশেখরকে উপদেশ দিলেন।

এদিকে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরহরির সম্মুখে অকস্মাৎ উপস্থিত হইলে প্রভু বিস্মিত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ কোথায় যাইতেছেন', জিজ্ঞাসা করিলেন। 'শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন,—"আমি তোমার সঙ্গেই শ্রীবৃন্দাবন যাইব।" প্রভু বলিলেন,—"শ্রীবৃন্দাবন আর কতদূর আছে?" শ্রীনিত্যানন্দ করিলেন,—"এই যমুনা দর্শন কর।" ইহা বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরহরিকে শ্রীগঙ্গার সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। আবেশে শ্রীমন্মহাপ্রভু গঙ্গায় যমুনা জ্ঞান করিলেন এবং "অহো ভাগ্য! শ্রীযমুনার দর্শন পাইলাম!"—এই বলিয়া শ্রীযমুনার স্তব ও নমস্কার করিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন। প্রভুর পরিধানে মাত্র এক কৌপীন ছিল, দ্বিতীয় কোন পরিধেয় ছিল না। সেই সময় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নৌকায় আরোহণ করিয়া নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস-সহ প্রভু-সমীপে আসিয়া প্রণত হইলেন। আচার্য্যকে দেখিয়া প্রভুর মনে সংশয় হইল। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচার্য্য! তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? আমি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছি, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে?" তখন,—

"আচার্য্য কহে,—'তুমি যাঁহা, সেই বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন॥"

(চৈ চ ম ৩।৩৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের চাতুর্য্য বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"শ্রীপাদ নিত্যানন্দ আমাকে বঞ্চনা করিয়া গঙ্গাকে 'যমুনা' বলিয়া দেখাইয়াছেন।" আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দের বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করিলেন এবং নিজগৃহে প্রভুকে লইয়া যাইবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন,—

"আচার্য্য কহে,—'মিথ্যা নহে শ্রীপাদ-বচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন॥"

গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে, পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥
পশ্চিম-ধারে যমুনা বহে, তাঁহা কৈলে স্নান।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি' শুষ্ক করে পরিধান॥
প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস॥
এক মুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছোঁ পাক।
শুখশুখা ব্যঞ্জন কৈনু, ফল আর শাক॥"

(চৈ চ ম ৩।৩৫-৩৯)

ইহা বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে নৌকায় করিয়া নিজ-ভবনে লইয়া আসিলেন এবং প্রভুর পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন। শ্রীসীতাঠাকুরাণীর পাচিত নৈবেদ্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের জন্য তিনটী পাত্রে সজ্জিত করিলেন। বিচিত্র নৈবেদ্য-সম্ভারের উপর শ্রীআচার্য্য শ্রীতুলসীমঞ্জরী স্থাপন করিলেন। শ্রীবিগ্রহের আরতি সমাপ্ত করিয়া ঠাকুরের শয়ন-দানের পর শ্রীআচার্য্য দুই প্রভুকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীহরিদাসকে প্রসাদ-সম্মানার্থ আহ্বান করিলে তাঁহারা প্রভুদ্বয়ের অবশেষ ভোজনার্থ দৈন্য-বিনয়ভরে পশ্চাতে প্রসাদ সম্মান করিবেন, জানাইলেন। প্রসাদের বৈচিত্র্য দেখিয়া আচার্য্যকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন।
ধন্য ধন্য শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ॥"

(চৈ চ ম ৩।৭৪)

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু যে তিনটী ভোগ সজ্জিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ধাতুপাত্রে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ ছিল; অপর দুইটী কদলীপাত্রে দুই প্রভুর জন্য দুইটী ভোগ ছিল। ধাতুপাত্রস্থ শ্রীকৃষ্ণের ভোগ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়াছিলেন। কদলীপাত্রস্থ অপর দুইটী ভোগ শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর জন্য অনিবেদিত অবস্থায় ছিল; তাহা আচার্য্য মনে মনে রাখিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর নিকট ঐ কথা প্রকাশ করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু তিনটী ভোগই শ্রীকৃষ্ণনৈবেদ্য-প্রসাদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দ কোন্ স্থানে বসিব?" ভোগের পরিমাণ অধিক দেখিয়া অন্য পাত্রে ঐ সকল প্রসাদ রাখিয়া অন্ন পরিমাণ দিতে বলিলেন। প্রভু বলিলেন,—"সন্ন্যাসীর পক্ষে বিবিধ মুখরোচক উপকরণ ভক্ষ্য নহে। উহা গ্রহণ করিলে কিরূপে ইন্দ্রিয়-নিবারণ হইবে?" তখন,—

"আচার্য্য কহে,—'ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি॥
ভোজন করহ, ছাড় বচন-চাতুরী।'
প্রভু কহে,—'এত অন্ন খাইতে না পারি॥'
আচার্য্য বলে,—'অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে না পার, রহিবেক আর॥'
প্রভু বলে,—"এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে॥'
আচার্য্য বলে,—'নীলাচলে যাও চৌয়ান্নবার।
একেবারে অন্ন খাও শত শত ভার॥
তিন জনার ভক্ষ্যপিণ্ড—তোমার এক গ্রাস।
তা'র লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস॥
মোর ভাগ্যে, মোর ঘরে তোমার আগমন।
ছাড়হ চাতুরী, প্রভু, করহ ভোজন॥"

(চৈ চ ম ৩।৭১-৭৭)

শ্রীআচার্য্যের নিকট পরাজিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দ আচমন-পূর্ব্বক ভোজন করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীঅদ্বৈতের বিবিধ প্রেম-কৌতুক-বিতণ্ডা হইল। প্রভুর ভোজনান্তে শ্রীআচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদ-সম্বাহন করিতে চাহিলে প্রভু সঙ্কুচিত হইয়া আচার্য্যকে শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীহরিদাসের সহিত ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীমুকুন্দকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর অবশেষ ভোজন করিলেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আচার্য্য নৃত্য করিলেন; শ্রীনিত্যানন্দ আচার্য্যকে ধরিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিলেন এবং পশ্চাতে শ্রীহরিদাস নৃত্য আরম্ভ করিলেন,—

"কি কহিব রে সখি! আজুক আনন্দ-ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

(চৈ চ ম ৩।১১৪)

—এই পদ কীর্ত্তন করাইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু আনন্দভরে স্বেদ, কম্প, পুলক, অশ্রু, হুঙ্কার ও গর্জ্জনের

সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। আচার্য্য ফিরিয়া ফিরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ-ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—

"অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া।
ঘরেতে পাঞাছি, এবে রাখিব বান্ধিয়া॥"

(চৈ চ ম ৩।১১৭)

—এই সকল পদ গান করিতে করিতে আচার্য্য প্রায় একপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-নৃত্য করিলেন। এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভরসে আবিষ্ট হইলে শ্রীমুকুন্দ দত্ত কালোচিত-রীতি গান করিলেন। উপবাসান্তে অত্যধিক নৃত্যে প্রভুর ক্লান্তি হইবে আশঙ্কায় শ্রীআচার্য্য কীর্ত্তন বন্ধ করিলেন ও প্রভুর নানাবিধ সেবা করিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-ভবনে সন্ন্যাসলীলার অব্যবহিত পরে দশ দিন অবস্থান করিয়া শ্রীশচীমাতা ও শ্রীনবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে দর্শন-দান, শ্রীশচীমাতার পাচিত অন্ন-ভোজন ও কীর্ত্তন-নর্ত্তন-বিলাস করিয়াছিলেন। আচার্য্য-ভবনে দিবা-ভাগে ভক্তগণের সহিত ইষ্ট-গোষ্ঠী ও রাত্রিতে সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত।

"আচার্য্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি, গৃহ-সম্পদ্-ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভুর আগমনে॥"

(চৈ চ ম ৩।২০৩)

আচার্য্যকে প্রবোধ দিয়া নিরপেক্ষ শ্রীগৌরহরি ছত্র-ভোগ-পথে শ্রীনীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

[৬]

পুনরায় শান্তিপুরে শ্রীগৌরসঙ্গে

কুলিয়ার অপরাধিগণের অপরাধ-মোচন ও জীবোদ্ধার করিয়া শ্রীগৌরহরি ভক্ত-গোষ্ঠিসহ গঙ্গার তীরে তীরে শ্রীমথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পথে গৌড়ের নিকটে রামকেলিতে আগমন করিলেন, কিন্তু শ্রীমথুরায় গমন না করিয়া শ্রীরামকেলি হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং পুনরায় শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে আগমন করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পঞ্চম-বর্ষীয় শিশু শ্রীঅচ্যুতানন্দের শ্রীচৈতন্যানুরাগ ও ভক্তিসিদ্ধান্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া বিশেষ মুগ্ধ ছিলেন। একদিন কোন উত্তম সন্ন্যাসী শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে আসিয়া 'শ্রীকেশব-ভারতী শ্রীচৈতন্যের কে হন্?'—এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে ধরিয়া বসিলেন। প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি আচার্য্য-গৃহে ভিক্ষা-গ্রহণে পর্য্যন্ত অস্বীকৃত হইলেন, ইহা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ব্যবহারিক বিচারে উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন,—"শ্রীকেশব ভারতী শ্রীচৈতন্যের গুরু হ'ন।" পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক দিগ্বর শ্রীঅদ্বৈতনন্দন শ্রীঅচ্যুতানন্দ পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবেশে ঈষৎ-হাস্য-সহকারে পিতৃদেবের নিকট আসিয়া বলিলেন,—

"কি বলিলা বাপ! বল দেখি আরবার।
'চৈতন্যের গুরু আছে' বিচার তোমার॥
কোন্ বা পাহলে তুমি এমত বচন।
জিহ্বায় আনিলা, ইহা না বুঝি কারণ॥
তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল।
হেন বুঝি—এখনে সে কলি-কাল হৈল॥
অথবা চৈতন্য-মায়া পরম দুস্তর।
যাহাতে পায়েন মোহ ব্রহ্মাদি-শঙ্কর॥
বুঝিলাম—বিষ্ণুমায়া হইল তোমারে।
কেবা চৈতন্যের মায়া তরিবারে পারে?
'চৈতন্যের গুরু আছে' বলিলা যখনে।
মায়াবশ বিনা ইহা কহিলা কেমনে?"

• • •

"যাহা হইতে হয় আদি' জ্ঞানের প্রচার।
তান গুরু কেমতে যোগয় আর?
বাপ তুমি—তোমা' হৈতে শিখিবার কোথা।
শিক্ষাগুরু হই' কেন যোগয় অন্যথা॥"

(চৈ ভা অ ৪।১১৬-৬১, ১৭০-৭১)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"চৈতন্য-গোসাঞির গুরু—কেশব ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি' দুঃখ পাইল অতি॥
জগদ্গুরুতে তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ॥
চৌদ্দ ভুবনের গুরু—চৈতন্য-গোসাঞি।
তাঁর গুরু—অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই॥

পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইলা আচার্য্য সন্তোষ অপার॥"

(চৈ চ আ ১২।১৪-১৭)

সন্ন্যাসী যোগ্যতম পিতার যোগ্যতম পুত্রের এইরূপ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া নিজের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে করিতে সপুত্রক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে নমস্কারপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন।

এই সময় একদিন সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীগৌরহরির পরস্পরের মিলনে পরস্পরের প্রেমক্রন্দন আরম্ভ হইল। আচার্য্য শ্রীগৌরপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তগণও প্রভুদ্বয়কে বেষ্টন করিয়া প্রেমক্রন্দন করিলেন। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দে পরস্পর প্রেমকোলাকুলি হইল। ভক্তগণ শ্রীআচার্য্য চরণে প্রণত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅচ্যুতানন্দকে স্বক্রোড়ে স্থাপন ও বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীঅচ্যুতের প্রতি অতুলনীয় স্নেহ ও কৃপা বর্ষণ করিলেন। আচার্য্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া শ্রীচৈতন্য কিছুদিন কীর্ত্তন-লীলায় শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বিরহ-বিধুরা শ্রীশচীমাতাকে শ্রীমায়াপুর হইতে শ্রীশান্তিপুরে আনয়ন করিবার জন্য দোলাসহ লোক প্রেরণ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ-মাত্র শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত-শ্রীমুরারিগুপ্ত-প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীশচীমাতা শান্তিপুরে আচার্য্য-ভবনে আগমন করিলেন। শ্রীমন্-মহাপ্রভু শ্রীশচীমাতাকে 'দেবকী', 'যশোদা', 'দেবহূতি' 'পৃশ্নি', 'কৌশল্যা', 'অদিতি', 'কেবল-ভক্তিময়ী', 'মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি' প্রভৃতি নামে শ্লোকবন্ধে স্তব করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিলেন। শ্রীগৌর-জননী আর্য্যা শ্রীশচীদেবীকে অসংস্কৃত ভাষায় "আই" বলিয়া সম্বোধন করিলেও জীবের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য আর্য্যা শচীদেবী-দেবকীর স্তুতি পাঠ করিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন। শ্রীশচীমাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ভিক্ষা করাইবেন,—এইজন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট অনুমতি গ্রহণ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে শ্রীশচীমাতা শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রিয় বিংশতিপ্রকার শাক ও বহু প্রকার ব্যঞ্জন রন্ধনপূর্ব্বক প্রভুকে ভোজন করাইলেন।

সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে এইরূপে বিহার করিতেছিলেন, তখন শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের আরাধনা-তিথি উপস্থিত হইল।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীগোপালের সেবা প্রকট করিয়া তথায় দুই বৎসর সেবা করিবার পর শ্রীগোপালের অষ্টধাতুনির্ম্মিত শ্রীবিগ্রহের জন্য শ্রীনীলাচল হইতে 'মলয়জ-চন্দন' আহরণ করিবার উদ্দেশ্যে পুরীর পথে গৌড়দেশে আগমন করিয়া-ছিলেন; তখন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে শুভ-বিজয় করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে মন্ত্র-দীক্ষায় দীক্ষিত করেন। শ্রীপুরীপাদ শান্তিপুর হইতে পুরীর অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথে শ্রীরেমুণায় আসিয়া শ্রীগোপীনাথ দর্শন করিয়াছিলেন। তখনই শ্রীগোপীনাথ শ্রীমাধবপুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া "ক্ষীর-চোরা গোপীনাথ"-নামে খ্যাত হন।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

"মাধবেন্দ্র-অদ্বৈতে যদ্যপি ভেদ নাই।
তথাপি তাহানে শিষ্য—আচার্য্য-গোসাঞি॥"

(চৈ ভা অ ৪।৩৯৮)

শ্রীগৌরহরি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীগৌর-কৃপায় শ্রীমাধবেন্দ্র প্রেমভক্তির আচার্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রতি কৃপা-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর আরাধনা-তিথিতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সানন্দে সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করিয়া গুরুপূজার আদর্শ প্রকট করিলেন। আচার্য্য অগণিত পূজোপকরণ সংগ্রহ করিলেন এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে ভক্তগণ উপায়নসহ শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরহরি পার্ষদবর্গ-সহ সেই তিথিতে বড়ই আনন্দানুভব করিলেন। শ্রীশচীমাতার সেবাধ্যক্ষতায় বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ রন্ধন-সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ বৈষ্ণবপূজার ভার ও বিভিন্ন ভক্ত বিভিন্ন সেবা প্রার্থনা করিয়া লইলেন। চতুর্দ্দিকে পতাকা ও চন্দ্রাতপের সজ্জা এবং সংকীর্ত্তনের রোল, আনন্দ-নৃত্য, শঙ্খ-ঘণ্টাদি বাদ্যের ধ্বনি ও হরিকোলাহলে আচার্য্য-ভবন শোভিত ও মুখরিত হইল। শ্রীগৌরসুন্দর উৎসবের দ্রব্যসম্ভারের সজ্জা দর্শন করিয়া পরম সন্তোষে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর অভি-মর্ত্ত্য আয়োজন দর্শনে শ্রীগৌরসুন্দরের আনন্দের সীমা

থাকিল না। তিনি শ্রীমুখে অদ্বৈত-তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—

"এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়।
আচার্য্য 'মহেশ' হেন মোর চিত্তে লয়॥
মনুষ্যের এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে!
এ সম্পত্তি সকলে সম্ভবে' মহাদেবে॥
বুঝিলাঙ—আচার্য্য মহেশ-অবতার।'
এই মত হাসি' প্রভু বলে বার বার॥"

(চৈ ভা অ ৪।৯৭০-৭২)

শ্রীগৌরহরি শ্রীমাধবেন্দ্র-আরাধনাতিথিতে ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে মহানন্দে কীর্ত্তন-নর্ত্তন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ বাল্যভাবে নৃত্য, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রেম-বিহ্বল হইয়া বিবিধ নৃত্য ও ঠাকুর শ্রীহরিদাস মহোল্লাসে প্রেম-নৃত্য করিলেন। অবশেষে শ্রীগৌরহরিকে মধ্যে রাখিয়া ভক্তগণ মণ্ডলী-নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সমস্তদিন এইরূপ নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌরহরি ভক্তগণ সহ উপবিষ্ট হইলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীগৌরহরির আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া শ্রীমহাপ্রসাদ-বিতরণের আয়োজন করিলেন। শ্রীগৌর-হরি সর্ব্বভক্ত-বেষ্টিত হইয়া শ্রীমাধবপুরীর গুণগাথা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশচীমাতার পাচিত বিচিত্র ভোগ গ্রহণ করিলেন।

"প্রভু বলে,—'মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি।
ভক্তি হয় গোবিন্দে, ভোজন কৈলে ইথি'॥"

(চৈ ভা অ ৯।৫০৮)

শ্রীগোবর্দ্ধন-দাসের পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীশান্তিপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল রঘুনাথের পিতা শ্রীগোবর্দ্ধন নিরন্তর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সেবা করিতেন। সুতরাং আচার্য্যের প্রসাদে শ্রীল রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবশেষ প্রাপ্ত হইয়া কয়েকদিন শ্রীমন্মহা-প্রভুর শ্রীচরণান্তিকে অবস্থান করিয়াছিলেন।

[৭]

নীলাচলে

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথযাত্রার কাল নিকটবর্ত্তী হইল। গৌড়ীয় ভক্তগণের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা ছিল যে, তাঁহারা প্রতি বৎসর রথ-যাত্রা-দর্শনার্থ পুরুষোত্তম-ধামে গমন করিবেন। তাই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে অগ্রণী করিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীশচীদেবীর নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া পত্নী, পুত্র, দাস, দাসী ও ভক্তগোষ্ঠীর সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভিক্ষার জন্য নানাবিধ প্রভুপ্রিয় দ্রব্য-সম্ভার-সঙ্গে সমস্ত পথ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে উৎকল-প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অগ্রেই কটকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ প্রেরণ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য আসিয়াছেন শুনিয়া প্রিয় গোষ্ঠীর সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীআচার্য্যকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রে গমন করিলেন। আঠারনালাতে সগোষ্ঠী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সগোষ্ঠী শ্রীগৌরসুন্দরের মিলন, পরস্পর প্রেমসম্ভাষণ, আনন্দ-ক্রন্দন, পরস্পর দণ্ডবন্নতি, আলিঙ্গন, মহা-সংকীর্ত্তন, মহানৃত্য ও প্রেমবিকার প্রকাশিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গলদেশে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদি-মাল্য প্রদান করিলেন। আঠারনালা হইতে শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরের কূলে যখন সকলে আগমন করিলেন, তখন শ্রীচন্দনযাত্রা-উপলক্ষে শ্রীনরেন্দ্র-বিহারার্থ শ্রীভগবানের বিজয় হইতেছিল। সুতরাং শ্রীজগন্নাথ-গোষ্ঠী ও শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠীর সম্মিলনে বিশ্ব আনন্দ-কোলাহলে ও বৈকুণ্ঠানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শ্রীগৌরহরি, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও ভক্তবৃন্দ শ্রীভগবানের জল-বিহার দর্শন ও শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে জলকেলি করিলেন। জল-ক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদি ভক্ত-বৃন্দ-সহ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকাশী মিশ্র শ্রীজগন্নাথের গলার মালার দ্বারা সকলকে বিভূষিত করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য রন্ধন-নিপুণা শ্রীসীতাদেবী ও প্রভু-প্রিয় নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারের সহিত শ্রীনীলাচলে পৌঁছিয়াই প্রভুকে মনের সাধে সেবা করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং—

"একদিন শ্রীঅদ্বৈতসিংহ মহামতি।
প্রভুরে বলিলা—'আজি ভিক্ষা কর ইথি॥
মুষ্টেক তণ্ডুল প্রভু, রান্ধিব আপনে।
হস্ত মোর ধন্য হউ তোমার ভক্ষণে'॥"

(চৈ ভা অ ৯।১২-১৩)

শ্রীঅদ্বৈতের এই ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ শুনিয়া,—

"প্রভু বলে,—'যে জন তোমার অন্ন খায়।
'কৃষ্ণ ভক্তি', 'কৃষ্ণ' সে-ই পায় সর্ব্বথায়॥

আচার্য্য, তোমার অন্ন আমার জীবন।
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর' রন্ধন করিয়া।
মাগিয়াও খাইতে আমার তথি মন॥"

(চৈ ভা অ ৯।১৪-১৬)

শ্রীগৌরহরির ভক্তবাৎসল্যময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভিক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু স্বহস্তে রন্ধন করিলেন। শ্রীমতী জননী রন্ধন-কার্য্যের দ্রব্যাদির সজ্জা করিয়া আচার্য্যের সাহায্য করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অভিলাষ ছিল যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু একাকী আসিয়া ভিক্ষা করেন; সন্ন্যাসি-গোষ্ঠীর সহিত আগমন করিলে প্রভু ভিক্ষা গ্রহণ করিতে সঙ্কোচবোধ করিবেন; প্রভু একাকী আসিলে তাঁহাকে মনের সাধে সকল উপকরণ ভোজন করাইতে পারিবেন। এইরূপ সঙ্কল্প কিরূপে সিদ্ধি হইবে,—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু তাহা ভাবিতেছিলেন। এই সময় অকস্মাৎ অত্যন্ত ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সুতরাং যে-সকল সন্ন্যাসী সহরের মহাপ্রভুর সহিত ভিক্ষার্থ গমন করিতেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর সঙ্গ-বিচ্যুত হইলেন এবং মহাপ্রভু একাকী শ্রীঅদ্বৈতের বাসায় ভিক্ষার্থ আগমন করিয়া আচার্য্যের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। ইন্দ্রদেব ঐরূপ দুর্য্যোগ আনয়ন করিয়া আচার্য্যের প্রভু-সেবার আনুকূল্য-বিধান করিলেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত শ্রীইন্দ্রকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্তব করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও আচার্য্যের হৃদয় জানিয়া শ্রীঅদ্বৈতের গুণ-কীর্ত্তনমুখে বলিলেন,—'যাঁহার সঙ্কল্প স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ করিতে বাধ্য, তাঁহার আজ্ঞা ইন্দ্র পালন করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি?"

একদিন শ্রীনীলাচলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য পরমানন্দে মত্ত হইয়া সকল ভক্তের প্রতি এক আদেশ প্রচার করিলেন,—

"শুন ভাই-সব, এক কর সমবায়।
মুখ ভরি' গাই' আজি শ্রীচৈতন্যরায়॥
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব্ব-অবতারময়—চৈতন্যগোসাঞি॥
যে প্রভু করিল সর্ব্বজগত-উদ্ধার।
আমা' সবা' লাগি' যে গৌরাঙ্গ-অবতার॥
সর্ব্বত্র আমরা যাঁ'র প্রসাদে পূজিত।
সংকীর্ত্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত॥
নাচি আমি, তোমরা চৈতন্যগুণ গাও।
নিশ্চিন্ত হইয়া গাহি' পাছে মনে ভয় পাও॥"

(চৈ ভা ম ৯।১৪৮-৬১)

নিত্য-পুরাতন নব-অবতারের যশো-গানে সকল বৈষ্ণব আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের গীত রচনা করিয়া তাহা কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীমুখের পদ এই,—

"শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ করুণা-সাগর!
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু, মোরে দয়া কর'॥"

(চৈ ভা অ ৯।১৬৮)

কোন ভক্ত "জয় জয় শ্রীশচীনন্দন", কেহ বা "জয় শ্রীগৌরচন্দ্র-নারায়ণ", কেহ বা "জয় সংকীর্ত্তনপ্রিয় শ্রীগৌর-গোপাল", কেহ "জয় ভক্তজন-প্রিয় পাষণ্ডীর কাল"—এইরূপ বিভিন্ন শ্রীগৌরনাম-কীর্ত্তন করিলেন। ভক্তগণ ঐ সকল ও অন্যান্য আরও পদাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকিলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য উদ্দণ্ড-নৃত্য করিলেন। ভক্তগণের গীত ও আচার্য্যের রচিত এই সকল শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ভুবন-মঙ্গলার্থ কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন,—

"পুলকে চলিত গা'য়, সুখে গড়াগড়ি যায়,
দেখয়ে চৈতন্য-অবতারা।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক হরি, দ্বিজরূপে অবতরি',
সংকীর্ত্তনে করেন বিহারা॥
কনক জিনিয়া কান্তি, শ্রীবিগ্রহ শোভে অতি,
আজানুলম্বিত ভুজ সাজে রে।
ত্রিভঙ্গ-নটন-বর, আপনা' রসে বিহ্বল,
না জানি কেমন সুখে নাচে রে॥ ধ্রু॥
জয় শ্রীগৌরসুন্দর, করুণাসিন্ধু,
জয় জয় বৃন্দাবনরায়া।
জয় জয় সম্প্রতি জয়, নবদ্বীপ-পুরন্দর,
চরণকমল দেহ' ছায়া॥"

(চৈ ভা অ ৯।১৭৩-৭৫)

কীর্ত্তনের উচ্চ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তন-স্থলে আগমন করিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নেতৃত্বে ভক্তগণ আরও অধিকতর উল্লাসের সহিত শ্রীচৈতন্যাবতারের

নাম-গুণ-লীলা কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন। লোকশিক্ষক-লীল শ্রীগৌরহরি নিজ ভক্তভাব-স্বীকারকারী প্রজন্ন-অবতারের তাৎপর্য্য-সংরক্ষণার্থ স্থান-ত্যাগ করিলেন এবং বাসায় গমন করিয়া কোশ-লীলায় শয়ন করিয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীবাস-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রভুর বাসায় উপস্থিত হইলে শ্রীগৌরহরি তাঁহার প্রজন্ন অবতারে আত্মগোপনের কথা ইঙ্গিতে জানাইলে শ্রীশ্রীবাস 'হস্তের দ্বারা সূর্য্যাচ্ছাদনের-সঙ্কেত প্রদর্শন করিয়া স্বপ্রকাশ-বস্তুকে কখনও গোপন করা যায় না, বরং হস্তদ্বারা সূর্য্যাচ্ছাদন সম্ভব, তথাপি যে শ্রীচৈতন্যাবতারের 'জয়ঘোষণা' আসমুদ্রহিমাচল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাকে গোপন করা অসম্ভব',—ইহা প্রভুকে নিবেদন করিলেন। যখন শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিত শ্রীগৌরহরিকে এইসকল কথা নিবেদন করিতেছিলেন, তখন বিভিন্ন দেশের অসংখ্য লোক শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার লালসায় অকস্মাৎ তথায় আগমন-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য-নাম-গুণ-লীলা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ-ভাবে দেখাইলেন যে, ভগবৎপ্রেরণায় লোকের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য-নাম-গুণ-লীলা-কীর্ত্তনের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে।

শ্রীনীলাচলে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন শ্রীগৌর-পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত কাকুবাদ সহকারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপা প্রার্থনা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন,—

"বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ সকল সংসার।
সে বন্ধন হৈতে তুমি-দুই হৈলা পার॥
প্রেম-ভক্তি-বাঞ্ছা যদি করহ এখনে।
তবে ধরি' পড় এই অদ্বৈত-চরণে॥
ভক্তির ভাণ্ডারী—শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
অদ্বৈতের কৃপায় সে কৃষ্ণভক্তি হয়॥"

(চৈ ভা অ ৯।২৫৫-৫৭)

তখন শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন অতিশয় দৈন্যভরে শ্রীঅদ্বৈত-চরণে ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের জন্য শ্রীআচার্য্যের নিকট আবেদন করিয়া বলিলেন,—

"ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে ভক্তি দিলে।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব কৃষ্ণ কা'রে মিলে?"

(চৈ ভা অ ৯।২৬০)

ইহার উত্তরে,—

"অদ্বৈত বলেন,—'প্রভু, সর্ব্বদাতা তুমি।
তুমি আজ্ঞা দিলে সে দিবারে পারি আমি॥
প্রভু আজ্ঞা দিলে সে ভাণ্ডারী দিতে পারে।
এইমত যা'রে কৃপা কর' যা'র দ্বারে'॥"

(চৈ ভা অ ৯।২৬৪-৬৫)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে 'প্রেমভক্তি হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুও নিত্যসিদ্ধ ভক্তিরসাচার্য্য শ্রীরূপকে বলিলেন,—

"অদ্বৈতের প্রসাদে যে হয় কৃষ্ণভক্তি।
জানিহ অদ্বৈতে কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি॥"

(চৈ ভা অ ৯।২৬৯)

একদিন শ্রীগৌরহরি শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীশ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীগৌরহরি লোক-শিক্ষার্থ শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পণ্ডিত, তুমি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে কিরূপ বৈষ্ণব মনে কর?" শ্রীশ্রীবাস চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আচার্য্যকে শ্রীশুক বা শ্রীপ্রহ্লাদের ন্যায় 'বৈষ্ণব' বলিয়া আমার মনে হয়।" শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীশুকদেবের সহিত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের উপমা শুনিয়া লোক-শিক্ষার্থ শ্রীগৌরহরি পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহময় প্রহারের ন্যায় এক 'চড়' মারিয়া বলিলেন,—

"কি বলিলি কি বলিলি, পণ্ডিত-শ্রীবাস।
মোহার নাড়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ!!
যে শুকেরে 'মুক্ত' তুমি বল সর্ব্বমতে।
কালিকার বালক শুক নাড়ার আগেতে॥
এত বড় বাক্য মোর নাড়ারে বলিলি।
আজি বড় শ্রীবাসিয়া মোরে দুঃখ দিলি।"

(চৈ ভা অ ৯।২৮৬-৮৮)

ইহা বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস-পণ্ডিতকে ছিপবেত্র লইয়া মারিতে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রভুকে নিবারণ করিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-তত্ত্বের সহিত শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

"শুক-আদি করি' সব বালক উহার।
নাড়ায় পাছে সে জন্ম জানিহ সবার॥

অদ্বৈতের লাগি' মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি' নাড়ার হুঙ্কার॥
শয়নে আছিনু মুক্তি ক্ষীরোদ-সাগরে।
জাগাই' আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে॥"

(চৈ ভা অ ৯।২৯৬-২৮)

শ্রীল শ্রীবাস-পণ্ডিত আপনাকে অপরাধিজ্ঞানে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর শ্রীচরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলিলেন,—

"এই মোর মনের সঙ্কল্প আজি হৈতে।
মদিরা যবনী যদি ধরেন অদ্বৈতে॥
তথাপি করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্রতি।
কহিনু তোমারে প্রভু সত্য করি' অতি॥"

(চৈ ভা অ ৯।৩০৪-৫)

একদিন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে উপস্থিত হইলে শ্রীগৌর-হরি শ্রীঅদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, আচার্য্য শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখকমল দর্শন করিবার পর পাঁচ-সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু রহস্য করিয়া বলিলেন,—"আচার্য্য এখানে পরাজিত; কারণ, প্রদক্ষিণকালে যতক্ষণ শ্রীভগবানের পৃষ্ঠদেশের দিকে যাওয়া যায়, ততক্ষণ শ্রীমুখকমল-দর্শনে বাধা হয়; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু যতক্ষণ ধরিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন, ততক্ষণ তাঁহার চক্ষু নিমেষ-কালের জন্যও আর কোনদিকে পতিত হয় না—সর্ব্বক্ষণ ও সর্ব্বত্র শ্রীজগন্নাথের শ্রীমুখ-কমল-মধুই পান করে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পরাজয়-লীলা স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে, একমাত্র শ্রীগৌরহরিই এই কথার মর্ম্ম অবগত আছেন।

একদিন মহাপ্রভু প্রেমাবেশে কূপ মধ্যে পতিত হইলে তাহা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত এক সম্মোহ-লীলা করিলেন। প্রভুর স্পর্শে সেই কূপ নবনীতময় হইয়া গিয়াছিল। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুকে কূপ হইতে উত্তোলন করিলেন।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনকালে শ্রীঅদ্বৈত-পুত্র শ্রীগোপাল শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞায় নৃত্য করিতে করিতে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ইহাতে আচার্য্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া শ্রীগোপালকে অঙ্কে ধারণ করিলেন। পুত্রের শ্বাস-রহিত অবস্থা দেখিয়া আচার্য্য বিকল হইয়া পড়িলেন। আচার্য্য 'শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্র' উচ্চারণ করিয়া পুত্রের মুখে বারিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের হুঙ্কারে ব্রহ্মাণ্ড যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন শ্রীগোপালের চৈতন্য হইল না, তখন আচার্য্য ও ভক্তবৃন্দ সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শ্রীগোপালের বক্ষে হস্ত দিয়া 'গোপাল উঠ' বলিবা-মাত্র শ্রীগোপাল চৈতন্য লাভ করিলেন।

শ্রীরথযাত্রাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে চারিটী কীর্ত্তন-সম্প্রদায় রচনা করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সন্তোষ-বিধান করিলেন। যে-সম্প্রদায়ে শ্রীল শ্রীবাস-পণ্ডিত মূল-গায়ক হইলেন, সেই দলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু নৃত্য করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীজগন্নাথ সুন্দরাচলে উপবেশন করিলে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাদি-ভক্তবৃন্দকে ত্রিলঙ্গা কীর্ত্তনের মধ্যে নৃত্য করাইলেন; শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে শ্রীঅদ্বৈতাদি-ভক্তবৃন্দের সহিত জলক্রীড়া করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরের জলের উপরে ভাসাইয়া আচার্য্যকে 'শেষ-শয্যা'-রূপে প্রকাশ করিয়া স্বয়ং তাঁহার উপর শয়ন-পূর্ব্বক 'শেষ-শায়ি'-লীলা প্রকট করিলেন।

শ্রীরথ-যাত্রা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নিজ ঘরে বসিয়া নাম-সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতা-চার্য্য শ্রীগৌরহরিকে সচন্দন-পুষ্প-তুলসী, গন্ধ-মালা ও স্তব-পাঠ-প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিলেন। পূজাপাত্রে যে পুষ্প-তুলসী অবশিষ্ট ছিল, উহার দ্বারা শ্রীগৌরহরি শ্রীঅদ্বৈতা-চার্য্যকে "যোঽসি সোঽসি, নমোঽস্তু তে"—এই মন্ত্র পাঠ ও মুখবাদ্য করিয়া পূজা করিলেন। এইভাবে পরস্পর নমস্কার ও বন্দনা করিবার পর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরকে নিজ-গৃহে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরহরি শতমুখে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গুণাবলী কীর্ত্তন করিতেন। একদিন নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীবাসাদি ভক্তকে বলিলেন,—

"সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যাঁর সম।
অতএব 'অদ্বৈত-আচার্য্য' তাঁর নাম॥
যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা-শক্তি?"

(চৈ চ আ ৭।১৮-১৯)

শ্রীরথযাত্রার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দকে গৌড়দেশে গমনার্থ বিদায়-দান-কালে অত্যন্ত দৈন্য-বিলাপোক্তি করিয়া ভক্তগণের নিকট স্বীয় অপরিশোধ্য ঋণের কথা জানাইলেন। তাহাতে,—

"অদ্বৈত-অবধূত কিছু কহে প্রভু-পায়।
'সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায়॥
আমার তা'রে বান্ধ'—ঐছে কৃপা-বাক্য-ডোরে।
তোমা' ছাড়ি' কেবা কাঁহা যাইবারে পারে'?"

(চৈ চ অ ১২।৭৮-৭৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রতিবৎসরই শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিতকে শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইয়া বিচ্ছেদ-বিধুরা শ্রীশচীমাতাকে নানা-ভাবে প্রবোধ-দান করিতেন। এক বৎসর শ্রীজগদানন্দ শ্রীনবদ্বীপে আগমন করিয়া শ্রীশচীমাতাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত সন্দেশাদি প্রদান করিবার পর শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীজগদানন্দ নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনার্থ আচার্য্যের অনুমতি প্রার্থনা করিলে আচার্য্য শ্রীজগদানন্দের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট একটী 'তর্জ্জা-প্রহেলিকা' প্রেরণ করিলেন। ঐ তর্জ্জার মধ্যে ইঙ্গিতে কএকটি রহস্য-কথা ছিল; তাহা একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আর কেহ বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীজগদানন্দের নিকট আচার্য্য বলিয়া দিলেন,—

"প্রভুরে কহিহ আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিহ,—লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিহ,—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ,—ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

(চৈ চ অ ১৯।১৯-২১)

(শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দকে দিয়া এই বলিয়া পাঠাইলেন,—) 'মহাপ্রভুকে কহিও যে, লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে, আর প্রেমের হাটে প্রেম-চাউল-বিক্রয়ের স্থল নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, আউল অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত বাউল আর সাংসারিক কার্য্যে নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, প্রেমোন্মত্ত হইয়াই অদ্বৈত একথা কহিয়াছেন।' তাৎপর্য্য এই যে, প্রভুর আবির্ভাবের যে তাৎপর্য্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে; এখন প্রভুর যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক। (শ্রীঅমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর শ্রীমুখের এই তর্জ্জা নীলাচলে প্রত্যাগত শ্রীজগদানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন। আচার্য্যের এই তর্জ্জা শুনিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্য-সহকারে 'আচার্য্যের যেই আজ্ঞা' বলিয়া মৌনভাব ধারণ করিলেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদর এই তর্জ্জার অর্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন,—

"প্রভু কহেন,—'আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি' দেবের করেন আবাহন।
পূজা লাগি' কত কাল করেন নিরোধন॥
পূজা-নির্ব্বাহন হৈলে পাছে করেন বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ, কিবা তাঁ'র মন॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য—তরজাতে সমর্থ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ'॥"

(চৈ চ অ ১৯।২৪-২৮)

তরজার তাৎপর্য্য শুনিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন; সেইদিন হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহোন্মাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অবিদিতি থাকিল না যে, জগতের বহির্ম্মুখ অবস্থা দেখিয়া যে আচার্য্য নিজ প্রভুকে গোলোক হইতে ভূলোকে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই আচার্য্য আজ, বোধ হয়, পুনরায় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জগতে প্রেম-ভক্তির গ্রাহক অধিক নাই, এই স্থানে আর শুষ্ক শ্রীতির কথা বিকাইবে না; তাই প্রভুকে আবার স্ব-স্থানে বিজয় করিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন।

[৮]

শ্রীঅদ্বৈত-শাখা

শ্রীঅদ্বৈত-শাখা-বর্ণনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"শ্রীচৈতন্যাময়তরোরদ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ॥"

(চৈ চ আ ১২।৩)

শ্রীচৈতন্যাখ্য অমরতরুর দ্বিতীয়স্কন্ধরূপী অদ্বৈত-প্রভুর শাখাস্বরূপ গণসকলকে নমস্কার করি।

(অমৃত প্রবাহভাষ্য)

"বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ—আচার্য্য গোসাঞি।
তাঁর যত শাখা হইল, তাঁর লেখা নাঞি॥
চৈতন্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে॥
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।
সেই ফল-সম্বলে জগৎ ভরিল॥
সেই জলে স্কন্ধে করে' শাখাতে সঞ্চার।
ফলে ফুলে বাড়ে,—শাখা হইল বিস্তার॥
প্রথমে ত' আচার্য্যের একমত গণ।
পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ॥
কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার॥
অসারের নামে ইহা নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন॥
ধান্যরাশি মাপে যৈছে পাতুনা সহিতে।
পশ্চাতে পাতুনা উড়াঞা সাফাই করিতে॥"

(চৈ চ আ ১২।৪-১২)

প্রথমে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর সকল গণেরই একমত ছিল, পরে কতকগুলি লোকের দৈববিপাকে পৃথক্ মত হইয়া পড়িল। শ্রীআচার্য্যের নিজমতে যাঁহারা চলিলেন, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব; আর যাঁহারা দৈবপরতন্ত্র হইয়া শ্রীআচার্য্যোপদিষ্ট মত হইতে স্বতন্ত্র কোন প্রকার স্ব-মত কল্পনা করিলেন, তাঁহারা অসার। অসার ব্যক্তিদিগের নামে কিছু প্রয়োজন নাই, তথাপি সারগ্রাহি-বৈষ্ণবদিগকে অসারবাহিগণ হইতে পৃথক্ রাখিবার অভিপ্রায়ে একত্রে গণনা করিয়া পাতুনা উড়াইয়া ধান্য পৃথক্ করার ন্যায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অসারগণেরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

১। শ্রীচৈতন্যজীবন সারগ্রাহী শ্রীঅদ্বৈতদাসগণের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতনন্দন **শ্রীঅচ্যুতানন্দ** প্রভুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাগ্রণী। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"অচ্যুতানন্দ বড় শাখা, আচার্য্য-নন্দন।
আজন্ম সেবিলা তেঁহো চৈতন্যচরণ॥"

(চৈ চ আ ১২।১৩)

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত "শ্রীঅদ্বৈত-চরিত"-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে,—

"অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্চ গোপালদাস এব চ।
বসুরত্নমিদং প্রোক্তং সীতাগর্ভাদ্ধিসম্ভবম্॥
আচার্য্যতনয়েষ্বেতে ত্রয়ো গৌরগণাঃ স্মৃতাঃ।
চতুর্থো বলরামশ্চ স্বরূপঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ।
ষষ্ঠস্তু জগদীশাখ্য আচার্য্যতনয়া হি ষট্॥"

অতএব শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীগৌরভক্ত পুত্রত্রয়ের মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দই জ্যেষ্ঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনীলাচল হইতে যে বর্ষে শ্রীরামকেলি হইয়া শ্রীবৃন্দাবনগমনের ইচ্ছা করেন, সেই বর্ষে অর্থাৎ ১৪৩৩-৩৪ শকাব্দে শ্রীঅচ্যুতানন্দের বয়ঃক্রম পঞ্চবর্ষ মাত্র ছিল। শ্রীল অচ্যুতানন্দ "পঞ্চ-বর্ষ বয়স—মধুর দিগম্বর" (চৈ ভা অ ৪।১৪২) বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীঅচ্যুতানন্দ ১৪২৮ শকাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন। শ্রীঅচ্যুতের জন্মের পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে শ্রীঅদ্বৈত-পত্নী শ্রীসীতাদেবী প্রভুর আবির্ভাব-লীলা দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। সুতরাং একুন বৎসরের মধ্যে শ্রীসীতাদেবীর আরও তিনটী পুত্র হওয়ার অসম্ভাবনা নাই। ১৭৯২ শকাব্দে 'নিত্যানন্দ-দায়িনী'-পত্রিকায় মুদ্রিত লোকনাথ দাস-নামে জনৈক ব্যক্তির রচিত 'শ্রীসীতাদ্বৈত-চরিত'-নামক একখানা বাঙ্গালা কবিতা-গ্রন্থে শ্রীঅচ্যুতানন্দকে মহাপ্রভুর সহপাঠী বলিয়া বর্ণন করিয়াছে। উহা শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিরুদ্ধ। ১৪৩১ শকাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ পূর্ব্বক যখন শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে আগমন করেন, তখন শ্রীঅচ্যুতানন্দ তিন বৎসরের শিশু। "দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈততনয়। ● ● আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র-পদতলে। ধূলায় সহিত প্রভু লইলেন কোলে॥ প্রভু বলে,—'অচ্যুত, আচার্য্য মোর পিতা। সে সম্বন্ধে তোমার আমার (হই) দুই ভ্রাতা॥" (চৈ ভা অ ১।২১৩, ২১৬-১৭) শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপে মহাপ্রকাশের পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতকে আনয়ন করিবার জন্য শ্রীরাম পণ্ডিতকে শান্তিপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীঅচ্যুতানন্দ পিতামাতার সহিত আনন্দ-ক্রন্দন করিয়াছিলেন। "অদ্বৈতের তনয় 'অচ্যুতানন্দ' নাম। পরমবালক, স্নেহো কাহে অবিরাম॥" (চৈ ভা ম ৬।৪১) আবার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভক্তির বিরুদ্ধে জ্ঞানের ব্যাখ্যাকালে শ্রীমহাপ্রভু যখন

শ্রীল শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুকে প্রণাম করিতেছিলেন, তখনও শ্রীঅচ্যুতানন্দ বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে এইসকল ঘটনা স্বীকার করিতে হয়। (চৈ ভা ম ১৯।১২৮) "অচ্যুত প্রণাম করে' অদ্বৈত-তনয়।" শ্রীঅচ্যুত বাল্যকালাবধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত। তিনি দারপরিগ্রহ করিয়া কোনদিন সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এইরূপ কোন কথা জানা যায় নাই। শ্রীঅদ্বৈতশাখাবর্ণনে শ্রীঅচ্যুতানন্দের নাম শিষ্যগণের অগ্রগণ্য। শ্রীবৃন্দাবনদাস-কৃত শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর "শাখা-নির্ণয়ামৃত" গ্রন্থে আমরা শ্রীঅচ্যুতানন্দ ঠাকুরকে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ও শাখা বলিয়া জানিতে পারি—"মহারসামৃতানন্দমচ্যুতানন্দনামকম্। গদাধর-প্রিয়তমং শ্রীমদদ্বৈতনন্দনম্॥" নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া শ্রীঅচ্যুতানন্দ ভজন করিয়াছেন। (চৈ চ আ ১০।১৫০) "অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-আচার্য্য-তনয়। নীলাচলে রহে, প্রভুর চরণ আশ্রয়॥" শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শেষ-জীবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে অবস্থান করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে,—শ্রীঅচ্যুতানন্দ-প্রভৃতি শ্রী-অদ্বৈতপ্রভুর প্রকট সেবকমণ্ডলীর অনেকেই শ্রীগদাধরের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি শ্রীঅচ্যুতা-নন্দের অতি বাল্যকাল হইতেই যে প্রবল অনুরাগ ছিল, তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তনের মধ্যেও আমরা প্রভু-প্রিয় শ্রীঅচ্যুতানন্দকে সকল বারেই দেখিতে পাই—"শান্তিপুরের আচার্য্যের এক সম্প্রদায়। অচ্যুতানন্দ নাচে তথা, আর সব গায়॥" (চৈ চ ম ১৩।৪৪)। এই সময় শ্রীঅচ্যুতানন্দের বয়স ছয় বৎসর মাত্র। শ্রীকবি-কর্ণপুর-প্রণীত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীঅচ্যুতানন্দকে 'শ্রীগদাধরের শিষ্য এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে 'কার্ত্তিক' এবং কেহ তাঁহাকে 'অচ্যুতা'-নাম্নী গোপিকা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। গ্রন্থকার উভয় মতেরই সমীচীনতা আছে বলিয়া স্থির করিয়াছেন—

"তত্র পুত্রোঽচ্যুতানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভঃ।
শ্রীমৎপণ্ডিত-গোস্বামি-শিষ্যঃ প্রিয় ইতি শ্রুতম্॥
য: কার্ত্তিকেঃ প্রাগাসীদিতি জল্পন্তি কেচন।
কেচিদাহু রসজ্ঞোঽচ্যুতা নাম্নী তু গোপিকা।
উভয়স্য সমীচীনং ময়োরেকত্র সঙ্গতাব॥"

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা—৮৭-৮৮ শ্লোক)

শ্রীনরহরিদাস-কৃত "শ্রীনরোত্তমবিলাসে শ্রীঅচ্যুতানন্দের শ্রীখেতরি-মহোৎসবে যোগদানের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীসীতাদেবী ও শ্রীজাহ্নবামাতার অনুরোধক্রমে নিতান্ত অনিচ্ছা হইলেও শ্রীঅচ্যুতানন্দ-প্রভু মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীনরহরিদাসের মতানুসারে তিনি অবশেষে শ্রীশান্তিপুরের বাটীতে বাস করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে তাঁহার সহিত এবং পরে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট পুরীতে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বলা বাহুল্য, দারপরিগ্রহ না করায় শ্রীঅচ্যুতানন্দের কোন সন্তানাদি হয় নাই। (অনুভাষ্য)

২। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র **শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র**। তিনিও শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীঅচ্যুতানন্দের অনুগত ছিলেন। তৎসম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণমিশ্র-নাম আর আচার্য্য-তনয়।
চৈতন্য-গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয়॥"

(চৈ চ আ ১২।১৮)

৩। **শ্রীগোপাল**-নামক অপর শ্রীঅদ্বৈতাত্মজকে আমরা শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সম্মুখে প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য-কীর্ত্তন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-লাভ করিতে দেখিয়াছি। শ্রীঅচ্যুত, শ্রীকৃষ্ণমিশ্র ও শ্রীগোপাল —এই তিনজন শ্রীঅদ্বৈতাত্মজই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদ-পদ্মে অনুরক্ত ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রিয় ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও তিনজন শ্রীঅদ্বৈতাত্মজের নাম 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' ও সংস্কৃত 'শ্রীঅদ্বৈত-চরিতা'দি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কোন প্রশংসা শুনা যায় না; বরং যেন ইঙ্গিতে 'অসারগ্রাহী' বলিয়াই উক্তি দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত 'শ্রীঅদ্বৈত-চরিত'-গ্রন্থে লিখিত আছে,—

'চতুর্থো বলরামশ্চ স্বরূপঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ।
ষষ্ঠস্তু জগদীশাখ্য আচার্য্যতনয়া হি ষট্॥'

সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ বলেন,—ইহারা তিনজনই শ্রীগৌর-বিমুখ স্মার্ত বা মায়াবাদী ছিলেন।

শ্রীল অচ্যুতানন্দ-প্রভু শ্রীচৈতন্য-জীবন ছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'পরতত্ত্ব' বলিয়া স্বীকার করিতেন। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতের পুত্র-নামধেয় কেহ কেহ শ্রীঅচ্যুতানন্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, তাহা আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে স্পষ্ট ভাষায় দেখিতে পাই (চৈ চ আ ১২।৮৬-৭৪)। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীঅচ্যুতানন্দের প্রশংসা করিতে গিয়া তৎসঙ্গে শ্রীগৌরবিরোধী শ্রীঅদ্বৈত-পুত্রগণের কথা নানা-স্থানে বলিয়াছেন,—

"ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যে চৈতন্য-পাদপদ্মে একান্ত-শরণ॥
অদ্বৈতেরে ভজে, গৌরচন্দ্র করে' হেলা।
পুত্র হৈতে অদ্বৈতের তবু ভিঁহ গেলা॥"

(চৈ ভা অ ৪।১৮২-৮৩)

শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'স্বয়ং ভগবান্' এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে 'শ্রীচৈতন্যদাস' বলিয়া জানিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীমাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথিতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে পুনঃ পুনঃ 'মহেশ-অবতার' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতের অনুগতাভিমানী ও পুত্রাভিমানী কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই বিচার গ্রহণ করেন নাই। তৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস বলিয়াছেন,—

"বুঝিলাঙ—আচার্য মহেশ-অবতার।'
এই মত হাসি' প্রভু বলে' বার বার॥
ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়।
যে হয় সুকৃতি, সে পরমানন্দে লয়॥
তান বাক্যে অনাদর অনাস্থা যাহার।
তা'রে শ্রীঅদ্বৈত হয় অগ্নি-অবতার॥
যদ্যপি অদ্বৈত কোটি-চন্দ্র-সুশীতল।
তথাপি চৈতন্য-বিমুখের কালানল॥"

(চৈ ভা অ ৪।৪৭২-৭৪)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের অনুগতাভিমানী কেহ কেহ আপনাকে 'শ্রীচৈতন্যদাস' বলিয়া প্রচার করিতেন। তাঁহাদের বিচার ছিল, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু বিষয়বিগ্রহ 'শ্রীকৃষ্ণ' আর শ্রীগৌর-সুন্দর আশ্রয়বিগ্রহ 'শ্রীরাধিকা'। বস্তুতঃ শ্রীগৌরহরি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু। তিনি 'স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ' হইয়াও আশ্রয়বিগ্রহের ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য 'বিষ্ণুকোটি' হইলেও তিনি দাস্যাভিমানে সুখী হন। তিনি শ্রীচৈতন্যের সেবক। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥"

(চৈ চ আ ৭।১৪)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের শ্রীচৈতন্যানুগতাকে যাঁহারা স্বীকার করেন না, অথচ আপনাদিগকে 'শ্রীচৈতন্যদাস' প্রচার করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"এবে কেহ বলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
স্বপ্নেহ না বলে' শ্রীচৈতন্য-গুণ-গ্রাম॥
অদ্বৈতের প্রাণনাথ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁ'র ভক্তি-প্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য॥
জয় জয় অদ্বৈতের যে চৈতন্য-ভক্তি।
যাঁহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্বশক্তি॥
সাধুলোকে অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে'।
কেহ ইহা অদ্বৈতের নিন্দা হেন বাসে'॥
সেহ ছার বলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
পাপী কেমনে যায় অদ্বৈতের স্থান॥
এ পাপীরে 'অদ্বৈতের লোক' বলে যে।
অদ্বৈত-হৃদয় কভু নাহি জানে সে॥
রাক্ষসের নাম যেন কহে 'পুণ্যজন'।
এই মত এ সব চৈতন্য-দাসগণ॥"

(চৈ ভা অ ৫।৩৬-৪২)

অন্যত্র শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

"হেন সে চৈতন্যদেব শ্রীভক্তবৎসল।
ইহানে সে 'কৃষ্ণ' করি' গায়েন সকল॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান।
সবে বলে'—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্'॥
এ সকল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া।
অন্যেরে বলয়ে 'কৃষ্ণ' সে-ই অভাগিয়া॥
শেষশায়ী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবৎস-লাঞ্ছন।
কৌস্তুভ-ভূষণ আর গরুড়-বাহন॥

এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয়।
গদা আর কা'রো পাদপদ্মে নহ ভৃঙ্গ॥
শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা অন্যে না লভয়ে'।
এই কহে বেদে শাস্ত্রে সকল বৈষ্ণবে॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বাক্য যে আদরে লয়।
সেইসব জন পায় সর্ব্বত্র বিজয়॥"

(চৈ ভা অ ৯।২২৮-৩৪)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সর্ব্বদাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকত্ব প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সেই শ্রিচার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"অদ্বৈতের শ্রীমুখের এসকল কথা।
সত্য সত্য সত্য ইথে নাহিক অন্যথা॥
শুনিতে এ-সব কথা যা'র প্রীত নয়।
সে অধম অদ্বৈতের অদৃষ্ট নিশ্চয়॥
হরি-শঙ্করের যেন প্রীত সত্য কথা।
অবুধ প্রাকৃত জনে না বুঝে সর্ব্বথা॥
একের অপ্রীতে হয় দোঁহার অপ্রীত।
হরি-হরে যেন—তেন চৈতন্য-অদ্বৈত॥
নিরবধি অদ্বৈত এ সব কথা কয়।
জগতের ত্রাণ লাগি' কৃপালু-হৃদয়॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি যাঁ'র।
জানিহ ঈশ্বর-সঙ্গে ভেদ নাহি তাঁ'র॥"

(চৈ ভা ম ৯।৮১-৮৬)

শ্রীল অচ্যুতানন্দ-প্রভু শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর প্রধান ও প্রিয় শিষ্য ছিলেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের অপ্রকট-লীলার পর শ্রীঅচ্যুতানন্দের মতানুসারী শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য-সম্প্রদায় সকলেই শ্রীগদাধরের আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতানুগ কেহ কেহ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের বিরোধী ও নিন্দক হইয়া পড়ে।

"যত চৈতন্যের প্রিয় পারিষদগণ।
অচ্যুতের প্রিয় নহে, হেন নাহি জন॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণের সমান।
গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান॥"

(চৈ ভা অ ৪।২০৫-৬)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের দুই বাহুস্বরূপ। পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরহরির শক্তি-অবতার এবং অন্যতম ভক্ত—শ্রীগদাধর-পণ্ডিত; শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য —ভক্তাবতার; শ্রীনিত্যানন্দ—ভক্তস্বরূপ; শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত—এই দুই প্রভুরও 'প্রভু'—মহাপ্রভু। যাঁহারা এই শুদ্ধভক্তিপর বিচার গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

"যত যত শুন যা'র যতেক বড়াঞি।
চৈতন্যের সেবা হৈতে আর কিছু নাঞি॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু যা'রে কৃপা করে'।
যা'র যেন ভাগ্য, ভক্তি সেই সে আদরে॥
অহর্নিশ লওয়ায় ঠাকুর নিত্যানন্দ।
'বল ভাই সব—'মোর প্রভু গৌরচন্দ্র'॥'
চৈতন্য স্মরণ করি' আচার্য্য গোসাঞি।
নিরবধি কান্দে, আর কিছু স্মৃতি নাই॥
ইহা দেখি' চৈতন্যেতে যা'র ভক্তি নয়।
তাহার আলাপে হয় সুকৃতির ক্ষয়॥
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধ্যে যে অদ্বৈত গায়।
সেই সে বৈষ্ণব, জন্মে জন্মে কৃষ্ণ পায়॥
অদ্বৈতের সেই সে একান্ত প্রিয়তর।
এ মর্ম্ম না জানে যত অধম কিঙ্কর॥"

(চৈ ভা ম ১০।১৫৭-৬৩)

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের প্রেম-কলহের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া যাহারা কোন একজনের পক্ষ গ্রহণ করে, তাহাদের অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গলের কথা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ-প্রেম-সুধা-রসে মত্ত দুই জন।
অন্যোন্যে কলহ করেন সর্ব্বক্ষণ॥
ইথে একজনের হইয়া পক্ষ যেই।
অন্য জনে নিন্দা করে', ক্ষয় যায় সেই॥
হেন প্রেম-কলহের মর্ম্ম না জানিয়া।
একে নিন্দে,' আর বন্দে, সে মরে পুড়িয়া॥"

(চৈ ভা ম ২৪।২৫-২৭)

"করয়ে অদ্বৈত-সেবা চৈতন্য না মানে।
অদ্বৈত তাহারে সংহারিবে ভাল মনে॥"

(চৈ ভা ম ১৩।১৪)

শ্রীঅদ্বৈতের পক্ষ সমর্থন করিয়া যাহারা শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধরকে নিন্দা করে, সেই অদ্বৈতদাস-পরিচয়াকাঙ্ক্ষি-গণের নিন্দা করিয়া শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

"অদ্বৈতের পক্ষ লঞা নিন্দে' গদাধর।
সে পাষণ্ডি কভু নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর॥"

(চৈ ভা ম ২৩।৫৩)

"অদ্বৈতের পক্ষ হঞা নিন্দে' গদাধর।
সে অধম কভু নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর॥
ঈশ্বরে সে ঈশ্বরের কলহের পাত্র।
কে বুঝিবে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা মাত্র॥
'বিষ্ণু' আর 'বৈষ্ণব' সমান দুই হয়।
পাষণ্ডী নিন্দক ইহা বুঝে বিপর্য্যয়॥
সকল বৈষ্ণব-প্রতি অভেদ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণ চরণ ভজে, সে যায় তরিয়া॥"

(ঐ ২৪।১৮-১০১)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কৃপা-প্রার্থনা-মুখে সার ও মিতকথায় গাহিয়াছেন,—

"দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপা-বলে পাই চৈতন্য-নিতাই॥"

(প্রার্থনা—৪০)

৪। শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাস—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাস মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট গোপনে এক পত্র লিখিয়া জানান—"শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর'; কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁহার তিনশত মুদ্রা ঋণ হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঐ টাকা পাঠাইয়া দিলে আচার্য্য ঋণমুক্ত হইতে পারেন।" কমলাকান্তের এই পত্র দৈবক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্তে পড়ে। পত্রপাঠে শ্রীচৈতন্য অত্যন্ত ব্যথিত হন; কারণ, কমলাকান্ত আচার্য্যকে 'ঈশ্বররূপে স্থাপন করিয়া আবার তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত মনে করিয়াছেন। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীনারায়ণকে 'জীব' জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতি 'দরিদ্র'বুদ্ধি 'মায়াবাদ' বা 'বাউলিয়া' মত। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোবিন্দকে আদেশ করিলেন,—"বাউলিয়া বিশ্বাসকে আমার নিকট আসিতে দিবে না।" ইহাতে বিশ্বাস অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কমলাকান্তকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, কমলাকান্ত মহাপ্রভুর কৃপাভাজন বলিয়াই ঐরূপ দণ্ডিত হইয়াছেন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্য-সম্বন্ধে কমলাকান্তকে ডাকাইয়া তাঁহার বিচারে যেরূপে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া দিলেন,—

"প্রভু কহে,—'বাউলিয়া, ঐছে কেনে কয়'।
আচার্য্যের লজ্জা-ধর্ম্ম-হানি সে আচয়'॥
প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন॥
লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্মকীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি'॥
এই শিক্ষা সবাকারে, সবে মনে কৈল।
আচার্য্য-গোসাঞি মনে আনন্দ পাইল॥"

(চৈ চ আ ১২।৪৯-৪৩)

৫। শ্রীরঘুনন্দন আচার্য্য—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর দীক্ষাগুরু,—

"বাসুদেবদত্তের তেঁহ হয় 'অনুগৃহীত'।
রঘুনাথের 'গুরু' তেঁহো হয় 'পুরোহিত'॥
অদ্বৈত-আচার্য্যের তেঁহ 'শিষ্য অন্তরঙ্গ'।
আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে চৈতন্যে 'প্রাণধন'॥"

(চৈ চ অ ৬।১৬১-১৬২)

৬। শ্রীভাগবতাচার্য্য—ইনি পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতগণে ছিলেন, পরে শ্রীগদাধরগণে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীরঘুনন্দনদাস-কৃত "শাখানির্ণয়ামৃতে" (৬ষ্ঠ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে,—

"বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গ-প্রিয়পাত্রকম্।
যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না 'প্রেমতরঙ্গিণী'॥"

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে (১৯৫ ও ২০২) ইনি ব্রজের শ্রীস্বেতমঞ্জরী।

৭। শ্রীবিষ্ণুদাসাচার্য্য—ইনি শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীখেতরী-মহোৎসবে গমন করিয়াছিলেন। (শ্রীভক্তি-রত্নাকর—১০।৪০৩)।

৮। শ্রীচক্রপাণি আচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর শিষ্য। ইহার বিশেষ কিছু পরিচয় অদ্যাপি পাওয়া যায় না।

৯। শ্রীঅনন্ত আচার্য্য—ইনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গণে থাকিলেও পরে শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-শাখায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় (১৬৫ সংখ্যা)

শ্রীঅনন্তাচার্য্য গোস্বামীকে ব্রজলীলায় অষ্ট সখীর অন্যতমা শ্রীসুদেবীরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আ ৮।৪৯-৬০) শ্রীঅনন্তাচার্য্যের প্রশংসা আছে। ইহার শিষ্য পণ্ডিত শ্রীহরিদাস গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-সেবায় অধ্যক্ষ ছিলেন। শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী "সাধনদীপিকা" গ্রন্থের রচয়িতা। শ্রীবল্লভদাস-দাসের শাখানির্ণয়ামৃতে (১১ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে,—

"বন্দেঽনন্তাদ্ভুতরসমনন্তাচার্য্যসংজ্ঞকম্।
লীলানন্তাদ্ভুতময়ং গৌরপ্রেষ্ঠো হি তাজনম্॥"

১০। শ্রীনন্দিনী—কেহ কেহ বলেন,—ইনি শ্রীসীতা-দেবীর গর্ভজাতা শ্রীঅদ্বৈতাত্মজা। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় (৮৯ শ্লোকে) শ্রীনন্দিনীর এইরূপ নাম পাওয়া যায়,—

"নন্দিনী জঙ্গলী জ্ঞেয়া জয়া চ বিজয়া ক্রমাৎ।"

কএকটী অপ্রামাণিক পুস্তকে শ্রীনন্দিনীর সম্বন্ধে নানা-প্রকার তথ্য পাওয়া যায়; উহা কতদূর নির্ভরযোগ্য, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য,—

"নন্দিনী জঙ্গলী দুই সীতা-সহচরী।
পূর্ব্বে যেহ শ্রীজয়া-বিজয়া অনুচরী॥
যোগমায়া-প্রতিবিম্ব উমা-মায়াশক্তি।
অভেদ করিয়া কহেন যোগমায়া-উক্তি॥"
('ভক্তমাল' ৩য় মালা, ৩৩ পৃষ্ঠা, বসুমতী সংস্করণ)

শ্রীসীতাদেবীর 'শিষ্য'-নামে পরিচিত শ্রীবিষ্ণুদাসাচার্য্যের 'শ্রীসীতাগুণকদম্ব'-নামক এক অপ্রামাণিক পুস্তকেও নন্দিনী ও জঙ্গলীর কিছু মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। 'অদ্বৈত-বিলাস'-নামক একটী পুস্তকে (২য় খণ্ড, ৩২৪ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে যে, নাগর ও নন্দিনী প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈত-শিষ্যগণ শ্রীঅদ্বৈত-গণ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

উড়িয়া ঈশ্বর-দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতে নন্দিনী-জঙ্গলীর কথা আছে। আমরা পুরীতে 'নন্দিনী'-নামক একটী মঠ দর্শন করিয়াছি। ঐ মঠের সম্বন্ধে তথ্য গৌড়ীয় ২৩।৩৭-৪২ সংখ্যা ১৪২-৪৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় তাঁহার 'শান্তিপুর-পরিচয়' পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

"সীতা ঠাকুরাণী বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধা ছিলেন। শান্তিপুরের নিকটস্থ হরিপুরের এক ব্রাহ্মণ-কুমার সীতাদেবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আপনাকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করেন। এই ব্যক্তি মালদহ-জেলায় আসিয়া অনেক লোককে নিজের শিষ্য করেন। ইহার বাসস্থান অদ্যাপি 'জঙ্গলীটোটা' নামে প্রসিদ্ধ। 'জঙ্গলী'র প্রকৃত নাম রাজকুমার বা বঙ্গেশ্বর চক্রবর্ত্তী। জঙ্গলীটোটার গদির মোহন্তরা অদ্যাপি স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া থাকেন। হরিপুরের অপর একজন ক্ষত্রিয়-কুমারও (নন্দরাম সিংহ) সীতা ঠাকুরাণীর শিষ্য হইয়া স্ত্রীবেশ ধারণ করেন। তাঁহার নাম হয় 'নন্দিনী'। ইহার গদির পরবর্ত্তী মোহন্তেরাও স্ত্রীবেশ ধারণ করেন। নন্দিনী শেষ বয়সে জগন্নাথক্ষেত্রে বাস করেন।' এই দুই জনের সম্বন্ধে অন্যরূপও লিখিত আছে। সীতাদেবী তাঁহার দুই দাসী জঙ্গলী ও নন্দিনীকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দেন। জঙ্গলী ব্যাঘ্রভল্লুকাদিপূর্ণ জঙ্গলে তপস্যা করিতেন; গৌড়েশ্বর শিকারে গিয়া কুবাসনায় আক্রান্ত হইয়া তাঁহার নিকটে গেলে তাঁহাকে পুরুষরূপে দেখেন এবং তাঁহাকে লইয়া পরীক্ষা করিবার সময় নারীরা তাঁহাকে নারীরূপে এবং পুরুষেরা পুরুষরূপে দেখে; তখন রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার জন্য 'জঙ্গলীটোটা' নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ও তদনুগত শ্রীবিশ্বনাথ-নরোত্তমাদির গ্রন্থাদিতে কোথাও দেখা যায় না যে, পুরুষ-সাধক নারীর বেশ ধারণ করিতেন।...নন্দিনী ও জঙ্গলীর নাম 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় পাওয়া যায় এবং ইহাদের শিষ্যপরম্পরা আজও বর্ত্তমান। * * নন্দিনী = জয়া; কায়স্থ ও নাটোরবাসী। লোকনাথদাসের 'সীতাচরিত্রে' * আছে—'ক্ষেত্রিকুলে জন্ম এক নাম 'নন্দরাম'।' নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, নন্দরাম উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। নন্দিনী গোপীনাথের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। বড়ুা-কলেক্টরী হইতে গোপীনাথের সেবার জন্য প্রতি বৎসর ৭২৬/০ দেওয়া হয়। জঙ্গলী = বিজয়া। 'পুরুষ শরীর স্ত্রী প্রকট হইল'।" (শান্তিপুর-পরিচয়—২য় ভা, ৭ম অ, ৪৪৩-৪৫ পৃঃ)

* হুগলী-জেলার আলাটি হইতে শ্রীমধুসূদন দাস-অধিকারী মহাশয় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে লোকনাথ দাসের 'শ্রীসীতাচরিত্র' প্রকাশ করেন।

১১। কামদেব—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার নাম মাত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যান্য অপ্রামাণিক পুস্তকে নানা-প্রকার ইতিহাস দৃষ্ট হয়। 'শ্রীঅদ্বৈতবিলাস' ২য় খণ্ডে লিখিত হইয়াছে যে, কামদেব-নাগর-প্রভৃতি শান্তিপুরে প্রচার করেন যে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যই 'সাক্ষাৎ কৃষ্ণ'; শ্রীচৈতন্য-শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈতের 'দাস'। 'প্রেমবিলাসে'র ২৪ বিলাসে উক্ত হইয়াছে,—

"কামদেব নাগর, আর আগল পাগল।
না ছাড়িল জ্ঞানবাদ মরে যে শঙ্কর॥"

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিভিন্ন লেখকের ও পুস্তকের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—"অদ্বৈতের শিষ্য কামদেব নাগর (নির্ব্বিশেষ) জ্ঞানবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। এইজন্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ-কর্ত্তৃক তিনি ও তাঁহার অনুগত লোকেরা পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থেও (১২।১৯৮-৮৮) * 'শঙ্কর'-নামে আচার্য্যের এক শিষ্যের কথা উল্লেখ আছে।"

"অদ্বৈতাচার্য্যের এক শিষ্য শঙ্করদেব আসামদেশে 'মহাপুরুষীয়' ধর্ম্ম নামে বৈষ্ণবধর্ম্মের এক স্বতন্ত্র মত স্থাপন করেন। (১৩৭১-১৪৯৫ শকের মধ্যে)। শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবদেব গুরুর মৃত্যুর পর প্রায় অষ্টাদশ বৎসর আসামে গুরুর মত প্রচার করেন। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে মাধবদেবের মৃত্যু হয়। * * * অসমীয়া শঙ্করদেবের নাম স্পষ্টভাবে কোন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। 'ভক্তি-রত্নাকরে' এক জ্ঞাননিষ্ঠ শঙ্করের উল্লেখ আছে। * * * আসামের বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মাধব ও শঙ্করের (শান্তিপুর হইতে বিতাড়িত) শিষ্যপ্রশিষ্য। তাঁহারা অদ্বৈতকেই শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন।" ('শান্তিপুর-পরিচয়'—২য় ভাগ, ১ম অ, ৫১১-১৮ পৃঃ)

* "অদ্বৈতাচার্য্যের শাখা—শঙ্কর নামেতে।
জ্ঞান-পক্ষে তাঁ'র নিষ্ঠা হৈল ভালমতে॥
অদ্বৈত শঙ্কর-প্রতি কহে বারে বারে।
—'মনোরথসিদ্ধি মুই কৈলুঁ এ প্রকারে।
ছাড় ছাড় ওরে রে পাগল! নষ্ট হৈলা।'
তেঁহো না ছাড়ে তা'রে অদ্বৈত ত্যাগ কৈলা॥
মহাবহির্ম্মুখ বীজ করিল রোপণ।
ক্রমে বৃদ্ধি হইব জানিল বিজ্ঞগণ॥"

১২। শ্রীচৈতন্যদাস—ইহার আর অন্য কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১২।৫৯) নামমাত্র উল্লেখ আছে।

১৩। শ্রীহরিহর বিশ্বাস—ইহারও অন্যত্র বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১২।৫৯) কেবলমাত্র নাম আছে।

১৪। শ্রীবনমালিদাস—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১২।৫৯) ও শ্রীভক্তিরত্নাকরে (৯।৪০৩, ১০।৪০৪) ইহার নামমাত্র উল্লেখ আছে, বিশেষ কোন পরিচয় নাই।

১৫। শ্রীজগন্নাথ কর—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১২।৬০) শ্রীঅদ্বৈতশাখায় কেবল নামোল্লেখ মাত্র আছে।

১৬। শ্রীভবনাথ কর—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১২।৮০) ইহার নামমাত্র উল্লেখ আছে, অন্য কোন পরিচয় নাই।

১৭। শ্রীহৃদয়ানন্দ সেন—শ্রীঅদ্বৈতশাখায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে (৯।৪০১) 'শ্রীহৃদয়ানন্দ সেন গুণের আলয়!' এইরূপ উক্তি আছে।

১৮। শ্রীগোপালদাস—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ইহাকে শ্রীঅদ্বৈতশাখায় উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীভক্তিরত্নাকরে (৯।৪০৩) ইহার নাম উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৯। শ্রীযাদবদাস, ২০। শ্রীবিজয়দাস, ২১। শ্রীজনার্দ্দনদাস, ২২। শ্রীঅনন্তদাস, ২৩। শ্রীকানু-পণ্ডিত, ২৪। শ্রীনারায়ণদাস, ২৫। শ্রীবৎস পণ্ডিত—এই কএকজন শ্রীআচার্য্য-শিষ্যের নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে। শ্রীভক্তিরত্নাকর ৯ম তরঙ্গে ৪০৩-৪০৫ সংখ্যায় শ্রীবিজয়দাস, শ্রীজনার্দ্দনদাস, শ্রীঅনন্তদাস, শ্রীকানু-পণ্ডিত, শ্রীনারায়ণদাস—এই কএকজনের শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের সহিত কাটোয়ায় আগমনের কথা আছে।

২৬। শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী—ইনি শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগদাধর, এই উভয় গণে গণিত। শ্রীরঘুনন্দনদাসের 'শাখানির্ণয়'-গ্রন্থের নবম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

"শ্রীযুতং হরিদাসাখ্যং ব্রহ্মচারি-মহাশয়ম্।
পরমানন্দ-সন্দোহং বন্দে ভক্ত্যা মুহাকরম্॥"

২৭। শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, ২৮। শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, ২৯। শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত, ৩০। শ্রীরঘুনাথ, ৩১। শ্রীবনমালী কবিচন্দ্র, ৩২। শ্রীবৈদ্যনাথ, ৩৩। শ্রীলোকনাথ পণ্ডিত, ৩৪। শ্রীমুরারি পণ্ডিত, ৩৫। শ্রীহরিচরণ, ৩৬। শ্রীমাধব পণ্ডিত, ৩৭। শ্রীবিজয় পণ্ডিত, ৩৮। শ্রীরাম পণ্ডিত প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-শিষ্যের নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আ ১২।৬২-৬৫) উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে শ্রীমুরারি পণ্ডিত প্রভৃতি কএক-জনের নাম 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' দৃষ্ট হয়।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ৫৮টী শাখার বর্ণন করিয়া "অসংখ্য অদ্বৈত-শাখা কত লইব নাম।" (চৈ চ আ ১২।৬৪)—এইরূপ উক্তি করিয়াছেন এবং তৎপরে শ্রীঅচ্যুতানন্দের মতানুসারী শ্রীগৌরপাদপদ্মানুরক্ত সারগ্রাহী শ্রীঅদ্বৈত-গণ ও শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত-বিরোধী শ্রীচৈতন্য-বিমুখ অসারগ্রাহী শ্রীঅদ্বৈত-গণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—

"মালি-দত্ত জল অদ্বৈত-স্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা,—ফুল-ফল হয়॥
ইহার মধ্যে মালি-পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দ্দৈব কারণ॥
স্বজাইল, জীয়াইল, তাঁ'রে না মানিলা।
কৃতঘ্ন হইলা, তাঁ'রে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইলা॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তা'রে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে॥
চৈতন্য-রহিত দেহ—শুষ্ককাষ্ঠ-সম।
জীয়িতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম॥
কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য-বিমুখ যেই, সেই ত' পাষণ্ড॥
কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি।
চৈতন্য বিমুখ যেই, তার এই গতি॥
যে-যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ—মহাভাগবত॥
সেই সেই—আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ॥
সেই আচার্য্য-গণে মোর কোটী নমস্কার।
অচ্যুতানন্দ প্রায়, চৈতন্য—জীবন যাঁহার॥"
(চৈ চ আ ১২।৬৬-৭৪)

ইহার পর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ৩৩টী শাখার উপশাখা বা শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্যের নাম করিয়াছেন,—(১) শ্রীজয়ানন্দ, (২) শ্রীশ্রীধর ব্রহ্মচারী, (৩) শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, (৪) শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য, (৫) শ্রীঅনন্তাচার্য্য, (৬) শ্রীকবিদত্ত, (৭) শ্রীনয়নমিশ্র, (৮) শ্রীগঙ্গা মন্ত্রী, (৯) শ্রীমাধু ঠাকুর, (১০) শ্রীকণ্ঠাভরণ, (১১) শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী, (১২) শ্রীভাগবতদাস, (১৩) শ্রীবাণী-নাথ ব্রহ্মচারী, (১৪) শ্রীবল্লভচৈতন্য দাস, (১৫) শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, (১৬) শ্রীউদ্ধব দাস, (১৭) শ্রীহিতামিত্র, (১৮) কাষ্টকাটা শ্রীজগন্নাথ দাস, (১৯) শ্রীহরি আচার্য্য, (২০) শ্রীপুরিয়াগোপাল দাস, (২১) শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, (২২) শ্রীপুষ্পগোপাল, (২৩) শ্রীহর্ষ, (২৪) শ্রীরঘুমিশ্র, (২৫) শ্রীলক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত, (২৬) শ্রীবঙ্গবাটী-চৈতন্যদাস, (২৭) শ্রীরঘুনাথ, (২৮) শ্রীমধোষ পণ্ডিত, (২৯) শ্রীহস্তিগোপাল, (৩০) শ্রীচৈতন্যবল্লভ, (৩১) শ্রীবহু গাঙ্গুলী, (৩২) শ্রীমঙ্গল-বৈষ্ণব ও (৩৩) শ্রীশিবানন্দ চক্রবর্ত্তী।

'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমালোচিত'-চতুর্থ-সংখ্যা-ধৃত-

শ্রীঅদ্বৈতবংশ

১। অদ্বৈতপ্রভু—২। কৃষ্ণমিশ্র ২। গোপাল দাস ২। বলরাম ২। জগদীশ ২। স্বরূপ ২। অচ্যুতানন্দ।

২। কৃষ্ণমিশ্র—৩। রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী (শান্তিপুর, গণকর, মুলাপুর ও কুমারখালি) ৩। গোলগোবিন্দ।

৩। গোলগোবিন্দ—৪। চাঁদ ৪। কন্দর্প (মালদহ, জিকাবাড়ী) ৪। গোপীনাথ।

৪। গোপীনাথ—৫। শ্রীবল্লভ (মশিয়ডেরা, জামদিয়া, চণ্ডীপুর) ৫। প্রাণবল্লভ (উখলি) ৫। কেশব (উখলি)।

৫। শ্রীবল্লভ—৬। গঙ্গানারায়ণ (মহিষা-ডেরা) ৬। রামগোপাল (দামুকদিয়া, চণ্ডীপুর, সোলমারী)।

৬। গঙ্গানারায়ণ—৭। হরেকৃষ্ণ ৭। কৃষ্ণকিঙ্কর ৭। কৃষ্ণকিশোর ৭। কৃষ্ণানন্দ।

৭। কৃষ্ণকিশোর—৮। নয়নানন্দ ৮। সর্ব্বানন্দ।

৮। নয়নানন্দ—৯। গোপীমোহন ৯। জগমোহন ৯। মদনমোহন।

৮। সর্ব্বানন্দ—৯। প্রেমলাল।

৯। প্রেমলাল—১০। কুঞ্জলাল।

১০। কৃষ্ণলাল—১১। প্যারীমোহন ১১। নবদ্বীপচন্দ্র।

১১। প্যারীমোহন—১২। কৃষ্ণ-গোবিন্দ ১২। কৃষ্ণ-চৈতন্য।

১২। কৃষ্ণ-গোবিন্দ—১৩। শ্যামসুন্দর।

৫। প্রাণবল্লভ—৬। রত্নেশ্বর।

৬। রত্নেশ্বর—৭। কৃষ্ণরাম (শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ স্থাপন করেন)।

৭। কৃষ্ণরাম—৮। রামচন্দ্র ৮। লক্ষ্মীনারায়ণ।

৮। রামচন্দ্র—৯। ব্রজসুন্দর ৯। শ্যামসুন্দর ৯। সর্ব্বেশ্বর ৯। রাজকৃষ্ণ।

৯। ব্রজসুন্দর—১০। নিতাইচন্দ্র ১০। রঘুনন্দন।

১০। নিতাইচন্দ্র—১১। কৃষ্ণলাল ১১। গৌর-গোপাল ১১। গোপীলাল ১১। কানাই ১১। বিপিন।

১১। গৌরগোপাল—১২। শরচ্চন্দ্র ১২। মধুসূদন।

১০। রঘুনন্দন—১১। উৎসবানন্দ ১১। বিচিত্রানন্দ।

৯। শ্যামসুন্দর—১০। উদয়চন্দ্র ১০। স্বরূপচন্দ্র ১০। পঞ্চানন্দ ১০। অনুপচন্দ্র।

১০। উদয়চন্দ্র—১১। কিশোরচন্দ্র।

১১। কিশোরচন্দ্র—১২। যাদবচন্দ্র।

১০। স্বরূপচন্দ্র—১১। ললিতচন্দ্র ১১। শ্রীরামচন্দ্র ১১। গোলোকচন্দ্র ১১। পরমানন্দ।

১১। শ্রীরামচন্দ্র—১২। মনোমোহন।

১২। মনোমোহন—১৩। মন্মথমোহন।

১১। গোলোকচন্দ্র—১২। মুকুন্দমোহন।

১০। অনুপচন্দ্র—১১। হরিধানন্দ ১১। আশানন্দ ১১। জগদানন্দ।

১১। জগদানন্দ—১২। গৌরাঙ্গচন্দ্র।

৮। লক্ষ্মীনারায়ণ—৯। নবকিশোর ৯। দুলালচন্দ্র ৯। গোবিন্দ চন্দ্র।

৯। নবকিশোর—১০। ব্রজমোহন ১০। রাম-মোহন ১০। গোপীমোহন ১০। গৌরমোহন ১০। মদন-মোহন ১০। প্যারীমোহন ১০। রাজমোহন ১০। রাধা-মোহন ১০। নবদ্বীপচন্দ্র।

১০। ব্রজমোহন—১১। ভগবান্ চন্দ্র।

১১। ভগবান্ চন্দ্র—১২। কিশোরীমোহন ১২। গৌরহরি।

১০। কিশোরী মোহন—১৩। বঙ্কিম চন্দ্র।

১২। গৌরহরি—১৩। শ্রীহরি।

১০। রামমোহন—১১। জগবন্ধু (কাটোয়ার বড় প্রভু ভেকধারী, নবদ্বীপ পরিক্রমাকারী) ১১। ঈশ্বরচন্দ্র ১১। বীরচন্দ্র (ছোট প্রভু নবদ্বীপ-পরিক্রমাকারী ভেক-ধারী) ১১। বৃন্দাবনচন্দ্র।

১০। গৌরমোহন—১১। যাদবচন্দ্র ১১। মাধবচন্দ্র।

১০। রাজমোহন—১১। গোপালমোহন ১১। রাধিকামোহন।

১১। গোপাল মোহন—১২। রাধাবল্লভ।

১২। প্রাণবল্লভ।

১১। রাধিকা মোহন—১২। রুক্মিণীবল্লভ।

৯। দুলালচন্দ্র—১০। আনন্দমোহন ১০। লোকনাথ।

১০। লোকনাথ—১১। দীনবন্ধু ১১। গোবিন্দবন্ধু ১১। চৈতন্যবন্ধু ১১। নীলমণি ১১। বস্ত্রনাথ।

১১। দীনবন্ধু—১২। বৈকুণ্ঠনাথ ১২। সীতেশচন্দ্র।

১২। বৈকুণ্ঠনাথ—১৩। মহেন্দ্রনাথ।

১১। গোবিন্দবন্ধু—১২। শ্রীধর ১২। গোপেশচন্দ্র ১২। জগদীশ।

১১। চৈতন্য বন্ধু—১২। কেশব ১২। শ্রীশচন্দ্র ১২। যোগেশ চন্দ্র।

১১। নীলমণি—১২। নলিনীকান্ত ১২। নীলকান্ত।

৯। গোবিন্দ চন্দ্র—১০। নন্দ কুমার ১০। কৃষ্ণ-কুমার ১০। রামকুমার ১০। রোহিণীকুমার ১০। রাজ-কুমার ১০। চন্দ্রকুমার।

১০। নন্দকুমার—১১। দ্বারকানাথ।

১১। দ্বারকানাথ—১২। দেবেন্দ্রনাথ।

১০। কৃষ্ণকুমার—১১। ঈশানচন্দ্র ১১। জগচ্চন্দ্র।

১১। ঈশানচন্দ্র—১২। বেণীমাধব ১২। রাধামাধব।

১১। জগচ্চন্দ্র—১২। মধুসূদন।

১০। রামকুমার—১১। আশানন্দ।

১০। রোহিণীকুমার—১১। চন্দ্রনাথ।

১১। চন্দ্রনাথ—১২। অক্ষয়চন্দ্র।

১২। অক্ষয়চন্দ্র—১৩। ব্রজেন্দ্র কুমার।

১০। রাজকুমার—১১। লালবিহারী ১১। হৃদয়নাথ

১১। লালবিহারী—১২। বনবিহারী ১২। গোষ্ঠ-বিহারী।

১০। চন্দ্রকুমার—১১। মথুরা-মোহন।

১১। মথুরা-মোহন—১২। শশীমোহন।

৫। কেশব (উথলি)—৬। রাম-গোবিন্দ ৬। রাধা-গোবিন্দ।

৬। রামগোবিন্দ—৭। শুকদেব (মদনগোপাল-স্থাপয়িতা)।

৭। শুকদেব—৮। রাধারমণ ৮। কৃষ্ণকিঙ্কর ৮। রসিকানন্দ।

৮। রাধারমণ—৯। নিমাই চন্দ্র ৯। বদন চন্দ্র ৯। মোহন চন্দ্র ৯। চৈতন্য চন্দ্র।

৯। নিমাই চন্দ্র—১০। পঞ্চানন্দ ১০। অলকানন্দ (পণ্ডিত) ১০। কমলাকান্ত।

১০। পঞ্চানন্দ—১১। গুরুগোবিন্দ।

১১। গুরুগোবিন্দ—১২। কৈলাস চন্দ্র।

৯। বদন চন্দ্র—১০। নবীন চন্দ্র।

১০। নবীন চন্দ্র—১১। কৃষ্ণকিশোর ১১। কুঞ্জ-বিহারী।

১১। কৃষ্ণকিশোর—১২। প্রসন্নকুমার ১২। গঙ্গা-গোবিন্দ।

৯। মোহন চন্দ্র—১০। মাধব চন্দ্র ১০। ব্রজানন্দ ১০। মাণিক্য চন্দ্র।

১০। মাধব চন্দ্র—১১। রাজচন্দ্র ১১। লালবিহারী ১১। জগচ্চন্দ্র ১১। ঈশ্বর চন্দ্র।

১১। রাজচন্দ্র—১২। রামলাল।

১১। লালবিহারী—১২। বঙ্কিম লাল।

১১। জগচ্চন্দ্র—১২। কুঞ্জলাল।

১০। ব্রজানন্দ—১১। চন্দ্রকিশোর।

১০। মাণিক্য চন্দ্র—১১। কিশোরী লাল।

৮। কৃষ্ণকিঙ্কর—৯। শ্রীকান্ত ৯। আকুল চন্দ্র।

৯। গোকুল চন্দ্র—৯। রামহরি ৯। নয়ন চন্দ্র।

৯। গোকুল চন্দ্র—১০। গোলোক চন্দ্র। ১০। শীতল চন্দ্র।

১০। গোলোক চন্দ্র—১১। বনমালী ১১। ভগবান্।

১০। শীতল চন্দ্র—১১। গোবিন্দ চন্দ্র।

৯। রামহরি—১০। বিশ্বম্ভর ১০। গোপীকৃষ্ণ।

১০। বিশ্বম্ভর—১১। কৃষ্ণসুন্দর।

১০। গোপীকৃষ্ণ—১১। রাধানাথ। ১১। শ্রীনাথ ১১। জানকী নাথ। ১১। মধুসূদন।

১১। শ্রীনাথ—১২। নৃত্যগোপাল।

১১। মধুসূদন—১২। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ।

৮। রসিকানন্দ—৯। জগন্নাথ ৯। বলরাম ৯। পীতাম্বর ৯। নীলাম্বর ৯। অটলবিহারী ৯। রাস-বিহারী ৯। বঙ্কবিহারী।

৯। বলরাম—১০। হরাধন ১০। কৃষ্ণধন।

১০। কৃষ্ণধন—১১। রাধাগোবিন্দ ১১। গোপাল গোবিন্দ ১১। জয় গোবিন্দ ১১। বিজয় গোবিন্দ।

১১। জয়গোবিন্দ—১২। অভয় গোবিন্দ ১২। বরদা গোবিন্দ।

১২। অভয় গোবিন্দ—১৩। বনওয়ারী গোবিন্দ।

১২। বরদা গোবিন্দ—১৩। শ্রীগোবিন্দ।

৯। পীতাম্বর—১০। শীতল চন্দ্র ১০। হরিশ্চন্দ্র।

১০। হরিশ্চন্দ্র—১১। অনাথবন্ধু ১১। প্রাণবন্ধু ১১। মাণিকচন্দ্র।

১১। অনাথবন্ধু—১২। ক্ষীরোদবন্ধু।

১১। প্রাণবন্ধু—১২। পুলিন চন্দ্র।

১১। মাণিকচন্দ্র—১২। যোগীন্দ্র।

৯। নীলাম্বর—১০। বিশ্বম্ভর ১০। নন্দকুমার।

১০। নন্দকুমার—১১। ভুবনমোহন ১১। মনো-মোহন ১১। হরমোহন ১১। পতিতপাবন।

১১। ভুবনমোহন—১২। মুরারীমোহন।

৯। বঙ্কবিহারী—১০। বৃন্দাবনচন্দ্র।

১০। বৃন্দাবন চন্দ্র—১১। নদীয়াবিহারী।

১১। নদীয়াবিহারী—১২। পূর্ণচন্দ্র।

১২। পূর্ণচন্দ্র—১৩। ননীগোপাল।

৬। রাধাগোবিন্দ—৭। রামশরণ (গোবিন্দবিগ্রহ-স্থাপয়িতা)।

৭। রামশরণ—৮। হরিগোবিন্দ ৮। ব্রজকিশোর।

৮। হরিগোবিন্দ—৯। নিমাইচন্দ্র ৯। বংশীবদন ৯। কৃষ্ণমোহন ৯। গোপীমোহন।

৯। নিমাইচন্দ্র—১০। লক্ষ্মীকান্ত ১০। মথুরাকান্ত।

১০। মধুরাকান্ত—১১। কল্পিনীকান্ত ১১। মোহিনীকান্ত।

৯। কৃষ্ণমোহন—১০। গৌরসুন্দর।

১০। গৌরসুন্দর—১১। গোবিন্দচন্দ্র।

৯। গোপীমোহন—১০। নবকুমার ১০। অদ্বৈতচন্দ্র।

১০। নবকুমার—১১। দীননাথ ১১ হৃদয়নাথ।

১১। হৃদয়নাথ—১২। প্রিয়নাথ।

৮। ব্রজকিশোর—৯। ফকিরচন্দ্র ৯। নিত্যানন্দ ৯। হারাধন ৯। বদনচন্দ্র ৯। কালাচাঁদ।

৯। ফকিরচন্দ্র—১০। আনন্দচন্দ্র ১০। হরাণচন্দ্র।

১০। আনন্দচন্দ্র—১১। উৎসবানন্দ ১১। যাদব চন্দ্র।

১১। উৎসবানন্দ—১২। যতীন্দ্র ১২। জিতেন্দ্র।

১১। চন্দ্রনাথ—১২। শরদিন্দু ১২। শুভ্রেন্দু ১২। শৈলেন্দু।

১১। যাদব চন্দ্র—১২। জগদীশ।

১০। হরাণ চন্দ্র—১১। সুরেশ ১১। প্রীশ।

৯। নিত্যানন্দ—১০। জগবন্ধু।

১০। জগবন্ধু—১১। অনাথবন্ধু।

৯। হারাধন—১০। শীতল চন্দ্র।

১০। শীতল চন্দ্র—১১। সীতানাথ।

৯। বদনচন্দ্র—১০। রামসুন্দর।

১০। রামসুন্দর—১১। শ্যামসুন্দর।

৯। কালাচাঁদ—১০। গগনচন্দ্র ১০। পতিতপাবন

২। বলরাম—৩। বামদেব ৩। বাসুদেব ৩। গোপীরায় ৩। মধুসূদন ৩। পূর্ণানন্দ ৩। নিত্যানন্দ ৩। কুমুদানন্দ ৩। দেবকীনন্দন ৩। মধুরেশ।

৩। মধুসূদন—৪। রাধামোহন*(গোস্বামী ভট্টাচার্য্য)

৩। মধুরেশ—৪। রাঘবেন্দু ৪। ঘনশ্যাম ৪। রামেশ্বর।

৪। ঘনশ্যাম—৫। রঘুনন্দন।

৫। রঘুনন্দন—৬। কৃষ্ণগোবিন্দ।

৬। কৃষ্ণগোবিন্দ—৭। রাজকৃষ্ণ তর্কবাগীশ।

৭। রাজকৃষ্ণ তর্কবাগীশ—৮। রাধানাথ।

৮। রাধানাথ—৯। রাধিকাপ্রসাদ।

৯। রাধিকাপ্রসাদ—১০। যোগেন্দ্রকুমার।

শ্রীঅদ্বৈত-বংশ-পরিচয়

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম্-এ বি-এল্ মহাশয় তাঁহার "শান্তিপুর-পরিচয়" ২য় ভাগে বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের যে বংশ-তালিকা ও তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এতৎসম্পর্কে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-সম্পাদিত "বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি" ৪র্থ খণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত-বংশের তালিকা, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩য় সংস্করণ ও 'গৌড়ীয়ে'র নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখিত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"নিম্নে অদ্বৈতাচার্য্যের অধস্তন-পুরুষগণের বংশলতার একদেশ প্রদত্ত হইল। পরে প্রত্যেক শাখার আলোচনায় তদন্তর্গত ব্যক্তিগণের কথাও কিছু কিছু থাকিল। প্রধানতঃ প্রসিদ্ধ শান্তিপুর-সন্তানগণের প্রসঙ্গই আলোচিত হইল। এই বংশতালিকান্তর্গত ব্যক্তিগণ ভিন্ন অচ্যুতানন্দ, গোপাল, রূপ ও জগদীশ চিরকুমার ছিলেন, বলরামের পুত্রগণের মধ্যে নং ১ প্রথমা পত্নীর, নং ২-৪ দ্বিতীয়া পত্নীর, নং ৬-৮ তৃতীয়া পত্নীর এবং নং ৯-১০ চতুর্থী পত্নীর গর্ভজাত; বলরামের পুত্রগণের নাম ও ক্রম সম্বন্ধে মতভেদ

---

* রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের কাল ও চরিত সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ ও আনুমানিক সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ রাধামোহন ভট্টাচার্য্যকে অদ্বৈতাচার্য্য হইতে ৭ম পুরুষ বলেন এবং তিনি ১৭০৭ শকাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, এরূপ অনুমান করেন। কেহ কেহ ইনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব লইয়া বিতণ্ডায় যোগদান করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ করেন। কেহ কেহ বলেন, একবার সুপ্রিম্ কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়ম জোন্স্ (১৭৮৪-৯৪ পর্য্যন্ত) রাধামোহনকে ভক্ত পণ্ডিতের পদ দিতে প্রস্তুত হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। কেহ বা বলেন, রাধামোহন উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন; তিনি কোলব্রুকের বন্ধু। আবার কেহ বলেন, রাজা রামমোহন রায় রাধামোহন গোস্বামি-ভট্টাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার-জন্য শান্তিপুরে গিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, রাধামোহনের দেহত্যাগকালে তৎসম্মুখে উপস্থাপিত শ্রীভগবদ্বিগ্রহকে তিনি সম্মুখ হইতে সরাইতে বলেন। কেহ কেহ গোস্বামিভট্টাচার্য্যকে একাদশীতত্ত্ব, দায়তত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব, ব্রহ্মমালাতত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতির টীকাকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং ইনি স্মার্ত্ত, স্মৃতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, এইরূপ বলেন। বিভিন্ন মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের সহিত একাকার করিয়া নানাপ্রকার মত ও কালের বৈষম্যের উদ্ভব হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে।

দৃষ্ট হয়। (১) 'নরোত্তম' বলিয়া তাঁহার দশ পুত্রের মধ্যে এক পুত্রের নামও প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং শান্তিপুরের আউলিয়া গোস্বামিগৃহে রক্ষিত বংশলতাও উক্ত পুত্রগণের নাম যথাক্রমে এইরূপ লিখিত আছে; মধুসূদন, বাসুদেব, কামদেব, গোপীরমণ, মথুরেশ, দৈবকীনন্দন, নিত্যানন্দ, পূর্ণানন্দ, কৃষ্ণদানন্দ, রমাকান্ত।

অদ্বৈতাচার্য্য গোস্বামী

অচ্যুতানন্দ | কৃষ্ণমিশ্র | গোপাল | বলরাম | রূপ (স্বরূপ) | সনাতন

রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী (সার্ব্বভৌম)
বাসুদেব
(মদনগোপালে-গোস্বামি-শাখা)

গোবিন্দগোস্বামী বা ষোলগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী (তর্কাচার্য্য; শিবালয়, উখলি, ঢাকা, ঘটাখোলা)

১ মধুসূদন (গোস্বামি-ভট্টাচার্য্যশাখা) | ২ গোপীরমণ (বালকপাড়া, যশোহর-জেলা) | ৩ বাসুদেব (পূর্ণানন্দ-, ভাগুরালভাঙ্গী, মুক্তাপুর, বাহাদুরপুর) | ৪ কামদেব (মহীন জেলায় (?) বাহাদুরপুর, শ্যামপুর (রামপুর) বড়ঙ্গা-সেরপুর; বংশধর সীতানাথ বৃন্দাবনবাসী) | ৫ রমাকান্ত বা রামানন্দ (গোপের হাট—গোপের ঘাট?) | ৬ মথুরেশ চক্রবর্ত্তী (প্রসিদ্ধ বৈদ্যবিক)

৭ দৈবকীনন্দন (আতাবুনিয়া বা মকরন্দা-গোস্বামিশাখা) | ৮ নিত্যানন্দ (পূর্ণানন্দ (?)—বাহাদুরপুর; স্নেহেরপুর) | ৯ পূর্ণানন্দ (মুক্তাপুর) | ১০ কৃষ্ণদানন্দ (আউলিয়া বা পাগলা-গোস্বামিশাখা)

মথুরেশ চক্রবর্ত্তী

রামভদ্র (বড়গোস্বামিশাখা) | রমাকান্ত (রমাই, রমো বা ঘাটখোলা-গোস্বামিশাখা) | রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী (ছোট বা চক্রেশ্বরা-গোস্বামিশাখা)

রামকৃষ্ণ | হরিদেব | গোপাল | কেশব | লক্ষ্মীনারায়ণ (বাঁশবুনিয়া-উপশাখা)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বংশধরেরা প্রধানতঃ শান্তিপুর, শিবালয় ও উখলি গ্রামে বাস করেন। তাঁহাদের শাখা-প্রশাখা ঢাকা, ময়মনসিংহ, কোচবিহার, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর ইত্যাদি স্থলে বিস্তৃত হইয়াছে। গোলগোবিন্দকে ঈশান নাগরের বংশধর শান্তিপুর হইতে শিবালয়ে আনেন। তাঁহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রত্নেশ্বর নাটোরে ব্রহ্মোত্তর জমি পাইয়া ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার উখলিতে (১) বাস করেন। গোলগোবিন্দের এক শাখা শিবালয়ে এবং দুই শাখা উখলিতে আছে। উখলিতে উত্তর পাড়ার ও দক্ষিণ পাড়ার দুই (?) দল। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ পাড়ায় বিগ্রহ আছে। রত্নেশ্বর-পৌত্র রামচন্দ্র হইতে মধ্যপাড়ার বড় আটানী এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ হইতে মধ্যপাড়ার ছোট আটানী ঘর হয়। লক্ষ্মীনারায়ণের জ্যেষ্ঠ নবকিশোর হইতে কাটোয়ার বড় প্রভু ও ছোট প্রভুর ঘর হইয়াছে। উখলিতে কৃষ্ণমিশ্রের ধারায় বর্ত্তমান ২৬ ঘর হইয়াছে। এই বংশের পঞ্চম গোল-পর্ব (তিন দিন ধরিয়া হয়) পূর্ব্ববঙ্গে বিখ্যাত। গোলপর্ব

(১) নদীয়া ও শ্রীহট্ট জেলায়ও উখলিগ্রাম আছে।

তিনটি সুবৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ। (১) পাবনা-জেলার ধল, ইছান ও বাহাদুরপুর, ফরিদপুর-জেলার ঘোষের ঘাট (বশোহরের ?), আশাপুর ও গোপালপুর, ঢাকা-জেলার নটাকোথোলা, যশোহর-জেলার ভেবরী, গড়ুইটুপি ও মালঞ্চপাড়া এবং নদীয়া-জেলার কুমারখালি ও মেহেরপুরের গোস্বামিবর্গ অদ্বৈতসন্তান বলিয়া পরিচিত। (২) 'গণকর, মূলাপুর, মালঞ্চ বিকাবাড়ী, নদীয়া-মহিষাডেরা, আমদিয়া, চণ্ডীপুর, দামুকদিয়া, কাটোয়া, (৩) নবদ্বীপ, (৪) বৃন্দাবন, কাশী ইত্যাদি নানাস্থানে এই বংশের বিস্তৃতি হইয়াছে। ফরিদপুর-জেলার রহরপুর ও ঘুলোট-বাগচর-গ্রামেও অদ্বৈত-বংশীয়গণ বর্ত্তমান আছেন।

কৃষ্ণমিশ্রের এক পুত্র রঘুনাথের বংশ শান্তিপুরে মদন-গোপাল-পাড়ায়, গণকরে, মূলাপুরে ও কুমারখালিতে আছেন; এবং অন্য পুত্র গোলগোবিন্দের তিন পুত্র—চাঁদ, কন্দর্প ও গোপীনাথ। কন্দর্পের বংশ মালঞ্চ-বিকাবাড়ীতে আছেন। গোপীনাথের তিন পুত্র—শ্রীবল্লভ, প্রাণবল্লভ ও কেশব। শ্রীবল্লভের বংশ মাশিয়াড়া (মহিষাডেরা), দামুকদিয়া ও চণ্ডীপুরাদি স্থানে আছেন। শ্রীবল্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গানারায়ণ হইতে মাশিয়াড়ার বংশধারা, এবং কনিষ্ঠ পুত্র রামগোপাল হইতে দামুকদিয়া, চণ্ডীপুর, শোল-মারি ইত্যাদি গ্রামসমূহের বংশধারা। প্রাণবল্লভ ও কেশবের বংশ উথলিতে বাস করিতেছেন। প্রাণবল্লভের পুত্র রত্নেশ্বর, তৎপুত্র কৃষ্ণরাম, তৎপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ, তৎপুত্র নবকিশোর ও তৎপুত্র রামমোহন। রামমোহনের পুত্র জগবন্ধু ('বড় প্রভু') ও বীরচন্দ্র ('ছোট প্রভু') ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণ করিয়া কাটোয়ায় মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করেন; তাঁহারাই নবদ্বীপ-পরিক্রমার প্রবর্ত্তন করেন।' (৫)

'শান্তিপুরের গোস্বামী মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষক্রমে রোহেলা ও ভবানীপুর-পটীর কুলীনে এবং সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করা একটী ব্রত ছিল। সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে কন্যা-দানের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় ইহা হইতে যে, তাঁহারা পরশুরাম পঞ্চানন কুলজের অবশুন্ত সন্তানদিগকে ১০টির অধিক কন্যা দান করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, কালের কুটিল গতিতে এবং সমাজের বিশৃঙ্খলায় অতি উচ্চ বংশীয় গোস্বামী মহাশয়েরাও এইরূপ অতি ঘৃণিত (?) শ্রোত্রিয়ে কন্যা সম্প্রদান করিয়া পূর্ব্বপুরুষের সম্মান রক্ষা ও অসম্পূর্ণা করণীয়া কুলীন কন্যা বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করিতেন।

অসম্পূর্ণা বয়োজ্যেষ্ঠা মাতৃনামা স্বগোত্রজা।
অরম্পৃষ্টা পঞ্চমুসলসঙ্গমে মাতুলক্রমঃ॥

এবম্বিধ শাস্ত্রীয়-বচন দ্বারা ঐ সমস্ত বিবাহ অসৎকার্য্য-মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ... পরশুরাম পঞ্চাননের বংশধরগণ এখন চকপঞ্চানন-গ্রামে, শান্তিপুরে ও কুমারখালির নিকটস্থ বহুবহর-গ্রামে বাস করিতেছেন।' (৬)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও তদীয় বংশের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ এবং তাঁহার নিজগণের (ব্রহ্ম-হরিদাস, বিজয়পুরী, শ্যামদাস প্রভৃতি) সংখ্যাও সুবিশাল। ইহাদের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ পরে লিখিত হইল। নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত বৈষ্ণবসমাজে আচার্য্য বরাবর সমভাবে সম্মান পাইয়া আসিতেছেন।

সাত সম্প্রদায়ে বাজে চতুর্দ্দশ মাদল।
শত শত বাজে সুমধুর করতাল॥
প্রতি সম্প্রদায়ে নাচে এক একজন।
সর্ব্ব সম্প্রদায়ে নাচে কুবের-নন্দন॥ (৭)

(শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-কৃত "শান্তিপুর-পরিচয়" ২য় ভাগ, ৩৮২-৮৬ পৃঃ)

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর বংশ-তালিকা

(প্রেমবিলাসের ২৪শ বিলাস-মতে *)

১। গৌতম (ভরদ্বাজ-গোত্র), ২। বিভাকর, ৩। বিষ্ণুমিশ্র, ৪। কাকুৎস্থ, ৫। গোপীনাথ,

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় অংশ (পৃ ২৭৯); (২) সম্বন্ধনির্ণয় (৩য় সং), ১ম পরিশিষ্ট (পৃ ৩২১); (৪র্থ সং) ১ম খণ্ড, ২য় পরিশিষ্ট (পৃ ২০৮-১০); (৩) বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি: অদ্বৈতবংশ (৪র্থ সং, পৃ ১-৮, গৌড়ীয় মঠ); বঙ্গীয় মহাকোষ: অদ্বৈতাচার্য্যের বংশ

(৪) ব্রজানন্দ-গোস্বামীর বংশীয়েরা নবদ্বীপে বর্ত্তমান।—নদীয়া-কাহিনী (২য় সং, পৃ ৩৭১)

(৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ, পৃঃ ২৩৪; শ্রীগৌড়ীয়মঠ); 'গৌড়ীয়', ৪র্থ বর্ষ, ২য় খণ্ড (পৃঃ ২৮০)

(৬) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় অংশ (পৃঃ ১৩৩-৪, ১৭৭)

(৭) অদ্বৈতপ্রকাশ, ২২শ অধ্যায়; এই কীর্ত্তন খড়দহে হয়।

* শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট সম্পাদিত শ্রীবৈষ্ণবচরিত-অভিধান, ১ম খণ্ড-দ্রষ্টব্য।

৬। ভগাকর, ৭। আকাই বা আকাশবাণী, ৮। নারায়ণ, (পঞ্চতপা), ৯। অগ্নিহোত্রী (বর্দ্ধমান), ১০। পৃথ্বীধর (কুলপতি), ১১। শরভ আচার্য্য বা মাকড়া, ১২। মন্ত ওঝা বা মাতঙ্গ, ১৩। জিমনী বা জৈমিনী, ১৪। ভাস্কর (ইহা হইতেই বারেন্দ্র গণিত। বল্লাল-সভায় ইহার পৌত্রগণ শ্রোত্রিয় কুলীন হইয়াছিলেন), ১৫। সায়ন আচার্য্য, ১৬। আকনি, ১৭। যদুনাথ, ১৮। শ্রীপতি, ১৯। কুলপতি, ২০। ঈশান ও তৎপুত্র,—

বিভাকর

প্রভাকর

নরসিংহ নাড়িয়াল। [ইনি লাউড়ে বাস করেন, রাজা গণেশের মন্ত্রী। ইহার কন্যার বিবাহে "কাপে"র উৎপত্তি হয়।]

কন্দর্প　সারঙ্গ　বিদ্যাধর　মহাদেব　নারায়ণ　পুরন্দর　গঙ্গাধর

ছকড়ি

শ্রীকুবের পণ্ডিত　　নীলাম্বরাচার্য্য

কমলাক্ষ বা　লক্ষ্মীকান্ত　শ্রীকান্ত　হরিহরানন্দ　সদাশিব　কুশল　কীর্ত্তিচন্দ্র

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু (প্রেমবিলাসমতে শ্রীঅদ্বৈত সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র)

(অচ্যুতানন্দ　কৃষ্ণমিশ্র　গোপাল　বলরাম　স্বরূপ)　(জগদীশ　শ্যামদাস)
(শ্রীসীতাদেবীর　　　　　　　　গর্ভজাত)　(মতান্তরে শ্রীশ্রীদেবীর গর্ভজাত)

রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী　　বলরাম

যাদবেন্দু　　মধুরেশ

রামদেব　　রামচন্দ্র　ঘনশ্যাম　রাধেশ্বর

নন্দকিশোর　　কেশব

কৃষ্ণবিহারী　　পীতাম্বর

মোহনচন্দ্র　　নয়নচন্দ্র

নবকান্ত　　উদয়চাঁদ

রাধাকিশোর　　রঘুনাথ

যদুনাথ　　গোপাল

সচ্চিদানন্দ

স্বধামে

কলিকাতার সুবিখ্যাত বিশিষ্ট এটর্ণি স্বনামধন্য মনীষী ও জননায়ক হরীন্দ্রনাথ বসু এম্.এ, বি-এল্, এম্-এল্-সি মহাশয় গত ২৪শে জানুয়ারী (১৯৪৬) প্রাতে তাঁহার কলিকাতা বলরাম-ঘোষ-ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে ৭৪ বৎসর বয়সে স্বধামে গমন করিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত জননেতা কৃপেন্দ্রনাথ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। কৃপেন বাবু ও হরীন বাবু উভয়েই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ছিলেন এবং প্রভুপাদের দর্শন-লাভ ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীধাম-মায়াপুরের উন্নতি সাধনে হরীনবাবুর অসাধারণ উৎসাহ ছিল। কলিকাতার শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও ছাত্রমণ্ডলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী-প্রচারের জন্য এলবার্টহল প্রভৃতি সাধারণ স্থানে বক্তৃতা প্রদানের প্রস্তাব করিয়া তিনি প্রথমে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের শ্রীগুরু-পাদপদ্মকৃত 'শ্রীচৈতন্যের দান' শীর্ষক ত্রৈমিক বক্তৃতার প্রথম দিবস সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোলটেবিল বৈঠকে বিলাত-যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদগ্রহণার্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ২০শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-বাসরে তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরের ঔজ্জ্বল্য-সাধনের জন্য প্রচুর উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যদেশে শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারেও তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ও সহানুভূতি ছিল। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সভাসমিতি ও উৎসবাদিতে প্রায়ই যোগদান করিতেন ও নিবিষ্টচিত্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিতেন। তাঁহার সৌজন্য ও অমায়িকতা বিশেষতঃ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধা উল্লেখযোগ্য।

চয়ন

THE HINDUSTAN TIMES,

Delhi ; Saturday, October 27, 1945. Page 3.

Unearth Sanskrit Manuscripts

• • Recently, I had an occasion to make an attempt to collect information regarding the contribution of Bengal Vaishnavas to Sanskrit Literature and I was simply amazed at the vast range of this Literature, biographical, poetical, dramatical, philosophical, rhetorical, panegyrical, legal, ritualistic and so on. It appears that not even one hundredth part of the contribution of Bengal Vaishnavas has seen the light of day. And then one has only to think, for having an idea about the almost incalculable mass of Indian MSS, that Chaitanya Mahaprabhu, the Founder of Bengal Vaishnava School, flourished only a few hundred years ago, whereas Sanskrit Culture & Civilization has had a luxuriant growth on our Indian soil for more than 6,000 years. In spite of the short life that Bengal Vaishnavism has as yet enjoyed, the contribution of Bengal Vaishnavas to Sanskrit Literature has not only been outstanding in quantity and quality but also at times the very best ; there are many works like the Gita-Govinda of Jaydeva, the Lalita-madhava, the Vidagdha-madhava and the Ujjvalnilmani of Rupa Gosvami, the Chaitanya-Chandrodaya of Kavikarnapura.

The identity of Bhaktivilasa with Kavya-rasa as propounded by Rupa Gosvami in his Bhaktirasamrita-Sindhu, Ujjvalnilmani and Natakchandrika brought about a novel and healthy change in Sanskrit Belles-lettres. The rhetorical theories propounded therein and subsequently developed and analyzed in other rhetorical works were all copiously illustrated in the works of Vaishnava Gosvamins, and poet-rhetoricians such as Kavikarnapura criticized outright many theories of Visvanath and his predecessors. Thus Chaitanya movement brought about a welcome change in the field of literature. Ideal spiritual life combined with extraordinary scholarship gave birth to a religio-erotical Literature that has no comparison anywhere in the world.

(পরবর্ত্তী প্রসঙ্গ প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ** (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বলাধিক্য অধস্তন)

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক— শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী, সহকারী —শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ; (২) শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুর ভক্তিশাস্ত্রী, সহ—শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী ; (৩) **আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ** (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি ; (৪) শ্রীবাস-অঙ্গন (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫) শ্রীঅদ্বৈত-ভবন (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী ; (৬) শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট, সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী ; (৭) শ্রীশুক্ল-অঙ্গন, সেবক— শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী ; (৮) শ্রীযোগক্রম-ক্ষেত্র—"গৌড়ের মৈথিল" (ঘাটপাড়ি, পোঃ আরগড়, বর্দ্ধমান) সেবক— শ্রীউপেন্দ্রবিলাস দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৯) শ্রীঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীবিনোদানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১০) শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জ, শ্রীগোদ্রুম (পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া) সেবক—শ্রীনবসিংহ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১১) শ্রীসুবর্ণ-বিহার-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীগুরুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১২) শ্রীমধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (রাউতারা, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (১৩) শ্রীকুলকুটীর (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপরমপদ ব্রহ্মচারী ; (১৪) শ্রীএকায়ন-মঠ (গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, নদীয়া) সেবক— শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী ; (১৫) শ্রীমহেশ-পণ্ডিতের শ্রীপাট (কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধাগ্রাম ব্রহ্মচারী ; (১৬) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ (পোঃ ওয়ারী, বারিন্দা, ঢাকা) সেবক—শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি ; (১৭) শ্রীগোপালজী মঠ (জঁমলাপুর, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা) সেবক—শ্রীভক্তিগোপাল ব্রহ্মচারী ; (১৮) শ্রীজগন্নাথ- গৌড়ীয়মঠ (গোলকীবাড়ী রোড, ময়মনসিংহ) সেবক—শ্রীশিবকৈবাস্তববিগ্রহ বিদ্যারত্ন ইত্যাদি ; (১৯) আমলাযোড়া- প্রপন্নাশ্রম (পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী ; (২০) অমনি-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ অমনি, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীঅভয়পদ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২১) শ্রীভাগবতভজনানন্দ মঠ (চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২২) পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিঠাপুর, পাটনা, বিহার) সেবক—শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী ; (২৩) গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (রমণা রোড, গয়া, বিহার) সেবক—শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২৪) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ (৮।১৭ বড়পন্থীরসিং, বেনারস সিটি, ইউ-পি) সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী ; (২৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ (এলাহাবাদ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ; (২৬) লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পরমেশ্বরীদয়াল বিল্ডিং, মাটুস্ রোড্, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী ; (২৭) শ্রীপরমহংসমঠ (পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীসত্যমাধব দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২৮) মথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (বিশ্রামঘাট, মথুরা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ; (২৯) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ (পুরাণগঞ্জর, শ্রীধাম-বৃন্দাবন, জিঃ মথুরা, ইউ-পি) সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী ইত্যাদি ; (৩০) শ্রীকুঞ্জ-বিহারী মঠ (রাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী ; (৩১) শ্রীব্রজধামনন্দসুখদকুঞ্জ (পোঃ শ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীইন্দ্রদেব দাসাধিকারী ; (৩২) শ্রীলক্ষ্মীবিহারী মঠ (পোঃ বর্ষাণা, মথুরা) সেবক—শ্রীধাম দাসাধিকারী ; (৩৩) শ্রীগোষ্ঠবিহারী মঠ (শেখপাড়ী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরুগাঁও, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীগদাচরণ দাসাধিকারী ; (৩৪) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ (কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ;

(৩৫) শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ ফরিদাবাদ, জিঃ দাহারানপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীকিঙ্করপাবন ব্রহ্মচারী ; (৩৬) দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৯৫নং চন্দুমান্ রোড, নিউ দিল্লী) সেবক—শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীব্রজপাদের দাসাধিকারী ; (৩৭) বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কল্যাণদাস বিল্ডিং, গোখোলিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ২৬)—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৩৮) মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ) সেবক—শ্রীপাদ ব্রজন্ত-নর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীব্রজ-গোপাল দাসাধিকারী ; (৩৯) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কড়ুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ), সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্র গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৪০) শ্রীপুরুষোত্তমমঠ (চটক পর্ব্বত, পোঃ পুরী) সেবক—শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ; (৪১) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ (জগন্নাথবল্লভ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীগোবিন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪২) শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী) সেবক—শ্রীভক্তীশ্বর ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪৩) শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ (রাধাকান্তি, উড়িষ্যাবাজার, কটক) সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস ইত্যাদি ; (৪৪) পুঁড়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৪৫ পরগণা) সেবক—শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী ; (৪৫) দার্জ্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কুরসিয়ং, দার্জ্জিলিং) সেবক—শ্রীসাধনভজন দাসাধিকারী ; (৪৬) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অম্বিকা (ব্রহ্মপুর, গঞ্জাম) সেবক—শ্রীবীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; (৪৭) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাভিবর্দ্ধক) (আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাসী ব্রহ্মচারী ; (৪৮) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাভিবর্দ্ধক) পুরী, সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস ; (৪৯) শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠ 46, Christ Church Avenue, Brondesbury, London N.W. 6, সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী (Miss C. Bowtell) ; (৫০) বেলুন-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৬৩।৬৪ নং ষ্ট্রীট, ইষ্ট বেঙ্গল) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫১) শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ (চট্টগ্রাম) সেবক—শ্রীজ্যোতির্বিদ্যাতত্ত্বরূপ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫২) শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-প্রবন্ধ-সদন, বহুলকৃষ্ণা, সেবক—শ্রীশ্রীনিকেতন ব্রহ্মচারী ; (৫৩) ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী ;(৫৪) শ্রীভাগবত-আসন ও প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কৃষ্ণনগর, সেবক—শ্রীপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী ; (৫৫) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীবিষ্ণুচরণ ব্রহ্মচারী ; (৫৬) পরমাণী প্রিন্টিং ওয়ার্কস (কটক) সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (৫৭) শ্রীচৈতন্যমঠপান্থব্য-চিকিৎসালয় (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—ডাঃ শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৫৮) পরবিদ্যাপীঠ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীমদ্ ভক্তি-কেবল ঔডুলোমি মহারাজ ; (৫৯) কাজীর সমাধি-পাট, সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ; (৬১) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ (চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীবিষ্ণুপদ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬২) শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ (বিদ্যানগর, পোঃ জাহানগর, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৩) শ্রীজয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৪) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরামমুরারিদাস ব্রহ্মচারী ; (৬৫) শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠ (পোঃ বালিয়াটি,ঢাকা) সেবক—শ্রীপতি দাসাধিকারী; (৬৬) সরডোপ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ চকচকা, কামরূপ) সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী ; (৬৭) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম, (পোঃ গোয়ালপাড়া আশ্রম), সেবক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী ; (৬৮) শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ (ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম) সেবক—শ্রীলক্ষ্মীদাস অধিকারী ; (৬৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ (কিশোরপুরা, বৃন্দাবন) সেবক—শ্রীপাদ গোস্বামি-চরণ অধিকারী ; (৭০) শ্রীরাধাকুণ্ডগোষ্ঠবাটী, সেবক—শ্রীহরিগোবিন্দ দাসাধিকারী, (৭১) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয় (গোবর্দ্ধন, মথুরা) সেবক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী , (৭২) শ্রীভক্তিকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী), সেবক—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী ; (৭৩) নীলাকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী) সেবক - শ্রীগোঁসাই-গোবিন্দ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৭৪) বালেশ্বর-শ্রীগৌড়ীয়মঠপীঠ (বালেশ্বর) সেবক—শ্রীরসিকানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৭৫) পরবিদ্যাপীঠ (নৈমিষারণ্য, নিমসার, ইউ-পি) সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বরদাস অধিকারী ; (৭৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (১৪।৪ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক—শ্রীগিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৭৭) শ্রীমাধবেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠ (রেমুণা, বালেশ্বর) সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

ঢাকা—৪৮।১ ভগবৎপক্ষমিতি রোড্, দি মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদ-আবির্ভাব-সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগৌড়ীয়

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্থিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

চতুর্বিংশ খণ্ড ৩১শ-৩২শ সংখ্যা

৭ গোবিন্দ, ৪৫৩ গৌরাব্দ ; ১১ই ফাল্গুন, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ ; ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ

প্রবন্ধ-সূচী— ১। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও প্রসঙ্গ ২০৯ ;

২। 'জন্মাদ্যস্য'-শ্লোকের শ্রীগৌরপর-ব্যাখ্যা ২১৮ ;

৩। সাধন ও সাধ্য ... ২১৯।

'গৌড়ীয়'-গ্রাহকগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী

১। কোনও প্রকার পার্থিব-মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা-প্রভৃতির বিনিময়ে 'গৌড়ীয়' পাওয়া যাইবে না। পাণ্ডিত্য বা বহুলতা, মূর্খতা পাণ্ডিত্য, অমিশুকতা বা রুক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে।

২। নৈষ্ঠিকভাবে অকৈতব-ভক্তি, পরমার্থবিষয়ক সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ লাম্পট্যের লাঘব ও অভাব-জনিত উদাস ও বিষয়ে বৈরাগ্য বা হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধী কথা, ভক্তি, ভগ ও ভিক্ষার অলৌকিকত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ; প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমস্ত চৈতন্য-শক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অমায়িক মুদ্রা 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির জন্য অত্যাবশ্যক।

৩। যাঁহারা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিতে অকপট ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে 'গৌড়ীয়'র প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মর্ম্ম বা অন্বয়-তাৎপর্য্য হৃদয়ে ধারণা করিয়া নিজের ভাষায় ও আচরণে পরীক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ভাষণ-ভীষণ-ব্যাপারকারীর সঙ্গ ও কৃপা বিষপ্রায় ও অনর্থের সুখানুসন্ধানাবেশময়-চিত্তবৃত্তিতে 'গৌড়ীয়' বুঝা যায়, বেশ বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বুঝা যায় না।

৪। বিষয়ভোগে অতিশয় লোভী, পুত্র-কলত্র-বেষ্টিত অতীব আসক্ত, আধ্যাত্মিক, বিড়ালতপা, নৈষ্ঠিকভক্ত-বৈষ্ণবে অন্তরে অভক্তীয়, বিশেষতঃ ভক্তগণের প্রতি দ্বেষকারী ব্যক্তিকে বা তৎসঙ্গীকে ভ্রম ও অজ্ঞতাবশেও 'গৌড়ীয়' প্রদান করিলে অপরাধের অযাচিতি নাই। কুটিলতা, প্রচ্ছন্ন অশ্রদ্ধা, কড়াক্তিবিশেষ, ভক্তি-শৈথিল্য, বিদ্বেষ ভক্তি (?) বা সেবার (?) কপটতার আচ্ছাদন-প্রভৃতি অপরাধের লক্ষণ এবং বিদ্বেষ, দম্ভ, কলহ, বিসম্বাদ (জড়ের প্রতি অপরিহার্য্য আসক্তি), অপ্রতিপত্তি (উদ্বেগনিষ্ঠা-হীনতা) প্রভৃতি অনর্থ-লক্ষণে আক্রান্ত ব্যক্তির হস্তে 'গৌড়ীয়'র ভার না পড়িলে ভাল হয়।

৫। যাঁহারা ডাক-যোগে 'গৌড়ীয়' প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা ডাক-খরচ মাত্র প্রেরণ করিবেন। মাসিক-ভাবে টাকা-পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানীয় এজেন্ট-অফিসের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। প্রেরিত 'গৌড়ীয়' না-পাইলে পরের সংখ্যার মধ্যে না জানাইলে আর পাওয়া যাইবে না।

৬। 'গৌড়ীয়'-সম্বন্ধে চিঠিপত্রাদি সমস্তই কেবল-মাত্র 'শ্রীপাদ শুদ্ধবিলাস ভক্তিরক্ষক, সেক্রেটরী, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'— এই নামে ও ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যালয়, 'গৌড়ীয়'

Abbreviated Telegraphic Address of The Secretary, Gaudiya Mission, 16A Kaliprasad Chakravarti Street, P. O. Baghbazar, Calcutta is— "GAUDIYAMAT" Calcutta.

সম্পাদক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

All Glory to Sri Guru and Gauranga

GAUDIYA MISSION

(Registered)

: Head Office :—

SRI GAUDIYA MATH

P. O. BAGHBAZAR.

CALCUTTA.

February 23, 1946.

NOTICE

The Sixth Annual General Meeting of the members of Gaudiya Mission (Regd.) will be held at 8-30 a. m. on Sunday, the 17th March, 1946 (Sri Gaur Janmotsav day) at Sri Chaitanya Math, P. O. Sree-Mayapur, Dt. Nadia.

All members are respectfully requested to be present.

AGENDA

1. Allegiance and Homage to His Divine Grace Sri Srila Acharyadev.
2. Report of the Governing Body.
3. Passing of the audited account for the year 1351 B. S. and appointment of Auditor.
4. General working of the Mission.
5. Election of members of the Governing Body.
6. Any other subject that may be transacted at the congregation.

Sajjan Suhrid Bhaktibandhab

Addl. Secretary.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদ-আবির্ভাব-সংখ্যা

গৌড়ীয়

২৪শ খণ্ড } ৭ গোবিন্দ, ৪৫৯ গৌরাব্দ ; ১১ই ফাল্গুন, ১৩৫২ ; ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ { ৩১শ-৩২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও প্রসঙ্গ

[অহৈতুক-কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পতিত-পাবনী কৃপায় তাঁহার শ্রীচরণরেণুগণের আকর্ষণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে অনুগমন করিয়া নিয়মিতভাবে প্রায় ষোড়শ বৎসর-কাল যে-সকল দিন-পঞ্জী রাখিবার সুযোগ হইয়াছিল, সেই বিপুল প্রাচীন দিন-পঞ্জী হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে তাঁহার কএকটী বাণী ও প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইল। —গৌঃ সঃ]

[১]

[শ্রীপুরুষোত্তমধাম, পোড়াকুটী, ইং ২২।৬।৩০। উপস্থিত—শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্লীডার এম্-এ প্রভৃতি শ্রোতৃমণ্ডলী]

অনর্থযুক্তাবস্থায় যে-সকল দর্শন হচ্ছিল, সেই সকল দর্শনের মধ্যে উপদিষ্ট ও প্রতিপালিত হ'য়ে এসেছি আজ পর্য্যন্ত ; কিন্তু দিব্যজ্ঞানদাতার নিকট যখন যা'ব, তিনি সর্ব্বপ্রথমেই বল্‌বেন,—"তুমি যদি কিছু গাইতে ও বাজাইতে শিখে থাক, সর্ব্বাগ্রে সেই-সকল গান ও বাজনা ভুলে যাও ; আমি তোমাকে সম্পূর্ণ নূতন ক'রে গাইতে ও বাজাইতে শিখাব।" শ্রৌতপন্থী আচার্য্য বল্‌ছেন.—"তোমার কাণটা ঠিক ক'রে রাখ, আর কথাগুলি কেবল শুনে যাও ; তোমার যেখানে যেখানে বুঝ্‌তে খট্‌কা থাক্‌বে, You have every right to question me, but listening and tolerant ears should be given to Acharya." [তোমার পরিপ্রশ্ন করবার পূর্ণ অধিকার আছে ; কিন্তু সহিষ্ণু ও মনোযোগী হ'য়ে তোমাকে শ্রবণ কর্‌তে হ'বে।]

যা'দের challenging mood (স্পর্দ্ধাসূচক চিত্তবৃত্তি) আছে, তা'দেরই বলে.—'কুতার্কিক'। তা'দের সম্বন্ধেই শ্রুতি 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'—এই মন্ত্র বলেছেন, পরিপ্রশ্নকারীর পক্ষে নহে। Patient hearing (সহিষ্ণুতার সহিত শ্রবণ) দেওয়াই গীতার ভাষায়—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"। তাহার সাহায্যে আচার্য্য শিষ্যকে সাহায্য কর্‌তে কর্‌তে Absolute Truth (অধিভূত বাস্তব সত্য)-এর কাছে নিয়ে যান। যদি সেই সময় বৈকুণ্ঠ-বাক্যে একটী Electric spark (বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের) -এর মত শ্রদ্ধা এসে পড়ে, তা' হ'লে সাধুসঙ্গ হ'য়ে যায়।

নামভজনের preamble (ভূমিকা) "অসদ্ গুরুত্যক্তিরিহ সাধনমপি প্রমাদঃ।" অসদ্ গুরুত্যাগ বা অসদ্ভক্তিত্যাগ করবে না,—এই assurance (সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা) যদি না পাই, তা' হ'লে তাঁকে নামভজন দিব না। যিনি কোনদিন কথা উল্টাবেন না—'জীবনে-মরণে হরিভজন ব্যতীত অন্য কোন কথা নাই'—ইহা যিনি উল্টাবেন না, সেইরূপ সাধুতে শ্রদ্ধা ক'রতে হ'বে। যে পরিমাণ শ্রদ্ধা হ'বে, সে পরিমাণ সাধুর 'দেখা' হ'বে ও 'সঙ্গ' হ'বে। চোখ দিয়ে কাহিকে যাবা দেখে এলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলাম,—এইরূপ বাহিরের দিকের দর্শন থেকে জীবের অমঙ্গল উপস্থিত হয়। যদি কোন প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের প্রতি অপরাধ ক'রে বসে, তা'হ'লে অপরাধটা ত্রিগুণে ত্রিগুণে বেড়ে যায়। যেখানে কোন অধোক্ষজের নাম-রূপ-গুণ-লীলার কথা উপস্থিত হ'য়েছে, সেখানে যদি নিরপরাধে কোনরূপে যাই বা সেইরূপ সাধুর কথা শুনে ফেলি, আমার হরিকথা শুনবার ইচ্ছা নাই বা কার্য্যান্তরে গিয়েছি,—এরূপ-ভাবেও শুনে ফেলি, সাধুর দর্শন-স্পর্শন পাই, তা' হ'লেও সুকৃতি হ'বে, সাধুর প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'ব।

[২]

[শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম, পোড়াকুটী ; ইং ২৩।৮।৩০। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে কোনও এক সাময়িক পত্রের কোন প্রবন্ধের প্রতিবাদে একটী প্রবন্ধ 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশের জন্য লিখিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেই প্রবন্ধটী শ্রীসরসিন্দু বাবুর নিকট পাঠ করিলেন। তৎপরে বেলা ২ ঘটিকার সময় শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ হইতে (তখন সমুদ্রোপকূলে পোড়াকুটীতে অবস্থিত) হস্তী, পতাকা ও বাদ্যভাণ্ড-সংযোগে সুসজ্জিত বিমানে করিয়া শ্রীশ্রীগৌর-বিজয়বিগ্রহ শ্রীআলালনাথাভিমুখে চলিলেন। আলালনাথের পাণ্ডাগণ সর্ব্বাগ্রে পতাকাদি লইয়া চলিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিমানের পশ্চাতে পশ্চাতে পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের অনুগমন করিয়া ভক্তগণ চলিলেন। চতুর্দ্দিক্ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। ক্রমে সংকীর্ত্তন-মণ্ডলী শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের পূর্ব্ব-দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 'অকণ-স্তম্ভে'র সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন। ভক্তগণও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুবর্ত্তন করিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দিরের সীমা অতিক্রম করিয়া শিবিকায় আরোহণ করিলেন। আমরা কএকজন পদব্রজে চলিয়া অপরাহ্ণ ৪।০ টার সময় শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে পৌঁছিলাম।

শ্রীআলালনাথ, শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের লাগব ; ইং ২৪।৮।৩০। উপস্থিত—শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীল পুরী মহারাজ, শ্রীল তীর্থ মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু, গৌড়ীয়-সম্পাদক প্রভৃতি।]

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে পুরীতে আসলেন, আবার পুরী হ'তে সন্ন্যাস নিয়ে আলালনাথে বিজয় ক'রলেন। সুতরাং আলালনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভিত বিপ্রলম্ভের স্থান। শ্রীআলবরনাথ—চতুর্ভুজ অধোক্ষজ শ্রীবিষ্ণু। এই চতুর্ভুজের শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরহরির বিপ্রলম্ভিত বিপ্রলম্ভের উদ্দীপক।

বহির্দর্শনের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়ার নামই 'জীবন্মুক্তি'। শ্রীভগবৎ-সেবার অনুকূল ক্ষেত্রে বাস করা কর্ত্তব্য। আলালনাথ হচ্ছে—ষষ্ঠ কোষের স্থান, পঞ্চম—শ্রীপুরুষোত্তম ; চতুর্থ কোষের স্থান—শ্রীভুবনেশ্বর। 'শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম' ব্যতীত 'বড়' কথা Theistic World এ (পারমার্থিক বিশ্বে) নাই। আলোয়ারনাথের 'শ্রী', 'ভূ' ও 'লীলা' এই ত্রিশক্তি আছেন। 'ক্ষীর-ব্রহ্মে'র ক্ষেত্র—কাশী, ভুবনেশ্বর ; তাহা অতিক্রম করিয়া 'শ্রীপুরুষোত্তমধামে'র ক্ষেত্র। শ্রীপুরুষোত্তমধামের উত্তরাংশে 'আলোয়ারনাথ'। 'আলোয়ার' শব্দের অর্থ —জিজ্ঞাসুরি, ভগবৎপার্ষদ বা আশ্রয়জাতীয় ভগবান্। 'আশ্রয়তত্ত্বের নাথের সেবা'ই শ্রেষ্ঠ। গৌড়ীয়গণ আশ্রয়-তত্ত্বশিরোমণির নাথের—শ্রীগোপীনাথের সেবক।

প্রচারক সেজে 'পুরোপদেশে পণ্ডিত' হ'য়ে জগতে যে সকল লোকের অমঙ্গল উৎপন্ন করছি, তা'তে তাঁরা বলছেন,—"তোমরা ত' আমাদেরই মত পেটপূজা করবার জন্য কতকগুলি বুলি শিখেছ।" বস্তুতঃ আমাদের বিচার তা' নয় ; জীব 'অ'-বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হবে, 'অ'-বুদ্ধিতে নহে। আমাদের কাজগুলি যেন কেবল

কর্মকাণ্ড না হ'য়ে যায়, অন্ততঃ 'কর্মমিশ্র ভক্তি' হওয়া আবশ্যক। শুধু খেটে দেওয়া কর্মমার্গীয় বিচার। কি জন্য এই সকল কার্য্য হচ্ছে, তজ্জন্য হরিকথা শ্রবণ করা আবশ্যক।

• • • •

[শ্রীগোবিন্দ-কুণ্ডের শ্রীযুক্ত • • • • • • উপস্থিত হইলেন। তিনি উৎকল-ভাষায় 'শ্রীশ্রীভাগবত-নব'-নামক গ্রন্থ রচনা ও উৎকল-ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিকট শ্রীব্রজমণ্ডলের বিবিক্ত ভজনানন্দিগণের কথা ও বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি শ্রীগুরুবর্গের বৈশিষ্ট্যের কথা বলিলেন।]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীবৃন্দাচার্য্যের 'নাম-ভজন'-প্রণালীর আদর করেন নাই; তাহাতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আচার্য্যনিন্দক বা বৈষ্ণব-নিন্দক হইয়া পড়েন নাই। শ্রীচরিতামৃতকারকে দোষী করিলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর চরণে অপরাধ হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়,—শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্য শ্রীবল্লভ-ভট্টের প্রতি কটাক্ষকারী বলিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

• • • •

শ্রীআলালনাথে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়-শ্রীমন্মহাপ্রভু—এই তিন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এই স্থান হইতে এক মাইলের মধ্যে 'বেণ্টপুর'-নামক স্থান শ্রীশ্রীল রামানন্দ-রায়ের আবির্ভাব-স্থান বলিয়া কথিত হয়।

• • • •

যাহার শ্রীভগবানে রুচি নাই, তাহার রুচির পরিবর্ত্তন; আর যাঁহার ভগবানে রুচি আছে, তাঁহার রুচির পরিবর্দ্ধন ও উল্লাসের জন্যই 'সাধন'। সেই সাধনের দ্বারা 'ভাব' আসবে; 'ভাব' অর্থাৎ অস্তিত্ব, স্থিতি—অভাব নহে, minus (বিয়োগ) নহে। ভগবান্ বলেন,—"পৃথিবীতে এত দুঃখ সাজিয়ে রেখেছি, জীবকে দুঃখ দিবার জন্য নহে; পরন্তু দুঃখটা অপ্রয়োজনীয়, ইহা শিক্ষা দিবার জন্য।" সুখই প্রার্থনীয়, আনন্দই বরণীয়। সেই আনন্দ অণুচৈতন্যের আনন্দ নহে, তাহা বিভুচৈতন্যের আনন্দ; তদ্দৃষ্টান্তরূপে অণুচৈতন্যের আনন্দও আছে। স্বতন্ত্রভাবে শুদ্ধ অণুচৈতন্যের আনন্দ 'প্রেমানন্দ' নহে। শ্রীকৃষ্ণানন্দের অনুসন্ধানেই আনন্দের 'পূর্ণাপ্তি'।

[৩]

[শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পুরী : ইং—২৪।৬।৩০ ; উপস্থিত—কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীল পুরী মহারাজ, শ্রীল তীর্থ মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীগজেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ইত্যাদি।]

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা, যদি লাভে চব্বিশ ঘণ্টাও ক'রে নিতে পারা যায় অর্থাৎ cent percent (শতকরা শতভাগ) হরিসেবা করতে হ'বে। গৃহস্থ ভগবানের সেবা করবেন। গৃহস্থের বাড়ীর যাবতীয় লোক শ্রীভগবানের সেবা করবেন। শ্রীঅনঙ্গভীম রাজা তাঁর সকল লোককে লাগিয়ে দিয়েছিলেন—শ্রীভগবানের সেবার জন্য। তিনি রাজ্যের সমস্ত revenue (রাজস্ব) শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত ক'রেছিলেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব এখানে আঠার বছর থাকলেন। স্বয়ং ভগবানের এত অনুগ্রহ শ্রীঅনঙ্গভীম রাজার উপর—শ্রীপ্রতাপরুদ্রের উপর। তাঁদের সংসার করা—রাজত্ব করা সার্থক হ'য়েছে। মন্ত্র নেওয়া, ঠাকুর-সেবা করা গৃহস্থের অপরিহার্য্য ধর্ম্ম। ঠাকুর-সেবা করার ফল—শ্রীভগবন্নামে রুচি। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ যাঁরা করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই 'মহাভাগবত' হ'য়ে যান।

• • • •

লোক-প্রিয়তার অনুসন্ধান করার নাম—বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে; শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তার অনুসন্ধানের নাম—'বৈষ্ণবধর্ম্ম'; আর তাহা অকপটে জানিয়ে দেওয়ার নাম—'জীবে দয়া' বা মানুষের উপকার করা। বিমুখ বিশ্ব আমাকে আক্রমণ করবে ব'লে শ্রীচৈতন্যদেবের নিখুঁত কথা বলতে আমি পশ্চাৎপদ হ'ব না; তা'তে আমার লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন হ'বে না সত্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সুখী হ'বেন। লোকপ্রিয়তাটা ত' আমার ভোগ, শ্রীকৃষ্ণের ভোগ নহে। শ্রীকৃষ্ণের ভোগ—'বাস্তব সত্যের' কথা কীর্ত্তন। আমার মতে মত দিলেন না—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ হলো না, সুতরাং নিন্দা হ'য়ে গেল, যাঁরা বলেন, তাঁদের মন-যোগান আমার ধর্ম্ম

নয়। আমরা কা'রও মনঃযোগান কথা বল্‌তে পার্‌ব না। আমার পূর্ণমঙ্গল সর্ব্বতোভাবে যিনি দিবেন, তাঁ'কে আমি সর্ব্বস্ব দিব।

"নাহি কাহা সবিরোধ, নাহি কাহা অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবরণ।
যদি হয় রাগোদ্দেশ, তাহা হ'য়ে আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন॥"
(চৈ চ ম ২।৮৬)

[ইং—২৬।৬।৩০ (১১ই আষাঢ়, ১৩৩৭), শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ-বিরহতিথি। বৈকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া পতাকা-হস্তে কীর্ত্তন-সঙ্ঘের অগ্রণি হইয়া চলিতে চলিতে স্বর্গদ্বার শ্রীভক্তিকুটীতে বিজয় করিলেন। ভক্তি-কুটীর দ্বারে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণত হইয়া শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরের বহির্দ্বারে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন; পরে সমাধি-মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম, সমাধিমন্দির প্রদক্ষিণ ও শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-প্রভুকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে ভজন-কুটীর-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গপ্রণত হইলেন, অভ্যন্তরে গিয়া পুনরায় প্রণাম করিলেন। "গুরু-ভক্ত, চরণরেণু, ভজন-অনুকূল।"—এই শ্রীতিটী কীর্ত্তিত হইল। সংকীর্ত্তনের সহিত বৈষ্ণবগণ ব্যতীত কুমার শ্রীশরদিন্দু-নারায়ণ রায় ও পর্জ্জনার এক ভাদুড়ী জমিদার, যিনি সস্ত্রীপুত্রলোককাত্তর হইয়া পুরীতে আসিয়াছিলেন ও আরও কএকজন ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন।]

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে সমাধি দিতে আসিয়াছিলেন, তখন এইস্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ইহার সন্নিকটেই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর ভজনস্থান ও শ্রীগিরিধারি-বিগ্রহ আছেন।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পরিক্রম করিতে করিতে সিদ্ধবকুলে উপস্থিত হইলেন। তথায় সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন; পুনরায় সিদ্ধবকুল স্পর্শ করিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন। শ্রীরূপ "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোকটী চালার মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিলেন। সিদ্ধবকুল পরিক্রম করিয়া পরে শ্রীগম্ভীরায় গমন করিলেন। গম্ভীরার দ্বারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এক অদ্ভুত ভাবাবেশ হইল। ভাব-গম্ভীর শ্রীল প্রভুপাদ আর চলিতে না পারিয়া দ্বারেই উপবেশন করিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীগৌর-বিহিত সংকীর্ত্তন হইতে থাকিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কিছুকাল পরে শ্রীশ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর কথা কীর্ত্তন করিলেন।

পোড়াকুটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাত্রি ৭ ঘটিকার পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম-সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ভগবদিচ্ছা হইলে তাহা পরে প্রকাশিত হইবে।

[৪]

[নয়া দিল্লী, ৩নং হেইলী রোড ; ইং—১৪।১১।৩১]

'দর্শন' জিনিষটা নিজের initiative নিয়ে ক্রিয়া ; আর শ্রবণ—শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হ'তে অবতীর্ণ 'সত্যবাণীকে বরণ'। জাগতিক 'দর্শন' পরিণামে বিশ্লেষভাবে পরিণত হয় ; 'অধোক্ষজ-দর্শন' সেইরূপ নয়। তথায় অধোক্ষজ দৃশ্যবস্তু তাঁ'র স্বরূপদর্শন করান। চক্ষুদ্বারা অনুসন্ধান করতে গিয়ে যা'কে নিরাকার ব'লে ধারণা করি, তাহা আকাশ। আকাশ দর্শন করতে গিয়ে শ্যাম দর্শন করি—back-groundটী 'শ্যাম'। কাণ দিয়ে অনুশীলন করতে গিয়ে যে শব্দ শুনি, তা'তেও "জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্"—সেই শ্যামের কথাই শুনি। 'ইন্দ্রনীল-শ্যাম' শব্দগুলি যদি কাণ দিয়ে শুনা যায়, তবে চোখ দিয়ে দেখ্‌বার সুবিধা হয়। এইজন্য আট প্রকার অর্চ্চার কথা শাস্ত্রে আছে। শব্দ যে আট প্রকার রূপ বর্ণন ক'রেছেন, তাহাই অর্চ্চাকারে প্রকটিত। উক্ত আট প্রকার অর্চ্চাকেও যদি শ্রবণ না ক'রে দর্শন করতে যাই, তা'হ'লে বর্ত্তমান দর্শন পূর্ব্বদর্শনাভিজ্ঞানের দ্বারা ঢাকা প'ড়ে যায়।

• • • •

[৩নং হেইলী রোড, নয়া দিল্লী, ইং ১৭।১১।৩১]

সদ্‌গুরুদেবের শ্রীমুখে শ্রবণের দ্বারা দর্শন regulated (নিয়ন্ত্রিত) হ'বে, শ্রবণের দ্বারা গুরুবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হ'বে। তখনই শ্রীবিগ্রহ-দর্শন হ'বে এবং অন্যান্য আরও তিনটী ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ঠিকমত হ'বে অর্থাৎ শৈলী-দারুময়ী অর্চ্চার পাদসংবাহনাদিরূপ ত্বকের কার্য্য হ'বে এবং মনোময়ী অর্চ্চার মানস-স্পর্শাদি হ'বে। নাসিকার দ্বারা অর্চ্চ-গ্রহণ-

কার্য্য ও জিহ্বার দ্বারা পূর্ণগ্রহণ-কার্য্য সাধিত হয়। নাসিকা ও জিহ্বার দ্বারা (স্থূল-অর্চ্চার) প্রসাদ-গ্রহণ, মনোময় নাসিকার দ্বারা ও জিহ্বার দ্বারা মনোময়ী অর্চ্চার প্রসাদ-গ্রহণ-কার্য্য হ'বে। সুতরাং শ্রবণই মূল—শ্রবণই সব regulate (নিয়মিত) করবে। যাঁরা শ্রবণ ব্যতীত—কর্ণের কার্য্য ব্যতীত অন্যান্য চারটী ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করেন, তাঁদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্যগুলিতে গোলমাল উপস্থিত হয়। চারটী ইন্দ্রিয়ের কার্য্য শ্রবণের আনুগত্যে হ'লে সমস্তই ঠিক হয়; তবে যিনি শতকরা শত পরিমাণ প্রাণবান্ অর্থাৎ অনুভবকারী, তাঁর শ্রীমুখে শ্রবণ হওয়া আবশ্যক। তা' না হ'লে 'গ্রামোফোনে'র শ্রবণ হ'তে মঙ্গল হ'বে না।

[শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ডাকের পত্রগুলি উপস্থিত হইল। তিনি একে একে মনে মনে পত্রগুলি পাঠ করিলেন। একটী পত্রের বিষয় ভক্তগণের নিকট জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, নে— মহারাজ জি—বাবুকে 'গৃহব্রত' বলিয়া গালি দিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—]

সন্ন্যাসীরা গৃহস্থালীর সুখ হ'তে বঞ্চিত ব'লে তাঁরা attacking spiritএর (আক্রমণের) চিত্তবৃত্তি-দ্বারা বঞ্চিত ভোগের বৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ কর্ত্তে চাহেন; ইহা উচিত নয়। ত্যাগীরা মনে করেন,—যেহেতু গৃহস্থেরা ভোগ করছেন, আমরা কর্ত্তে পারছি না, সুতরাং গৃহস্থদিগকে আক্রমণ ক'রে আমাদের ঐ প্রচ্ছন্ন ও অতৃপ্ত ভোগ-বৃত্তিটি অন্যভাবে চরিতার্থ করা যাক্; ইহা এক প্রকার প্রতিহিংসা-প্রণালী। Worldly thought (জাগতিক ভোগচিন্তা) যদি আমাদের মাথার মণি হ'য়ে যায়, তা' হ'লে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়ে যা'বে।

[স্বা— কখন-লোটা লইয়া স্বর্গদ্বারের নির্জ্জন কুটীরে বৈরাগ্য ও ভজন দেখাইতেছিলেন। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা হইবে শুনিয়া দুইজন হংতারামের সহিত ইং ১৭।১১।৩১ প্রাতঃকালে স্বর্গদ্বার হইতে দিল্লীতে আসিয়াছেন। স্বা—কে দেখিয়া অ— প্রভু বলিলেন,—"যে-সকল ব্রহ্মচারী মঠে বাস করিবার ছলে সেবার নামে ভোগ চালায়, তাহা অপেক্ষা এইরূপ বৈরাগ্য ভাল।" ইহাতে শ্রীল — প্রভু বলিলেন,—"'জ্ঞান' ও 'বৈরাগ্য' ভক্তির 'দুই পুত্র'। কৃত্রিম বৈরাগ্য কখনও ভগবদ্ভক্তিতে নিতে পারে না।" তদুত্তরে অ— প্রভু বলিলেন,—"কিন্তু যেইরূপ বৈরাগ্যই হউক, ভোগ অপেক্ষা উহা নিশ্চয়ই ভাল। বৈরাগ্যবানকে ভগবান্ সাহায্য করিবেনই। ভক্তগণের বৈরাগ্য-দর্শনে মহাপ্রভুর সন্তোষ হয়।" তদুত্তরে শ্রীল — প্রভু বলিলেন,—"এরূপ সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবত বিরোধী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরোধী, শ্রীল রূপ গোস্বামীর বিরোধী, শ্রীল ভক্তিবিনোদবিরোধী, শ্রীল প্রভুপাদবিরোধী। মহাপ্রভুর ভক্তগণের 'বিষের রাগ' অর্থাৎ অনুরাগময় ভজন দেখিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ না হইলে ইতর-বিষয়ে অনুরাগ অবশ্যম্ভাবী।"]

এই সকল কথা শ্রীল প্রভুপাদ শুনিয়া শ্রীল — প্রভুর কথারই সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন এবং বলিলেন,— স্ব—র বিচার ভক্তির বিচার নহে; নিজের শান্তি-কামনার বিচার, নিজের সুখ-শান্তি-কামনার নাম 'ভক্তি' নহে, শ্রীকৃষ্ণের সুখের অনুসন্ধান করার নাম 'ভক্তি'।

[৩নং হেইলী রোড্, নয়াদিল্লী, ইং—১৮।১১।৩১ প্রাতঃকাল। মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ—সকল ভক্তই উপস্থিত ছিলেন।]

মঠ-করা, মন্দির-করা প্রভৃতি কার্য্য বাড়ী-ঘর করার জন্য নহে—বিষয়ী লোকের পায়ে তেল দিয়ে, তাঁদের তোষামোদ ক'রে, অর্থ সংগ্রহ ক'রে, ঐ সকল অর্থ ভোগ ক'রে, তাঁদের গোলাম হ'য়ে যাওয়া নহে। • • • • লোক-খাওয়ান, লোকের পায়ে তেল দেওয়া, লোকের মন রেখে কথা বলা যতটা বেড়ে যা'বে, ততটা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তি-সাধনের চিন্তাস্রোত হ'তে দূরে প'ড়ে যা'ব। স্থূল-বিদ্যাপীঠ-প্রভৃতি করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। • • • জন্য ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট বা বিদ্যাপীঠ খোলা হয় নাই, আমার ইচ্ছা— এখানে Post Graduateরা এসে সত্য সত্য Comparative (তুলনামূলক) দর্শন-শাস্ত্র আলোচনা ক'রে ভাগবত-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ঙ্গম করুন।

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য"-শ্লোকটী ভুল হ'লে আমরা যাদুকর হ'য়ে পড়ি। 'কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য'—এই কথাটী থেকে এক চুল বিচ্যুত হ'লে কাকে সেবার প্রতি বিরোধ আসে, তখন স্বার্থকাম-লোকের জন্য লালায়িত হই।···তিন লক্ষ হরিনাম চালিয়েছিলেন সমানে দশ-বার

বৎসর ; তাঁর অনেক শিষ্য ও অনুগত ব্যক্তি হ'য়েছিল, তাঁদের পরামর্শানুসারে ঝগড়া করলেন ; আমাদিগকে বল্‌লেন, 'এরা too much intellectual (অত্যন্ত বিচার-প্রধান মার্গী), এরা ভজনের বিরোধী।' খুব হরিনাম ক'রে, স্মরণ ক'রে শ্রীরূপের 'কুরঙ্গগোহৈঃ' ইত্যাদি বাক্যে নিজেকে খুব advanced (উন্নত) মনে করতে লাগ্‌লেন। 'বৃন্দাবনেশ্বরী' ইত্যাদি শ্লোক ১০৮বার ক'রে মুখস্থ বল্‌তেন। চেংরার দল হরিনামের মালা-হ'তে খুব লীলা স্মরণ করতে করতে কেশি-ঘাটের···বাবাজীর সঙ্গে খুব জন্মতা করল। তারপরে নিজেই কৃষ্ণের গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে,—এইরূপ বিচার প্রকাশ ক'রে ফেল্‌ল। "মালতীর মালা দিব তবে সখী-জনে", 'কল্যাণকল্পতরু'র গানগুলি ভুলে গিয়ে নিজেই মালা পরাবার সিদ্ধান্ত করল। ভজনের কথা এরূপ নয়। গুর্ব্বানুগত্যের নাম—'ভজন'। গুর্ব্বানুগত্য ছেড়ে কৃপানু-গত্য হয় না। 'রাগানুগ ভজন' বল্‌তে স্বতন্ত্রতা নয়। এখানে 'অনুগ' শব্দ আছে ; মনোধর্ম্মের আনুগত্য নয়, রাগাত্মিকের আনুগত্য। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে—ধৈর্য্য ধারণ করা। তত্ত্বর ভার সহ্যগুণ হওয়ার অভাবে wrong ambition (ভ্রান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা) হয়, চঞ্চলতা এসে উপস্থিত হয়। নিরপরাধে হরিনাম করবার যোগ্যতা না হওয়ার জন্য আমরা আকাশ-পাতাল ঘুর্‌ছি। বৈষ্ণবাপরাধ হ'তে দূরে থেকে হরিনাম হচ্ছে না ; তাই ব'লে হরিনাম করতে বারণ করছি না। • • • •

• কিন্তু শ্রী··· মহারাজ যে মালা টান্‌তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন, তাঁকেও অন্তরঙ্গ ক্রিয়া বল্‌ব না। ক্রিয়ার বাহ্য আকার দেখে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বলা যায় না। আমাদের যোগ্যতাই হচ্ছে দরকার।

[নয়া দিল্লী, ৩নং হেইলী রোড, ইং ২১।১১।৩৩ ; আজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহোৎসব। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেক হরিকথা বলিলেন ; ব—মহারাজ ও অ—প্রভুর মধ্যে কিছু কোন্দল হইয়াছিল। এজন্য ব···মহারাজ সারাদিন বিমর্ষ ছিলেন। শ্রীল···প্রভু নানাভাবে হাসাইবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। তখন "প্রবন্ধ করি না কেন ?" প্রবন্ধটী রচিত হইতেছিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ব—মহারাজ ও অ—প্রভুর ভাব দেখিয়া বলিলেন,—]

ব • • • যখন শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রণামীর টাকা আগ্‌লাইতেছিলেন, তখন বল্‌লেন,—"সংসার ছেড়ে বিষয়-কর্ম্ম ছেড়ে, টাকা-পয়সার হিসাব-নিকাশের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে আ'স্‌লাম ভজন করতে শ্রীধামে : এখানে এসেও যদি তাই করতে হয়, তবে বাড়ী যাওয়াই ভাল।" এই কথা শুনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বল্‌লেন,—"নিজের টাকা আগ্‌লানটা—বিষয়ভোগ, তাহা নরকের দ্বার ; আর মহাপ্রভুর টাকা আগ্‌লানটা—হরিসেবা, তাহা বৈকুণ্ঠের দ্বার।" এই সকল কথা শুনা-সত্ত্বেও তিনি • • রাঁধ্‌তে বাড়ী চ'লে গেলেন। আবার কিছুদিন পরে ফিরে আস্‌লেন। অ—প্রভু বলেন,—"আমাকে ভিক্ষা করা হ'তে রেহাই দিন।" ব—মহারাজ বলেন,—"আমাকে প্রচার-কার্য্য হ'তে রেহাই দিন্।" তাঁরা সকলেই কৃত্রিম নির্জ্জন ভজনের পক্ষপাতী। একে 'নির্জ্জন-ভজন' বলে না ; শ্রীশ্রীরূপসনাতনের দাসানুদাস সর্ব্বান্তঃকরণে না হ'তে পার্‌লে নির্জ্জন-ভজন কেউ করতে পারে না। 'নির্জ্জন' বল্‌তে 'সৎসঙ্গ'। শান্তি-পিপাসু, মুক্তিপিপাসু—সকলেই অশান্ত ; কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্ত—'নিষ্কাম', অতএব 'শান্ত'।

[৫]

[মীরাট——সনাতনধর্ম্ম-রক্ষিণী-সভা ; ইং ১।১২।৩১ ; রাত্রি ৭৷৷০ ঘটিকা ; স্থানীয় এক ভদ্রলোক শ্রীল প্রভুপাদকে প্রশ্ন করিলেন,—"আপনারা গান সংকীর্ত্তনে অধিকতর stress দেন, না নাম-সংকীর্ত্তনে অধিকতর stress দেন ?" এই প্রশ্নের উত্তরমুখে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—]

গান যদি বহির্ম্মুখ জীবের কর্ণরসায়নের জন্য হয়, তা' হ'লে তা' engagementমাত্র, কীর্ত্তন নয়। Transcendental Sound সেই জাতীয় নয়। বৈকুণ্ঠ-শব্দ অক্ষ চারটি ইন্দ্রিয়রূপ পরীক্ষককে নিয়মিত করেন, উক্ত চারটি পরীক্ষকের দ্বারা নিয়মিত হন না। বৈকুণ্ঠনামে শব্দ ও শব্দী ভিন্ন নয় ; কিন্তু জাগতিক শব্দ ও শব্দীর মধ্যে ভেদ আছে। জাগতিক শব্দ—জ্ঞানের partial aspectএ লাভবান্ করাচ্ছে, তাতে অনেক বিষয় অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে ; অনেক chamberএর কথা unexplored থেকে যাচ্ছে ; কিন্তু Transcendental Sound সেরূপ নহেন। Transcendental Sound is the Absolute Knowledge Himself. যতক্ষণ না Transcendental

Soundএর সঙ্গে দেখা হয়, তৎক্ষণ 'অন্ধহস্তি'-ন্যায় আমরা একটা portionএর কথা নিয়ে আবদ্ধ থাকি। স্থূল পরিচয়ের দ্বারা আমাদের চেতনের progress impeded হ'য়ে যায়; তা' visual rangeএর against এ বাধা দেয়, different manifestation দেওয়ার অবসর থাকে না। যখন বৈকুণ্ঠনাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন এইসকল দৌর্ব্বল্য পরিচ্ছন্ন হয়। বিষদ্ধড়ি-বৃত্তিতে শব্দের পূর্ণাভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে। সেবোন্মুখতা হ'লে বিষদ্ধড়ি-বৃত্তি আত্ম-প্রকাশ করে।

[উপস্থিত ভদ্রলোকটী বলিলেন,—"এখন রাজনীতি ও ধর্ম্ম পরস্পর সহযোগী হইয়া চলিয়াছে।" উপস্থিত আর একজন ভদ্রলোক বলিলেন,—"মহাত্মা রাজনীতিকে moralityর (সুনীতির) ভূমিকায় আরোহণ করাইয়াছেন, ধর্ম্মের ভূমিকায় নহে।" পূর্ব্বের ভদ্রলোকটী তদুত্তরে বলিলেন,—"Morality is the part of religion. (নীতি ধর্ম্মের একটী অংশ)। ইহার উত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—]

Morality is the crippled part of religion. Immoral man cannot be religious—that much. By politics we can get present-day need and that will evaporate itself. That will be of little value when we will take the consideration of the whole.

[ভদ্রলোকটী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"Is not politics stepping stone to religion?" শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—]

No sir, morality, politics etc. are rather hinderances to religion.

[৬]

[মাদ্রাজ; ইং ২৯।১।৩২; স্যার্ শিবস্বামী আয়ার মহাশয়ের ভবনে তাঁহার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন করিয়া স্যার্ শিবস্বামী একটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন,—"হরতাপং সম্প্রতি হেতুরেষতঃ, ভবন্ত পূর্ব্বচরিতৈঃ কৃতা গুণৈঃ। শরীরভাজাং ভবদীয়দর্শনং, যদস্তি কালত্রিতয়েঽপি যোগ্যতাম্॥"* পরে বলিলেন,—"এই প্রদেশে দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, আবার তেঙ্গলই, বড়গলই—ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ; খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের সহিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর এতটা বিবাদ নাই! ইহাতে মনে হয়—এ-সকল মতবাদের বর্ত্তমানে কোন নিয়ামক নাই; কেবল এক দল আর এক দলকে নিজ মতবাদে দীক্ষিত করিবার জন্য ব্যস্ত। তামিল-গাথা সকলকেই মুগ্ধ করে।" স্যার শিবস্বামীর এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—]

সত্য—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"। সত্য দু'টী বা চারটি নয়। সেজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি," নিরস্তকুহক সত্য, যাঁর প্রচারক—শ্রীমদ্ভাগবত, তা' এক অদ্বিতীয়। কুহকযুক্ত প্রাতিভাসিক সত্য অনেক আছে। নিরস্তকুহক সত্যের পক্ষ নাই। কিন্তু কুহকযুক্ত আপাতপ্রতীয়মান সত্যের ছবিগুলি নিরস্তকুহক সত্যকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে ক'রে নিজেদের দল সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ স্রোতপথে দল নাই, মতবাদ নাই; তর্কপথেই দল আছে। প্রকৃত বাস্তব-সত্য, কিন্তু সেই বাস্তবসত্যের আক্রমণকারী নানাপ্রকার মতবাদের প্রতীকরূপ এক-একজন নায়ক সৃষ্ট হ'ল কেন? ভগবদিচ্ছাতেই হ'য়েছে, তা'তে বাস্তব সত্যের শোভা সত্যের উপাসকগণের নিকট আরও পরিস্ফুট হ'য়েছে। এ'তে নির্ম্মৎসর সত্যোপাসকগণ বিভ্রান্ত হ'বার পরিবর্ত্তে সত্যের প্রতি অধিক পরিনিষ্ঠিতই হচ্ছেন।

স্যার শিবস্বামী—সত্যই 'পরমেশ্বর' বা পরমেশ্বরই 'সত্য', ইহাতে কোন আপত্তি নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মই পরমেশ্বরকে অগ্রণী ক'রিয়া চলে, কিন্তু সত্যের ত' বিভিন্ন প্রতীতি আছে।

প্রভুপাদ—বাস্তব সত্য ও প্রতীয়মান সত্যের উদ্ভব-ক্ষেত্র ও প্রয়োজন পৃথক্। অনেক আপাতপ্রতীয়মান সত্যপ্রায় বিচারগুলি সত্যের নামে প্রচলিত হ'য়েছে।

---

* শ্রীমদ্ভাগবত 'শিশুপালবধ', ১ম সর্গ, ২৩ শ্লোক,—

আপনাদের দর্শন বর্ত্তমানে সময়ে পাপ নাশ করে, ভাবী মঙ্গলের কারণ হয় এবং পুণ্যকৃত পুণ্যের ফলরূপে উপস্থিত হয়। সুতরাং আপনাদের দর্শন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই ত্রিকালেই শরীরী-দিগের পবিত্রতা সূচনা করে।

স্যার শিবস্বামী—কি করিয়া কোনও এক দল সত্যকে তাহাদের একচেটিয়া মনে করিতে পারে ?

প্রভুপাদ—সেখানে দলের কথা, সেখানেই মতবাদ। শ্রীমদ্ভাগবত দলের শাস্ত্র নয়; ইহা বাস্তব সত্যের অবতার। বাস্তব সত্য একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেরই একচেটিয়া সম্পত্তি; আর মনোধর্মপ্রসূত মতবাদগুলি সত্যকে তাহাদের একচেটিয়া মনে করলেও বাস্তবতায় তা' হ'বে না।

স্যার শিবস্বামী—ভক্তিধর্মে ভাগবতের প্রাধান্য আছে, বলিতে পারেন; কিন্তু বাস্তব সত্য শ্রীমদ্ভাগবতেরই একচেটিয়া, ইহা কিরূপে বলা যায় ?

প্রভুপাদ—শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং ভগবদবতার। সুতরাং শ্রীভগবান—বাস্তব সত্য। সেই বাস্তব সত্যই স্বয়ং বলছেন,—পূর্ব্বে পূর্ব্বে যত আংশিক সত্য, অসম্যক্ সত্য, আপাতপ্রতীয়মান সত্য প্রচারিত ও প্রকাশিত হ'য়েছে, সেই সকলকে অন্তর্ভুক্ত, কা'কেও বা উপবর্ণিত ও বর্জ্জিত ক'রে এই নিরস্তকুহক পরম সত্য প্রকাশিত হ'য়েছে।

স্যার শিবস্বামী—প্রত্যেকেই তা'র নিজের বিচারানুসারে নিজের মতবাদকে বড় মনে করেন। সুতরাং কি করিয়া কোন একটী মতবাদকে একচেটিয়া বাস্তব সত্য বলা যায় ?

প্রভুপাদ—আপনি বাস্তব সত্যের Epistomologyটী ভুলে যাচ্ছেন। আমার মূল কথাই এই,—মনোধর্ম্মীর বা মতবাদীর প্রচারিত বা প্রকাশিত কোনও পরিবর্ত্তনশীল সত্য একচেটিয়া সত্য নয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত—সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, সত্যের নিরঙ্কুশ অদ্বিতীয় বক্তা। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য যে শাস্ত্র, যে ধর্ম্ম, যে মত, যে পথ, যে সাধক, যে সিদ্ধ যতটা অনুসরণ করবেন, তিনি ততটা সত্যের দিকে চলেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যস্বরূপের তারতম্যানুসারে সত্যের নিরূপণ হ'বে।

[অতঃপর স্যার শিবস্বামী শ্রীরাধা অপেক্ষা শ্রীরুক্মিণীর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিলে শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীরাধা-তত্ত্ব মানসিক ব্যায়ামের দ্বারা আলোচনার বস্তু নহে', ইহা বলিয়া "আহুশ্চ তে নলিননাভ", "কর্ণিতাঃ পরিতো হরেঃ" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যামুখে শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের বিচার অনুসরণ করিয়া কতিপয় সিদ্ধান্ত বলিলেন।] *

[৭]

[শ্রীনৈমিষারণ্য, শ্রীগোমতী-তীর; ইং ৩০।১০।২৯, প্রাতঃকাল, ৭ ঘটিকা।]

"ওঁ নৈমিষেঽনিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
সত্রং স্বর্গায় লোকায় সহস্রসমমাসত॥"

কাম ও প্রেম চেহারার এক হ'লেও একটী নরকে নিয়ে যায়, আর একটী বৃন্দাবনীয় সম্বন্ধবিশিষ্ট ক'রে শ্রীকৃষ্ণভজন করায়। কামগায়ত্রী-দ্বারা অপ্রাকৃত কামদেবের উপাসনা ব্যতীত আমাদের প্রাকৃত কামপিপাসা বিদূরিত হ'তে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করলে মানুষকে প্রেমিক হ'তেই হ'বে। কর্ম্মনিষ্ঠা ইহজগতের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ; কিন্তু ইহজগৎ থেকে নিত্য-জগতে—স্বদেশে যেতে হ'লে ভাগবতসাহিত্যের সেবা করতেই হ'বে। ভাগবতসাহিত্য ব্যতীত আর কিছুই পূর্ণ 'স্বরাজ' দান করতে পারে না। বারাণসীতে নিরপেক্ষ বিচার বা রাষ্ট্রিতের বিচার।

মানুষকে extreme selfish হ'তে হ'বে। যিনি তা' না হবেন, তাঁ'র মঙ্গল হবে না। স্থূলদেহের স্বার্থ জাগতিক চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের নিকট পাওয়া যায়। বিবেকের উন্নতির জন্য আমরা বারাণসীতে যাই। কিন্তু পরমেশ্বরের সেবা চেতনের নিত্য পরম স্বার্থ, তাহাই 'নৈমিষ-সাহিত্যে'র প্রতিপাদ্য বিষয়। নৈমিষ-সাহিত্য-সেবার ন্যায় স্বার্থপর আর কেহ নাই; আবার তাঁ'র মত নিঃস্বার্থপর কেহ নাই, তাঁ'র মত পরার্থপরও কেহ নাই।

ব্রাহ্মণতার সর্ব্বোন্নতমতা কেহই কমাতে পারবে না। ব্রাহ্মণের অসম্মান হ'লে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যা'বে। ব্রহ্মণ্য-নীতির অধীনে রাজনীতি বা ক্ষাত্রনীতি, অর্থনীতি বা বৈশ্যনীতি ও কর্ম্মনীতি বা শূদ্রনীতি। ইহার ব্যভিচার হ'য়েছে ব'লেই ভারতবর্ষে অমঙ্গল উথিত হ'য়েছে। আবার নৈমিষসাহিত্যের আলোচনা হ'লে লোক এই সকল কথা বুঝতে পারবে। শ্রীমদ্ভাগবতসাহিত্যের—নৈমিষসাহিত্যের কথা প্রচারিত হ'লে জগতের সকল সমস্যার সমাধান হ'বে। ভাগবতপারমহংস্যের আনুগত্যে ব্রহ্মণ্যনীতি থাকবে; আর ব্রহ্মণ্য-

* এই সকল কথা ইংরাজী ভাষায় হইয়াছিল। উপরে অনুবাদ প্রদত্ত হইল—গৌঃ সঃ।

নীতির আনুগত্যে ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্যনীতি ও শূদ্রনীতি থাকবে ; তা' হ'লে জগতের সকল মঙ্গল হ'বে। বারাণসী-সাহিত্যের—রাহিত্যের অনুশীলনের স্থান জগতে অনেক আছে ; কিন্তু নৈমিষ-সাহিত্যের অনুশীলন বড়ই দুর্লভ। নৈমিষ-সাহিত্যের কীর্ত্তন কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া উচিত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি-কামনা হ'তে মুক্ত হ'য়ে ভগবৎ-সুখানুসন্ধানের কথা নৈমিষ-সাহিত্যে বলা হ'য়েছে। এই সাহিত্য প্রচারিত হওয়ার পর কেরলদেশে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেরলদেশের রাজা শ্রীকুলশেখর ভোগের প্রবৃত্তি ছেড়ে দিয়েছিলেন ; সন্ন্যাসীদের ত্যাগ-প্রবৃত্তিকেও গোষ্পদ জ্ঞান ক'রেছিলেন। তিনি নৈমিষ-সাহিত্য আলোচনা ক'রে ব'লেছিলেন,—

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যারামামৃদুতনুলতানন্দনে নাভিরন্ধ্রং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্।
নান্যা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্‌যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্! পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥"

(শ্রীমৎকুলশেখরকৃত "মুকুন্দমালা-স্তোত্র," ৪-৫ শ্লোক)

শ্রীমদ্ভাগবত এমন একটী comprehensive study যে, জগতে যত কথা উৎপত্তি হ'বে, হ'য়েছে ও হচ্ছে, সকলের উত্তর ও মীমাংসা তা'তে দেওয়া আছে। জগতের জীবজাতির নিকট, মনুষ্যজাতির নিকট কেন যে এমন একটী অর্দ্বিতীয় করুণা-পাথার শাস্ত্রাবতার উপস্থিত হ'লেন, চিন্তা ক'রে থাই পাওয়া যায় না। শ্রীভগবানের কত বড় দয়া! এই গ্রন্থের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করালেন—মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীভাগবতের সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য সকলই মতবাদ। শ্রীগীতা পারমার্থিক 'শিশু-শাস্ত্র'। শ্রীচৈতন্যদেব এই নৈমিষ-সাহিত্যের যে প্রচার ক'রেছেন, তা' আলোচনা করলে আমরা তাঁর অনর্পিতচরী দয়ার কথা বুঝতে পার্‌বো।

[৮]

[কলিকাতা ; ইং ১৯।৪।৩১ ; শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত কোন গৃহস্থের নব-গৃহ-প্রবেশোপলক্ষে ভক্তগণসহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। উপস্থিত বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রকৃত গৃহস্থের আদর্শ-সম্বন্ধে বলিলেন,—]

কূপ-গৃহান্ধকূপে পতিত হওয়ার প্রবণতা বিনষ্ট হয়—সাধুদের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'তে। সাধুদের সঙ্গলাভ করলে গৃহস্থ হওয়ার যোগ্যতা হয়। গৃহস্থের কর্ত্তব্য—অনুক্ষণ সাধুর সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণ করা। যাঁরা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করবেন না, তাঁদের মঙ্গল হ'বে না।

গৃহে প্রবেশ করা বৈষ্ণবমাত্রেরই কর্ত্তব্য ; কারণ, তা'তে সুষ্ঠুভাবে হরিভজন হয়, গৃহব্রতধর্ম্মে ত' হয় না। কৃষ্ণসেবা করব ব'লে গৃহে প্রবেশ করাই শ্রেয়ঃ। উহা মর্কট-বৈরাগ্য অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যদি হরি-ভজনের প্রতিকূল সংসার হয়, ত' হ'লে ঐরূপ সংসারের প্রতি আসক্তি নরকের দ্বার ; অনুকূল সংসার হ'লে গৃহস্থাশ্রমই গ্রহণীয়। যদি কেউ gymnastic feat দেখাবার জন্য মর্কট-বৈরাগ্য করে, ত' হ'লে দুদিন পরে অপকাবস্থায় তা'র পতন হ'বে। গৃহ-প্রবেশ ও মঠ-প্রবেশে কোন ভেদ নাই। কিন্তু গৃহব্রতের গৃহ-প্রবেশের সঙ্গে যেন মুড়ি-মিছরির ন্যায় একাকার না করা হয়। গৃহব্রত-সম্প্রদায় তা' বুঝতে পারে না। যাঁরা শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় জীবন লাভ করেছেন, তাঁদের সঙ্গক্রমে গৃহব্রতধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হ'য়ে যায়। ভগবদ্ভক্তেরই গৃহ-প্রবেশ বাঞ্ছনীয়, অভক্তের গৃহ-প্রবেশ নহে। ভগবদ্ভক্ত গৃহ-প্রবেশ করলে জানতে হ'বে তিনি মঠ-প্রবেশই করছেন—অনুকূল অনুশীলন করবার জন্য কোন ভজন-স্থান গ্রহণ করছেন। ভগবদ্ভক্তের গৃহ ভোগ-স্থান নহে, তাহা ভজন-স্থান। গৃহস্থের গৃহ সর্ব্বক্ষণ হরি-কীর্ত্তনে মুখরিত, সাধুগণের পদ-ধূলিতে বিভূষিত। তিনি ভক্তের গৃহের প্রহরিরূপে শুভ-বিত্তদ্বারা ভক্তভজনের আনুকূল্য সংগ্রহ করেন। দুর্নৈতিক হ'লে হরিভজন হয় না ; আবার কেবল তথাকথিত সুনীতির দ্বারাও হরিভজন হয় না। পুণ্যকে শেষ সীমা মনে ক'রে ভোগের জন্য যে কর্ম্মবীরগণের দুর্বুদ্ধি, তা' হ'তে মুক্ত হ'য়ে হরিভজন করবার জন্য গৃহস্থধর্ম্ম যাজন করতে হ'বে। অনেকে মনে করতে পারেন,—'ঘরে দরজা দিয়ে খুব সংখ্যামালা করলেই ত' আমাদের হরিভজন হ'ল।' কিন্তু ঐরূপ ঘরে দরজা দিয়ে মালা নেওয়ার অভিনয় করতে করতে কুবিষয়ান্ধকূপে পতিত হ'য়ে যেতে

হ'বে, যদি বিরণরাগে মহন্তের কৃপা ও সঙ্গ না থাকে। আর মহন্তের শ্রীপাদপদ্ম হ'তে ভক্ত-কথা যদি অনুকীর্ত্তন না করি এবং সকল সময় আচরণের দ্বারা নিজের জীবনের পরীক্ষা না দিই, তা' হ'লেও পতিত হ'য়ে যে'তে হ'বে। যাঁরা বিরুপটে কৃষ্ণভজন কর্‌বেন, গৃহস্থভক্তগণ তাঁদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা কর্‌বেন। বৈষ্ণব-গৃহস্থ বিষয়-সুখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট; তাঁর নিজের কোন প্রভুত্বাভিমান থাক্‌বে না। তিনি আপনাকে সর্ব্বদা হরি-গুরু বৈষ্ণবদাস-জ্ঞানে হরি-কথায় ও হরিসেবায় প্রমত্ত থাক্‌বেন।

"জন্মাদ্যস্য"-শ্লোকের শ্রীগৌরপর-ব্যাখ্যা

(শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদ-কৃত)

যাঁহা হইতে অন্য অর্থাৎ সর্ব্বাভিধেয়ময় সংকীর্ত্তনাখ্য শুদ্ধভক্তভজন উদ্ভূত বা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; অন্বয় অর্থাৎ সম্ভোগরসে যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীরাধাভাবমহাভাব-ভাবনাসমূহের সমাগ্‌ভাবে পরিজ্ঞাতা এবং ইতর অর্থাৎ বিপ্রলম্ভরসে যিনি স্বয়ং শ্রীগৌররূপে নাম-প্রেমদান, জীবে দয়া, ভক্তমর্য্যাদা-রক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণান্বেষণরূপ সর্ব্বোত্তম শ্রীকৃষ্ণভজন এই অর্থসমূহে সর্ব্বতোভাবে দিক্ত; যিনি বাল্য-বয়সে চাপলো অদ্বিতীয় ছিলেন, পৌগণ্ডে ও কৈশোরে মাতার অপরিসীম বাৎসল্যরসের অদ্বিতীয় আধাররূপে বিলাস করিয়াছিলেন এবং বিদ্যা-বিলাস-কালে স্বপাণ্ডিত্য-প্রতিভামহিমায় সর্ব্বোচ্চ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন অথবা স্বীয় ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলস্থ আজানুলম্বিত-ভুজদ্বারা এবং কম্বিতকাঞ্চনরূপের আভায় অসমোর্দ্ধরূপে প্রোদ্ভাসিত ছিলেন; যিনি আদি ভক্ত-মহাকবি শ্রীশুকদেবের হৃদয়ে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির মাহাত্ম্য ভাগবত-বর্ণন দ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন; যিনি গৌড়ীয়-ভক্তের আদি মহাজন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-পাদের হৃদয়ে ভক্তি-লতার বীজ বপন করিয়া তাঁহাকে বহুশাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-পল্লবসমন্বিত অগ্রাকৃত কাণ্ডত্রয়াত্মক গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-কল্পবৃক্ষের প্রধান স্কন্ধরূপে বিস্তার করিয়াছিলেন; অথবা যিনি প্রকটলীলার পূর্ব্বে আদিরসকবি শ্রীলীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল বা শ্রীচণ্ডিদাস বা শ্রীবিদ্যাপতি বা শ্রীজয়দেবের হৃদয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবা-রসে নিমগ্ন করাইয়া 'শ্রীকর্ণামৃত' বা 'পদাবলী'তে বা 'গীতগোবিন্দ'-গ্রন্থে লীলাবর্ণন করাইয়াছিলেন; অথবা যিনি প্রকটলীলার পূর্ব্বে গৌড়ীয়-ভাষার আদিকবি শ্রীগুণরাজ-খাঁ অর্থাৎ শ্রীমালাধর বসুর হৃদয়ে ঐকান্তিক কৃষ্ণনিষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়া তাহা তৎকৃত 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়'-কাব্যের উক্তিহেতু তাঁহার বংশধর ও গ্রামবাসিগণের হৃদয়েও বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তৎপুত্র ও পৌত্র শ্রীসত্যরাজ-খাঁ ও শ্রীরামানন্দ বসু মহাশয়দ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণব-তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন; অথবা যিনি নাম-রসের আদি রসিক শ্রীনামাচার্য্য শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের হৃদয়ে শব্দব্রহ্ম শ্রীনামের অনুশীলন করাইয়া জগতে নাম-ভজন বিস্তার করিয়াছিলেন; অথবা যিনি প্রকটলীলাকালের আদি মধুর-রসতত্ত্ব কোবিদ পরমহংস বা বিদ্বৎসন্ন্যাসী, 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ'-নাটক রচয়িতা শ্রীশ্রীল রায়-রামানন্দের হৃদয়-বৃন্দাবনে স্বীয় রসরাজ-মহাভাব প্রকটিত করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং শ্রোতার অভিনয়ে তাঁহার দ্বারা কীর্ত্তন-মুখে সাধ্য, সাধন ও রসতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন; অথবা যিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আদিকবি প্রিয়-স্বরূপ 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি', 'শ্রীবিদগ্ধ-মাধব' প্রভৃতি রসগ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীল-রূপগোস্বামিপাদের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন এবং শ্রীরূপানুগ শ্রীরঘুনাথ-শ্রীকৃষ্ণদাস-প্রমুখ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে অন্বয় অর্থাৎ রাগানুগমার্গীয় ভজন এবং ইতর অর্থাৎ বৈধমার্গীয় ভজন বিস্তার করাইয়া আসিতেছেন; অথবা যিনি অপ্রকটকালে গৌড়ীয়-ভাষার আদি তাত্ত্বিক শ্রীগৌরচরিতলেখক ব্যাসাবতার মহাকবি শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের হৃদয়ে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরজন-মাহাত্ম্য উদয় করাইয়া তৎকৃত মহাকাব্য 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত'-গ্রন্থের দ্বারা তাহা বিস্তার করিয়াছিলেন; যাঁহাতে দার্শনিক, কূটতার্কিক, অধম পাষণ্ডপ্রকাশন, বহুকবি-প্রমুখ সিদ্ধান্ত-বিরোধী রসাভাসদুষ্ট ছলকবিগণ, সার্ব্বভৌম-প্রকাশানন্দাদির

ন্যায় মায়াবাদী, অশুদ্ধ বৈদান্তিকগণ, রামচন্দ্রপুরী-প্রমুখ হরিগুরুবিষ্ণবদ্বেষী সন্ন্যাসিগণ, শ্রীবল্লভ-ভট্টাদির ন্যায় ভক্তোৎকর্ষ-স্বামি-বিরোধী পণ্ডিতগণ, লোকশিক্ষার্থ কৃষ্ণেতর অন্যাভিলাষীর ন্যায় লীলাকারী শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ও শ্রীবলভদ্র ভট্টের ন্যায় ব্যক্তিগণ, অথবা লোকশিক্ষার্থ অস্থির-বৈরাগ্যের লীলাকারী ছোট হরিদাসের ন্যায় ছলত্যাগের প্রতীকগণ ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাতিষ্ঠু পণ্ডিতম্মন্যগণ মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যাঁহাতে ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত—এই ত্রিতত্ত্ব সত্য অর্থাৎ লীলাবিলাসহেতু যিনি এক বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়া স্বয়ং অবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতরূপ সেবক-প্রভু-বিষ্ণু,—এই বিষ্ণুর ত্রিরূপ যাঁহাতে সত্য; অথবা যাঁহাতে উপনিষৎকথিত নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতব্রহ্ম অঙ্গকান্তিরূপে, যোগশাস্ত্র-কথিত আত্মা বা অন্তর্যামী অংশ-বৈভবরূপে এবং ভগবান্ অংশিরূপে ত্রিবিধ আবির্ভাব, প্রকাশ বা রূপ উপাসক-প্রতীতিভেদে ভিন্ন প্রতিভাত হইয়াও অবয়জ্ঞান; অথবা যাঁহাতে সম্বন্ধ-দেবতা 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য'-নাম, অভিধেয়-দেবতা 'শ্রীবিষ্ণুস্মর'-নাম এবং প্রয়োজন-দেবতা 'শ্রীগৌর'-নাম এক ও সত্য, অথবা যাঁহাতে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ,—এই তিন অভিধেয়-সর্গ সত্য, অথবা ত্রিতাপ-তেজের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আরোপ বা ভান যেরূপ মিথ্যা, তদ্রূপ যাঁহাতে অব্যবহিত সেব্য নাম, মিশ্র-ব্যবধানরহিত নামাভাস ও ব্যবধানযুক্ত নামাপরাধ—নামভজনে এই ত্রিবিধ বিভিন্নাভিধেয় সত্য হইলেও নামাপরাধকে নামাভাস ও নাম এবং নামাভাসকে বহিরূপে মিথ্যা-কল্পনা, অথবা যাঁহাতে অনাদ্যধর্ম্ম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সহজাত কর্ম্মবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা ও অধিমিশ্রা আত্মধর্ম্ম কেবলা ভক্তি—এই ত্রিবিধ অভিধেয়ের মধ্যে শুষ্কভক্তিকে বিদ্ধা ভক্তি ও বিদ্ধভক্তিকে শুদ্ধ-ভক্তি বলিয়া আরোপ মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া জ্ঞান হয়; অথবা উপাসকের নাগরী-বিচার-মূলে দম্ভোগশিপাসা ও পঞ্চরাত্রদূষণ বা ভাগবতবিরোধ ও সৎসম্প্রদায়-বিরোধী অসদাচার—এই তিন অভক্তি-মার্গের আরোপ যাঁহাতে মিথ্যা; অথবা যাঁহার উপদেশে কৃত্রিম 'তৃণাদপি' দৈন্য, কীর্ত্তন ব্যতীত অসিদ্ধাবস্থায় লীলাস্মরণাদি কৃত্রিম চেষ্টা ও চিজ্জড়সমন্বয়জ্ঞান মিথ্যা; অথবা যাঁহার আশ্রয়ে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপ-ক্লেশানুবৃত্তি মিথ্যা, যাঁহাতে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মিশ্রভক্ত—এই অভক্তত্রয়ের অনুশীলন মিথ্যা; যিনি শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল—এই অপ্রাকৃত তত্ত্বরূপবৈভবধামে লীলা করেন; যাঁহাতে অজ্ঞানতমঃ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেতর ইন্দ্রিয়প্রীতি-কামনারূপ মায়িক অনাদ্য-চেষ্টা আদৌ নাই; সেই গুরু, ঈশ, ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ, ঈশশক্তি-সমন্বিত সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা শ্রীগৌড়ীয়গণ ধ্যান করি।

সাধন ও সাধ্য

(শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদ-রচিত)

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া অভীষ্টবস্তুর লাভ হয়, তাহাকে 'সাধন' বলে। ভক্তিশাস্ত্রে উহাই 'অভিধেয়' বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। অভক্তগণের মধ্যে সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাববশতঃ নানাপ্রকার অভিনব কল্পনামূলে অভীষ্ট-সিদ্ধি-প্রাপ্তির উপায় বর্ণিত ও প্রবর্ত্তিত আছে। তপঃ, ইজ্যা, পুরশ্চরণ, ব্রত, স্বাধ্যায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদি-বায়ু-সংযম-দ্বারা কুম্ভক, পূরক ও রেচকাভ্যাস, নির্জ্জলপ, ত্যাগ, আসন, ত্রিসবন-স্নানাদি, তীর্থ-পর্য্যটন, চিত্ত-নিরোধ-চেষ্টামূলে ধ্যান-ধারণা এবং কর্ম্মপর অর্চ্চন প্রভৃতি নানা পন্থা সাধারণতঃ দৈব-মায়া-মোহিত ভারবাহী জনগণ-কর্ত্তৃক সাধনরূপে নির্ণীত হয়। তাদৃশ সাধনগুলি—জীবদ্বয়নারেই প্রকারান্তর-মাত্র। বস্তুতঃ একমাত্র বৈষ্ণবই প্রকৃত শুদ্ধ-সাধন ও সাধ্যতত্ত্ব নিরূপণ ও বিচার করিতে সমর্থ। আর বিষ্ণুভক্তি-রহিত ব্যক্তি সাধন-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গেলে তাহার পথভ্রষ্ট হইবারই অধিক সম্ভাবনা। বিশেষতঃ তারতম্য-বিচারে দেখা যায় যে, মনোধর্ম্মের সাহায্যে সাধনতত্ত্ব-নিরূপণ-চেষ্টা বদ্ধজীবের ভ্রম, প্রমাদ ও বিপ্রলিপ্সা আনয়ন করে এবং নিত্য সত্য বাস্তব সাধ্যতত্ত্বে উপনীত হইতে দেয় না।

সাধ্যবিচারে মুমুক্ষু-সম্প্রদায়, ত্রিবিধ আত্যন্তিক দুঃখ হইতে পরিত্রাণলাভকেই সাধ্য বলিয়া নির্ণয় করিতে গিয়া ভ্রান্ত হন। মুমুক্ষু-সম্প্রদায় ইহামুত্র ইন্দ্রিয়তর্পণকেই 'সাধ্য' এবং মুমুক্ষুগণ 'নির্ভেদব্রহ্মসাযুজ্যকেই 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করেন। তাঁহাদের বিচার-ধারণার মূলে কেবলমাত্র ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। শাস্ত্রের সারগ্রাহী ভগবদ্ভক্তগণ মুমুক্ষু বা মুমুক্ষুগণের বিচার অবলম্বন না করিয়া সাধ্য বিচারে 'ভগবৎপ্রেমা'কেই লক্ষ্য করেন। তাঁহারা স্বর্গসুখ বা নির্ভেদ-ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ তাৎকালিক কৈতবকে 'কৈতব' বলিয়াই জানেন। তাৎকালিক বহির্দেশে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতাভিমানিগণ প্রকৃত শুদ্ধসাধ্য-সাধন-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ থাকায় শ্রুতি ও তদনুগশাস্ত্রের সারগ্রহণে পরমযোগ্যতাবিশিষ্ট তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শুদ্ধভক্ত ব্রাহ্মণ তপনমিশ্র তাঁহাদের নিকট সাধ্যসাধনতত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াও কাহারও নিকট কোনও সদুত্তর লাভ করেন নাই।

ভক্তিশাস্ত্রে চতুঃষষ্টি প্রকার সাধন-অঙ্গের বিষয় বর্ণিত আছে। আবার, সকল সাধনাঙ্গের মধ্যে পাঁচ প্রকার সাধনাঙ্গেরই শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ। ভক্তির কোন অঙ্গই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে পারে না,—যে-কাল পর্য্যন্ত না এবং যদি না, শ্রীনাম-কীর্ত্তনের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

মায়াবদ্ধ জীব সর্ব্বদা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপনাকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অন্যের নিকট হইতে মান, পূজা বা প্রতিষ্ঠার আশা করে। তদ্বিপরীত ভাব অর্থাৎ নিষ্কপট দৈন্য ও প্রণতির ভাব যাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়, তিনি ধন্য। তাদৃশ সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিই ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। তিনি নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণে বা অপরের নিকট হইতে পূজা-গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। ইহজগতে শুষ্কভক্তিহীন অনর্থযুক্ত জীব সর্ব্বদা অন্যের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করে। কালে কালে মায়াবদ্ধ জীব জীবগণকে অনর্থাধিক্য হইতে মোচন করিবার জন্য এই সকল ভাগবত-কথা আলোচনা-মুখে ভগবান্ ও ভক্তগণ প্রচার করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা যুগোচিত ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়। সাধারণতঃ কাল চারিভাগে বিভক্ত—কৃত বা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। আদিম-কালে যখন জীবের চিত্তে সরলতার অভাব ছিল না, সেই-কালে জীব-হৃদয়ে ভগবদ্ধ্যানের সম্ভাবনা ছিল এবং তাহাই 'কৃতযুগ' বলিয়া কথিত হইত। পরে যজ্ঞবিধির দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাই যুগধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত ছিল। এইকালে ত্রিপাদ-ধর্ম্মের অধিষ্ঠান থাকায় উহা ত্রেতাযুগ বলিয়া সংজ্ঞিত হইত। ধর্ম্মের অর্দ্ধাবসানে যুগধর্ম্ম অর্চ্চাবিষ্ণুর অর্চ্চনমূলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন দ্বিপাদ-ধর্ম্মের অধিষ্ঠানহেতু উহা দ্বাপরযুগ-নামে অভিহিত হইত। তৎপর ক্রমশঃ দ্বিপাদ-ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া কলির প্রারম্ভে একপাদমাত্র অবশিষ্ট হইল। কলিযুগে যখন একপাদ-ধর্ম্মও ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য প্রকার সাধন-প্রণালীর অধিষ্ঠান থাকিতে পারে না। নাম-সংকীর্ত্তনই কলিযুগের ধর্ম্ম। যে-স্থানে কৃষ্ণনাম-কথা-প্রচারের অভাব, সেই স্থানেই প্রচার-রহিত নির্জ্জনভজনমুখে অর্চ্চনাদি, বাহ্যানুষ্ঠানমুখে যজ্ঞবিধি এবং পুনরায় নির্জ্জনভজনচেষ্টামূলে ধ্যান-স্মরণাদির প্রক্রিয়া। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাগ্‌যুগত্রয়ের সাধন-প্রণালীত্রয় অপেক্ষা নাম সংকীর্ত্তনেরই প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের মহিমা অস্বীকার করেন, তাঁহাদের নিকট শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচারিত নাই জানিতে হইবে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের স্থলাভিষিক্ত অধস্তন)

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক— শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী, সহকারী —শ্রীকবিবৃষভ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ; (২) শ্রীযোগপীঠ-ঈশ্বরিয় (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুর ভক্তিশাস্ত্রী, সহ—শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী ; (৩) **আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ** (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ অমলমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি, (৪) শ্রীযাগ-অঙ্গন (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫) শ্রীঅদ্বৈত-ভবন (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী, (৬) শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট, সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী ; (৭) শ্রীবর-অঙ্গন, সেবক— শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী ; (৮) শ্রীযোগক্রম-চক্র—"গৌড়ের নৈমিষ" (মাউগাছি, পোঃ আমলপর, বর্দ্ধমান) সেবক— শ্রীউপেন্দ্রবিলাস দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৯) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীবিনোদানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি, (১০) শ্রীআনন্দসুখদ-কুঞ্জ, শ্রীগোরুম (পোঃ সরপগঞ্জ, নদীয়া) সেবক—শ্রীঅরসিংহ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১১) শ্রীসুবর্ণ বিহার-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীগুরুগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১২) শ্রীমধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (মাউতারা, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (১৩) শ্রীকুঞ্জকুটীর (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপরমপদ ব্রহ্মচারী ; (১৪) শ্রীএকায়ন-মঠ (গোবিন্দপুর, পোঃ হালিখালি, নদীয়া) সেবক— শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী ; (১৫) শ্রীমহেশ-পণ্ডিতের শ্রীপাট (কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী ; (১৬) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ (পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা) সেবক—শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইত্যাদি ; (১৭) শ্রীগোপালজী মঠ (কমলাপুর, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা) সেবক—শ্রীমতিগোপাল ব্রহ্মচারী ; (১৮) শ্রীজগন্নাথ- গৌড়ীয়মঠ (গোলকীবাড়ী রোড, ময়মনসিংহ) সেবক—শ্রীশিবদত্তবিগ্রহ বিদ্যারত্ন ইত্যাদি ; (১৯) আমলাযোড়া- শ্রীপদ্মাশ্রম (পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী ; (২০) অমঘি-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ অমঘি, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীঅচ্যুতপদ দাসাধিকারী ইত্যাদি, (২১) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ (চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২২) পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিঠাপুর, পাটনা, বিহার) সেবক—শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী ; (২৩) গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (রমণা রোড, গয়া, বিহার) সেবক—শ্রীপাদ হাদয়ানন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২৪) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ (৮।১৭ গুরুগোবিন্দসিং, বেনারস সিটি, ইউ-পি) সেবক—শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী ; (২৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ (এলাহাবাদ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী, (২৬) লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পরমেশ্বরীদয়াল বিল্ডিং, লাটুস্ রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী, (২৭) শ্রীপরমহংসমঠ (পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীদামোদর দাসাধিকারী ইত্যাদি, (২৮) মথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (বিশ্রামঘাট, মথুরা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ; (২৯) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ (পুরাণগঞ্জ, শ্রীধাম-বৃন্দাবন, জিঃ মথুরা, ইউ-পি) সেবক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী ইত্যাদি ; (৩০) শ্রীকুঞ্জ-বিহারী মঠ (রাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী ; (৩১) শ্রীব্রজধামসুখদকুঞ্জ (পোঃ শ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীইন্দ্রদেব দাসাধিকারী ; (৩২) শ্রীসচ্চেতবিহারী মঠ (পোঃ বরাণা, মথুরা) সেবক—শ্রীরাম দাসাধিকারী ; (৩৩) শ্রীগৌরবিহারী মঠ (সেবপাড়ী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীজগাচরণ দাসাধিকারী ; (৩৪) শ্রীরাসগৌড়ীয় মঠ (কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীমনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ;

(৩১) শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীকিতিপাবন ব্রহ্মচারী ; (৩৬) দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৪৫নং বঙ্গমান রোড, নিউ দিল্লী) সেবক—শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীব্রহ্মণ্যদেব দাসাধিকারী ; (৩৭) বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কল্যাণদাস বিল্ডিং, গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ২৬)—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৩৮) মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ) সেবক—শ্রীপাদ ব্রজসুন্দর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীরাজ গোপাল দাসাধিকারী ; (৩৯) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কক্কুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ), সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্র গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৪০) শ্রীপুরুষোত্তমমঠ (চটক পর্ব্বত, পোঃ পুরী) সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রহ্লব্রহ্মচারী ; (৪১) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ (আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীগৌরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪২) শ্রীভুবনেশ্বর-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী) সেবক—শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪৩) শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ (গাঁধপল্লি, উড়িষ্যাবাজার, কটক) সেবক—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস ইত্যাদি ; (৪৪) পুঁড়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (২৪ পরগণা) সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী ; (৪৫) দার্জ্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কুক্কিলা, দার্জ্জিলিং) সেবক—শ্রীসাধনচঞ্চল দাসাধিকারী ; (৪৬) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস (রঙ্গপুর, পঞ্জাব) সেবক—শ্রীবীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; (৪৭) আর্ষ্যাশ্রম (ওঁবিষ্ণুপাদপরিবর্দ্ধক) (আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী ; (৪৮) আর্ষ্যাশ্রম (ওঁবিষ্ণুপাদপরিবর্দ্ধক) পুরী, সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস ; (৪৯) বাসুদেব-গৌড়ীয়মঠ 46, Christ Church Avenue, Brondesbury, London N.W. 6, সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী (Miss C. Bowtell) ; (৫০) রেমুণা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৬৩।৬৪ নং ষ্ট্রীট, ইষ্ট রেমুণা) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫১) শ্রীবিক্রমপুরি গৌড়ীয়মঠ (চট্টগ্রাম) সেবক—শ্রীজ্যোতিরভ্যন্তররূপ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫২) শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-প্রণব সদন, রসুলকুণ্ডা, সেবক—শ্রীশ্রীনিকেতন ব্রহ্মচারী ; (৫৩) ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইনষ্টিটিউট (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীব্রজকিশোরদাসঅধিকারী ;(৫৪) শ্রীভাগবত-আসন ও প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কৃষ্ণনগর, সেবক—শ্রীপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী ; (৫৫) নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীবিষ্ণুচরণ ব্রহ্মচারী ; (৫৬) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস (কটক) সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী) (৫৭) শ্রীচৈতন্যমঠদাতব্য-চিকিৎসালয় (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—ডাঃ শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৫৮) পরবিদ্যাপীঠ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীমদ্ ভক্তি-কেবল ঔডুলোমি মহারাজ ; (৫৯) কাশীর সমাধি-পাট, সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিদ্যাপীঠ ইনষ্টিটিউট (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ; (৬১) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ (চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীবিষ্ণুপদ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬২) শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ (বিদ্যানগর, পোঃ আরগ্রাম, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৩) শ্রীজয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৪) রাধাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরামরাঘব ব্রহ্মচারী ; (৬৫) শ্রীজগাইগৌরাঙ্গমঠ (পোঃ বালিয়াটি,ঢাকা) সেবক—শ্রীপতি দাসাধিকারী; (৬৬) সরভোগ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ চকচকা, কামরূপ) সেবক—শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী ; (৬৭) গোয়ালপাড়া-শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, (পোঃ গোয়ালপাড়া আসাম), সেবক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী ; (৬৮) শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ (কুসরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম) সেবক—শ্রীসৎপাত্রদাস অধিকারী ; (৬৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ (কিশোরপুরা, বৃন্দাবন) সেবক—শ্রীপাদ গোস্বামি-চরণ অধিকারী ; (৭০) শ্রীরাধাকুণ্ডগৌড়বাটী, সেবক—শ্রীহরিগোবিন্দ দাসাধিকারী, (৭১) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম (গোবর্দ্ধন, মথুরা) সেবক—শ্রীরাধাচরণ ব্রহ্মচারী ; (৭২) শ্রীভক্তিকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী), সেবক—শ্রীনবহরি ব্রহ্মচারী ; (৭৩) নীলাকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী) সেবক - শ্রীগৌরাঙ্গ-গোবিন্দ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৭৪) বালেশ্বর-শ্রীগৌড়ীয়মঠপীঠ (বালেশ্বর) সেবক—শ্রীরসিকানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৭৫) পরবিদ্যাপীঠ (নৈমিষারণ্য, নিমসার ইউ-পি) সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বরদাস অধিকারী ; (৭৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (১৪।৪ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক—শ্রীগিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৭৭) শ্রীমাধবেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠ (রেমুণা, বালেশ্বর) সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

ঢাকা—৬৮।১ ভগবৎসঙ্ঘমিতি রোড্, দি মহুলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণিভূষণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

চতুর্বিংশ খণ্ড ৩৩শ-৪০শ সংখ্যা

৪ মধুসূদন, ৪৮০ গৌরাব্দ ; ৭ই বৈশাখ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ; ২০শে এপ্রিল, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ

প্রবন্ধ-সূচী— ১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ৪২শ বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণ ২০১ ;
২। শ্রীশ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর ২০৩ ;
৩। অকাল-ভেকে সর্বনাশ ২১৪ ;
৪। খোলা-বেচা শ্রীল শ্রীধর ২১৯ ;
৫। শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে উৎসব পাদপীঠের ২য় পৃষ্ঠা ;
৬। গৌড়ীয় মিশনের কাউন্সিলের অধিবেশন ঐ
৭। গৌড়ীয় মিশনের ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন ঐ ।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

'গৌড়ীয়'-গ্রাহকগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী

১। কোনও সময়ে পত্রিকার মূল্যাদি অর্থাৎ টাকা-পয়সা-সম্বন্ধীয় বিষয়ের ব্যতীত 'গৌড়ীয়' পাওয়া যাইবে না। লিখিবার বা বক্তৃতার, দুর্বলতা, পাণ্ডিত্য, অবিশুদ্ধতা বা শুদ্ধতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির অপেক্ষা বা যোগ্যতা নহে।

২। ঈশ্বরবিমুখতা অকৃত্রিম-কপি, পরনাপহরিলক্ষণা লেখোদ্যমতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ ন্যায্য দাম ও অন্যের-দামে-ক্রয়িত উহার ও বিষয়ে ঔদাসীন্য না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধী শ্রদ্ধা, ভক্তি, গুণ ও লিখার অলৌকিকত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ; দান, মান, বৃদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সকল বা সময় জীবনী শক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অনাদির দ্বারা 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির পক্ষে অত্যাবশ্যক।

৩। যাঁহারা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিতে অকপট ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে 'গৌড়ীয়ে'র প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মর্ম্ম বা সার-তাৎপর্য্য হৃদয়ে গাঁথিয়া নিজের ভাষায় ও আচরণে পরীক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ভাগবত-জীবন-যাপনকারীর সঙ্গ ও কৃপায় নিরপরাধ ও অন্যের সুখানুসন্ধানাবেশময়-চেতনবৃত্তিতে 'গৌড়ীয়' বুঝা যায়, বেদ বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বুঝা যায় না।

৪। বিষয়ভোগে অতিশয় লোভী, পুত্র-কলত্র-ধনাদিতে অতীব আসক্ত, আধ্যাত্মিক, বিড়ালতপ, দাম্ভিক-বৈষ্ণবে অন্যের ভক্তিহীন, বিশেষতঃ ভক্তপদের প্রতি দ্বেষকারী ব্যক্তিকে বা তৎসঙ্গীকে ভ্রম ও বঞ্চনাবশেও 'গৌড়ীয়' প্রদান করিলে অপরাধের অবধারণ নাই। কুটিলতা, প্রচ্ছন্ন অসত্য, কড়াতিবিবেশ, ভাঙ্গ-মৈথিলতা, নিজের উক্তি (?) বা লেখায় (?) কর্তৃত্বের আধ্যাত্মিক-প্রকৃতি অপরাধের লক্ষণ এবং বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব, কলহ, বিষয়াবেশ (জড়ের প্রতি অনাবিষ্কার আসক্তি), অপ্রতিপত্তি (উৎসর্গিত-জীবনে) প্রভৃতি অনর্থ-লক্ষণে আক্রান্ত ব্যক্তির হস্তে 'গৌড়ীয়ে'র কখনও ভার বসিবে না।

৫। যাঁহারা ডাকযোগে 'গৌড়ীয়' লাভ করিবেন, তাঁহারা ডাক-খরচ মাত্র প্রেরণ করিবেন। মাসিক-ভাবে টাকা-পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানীয় পোষ্ট-অফিসের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। প্রেরিত 'গৌড়ীয়' না পাইলে পরের সংখ্যার মধ্যে না জানাইলে আর পাওয়া যাইবে না।

৬। 'গৌড়ীয়'-সম্বন্ধে চিঠিপত্রাদি সমস্তই কেবল-মাত্র 'ঈশোদ্যান শুদ্ধবিলাস ভক্তিসুহৃৎ, ১৬।১এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পো: কালীঘাটপুর, কলিকাতা—এই নামে ও ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ, 'গৌড়ীয়'

Abbreviated Telegraphic Address of The Secretary, Gaudiya Mission, 16A Kaliprasad Chakravarti Street, P. O. Baghbazar, Calcutta is— "GAUDIYAMAT" Calcutta.

সম্পাদক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে উৎসব

শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম নিত্য মহামহোৎসবময়। শ্রীচন্দনযাত্রা হইতে শ্রীহেরাপঞ্চমী পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহা-মহোৎসব শ্রীগৌরাঙ্গ-গৌড়ীয়-ভক্তগণের হৃদয়কে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। আগামী ২১শে বৈশাখ শ্রীচন্দনযাত্রা-উৎসব আরম্ভ হইবে। ১ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর তিরোভাব-উৎসব। ২৬শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা হইতে শ্রীপুরুষোত্তমধামে উৎসবের একটী বিশেষ অধ্যায় আরম্ভ হয়। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। ৩২শে জ্যৈষ্ঠ অনবসরকাল হইতে শ্রীশ্রীআলালনাথে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব-আরম্ভ এবং ঐ দিন শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব-উৎসব। ৪ঠা আষাঢ় শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব: ৮ই আষাঢ় শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব: ৯ই আষাঢ় শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা; ১১ই আষাঢ় শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব এবং ১৮ই আষাঢ় বুধবার শ্রীহেরাপঞ্চমী ও শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসব। শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে শ্রীশ্রীকপাদুগ গুরুবর্গের অনুজ্ঞায় এই সকল মহোৎসব সাংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইবে।

——(০)——

গৌড়ীয় মিশনের কাউন্সিলের অধিবেশন

গত ১১ই মার্চ্চ (১৯৪৬) শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথির পূর্ব্বদিবস প্রাতে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীঅবিদ্যা-হরণ-নাট্যমন্দিরে গৌড়ীয় মিশনের কাউন্সিলের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হয়। অনেক সভ্য তাহাতে যোগদান করিয়া-ছিলেন: সংবৎসরের কার্য্যাবলী এবং আয়-ব্যয়ের বিষয় আলোচিত হয়। কাউন্সিল-গঠনের নিয়মানুসারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কাউন্সিলের চল্লিশ জন সভ্য নির্ব্বাচন (nominate) করেন।

মিশনের সেক্রেটারী ও এডিশনাল্ (Additional) সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হন। অন্যান্য কার্য্যাদি পূর্ব্ববৎ সম্পাদিত হয়। সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক জগতের পরিস্থিতি ও মিশনের সেবকগণের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। তৎপর গুরুবর্গের জয়ধ্বনি-সহকারে সভাভঙ্গ হয়।

গৌড়ীয় মিশনের ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন

গত ১৭ই মার্চ্চ (১৯৪৬) রবিবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাববিবস প্রাতে ৮।০ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে গৌড়ীয় মিশনের ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। বহু সভ্য সভায় যোগদান করেন। জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর উক্ত সভায় কৃপাপরবশ হইয়া উপস্থিত হইলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া গুরুবর্গের জয়ধ্বনি-সহকারে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। তৎপর সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ একটি আবেগপূর্ণ নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে শ্রীশ্রীল গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের অশেষ গুণ কীর্ত্তন করিয়া সভাবৃন্দের পক্ষ হইতে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন এবং তদ্বিষয়ক নিবেদনটি ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় পাঠ করেন। সকল সেবক দণ্ডায়মান হইয়া তাহাতে যোগদান করেন।

মিশনের সংবৎসরের কার্য্যাবলী ১৩৪১ সালের পরীক্ষিত হিসাব (Audited account)-আলোচনান্তে স্বীকৃত হয়। ১৩৪২ সালের হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য একজন Incorporated Accountant নিযুক্ত হন।

মিশনের নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে গভর্ণিংবডির বারজন সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

সভার প্রারম্ভে ও অন্তে শ্রীশ্রীগৌরবিহিত সাংকীর্ত্তন হয়। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের জয়ধ্বনি-সহকারে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

——()——

গৌড়ীয়

এনামস্যন্ত বিদ্বাংস্ যথার্থমুপলেভিরে।
নির্বন্ধঃ কৃতপক্ষেষু ন তু বৈদগ্ধমুদ্রণে ॥
আভিজাত্যাদি সম্বন্ধমাত্রে
বিদ্বদ্ভূয়ঃ সমলি ষাতম্।

প্রাপশ্চিকতায়া মুক্তা শ্রীচৈতন্যবিজয়তে।
মুদ্রণ্যুঃ পরিকল্পে বৈকুণ্ঠে চক্রুরুদ্যমম্॥
—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর
"বিদগ্ধ" বলিতে আমি জানি ॥

২৪শ খণ্ড } ৪ মধুসূদন, ৮৬০ গৌরাব্দ ; ৭ই বৈশাখ, ১৩৫৩ ; ২০শে এপ্রিল, ১৯৪৬ { ৩৩শ-৪০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার

দ্বিপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণ

গত ২৯ গোবিন্দ (৪৫৯ শ্রীগৌরাব্দ), ৩রা চৈত্র (১৩৫২ বঙ্গাব্দ), ১৭ই মার্চ্চ (১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ) রবিবার শ্রীগৌরকৃষ্ণাষ্টমী-দিবস শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীশ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-ক্ষেত্রে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার দ্বিপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ মহাশয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের শ্রীনামগুণ-লীলাগর্ভ উদ্বোধনসঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার পাত্রবাক্ শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাদেশক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিকেবল উডুলোমি মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজের সমর্থনে বর্দ্ধমান্ টুডুবরব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত অধিবেশনের সভাপতির পদে বৃত হন।

সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ২৩শ বর্ষের গৌড়ীয়ের ৩৩শ-৩৬শ সংখ্যা হইতে শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার একপঞ্চাশত্তম অধিবেশনের বিবরণী পাঠ করেন।

শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ মহোদয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত সজ্জনগণ বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার নূতন সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন :

নূতন সদস্য

১। মিঃ এস্, বি, চাঙ্গে (বম্বাই) ; ২। মিঃ নারায়ণ রাও ভঙ্গনালি (ঐ) ; ৩। রায় বাহাদুর শ্রীযুত বিশ্বনাথ পড়িয়া (উড়িষ্যা) ; ৪। শ্রীযুত সারদাকান্ত চৌধুরী বি, এস্ (ঢাকা)।

বিরহ-প্রকাশ

গৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ নিম্ন-লিখিত সজ্জন, ভক্ত ও মহানুভবগণের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাদের স্বধামগমনে বিরহ প্রকাশ করেন,—

১। শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী (১২শে মার্চ্চ, ১৯৪৫, শ্রীপুরীধাম) ; ২। ভক্ত শ্রীমনমোহন দাস (২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৫, শ্রীপুরীধাম) ; ৩। দেওয়ান বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাশয় (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫, কটক) ; ৪। শ্রীঘনশ্যাম দাস অধিকারী (২২শে অক্টোবর, ১৯৪৫, শ্রীভুবনেশ্বর) ; ৫। স্বনামধন্য এটর্ণি শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি-এল্, এম্, এল্, সি (২৪শে ডিসেম্বর,

১২৪৬, কলিকাতা); ২. স্বয় ইউ, এন্, ব্রহ্মচারী (৬ই ফেব্রুয়ারী, ১২৪৬, কলিকাতা)

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের গত বর্ষের গভর্ণমেণ্ট্ পরীক্ষার ফল পাঠ করেন।

'শ্রীহরিনামামৃত'-ব্যাকরণ—উপাধি-পরীক্ষা

১ শ্রীরাধানাথদাস ব্রহ্মচারী—১ম বিভাগ

২ শ্রীবলদেবদাস ব্রহ্মচারী—১ম বিভাগ

'শ্রীহরিনামামৃত'-ব্যাকরণ—আদ্য-পরীক্ষা

১ শ্রীরামকৃষ্ণ দত্ত—২য় বিভাগ

কাব্য—মধ্য-পরীক্ষা

১। শ্রীরাধানাথদাস ব্রহ্মচারী—১ম বিভাগ

২। শ্রীবলদেবদাস ব্রহ্মচারী—১ম বিভাগ

কাব্য—আদ্য-পরীক্ষা

১। শ্রীবিষ্ণুচরণদাস ব্রহ্মচারী—১ম বিভাগ

২। শ্রীবনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়—২য় বিভাগ।

শ্রীমান্ রাধানাথদাস ব্রহ্মচারী শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের উপাধি-পরীক্ষায় ও শ্রীমান্ বিষ্ণুচরণদাস ব্রহ্মচারী কাব্যের আদ্য-পরীক্ষায় গভর্ণমেণ্ট-বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণে কৃতিত্বের বিনিময়ে অর্থ-গ্রহণ বা কৃতক-বৃত্তি নামাপরাধজনক ও শ্রীহরিসেবাপরায়ণ ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া পরবিদ্যাপীঠ হইতে উহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীগোস্বামি-গুরুবর্গের গ্রন্থ-সংকলন-কার্য্যে যে সকল সজ্জন ও প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচীন পুঁথি-প্রভৃতি মিলাইবার জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন,—

১। পণ্ডিতবর শ্রীযুত বনমালিলাল গোস্বামী, শ্রীধাম বৃন্দাবন; ২। পণ্ডিতবর শ্রীযুত হরিদাস দাস মহাশয়, হরিবোলকুটীর, শ্রীনবদ্বীপ; ৩। শ্রীগোপীবল্লভানন্দ দেব-গোস্বামী, শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুর, মেদিনীপুর; ৪। ডাঃ শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্, এ, পি-এইচ, ডি (ঢাকা); ৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর এস্, কে, দে; ৬। শ্রীযুত নীরদবন্ধু সান্যাল এম্, এ, বি, এল্, কিউরেটার, বরেন্দ্র রিসার্চ্চ সোসাইটী, রাজসাহী; ৭। শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, পুঁথিশালারক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ৮। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীমন্মথপ্রসাদ ব্যানার্জ্জি শাস্ত্রী এম্, এ, ; ডি, ফিল্ (অক্সন্); ৯। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত কালিপদ তর্কাচার্য্য; ১০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু এম্, এ; ১১। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোল-বিভাগের ব্যাকরণের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুত হরিনন্দন স্মৃতি; ১২। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা; ১৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৪। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি।

যাঁহারা নানাভাবে শ্রীগৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান ও সেবানুকূল্যাদির দ্বারা শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, সভার পক্ষ হইতে বিভিন্ন সভ্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইল,—

(১) মিঃ যমুনাদাস দেবকরণ (বুম্বাই); (২) মিঃ নারায়ণ রাও ভক্কুনালি (ঐ); (৩) মিঃ এস্, বি, চাঙ্গে (ঐ); (৪) মুন্সী গোবিন্দরাম প্রিতম্ দাস (মন্ত্রী, সিন্ধ্ গভর্ণমেণ্ট); (৫) মুন্সী মল্লারাম, বার্-এট্-ল (সিন্ধ্, হায়দারাবাদ); (৬) শেঠ রেবাচান্দ ওয়াটুমল (ঐ); (৭) রায় বাহাদুর মুন্সী ওয়াধুমল নারায়ণ দাস (ঐ); (৮) শেঠ হাসারাম রিকুমল (ঐ); (৯) ভাই প্রতাপদয়াল দাস (ঐ); (১০) রায় সাহেব ঈশ্বরদাস পারুমল (ঐ); (১১) শেঠ সিন্ধুমল নিহালচান্দ (ঐ); (১২) মিঃ এস্, পি, বর্ম্মা রেজিষ্ট্রার, এলাহাবাদ য়ুনিভারসিটি; (১৩) শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস দত্ত (গভর্ণ-মেণ্ট প্লীডার, শ্রীহট্ট); (১৪) শ্রীযুত কামিনীকুমার পাল (উকিল, সুনামগঞ্জ); (১৫) শ্রীযুত মহিমচন্দ্র পাল (মোক্তার, সুনামগঞ্জ); (১৬) শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ রায় (মারচ্যাণ্ট্, ছাতক); (১৭) শ্রীযুত বিনোদবিহারী রায় (চাতলপাড়, ত্রিপুরা); (১৮) শ্রীযুত রাজমোহন রায় (চাতলপাড়, ত্রিপুরা); (১৯) শ্রীযুত বিভোরকুমার চট্টো-পাধ্যায় (পি, ডব্লিউ, আই, ও, টি, আর, সীতাপুর, ইউ, পি); (২০) শ্রীযুত উমাচরণ চৌধুরী (পি, ডব্লিউ, আই,ই, আই, আর, বুলন্দসহর, ইউ, পি; ইনি বিশেষভাবে নৈমিষারণ্য পরমহংস-মঠের সেবা করিয়াছেন); (২১) ডাঃ শ্রীযুত ভরতচন্দ্র রায় (রামনগর, পোঃ দাকোপ, খুলনা); (২২) ডাঃ শ্রীযুত

হরিদাস মুখোপাধ্যায় (বড়বাজার, বেরিলী, ইউ, পি); (২৩) প্রফেসর এস, সি, বাগচী (নৈনিতাল, ইউ, পি); (২৪) ডাঃ শ্রীযুত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্, বি (বাগেরহাট, খুলনা) ; (২৫) রায় বাহাদুর শ্রীযুত জগচ্চন্দ্র রায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা) ; (২৬) শ্রীযুক্তা নীহারবালা দেবী (হাওড়া, চট্টগ্রাম) ; (২৭) শ্রীযুক্তা পারুলপ্রভা দেবী (চট্টগ্রাম) ; (২৮) শ্রীযুক্তা কুমুদিনী সিংহ (ঐ) ; (২৯) শ্রীযুত হীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ) ; (৩০) শ্রীযুক্তা রাধেশ্বরী দাসী (মৌড়ী, হাওড়া) ; (৩১) শ্রীযুত মন্মথনাথ পাল (ঐ) ; (৩২) শ্রীযুত রাখালচন্দ্র মাল্য (রোহিণী, মেদিনীপুর) ; (৩৩) শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ নন্দী (ঐ) ; (৩৪) শ্রীযুত বলাইচন্দ্র খাড়া (পোঃ কোলাঘাট, বর্ণান, মেদিনীপুর) ; (৩৫) শ্রীযুত কৃষ্ণচরণ মাইতি (পোঃ কোলাঘাট, ছুরান, ঐ) ; (৩৬) শ্রীযুত ভূপতি ডগরা (পোঃ কোলাঘাট, শান্তিপুর, ঐ) ; (৩৭) শ্রীযুত সত্য-গোবিন্দ দাসাধিকারী (পোঃ পলাসপাই, জ্যোৎস্নবনগ্রাম, ঐ) ; (৩৮) শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র জানা (পোঃ কোলাঘাট, মুক্তাপুর, ঐ) ; (৩৯) শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মাইতি (পোঃ কোলাঘাট, জাহুবনান, ঐ) ; (৪০) শ্রীযুত প্রিয়নাথ খাটুয়া (দেভোগ, ঐ) ; (৪১) শ্রীযুত কামরাজ পুরি (রসুলকুণ্ডা, বড়কোদণ্ড, গঞ্জাম) ; (৪২) রায় সাহেব শ্রীযুত প্রভাতরঞ্জন বিশ্বাস (পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কুচবিহার) ; (৪৩) শ্রীযুত সতীশচন্দ্র পাল (মারচ্যাণ্ট ও ব্যাঙ্কার, দিনহাটা, কুচবিহার) ; (৪৪) শ্রীযুত ভোলানাথ পোদ্দার (বোয়ালমারী, ফরিদপুর) ; (৪৫) শ্রীযুত হরলাল ভদ্র (বরহমগঞ্জ, ফরিদপুর) ; (৪৬) শ্রীযুত যতীশচন্দ্র মজুমদার (রামপুর-কচুবাড়িয়া, যশোহর) ; (৪৭) শ্রীভোলানাথ ভদ্র (সিঙ্গিপাশা, যশোহর) ; (৪৮) শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ সেন (পাইকগাছা, খুলনা) ; (৪৯) শ্রীযুত নরেশচন্দ্র তরফদার ও পত্নী সবিতা দেবী (জমিদার, সেরপুর, বগুড়া) ; (৫০) বাবু কৃষ্ণলাল সরাফ (মারচ্যাণ্ট, বগুড়া) ; (৫১) শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চাকী (উকিল, বগুড়া) ; (৫২) ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র সেন (বগুড়া) ; (৫৩) শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর কাউটিয়া (মারচ্যাণ্ট, বগুড়া) ; (৫৪) শ্রীযুত চতুর্ভুজ আগরওয়ালা (বগুড়া) ; (৫৫) শ্রীযুক্তা সান্ত্বনা দেবী (বগুড়া) ; (৫৬) শ্রীরাধাকান্ত দত্ত (ইটিণ্ড, ২৪ পরগণা) ; (৫৭) শ্রীযুত হালারীলাল পাল (কলিকাতা) ; (৫৮) শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ (খাউডাঙ্গা, খুলনা) ; (৫৯) শ্রীযুত বিভাবতী কুণ্ডু (নড়াইল, যশোহর) ; (৬০) শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ কুণ্ডু (নারায়ণপড়, মেদিনীপুর) ইত্যাদি।

অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের নাতিদীর্ঘ অভিভাষণের পর মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর

[১]

প্রভুর সমপাঠী

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতিথি শ্রীগৌরবিহিতকীর্ত্তনসম্রাট্ শ্রীশ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধ।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"শ্রীমুকুন্দ-দত্ত-শাখা—প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-গোসাঞি॥"

(চৈ চ আ ১০।৪০)

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উক্ত হইয়াছে,—

"ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ।
মুকুন্দবাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ॥"

শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীশ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর বা শ্রীমুকুন্দ বেদ ওঝা (বৈদ্য উপাধ্যায়) চট্টগ্রামের পটিয়া-থানার অন্তর্গত হুনহুরা-গ্রামে আবির্ভূত হন। হুনহুরা-গ্রাম হইতে শ্রীশ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আবির্ভাব-স্থান মেখলা-গ্রাম প্রায় দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। শ্রীশ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীশ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর, শ্রীশ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর—ইহারা

সকলেই শ্রীগৌরপার্শ্বে মিলিত হইবার জন্য নানাপ্রকার কার্য্যব্যপদেশে শ্রীনবদ্বীপ ও তৎপারিপার্শ্বিক স্থানসমূহে বাসার্থ আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর অধ্যয়নের ছল করিয়া তাঁহার নিত্যারাধ্য জীবন-সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীগৌরহরির সঙ্গলাভের জন্য শ্রীনবদ্বীপধামে গমনপূর্ব্বক প্রভুর সহপাঠীর লীলা করিয়াছিলেন।

শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর শ্রীল মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলেও শ্রীল মুকুন্দই অতি বাল্যকালে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গ ও কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য শ্রীল বাসুদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিতেন,—"শ্রীমুকুন্দ যখন আমার পূর্ব্বেই তোমার শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছেন, তখন শ্রীমুকুন্দের পারমার্থিক জন্ম আমার পূর্ব্বে হওয়ায় আমিই কনিষ্ঠ, শ্রীমুকুন্দ জ্যেষ্ঠ।"

"বাসু কহে,—'মুকুন্দ পাইল তোমার সঙ্গ।
তোমার চরণ পাইল সেই পুনর্জ্জন্ম॥
ছোট হঞা মুকুন্দ এবে হৈল আমার জ্যেষ্ঠ।
তোমার কৃপায় তাঁতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ॥"

(চৈ চ ম ১১।১৩৯-৪০)

শ্রীনিমাই সহপাঠী শ্রীমুকুন্দের সহিত ন্যায়ের ফাঁকি লইয়া যখন-তখন কোন্দল করিতেন। শ্রীমুকুন্দ নিমাইর ফাঁকির ভয়ে সর্ব্বদাই এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন। এসম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

"প্রভুও মুকুন্দ-প্রতি বড় সুখী মনে।
দেখিলেই মুকুন্দেরে ধরেন আপনে॥
প্রভু জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, বাখানে মুকুন্দ।
প্রভু বোলে,—'কিছু নহে,' আর লাগে দ্বন্দ্ব॥
মুকুন্দ পণ্ডিত বড়, প্রভুর প্রভাবে।
পক্ষ-প্রতিপক্ষ করি' প্রভু-সনে লাগে॥
এইমত প্রভু নিজ-সেবক চিনিঞা।
জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, সবে যায়েন হারিয়া॥
মুকুন্দ যায়েন গঙ্গাস্নান করিবারে।
প্রভু দেখি' আড়ে পলাইলা কথো-দূরে॥
দেখি' প্রভু জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের স্থানে।
'এ বেটা আমারে দেখি' পলাইল কেনে?'
গোবিন্দ বোলেন,—'আমি না জানি, পণ্ডিত!
আর কোন-কার্য্যে বা চলিল কোন্-ভিত॥'
প্রভু বোলে,—'জানিলাঙ, যে লাগি' পলায়।
বহির্ম্মুখ-সম্ভাষা করিতে না যুয়ায়॥
এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঞ্জী, বৃত্তি, টীকা আমি বাখানিয়ে মাত্র॥
আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা' দেখি' করে পলায়ন॥'
সন্তোষে পাড়েন গালি প্রভু মুকুন্দেরে।
ব্যাপদেশে প্রকাশ করেন আপনারে॥
প্রভু বোলে,—'আরে বেটা কতদিন থাক?
পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক?'
হাসি' বোলে প্রভু—'আগে পড়ো কতদিন।
তবে সে দেখিবা মোর বৈষ্ণবের চিন॥
এমত বৈষ্ণব মুই হইমু সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥
শুন, ভাই সব, এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইমু মুই সর্ব্ব-বিলক্ষণ॥
আমারে দেখিয়া এবে যে-সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তি গায়॥"

(চৈ ভা আ ১১।২৮-৩১, ৩৮-৪৯)

শ্রীমুকুন্দের সহিত ফাঁকি-জিজ্ঞাসার ছলে শ্রীনিমাই এইভাবে নিজের ভাবি-লীলার প্রকট্য-সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্-বাণী করিতেন।

আর একদিন শ্রীমুকুন্দের সহিত শ্রীনিমাইর অকস্মাৎ সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীনিমাই শ্রীমুকুন্দকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! তুমি আমাকে দেখিলেই দূরে সরিয়া পড় কেন? আজ তোমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছি। তোমার নিকট হইতে যদি এই প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর না পাই, তাহা হইলে তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না।" শ্রীমুকুন্দ আজ অত্যন্ত কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়িলেন। পরে মনে মনে একটা স্থির করিলেন,—'নিমাইকে জব্দ করিতে হইলে একটীমাত্র উপায় আছে। নিমাইএর মাত্র ব্যাকরণ ভাল জানা আছে, অলঙ্কারশাস্ত্র বিশেষ কিছুই জানেন না। আজ ইহাকে অলঙ্কারের কএকটী প্রশ্ন করিয়া ইহার অহঙ্কার এমনভাবে চূর্ণ করিব, যেন আমাকে আর কোনও দিন ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী না হন।'

শ্রীমুকুন্দ ব্যাকরণশাস্ত্রের নিন্দা করিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়াছেন (চৈ ভা আ ১২।১১-১৯),—

"মুকুন্দ বোলেন—'ব্যাকরণ শিশুশাস্ত্র।
বালকে সে ইহার বিচার করে মাত্র॥
অলঙ্কার বিচার করিব তোমা'-সনে।'
প্রভু কহে,—'বুঝ তোর যেবা লয় মনে॥'
বিষম-বিষম দত্ত কবিত্ব-প্রচার।
পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে 'অলঙ্কার'॥
সর্ব্বশক্তিময় গৌরচন্দ্র অবতার।
খণ্ড খণ্ড করি' তোষে' সব 'অলঙ্কার'॥
মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বোলেন বচন।
'আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুঁথি চাহ।
কালি বুঝিবাঙ, আর আসিবারে চাহ॥'
চলিলা মুকুন্দ লই' চরণের ধূলি।
মনে মনে চিন্তয়ে মুকুন্দ কুতূহলী॥
'মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা!
হেন শাস্ত্র নাহিক, অভ্যাস নাহি যথা!!
এমত সুবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত হয় যবে।
তিলেকো ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে॥"

শ্রীমদ্ভাগবতবিগ্রহ রসরাজ-মহাভাবস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ অপ্রাকৃত অলঙ্কার। কেবলমাত্র তিনি যথাকালে তাঁহার রসিক ভক্তগণের নিকট তাঁহার লীলাটী প্রকাশ করিবার অপেক্ষায় নিজপার্ষদ শ্রীমুকুন্দের ঐরূপ অজ্ঞতার অভিনয় করাইয়াছিলেন।

[২]

নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-গায়ক

শ্রীঅদ্বৈতসভায় যখন ভাগবতগণ একত্রে মিলিত হইতেন, সেই সময় শ্রীমুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-গীত কীর্ত্তন করিয়া মহাভাগবতগণের আনন্দ-বিধান করিতেন। শ্রীনিমাইএর সহিত অধ্যয়নকালে শ্রীমুকুন্দ দত্ত শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীত-বিশারদ ও সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রিয় হইয়াছিলেন। তাই ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন লিখিয়াছেন (চৈ ভা আ ১১।২২-২৬),—

"সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত।
মুকুন্দের গানে ভবে' সকল মহান্ত॥
বিকাল হইলে আসি' ভাগবতগণ।
অদ্বৈত-সভায় সবে হয়েন মিলন॥
যেইমাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত।
হেন নাহি জানি, কেবা পড়ে কোন্ ভিত।
কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নৃত্য করে।
গড়াগড়ি যায় কেহ বস্ত্র না সম্বরে।
হুঙ্কার করয়ে কেহ মাল্‌সাট্ মারে।
কেহ গিয়া মুকুন্দের দুই পা'য়ে ধরে॥"

একদিন জলক্রীড়াবেশে শ্রীমাধবপুরীর শিষ্য শ্রীল ঈশ্বরপুরী শ্রীনবদ্বীপে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শ্রীমন্দিরে সমুপস্থিত হইলেন। শ্রীমুকুন্দ প্রত্যহ শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-সভায় আসিয়া বৈষ্ণবগণকে শ্রীকৃষ্ণলীলাগীত শ্রবণ করাইতেন মহা-ভাগবতবর শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদকে দর্শন করিবামাত্র শ্রীমুকুন্দ শ্রীল পুরীপাদের হৃদয় বুঝিতে পারিলেন এবং অতি প্রেমভরে শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক-গীত গান করিলেন। শ্রীমুকুন্দের গীত শ্রবণমাত্রই শ্রীপুরীপাদ প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীপুরীপাদকে নিজক্রোড়ে ধারণ করিয়া প্রেমাশ্রুর দ্বারা অভিষেক করিলেন। শ্রীমাধবপুরীর দুই শিষ্যেরই ঐরূপ প্রেমবিকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। শ্রীমুকুন্দও কালোচিত শ্লোক গান করিয়া শ্রীঈশ্বর-শ্রীঅদ্বৈতের ও বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রেমানন্দ বর্দ্ধন করিলেন। শ্রীমুকুন্দের গীতে অলক্ষ্যলিঙ্গ শ্রীপুরীপাদের অত্যদ্ভুত প্রেমবিকার প্রকটিত হওয়ায় সকলে শ্রীঈশ্বর পুরীপাদকে চিনিতে পারিলেন।

শ্রীগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর যখন শ্রীনিমাই পণ্ডিত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানের আবেশে ভাবকদম্ব প্রকট করিয়াছিলেন, তখন ভক্তগণ সন্ধ্যাকালে শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরগৃহে উপস্থিত হইতেন। সেই সময় শ্রীমুকুন্দ সুস্বরে ভক্তিসূচক শ্লোক আবৃত্তি করিতেন,—

"ভক্তিযোগ-সহিত যে-সব শ্লোক হয়।
পড়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ-মহাশয়॥
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধ্বনি
শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি॥

'হরিবোল' বলি' প্রভু লাগিলা গর্জ্জিতে।
চতুর্দ্দিকে পড়ে, কেহ না পারে ধরিতে॥
হাস, হাস, কম্প স্বেদ, পুলক, গর্জ্জন।
একবারে সর্ব্ব-ভাব দিলা দরশন॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ।
ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ॥
সর্ব্ব-নিশা যায় যেন মুহূর্ত্তেক-প্রায়।
প্রভাতে যে কথঞ্চিৎ প্রভু বাহ্য পায়॥"

(চৈ ভা ম ২।২১৬-২২১)

চট্টগ্রামনিবাসী শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপেও একটী গঙ্গাবাস-বাটী ছিল। শ্রীভগবদ্ভাবাবেশে শ্রীল পুণ্ডরীক তাঁহার শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-বাটীতে অনেকেরই অজ্ঞাতসারে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। সকলেই তাঁহাকে বাহ্যদৃষ্টিতে অত্যন্ত ভোগী বিষয়ীর ন্যায় দেখিতেন। বৈষ্ণব-সমাজের অনেকেই শ্রীল পুণ্ডরীকের শ্রীনবদ্বীপ-অবস্থানের কথা জানিতে পারেন নাই এবং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপও বুঝিতে পারেন নাই। একমাত্র শ্রীমুকুন্দই প্রেমনিধির বিষয় ও স্বরূপ অবগত ছিলেন; যেহেতু, উভয়েই চট্টগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া একই অপ্রাকৃত রসের রসিক ছিলেন। উপাধ্যায় শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের সহিত শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের বিশেষ মৈত্রী ছিল। উভয়েই উভয়ের অন্তরঙ্গ-বন্ধু ছিলেন; যখন যে কথা হইত, একজন আর একজনের নিকট না জানাইয়া থাকিতে পারিতেন না। শ্রীমুকুন্দ শ্রীগদাধরকে শ্রীনবদ্বীপে এক অদ্ভুত বৈষ্ণবের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন এবং বলিলেন যে, তিনি শ্রীগদাধরকে সেই অদ্ভুত বৈষ্ণবের নিকট লইয়া যাইবেন; তবে তৎপরিবর্ত্তে শ্রীগদাধর যেন শ্রীমুকুন্দকে তাঁহার নিত্য সেবক বলিয়া সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন।

শ্রীমুকুন্দ শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে লইয়া শ্রীপুণ্ডরীকের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীগদাধরের পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীপুণ্ডরীক সাধারণ বহির্ম্মুখ-জনকে বঞ্চনা করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার বিলাস-সামগ্রী ও সেবকাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অতিশয় বিলাসী ও ভোগী রাজকুমারের ন্যায় উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীপুণ্ডরীকের সেই বাহ্য-বিষয়বিরূপ-দর্শনে আজন্ম-বিরক্ত শ্রীগদাধরের অন্তরে কিছু সন্দেহাভাস জন্মিল। তিনি মনে করিলেন—'এইরূপ দিব্যভোগ, দিব্যবাস, দিব্যগন্ধ, দিব্য-দ্রব্যসম্ভারের দ্বারা পরিবৃত ও দিব্য-কেশ-সংস্কারযুক্ত ব্যক্তি কিরূপে বৈষ্ণব হইতে পারেন?' শ্রীমুকুন্দের নিকট ইহার কথা দূর হইতে শুনিয়া ইহার প্রতি যে শ্রদ্ধাভক্তি হইয়াছিল, ইহাকে সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন করিয়া তাহা সমস্তই নষ্ট হইল।

শ্রীল মুকুন্দ শ্রীশ্রীল গদাধরের চিত্তের অবস্থা বুঝিয়া শ্রীবিদ্যানিধিকে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তি-মাহাত্ম্য-বর্ণনসূচক দুইটী শ্লোক সুস্বরে কীর্ত্তন করিলেন,—

• "অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম?"

† "পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্॥"

(ভা ৩।২।২৩, ১০।৬।৩৫)

এই দুই শ্লোকে শ্রীভক্তিযোগের মহিমা-বর্ণন শ্রবণ করিবামাত্র শ্রীবিদ্যানিধির নেত্রযুগলে অপূর্ব্ব প্রেমানন্দধারা গঙ্গার উদ্দাম স্রোতের ন্যায় প্রকাশিত হইল। এককালে অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার—সকল সাত্ত্বিক-ভাবের প্রকাশ হইল। শ্রীপ্রেমনিধি "বোল, বোল" বলিয়া মহাপ্রেমে মহাগর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং স্থির থাকিতে না পারিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে যে সকল বিলাস-সম্ভার সজ্জিত ছিল, তাহা পদাঘাতে কোথায় গিয়া পড়িল, কিছুই ঠিক থাকিল না। প্রেমনিধি অত্যন্ত দৈন্য ও আর্ত্তির সহিত ভূলুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সুপ্তপ্ত অদ্ভুত বিপ্রলম্ভময় চিত্তবৃত্তি প্রকাশ করিলেন।

• অহো কি আশ্চর্য্য! বকাসুরভগিনী দুষ্টা পূতনা প্রাণবিনাশেচ্ছা-প্রণোদিতা হইয়া যাঁহাকে কালকূট-মিশ্রিত স্তন পান করাইয়াও ধাত্রীপ্রাপ্যা (শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী শ্রীশ্রীঅম্বিকা-কিলিম্বার প্রাপ্যা গোলোকে) গতি লাভ করিয়াছিল, সেই পরমদয়ালু কৃষ্ণ বিনা আর কাহারই বা শরণাপন্ন হইব?

† রক্তপায়িনী লোক-শিশুঘাতিনী রাক্ষসী পূতনা ছলন করিবার ইচ্ছাতেও শ্রীকৃষ্ণকে স্তন দান করিয়া গোলোক-গতি লাভ করিয়াছিল।

শ্রীমুকুন্দের কীর্ত্তনে শ্রীবিদ্যানিধির ঐরূপ অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-বিকারসমূহ দর্শন করিয়া শ্রীগদাধর অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'আমি এইরূপ অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-রসের রসিককে প্রাকৃত ভোগী বিষয়ী মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছি। আমি কি অশুভক্ষণেই না ইঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম।'

শ্রীগদাধর শ্রীমুকুন্দের নিকট নিজের দুর্ভাগ্যের কথা সব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—

"মুকুন্দ, আমার তুমি কৈলে বন্ধুকার্য্য।
দেখাইলে ভক্ত বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য॥
এমত বৈষ্ণব কিবা আছে ত্রিভুবনে।
ত্রিলোক পবিত্র হয় ভক্তি-দরশনে॥
আজি আমি এড়াইনু পরম সঙ্কট।
সেহো সে কারণ তুমি আছিল নিকট॥
বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া উহান।
'বিষয়ি-বৈষ্ণব' মোর চিত্তে হৈল জ্ঞান॥
বুঝিনু আমার চিত্ত তুমি মহাশয়।
প্রকাশিলা পুণ্ডরীক-ভক্তির উদয়॥
যতখানি আমি করিয়াছি অপরাধ।
ততখানি করাইবা চিত্তের প্রসাদ॥
এ পথে প্রবিষ্ট যত, সব ভক্তগণে।
উপদেষ্টা অবজ্ঞা করেন একমনে॥
এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি।
ইহানেই স্থানে মন্ত্র-উপদেশ ধরি॥
ইহানে অবজ্ঞা যত করিয়াছি মনে।
শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে॥"
এত ভাবি' গদাধর মুকুন্দের স্থানে।
দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে॥"

(চৈ ভা ম ৭।৯৭-১০৬)

শ্রীগদাধরের এই প্রস্তাবে শ্রীমুকুন্দ বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং শ্রীগদাধরকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীমুকুন্দ শ্রীল বিদ্যানিধির নিকট শ্রীগদাধরের সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া পণ্ডিতকে কৃপা করিবার জন্য শ্রীল বিদ্যানিধির সমীপে অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীল বিদ্যানিধি মহাশয় তাহা সানন্দে স্বীকার করিলেন।

[৩]

লোক-শিক্ষক

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাসাঙ্গনে হরিবাসরে উষঃকাল হইতে অহোরাত্র সংকীর্ত্তন ও নৃত্যের শুভারম্ভ করিলেন। সেই সময় শ্রীমুকুন্দ দত্ত একটী কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের মূল-গায়নরূপে কীর্ত্তন করিয়া সপরিকর শ্রীগৌরহরির আনন্দবিধান করিয়াছিলেন। শ্রীবাস-ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'সাত-প্রহরিয়া ভাব'-লীলায় শ্রীমুকুন্দ অভিষেক-মঙ্গল-গীতি গান করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু যখন সেই মহাপ্রকাশ-লীলা প্রকট করিয়া সমস্ত আশ্রিত ভক্তকে কৃপাবিতরণার্থে সপ্ত প্রহর যাবৎ বিষ্ণু-খট্টায় আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন যে যে ভক্ত অন্যত্র শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকেও ডাকাইয়া আনাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীভুজ তুলিয়া বলিলেন,—"তোমরা আমাকে দর্শন কর; যাহার যাহা অভিরুচি, সেই বর প্রার্থনা কর।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-দর্শনে ও তাঁহার কৃপা-প্রসাদগ্রহণে সকল ভক্তেরই অধিকার হইল; কিন্তু একমাত্র শ্রীমুকুন্দ অন্তঃপটের বহির্দেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-লাভে তাঁহার যোগ্যতা হইল না।

শ্রীগৌরসুন্দর নিজভক্তের দ্বারা একটী মহতী শিক্ষা প্রচার করাইবার উদ্দেশ্যে ভক্তকে নিজ-মহাপ্রকাশ-লীলার দ্বারের বাহিরে রাখিলেন।

অবশেষে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিতে বাধ্য হইলেন,—"প্রভো! শ্রীমুকুন্দ এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহাকে তুমি আজ তোমার সম্মুখে আসিতে দিতেছ না? আমরা জানি—শ্রীমুকুন্দ তোমার প্রিয়, আমাদের সকলের প্রাণ। শ্রীমুকুন্দের গান শ্রবণ করিয়া কাহার চিত্তই না বিগলিত হয়? শ্রীমুকুন্দ ভক্তিপরায়ণ ও সর্ব্বদিকে সাবধান। যদি শ্রীমুকুন্দের কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তাহাকে শাস্তি প্রদান কর। নিজের ভৃত্যকে কেন দূরে পরিত্যাগ করিতেছ? তুমি শ্রীমুকুন্দকে না ডাকিলে শ্রীমুকুন্দ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহস করিতেছে না। শ্রীমুকুন্দকে তোমার সম্মুখে ডাক; শ্রীমুকুন্দ তোমার ভক্ত, তোমার রূপ দর্শন করুক।"

শ্রীশ্রীবাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

—"হেন বাক্য কভু না বলিহ।
ও বেটার লাগি' মোরে কভু না সাধিহ॥
'খড় নয়, আঠি নয়,' পূর্ব্বে যে শুনিলা।
সেই বেটা সেই হয়, কেহ না চিনিলা॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে আঠি মারে।
ও খড়আঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে।"

(চৈ ভা ম ১০।১৮৩-১৮৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজভক্ত শ্রীমুকুন্দকে উপলক্ষ করিয়া জগৎকে কি শিক্ষা দিলেন, তাহা অবধারণ করা আবশ্যক। ভূমানব বা বিশ্বমানব যদি আত্মকল্যাণকামী হইয়া শ্রীচৈতন্যের এই পরম-শিক্ষাময়ী বাণীটী শ্রবণ করেন, সুষ্ঠু চিত্তে বিচার করেন, তবে বুঝিতে পারিবেন যে, তথাকথিত সমন্বয়বাদের নামে কিরূপ 'খড়আঠিয়াগিরি' জগতে প্রচারিত রহিয়াছে ও উহার বিষাক্ত বাষ্প চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া ভুবনমণ্ডল শ্রীভাগবতধর্ম্মকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে!

শ্রীশ্রীবাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত বিশ্রম্ভ-ভক্ত; সেই শ্রীশ্রীবাস শ্রীমুকুন্দের সম্বন্ধে প্রভুর নিকট নানাভাবে আবেদন করিলেও অদ্ভুত নিরপেক্ষের লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে প্রকৃত সত্যের মর্য্যাদা-স্থাপনার্থ শ্রীশ্রীবাসকে জানাইলেন যে, শ্রীমুকুন্দের জন্য শ্রীশ্রীবাস যেন আর অনুরোধ না করেন, তাঁহার অনুরোধ ব্যর্থ হইবে; কারণ, শ্রীমুকুন্দের আদর্শ—কোন সময়ে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া দৈন্য প্রকাশ করা; আবার কোন সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যষ্টি দ্বারা প্রহার করা (আঠি মারা); উহা যেন 'এক হাতে পাবে, আর এক হাতে গলায়' দিবার আদর্শের ন্যায়। ইহাই সুবিধাবাদী বা তথাকথিত সমন্বয়বাদীর আদর্শ। সমন্বয়বাদী যখন সুবিধা মনে করে, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যের অভিনয় করে; আবার অন্য সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধে মায়াবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ, অচিৎপরিণামবাদ বা 'ভক্তি-অভক্তি সকলই সমান'—এই সকল মতবাদ মাথায় করিয়া নৃত্য করিতে থাকে অর্থাৎ একবার দন্তে তৃণ-ধারণের কপট অভিনয়, পরমুহূর্ত্তেই পরতত্ত্বকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিবার চেষ্টা করে! এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর নাম রাখিলেন—'খড়আঠিয়া-বেটা'।

"প্রভু বলে,—'ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথাই মিশায়॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি' দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্ত্বায়।
নাহি মানে ভক্তি, আঠি মারয়ে সদায়॥
'ভক্তি হইতে বড় আছে,'—যে ইহা ব্যাখানে।
নিরন্তর আঠি মোরে মারে সেই জনে॥
ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ॥"

(চৈ ভা ম ১০।১৮৮-১৯২)

'খড়আঠিয়া-বেটা'র এরূপ আদর্শ-সমূহ কোন কোন সময় যতই 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাব, ভক্তির নানাপ্রকার আনুকরণিক হাবভাব প্রদর্শন করুক না কেন, ইহাদের আদৌ শ্রীভাগবতধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিকতা নাই। যাঁহারা শ্রীভাগবতধর্ম্মকে মনোধর্ম্মের সহিত সমান মনে করেন, তাঁহারা কখনই শ্রীভাগবতধর্ম্মকে অন্তরে আদর করেন না; অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গণমনোধর্ম্মের দিকেই তাঁহাদের মস্তিষ্করূপ তৌলদণ্ডের ঝোঁক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অর্থাৎ তাঁহারা গণ-মনোধর্ম্মেরই লোক। যাঁহারা পাতিব্রত্যধর্ম্মকে ব্যভিচার-ধর্ম্মের সহিত সমান বলিয়া সমন্বয়বাদিরূপে পরিগণিত হন এবং ব্যভিচারীর সংখ্যাই জগতে অধিক বর্ত্তমান থাকায় সেই সংখ্যাধিক্যের দ্বারা অভিনন্দিত হন, তাঁহাদের 'সব সমান' কথাটী যেমন অযৌক্তিক, তেমনি মৌখিক। তাঁহাদের অন্তরে ব্যভিচারের প্রতিই অধিকতর রুচি, প্রীতি, নিষ্ঠা, আসক্তি ও পক্ষপাতিত্ব আছে বলিয়াই তাঁহারা ব্যভিচারকে অত্যধিক আক্রমণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের সহিত অন্ততঃ সমান বলিবার একটি কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। কারণ, চোর যদি সাধুকে অন্ততঃ চোরের সহিত সমান না বলে, তবে সাধু চোরকে আরও বেশী আক্রমণ করিবে। "চোর ও সাধু সমান', "ভক্তি ও অভক্তি সমান", "হরিসেবা ও মায়াবাদ সমান", "বিষ্ণুপূজা ও বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়ার আরাধনা সমান" বলিলে অন্ততঃ চোরই শ্রেষ্ঠ, অভক্তিই শ্রেষ্ঠা, মায়াবাদই শ্রেষ্ঠ, আর সাধু, ভক্তি, হরিসেবা তদপেক্ষা ন্যূনই প্রচারিত হয় এবং তদ্দ্বারা প্রজ্ঞার অতিস্তম্ভিত

সাম্প্রদায়িকতাই প্রতিষ্ঠিত হয়। "চোর ও সাধু সমান" বলিলে সাধুর কিছু প্রশংসা হয় না। তদ্দ্বারা চোরের প্রশংসা হয় এবং সাধুর নিন্দা হইয়া পড়ে। সুতরাং কার্য্যতঃ একের বন্দনা ও অপরের নিন্দা অনিবার্য্য হইয়া পড়ায় সঙ্কীর্ণ ও কপট সাম্প্রদায়িকতাই প্রসারিত হয়। তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণ—যাঁহারা 'সকল মত সমান', এরূপ মতবাদ প্রচার করেন, "সকল উপাসনাই সমান" বলেন, তাঁহারা ঐরূপ অত্যন্ত কপটী ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক।

শ্রীভাগবতধর্ম্মে কপটের কোনও স্থান নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু চোর দস্যুকে উদ্ধার করেন, শ্রীশ্রীজগাই-মাধাইর মঙ্গল করেন, নারী সন্ন্যাসীকে কৃপা করিবার জন্য তাঁহার গৃহে পর্য্যন্ত গমন করেন, কিন্তু কপটী ও অপরাধিগণ 'সন্ন্যাসী', 'বেদপাঠী', 'আচারপরায়ণ', 'ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ' বলিয়া খ্যাত হইলেও তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হইতে পারেন না। সমন্বয়বাদী অভক্তিবাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্তকে একাকার করিতে চাহেন বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজভক্ত শ্রীমুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া ঐ সকল সমন্বয়বাদীকে 'খড়-জাঠিয়া-বেটা'র আদর্শরূপে জগতে বিদিত করাইলেন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্নিহিত ও কৃপা হইতে যে বঞ্চিত, তাহাও জানাইলেন। তাঁহারা কোনদিনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহের দ্বারে অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্মের দ্বারেও প্রবেশ করিতে পারেন না অর্থাৎ তাঁহাদের কর্ম্মার্পণ বা ভক্ত্যাভাস পর্য্যন্ত হয় না। তাঁহারা হয় কর্ম্মফলভোগী, না হয় বৃথা কর্ম্মফল-ত্যাগী। শ্রীমুকুন্দ বাহিরে থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সকল কথা শুনিতে পাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুকুন্দকে দর্শন প্রদান করিবেন না শুনিয়া শ্রীমুকুন্দ বারপরনাই ব্যথিত হইলেন। শ্রীমুকুন্দ মনে মনে চিন্তা করিলেন,—'আমি যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন পাইব না, তখন এ শরীরও আর রাখিব না। অপরাধী শরীরকে আমি আজই পরিত্যাগ করিব।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীমুকুন্দ শ্রীশ্রীবাসকে বলিলেন,—"তুমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা কর—'মুকুন্দ কি কখনই আপনার দর্শন পাইবে না'?" ইহা বলিতে বলিতে শ্রীমুকুন্দ অশ্রুবরষনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও শ্রীমুকুন্দের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

শ্রীমুকুন্দের এই প্রশ্ন শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট জ্ঞাপন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"কোটি-জন্মের পরে শ্রীমুকুন্দের নিশ্চয়ই আমার দর্শন-লাভ হইবে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে 'কোটি জন্মের পরে প্রভুর দর্শন-লাভ ঘটিবে' শুনিয়া শ্রীমুকুন্দ পরমানন্দে উদ্দণ্ড-নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীমুকুন্দের সেই প্রীতিবিধ্বাসমূলক আনন্দ-নৃত্য দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগৌরহরির আনন্দের অবধি রহিল না। শ্রীমুকুন্দকে নিজ-সমীপে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন,—"মুকুন্দ! তোমার সমস্ত অপরাধ দূর হইল। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; তুমি আমাকে দর্শন কর।"

শ্রীমুকুন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ-প্রণত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুকুন্দকে উঠাইয়া বলিলেন,—"মুকুন্দ! তোমার প্রীতিময়ী সেবার নিকট আমি পরাজিত হইলাম। 'কোটিজন্ম পরে তুমি আমার দর্শন পাইবে' বলিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, অকপট আশাবন্ধ ও আমার প্রতি সুতীব্র-প্রীতির ফলে সেই কোটিজন্ম তিলার্দ্ধের মধ্যেই কাটিয়া গেল। নগণ্যদোষ-ফলে জীবের যে চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদের চিত্তবৃত্তি ও তজ্জনিত ভক্তি-দ্বারে অপরাধ হয়, তাহা জগতে শিক্ষা দিবার জন্য আমার নিজ দাস তোমার দ্বারা এইরূপ এক লীলা করিয়াছি। বস্তুতঃ তোমার শরীর ভক্তিময়। তুমি আমার নিত্য দাস। তোমার জিহ্বায় আমার নিত্য বাস।"

শ্রীমুকুন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্বাস বাণী শ্রবণ করিয়া নিজের ভক্তিহীনতার প্রতি ধিক্কার দিতে দিতে বলিলেন,—"যদি হৃদয়ে ভক্তি ও প্রীতি-লক্ষণ না থাকে, যদি মাধুর্য্যানুভব না হয়, তাহা হইলে ভগবৎসাক্ষাৎকারও অসাক্ষাৎকারেরই সমান। আমার হৃদয়ে ত' ভক্তিলেশও নাই।"

"ভক্তি না মানিনু মুক্তি এই ছার মুখে।
দেখিলেই ভক্তি-শূন্য কি পাইব সুখে?
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন।
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ॥
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।
না পাইল সুখ, ভক্তি-শূন্যের কারণ॥
হেন ভক্তি না মানিল আমি ছার মুখে।
দেখিলে কি হৈব আর মোর প্রেমসুখে?

যখনে চলিলা তুমি কক্মিণীহরণে।
দেখিল নরেন্দ্র তোমা গরুড়বাহনে॥
অভিষেকে হৈল রাজরাজেশ্বর নাম।
দেখিল নরেন্দ্র সব জ্যোতির্ময়-ধাম॥
ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে' অভিলাষ।
বিরজা-নগরে তাহা করিলা প্রকাশ॥
তাহা দেখি' মরে সব নরেন্দ্রের গণ।
না পাইল সুখ —ভক্তিশূন্যের কারণ॥
সর্ব্বযজ্ঞময় রূপ কারণ শূকর।
আবির্ভাব হৈলা তুমি জলের ভিতর॥
অনন্ত পৃথিবী লাগি' আছয়ে দশনে।
যে প্রকাশ দেখিতে দেবের অন্বেষণে॥
দেখিলেক ছিলা অপূর্ব্ব দরশন।
না পাইল সুখ, ভক্তি-শূন্যের কারণ॥
আর মহাপ্রকাশ দেখিল তা'র ভাই।
মহাগোপ্য, হৃদয়ে শ্রীকমলাঠাঞি॥
অপূর্ব্ব নৃসিংহরূপ কহে ত্রিভুবনে।
তাহা দেখি' মরে ভক্তি-শূন্যের কারণে॥
হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল।
এ বড় অদ্ভুত,—মুখ খসি' না পড়িল॥
কুব্জা, বজ্রপত্নী, পুরনারী, মালাকার।
কোথায় দেখিল তা'রা প্রকাশ তোমার?
ভক্তিযোগে তোমারে পাইল তা'রা সব।
সেইখানে মরে কংস দেখি' অনুভব॥
হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল।
এই বড় কৃপা তোরু—তথাপি রহিল॥
যে ভক্তি-প্রভাবে শ্রীঅনন্ত মহাবলী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে' হই' কুতূহলী॥
সহস্র-ফণায় এক কণে বিন্দু যেন।
যপে মত্ত প্রভু, নাহি জানে আছে হেন॥
নিরাশ্রয়ে পালন করেন সবাকার।
ভক্তিযোগপ্রভাবে এ সব অধিকার॥
হেন ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি পাপমতি।
অশেষ জন্মেও মোর নাহি ভাল গতি॥
ভক্তিযোগে গৌরীপতি হইলা শঙ্কর।
ভক্তিযোগে নারদ হইলা মুনিবর॥
বেদবর্ত্মযোগে নানা শাস্ত্র করি' ব্যাস।
তিলার্দ্ধেক চিত্তে নাহি পাইলেন প্রকাশ॥
মহাগোপ্য জ্ঞানে ভক্তি বলিলা সংক্ষেপে।
সবে এই অপরাধ,—চিত্তের বিক্ষেপে॥
নারদের বাক্যে ভক্তি করিলা বিস্তারে।
তবে মনোদুঃখ গেল,—তরিলা সংসারে॥
কোটি জন্ম না মানিলুঁ মুক্তি হেন ভক্তি।
আর তোমা দেখিবারে আছে মোর শক্তি?"

(চৈ ভা ম ১০।২১।২৪১)

ইহা বলিতে বলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'মহাদাস' শ্রীমুকুন্দ আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীমুকুন্দের ঐরূপ আত্ম-দৈন্য, আত্ম-ধিক্কার ও আর্ত্তি দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—

"মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়করী।
যথা গাও তুমি, তথা আমি অবতরি॥
তুমি যত কহিলে, সকল সত্য হয়।
ভক্তি বিনা আমা' দেখিলেও কিছু নয়॥
এই তোরে সত্য কহোঁ, বড় প্রিয় তুমি।
বেদমুখে বলিয়াছি যত কিছু আমি॥
যে-যে-কর্ম্ম কৈলে হয়, যে-যে-দিব্যগতি।
তাহা ঘুচাইতে পারে কাহার শকতি?
মুক্তি পায়ে। সকল অন্যথা করিবারে।
সর্ব্ববিধি-উপরে মোহার অধিকারে॥
মুক্তি সত্য করিয়াছোঁ আপনার মুখে।
মোর ভক্তি বিনা কোন কর্ম্ম কিছু নহে॥
ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম্মদুঃখ।
মোর দুঃখে ঘুচে তা'র দরশন-সুখ॥
রজকেও দেখিল,—মাগিল তা'র ঠাঞি।
তথাপি বঞ্চিত হৈল,—যা'তে প্রেম নাঞি॥
আমা দেখিবারে সেই কত তপ কৈল।
কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল॥
পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশন।
না পাইল সুখ, ভক্তি-শূন্যের কারণ॥
ভক্তি-শূন্য জনে মুক্তি না করি প্রসাদ।
মোর দরশনসুখ তা'র হয় বাদ॥

ভক্তিস্থানে অপরাধ হৈলে, ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন-শক্তি॥

যতেক কহিলা তুমি, সব মোর কথা।
তোমার মুখেতে কেন আসিব অন্যথা?
'ভক্তি বিলাইনু মুই'— বলিল তোমারে।
আগে প্রেমভক্তি দিল তোর কণ্ঠস্বরে॥

যত দেখ আছে মোর বৈষ্ণবমণ্ডল।
শুনিলে তোমার গান দ্রবয়ে সকল॥

আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত।
এই মত হও তোরে সকল মহান্ত॥

যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার॥"

(চৈ ভা ম ১০।২৪৫-২৬১)

শ্রীমুকুন্দের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বর শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ মহা-জয়জয়-ধ্বনিতে শ্রীবাসাঙ্গন মুখরিত করিলেন।

সত্যসত্যই যেখানে যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার বা লীলাবিনোদ, সেখানে সেখানে শ্রীমুকুন্দ নিত্য শ্রীগৌরাঙ্গ-গায়করূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীগৌরহরির নিত্য সন্তোষ-বিধান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীরাম-মায়াপুরে শ্রীচন্দ্রশেখরভবনে দৃশ্যকাব্যের বিধানে নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তখন শ্রীমুকুন্দই সেই অভিনয়-কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিয়াছিলেন,—

"কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
'রাধাকৃষ্ণ বল, হরি গোপাল গোবিন্দ'॥"

(চৈ ভা ম ১৮।৩৮)

শ্রীজগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলার পর সপার্ষদ শ্রীগৌরহরি যখন শ্রীগঙ্গায় জলকেলি করিয়াছিলেন, তখনও প্রভুর গায়ক শ্রীমুকুন্দ প্রভুসঙ্গে প্রভুর লীলাবিনোদ করিয়াছিলেন। কাজীদলন-লীলার প্রাক্কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় ও নগরে নগরে নৃত্য করিবার সময় শ্রীমুকুন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ-গায়ক হইয়া প্রভুর আনন্দবিধান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি যখন শ্রীধরের গৃহে জলপান-লীলা করিয়াছিলেন, তখনও শ্রীমুকুন্দ প্রভুর গায়ক হইয়া প্রভুর অনুগমন করিয়াছিলেন।

[৪]

প্রভুর সন্ন্যাস-লীলাকালে ও পরে

একদিন শ্রীগৌরহরি শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমুকুন্দের গৃহে আগমন করিয়া শ্রীমুকুন্দকে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-গীতি গান করিতে বলেন এবং শ্রীমুকুন্দের গানে প্রভু মহাভাবে মগ্ন হন। কিছুকাল পরে ভাবসম্বরণ করিয়া শ্রীমুকুন্দের নিকট অচিরেই নিজসন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার করিবার প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন।

শ্রীগৌরহরি তাঁহার সন্ন্যাসলীলাবিষ্কারের তারিখ ও সন্ন্যাস-প্রদাতার নাম শ্রীনিত্যানন্দ সহ মাত্র পাঁচ-জনের নিকট প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলেন; তন্মধ্যে শ্রীমুকুন্দ অন্যতম। প্রভুর সন্ন্যাসলীলার দিন প্রত্যূষে শ্রীমুকুন্দ প্রভুর ভাবী বিরহে তাঁহার অঙ্গনে পড়িয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। প্রভুর পূর্ব্ব-আজ্ঞামত শ্রীমুকুন্দ কাটোয়ায় শ্রীকেশব ভারতীর স্থানে প্রভুর অনুগমনে আগমন করেন এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণলীলা-গীত কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌরহরির নৃত্য-তাণ্ডব-রচনা করাইয়া সপার্ষদ শ্রীগৌর-হরির সন্তোষবিধান করেন। প্রভুর সন্ন্যাসলীলাবিষ্কারকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুরই সন্ন্যাসের সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রভুর শিখামুণ্ডনকালে শ্রীমুকুন্দই প্রভুর অগ্রে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণলীলার অব্যবহিত পরেও শ্রীমুকুন্দই মহাপ্রভুকে কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

"করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ।
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন॥
'বোল বোল' বলি' প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য।"

(চৈ ভা অ ১।৮-৯)

শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন এবং রাঢ়দেশে প্রবিষ্ট হইলেন। নির্জ্জন প্রান্তরে বিপ্রলম্ভ-প্রেমোন্মাদে শ্রীগৌরহরি উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া রোদন করিতেছিলেন। শ্রীমুকুন্দাদি ভক্তগণ সেই রোদনধ্বনির অনুসরণ করিয়া প্রভুর অবস্থিতি নিরূপণ করিলেন।

সেখানেও শ্রীমুকুন্দ কীর্ত্তনের দ্বারা প্রভুর সন্তোষবিধান করিয়াছিলেন।

"প্রভুর ভোজনে বসে সর্ব্ব ভক্তগণ।
মুকুন্দ লাগিলা তবে করিতে কীর্ত্তন॥
শুনিয়া কীর্ত্তন প্রভু লাগিলা নাচিতে।
আনন্দে গায়েন সবে বেড়ি' চারিভিতে॥"

(চৈ ভা অ ১৮৪-৮৫)

শ্রীগৌরহরি বিপ্রলম্ভ-প্রেমোন্মাদে শ্রীনীলাচলের পথে ছুটিলেন। কাটোয়ায় সন্ন্যাসলীলাবিগ্রহের পর প্রভু এই-রূপে তিনদিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চাতুরীক্রমে শ্রীশান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে উপনীত হইলেন। সেই সময়ও প্রভুর সঙ্গে কীর্ত্তনবিলাস ও মহোৎ-সবে শ্রীমুকুন্দের দর্শন পাওয়া যায়। যখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার প্রাণকোটিসর্ব্বস্ব রসরাজ-মহাভাব-মূর্ত্তি শ্রীগৌর-সুন্দরকে শ্রীশান্তিপুরে প্রাপ্ত হইয়া—

"কি কহিব রে সখি! আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥" (চৈ চ ম ৩।১১৩)

—এই পদ গাওয়াইয়া হর্ষে নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন প্রভুর কৃষ্ণবিরহোন্মাদে কোটিগুণে বর্দ্ধিত হইল। শ্রীমুকুন্দ তখন ভাবোচিত গীত গান করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন,—

"প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে॥
আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি' প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ॥
অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, গদগদ-বচন।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, ক্ষণেক রোদন॥
তথাহি পদং—
'হাহা প্রাণপ্রিয় সখি! কি না হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে॥ ধ্রু॥
রাত্রি-দিনে পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাই।
যাহা গেলে কানু পাঙ, তাহাঁ উড়ি' যাই॥'
এই পদ গায় মুকুন্দ মধুর সুস্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত হইল কাতরে॥
নির্ব্বেদ, বিষাদ, হর্ষ, চাপল, গর্ব্ব, দৈন্য।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে' ভাব-সৈন্য॥
জর-জর হৈল প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িল, শ্বাস নাহিক শরীরে॥
দেখিয়া চিন্তিত হৈলা যত ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন॥
'হরি' 'হরি' বলে, নাচে, আনন্দে বিহ্বল।
বুঝন না যায়, ভাব-তরঙ্গ প্রবল॥"

(চৈ চ ম ৩।১২১-১৩০)

শ্রীশান্তিপুর হইতে বিপ্রলম্ভোন্মাদী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনীলাচলাভিমুখে ছুটিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত চারিজন ভক্তকে সঙ্গিরূপে দিলেন; তন্মধ্যে শ্রীমুকুন্দ অন্যতম। শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রমে শ্রীছত্রভোগ-তীর্থের সন্নিধানে আসিয়া 'কতদূর জগন্নাথ, কতদূর জগন্নাথ' আর্ত্তিভরে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন—

মুকুন্দ লাগিলা মাত্র কীর্ত্তন করিতে।
আরম্ভিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে॥
পুণ্যবন্ত যত যত ছত্রভোগ-বাসী।
সবে দেখে নৃত্য করে' বৈকুণ্ঠ-বিলাসী॥"

(চৈ ভা অ ২।১২২-১২৩)

ছত্রভোগ হইতে নৌকাযোগে শ্রীনীলাচলাভিমুখে গমন-কালেও শ্রীমুকুন্দ প্রভুর আদেশে গলাবক্ষে কীর্ত্তন করিয়া প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন।

"প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়।
কীর্ত্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয়॥"

(চৈ ভা অ ২।১০৩)

পথে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডটী তিনখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীগৌরসুন্দর যাহে কোন্দলীলা প্রকট করিয়া একাকী শ্রীপুরীর পথে গমন করিতে উদ্যত হইলে শ্রীমুকুন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই অগ্রে গমন করিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। পুনরায় শ্রীজলেশ্বরে প্রভুর সহিত ভক্তগণের মিলন হইলে শ্রীমুকুন্দ প্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইয়া তাঁহার আনন্দবিধান করিলেন।

"কতক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা॥"

(চৈ ভা অ ২।২৪৭)

প্রভু আঠারনালায় উপস্থিত হইয়া একাকী শ্রীপুরী-প্রবেশের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। তখন,—

"মুকুন্দ বলেন তবে—'তুমি আগে যাও।'
'ভাল' বলি' চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥"

(চৈ ভা অ ২।২২৩)

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগ্নীপতি পূর্ব্বঙ্গীয়া-নিবাসী শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের সহিত শ্রীমুকুন্দের পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলের অগ্রে আসিয়া মহাপ্রেমে শ্রীশ্রীজগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইয়া মহাভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া যান। শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য শ্রীমুকুন্দ দত্তের নিকট সর্ব্বপ্রথম শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা ও নীলাচলে আগমনের কথা শুনিলেন। শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমুকুন্দ শ্রীসার্ব্বভৌমের গৃহে গমন-পূর্ব্বক প্রভুকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় দর্শন করিলেন।

আর একদিন শ্রীগোপীনাথ শ্রীমুকুন্দ দত্তকে লইয়া শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে আগমন করিলে ভট্টাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সন্ন্যাসধর্ম্মরক্ষাকল্পে বেদান্ত শুনাইয়া 'বৈরাগ্যাদ্বৈত'-মার্গে প্রবেশ করাইবার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীগোপীনাথ—উভয়েই দুঃখিত হইলেন। শ্রীগোপীনাথ শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সমস্ত বিচার শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিলেন। ইহাতে শ্রীমুকুন্দের হৃদয়ে অত্যন্ত সন্তোষ হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের হৃদয় শোধিত হইলে শ্রীসার্ব্বভৌম প্রভুর মহত্ত্বসূচক শত শ্লোক রচনা করিলেন এবং দুইটী শ্লোক তালপত্রে লিখিয়া প্রভুকে প্রদানার্থ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্তু উক্ত শ্লোকদ্বয় প্রভুর প্রাপ্তির পূর্ব্বেই শ্রীমুকুন্দ দত্ত নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্যের রচিত উক্ত শ্লোকদ্বয় প্রভু-সমীপে প্রদত্ত হইলে তিনি ঐ পত্রটি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ভক্তগণের কেহ কেহ ঐ ছিন্নপত্র হইতে শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলেন। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর কৃপাপরবশ হইয়া জগজ্জীবের জন্য ঐ শ্লোকদ্বয়ের অবিকল নকল রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি বৈষ্ণব-সমাজে ভক্তকণ্ঠে মণিহারস্বরূপে এই শ্লোকদ্বয় শোভা পাইতেছে এবং ঢক্কানিনাদে শ্রীসার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৭।৩১-৩৪) ঐ শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে,—

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ,- শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

শ্রীমুকুন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি কিরূপ প্রীতি-বাৎসল্য-পরায়ণ ছিলেন, তাহা তিনি শ্রীমুকুন্দের কৃত্রিম নিন্দাচ্ছলে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি' সন্ন্যাসধর্ম্ম।
তিনবারে শীতে স্নান, ভূমিতে শয়ন॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ, বাহি কহে মুখে।
ইহার দুঃখ দেখি' মোর বিগুণ হয় দুঃখে॥"

(চৈ চ ম ৭।২৩-২৪)

একদিন শ্রীনীলাচলে শ্রীমুকুন্দ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎকারার্থ শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতীর আগমনের কথা প্রভুকে জ্ঞাপন করিলেন। প্রভু লোকশিক্ষা ও মর্য্যাদা-সংরক্ষণার্থ স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মৃগচর্ম্মাম্বর-পরিহিত শ্রীভারতীকে দেখিয়াও যেন দেখেন নাই, এইরূপ লীলাভিনয় করিলেন। প্রভু শ্রীমুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রীভারতী গোঁসাই কোথায়?" শ্রীমুকুন্দ শ্রীভারতী গোস্বামীকে দেখাইয়া দিলেন। প্রভু লোকশিক্ষাকল্পে শ্রীমুকুন্দকে জানাইলেন যে, তাঁহার অঙ্গকান্তিতে শ্রীভারতী গোস্বামী বলিয়া ভ্রান্তি হইয়াছে; বস্তুতঃ ভারতী গোস্বামী কখনও মৃগচর্ম্মাম্বর পরিধান করিতে পারেন না। শ্রীমুকুন্দের দ্বারা যেরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপলীলায় চিজ্জড়সমন্বয়বাদ নিরাস করিয়াছিলেন, এবার শ্রীনীলাচল-লীলায়ও তিনি জীবশিক্ষাকল্পে শ্রীমুকুন্দের সম্মুখে নির্ব্বিশেষবাদের আচার-বিচার নিরাস করিয়া জগতে চিদ্বিলাসসৌন্দর্য্যগৌরব প্রকট করিলেন।

শ্রীরথযাত্রাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজভক্তগণকে সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতেন। এই সাত সম্প্রদায়ের মূল গায়কগণের অন্যতম এক সম্প্রদায়ের মূল গায়ক হইতেন শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর। যে সম্প্রদায়ে শ্রীমুকুন্দ প্রধান গায়ক হইতেন, তাহাতে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর, শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য, শ্রীমুরারি, শ্রীকান্ত ও শ্রীবল্লভ সেন—

এই পাঁচ জন দোহার করিতেন এবং শ্রীনাথাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নৃত্য করিতেন।

"বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি যাহাঁ গায়।
মুকুন্দ—প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়॥
শ্রীকান্ত, বল্লভসেন আর দুইজন।
হরিদাস ঠাকুর তাহাঁ করেন নর্ত্তন॥"

(চৈ চ ম ১৩।৪০-৪১)

যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইত, তখন শ্রীস্বরূপের সঙ্গে শ্রীমুকুন্দ-দত্ত ঠাকুর প্রমুখ নয় জন গায়ক দিয়া মহাপ্রভু একটী কীর্ত্তন-দল গঠন করাইতেন।

শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর অদ্ভুত বক্তা ছিলেন। শ্রীরথযাত্রা-কালে প্রভুর নিকট হইতে লোক-নিবারণার্থে যেরূপ মহাবলী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিতেন, বলবান্ শ্রীকাশীশ্বরের সহিত শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুরও সেইরূপ প্রভুর সেবা করিতেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবন-গমনে উদ্যোগী হইলেন, তখন শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতির সহিত শ্রীমুকুন্দও প্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন। প্রভু উড়িষ্যার সীমায় আসিয়া পৌঁছিলে শ্রীমুকুন্দ লৌকিকলীলাভিনয়কারী প্রভুর জন্য যবনাধিকারীর সহায়তার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শ্রীমুকুন্দ প্রতিবৎসর শ্রীশিবানন্দ-সেনাদির সহিত শ্রীগৌড়দেশ হইতে শ্রীনীলাচলে গমন করিয়া শ্রীগৌর-ভক্তের গায়করূপে প্রভুর আনন্দ-বিধান করিতেন।

উপসংহারে আমরা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসের অনুগমনে পুনরায় আবৃত্তি করিয়া বলিতেছি,—

"সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত।
মুকুন্দের গানে দ্রবে সকল মহান্ত॥"

"অকাল-ভেকে সর্বনাশ"

'চাঁদ-বাউল'-নামে পরিচয়-প্রদানকারী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উৎকট উচ্ছ্বাসপরায়ণ বর্ম্মোন্মত্ত অর্থাৎ শান্তিকামী বাতুল বা বাউল ব্যক্তিগণের বহির্ম্মুখ চিত্ত-বৃত্তির উদ্যম-গতি ফিরাইয়া তাহাদিগকে অধিকারানুযায়ী ক্রমপন্থায় চলিবার বাস্তবোপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

"কেন ভেকের প্রয়াস?
হয় অকাল-ভেকে সর্বনাশ।
হ'লে চিত্তশুদ্ধি, তত্ত্ববুদ্ধি,
ভেক আপনি এসে' হয় প্রকাশ॥"
• • •
"যতদিন হৃদয়-শোধন নয়,
ঘর ছাড়লে পরে 'ঘরকট-বৈরাগী' তা'রে কয়;
হৃদয়-দোষে, রিপুর বশে, পদে পদে তা'র পতন॥"

(বাউল-সঙ্গীত—১১,৯)

'অকালে ভেক' বলিতে অধিকারী না হইয়া গৃহত্যাগের চিহ্নধারণ বা অভিনয়। অধিকারগত ধর্ম্ম স্বীকার করিলে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। প্রপঞ্চের ত্রিতাপ-ক্লেশ, বহির্ম্মুখ গৃহের নানাপ্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা ও জঞ্জাল প্রত্যক্ষ করিয়া শান্তিকামাত্রেরই প্রথমমুখে সংসার ও গৃহ পরিত্যাগ করিবার সাময়িক উন্মাদনা বা উচ্ছ্বাসের উদয় হয়। যেরূপ হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয় এই দেহকেও পরিত্যাগ করিয়া জ্বালা জুড়াইবার জন্য আত্মহত্যার প্রয়াসী হয়, কিন্তু সেই উন্মাদনার মধ্যে বুঝিতে পারে না যে, একটী দেহ কেন, এরূপ শতশত দেহও যদি কেহ আত্মহত্যার দ্বারা বিনাশ করে, তথাপি বাসনা নির্ম্মূল না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই সে প্রাপঞ্চিক ক্লেশ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিবে না; সেরূপ বহির্ম্মুখ গৃহের দাবানলে দগ্ধ শান্তিকামী ব্যক্তিও মনে করে যে, গৃহত্যাগ করিলেই বুঝি, সে জ্বালা-যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, শান্তিলাভ করিতে পারিবে; বস্তুতঃ যে-পর্য্যন্ত একমাত্র পরা শান্তির মূল উৎসের শ্রীপাদ-পদ্মে রতির উদয় না হইবে, সে-পর্য্যন্ত শতশত বার গৃহত্যাগ ও বৈরাগ্যের চিহ্নাদি ধারণ করিয়াও মনুষ্য প্রকৃত শান্তির অধিকারী হইতে পারিবে না।

স্বরূপ স্বরূপসিদ্ধি-লাভের পূর্ব দেহত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমিক-ভাবে শতশত বার আত্মহত্যা করিলেও পুনঃ-পুনঃ বাসনাময়কোষরূপ বিভিন্ন দেহই গ্রহণ করিতে হয়, তদ্রূপ কৃত্রিমপন্থায় শতশত বার গৃহত্যাগ বা বৈরাগ্যের লিঙ্গ ধারণ করিলেও স্বরূপসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবকে পুনঃপুনঃ দেহরূপ-গৃহে প্রবেশ করিতেই হইবে। তাই শ্রীউদ্ধব-গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন (ভা ১১।১৯।৪৩),—

"গৃহং শরীরং মানুষ্যম্"

হর্ম্ম্যাদি গৃহ নহে, মনুষ্য-শরীরই গৃহ। ভগবদাবেশ ব্যতীত শরীরের প্রতি অভিনিবেশ অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি কেহ ত্যাগ করিতে পারে না; সুতরাং শারীরিকাত্মী বা মুক্তিকামী যে অকালে গৃহত্যাগ করিয়া বন-জঙ্গলাদি আশ্রয় করে এবং তথায় ইতর-বাসনার মত্ত থাকে, তাহা এক বহির্ম্মুখ গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আরও অধিকতর অস্বাভাবিক বহির্ম্মুখ গৃহান্তরে প্রবেশমাত্র। এইরূপ কৃত্রিমপন্থা অবলম্বন করিলে নানাবিধ পাপ ও উৎপাত অনিবার্য্য হয়; অনেক সময় তাহা হইতে ভক্তিবাধক অনেক অপরাধেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন যে, ভাব বা রতির উদয় না হইলে কখনও স্থায়ী বৈরাগ্যের উদয় হইতে পারে না। সুতরাং তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে সাধকের পতন ও জগজ্জঞ্জাল অবশ্যম্ভাবী। তিনি শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে (৫।২) এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে স্বাভাবিক অরুচি হইলে 'বিরক্তি' বলা যায়। ভাব উদিত হইলে বিরক্তি প্রবল হয়। আসক্তভাব পুরুষের ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি হইয়া উঠে। সেই সেই ইন্দ্রিয়ার্থ যদি ভগবদ্বিষয়ক হয়, তবে তাহাতে যথেষ্ট প্রীতি হয়। বিরক্ত (বিরক্ৎ) যাবজ্জী বলিয়া একটী শ্রেণী লক্ষিত হয়; তাঁহারা ভেকধারণপূর্ব্বক আপনাদিগকে 'বিরক্ত' মনে করেন। 'বিরক্ত' বলিয়া পরিচয় দিলেই বিরক্ত হয়, এরূপ নয়। যদি ভাবোদয়ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ। ভেকের অর্থ এই যে, ভাব-ক্রমে যখন বিরক্তি উদিত হয়, তখন সকলের পক্ষে সংসার সুবিধাকর হয় না। যাঁহাদের পক্ষে ভজনসম্বন্ধে অনুকূল হয় না, তাঁহারা অভাব খর্ব্ব করিয়া সামান্য ক্ষুদ্র বসন, কন্থা, করঙ্গ প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া ভিক্ষার দ্বারা শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যবহার ক্রমেই স্বতঃ হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তনটী যখন শ্রীগুরুদেবের নিকট অধিকার-বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তখনই প্রকৃত ভেক হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রথা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক হইয়াছে। অনেকে জাতভাব হওয়া দূরে থাকুক, বৈধ-ভক্তিতে পরিনিষ্ঠিত না হইয়াই ক্ষণ-বৈরাগ্যক্রমে বা যথেচ্ছাচার করিয়াও জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য ভেক গ্রহণ করেন। স্ত্রী-পুরুষের কলহক্রমে, সাংসারিক ক্লেশবশতঃ, বিবাহের অভাবে, বেশ্যাদিগের ব্যবসায়-অবসানে, কোন মারকত্রব্যের বন্ধুতা-দ্বারা বা অবিবেকপূর্ব্বক যে তাৎকালিক সংসারবৈরাগ্য উদিত হয়, তাহার নাম ক্ষণ-বৈরাগ্য। সেই ক্ষণ-বৈরাগ্যবশতঃ মলীন পুরুষগণ সহসা কোন বাবাজীর নিকট বা গোস্বামীর নিকট গমন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাস গ্রহণ করেন। তাহাতে ফল এই হয় যে, অত্যল্পকালেই সেই বৈরাগ্য বিগত হয় এবং তদাশ্রিত পুরুষ বা স্ত্রী ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া কোনপ্রকার অবৈধ-সংসার পত্তন করেন, অথবা গোপনে গোপনে কদাচার করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করেন। তাঁহার পরমার্থ কিছুমাত্র হয় না। এই-প্রকার অবৈধ-ভেকের পর্ব্বটী একেবারে উঠাইয়া না দিলে আর বৈষ্ণবজগতের কোনপ্রকার মঙ্গল হইবে না। পূর্ব্বে বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিচারে অবৈধ-বৈরাগ্যকে জগন্নাশ-কার্য্যরূপ পাপ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অবৈধ বৈরাগ্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-গত সন্ন্যাসা-শ্রমাশ্রিত পাপকার্য্য। এক্ষণে যে অবৈধ-বৈরাগ্যের বিচার করা গেল তাহা ভক্তজীবনগত মহদপরাধ-বিশেষ।

'বৈষ্ণব বৈরাগী' বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তন্মধ্যে ভক্তিজনিত বৈরাগ্য অতি অল্পলোকের হইয়া থাকে। তাঁহাদের চরণে সর্ব্বদা দণ্ডবৎ প্রণাম করি। অবৈধ-বৈরাগিগণ নিম্নলিখিত চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হয়:—(১) মর্কট-বৈরাগী, (২) কপট-বৈরাগী, (৩) অস্থির-বৈরাগী ও (৪) ঔপাধিক-বৈরাগী।

বৈরাগ্য হয় নাই, অথচ বৈরাগীদিগের কাছে সাজ লাজিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু অসাধু-ইন্দ্রিয়-দ্বারা সকলপ্রকার অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়—এই স্থলে যে বৈরাগ্যলিঙ্গ ধারণ করে, তাহাকে মহাপ্রভু 'কপট-বৈরাগী' বলিয়াছেন,—

'ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে—'মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥'

(চৈ চ অ ৯।১২০, ১২৪)

মহোৎসবাদিতে বৈষ্ণবদিগের সহিত ভোজন চলিবে এবং আপাততঃ যে উপদ্রবই করি, মহোৎসবে বৈষ্ণবগণ সৎকার করিবেন, গৃহিগণ আদরপূর্ব্বক ভোজন এবং পাঁজা-তামাকাদি অনর্থ-চেষ্টার জন্য অর্থ দিবে, এই ভরসায় যে-সকল দুর্ব্বুদ্ধিলোক ভেক গ্রহণ করে, তাহাদিগকে 'কপট-বৈরাগী' বলে।

শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় আপনাকে উদ্দেশ করিয়া কপট-বৈরাগীকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

'ছাইয়া মায়ার ফাঁস, করি' নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে, কপট-বৈষ্ণববেশে,
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে॥'

কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটনঘটনতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়; তদ্দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয়, তাহারা অস্থির-বৈরাগী। তাহাদের বৈরাগ্য থাকে না; তাহারা অতি শীঘ্রই কপট-বৈরাগী হইয়া পড়ে।

শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় অস্থির ও ঔপাধিক বৈরাগীকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

'ওরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গ-চরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি' গৃহ-বিষকূপে,
বৃথা জন্ম হৈল এ পাঁচ পরাণ॥
তাপত্রয়-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন।
বিষুবসেক্রিয় হৈল, গৌরাপদ পাসরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন॥'

যাহারা যাদকত্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারে অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে একপ্রকার ঔপাধিক হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে অথবা অন্যান্য বৃত্তি-দ্বারা ভক্তি-লক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়বস্তুর আশ্রয়ে শুষ্কভক্তির সাধন-চেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্যলিঙ্গ ধারণ-পূর্ব্বক ঔপাধিক বৈরাগী হয়।

এই সমস্ত বৈরাগ্য তুচ্ছ, হেয় ও জীবের অমঙ্গলদায়ক। **ভক্তি হইতে যে বিরক্তি হয়, তাহাই ভক্তজীবনের সৌন্দর্য্য। বৈরাগ্য করিয়া যে ভক্তির অন্বেষণ করা, তাহা অনৈসর্গিক ও প্রায়ই অমঙ্গলজনক।** যথার্থ বিরক্তি ভাত-ভাব পুরুষ বা স্ত্রীদিগের অলঙ্কার-বিশেষ, এইমাত্র জানিতে হইবে। তাহাকে ভক্তির অঙ্গ বলা যাইবে না, কিন্তু ভক্তির অনুভাবস্বরূপ বলা যাইবে।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের অনুভাষ্য (১।৭) আরও বলিয়াছেন —

"শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে প্রেম-প্রাপ্তির প্রতিকূল শুষ্ক-বৈরাগ্য-ত্যাগ ও তৎপ্রাপ্তির অনুকূল যুক্তবৈরাগ্যের স্থিতি শিক্ষা দিয়াছেন; যথা,—

'যুক্তবৈরাগ্যস্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্কবৈরাগ্যজ্ঞান সব নিষেধিল॥'

যুক্তি ও যুক্তির অনুকূল বেদবাক্যের লক্ষণা-দ্বারা কতকগুলি ব্যক্তি মনে স্থির করেন যে, 'আমি ব্রহ্ম বটে, কিন্তু প্রপঞ্চজড়িত হইয়া ব্রহ্মানুভব হইতে দূরে পড়িয়াছি। প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? মানবদেহটা ত' প্রপঞ্চ, গৃহ প্রপঞ্চ, স্ত্রীপুত্র প্রপঞ্চ, আহারাদি প্রপঞ্চ, সকলই প্রপঞ্চ। কি করিয়া এই প্রাপঞ্চিক উৎপাত হইতে উদ্ধার হই?'—এই ভাবনায় ব্যস্ত হইয়া দেহকে বিভূতি ইত্যাদি মাখাইয়া কৌপীনাদি-দ্বারা আচ্ছাদন করেন। শুষ্ক দ্রব্যাদি খাইয়া স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে মুমুক্ষু বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য গৃহাদি ত্যাগপূর্ব্বক বনে বিচরণ করেন বা মঠে বাস করেন। তাহা করিয়া কি লাভ হইবে, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিয়া যে হরিসম্বন্ধদ্বারা উদ্ধার হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া শুষ্কজ্ঞানমাত্র ভাবনা করিতে থাকেন। পাপও গেল, পুণ্যও গেল; আমি ও আমার সকলই গেল বটে, কিন্তু কি লাভ হইল, তাহা বুঝিলেন না।

তাহা না করিয়া যদি তিনি দেহে, গেহে, ভোজনে, শয়নে, কালে, দিক্‌সমূহে হরিসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার অনুশীলন করিয়া ক্রমশঃ অভিবৃদ্ধি করিতেন, তবে চরম-ফল যে প্রেম, তাহা অবশ্য লাভ করিতেন। এইরূপ বৈরাগ্যের নাম 'ফল্গুবৈরাগ্য'। প্রভু তাহা নিষেধ করিয়া শ্রীসনাতনকে যুক্তবৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছেন এবং রঘু গোস্বামীকেও সেই শিক্ষা দিয়াছেন,—

'স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥'

(চৈ চ ম ১৬।২৩৭-৩৯)

স্বচ্ছন্দে দিনযাপনমানসে গৃহে স্ত্রীপুত্রের সহিত অনাসক্তভাবে বিষয় স্বীকার করিয়া **অন্তর-নিষ্ঠার সহিত ভজন করিতে পারিলে ক্রমে প্রপঞ্চ খসিয়া পড়ে।** আত্মা ভক্তিবলে বলীয়ান্ হইয়া ভগবৎসম্বন্ধে স্থিত হন। নতুবা মুমুক্ষু হইয়া ক্রমত্যাগ করিলে মর্কট-বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্য্য করিয়া ফেলে। 'যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর',—এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য বিষয় গ্রহণ করা উচিত নয়, **কেবল আত্মার কৃষ্ণসম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য যতটা বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা কর।** আত্ম-প্রসাদ-ফল দিয়া বিষয় স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত আত্মাকে ছাড়িয়া দিবে। দেহ, গেহ, কৃষ্ণার্চ্চনার উপকরণ, সমাজ—সকলই যুক্তবৈরাগ্যের উপকরণ হইতে পারে। কেবল সাধকের অন্তরনিষ্ঠা হইলে সব লাভ হয়। বাহ্যনিষ্ঠা কেবল লোক-ব্যবহারমাত্র। **অন্তরনিষ্ঠা নিষ্কপটভাবে হইলে ভব-বন্ধ ও প্রপঞ্চসম্বন্ধ সত্বরেই তিরোহিত হয়।"**

অকাল-ভেক বা অনধিকারীর গৃহত্যাগ-প্রবৃত্তির নিন্দা করিয়া **শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ** বহির্মুখ-প্রবৃত্তি প্রবল থাকাকালে কিরূপে ক্রমপথে চলিতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"অপক্ক-সিদ্ধান্ত কতিপয় ব্যক্তির বিবেচনায় ভক্তি-সাধনের আবশ্যকতা নাই। হয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মজীবন বা একে-বারে প্রেমভক্তির কৃত্রিম লক্ষণই তাহাদের ভাল লাগে। আমরা ভক্তির উপদেশে দেখিতেছি, **ক্রম-সোপানই ভাল ও নিশ্চয় অর্থজনক।** আদৌ বর্ণাশ্রমে বর্ণাশ্রমের নিষ্ঠা, পরে উন্নতিক্রমে বৈধভক্তজীবন অবশ্য হইবে এবং অবশেষে প্রেমভক্তিতে জীবনের সম্পূর্ণতা হইবে। অধিকার-উন্নতির স্থলে কিছু কিছু আকারের অবশ্য পরিবর্ত্তন হয়।"

(চৈ শি ১।৬)

"যে পর্য্যন্ত বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্তি প্রবল, সে পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গবলে কৃষ্ণসংসারে সমস্ত প্রবৃত্তি নিরপরাধের সহিত চালিত করার নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ে সেই প্রবৃত্তি অতি স্বল্পকালের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া অন্তর্ম্মুখ হইয়া যায়। **প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্ম্মুখী হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে।** তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা। গৃহস্থ-অবস্থাটী জীবের আত্মতত্ত্ব উদিত করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী-বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে পারে।" (জৈবধর্ম্ম, ৭ম অধ্যায়, ১১৯ পৃষ্ঠা)

• • •

"গৃহত্যাগি-ভক্তের অধিকার-লক্ষণে **আদৌ স্ত্রীসঙ্গ-স্পৃহাশূন্যতা, সর্ব্বজীবে পূর্ণ-দয়া,** অর্থব্যবহারে তুচ্ছ-জ্ঞান, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহমাত্র অভাবকালে যত্ন, **কৃষ্ণে শুদ্ধা রতি,** বহির্ম্মুখসঙ্গে তুচ্ছজ্ঞান, মান-অপমানে সমবুদ্ধি, ব্যবহারস্থে শূন্যাশূন্যতা, জীবনে-মরণে রাগদ্বেষ-রাহিত্য।" (ঐ ১১৯-২০ পৃঃ)

• • •

"এই লক্ষণ-সকল যে গৃহস্থভক্তের উপস্থিত হয়, তিনি আর কর্ম্মক্ষম থাকেন না; সুতরাং তিনি গৃহত্যাগী হইয়া পড়েন। এরূপ নিরপেক্ষ ভক্ত বিরল। জন্মের মধ্যে যদি কখনও এরূপ একটী ভক্তের সঙ্গ হয়, তাহা হইলেও সৌভাগ্য।" (ঐ ১২০ পৃঃ)

• • •

"যথার্থ নিরপেক্ষতা দৃঢ়; আর কোন সময়ে ভঙ্গ হয় না। কৃত্রিম নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার আশা, ধূর্ত্ততা ও শাঠ্য হইতে প্রকাশ পায়। 'নিরপেক্ষ গৃহত্যাগি-ভক্তের সম্মান পাইব'—এই আশায় কৃত্রিম অধিকার কেহ কেহ প্রকাশ করেন। সেটা নিরর্থক ও অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। গৃহত্যাগ

করিবামাত্র অধিকার-লক্ষণ আর দৃষ্ট হয় না। তখন দৌরাত্ম্য আসিয়া উপস্থিত হয়।

• • •

দৃঢ়রূপে গৃহস্পৃহা দূর হইলে বনেই থাকুন বা গৃহমধ্যেই থাকুন, নিরপেক্ষ অধিকন ভক্ত জগৎ পবিত্র করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ভিক্ষাশ্রমনিজধারা পরিচিত হইবার জন্য কৌপীন ও কন্থা গ্রহণ করেন।" (ঐ ১২১ পৃঃ)

• • •

"জগতে ভিক্ষাশ্রমী বলিয়া পরিচিত হইলে আর আত্মীয়-পরিবারগণ সম্বন্ধ রাখিবে না, সহজে ছাড়িয়া দিবে এবং নিজেও আর গৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিবে না। সহজ নিরপেক্ষ প্রবৃত্তির সহিত লোকাপেক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইবে। পরিপক্ক-নিরপেক্ষ গৃহত্যাগি-ভক্তের জন্য বেষাশ্রয় কোন কার্য্যের না হউক, কিন্তু কাহারও কাহারও পক্ষে বেষাশ্রয় একটু কার্য্য করে। 'স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্' (ভা ৪।২৯।৪৭)—এই লক্ষণযুক্ত ভক্তের বেষাশ্রয় নাই। লোকাপেক্ষা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রয়োজন।

• • •

আদৌ গুরুদেব দেখিবেন যে, শিষ্য উপযুক্ত পাত্র কিনা? গৃহস্থ-ভক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তির বলে শমদমাদি ব্রহ্মস্বভাব লাভ করিয়াছেন কিনা? স্ত্রীসঙ্গস্পৃহাশূন্য হইয়াছেন কিনা? অর্থ-পিপাসা ও ভাল খাওয়া-পরার বাঞ্ছা নির্ম্মূল হইয়াছে কিনা? কিছুদিন শিষ্যকে নিজের নিকট রাখিয়া ভালরূপে পরীক্ষা করিবেন। যখন উপযুক্ত পাত্র বলিয়া জানিবেন, তখন ভিক্ষাশ্রমের বেষ দিবেন। তৎপূর্ব্বে কোন প্রকারেই দিবেন না। অনুপযুক্ত পাত্রে ভেক দিলে গুরু অবশ্য পতিত হইবেন।"

(ঐ ১২২ পৃঃ)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই সকল উপদেশ যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা বহু শাস্ত্রোপদেশ এবং পূর্ব্ব ও আধুনিক শত শত দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। প্রমাণচক্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১১।৩১-৩৪) স্বয়ং শ্রীনারদ ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে উপদেশ করিয়াছেন,—

"প্রায়ঃ স্বভাববিহিতো নৃণাং ধর্ম্মো যুগে যুগে।
বেদদৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্ম্মকৃৎ॥

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥

উপ্যমানং মুহুঃ ক্ষেত্রং স্বয়ং নির্ব্বীর্য্যতামিয়াৎ।
ন কল্পতে পুনঃ সৃষ্ট্যা উপ্তং বীজঞ্চ নশ্যতি॥

এবং কামাশয়ঃ চিত্তং কামানামতিসেবয়া।
বিরজ্যেত যথা রাজন্নাত্মবৎ কামবিদ্মুভিঃ॥"

হে রাজন্! বেদদৃক্ মহাপুরুষগণ যুগে যুগে স্বভাব-বিহিত-ধর্ম্মকেই ইহলোকে ও পরলোকে মনুষ্যগণের মঙ্গলকর বলিয়াছেন। স্বভাবকৃত-বৃত্তির সহিত বর্ত্তমান স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি ধীরে ধীরে অর্থাৎ ক্রমপন্থায় বা বহু জন্মান্তর পরে নিজ স্বভাবজাত কর্ম্মনিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম-ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হে রাজন্! যেরূপ পুনঃ পুনঃ বীজ-বপনে ক্ষেত্র নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়ে এবং পুনরায় শস্য-উৎপাদনে অসমর্থ হয়; যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘৃতবিন্দুসমূহের দ্বারা নির্ব্বাপিত হয় না, কিন্তু প্রচুর-ঘৃত-নিক্ষেপফলে নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ উৎকট-ভোগ-বাসনাযুক্ত পুরুষের অকস্মাৎ কামত্যাগ অসম্ভব-হেতু ঐরূপ ব্যক্তি বেদোক্ত নিয়মে বহু প্রকারে কাম ভোগ করিতে করিতে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা যখন বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া কাম-ভোগের দোষগুলি উপলব্ধি করিতে পারে, তখন যযাতি-সৌভরি-প্রভৃতি ব্যক্তিগণের ন্যায় ভোগদ্বারা বাসনা ক্ষয় করিয়া ধীরে ধীরে বিরাগ লাভ করে।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, বেদ—বিষ্ণুময়, সুতরাং শ্রীবিষ্ণুর সহিত পরম্পরাক্রম-সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় জীবের মঙ্গল হইতে পারে। যাঁহারা মহতের বিশেষ কৃপালাভ করে নাই অথচ যাঁহাদের উৎকট-ভোগবাসনাও আগ্নেয়গিরি-গহ্বরস্থ প্রচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় অন্তরে পূর্ণমাত্রায় লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে ক্রমপন্থা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মসন্ন্যাসী বা জ্ঞানসন্ন্যাসী ত' দূরের কথা, ভক্তিসন্ন্যাসী বা বর্ণাশ্রমত্যাগী বাবাজী সাজাইয়া দিলেও তাঁহাদের উৎকট-ভোগাগ্নির অগ্ন্যুৎপাত নিজেদের ও জগতের সমূহ অমঙ্গল বিধান করে।

মহতের নিকট শ্রীহরিনাম-প্রাপ্তির অভিনয়, দীক্ষার অভিনয়, মহতের সেবার অভিনয়, বহুকাল মঠাদিতে বাসের অভিনয় করিলেই যে কেহ মহতের কৃপায় অভিষিক্ত হইয়াছেন,—একথা বলা যায় না। কার্য্য দেখিয়া কারণ নির্ণয় হয়—ইহাই বৈজ্ঞানিক নিয়ম। মহতের কৃপা বা সঙ্গ লাভ হইলে সেই রং অর্থাৎ সেইরূপ আবেশ বা চিত্তবৃত্তির স্ফুরণ হইবে। যদি মহতের ন্যায় আবেশ ও অভিনিবেশ প্রকৃতপ্রস্তাবে চিত্তে উদিত না হয় অথচ বাহ্য-বেশের অভিনয়ে মহতের কৃপালাভের সর্ব্বপ্রকার সমাবেশ দেখা যায়, তাহা হইলে উহা বায়সের ময়ূরপুচ্ছ-ধারণের ন্যায় বৃথা নাট্যমাত্র।

এইরূপ বহু ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—যাহারা মহতের নিকট আসিবার অভিনয় করিয়া হৃদয়ে উৎকট ভোগ-বাসনার আগ্নেয়-পর্ব্বত পোষণ করিয়াছে। ইহারা প্রতিষ্ঠাশার বশবর্ত্তী হইয়া বৈরাগ্যের লিঙ্গধারণপূর্ব্বক মহতের অবৈধ অনুকরণ করিয়া অপরাধ করিতে করিতে বিতাড়িত হইয়াছে। আনুগত্যের ছলনা কিছুদিনের মধ্যেই স্বতন্ত্রতা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা, গুরুগিরি করিবার আশায় জগদ্বঞ্চনা-প্রবৃত্তি কার্য্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। অন্যের কি কথা, স্বয়ং মহাভাগবত-শিরোমণি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর আনুগত্যের ছলনা করিয়া এরূপ বহুব্যক্তি আনুকরণিক বৈরাগ্যের অভিনয় দেখাইয়া অপরাধী ও চিত্তরত্নে ভ্রষ্ট হইয়াছে। তৎপরে শত শত অকাল-ভেকধারী, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বৃত্তও জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রত্যক্ষই প্রমাণিত হইতেছে, যাঁহারা মহতের বিশেষ-কৃপা প্রাপ্ত হন নাই অথচ শাস্ত্রানুমোদিত ক্রমপথেও বিচরণ করিতে শিক্ষা করেন নাই, তাঁহাদের অকালভেক সর্ব্বতোভাবে অহিতকারক।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিতিকালেও অনধিকারী কৃত্রিমভাবে অকালে বৈরাগ্যলিঙ্গ প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী সাজিলে কি হইবে? তাঁহাদের হৃদয়ে উৎকট ভোগবাসনা অচিরেই বা কোন সুযোগ বা ইন্ধন পাইলেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন যে গৃহ অর্থাৎ গৃহের মূল গৃহিণীকে তাঁহারা নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই যোষিৎরূপিণী মায়া কখনও অগম্যা-স্ত্রী, কখনও অগম্য পুরুষ, এমন কি, পশ্বাদি-রূপেও তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। পশু হইতেও তাঁহাদের মধ্যে অধিকতর নিন্দনীয় পাপকার্য্য ও অপরাধসমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাঁহাদের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত (৫.২৬।২০-২১) ভয়াবহ নরকের ব্যবস্থা করিয়াছেন,—

"যদ্বিহ বা অগম্যাং স্ত্রিয়ং পুরুষোঽগম্যং বা পুরুষং যোষিদভিগচ্ছতি, তাবমুত্র কশয়া তাড়য়ন্ত্যতিদুঃখয়া সূর্য্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্গয়তি স্ত্রিয়ঞ্চ পুরুষরূপয়া সূর্য্যা।

যদ্বিহ বৈ সর্ব্বাভিগমনমনুক্ষণং নিরয়ে বর্ত্তমানং বজ্রকণ্টক-শাল্মলীমারোপ্য নিষ্কর্ষন্তি।"

ইহলোকে যে ব্যক্তি অগম্যা স্ত্রীতে, কিংবা যে স্ত্রী অগম্য-পুরুষে অভিগমন করে, পরকালে যমদূতগণ সেই পুরুষ বা স্ত্রীকে 'তপ্তসূর্ম্মী'-নামক নরকে লইয়া গিয়া কশাঘাত করে এবং পুরুষকে তপ্ত-লৌহময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি ও স্ত্রীকে তদ্রূপ পুরুষ-মূর্ত্তি দ্বারা আলিঙ্গন করায়।

যে ব্যক্তি ইহলোকে পশ্বাদিতেও অভিগমন করে, পরকালে যমকিঙ্করগণ তাহাকে 'বজ্রকণ্টকশাল্মলী'-নামক নরকে নিক্ষেপ করে। ঐ নিরয়ে এক শাল্মলীবৃক্ষ আছে; উহার কণ্টক বজ্রতুল্য; যমদূতগণ পাপীকে উহার উপর চড়াইয়া টানিতে থাকে।

ইহাদের জন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উপদেশ দিয়াছেন;—

"যতদিন হৃদয় শোধন নয়,
ঘর ছাড়লে পরে 'মর্কট-বৈরাগী' তা'রে কয়;
হৃদয়-দোষে, বিষয় বশে পদে পদে তা'র পতন॥
• • •
ঘরে বসে' পাকাও নিজের মন,
আর সকলদিন কর হরির নাম-সংকীর্ত্তন;
তবে চাঁদ-বাউলের সঙ্গে শেষে কর্‌বি সংসার বিসর্জ্জন॥
• • •
জীবের এই অপরাধ শীঘ্র কর দূর;
ত্যজি' গৃহীর ধর্ম্ম, স্ব-স্বধর্ম্ম, শুদ্ধ কর অন্তঃপুর॥
হাসি-মান-আশা ত্যজি', দীনভাবে কৃষ্ণ ভজি',
স্বভাবগত ধর্ম্ম যজি', নাশ' দোষাসুর;
তবে কৃষ্ণ পা'বে, দুঃখ যা'বে, হ'বে তুমি সুচতুর॥
• • •
ভেক ধরি' চেষ্টা ক'রে, ভেকের আলায় শেষে মরে,
নেড়ানেড়ী ছড়াছেড়ি, আখড়া বেঁধে বাস;
অকাল কুষ্মাণ্ড, যত ভণ্ড, কর্‌ছে জীবের সর্ব্বনাশ॥

শুক, নারদ, চতুঃসন, ভেকের অধিকারী হ'ন,
ওঁ'দের সন্ধান পাবলে হ'তে ভেকে করবে আশ ;
বল তেমন বুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, ক'জন ধরায় করছে বাস ?
আত্মানাত্ম-সুবিবেকে, প্রেমলতার চির ভেকে,
ভজন-সাধন-বারিসেকে করত উল্লাস ;
চাঁদ বাউল বলে, এমন হ'লে, হ'তে পারবে 'কৃষ্ণদাস'।"
(বাউল-সঙ্গীত—৯, ১০, ১১)

বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিচার-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন (চৈ শি ২।৪),—"ব্রাহ্মণস্বভাব ব্যক্তিগণের ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার। গৃহস্থাশ্রমে সর্ব্ববর্ণের অধিকার। মানবজাতি সাধারণতঃ গৃহস্থ। কেহ কেহ বিশেষ অধিকার লাভ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প।" অতএব পশুপ্রবৃত্তির ব্যক্তিগণ বা রজস্তমোগুণাক্রান্ত রিপুতাড়িত ব্যক্তিগণের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ; বানপ্রস্থাশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম নহে, বর্ণাশ্রম-ত্যাগের পর যে ভেকধারণ, তাহা ত' দূরের কথা।

কেহ কেহ মনে করেন—'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের যুগে নেড়ানেড়ীর ছড়াছড়ি হইয়াছিল, এজন্যই তিনি অকাল-ভেকের এত নিন্দা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী যুগে সেইরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পরিত্যাগরূপ ভেকপ্রথার পরিবর্ত্তে শুদ্ধবর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া কর্ম্মার্পণরূপ ভাগবতধর্ম্ম-যাজনের উপদেশ প্রচারিত হইয়াছে। স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী বর্ণাশ্রমে থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষবিধানে যত্নবান্ হইয়াছেন ; ইহাই ক্রমপথ বা অধিকারানুযায়ী ব্যবস্থা। যদি পতনের আশঙ্কায় সকলেই গৃহস্থ হইয়া পড়েন, তবে গৃহব্রতধর্ম্মেরই প্রসার হইবে ও বহির্ম্মুখ-গৃহান্ধকূপমণ্ডূক হইয়াই দুর্লভ মনুষ্য-জীবন যাপন করিবেন, কেহই অকিঞ্চন ও ত্যাগী হইয়া নিরপেক্ষভাবে সত্যকথা প্রচার বা সার্ব্বকালিক ভগবৎসুখানুসন্ধানময় আদর্শ সেবাচেষ্টা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। গৃহিগণ স্ব-স্ব ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। তাঁহাদের পশ্চাদাকর্ষণ আছে। তাঁহাদের দ্বারা কোনদিনই লোককল্যাণকর মহৎ কার্য্য হইতে পারে না। আর কোন প্রতিষ্ঠানও ত্যাগী ব্যক্তি না হইলে চলিতে পারে না। সকলে যদি স্ব-স্ব স্ত্রীপুত্রের সেবা লইয়া গৃহের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তবে সাধারণের উপকার বা জগন্মঙ্গলকর কোন কার্য্যই হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গ সকলেই গৃহত্যাগী। দ্বিতীয়তঃ শ্রীমদ্ভাগবতের (১।৫।১৭-১৯) উপদেশেও দৃষ্ট হয়,—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥
তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥
ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজে-
ন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।
স্মরন্ মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুন-
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ॥"

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির শ্রীচরণকমল ভজন করিতে করিতে অসিদ্ধাবস্থায়ও যদি ভজন হইতে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যু হয়, তথাপি কোন অমঙ্গল-আশঙ্কা করিতে হইবে না। বর্ণাশ্রম-ত্যাগফলে যদি নীচজাতিতেও জন্মগ্রহণ হয়, তাহা হইলেও কোন অমঙ্গল হয় না। শ্রীহরির ভজনরহিত ব্যক্তির ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্ম-পালন-দ্বারা কোন্ প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হইতে পারে ? "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" এই শ্রুতির প্রমাণবলে স্বধর্ম্মরূপ কর্ম্ম হইতে পিতৃলোক-প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু ব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিলেও কুত্রাপি যাহা পাওয়া যায় না, তাহারই নিমিত্ত বিবেকী ব্যক্তি প্রকৃষ্টরূপে যত্ন করিবেন। কেননা, গভীর বেগশালী কালের প্রভাবে দুঃখ যেমন বিনা যত্নেই লাভ হয়, তদ্রূপ বিষয়সুখও নিজকৃত পূর্ব্ব-কর্ম্মফলেই স্বর্গ-নরকাদি সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। স্বধর্ম্মরূপ কর্ম্মদ্বারা যে অর্থ বা ফল, তাহা—অর্থাভাস, অর্থ নহে ; সেইজন্য ঐহিক নশ্বর ফললাভার্থ কর্ম্ম করা অনুচিত। অহো ! কর্ম্মী অনাদির ন্যায় শ্রীমুকুন্দের পাদপদ্ম-সেবী ব্যক্তি কখনও কোন কারণে কুযোনিপ্রাপ্ত হইলেও কর্ম্মফলভোগময় সংসারে নিশ্চয়ই ভ্রমণ করেন না। কেননা, রসস্বরূপ ভগবানে আগ্রহ-পরায়ণ রসিক ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মের

আলিঙ্গন স্মরণ করিয়া তাহা আর পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করেন না।

শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা হইলে কর্ম্মকাণ্ডে বর্ণাশ্রম পালনের আন্তরিক উৎসাহ অথবা 'বর্ণাশ্রমের অপালনে দোষ হইবে', এভয় থাকে না। বর্ণাশ্রমত্যাগের পর যদি কোন কারণে ভক্ত্যনুষ্ঠান না করা যায়, তাহা হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়? যদি বল—"বর্ণাশ্রমত্যাগে পাপ হয়, অতএব সেই বর্ণাশ্রমত্যাগী ও ভক্তির সাময়িক যাজন-ত্যাগীর পাপ-ফল নিশ্চয়ই হইবে," তদুত্তর এই যে, তাঁহার পাপ হইবে না, সুতরাং বর্ণাশ্রমত্যাগের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বা অনুতাপেরও প্রয়োজন নাই। বর্ণাশ্রমত্যাগফলে যদি নীচজাতিতে জন্ম-গ্রহণও হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বজন্মে যেটুকু ভগবদুপাসনা হইয়াছে, উহার পর হইতে ভজন আরম্ভ হইবে; নূতন করিয়া আর আরম্ভ করিতে হইবে না। হ্লাদিনীশক্তির ভক্তিবৃত্তির সেখানে অভাব নাই; সুতরাং কিছু ক্ষতি নাই।

শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা বা হ্লাদিনী-শক্তির ভক্তিবৃত্তি মহৎকৃপা ব্যতীত উদিত হয় না, সুতরাং সকলেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক হরিতোষণ—হরিভজন বা কর্ম্মার্পণ ত্যাগ করিয়া ভক্তিজনিত বৈরাগ্যের চিহ্ন-ধারণের অধিকারী হয় না।'

ভক্তিকথা-কীর্ত্তনকারী প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ সংরক্ষণ করিতে হইলে ত্যাগী লোকেরই প্রয়োজনীয়তা আছে স্বীকার্য্য, কিন্তু কৃত্রিমপন্থী ত্যাগীর অভিনয়কারী বা অন্তরে রজস্তমোগুণোত্থ-পশুবৃত্তিযুক্ত থাকিয়া বাহ্যতঃ প্রতিষ্ঠাদি-লাভার্থ বৈরাগ্যের চিহ্নধারী ব্যক্তিগণের দ্বারা যে সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান রচিত হয়, তাহাতে কোন আদর্শ-আচারময়ী শিক্ষাই কেহ লাভ করিতে পারেন না, বরং ঐ সকল আদর্শ দেখিয়া কর্ম্মিজীবগণও নিষ্টীবন নিক্ষেপ করে। অনধিকারী ত্যাগী ব্যক্তিগণের দ্বারা রচিত সঙ্ঘে বা প্রতিষ্ঠানে প্রচুর পাপ-কার্য্যই আশ্রয় প্রাপ্ত হয় এবং পাপ হইতে ক্রমে ক্রমে অপরাধের সূচনা হইয়া থাকে। সেইরূপ পাপী ও অপরাধীর সঙ্ঘদ্বারা কখনই ভক্তিপ্রচার বা জগতের মঙ্গল হইতে পারে না।

তবে ইহাও নহে যে, তথাকথিত বৈষ্ণবগৃহব্রত-ধর্ম্মযাজনে কোন পাপ, অপরাধ বা পতনের আশঙ্কা নাই। প্রবৃত্তির বশে শাস্ত্রের বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলে যে-সকল ছাগধর্ম্মের আদর্শ গৃহমেধীর জীবনে দেখা যায়, তাহাতে পাপ, পতন ও অপরাধের মাত্রা কোন অংশে কম নাই। আধুনিক কালে শাস্ত্রশাসনরহিত কেবল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলক যে-সকল গৃহমেধীর জীবনের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সমূহ পাপ ও অপরাধের খনি। এজন্যই শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—"অকুটিল চিত্ত ব্যক্তিগণেই নরাভি-সৌকরি-প্রভৃতি ব্যক্তিগণের ন্যায় শাস্ত্রসম্মত ভোগ স্বীকার করিতে করিতে বিরাগ লাভ করিতে পারে।" আধুনিককালে সশস্ত্র শাসনের ভয়রহিত, অত্যন্ত স্বতন্ত্র, স্বৈরাচার ইন্দ্রিয়চালনরূপ ছাগধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ গৃহস্থধর্ম্ম-যাজনের অভিনয়ে তথা-কথিত বৈধ ও অবৈধ ভোগের চরমশিখরে উপনীত হইয়াও এবং তজ্জন্য নানাবিধ ক্লেশ, জ্বালা-যন্ত্রণা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে নিষ্পেষিত হইয়াও ভোগ হইতে নির্ব্বেদ লাভ করিতে পারে না। এইরূপ শাস্ত্র-শাসন রহিত গৃহমেধীর ধর্ম্মে প্রবেশ করিলে কাহারও মঙ্গল হইবে না অর্থাৎ কেহ মুক্তির দ্বার কর্ম্মার্পণরূপ ভাগবত ধর্ম্মে প্রবেশ বা চিত্তশুদ্ধি, বৈরাগ্য বা জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অকাল-ভেকের যেরূপ নিন্দা করিয়াছেন, শাস্ত্রশাসনরহিত ছাগধর্ম্মপরায়ণ গৃহমেধীর ধর্ম্মের তদধিক নিন্দা করিয়াছেন। গৃহমেধীর ধর্ম্ম যাজন করিলে পতন নাই,—এরূপ কথা নহে বা 'গৃহস্থের যাত ধুন মাপ' তাহাও নহে। অনুক্ষণ পতিত ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ পতনকে যদি কেহ পতনের মধ্যে গণ্য না করেন, তাহা স্বতন্ত্র কথা। সেইরূপ অবৈধ, পতিত ও অপরাধী গৃহস্থ শাস্ত্রানুমোদিত গৃহস্থ নহে। বৈষ্ণবধর্ম্মপরায়ণ শাস্ত্রশাসনসম্মানকারী বর্ণাশ্রমী ক্রমে ক্রমে মঙ্গললাভ করিতে পারেন। শাস্ত্র ও মহাজন অকালভেকধারীর নিন্দা করিয়া বিষ্ণুতোষক সদাচার-পরায়ণ বর্ণাশ্রমী হইয়া অথবা বিষ্ণুকর্ম্মার্পণপর গৃহস্থজীবন যাপন করিয়া শ্রীহরির সান্মুখ্যলাভের কথাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় বলিতে গেলে ত্যাগি-বাউল ও গৃহি-বাউল—উভয়ই সান্মুখ্যের বিপরীত পথে চলিয়া জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছে। অকালে ভেক ধারণ করিয়া অর্থাৎ অনধিকারী হইয়া ত্যাগি-বাউল সাজা যেরূপ অবৈধ পাপ ও অপরাধজনক, অনধিকারী হইয়া গৃহি-বাউল সাজা অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ সদাচারী গৃহস্থের সঙ্গত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়াসক্ত বা অসৎসঙ্গ গৃহী হওয়াও সেইরূপ

অবৈধ পাপ ও অপরাধজনক। ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, কেবল বৈরাগ্যের চিহ্ন ধারণকালেই অধিকারের বিচার আছে, গার্হস্থ্যধর্ম্মে সাধনে অধিকার-বিচার নাই। বস্তুতঃ শত জন বহুভারাক্রান্ত অপেক্ষা সমাজে অবস্থানকারী একজন গৃহীর যোগ্যতার বিচার শতগুণে অধিক করিতে হইবে। বহুভারাক্রান্ত ব্যক্তি কেবল নিজের দেহটাই লইয়া বিচরণ করে; কিন্তু গৃহীকে সমাজ, সংসার ও নানাবিধ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে প্রচুর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে হয়। অযোগ্য, অনধিকারী ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্রের পালক ও অভিভাবক হইতে পারে না। যে গৃহী ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয়গ্রামকেই বশে রাখিতে পারে না, সে কি করিয়া স্ত্রী-পুত্রের বা সংসার-সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে?

ভোগ করিতে হইলেও যোগ্যতা ও অধিকারের অনিবার্য্য আবশ্যকতা আছে। সকলেরই ভোগ করিবার ক্ষমতা নাই। ভোগ করা দূরে থাকুক, ভোগবাসনায় চিত্ত উত্তেজিত হইবার পূর্ব্বেই অযোগ্য ব্যক্তি শত-সহস্রবার মৃত্যুদশায় পতিত হয়। সুতরাং তাহার ভোগ আর হয় না, ভোগের পরিপূর্ত্তি না হওয়ায় বাসনাও ক্ষয় হয় না এবং নির্ব্বেদও আসে না।

এজন্য যাহারা ত্যাগে ও ভোগে উভয়রাজ্যে অনধিকারী—হুঁটোরাম, তাহাদের হৃদয়ে যদি কোন ভাগ্যফলে অন্ততঃ নিজ অযোগ্যতার তীব্র-উপলব্ধি, আত্মধিক্কার, দৈন্য, নিজ অযোগ্যতাজনিত অশ্রু ও অপরাধের একমাত্র শরণ্য, হীনার্থাধিকসাধক, যাহাতীতফলপ্রদ, মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীনিতাই গৌরের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তাটি উদিত হয় এবং তাহারা যদি হৃদয়ের সহিত অকপট অশ্রুজলে সেই দুই প্রভুর শ্রীচরণকমলে এই বলিয়া আত্মনিবেদন জানান,—

"হা গৌর-নিতাই! তোরা দু'টি ভাই,
পতিত-জনের বন্ধু।
অধম পতিত, আমি হে দুর্জ্জন,
দয়া কর কৃপাসিন্ধু।"

—তাহা হইলে পতিতপাবন-শিরোমণি দুই ঠাকুর অযোগ্যতম পতিতাধম জীবকেও অমায়ায় কৃপা বিতরণ করিতে পারেন; তথায় কোন যোগ্যতা বা অধিকারের অপেক্ষা করে না—কোন প্রকার বাহ্য-বেশ-গ্রহণেরও প্রয়োজনীয়তা হয় না। নিজের অযোগ্যতার তীব্রতম-অনুভূতি হইতে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে ক্রন্দন ও শরণাগতিময় চিন্তার উদয় হয়; তাহা সর্ব্ববিধ যোগ্যতার মস্তকে নৃত্য করিয়া জীবকে কৃতার্থ করে। চিত্ত অপরাধহীন থাকিলে পতিতজনের বন্ধু শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর তাঁহাদের নিজজনের দ্বারা আলোকী, বাচিকী ও হার্দ্দী কৃপা করিয়া জীবকে কৃতার্থ করেন।

খোলা-বেচা শ্রীল শ্রীধর

[১]

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"খোলা-বেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁহা-সনে প্রভু করে' নিত্য পরিহাস॥
প্রভু যাঁ'র নিত্য লয় মোচ-মোচা-ফল।
যাঁ'র ফুটা-লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল॥"

(চৈ চ আ ১০।৬৭-৬৮)

খোলা বেচা শ্রীশ্রীধর শ্রীনবদ্বীপবাসী কদলী-কানবোপ-জীবী অকিঞ্চন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নিত্যানন্দ-পরিকর ও দ্বাদশগোপালের অন্যতম। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয় শাখাতেই খোলা-বেচা শ্রীশ্রীধরের নামোল্লেখ পাওয়া যায় (চৈ চ আ ১০।৬৭, ১১।৪৮)। শ্রীধর ব্রহ্মচারী খোলা-বেচা শ্রীধর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। ব্রহ্মচারী শ্রীধর শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা (চৈ চ আ ১২।৭৯)। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা (১৩৩ শ্লোক)-মতে খোলা-বেচা পণ্ডিত শ্রীধর শ্রীব্রজলীলায় শ্রীকুসুমাসব-গোপাল।

"খোলা-বেচাশ্রীধর খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ।
আসীদ্‌ব্রজে ধাতকারী যো নাম্না কুসুমাসবঃ*॥"

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার ১৯৪ ও ১৯৯শ্লোকে শ্রীধর ব্রহ্মচারী ব্রজলীলার 'চঞ্চলতিকা' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

---

* 'সুরসাকরঃ' ইতি পাঠান্তর।

শ্রীল শ্রীধর অতুলনীয় শ্রীগৌরপ্রেমে ধনী হইয়া বাহ্য-দর্শনে অত্যন্ত দীন-দরিদ্র-লাঞ্ছিত-ব্যক্তির ঐকান্তিক হরি-ভজনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। শ্রীরায়-রামানন্দ-সংবাদে শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?"

প্রভুই আবার স্বয়ং শ্রীরাম-রায়ের শ্রীমুখে বক্তা হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন,—

"রাধা-কৃষ্ণে প্রেম যা'র সেই বড় ধনী।"
(চৈ চ ম ৮।২৪৮)

পণ্ডিত শ্রীল শ্রীধর সেই প্রেমধনের নিত্যসিদ্ধ ধনী ছিলেন। বাহ্য-জগতের সম্পদ ও বিপদ, অর্থ ও অনর্থ, ধন ও ঋণ, বৈভব ও অভাব—সমস্তই একই বহিরঙ্গা শক্তির বৈভব ও বিক্রম ; সুতরাং তাহা ভগবদ্ভক্তকে স্পর্শ করিতে পারে না, বরং তাহা ভক্তিরাজ্যের উত্তরোত্তর সৌধে আরোহণ করিবার অনুকূল সোপান-তুলাই হয়,—এই আদর্শই শ্রীগৌরহরি পণ্ডিত শ্রীল শ্রীধরের চরিত্রের দ্বারা জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন ভক্তবর শ্রীধরের সংক্ষিপ্তচরিত এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"সেই শ্রীধরের কিছু অদ্ভুত আখ্যান।
খোলার পসার করি' রাখে নিজ প্রাণ॥
একবার খোলা-মোচা কিনিয়া আনয়।
খানি খানি করি' তাহা কাটিয়া বেচয়॥
তাহাতে যে কিছু হয় দিবসে উপায়।
তা'র অর্দ্ধ গঙ্গার নৈবেদ্য লাগি' যায়॥
অর্দ্ধেক দণ্ডধার হয় নিজ প্রাণরক্ষা।
এইমত হয় বিষ্ণু-ভক্তের পরীক্ষা॥
মহাসত্যবাদী তেঁহো যেন যুধিষ্ঠির।
যা'র যেই মূল্য বলে, না হয় বাহির॥
মধ্যে মধ্যে যেবা জন তা'র তত্ত্ব জানে।
তাহার বচনে মাত্র দ্রব্যখানি কিনে॥
এইমত নবদ্বীপে আছে মহাশয়।
'খোলা-বেচা' জ্ঞান করি' কেহ না চিনয়॥
চারি প্রহর রাত্রি নিদ্রা নাহি কৃষ্ণনামে।
সর্ব্বরাত্রি 'হরি' বলে দীর্ঘল আহ্বানে॥
যতেক পাষণ্ডী বলে,—'শ্রীধরের ডাকে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, দুই কর্ণ ফাটে॥
'মহাচাষা-বেটা' তাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি' মরে॥'
এইমত পাষণ্ডী মরয়ে মন্দ বলি'।
নিজ কার্য্য করয়ে শ্রীধর-কুতূহলী॥
'হরি' বলি' ডাকিতে যে আছয়ে শ্রীধর।
নিশাভাগে প্রেমযোগে ডাকে উচ্চৈঃস্বর॥"
(চৈ ভা ম ৯।১৫৯-১৫০)

সাধারণ ব্যক্তিগণ মহাভাগবতবর শ্রীশ্রীল শ্রীধরকে 'খোলা-বেচা' মনে করিয়া চিনিতেই পারিতেন না, আর পাষণ্ডিগণ নিশাভাগে শ্রীশ্রীধরের আর্ত্তি-মূলক উচ্চ শ্রীহরি-কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া শ্রীধরকে ক্ষুধা-কাতর মনে করিত। 'মহাচাষা-বেটা' পাষণ্ডিগণ যেরূপ পেটের জ্বালায় সর্ব্বদা অস্থির, বিপ্রলম্ভরসিক প্রেমঘনে মহাধনী শ্রীধরকেও তদ্রূপই মনে করিত ; কারণ, "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ।"

শ্রীল শ্রীধর কেনই বা শ্রীগৌরলীলায় 'খোলা-বেচা'র অভিনয় করিলেন, সেই রহস্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন (চৈ ভা ম ৯।১৬০-১৮৮) উদ্ঘাটন করিয়া লিখিয়াছেন,—

"যখন করিলা প্রভু বিদ্যার বিলাস।
পরম উদ্ধত-হেন যখন প্রকাশ॥
সেইকালে গূঢ়রূপে শ্রীধরের সঙ্গে।
খোলা কেনা-বেচা-ছলে কৈল বহু রঙ্গে॥
প্রতিদিন শ্রীধরের পসারেতে গিয়া।
থোড়, কলা, মূলা, খোলা আনেন কিনিয়া।
প্রতিদিন চারি দণ্ড কলহ করিয়া।
তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অর্দ্ধমূল্য দিয়া॥
সত্যবাদী শ্রীধর যথার্থ মূল্য বলে।
অর্দ্ধমূল্য দিয়া প্রভু নিজ হস্তে তোলে॥
উঠিয়া শ্রীধর দাস করে কাড়াকাড়ি।
এইমত শ্রীধর-ঠাকুরের হড়াহড়ি॥
প্রভু বলে—'কেনে ভাই শ্রীধর তপস্বী।
অনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসি॥
আমার হাতের দ্রব্য লহ যে কাড়িয়া।
এতদিন কে আমি, না জানিস্ ইহা॥'
পরমব্রহ্মণ্য শ্রীধর ক্রুদ্ধ নাহি হয়।
যখন দেখিয়া সর্ব্ব দ্রব্য কাড়ি' লয়॥

[illegible] শোভে গৌরসুন্দর।
[illegible] শোভে ঊর্দ্ধ মনোহর॥
[illegible] শোভে, কুটিল কুন্তল।
[illegible] নয়ন—যেন পরম চঞ্চল॥
[illegible] শোভে বেড়িয়া শরীরে।
[illegible] অনন্ত যে-হেন কলেবরে॥
[illegible] হাসে শ্রীধরে চাহিয়া।
[illegible] খোলা লয় আপনে তুলিয়া॥
শ্রীধর বলেন,—'শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর!
[illegible] তোমার কুকুর॥'
প্রভু বলে,—'জানি তুমি পরম চতুর।
[illegible] অর্থ তোমার আছয়ে প্রচুর॥
'আরে 'ক পসার নাহি'—শ্রীধর যে বলে।
'অল্প কড়ি দিয়া তথা কিন' পাত খোলে॥'
প্রভু বলে,—'যোগানিয়া আমি নাহি ছাড়ি।
[illegible]-কলা দিয়া মোরে তুমি লহ কড়ি॥'
[illegible], দুই' শ্রীধর যে হাসে।
গালি পাড়ে বিশ্বম্ভর পরম সন্তোষে॥
'প্রত্যহ সন্ধ্যায় দ্রব্য দেহ' ত কিনিয়া।
আমারে যা কিছু দিলে মূল্যেতে ছাড়িয়া॥
যে তথা পুরুষ তুমি, আমি তা'র পিতা।
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা॥'
কর্ণে হস্ত দেই' শ্রীধর 'বিষ্ণু', 'বিষ্ণু' বলে।
উদ্ধত দেখিয়া তাঁরে দেই পাত-খোলে॥
এইমত প্রতিদিন করেন কন্দল।
শ্রীধরের জ্ঞান—'বিদ্যা পরম চঞ্চল'॥
শ্রীধর বলেন,—'মুঞি হারিনু তোমারে।
কড়ি নিতু কিছু দিব, ক্ষমা কর মোরে॥
একখণ্ড খোলা দিব, একখণ্ড থোড়।
একখণ্ড কলা-মূল, আরো দোষ মোর?'
প্রভু বলে,—'ভাল, ভাল, আর নাহি দায়।'
শ্রীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খায়॥

ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়।
কোটি ছলেও অভক্তের উলটি' না চায়॥

এই লীলা করিব চৈতন্য হেন আছে।
ইহার কারণে সে শ্রীধরে খোলা বেচে॥
এই লীলা লাগিয়া শ্রীধরে বেচে খোলা।
কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা॥
বিনা প্রভু জানাইলে কেহ নাহি জানে।
সেই কথা প্রভু করাইলা সভরণে॥"

শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় শ্রীগৌরহরি প্রত্যহই কোন-না-কোনও ছলে নিজপ্রিয় শ্রীশ্রীধরের গৃহে গমন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু কিছুকাল শ্রীশ্রীধরের সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তরমুখে নানাপ্রকার পরিহাস-লীলা করিতেন। অধিকন্তু শ্রীশ্রীধর প্রভুকে দেখিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে আসন প্রদান করিতেন। পণ্ডিত শ্রীল শ্রীধর ছিলেন পরম সুপাত্র, আর শ্রীনিমাই পণ্ডিত পরম-ঔদ্ধত্যের লীলাকারী। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভজনকারীর সুগুপ্ত-মাহাত্ম্য-প্রাকট্য-করে পরিহাস-ছলে শ্রীধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"শ্রীধর! লক্ষ্মী যাঁহার শ্রীপাদপদ্মের দাসী, সেই শ্রীভগবানের নিরন্তর সেবা করিয়াও সর্ব্বক্ষণই তোমার অন্নবস্ত্রের অভাব দেখিতেছি কেন? তোমার পরিধানে দেখি শত-ছিন্ন বস্ত্র, গৃহটী দেখিতেছি জীর্ণ-শীর্ণ—ভগ্ন; অথচ যাঁহারা চণ্ডী-বিষহরির পূজা করিতেছেন, তাঁহারা ত' ভাত-কাপড়ে কত সুখে আছেন!"

শ্রীশ্রীধর—রাজা রত্নমণ্ডিত প্রাসাদে বাস ও উত্তমোত্তম দ্রব্য ভোজন করেন; আবার দেখুন—পক্ষিগণও প্রকৃতির প্রদত্ত বৃক্ষ-গৃহে থাকিয়াই জীবন যাপন করে। উভয়েরই কাল অতিবাহিত হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। সুতরাং সেই অবশ্যম্ভাবী সুখদুঃখের জন্য বৃথা যত্ন না করিয়া শ্রীভগবদিচ্ছার উপর নির্ভর করাই মঙ্গলজনক।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—শ্রীধর! তুমি আমার নিকট আত্মগোপন করিতেছ। বাহিরে তুমি অত্যন্ত নির্ধনের মত দেখাও, কিন্তু তুমি গোপনে বিস্তর ধন রাখিয়া নিজে নিজে ভোগ করিতেছ। আচ্ছা রাখ, কিছুদিনের মধ্যেই আমি তোমার সমস্ত গুপ্তধনের সংবাদ লোকের নিকট প্রচার করিয়া দিব। তখন দেখিব, তুমি কিরূপে আর লোকবঞ্চনা করিতে পার।

শ্রীধর—পণ্ডিত! তুমি নিজ-গৃহে যাও। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিত তোমার কোন্দল করা উচিত হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—আমি তোমাকে এত সহজে ছাড়িবার পাত্র নহি; তুমি ধন-রত্ন গোপনে লইয়া বসিয়া থাকিবে, আর আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব! আমাকে কি দিবে, এইক্ষণে বল।

শ্রীধর—আমি অতি সামান্য খোলা বেচিয়া নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করি। ইহাতে আমি তোমাকে কি দিতে পারি, তুমিই বল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—তুমি গোপনে বহু ধন মাটীর তলায় পুঁতিয়া রাখিয়াছ। আচ্ছা, সে-সকল ধন না হয় এখন থাকুক, তাহা পরে একদিন না একদিন নিশ্চয়ই পাইব; এখন আমাকে কলা, মূলা, খোড়—এই সকল দাও। কিন্তু বিনিময়ে আমি কড়ি-পাতি কিছুই দিতে পারিব না। আমাকে যিনি বিনামূল্যে জিনিষ দেন, তাঁহার সঙ্গে আমি কখনও কোন্দল করি না।

শ্রীধর—[(স্বগত) এইরূপ উদ্ধত ব্রাহ্মণ ত' আর কোথাও দেখি নাই! কোনদিন জানি আমাকে ধরিয়া প্রহার করে। আর প্রহার করিলেই বা ব্রাহ্মণকে কি করিতে পারি? অথচ ইহাকে বিনামূল্যে আমার প্রাণোচ্ছাদন-সংগ্রহের একমাত্র সম্বল দিয়া দিলেও ত' আমার চলে না। তথাপি ব্রাহ্মণ ছলে বলে আমার নিকট হইতে কলা-মূলা-খোড় গ্রহণ করে; নিশ্চয়ই ইহা আমার পরম সৌভাগ্য বটে। আচ্ছা, আমি ইহাকে প্রতিদিনই বিনামূল্যেই সব দিব।] ওহে গোঁসাই! তোমার কড়ি-পাতির কিছুই দায় নাই। আমি ভালমনেই তোমাকে বিনা মূল্যে খোড়-কলা-মূলা দিব। তুমি আর আমার সহিত কোন্দল করিও না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—ভাল, ভাল, এখন আর তোমার সহিত আমার দ্বন্দ্ব নাই। কিন্তু বিনামূল্যের খোড় কলা-মূলাগুলি যেন ভাল পাই; দেখিও, বিনামূল্যের জিনিষ বলিয়া মন্দ জিনিষ দিও না। আচ্ছা শ্রীধর! তুমি আমাকে কি মনে কর? এই কথাটীর উত্তর দিতে পারিলেই আমি বাড়ী চলিয়া যাইব, তোমার সহিত আর কোন্দল করিব না।

শ্রীধর—তুমি ব্রাহ্মণ—বিষ্ণুর অংশ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—তুমি বলিতে পারিলে না। আমি গোপবেশ। তুমি আমাকে বিপ্রনন্দনরূপে দেখিয়াছ, কিন্তু আমি যে গোপনন্দন।

শ্রীশ্রীধর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। প্রভুর মায়ায় নিজপ্রভুর স্বরূপ জানিতে পারিলেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—শ্রীধর! তোমাকে আমার তত্ত্ব বলিতেছি; দেখ, তুমি যে গঙ্গাকে পূজা কর, সেই গঙ্গার মাহাত্ম্য আমা হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীধর—ওহে নিমাই পণ্ডিত! তোমার কি গঙ্গা বলিয়াও ভয় নাই? বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোথায় লোকে ধীর-স্থির হয় আর তোমার চাপল্য দেখি দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইতেছে!

শ্রীগৌরসুন্দর সম্প্রতি নিজের গূঢ়বিদ্যাবিলাস-লীলা ও ছয় অবতারের স্বরূপ গুপ্ত রাখিবার ইচ্ছা করায় সেই নিরঙ্কুশ ভগবদিচ্ছাবশেই ভক্তরাজ শ্রীশ্রীধর নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ হইয়াও ঐরূপ অজ্ঞতার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। প্রভুর লীলাশক্তির দ্বারাই ইহা সংঘটিত হইয়াছিল।

কিছুকাল পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন প্রতিনিশায় শ্রীশ্রীবাস-মন্দিরে ও কোনদিন শ্রীচন্দ্রশেখরভবনে নিশায় সংকীর্ত্তন-রাস-বিলাস আরম্ভ করিলেন, তখন প্রভুর অন্যান্য পার্ষদের সহিত পণ্ডিত শ্রীশ্রীধরও প্রভুর সংকীর্ত্তনরাসে যোগদান করিলেন। এই সময় বহির্ম্মুখ পাষণ্ডিগণ নানাভাবে তীব্র কটাক্ষ করিতে লাগিল।

শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমন্মহাপ্রভু সাতপ্রহরব্যাপী নিজ-মহাপ্রকাশ-লীলা প্রকট করিয়া ভক্তরাজ শ্রীধরকে নিজ-সমীপে আনিবার জন্য আদেশ করিলেন।

"আজ্ঞা হৈল—শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন।
আসিয়া দেখুক মোর, প্রকাশ-বিধান॥
নিরবধি ভাবে মোরে বড় দুঃখ পাঞা।
আসিয়া দেখুক মোরে, ঝাট আন গিয়া॥
নগরের অন্তে গিয়া থাকিহ বসিয়া।
যে মোরে ডাকয়ে, তা'রে আনিহ ধরিয়া॥"

(চৈ ভা ম-৯।১৩৪-১৩৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আজ্ঞা পাইয়া বৈষ্ণবগণ অতি দ্রুত-বেগে ধাবিত হইলেন। শ্রীধরভবনের দিকে অর্দ্ধপথে গিয়াই দূর হইতে ভক্তগণ শ্রীধরের সম্বোধনাত্মক উচ্চ শ্রীহরি-ধ্বনি শ্রবণ করিতে পাইলেন এবং তদনুসরণে শ্রীশ্রীধরের গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রভুর কথা নিবেদন করিলেন। প্রভুর নাম শ্রবণমাত্র প্রেমিকবর শ্রীল শ্রীধর আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ঐরূপ অচৈতন্যাবস্থায়ই ভক্তগণ অতি সন্তর্পণে শ্রীধরকে বহন করিয়া শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণ-সমীপে লইয়া আসিলেন। শ্রীধরকে দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে 'আইস, আইস' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। প্রভু শ্রীধরকে বলিলেন (চৈ ভা ম ৯।১৫৭-১৫৯),—

"বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন।
বহু জন্ম মোর প্রেমে ভাজিলা জীবন॥
এই জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর।
তোমার খোলার অন্ন খাই নিরন্তর॥
তোমার হস্তের দ্রব্য খাইনু বিস্তর।
পাসরিলা আমাসঙ্গে যে কৈলা উত্তর॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ ভক্তরাজের দ্বারা কেবলা প্রীতির মাধুর্য্যগরিমা-প্রকটচ্ছলে কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন।

"প্রভু বলে—'শ্রীধর! দেখহ রূপ মোর।
অষ্টসিদ্ধি দান আজি করি' যেন তোর॥'
মাথা তুলি' চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর॥
হাতে মোহন-বংশী, দক্ষিণে বলরাম।
মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান॥
কখনো তাম্বূল সেই হাতের উপরে।
চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে'॥
মহাক্ষণী ছত্র ধরে শিরের উপরে।
সনক, নারদ, শুক দেখে স্তুতি করে'॥
প্রকৃতিস্বরূপা সব ষোড়হস্ত করি'।
স্তুতি করে' চতুর্দ্দিকে পরমা সুন্দরী॥"

(চৈ ভা ম ৯।১৮৯-১৯৪)

শ্রীল শ্রীধর শ্রীগৌরহরির এই রূপ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল শ্রীধরকে "উঠ, উঠ" বলিবামাত্র শ্রীল শ্রীধর চৈতন্য লাভ করিলেন। প্রভু বলিলেন,—"শ্রীধর! আমার স্তুতি কর।" শ্রীধর উত্তর করিলেন,—"প্রভো! আমি অত্যন্ত মূঢ়মতি। আমি কোন স্তুতি জানি না। আমার কি শক্তি আছে যে, তোমার স্তব করিতে পারি?" প্রভু বলিলেন,—"শ্রীধর! তোমার বাক্যমাত্রই আমার স্তুতি।" শ্রীসরস্বতীপতি প্রভুর আজ্ঞায় জগন্মাতা শ্রীসরস্বতীদেবী শ্রীধরের জিহ্বাগ্রে আবিষ্ট হইলেন। শ্রীশ্রীধর এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন (চৈ ভা ম ৯।২০০-২১৮),—

"জয় জয় মহাপ্রভু, জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় নবদ্বীপ-পুরন্দর॥
জয় জয় অনন্তব্রহ্মাণ্ডকোটি-নাথ।
জয় জয় শচীপুণ্যবতী-গর্ভজাত॥
জয় জয় বেদগোপ্য, জয় দ্বিজরাজ।
যুগে যুগে ধর্ম্ম পাল' করি' নানা সাজ॥
গূঢ়রূপে সাম্ভাইলা নগরে নগরে।
বিনা তুমি জানাইলে কে জানিতে পারে॥
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তুমি ভক্তি, জ্ঞান।
তুমি শাস্ত্র, তুমি বেদ, তুমি সর্ব্বধ্যান॥
তুমি সিদ্ধি, তুমি বুদ্ধি, তুমি ভোগ, যোগ।
তুমি শ্রদ্ধা, তুমি দয়া, তুমি মোহ, লোভ॥
তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি অগ্নি, জল।
তুমি সূর্য্য, তুমি বায়ু, তুমি ধন, বল॥
তুমি ভক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি অজ, ভব।
তুমি যা হইবে কেন, তোমারই যে সব॥
পূর্ব্বে মোর স্থানে তুমি আপনে বলিলা।
'তোর গঙ্গা দেখ মোর চরণ-সলিলা॥'
তবু মোর পাপ-চিত্তে নহিল স্মরণ।
না জানিল মুই তোর অমূল্য চরণ॥
যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল-নগর।
এখনে হইলা নবদ্বীপ-পুরন্দর॥
রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর-ভিতরে।
হেনভক্তি নবদ্বীপে হইল বাহিরে॥
ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা' জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে॥
ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।
ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলে গোপরামা॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটি যহে যা'রে মনে।
সে তুমি শ্রীদাম-গোপ বহিলা আপনে॥
যাহা হৈতে আপনার পরাভব হয়।
সেই বড় গোপ্য, লোকে কাহারে না কয়॥
ভক্তি লাগি' সর্ব্ব-স্থানে পরাভব পাঞা।
জিনিয়া বেড়াও তুমি ভক্তি লুকাইয়া॥
সে মায়া হইল চূর্ণ, আর নাহি লাগে।
হের দেখ, সকল-ভুবনে ভক্তি মাগে॥
সে কালে হারিলা জন দুই চারি স্থানে।
এ কালে বান্ধিব তোমা' সর্ব্ব জনে জনে॥"

শ্রীশ্রীধরের শ্রীমুখপদ্মে মহাতত্ত্বা শ্রীসরস্বতী দেবীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ভাগবতগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—শ্রীধর! তোমার মনে যে অভিলাষ হয়, তুমি আজ আমার নিকট সেইরূপ বর প্রার্থনা কর। আমি আজ এখনই তোমাকে অষ্টসিদ্ধি পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করাইব।

শ্রীধর—প্রভো! আমাকে কত বঞ্চনা করিবে? বহু বঞ্চনা করিয়াছ। এখন আর পারিবে না, ইহা নিশ্চয়ই জানিও।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—শ্রীধর! আমার দর্শন ব্যর্থ হইবার নয়। তোমার চিত্তে যাহা লয়, সেইরূপ বর প্রার্থনা কর। আমি অবশ্য তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। শ্রীধর! তুমি বর যাচ্ঞা কর।

শ্রীধর—প্রভো! যদি তুমি আমাকে একান্ত বর দিতে চাও, তবে আমাকে এই বর দাও,—

"যে ব্রাহ্মণ কাড়ি' নিল মোর খোলা-পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম-জন্ম নাথ।
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁ'র চরণ-যুগল॥"

(চৈ ভা ম ৯।২২৪-২২৫)

ইহা বলিতে বলিতে শ্রীধরের প্রেমার্ত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইল। শ্রীধর দুই বাহু তুলিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে প্রেমক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীধরের ঐরূপ প্রেমভক্তি দর্শন করিয়া বৈষ্ণবগণ প্রেমবিহ্বল হইলেন এবং পরস্পর শ্রীধরের গুণগান করিয়া প্রেমক্রন্দন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু (সহাস্যে)—শ্রীধর! আমি তোমাকে এক মহারাজ্যের ঈশ্বর করিব।

শ্রীধর—প্রভো! আমি আর কিছুই চাহি না। তুমি আমাকে এইরূপ কৃপা কর, যেন অনুক্ষণ তোমার নাম গান করিতে পারি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—শ্রীধর! তুমি আমার নিত্যদাস। তাই তুমি আমার ঐশ্বর্য্য এবং তোমার বাঞ্ছিত যে কোনও বস্তু-প্রদানে আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দেখিয়াও তাহাতে তোমার মতিভেদ হয় নাই। সুতরাং আমি তোমাকে রাজগুহ্যবিদ্যার পরাকাষ্ঠা—বেদগোপ্য প্রেমভক্তিযোগ প্রদান করিলাম।

শ্রীশ্রীগৌরহরির শ্রীমুখে শ্রীধরের প্রতি এই বর শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী জয়-জয়-ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত করিলেন। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস উদ্ঘোষ করিয়াছেন (চৈ ভা ম ৯।২২৬-২৩১),—

"ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥
কলা-মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইলা যাহা।
কোটি কল্পে কোটীশ্বর না দেখিবা তাহা॥
অহঙ্কার-ক্রোহমাত্র বিদ্বদ্গতে আছে।
অবশেষ-ফল তা'র না জানয়ে পাছে॥
দেখি' মূর্খ দরিদ্র যে সুজনেরে হাসে।
কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজকর্ম্ম-দোষে॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি, দেখয়ে দুর্গতি॥
খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্ট-সিদ্ধিকে উপেক্ষি'॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

[২]

নবদ্বীপ-বাসিগণ দুর্গোৎসবকালে যে-সকল বাদ্যভাণ্ড-দুন্দুভি-মন্দিরা-শঙ্খাদি যন্ত্র ব্যবহার করিতেন, সেই সকল লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নদীয়া-বাসিগণকে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিবার উপদেশ দিলেন। শ্রীনবদ্বীপনগর শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রভুর অকিঞ্চন-ভক্তরাজ খোলাবেচা শ্রীশ্রীধরও সংকীর্ত্তনমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন। ইহা দেখিয়া বাহিরে হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণকারী অথচ অন্তরে বিধর্ম্মী তথাকথিত পাষণ্ডী হিন্দুগণ ভক্তরাজ শ্রীধরকে কিরূপ কটাক্ষ করিতেন, উহার একটি সজীব চিত্র শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসে অঙ্কিত করিয়াছেন (চৈ ভা ম ২৩।৯৫-৯৯),—

"খোলা-বেচা শ্রীধর যায়েন সেই পথে।
দীর্ঘ করি' হরিনাম বলিতে বলিতে॥
শুনিয়া কীর্ত্তন আরম্ভিলা মহানৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য॥
দেখিয়া তাহান সুখ নগরিয়া-গণ।
বেড়িয়া চৌদিকে সবে করেন কীর্ত্তন॥
গড়াগড়ি যায়েন শ্রীধর প্রেমরসে।
বহির্ম্মুখ-সকল দূরেতে থাকি' হাসে॥
কোন পাপী বলে,—'ছের দেখ ভাই সব!
খোলা-বেচা মিন্‌সাও হইল বৈষ্ণব!!
পরিবার বস্ত্র নাহি, পেটে নাহি ভাত।
লোকেরে জানায়,—'ভাব হইল আমার'॥'
নগরিয়া-গুলা বলে,—'মাগি খাই' মরে।
অকালেতে দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে॥"

কীর্ত্তন-বিরোধী 'পাষণ্ডী হিন্দুগণ' বিধর্ম্মী কাজীর নিকট নানাভাবে অভিযোগ করিলে কাজী যখন কীর্ত্তনে বাধা প্রদান করিলেন, তখন শ্রীগৌরহরি ক্রোধে রুদ্রমূর্ত্তি হইয়া নবদ্বীপে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার উদ্যোগ করিলেন। এরূপ বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা জগতে আর কেহ কোনদিন দেখেন নাই। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ-যুবা, চোর-দস্যু, ভক্ত-সাধু—সকলেই আত্মহারা হইয়া শ্রীগৌরহরির অনুগমন করিয়া কৃতার্থিকৃত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সমগ্র নবদ্বীপে ঐরূপ সংকীর্ত্তন-নৃত্য করিতে করিতে কাজীদলন করিয়া শঙ্খবণিক্ ও তন্তুবায়-পল্লীতে প্রবেশ করিলেন এবং তথা হইতে শ্রীধরের অঙ্গনে বিজয় করিলেন। অকিঞ্চন-ভক্ত-রাজ শ্রীধর মাত্র একখানি ভগ্ন জীর্ণ গৃহে বাস করিতেন। আসবাবপত্রের মধ্যে ঘরের বাহিরে একটি মাত্র লৌহপাত্র ছিল; তাহাও অতি পুরাতন ও বহুস্থানে ছিদ্রযুক্ত হওয়ায় নানাস্থানে তালি দিয়া তাহাতেই শ্রীধর জলপান করিতেন। অত্যন্ত লোভী হীনস্বভাব চোরও ঐরূপ দ্রব্য চুরি করিতে ঘৃণাবোধ করিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে নৃত্য করিতে করিতে জলপূর্ণ ঐ লৌহপাত্রটি দেখিয়া জগতে ভক্তপ্রেম-মহিমা বিস্তার করিবার জন্য মহানন্দে জলপান করিলেন। কাহারও তাহাতে বাধা দিবার শক্তি রহিল না। শ্রীশ্রীধর 'হরিমু হরিমু' বলিয়া উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। প্রভু বলিলেন—"আজ আমার দেহ শুদ্ধ হইল। শ্রীকৃষ্ণচরণে আমার ভক্তির উদয় হইল। যখন শ্রীধরের জল পান করিলাম, তখন আমার বিষ্ণুভক্তি নিশ্চিত।" ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। 'বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণুভক্তি হয়,'—ইহা বুঝাইবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর এইরূপ লীলা প্রকট করিলেন। প্রভুর ঐরূপ ভক্তবাৎসল্য দেখিয়া ভক্তগণ মহানন্দে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীগৌরহরির এই ভক্তবাৎসল্যময়ী লীলাটি এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"সর্ব্বমুখে হরিনাম শুনি' প্রভু হাসে।
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে॥
ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের বাস।
উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাঁহার আবাস॥
সবে এক লৌহ-পাত্র আছয়ে দুয়ারে।
কত ঠাঁই তালি, তাহা চোরেও না হরে'॥
নৃত্য করে' মহাপ্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে।
জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে॥
ভক্তপ্রেম বুঝাইতে শ্রীশচী-নন্দন।
লৌহপাত্র তুলি' লইলেন ততক্ষণ॥
জল পিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার।
কা'র শক্তি আছে তাহা 'নয়' করিবার॥

'মরিনু মরিনু' বলি' ডাকয়ে শ্রীধর।
'মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর॥'
বলিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সুকৃতি শ্রীধর।
প্রভু বলে—'শুদ্ধ মোর আজি কলেবর॥
আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে।
শ্রীধরের জলপান করিলোঁ যখনে॥
এখনে সে বিষ্ণু-ভক্তি হইল আমার।'
কহিতে কহিতে পড়ে নয়নের ধার॥
বৈষ্ণবের জল-পানে বিষ্ণুভক্তি হয়।'
সবারে বুঝায় প্রভু গৌরাঙ্গ সদয়॥

তথাহি (পদ্মপুরাণ, আদি খণ্ড ৩১।১১২)—

'প্রার্থয়েদ্বৈষ্ণবস্তোয়ং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
সর্ব্ব-পাপবিশুদ্ধ্যর্থং ভক্তভাবে জলং পিবেৎ॥'

ভক্তত-বাৎসল্য দেখি' সর্ব্ব ভক্তগণ।
সবার উঠিল মহা-আনন্দ-ক্রন্দন॥
'দেখ সব ভাই, এই ভক্তের মহিমা।
ভক্ত-বাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা॥
লৌহ-জলপাত্র, তা'তে বাহিরের জল।
পরম আদরে পান কৈলেন সকল॥
পরমার্থে পান-ইচ্ছা হইল যখনে।
সুধামৃত ভক্তজল হইল তখনে॥
'ভক্তি' বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল।
পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্ম্মল॥
দাম্ভিকের রত্নপাত্র, দিব্য জলাসনে।
আসুক শিবার কার্য্য, না দেখে নয়নে॥
যে-সে দ্রব্য সেবকের সর্ব্বভাবে খায়।
নৈবেদ্যাদি বিধিরও অপেক্ষা নাহি চায়॥
অন্ন দ্রব্য দাসেও না দিলে বলে খায়।
তা'র সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ দ্বারকায়॥
অবশেষে সেবকেরে করে' আত্মসাৎ।
তা'র সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির-শাক॥
সেবক কৃষ্ণের পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই।
'দাস' বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই॥
যেরূপ চিন্তয়ে দাসে, সেইরূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণে করিবারে পারয়ে বিক্রয়॥

'সেবকবৎসল প্রভু' চারি বেদে গায়।
সেবকের স্থানে কৃষ্ণ প্রকাশে সদায়॥
নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্য-ভাবে কৃষ্ণে কর অনুরাগ॥
অন্য হেন না মানিহ 'কৃষ্ণদাস' নাম।
অন্য ভাগো দাস নাহি করে' ভগবান্॥
বহু কোটি জন্ম যে করিল নিজ ধর্ম্ম।
অহিংসায় অমায়ায় করে' সর্ব্ব কর্ম্ম॥
অহর্নিশ দাস্যভাবে যে করে' প্রার্থন।
গঙ্গা লভ্য হয় কালে বলি' 'নারায়ণ'॥
তবে হয় মুক্ত সর্ব্ববন্ধের বিনাশ।
মুক্ত হইলে হয় সেই গোবিন্দের দাস॥
এই ব্যাখ্যা করে' ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত সব লীলাতনু করি' কৃষ্ণ ভজে॥

তথাহি সর্ব্বজ্ঞভাষ্যকৃদ্ভিঃ—

(ভা ১০।৮৭।২১ শ্লোকে শ্রীধরধৃত-সর্ব্বজ্ঞ-ভাষ্যকার-ব্যাখ্যা)

'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।'

অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর-সমান।
ভক্ত-স্থানে পরাভব মানে ভগবান্॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্তুতিমালা।
'ভক্ত'-হেন স্তুতির না ধরে কেহ কলা॥
'দাস'-নামে ব্রহ্মা, শিব হরিষ সবার।
ধরণীধরেন্দ্র চাহে দাস-অধিকার॥
এ সব ঈশ্বর-তুল্য স্বভাবেই ভক্ত।
তথাপিহ ভক্ত হইবারে অনুরক্ত॥
কৃষ্ণের সন্তোষ বড় 'ভক্ত'-হেন নামে।
কৃষ্ণচন্দ্র বিনে ভক্ত আর কেবা জানে॥
উদর-ভরণ লাগি' এবে পাপী সব।
লওয়ায় ঈশ্বর আমি,—মূলে অরদাস॥
গর্দ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
কেহ বলে—'আমি রঘুনাথ ভাব গিয়া'॥
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ,—ইহারে লইয়া।
বলয়ে 'ঈশ্বর' বিষ্ণু-মায়া-মুগ্ধ হইয়া॥
সর্ব্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচী-নন্দন।
দেখ তাঁ'র শক্তি এই ভরিয়া নয়ন॥

ইচ্ছা-মাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধ হইল।
কত কোটি মহাশঙ্খ বাজিতে লাগিল॥
কেবা রোদিলেক কলা প্রতি-দ্বারে-দ্বারে।
কেবা গায়, বা'র কেহ, পুষ্পবৃষ্টি করে॥
করিলেন মাত্র শ্রীধরের জল-পান।
কি চাহিল না জানি প্রেমের অধিষ্ঠান॥
ভকত-বাৎসল্য দেখি' ত্রিভুবন কান্দে।
ভূমিতে লোটায় কেহ কেহ নাহি বান্ধে॥
শ্রীধর কান্দয়ে ভূমে ধরিয়া চরণে।
উচ্চ করি' 'হরি' বলে সজল নয়নে॥
'কি জল করিল পান ত্রিদশের রায়!'
নাচয়ে শ্রীধর, কান্দে করে' 'হায় হায়'॥
ভক্ত-জল পান করি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর-অঙ্গনে নাচে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর॥
প্রিয়-গণে চতুর্দ্দিগে গায় মহারঙ্গে।
নিত্যানন্দ গদাধর শোভে দুই পাশে॥
খোলা-বেচা সেবকের দেখ ভাগ্য-সীমা।
ব্রহ্মা, শিব কান্দে যাঁর দেখিয়া মহিমা॥
ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি॥"

(চৈ ভা ম ২৩।৪০৬-৪৪৮, ৪৫৬-৪৭৭, ৪৭৯-৪৯৩)

শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাসলীলাবিস্তারের পূর্ব্বদিবস ভক্তগণকে নিরন্তর কৃষ্ণভজন করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীল শ্রীধর হাতে একটী লাউ লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে উপস্থিত হইলেন। পরদিন সন্ন্যাসলীলা-প্রকাশার্থ শ্রীনবদ্বীপ হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবেন, সুতরাং ভক্তের প্রীতি-উপহার ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া শ্রীগৌরহরি শ্রীশচীমাতাকে সেইদিনই লাউ রন্ধন করিতে বলিলেন। এমন সময় আর এক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীশচীমাতার অঙ্গনে কিছু দুগ্ধ-উপহার লইয়া উপস্থিত হইলেন। লাউ ও দুগ্ধ—উভয়ের একত্র সংযোগ দেখিয়া ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশচীমাতাকে দুগ্ধ-লাউ রন্ধন করিবার কথা বলিলেন।

অকস্মাৎ প্রভুর সন্ন্যাসলীলা-প্রকাশার্থ অন্যত্র গমনের কথা শ্রবণ করিয়া পরদিন প্রভুর অঙ্গনে আসিয়া শ্রীধর ভূলুণ্ঠিত হইয়া যে কিরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বর্ণন করিয়াছেন। ক্ষুদ্র জীবের তাহা বর্ণন করিবার সামর্থ্য নাই।

সন্ন্যাসলীলার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীশান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবনে দশদিন বাস করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীনবদ্বীপবাসী ভক্তগণের সহিত শ্রীল শ্রীধর আচার্য্য-ভবনে আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু নীলাচলে উপনীত হইলে প্রভুর সংবাদ লইয়া শ্রীনিত্যানন্দাদির ইচ্ছাক্রমে শ্রীকৃষ্ণদাস গৌড়দেশে আগমন করেন। তখন শ্রীল শ্রীধর শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে উপস্থিত হইয়া প্রভুর শ্রীনীলাচলে অবস্থিতির সমস্ত সংবাদ আর্ত্তিভরে শ্রবণ করিয়া প্রভুর বিরহ-দুঃখের কিছুটা লাঘব করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীধর প্রভুর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরথযাত্রার পূর্ব্বে প্রভুকে দর্শনার্থ শ্রীনীলাচলে গমন করিতেন।

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতিথি শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব-তিথি বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধি রহিয়াছে।

—(০)—

'শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে উৎসব', 'গৌড়ীয় মিশনের কাউন্সিলের অধিবেশন' ও 'গৌড়ীয় মিশনের ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন' প্রবন্ধদ্বয়ের ২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ** (ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের স্থলাভিষিক্ত অধস্তন)

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক— শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী, সহকারী —শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ; (২) শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিসুহৃৎ ভক্তিশাস্ত্রী, সহ—শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (৩) **আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ** (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ইত্যাদি ; (৪) শ্রীবাস-অঙ্গন (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫) শ্রীঅদ্বৈত-ভবন (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী ; (৬) শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাঠ, সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী ; (৭) শ্রীমঢ-অঙ্গন, সেবক— শ্রীভক্তজনপালক ব্রহ্মচারী ; (৮) শ্রীযোগাদ্যক্ষ-চত্র—"গৌড়ের নৈমিষ" (মাউগাছি, পোঃ জারগর, বর্দ্ধমান) সেবক— শ্রীউপেন্দ্রবিলাস দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৯) শ্রীঈদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ শ্রীমায়াপুর), সেবক—শ্রীসুরময়মুনিবন্দ্য ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১০) শ্রীবানন্দসুখদ-কুঞ্জ, শ্রীগোদ্রুম (পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া) সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১১) শ্রীসুবর্ণ-বিহার-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীগৌরীবিহারী ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১২) শ্রীমধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (রাউতারা, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (১৩) শ্রীকুলকুটীর (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (১৪) শ্রীএকায়ন-মঠ (গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, নদীয়া) সেবক— শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী ; (১৫) শ্রীমহেশ-পণ্ডিতের শ্রীপাট (কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী ; (১৬) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ (পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা) সেবক—শ্রীপাদ পদ্মপালপদ্মভৃক্ দাসাধিকারী ইত্যাদি, (১৭) শ্রীগোপালজী মঠ (জর্মলাপুর, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা) সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী ; (১৮) শ্রীজগন্নাথ- গৌড়ীয়মঠ (গোলকীবাড়ী রোড, ময়মনসিংহ) সেবক—শ্রীশিবদয়াস্তবিজ্ঞ বিদ্যারত্ন ইত্যাদি ; (১৯) আমলাযোড়া- প্রপন্নাশ্রম (পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীমন্মথমোহন ব্রহ্মচারী ; (২০) অম্বিকা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ অম্বিকা, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীঅচ্যুতপদ দাসাধিকারী ইত্যাদি, (২১) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ (চিকদিঘা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২২) পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিঠাপুর, পাটনা, বিহার) সেবক—শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ; (২৩) গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (রমণা রোড, গয়া, বিহার) সেবক—শ্রীপরমপদ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২৪) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ (৮।১৭ বড়পন্ডীবলিং, বেনারস সিটি, ইউ-পি) সেবক—শ্রীরঘুবানন্দ দাসাধিকারী ; (২৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ (এলাহাবাদ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ; (২৬) লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পরমেশ্বরীদয়াল বিল্ডিং, লাটুস্ রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী ; (২৭) শ্রীপরমহংসমঠ (পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২৮) মথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (বিশ্রামঘাট, মথুরা) সেবক—শ্রীসুদর্শন দাস ব্রহ্মচারী ; (২৯) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ (পুরাণগঞ্জর, শ্রীধাম-বৃন্দাবন, জিঃ মথুরা, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপ্রণতকরুণ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৩০) শ্রীকৃষ্ণ-বিহারী মঠ (রাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক —শ্রীদয়ানন্দদাস ব্রহ্মচারী ; (৩১) শ্রীব্রজবান্ধবসুখদকুঞ্জ (পোঃ শ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীইন্দ্রদেব দাসাধিকারী ; (৩২) শ্রীলক্ষ্মীবিহারী মঠ (পোঃ বর্ষাণা, মথুরা) সেবক—শ্রীরাম দাসাধিকারী ; (৩৩) শ্রীগৌরবিহারী মঠ (সেবদাসী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীগঙ্গাচরণ দাসাধিকারী ; (৩৪) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ (কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ;

(৩৫) শ্রীনারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীকিতিপাবন ব্রহ্মচারী ; (৩৬) দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৪৫নং হনুমান্ রোড, নিউ দিল্লী) সেবক—শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীব্রহ্মণ্যদেও দাসাধিকারী ; (৩৭) বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কল্যাণদাস বিল্ডিং, গোখালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ২৬)—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৩৮) মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ) সেবক—শ্রীপাদ ব্রজসুন্দর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীরাজ-গোপাল দাসাধিকারী ; (৩৯) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কক্কুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী, মাদ্রাজ), সেবক—শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী ; (৪০) শ্রীপুরুষোত্তমমঠ (চটক-পর্ব্বত, পোঃ পুরী) সেবক—শ্রীবাদরায়ানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৪১) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীগৌরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪২) শ্রীভক্তিগৌড়ীয়মঠ (পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী) সেবক—শ্রীবিশ্বম্ভরবিহারী দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৪৩) শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ (বাঙ্গালি, উড়িষ্যাবাজার, কটক) সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৪৪) পুঁড়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (২৪ পরগণা) সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী ; (৪৫) দার্জ্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কুচবিলা, দার্জ্জিলিং) সেবক—শ্রীনারায়ণভজন দাসাধিকারী ; (৪৬) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস (ব্রহ্মপুর, গঞ্জাম) সেবক—শ্রীবীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; (৪৭) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাস্তিবর্দ্ধক) (আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী ; (৪৮) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাস্তিবর্দ্ধক) পুরী, সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস ; (৪৯) শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠ 46, Christ Church Avenue, Brondesbury, London N.W. 6, সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী (Miss C. Bowtell) ; (৫০) বেমুণ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৬৩৬৪ নং ইট্, ইষ্ট বেমুণ) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫১) শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ (চট্টগ্রাম) সেবক—শ্রীজ্যোতিরভাস্বরূপ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫২) শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন, রঙ্গপুরকুণ্ডা, সেবক—শ্রীনরহরিদাস ব্রহ্মচারী ; (৫৩) ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইনষ্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীসত্যরূপ দাস অধিকারী ;(৫৪) শ্রীভাগবত-আসন ও প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কৃষ্ণনগর, সেবক—শ্রীপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী ; (৫৫) নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীব্রজকিশোর দাসাধিকারী ; (৫৬) পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস (কটক) সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (৫৭) শ্রীচৈতন্যমঠদাতব্য-চিকিৎ-সালয় (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—ডাঃ শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৫৮) পরবিদ্যাপীঠ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—পণ্ডিত শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর ; (৫৯) কাশীর সমাধি-পাট, সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীঅচ্যুতপ্রসাদ দাসাধিকারী ; (৬১) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ (চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীহরিমুরারি ব্রহ্মচারী ইত্যাদি; (৬২) শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ (বিদ্যানগর, পোঃ জামগর, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৩) শ্রীমহাদেব-গৌড়ীয়মঠাদন, সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৪) রাণাঘাটগৌড়ীয়মঠাদন, সেবক—শ্রীরামরাঘব ব্রহ্মচারী ; (৬৫) শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠ (পোঃ কালিয়াটি, ঢাকা) সেবক—শ্রীপতি — দাসাধিকারী; (৬৬) নরত্তোম-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ) সেবক—শ্রীহরিভোষণ দাসাধিকারী; (৬৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম, (পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম), সেবক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী; (৬৮) শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ (ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম) সেবক—শ্রীনৃপাত্রদাস অধিকারী ; (৬৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ (কিশোরপুরা, বৃন্দাবন) সেবক—শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ দাস অধিকারী ; (৭০) শ্রীরাধাকুণ্ডগোষ্ঠবাটী, সেবক—শ্রীহরিগোবিন্দ দাসাধিকারী ; (৭১) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাদন (গোবর্দ্ধন, মথুরা) সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (৭২) শ্রীভক্তিকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী), সেবক—শ্রীঅনাথদাস ব্রহ্মচারী ; (৭৩)নীলাকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী) সেবক - শ্রীগোঁসাই-গোবিন্দ দাসাধিকারী ইত্যাদি;(৭৪) বালেশ্বর-শ্রীগৌড়ীয়মঠপীঠ (বালেশ্বর সেবক—শ্রীরসিকানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৭৫) পরবিদ্যাপীঠ (নৈমিষারণ্য, নিমসার, ইউ-পি) সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বরদাস অধিকারী ; (৭৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (১৪১৪ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্, বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক—শ্রীগিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৭৭) শ্রীমাধবেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠ (রেমুণা, বালেশ্বর) সেবক—শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী।

ঢাকা—৪৮।১ ভগবৎসঙ্ঘমিতি রোড্, দি মঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

CENTRAL LIBRARY. UNIVERSITY. CALCUTTA

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্থিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

চতুর্বিংশ খণ্ড ৪১শ-৪৬শ সংখ্যা

১৬ ত্রিবিক্রম, ৪৬০ গৌরাব্দ ; ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ; ১লা জুন, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ

প্রবন্ধ-সূচী— ১। গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব ... ২৩১ ;

২। যুগ-ধর্ম্ম ২৫৯ ;

৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভ্রমণ-লীলার শ্রীপদাঙ্কপূত স্থান-সমূহ ২৬৫ ;

৪। শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভাগবতোৎসব প্রত্রদপটের ২য় পৃষ্ঠা ;

'গৌড়ীয়'-গ্রাহকগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী

১। কোনও প্রকার পার্থিব-মূল্যের অর্থাৎ টাকা-পয়সা-প্রভৃতির বিনিময়ে 'গৌড়ীয়' পাওয়া যাইবে না। লঘিমা বা স্বচ্ছন্দতা, দৃঢ়তা, প্রাপ্তিতা, অবিলুপ্ততা বা রক্ষতা, বীরজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে।

২। ঐহিকপার অকৃত্রিম-ভক্তি, সর্ব্বপার্থিবলক্ষণা সেবোন্মুখতা, যাবতীয় অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক দান ও অন্যান্য-ভাবি-কল্পিত উদ্দেশে ও বিষয়ে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধী হওয়া, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার আলোকিকত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ; জ্ঞান, অর্থ, বৃত্তি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমস্ত জীবনী-শক্তির দ্বারা পারমার্থের দৃঢ়ানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মূল্য 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির জন্য অত্যাবশ্যক।

৩। যাঁহারা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিতে একান্ত উন্মুখ, তাঁহাদিগকে 'গৌড়ীয়'র প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মর্ম্ম বা সার-তাৎপর্য্য হৃদয়ে গাঁথিয়া নিজের ভাষায় ও আচরণে পরীক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ভাগবত-জীবন-যাপনকারীর নম্র ও কৃপার নিরপরাধ ও অন্যাভিলাষ সুখানুসন্ধানাবেশশূন্য-চেতবৃত্তিতে 'গৌড়ীয়' বুঝা যায়, মেধা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বুঝা যায় না।

৪। বিষয়ভোগে অতিশয় লোভী, পুত্র-কলত্র-ধনাদিতে অতীব আসক্ত, আধাক্ষিক, বিড়ালতপ, দাম্ভিক-বৈষ্ণবে অন্তরে ভক্তিহীন, বিশেষতঃ ভক্তগণের প্রতি দ্বেষকারী ব্যক্তিকে বা তৎসঙ্গীকে ক্রয় ও অন্যভাবেও 'গৌড়ীয়' প্রদান করিলে অপরাধের অব্যাহতি নাই। বৃদ্ধিহীনতা, প্রমত্ত অবস্থা, ছড়াছড়িবিবেশ, ভক্তি-শৈথিল্য, নিজের ভক্তি (?) বা দেবার (?) কর্ত্তৃত্বের আস্ফালন-প্রবৃত্তি অপরাধের লক্ষণ এবং বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব, কলহ, বিষয়াবেশ (জড়ের প্রতি অপরিহার্য্য আসক্তি), অপ্রতিপত্তি (উদ্দেশ্যবিহ্বলতা) প্রভৃতি অনর্থ-কবলে আক্রান্ত ব্যক্তির করে 'গৌড়ীয়'র কখনও ভার বহিবে না।

৫। যাঁহারা ডাক-যোগে 'গৌড়ীয়' প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা ডাক-খরচ মাত্র প্রেরণ করিবেন। সাময়িক-ভাবে ঠিকানা-পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানীয় পোষ্ট-অফিসের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। প্রেরিত 'গৌড়ীয়' না পাইলে পনর দিনের মধ্যে না জানাইলে আর পাওয়া যাইবে না।

৬। 'গৌড়ীয়'-সম্বন্ধে চিঠিপত্রাদি সমস্তই কেবল-মাত্র 'সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন, ১৬এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা'— এই নামে ও ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। —কার্য্যাধ্যক্ষ, 'গৌড়ীয়'

Abbreviated Telegraphic Address of The Secretary, Gaudiya Mission, 16A Kaliprasad Chakravarti Street, P. O. Baghbazar, Calcutta is— "GAUDIYAMAT" Calcutta.

সম্পাদক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভাগবতোৎসব

আগামী ২৩শে শ্রাবণ, ৮ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার হইতে ২৫শে ভাদ্র, ১১ই সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ-প্রবর শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে ও গৌড়ীয়মিশনের পরিচর্য্যা-পরিষদের সেবা-উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীসারস্বতশ্রবণ-সদনে বার্ষিক শ্রীহরি-স্মরণ-মহোৎসব-উপলক্ষে অখিললোক-মঙ্গলার্থ মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-তিথি-পূজা কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

উৎসব-পঞ্জী

২৩শে শ্রাবণ, ৮ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার শ্রীপবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস; ২৪শে শ্রাবণ, ৯ই আগষ্ট, শুক্রবার শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের বিরহোৎসব; শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণোৎসব; ২৭শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট, সোমবার শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবব্রতোপবাস; ৩রা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস; ৪র্থী ভাদ্র, ২১শে আগষ্ট, বুধবার শ্রীশ্রীনন্দোৎসব; ৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট, শুক্রবার শ্রীঅজা একাদশীর উপবাস; ১৪ই ভাদ্র, ৩১শে আগষ্ট, শনিবার শ্রীঅদ্বৈতশক্তি শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব; ১৫ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর, রবিবার গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের ৫১তম বর্ষপূর্ত্তি-প্রাকট্যতিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব; ১৮ই ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, বুধবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোপবাস; ২২শে ভাদ্র, ৮ই সেপ্টেম্বর, রবিবার বিজয়া মহাদ্বাদশীর উপবাস; শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব; ২৩শে ভাদ্র, ৯ই সেপ্টেম্বর, সোমবার শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাব-উৎসব ও গৌড়ীয়মিশনের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অষ্টাধিক শততম-বর্ষপূর্ত্তি-প্রাকট্য-মহোৎসব, সাধারণ মহামহোৎসব; ২৪শে ভাদ্র, ১০ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব; ২৫শে ভাদ্র, ১১ই সেপ্টেম্বর, বুধবার শ্রীবিশ্বরূপ ও শ্রীভাগবত-মহোৎসব; প্রৌষ্ঠপদী পৌর্ণমাসী; সংকীর্ত্তনোৎসব-পূর্ণাহুতি।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান *

উষঃকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-সংকীর্ত্তন; পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ; ভক্তিগ্রন্থ-ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন। মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক-সংকীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান; অপরাহ্ণে—ভক্তিগ্রন্থালোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সদাচার-শিক্ষা; সন্ধ্যায়—সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ-ব্যাখ্যা বা পরমার্থ-বিষয়িণী বক্তৃতা; রাত্রিতে—সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

---

* দৈবানুরোধে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধ
দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রাণিমাত্রেরই মূলে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিস্তার।
মুমুক্ষুদিগের পক্ষে বৈরাগ্য অত্যাবশ্যক।
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
"দিগ্‌" দর্শিনী টীকা দ্রষ্টব্য।

২১শ খণ্ড | ১৬ ত্রিবিক্রম, ৪৬০ গৌরাব্দ ; ১৮ই বৈশাখ, ১৩৫৩ ; ১লা জুন, ১৯৪৬ | ৪১শ-৪২শ সংখ্যা

গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব

পূর্ব্ববংশ-পরিচয়—শ্রীকপিলেন্দ্রদেব

শ্রীকপিলেন্দ্রদেব বা শ্রীকপিলেশ্বরদেব উড়িষ্যার 'গজপতি'-রাজ্যের (১) প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ সূর্য্যবংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন বলিয়া কথিত হয়। শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের রাজ্যলাভ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে রক্ষিত 'মাদলা-পাঞ্জী'তে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়,—প্রাচ্যগঙ্গবংশের সপ্তদশের রাজা চতুর্থ নৃসিংহদেব

(১) উড়িষ্যার গজপতি-রাজগণ

শ্রীকপিলেন্দ্রদেব বা শ্রীকপিলেশ্বরদেব—শ্রীপার্ব্বতীদেবী
(১৪৩৫-৭০ খৃঃ)

শ্রীপুরুষোত্তমদেব—শ্রীকমলা বা শ্রীপদ্মাবতী দেবী
(১৪৭০-৯৭ খৃঃ)

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব বা শ্রীবীররুদ্রদেব—শ্রীগৌরী (পট্টমহাদেবী), শ্রীপদ্মা, শ্রীপদ্মালয়া, শ্রীইলা, শ্রীমহিলা, শ্রীভাগ্যবতী, শ্রীবিদ্যাধরকান্যি
(১৪৯৭-১৫৪০ খৃঃ)

পুরুষোত্তম বড়জেনা ('বড়জানা') | কালুঙ্গ-দেব (১৫৪০-৪১ খৃঃ) | কখাড়ুআ-দেব (১৫৪১-৪২ খৃঃ) | বীরভদ্রদেব | জগন্মোহিনী বা 'ভুক্তা' (বিজয়নগররাজ-কৃষ্ণদেব-রায়ের পত্নী)

গোবিন্দবিদ্যাধর (১৫৪২-৪৩ খৃঃ)

চক্রপ্রতাপ (১৫৪৩-৪৭ খৃঃ)

নরসিংহ সেনা (১৫৪৭-৪৯ খৃঃ) | রঘুরাম সেনা (১৫৪৯-৬০ খৃঃ)

মুকুন্দদেব হরিচন্দন (১৫৬০-৬৮ খৃঃ)

See R. D. Banerji's 'History of Orissa' (Vol. I), Calcutta, 1930, pp. 289-351 ; Rajendralal Mitra's 'Antiquities of Orissa' (Vol. II), Appendix, pp. 165-7 ; Epigraphia

অপুত্রক ছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রাজা মন্ত-ভাদুদেবকে আদেশ জানান যে, এমন একজন ব্যক্তিকে তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারিরূপে বরণ করিতে হইবে যিনি পরিত্যক্ত মৃত্তিকাস্তূপিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নৈবেদ্যের অবশেষ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করেন। অনুসন্ধান করিয়া রাজা শ্রী-হিমলাদেবীর মন্দিরের নিকটে সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় 'কপিল'-নামক এইরূপ এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় অনুচর-রূপে নিযুক্ত করিলেন। এক সুলতানের সহিত যুদ্ধিপূর্বভাবে সন্ধি-ব্যবস্থা করিবার পর শ্রীকপিল মন্ত্রি-পদে উন্নীত হইলেন। কালক্রমে মন্ত-ভাদুদেব তাঁহাকে উড়িষ্যার রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। কবি-বাসুদেব-রথ বিরচিত 'গঙ্গবংশানুচরিত'-নামক সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনানুসারে গঙ্গ-বংশীয় শেষ রাজা কক্ষলভাদু বিজয়যাত্রাকালে রাজ্যে অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহার মন্ত্রী শ্রীকপিলেন্দ্রদেব সিংহাসন অধিকার করেন। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, গঙ্গবংশীয় শেষ রাজা সান নরসিংহদেবের দুর্বলতার সুযোগ তাঁহার মন্ত্রী 'শ্রীকপিল সামন্তরায়' সিংহাসন অধিকার করেন। শ্রীকপিল সামন্তরায়ের পিতা যজ্ঞেশ্বর ও মাতার নাম 'বেলমা'। (১) শ্রীকপিলেন্দ্রদেব ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। (২) 'মদনপঞ্জী'-তীর্থ কটকনগরীতে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন।

'মাদলা-পাঞ্জী'র বর্ণনানুসারে শ্রীকপিলেন্দ্রদেব শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের বাহিরের প্রাচীর নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। (৩) শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে, শ্রীভুবনেশ্বরে এবং মন্ত্রদেশস্থ গঞ্জাম-জেলায় শ্রীকূর্মদেবের শ্রীমন্দিরে শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের অনেকগুলি অনুশাসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। (৪) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের বামপার্শ্বের প্রাচীর-গাত্রে শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের রাজত্বের চতুর্থ অঙ্কে অর্থাৎ ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় তিনি শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজা করিতে আসিয়াছিলেন এবং লবণ ও তিন্তুকের উপর কর রহিত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। ৪১তম অঙ্কে অর্থাৎ ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত স্থানে ক্ষোদিত একটি লিপি হইতে জানা যায়, ঐদিন শ্রীকপিলেন্দ্র-দেব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজা করিতে আসিয়াছিলেন এবং অনেক তৈজস-পত্র ও অলঙ্কার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবার জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল অলঙ্কারের অধিকাংশ এখনও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গে শোভিত হয়। শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে উৎকীর্ণ শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের তৃতীয়-লিপিটির তারিখ ৩৫তম অঙ্ক অর্থাৎ ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে ১৯তম অঙ্কে অর্থাৎ ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে ক্ষোদিত চতুর্থ লিপিটিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 'সন্ধ্যাধূপে'র পর হইতে 'ষড়শৃঙ্গার' পর্যন্ত তেলিঙ্গনার নর্তকগণের নৃত্য এবং চারিজন বৈষ্ণব-গায়কের শ্রীজয়দেব-কৃত শ্রীগীতগোবিন্দ গান করিবার আদেশ লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের রাজত্বের ১১তম অঙ্কে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমন্দিরের প্রাচীর-গাত্রের দক্ষিণপার্শ্বে উৎকীর্ণ একটি লিপি হইতে জানা যায়, শ্রীকপিলেন্দ্রদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবকে 'পুণ্ডরীকগোপ' নামে পরিচিত একখানা সাড়ী প্রদান করিয়াছিলেন। এই লিপিটির নিম্নে ৩১তম অঙ্কে

Indica, Vol. XIII, p. 155; Indian Antiquary, Vol. I, p. 355; 1929, pp. 28-33; M. M. Chakravarti's article on 'Uriya Inscriptions of 15th and 16th Centuries' in Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 62, Part I, pp. 88-104; Journal of the Bihar & Orissa Research Society, Vol. V, 1919, pp. 147-9; P. V. Kane's 'History of Dharmasastra' (Vol. I), Poona, 1930, pp. 410-14; The History of Medieval Vaisnavism in Orissa by Prabhat Mukherjee, Calcutta, 1940, pp. 41-8, 71-2, 130-35, 175-7, 182-4.

(১) "A New Copper-plate Grant of Kapilendra"—Raja of Tekkali, 'Sahakara' (Oriya Journal), Vol. XX, No. 9. (২) History of Orissa (Vol. I) by R. D. Banerji, p. 289. (৩) See 'The Types of Ancient Oriya Prose and Poetry' by Prof. A. B. Mohanty. (৪) History of Orissa (Vol. I), pp. 300-301; See "Uriya Inscriptions of the 15th and 16th Centuries" by M. M. Chakravarti in the Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1893.

অর্থাৎ ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই তারিখে উৎকীর্ণ আর একটি লিপিতে এইরূপ আছে—"হে শ্রীজগন্নাথদেব! তুমি আমার অন্তর ও বাহির সবই জান। আমার যত কিছু মূল্যবান্ দ্রব্যাদি আছে, আমি সকলই ব্রাহ্মণগণকে দান করিব।" শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের 'জয়-বিজয়'-তোরণের পার্শ্বে উপরি-উক্ত লিপিসমূহ দৃষ্ট হয়।

১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীকপিলেশ্বরদেব প্রজাবিদ্রোহ-দমনে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া একমাত্র শরণ্য প্রভু শ্রীজগন্নাথের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ইহার সাক্ষ্য সমসাময়িক একটী লিপিতে (১) পাওয়া যায়। শ্রীকপিলেশ্বরের উক্তিগুলি অনুশাসনের মধ্যে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে,—"হে শ্রীজগন্নাথদেব! তোমার এই দাস রাজ্যের উচ্চকর্মচারিগণকে জ্ঞাপন করিতেছে—আমি সৈন্যসামন্ত হইতে ভৃত্য পর্যন্ত সকলকেই আবাল্য স্নেহের চক্ষে দর্শন করিয়াছি, কিন্তু তাহারা বর্ত্তমানে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে; সুতরাং আমিও তাহাদিগের প্রতি যোগ্য ব্যবহার করিব। প্রভু শ্রীজগন্নাথদেব! আমার কার্য্যাবলীর ভালমন্দ বিচার করিও।"

গঙ্গাধর-বিরচিত 'গঙ্গাদাসপ্রতাপবিলাসম্' নামক একটি সংস্কৃত নাটকে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিজয়নগররাজ প্রতাপ-দেবরায়ের (দ্বিতীয় দেবরায়ের) মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র মল্লিকার্জ্জুন সিংহাসনে আরোহণ করিলে গজপতিরাজ (শ্রীকপিলেন্দ্রদেব) দক্ষিণদেশীয় সুলতানের (বাহমনী সুলতানের) সহিত মিলিত হইয়া বিজয়নগর আক্রমণ করেন, কিন্তু তাঁহারা মল্লিকার্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত হন। (২) এই উক্তি সাময়িক কিনা, তদ্বিষয়ে কোনও কোনও ঐতিহাসিক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। (৩)

মাদলা-পাঞ্জীর বিবরণানুসারে শ্রীকপিলেন্দ্রদেব পৌষী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে কৃষ্ণানদীর তীরে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীপুরুষোত্তমদেব*

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের নামে আরোপিত 'সরস্বতী-বিলাস'-নামক স্মৃতি-নিবন্ধ-গ্রন্থের (৪) প্রারম্ভে যে রাজবংশের প্রশস্তি আছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের ঔরসে ও তাঁহার মহিষী শ্রীপার্ব্বতীদেবীর গর্ভে শ্রী-পুরুষোত্তমদেব জন্মগ্রহণ করেন। (৫) শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের 'হাম্বীর'-নামক আর একজন পুত্রের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। 'গঙ্গবংশানুচরিত'-কাব্যে লিখিত বিবরণ-অনুসারে শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম 'হমীর-দেব'। শ্রীপুরুষোত্তমদেব জ্যেষ্ঠ পুত্র না হইলেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 62, Part I, pp. 95-96. (২) 'ৎ বিজয়-নগরীপুরন্দরে শ্রীমৎপ্রতাপদেবরাজে মহেন্দ্রসভালঙ্কারে সতি তৎকুমারেণ শ্রীমল্লিকার্জ্জুনরাজেন সাম্রাজ্যসিংহাসনমধিষ্ঠিতম্। তদাকর্ণ্য দক্ষিণসুরত্রাণেন গজপতিনা চ পূর্বপরাভূতাভ্যামুদ্ভাব্যমধিতহয়গজপদাতিভ্যাং সমুদ্রাভিযেণমকারি। বিজয়-নগরমাগত্য হিতং তাবদসহমানো গজবলং মৃগেন্দ্রশাব ইব গিরিকন্দরাদ্বিজয়নগরতঃ শ্রীমল্লিকার্জ্জুনরাজো বহির্নির্গত্য নিশিততর-করবালধারাজল-প্রবাহবাহিনীপূরে হয়পতি-গজপতি-সৈন্যমশেষমমজ্জয়ৎ।' —Sources of Vijayanagar History by S. K. Ayyangar, Madras, 1919, pp. 65-6. (৩) History of Orissa (Vol. I) p. 293. (৪) See 'Purushottama Gajapati' by Dr. N. Venkataramanayya in 'Proceedings and Transactions of the Eighth All-India Oriental Conference, Mysore', Bangalore, 1937, pp. 585-599. (৫) Dayabhaga, edited with English translation by Rev. Thomas Foulkes, London, 1881; Vyavahara-kanda, edited by Dr. R. Shama Sastry, Mysore, 1927. See P. V. Kane's History of Dharmasastra (Vol. I), Poona, 1930, pp. 410-414.

(৬) সা পার্ব্বতী নাম যথার্থনাম্নী, যাবাপ সাপত্ন্যমিলারমাভ্যাম্।
কণ্ঠং গৃহীত্বা কপিলেশ্বরস্য, সা গদ্গদাপত্যবতীমতানীৎ॥
সা পার্ব্বতী সকলগণ্যগুণাতিরেকং, ভূপালমৌলিমণিরঞ্জিত-পাদপীঠম্।
তস্মাদসূত পুরুষোত্তমনামধেয়ং, বিস্মারিতারিবরণীশ্বর-ভাগধেয়ম্॥
(সরস্বতীবিলাস, মহীশূর-সংস্করণ, ৬ পৃষ্ঠা)

আদেশে শ্রীকপিলেন্দ্রদেব তাঁহাকেই রাজসিংহাসনের আবা উত্তরাধিকারি-রূপে মনোনীত করেন। 'গঙ্গবংশানুচরিত'-কাব্যে বর্ণিত আছে,—শ্রীপুরুষোত্তম-দেবের ভ্রাতৃগণ ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনিই যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মনোনীত রাজা, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেব ইহাতে স্বীকৃত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে বিনম্র হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাদি নিক্ষেপ করিতে থাকেন। কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে অক্ষত অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া তাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যান।

১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের অন্যতম পুত্র কুমার-হাম্বীর দাক্ষিণাত্যাভিমুখে অভিযান করেন। এই সময়েই শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের বিরুদ্ধে তাঁহার সৈন্য-সামন্ত, অমাত্য-প্রজাগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম-দেবের কথা ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কিছু শুনা যায় না। উক্ত প্রজাবিদ্রোহ-দমনের পর হইতেই শ্রীপুরুষোত্তমদেব রাজশাসনের নাট্যমঞ্চে আবির্ভূত হন। তৎপরেই শ্রীকপিলেশ্বরদেব শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে তাঁহার নিশ্চিত উত্তরাধিকারিরূপে মনোনীত করিয়া নিজ জীবিতকালেই উড়িষ্যার সিংহাসনে স্থাপন করেন। শ্রীকপিলেশ্বরদেবের দেহত্যাগের পর কুমারহাম্বীর ভ্রাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন ও বাহমনী-সুলতানের শরণাপন্ন হইয়া শ্রীকপিলেশ্বরদেবের অধিকৃত তেলেঙ্গ-প্রদেশস্থ রাজ্যের বিনিময়ে সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাহমনী-সুলতান এই সুযোগ উপেক্ষা না করিয়া 'নিজাম্-উল্-মুল্‌ক্ বাহ্‌রী' নামক সেনাপতির নেতৃত্বে হাম্বীরকে সাহায্য করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন এবং অচিরেই বরদল, কণ্ডনীর, রাজ-মহেন্দ্রী প্রভৃতি প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। হাম্বীরের এই চক্রান্তে শ্রীপুরুষোত্তমদেব সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। ইহার পর কয়েক বৎসর কাল শ্রীপুরুষোত্তমদেবের আর কোন সংবাদ অনুসন্ধানাদিতে পাওয়া যায় না। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার রাজত্বের পুনরভ্যুদয়ের ইতিহাস পাওয়া যায়। 'শ্রীসরস্বতীবিলাসে'র বর্ণনানুসারে শ্রীপুরুষোত্তমদেব হাম্বীরকে পরাজিত এবং উড়িষ্যার হৃত-স্থানসমূহের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। (১) শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে উড়িষ্যা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। সুলতানগণ তেলেঙ্গ প্রদেশ অধিকার করিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীপুরুষোত্তমদেব তেলেঙ্গদেশ আক্রমণ ও রাজমহেন্দ্রী অধিকার করিয়া এস মহম্মদ শাহের সহিত সাক্ষাদ্ভাবে বিরোধ করিলেন। সুলতান সৈন্যগণের সহিত রাজমহেন্দ্রীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেই হিন্দুরাজগণ পলায়ন করিলেন। নাদুব নরসিংহ সুরক্ষিত শিবির পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে সরিয়া গেলেন; শ্রীপুরুষোত্তমদেব গোদাবরীনদী উত্তীর্ণ হইয়া নিজ-রাজ্যমধ্যে অপসরণ করিলেন; শ্রীপুরুষোত্তমদেবের সাহায্যকারী 'হাম্বীর' কণ্ডনীর-দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন। মহম্মদ শাহ্ নির্বাধে রাজমহেন্দ্রীতে আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন। দুর্গাধিপতি বাধাদান নিরর্থক বুঝিতে পারিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন।

অতঃপর সুলতান তেলেঙ্গদেশ-আক্রমণ ও রাজমহেন্দ্রী-অধিকারের অপরাধহেতু শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে উড়িষ্যামধ্যে অগ্রসর হইয়া উৎকল-দেশকে উৎসন্ন ও অধিবাসিগণকে হত্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেব তাঁহার পিতার প্রাণরক্ষা প্রিয় ২৩টি হস্তী প্রদান করিয়া সুলতানের সহিত সন্ধি করিলেন।

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর বাহমনীরাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে শ্রীপুরুষোত্তমদেব পুনরায় তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সুযোগ লাভ করিলেন। পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হর্থ মহম্মদ শাহ্ দুর্ব্বল রাজা ছিলেন। তিনি সামন্তগণের উপর স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন না। ফলে রাজশক্তি অতি সত্বর হীন্ হইয়া পড়িল। তথাপি ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তেলিঙ্গনা ও গোদাবরী প্রদেশ হর্থ মহম্মদ শাহের অধীনস্থ শাসকগণের অধীনে রহিয়া গেল।

১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীপুরুষোত্তমদেব দক্ষিণদেশে অগ্রসর হইয়া কাসা-উল্-মুল্‌ক্ ও অন্যান্য মুসলমান শাসকগণকে বিতাড়িত করিয়া গোদাবরী-প্রদেশ অধিকার করিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেব পৈতৃক রাজ্য আংশিকভাবে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন।

(১) Sarasvati-vilasa : The Adyar Mss. Library, Madras.

কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ দেশে প্রাপ্ত শ্রীপুরুষোত্তমদেবের অনুশাসনসমূহ হইতে দেখা যায় যে, শ্রীপুরুষোত্তমদেব কোণ্ডবীড়ু অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোণ্ডবীড়ুতে ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে-ক্ষোদিত একটি লিপি হইতে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে তাঁহার তাৎকালিক রাজ্যবিস্তৃতির আভাস পাওয়া যায়। ১৪১২ শকাব্দের (১৪৮৯-৯০ খৃঃ) এক তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, শ্রীপুরুষোত্তমদেব অম্মনাব্রলী-সিংহের (Ammanabroli Simha) অন্তর্গত 'পোতবরম্' (Potavaram) গ্রামখানি ব্রহ্মকুণ্ডী বা গুণ্ডলকম্মার (Gundlakamma) তীরবর্ত্তী চদলবাড় (Chadalavada) গ্রামের লিঙ্গোদ্ভব-মহাদেবের মন্দিরের জন্য দান করিয়াছিলেন। (১) এই সকল প্রমাণ হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে শ্রীপুরুষোত্তমদেব কৃষ্ণানদী ও গুণ্ডলকম্মার মধ্যবর্ত্তী দেশ জয় করিয়াছিলেন। 'শ্রীসরস্বতী-বিলাসে' উক্ত হইয়াছে—শ্রীপুরুষোত্তমদেব কর্ণাটক-রাজ নরসিংহকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিয়াছিলেন এবং তিনি জীবন ভিক্ষা চাহিলে তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন। (২) ১৫০০ খৃষ্টাব্দের অনন্তবর্ম্মন্ অনুশাসনে ইহার সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। এতদনুসারে কর্ণাটক-রাজ নরসিংহ শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে উদয়গিরিদুর্গ-প্রদানের বিনিময়ে নিজে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই সকল লিপি-অংশ সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সালুব-নরসিংহ উদয়গিরি-প্রদেশ সংরক্ষণার্থ আসিয়া যুদ্ধে শ্রীপুরুষোত্তম-কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দী হন এবং উদয়গিরি-দুর্গ-সমর্পণপূর্ব্বক নিজ স্বাধীনতা লাভ করেন। পর্ত্তুগীজ লেখক নুনেজ (Fernao Nunez) ঐ সকল প্রমাণ সমর্থন করিয়াছেন। কথিত আছে যে, দুর্গত্রয়ের অন্যতম উদয়গিরি সালুব-নরসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কিন্তু নরসিংহ সমরাভাবে উহা পুনরায় দখল করিতে পারেন নাই। এই দুর্গ ১৫১৩ খৃঃ পর্য্যন্ত গজপতি-গণের অধীনে ছিল। এই সময়ে কৃষ্ণদেব রায় ইহাদিগকে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে সেবারের মত বিতাড়িত করেন। এইরূপে শ্রীপুরুষোত্তমদেব তাঁহার রাজত্বকালের শেষ-ভাগে তাঁহার চতুরাজ্য সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তমদেব 'কাঞ্চী কাবেরী'-নামক উড়িয়া কাব্যে বর্ণিত কাঞ্চী-উপাখ্যানের (৩) নায়করূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাহাতে বর্ণিত আছে, শ্রীপুরুষোত্তমদেবের সহিত কাঞ্চী-নগরীর রাজকুমারী শ্রীপদ্মাবতীদেবীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইলে কাঞ্চীরাজ পাত্র দেখিতে আসিলেন। তখন শ্রীরথযাত্রা। উড়িষ্যার মহারাজগণের প্রাচীন নিয়ম-অনুসারে শ্রীপুরুষোত্তমদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-কালে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে স্বর্ণসম্মার্জ্জনীর দ্বারা রথের পথ পরিষ্কার করিতেছিলেন। কাঞ্চীরাজ তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া চণ্ডালের কার্য্যকারী ঝাড়ুদারের নিকট কন্যা দান করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কাঞ্চীরাজ শ্রীগণেশের সেবক ছিলেন, কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্মান করিতেন না। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের যে কৈঙ্কর্য্য ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দেবগণও অভিলাষ করেন, প্রাকৃত গর্ব্বে স্ফীত কাঞ্চীরাজ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। গজপতি শ্রীপুরুষোত্তমদেব এইরূপ অবমাননার উপযুক্ত শাস্তি দিয়া কাঞ্চীরাজের নিরর্থক গর্ব্বকে খর্ব্ব করিবার অভিলাষে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—তিন বৎসর তিনমাস তিন-দিনের মধ্যে রাজকুমারীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া প্রকৃতপক্ষেই তাঁহাকে একজন ঝাড়ুদার চণ্ডালের সহিত বিবাহ দিবেন। তিনি বিপুল সৈন্য লইয়া কাঞ্চীনগর-অভিমুখে অভিযান করিলেন, কিন্তু প্রথমে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন। (৪) ইহার পর লেখকের অবমাননা করিয়া কাঞ্চীরাজ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবেরই অবমাননা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার শাস্তি-বিধান-কল্পে রাজা শ্রীশ্রীজগন্নাথের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিকট হইতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া তিনি পুনরায় কাঞ্চী-অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পথে পুরী হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে সমুদ্রের ধারে 'আনন্দপুর' নামক গ্রামে 'মালিকা'-নামে এক ভক্তিমতী গোয়ালিনী রাজাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে একটি অঙ্গুরীয় দেখাইল

(১) Epigraphia Indica, XIII, p. 155. (২) Sarasvati-vilasa : The Adyar Mss. Library. (৩) Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol. V, 1919, Pt. 1, p. 147 ; Prabhat Mukherjee's History of Medieval Vaisnavism in Orissa, pp. 45-46. (৪) Sterling's Orissa, p. 129.

এবং বলিল যে, রাজার দুইজন অশ্বারোহী সৈনিক তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তাহার নিকট হইতে দধি দুগ্ধ-ক্ষীর খাইয়া পরিবর্ত্তে অঙ্গুরীয়টি তাহাকে দিয়াছেন এবং উহা রাজাকে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে রাজার নিকট হইতে দধির মূল্য লইতে বলিয়াছেন। অঙ্গুরীয়টি দেখিয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেব অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন যে ঐ সৈনিকদ্বয় আর কেহ নহেন—স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরাম তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন। রাজা মালিকাকে বহুমানে ও ভূমিদানে পুরস্কৃত করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং কাঞ্চীরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন। যুদ্ধকালে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরাম কাঞ্চী-নগরীকে নিরস্ত্র করিয়া দিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেব কাঞ্চীরাজের রত্নসিংহাসনটি লইয়া গেলেন এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় সমর্পণ করিলেন। কাঞ্চীরাজকুলের পূজিত গণেশকেও তিনি পুরীতে লইয়া আসিলেন। কথিত হয় যে, এই গণেশ নানাভাবে শ্রীপুরুষোত্তমদেবের যুদ্ধে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন; এইজন্য ইনি 'ভক্ত-গণেশ' নামে খ্যাত হন। এই গণেশ-মূর্ত্তি সেই সময় হইতে অদ্যাপি 'কাঞ্চীগণেশ' বা 'ভক্ত-গণেশ' নামে অভিহিত হইয়া শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের কূর্ম্মবেড়ের মধ্যে পশ্চিম দুয়ারা বা বাঙ্গদ্বারের সংলগ্ন একটি মন্দিরে বিরাজমান আছেন। কাঞ্চী-রাজকুমারী শ্রীপদ্মাবতীকে পুরীতে লইয়া আসিয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেব পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে একজন ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীপুরুষোত্তমদেব যখন শ্রীরথযাত্রাকালে সম্মার্জ্জনীদ্বারা পথ পরিষ্কার করিতেছিলেন, এমন সময়ে মন্ত্রী রাজকুমারী শ্রীপদ্মাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া রাজার হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেবের প্রতিজ্ঞাও এইভাবেই রক্ষিত হইল।

এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে 'কাঞ্চী-কাবেরী' নামে এক বাংলা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। (১) কাঞ্চী-কাবেরী-অভিযানের ঘটনাবলী মাদলা-পাঞ্জীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের জগমোহনের প্রাচীর-গাত্রে উক্ত ঘটনাবলীর চিত্র-সমূহ অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। (২) তাহাতে বীর-সজ্জায় অশ্বে আরোহণ করিয়া কাঞ্চী-অভিমুখে গমন-রত শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীবলরামের মূর্ত্তিও অঙ্কিত আছে। শ্রীপুরুষোত্তমদেব ও শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের সমসাময়িক (?) কবি শ্রীবলরামদাস তাঁহার 'বেড়া-পরিক্রমা'-নামক উড়িয়া গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণের মতে শ্রীপুরুষোত্তমদেব ১৪৬৯ বা ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চী-অভিযান করিয়াছিলেন। (৩)

'শ্রীসরস্বতী-বিলাস'-গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়, শ্রীপুরুষোত্তমদেবের মহিষী অর্থাৎ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের মাতার নাম ছিল 'রূপাদিকা'। (৪) কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে শ্রীপদ্মাবতী ও শ্রীরূপাদিকা অভিন্না এবং কাহারও কাহারও মতে তিনি কর্ণাটরাজ সালুব নরসিংহের কন্যা। (৫) কেহ কেহ বলেন,—যে কাঞ্চীরাজের বিরুদ্ধে শ্রীপুরুষোত্তমদেব যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম 'কলেবর'। (৬)

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের জনন্দবর্ধন্ অনুশাসন হইতে জানিতে পারা যায়,—তাঁহার পিতা শ্রীপুরুষোত্তমদেব কর্ণাটদেশের রাজধানী 'বিদ্যানগরী' বা 'বিদ্যানগর' আক্রমণ করিয়া কর্ণাটরাজ নৃসিংহকে (সালুব নরসিংহ) পরাজিত

---

(১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীসুকুমার সেন, ১৫০-১৫৩ পৃষ্ঠা। (২) See "The Early Oriya Writers" by B. C. Mazumdar in Asutosh Mukherji Silver Jubilee Volumes (Vol. III, Orientalia), University of Calcutta. (৩) The Historical Inscriptions of Southern India by R. Sewell & S. K. Aiyangar, p. 224.

(৪) রূপাদিকা রূপিতরম্যশীলা; ভূপালমৌলেঃ পুরুষোত্তমস্য।
কল্যত্রমাসীৎ কমলায়তাক্ষী, সমোদয়া সা রময়া চ বাচা॥
(সরস্বতীবিলাস, মহীশূর-সংস্করণ, ৭ পৃষ্ঠা)

(৫) R. D. Banerji's History of Orissa (Vol I), p. 320; History of Medieval Vaisnavism in Orissa by Prabhat Mukherjee, p. 184. (৬) Op. cit., p. 47.

করিয়াছিলেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিজয়নগরই 'বিদ্যানগরী' বা 'বিদ্যানগর'। (১) শ্রীপুরুষোত্তমদেব বিদ্যানগর হইতে শ্রীসাক্ষিগোপালের শ্রীবিগ্রহ তাঁহার রাজধানী কটকে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং তথা হইতে মাণিক্য-সিংহাসন লইয়া আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই সিংহাসনের উপরেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীশ্রীবলরাম-দেব ও শ্রীশ্রীসুভদ্রাদেবী অদ্যাবধি অধিষ্ঠিত আছেন। (২) এতৎসম্বন্ধে এবং শ্রীপুরুষোত্তমদেব ও তাঁহার মহিষীর ভগবদ্ভক্তির কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ আছে,—

"উৎকলের রাজা—শ্রীপুরুষোত্তম-নাম।
সেই দেশ • জিনি' নিল করিয়া সংগ্রাম॥
সেই রাজা জিনি' নিল তাঁ'র সিংহাসন।
'মাণিক্য-সিংহাসন' নাম অনেক রতন॥
পুরুষোত্তম-দেব সেই বড় ভক্তরাজ।
গোপাল-চরণে মাগে,—'চল মোর রাজ'॥
তাঁ'র ভক্তিবশে গোপাল তাঁ'রে আজ্ঞা দিল।
গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল॥
জগন্নাথে আনি' দিল মাণিক্য-সিংহাসন।
কটকে গোপাল-সেবা করিল স্থাপন॥
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল-দর্শনে।
ভক্তি করি' বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে॥
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল, মনেতে চিন্তয়॥
'ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসায় পরাইত॥'
এত চিন্তি' নমস্করি' গেলা স্বভবনে।
রাত্রিশেষে গোপাল তাঁ'রে কহেন স্বপনে॥
'বাল্যকালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি'।
মুক্তা পরাঞাছিল বহু যত্ন করি'॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছয়ে নাসাতে।
সেই মুক্তা পরাহ, যাহা চাহিয়াছ দিতে॥'
স্বপ্নে দেখি' সেই রাণী রাজাকে কহিল।
রাজাসহ মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল॥
পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিঞা।
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা॥
সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি।
এই লাগি' 'সাক্ষিগোপাল' নাম হৈল খ্যাতি॥"

(চৈ চ ম ৫।১২০-১৩৩)

শ্রীপুরুষোত্তমদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের 'ভোগমণ্ডপ'-নামক তৃতীয় মণ্ডপটি নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, 'মাদলা-পাঞ্জী'তে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে। এই রীতি-অনুসারে উড়িষ্যার প্রধান প্রধান মঠসমূহে সর্ব্বত্র তিনটি মণ্ডপ (জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ) দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীপুরুষোত্তমদেবের কয়েকটি অনুশাসন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে উৎকীর্ণ আছে।

শ্রীপুরুষোত্তমদেব অপ্রাকৃত সাহিত্য-রসিক ও কবি ছিলেন। শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'শ্রীপদ্যাবলী'তে 'শ্রীপুরুষোত্তমদেব' বা 'গজপতি শ্রীপুরুষোত্তমদেবে'র রচিত সাতটি পদ্য উদ্ধার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' (৩) এবং ১১২৭ শকাব্দে (=১২০৫ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ লক্ষ্মণসেনের 'মহাসামন্তচূড়ামণি' বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-নামক (৪) দুইটি কোষকাব্য-গ্রন্থে 'পুরুষোত্তমদেবে'র রচিত বলিয়া যথাক্রমে একটি (৩৯সংখ্যক পদ্য) ও চারিটি (১।৪৮।৩; ১।৭১।৪; ২।৩৩।৫; ২।৮৮।৩) পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু ঐ দুই গ্রন্থের রচনাকাল গজপতি শ্রীপুরুষোত্তমদেবের আবির্ভাবকালের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব এইসকল পদ্য 'পুরুষোত্তমদেব'-নামক অন্য কোনও কবির রচিত। শ্রীপদ্যাবলী-ধৃত গজপতি শ্রীপুরুষোত্তম-দেবের পদ্যসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১) See 'Sources of Vijayanagar History' by Prof. S. Krishnaswami Ayyangar, University of Madras, 1919, pp. 106, 170; History of Medieval Vaisnavism in Orissa, p. 47. (২) History of Orissa (Vol. I), p. 316. • বিদ্যানগর বা বিজয়নগর। (৩) Ed. by Dr. F. W. Thomas, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1912, Bibliotheca Indica, New Series No. 1309. (৪) Ed. by Mm. Pt. Ramavatara Sarma and Dr. Har Dutt Sharma, The Punjab Oriental Series No. XV, Lahore, 1933.

"অধরে বিনিহিতবংশং, চম্পককুসুমেন কলিতোত্তংসম্[১] ।
বিনতং দয়ানমংসং, যায়ং[২] নমামি সততং জিতকংসম্ ॥
কালিন্দীজলকেলিলোলতরলীবাতীচলীনান্তিকা
নির্গত্যাঙ্গজলানি সান্দ্রিতভয়াদালোকা সর্ব্বা দিশঃ ।
তীরোপান্তবিলম্বিকুঞ্জভবনে গূঢ়ং চিরাৎ পঙ্কজঃ
শৌরেঃ সম্প্রতি বিস্মিতা বিরচতে সাকূত-বেণুধ্বনিঃ ॥
মনোরম্যাঃ মন্মথবাণবাল্য,-দাবেদস্তীব তনোবিকারৈঃ[৩] ।
দীনাস্যা বাচমুবাচ রাধা, তদা তদালীজনসমুখে সা ॥
যাতাতাঃ প্রাহরস্তাঃ প্রণয়বহুধনো বিগলিতো
দুরাশা যাতা মে পরিণতিমিয়ং[৪] প্রাপিতমপি ।
যথেষ্টং চেষ্টাভিঃ বিরচিতবিধ্যাতযশসো
বিভাবা মদ্যেতে শিথিলমধুসুধাংশু-প্রভৃতয়ঃ ॥
যা কৃষ্ণ পঙ্কজদৃশঃ পঙ্কজশ্রীঃ শরীরে
যা সিক্ত সান্দ্রকরুণরসেন বাণ্যা ।
অঙ্গানি তৎপ্রণয়ভঙ্গবিগর্হিতানি
নালম্বিতুং ক্ষণমপি[৫] ক্ষমতেহদ্য জীবঃ ॥
কথং তাস্থ বল্লভয়া কিতব যাস্যস্থি গোপাঙ্গনাঃ
প্রেমাণং ন হি দন্তি যাস্তব হরে কিং তাস্থ তে কৈতবম্?
এষা হন্ত হুতাশনা যদভবং ঘন্যোক্তানা পরং
জ্ঞেয়াঃ প্রণয়োহধুনা খলু মম প্রাণৈঃ সমং যাস্যতি ॥
গোপীজনালিঙ্গিতমধ্যভাগং, বেণুং ধমন্তং[৬] ভুবনৈকনেত্রম্ ।
কালেবরে প্রস্ফুটরোমবৃন্দঃ, নমামি কৃষ্ণং জগদেকবন্ধুম্[৭] ॥"
(শ্রীপদ্মাবলী ৪৮, ১৫৬, ১৬১, ২২০ ২২১, ২২৪, ২৯৩)

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কবি ভট্টনারায়ণ-কর্তৃক বিরচিত 'বেণীসংহার'-নামক সংস্কৃত নাটকের অবলম্বনে শ্রীপুরুষোত্তমদেব 'অভিনববেণীসংহরণম্'-নামক একটি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন। (৮) উহা উড়িষ্যা হইতে প্রকাশিত 'প্রাচী' নামক ইংরেজী সাময়িক-পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। নাটকের মঙ্গলাচরণে শ্রীপুরুষোত্তমদেব শ্রীনারায়ণের এবং শ্রীদুর্গার বন্দনা করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উড়িষ্যার গজপতি শ্রীপুরুষোত্তমদেব-প্রণীত 'অভিনব-গীতগোবিন্দ'-নামক একটি গ্রন্থের পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন। (৯) উহা শ্রীজয়দেব-কৃত-শ্রীগীতগোবিন্দের আদর্শানুসরণে রচিত হইয়াছে।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব

শ্রীপুরুষোত্তমদেব ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের নামে আরোপিত 'শ্রীসরস্বতীবিলাস' নামক স্মৃতি-গ্রন্থের পুষ্পিকায় শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব 'গজপতি', 'গৌড়েশ্বর', 'নব-কোটিকর্ণাটক-কলবুরিগেশ্বর' (অর্থাৎ কর্ণাটদেশের 'গুলবর্গা'-নগরীর অধিপতি) প্রভৃতি উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। (১০) 'বীরশ্রীগজপতি-গৌড়েশ্বর-নবকোটিকর্ণাটক-কলবুরিগেশ্বর' এই উপাধি কতিপয় অনুশাসন-লিপিতে শ্রীকপিলেন্দ্রদেব এবং শ্রীপুরুষোত্তমদেবের প্রতিও প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীসরস্বতী-বিলাসের 'প্রবন্ধবংশাবতরণ'-নামক প্রথম বিলাস হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব গৌড়-দেশাধিপতির দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন এবং শরণাগত সুলতান হুসেন শাহকে রক্ষা করিয়াছিলেন। (১১) শ্রীপ্রতাপরুদ্র-দেব পরম বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। (১২) মহানদী-তীরস্থ কটকনগরী শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের

১। বিরচিতোত্তংসম্ ; ২। যান্তং ; ৩। তনোবিকারৈঃ ; ৪। পরিণতিরিয়ং ; ৫। কথমপি ; ৬। ধ্বনন্তং ; ৭। বন্ধুম্ ; —ইতি পাঠান্তরাণি। (৮) See Prabhat Mukherjee's History of Medieval Vaisnavism in Orissa, pp. 48, 51, 71. (৯) Haraprasad Shastri's Report (1895–1900), p. 18. See History of Classical Sanskrit Literature by Dr. M. Krishnamachariar p. 339. (১০) 'ইতি বীরশ্রীগজপতি-গৌড়েশ্বর-নবকোটিকর্ণাটক-কলবুরিগেশ্বর-শরণাগত-জমুনাপুরাধীশ্বর-হুসনসাহিসুরত্রাণ শরণরক্ষণ-শ্রীদুর্গাবরপুত্র-পরমপবিত্র-চরিত্র-রাজাধিরাজপরমেশ্বর-শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবমহারাজবিরচিতে স্মৃতিসংগ্রহে সরস্বতীবিলাসে' ইত্যাদি—Catalogue of Sanskrit Mss. at the India Office Library in London, Ed. by Dr. Eggelling, p. 419, No. 1404 ; Mysore edition, pp 12, 62, 78, 220, 503. (১১) '…গৌড়েন্দ্র-মানমর্দনো…শরণাগতহুসনশাহিসুরত্রাণ-বদ্ধপরো রাজাধিরাজপরমেশ্বরঃ প্রতাপরুদ্রো গজপতির্নাম।'—শ্রীসরস্বতীবিলাস, মহীশূর-সংস্করণ, ১১ পৃষ্ঠা। (১২) 'শ্রীবীররুদ্রো গজপতিঃ…পুণ্ডরীক ইব কপিলায়তলোচনাসক্তঃ, যামন ইব পিঙ্গলায়তলোচনঃ…' ; '…প্রবোধাখ্যায়িকানাম, অভিনেতা নাটকানাং…' —শ্রীসরস্বতীবিলাস, ৯. ১০-১১ পৃষ্ঠা।

রাজধানী ছিল। (১) শ্রীসরস্বতীবিলাসে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের শ্রীপদ্মা, শ্রীপদ্মালয়া, শ্রীইলা ও শ্রীমহিলা (?) নামে চারিজন মহিষীর উল্লেখ আছে। (২) শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের অন্যান্য কয়েকজন মহিষীর নাম ওড়িয়া-লেখকগণের গ্রন্থাদি হইতে জানা যায়। দিবাকরদাস-প্রণীত 'শ্রীজগন্নাথচরিতামৃত'-গ্রন্থ-অনুসারে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের 'পট্টমহাদেবী' বা প্রধানা মহিষীর নাম—শ্রীগৌরীদেবী। ইনি অভিষেকী শ্রীজগন্নাথ দাসের শিষ্যা হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বর-দাস 'ভানুমতী' নামে এবং সুদর্শনদাস 'বিদ্যুৎকান্তি' নামে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের আরও দুইজন মহিষীর উল্লেখ করিয়াছেন। তথাকথিত অনন্তানন্দের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-অনুসারে (সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ, ১০৩ পৃষ্ঠা) শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রদেবের একজন মহিষীর নাম 'চন্দ্রকলা'; কিন্তু উহার প্রামাণিকতা সন্দেহযোগ্য। 'শ্রীসরস্বতী-বিলাসে' 'শ্রী-পুরুষোত্তম' নামে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের এক পুত্রের উল্লেখ আছে। (৩) সম্ভবতঃ ইনিই 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' (অ ১।১৯) ও 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' (৬।৬৫) উল্লিখিত 'শ্রীপুরুষোত্তম জানা'। (৪) ইতিহাসে 'শ্রীকালুআ-দেব', 'শ্রীকখাড়ুআ-দেব' ও 'শ্রীবীরভদ্রদেব' নামে শ্রীপ্রতাপরুদ্র-দেবের আরও তিনজন পুত্রের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শ্রীকালুআ-দেব ও শ্রীকখাড়ুআ-দেব শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের পরে যথাক্রমে ১৫৪০-৪১ খৃষ্টাব্দ ও ১৫৪১-৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার রাজত্ব করিয়াছিলেন। (৫) শ্রীবীরভদ্রদেব ১৫১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'কোণ্ডবীডু দণ্ডপাটে'র রাজপ্রতিনিধিরূপে শাসনকর্ত্তা ছিলেন। (৬) ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে বিজয়নগররাজ শ্রীকৃষ্ণদেব রায় কোণ্ডবীডু আক্রমণ করিয়া শ্রীবীরভদ্রদেবকে বন্দী করিয়াছিলেন। (৭) 'শ্রী-জগন্মোহিনী' বা 'তুকা' নামে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের এক কন্যার উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। বিজয়নগররাজ শ্রীকৃষ্ণদেবরায় তিন চারিবার গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার কিয়দংশ অধিকার করিলে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব শ্রীকৃষ্ণদেব-রায়ের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহার কন্যা শ্রীজগন্মোহিনীর বিবাহ দেন এবং যৌতুক-স্বরূপ তাঁহার অধিকৃত কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ সমস্ত দেশ শ্রীকৃষ্ণদেবরায়কে প্রদান করেন। (৮) এইরূপ কথিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণদেবরায় শ্রীজগন্মোহিনীদেবীকে অনাদর করায় তিনি 'কম্বম' নামক স্থানে (Kambam in the Cuddapah district) নির্জ্জনে বাস করিতেন। 'তুকা-পঞ্চকম্' নামক নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত কবিতাটি তাঁহারই রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি। (৯)

তুকা-পঞ্চকম্

"তুকা নাম গজপতিপুত্রী কৃষ্ণদেবরায়পত্নী

চরন্ বনান্তে নবমঞ্জরীষু
ন ষট্পদো গন্ধফলীমজিঘ্রৎ।
সা কিং ন রম্যা স চ কিং ন রম্যা
বলীয়সী কেবলমীশ্বরাজ্ঞা ॥ ১ ॥
যা কিংশুক প্রকটয়ান্বনিমেষযাঞ্চং
মন্যন্তকে বিরহবতীতি মধুব্রতোঽয়ম্।
কিং মালতীবিরহবেদনয়া ত্বধীরং
দৃষ্ট্বা প্রসূনমচিরাদনলম্প্রয়েণ ॥ ২ ॥

---

(১) '··· মহানদীজলমধ্যমধ্যাসীনাং ··· কটকনগরীং ···' —শ্রীসরস্বতীবিলাস, ১১ পৃষ্ঠা। (২) '···পরিণেতা পদ্মাপদ্মালয়েলামহিলামহিলানাম্···', '·····পদ্মাপদ্মালয়েলামহিলাভিঃ সমং সম্মানয়ন্···' (১১ পৃষ্ঠা)। (৩) '···স্বয়ং পুরুষোত্তমোঽপি পুরুষোত্তম-তনয়ঃ, স্বয়ং পুরুষোত্তমতনয়োঽপি পুরুষোত্তম-জনকঃ, স্বয়ং পুরুষোত্তমজনকোঽপি পুরুষোত্তম-প্রিয়সেবকঃ।' (১০ পৃষ্ঠা)। (৪) 'পুরুষোত্তম-জানারে তেঁহ কৈল পরিহাস। সেই জানা তা'রে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস॥' (চৈ চ অ ১।১২); 'মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কুমার। পুরুষোত্তম জানা নাম, সর্ব্বাংশে সুন্দর।'—শ্রীভক্তি-রত্নাকর (৬।৬৫)। (৫) History of Orissa (Vol. I), p. 337. (৬) A Sketch of the Dynastics of Southern India, p 48. (৭) History of Orissa (Vol. I), pp. 324, 327; Sources of Vijayanagar History, p. 133. (৮) History of Orissa (Vol. I), pp. 326-7; Sources of Vijayanagar History, pp. 116,132,143-5,155; A Forgotten Empire by R. Sewell, p. 320. (৯) Sources of Vijayanagar History, pp. 143-4.

ত্রয়ন্ত্র ভ্রমতা দিগন্তরালে
ক্বচিদাস্বাদিতমৌক্তিতঃ শ্রুতং বা।
বহ সত্যমপাস্ত পক্ষপাতং
যদি জাতীকুসুমায়তে কবিঃ পুষ্পম্ ॥ ৩ ॥
কুসুমানি লিখন্ত নাম চিত্রে
কতিচিৎকাকবিশেষবচনিকাঃ।
সুরভিত্বমহমি কিং লভন্তে
কিমু চৈতেষু রসং লিখন্তি ভৃঙ্গাঃ ॥ ৪ ॥
কিং মালতি ম্লায়সি যার বিহায়
চুচুম্ব তুণ্ডীকুসুমং ষড়ঙ্ঘ্রিঃ।
লোকে চতুর্ভিশ্চতুরৈঃ পশুঃ স্যাৎ
স ষড়্ভিরত্যর্থপশুর্ন কিং স্যাৎ ॥ ৫ ॥"

শ্রীকৃষ্ণমিশ্রকৃত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-নাটকের টীকাকার নাদিগুলগোপাল তাঁহার টীকার মঙ্গলাচরণে (১) শ্রীপ্রতাপরুদ্র-দেবের কন্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণদেবরায়ের বিবাহের কথা এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—

"প্রতাপরুদ্রস্য গজেশ্বরস্য, পুত্রীং পবিত্রীকৃতভূতধাত্রীম্।
প্রভাগ্রহীষ্যঃ প্রকটপ্রতাপো, ভদ্রাং সুভদ্রামিব পাণ্ডবেয়ঃ।
তস্য শ্রীকৃষ্ণরায়স্য প্রাণায়াণ্যধুরন্ধরঃ।
কুলক্রমাগতো মন্ত্রী সাম্বভিন্নচমূপতিঃ ॥"

শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীলক্ষ্মীধর-কৃত 'অদ্বৈত-মকরন্দে'র স্বকৃত-টীকায় গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব-কর্ত্তৃক কর্ণাটরাজ শ্রীকৃষ্ণরায়ের পরাজয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (২)

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরিপোষক

কেহ কেহ মনে করেন—'শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব প্রথমে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, (৩) বস্তুতঃ শ্রীপুরুষোত্তমদেব ও তাঁহার মহিষী কিরূপ ঐকান্তিক বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুর 'শ্রীস্তবাবলী'তে ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর 'শ্রীচরিতামৃতে' তথা বিবিধ অনুশাসন-লিপিতে ও ইতিহাসের পত্রে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। ঐরূপ বৈষ্ণবতার পারিপার্শ্বিকতায় আবাল্য প্রতিপালিত, শ্রীশ্রীরামানন্দ-শ্রীকাশীমিশ্র-শ্রীসার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যাদির পরম প্রিয় ব্যক্তি কখনই কোন অবৈদিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইতে পারেন না। শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা হইবার পর হইতেই প্রত্যহ নিয়ম করিয়া রাজগুরু শ্রীকাশীমিশ্রের পাদসম্বাহন ও শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা-পারিপাট্যের কথা শ্রবণ করিতেন। ইহা হইতেই তাঁহার বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি অকৃতপূর্ব্ব আচরণময়ী নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় (চৈ চ অ ৯।৮১-৮২),—

"প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যতদিন রহে তিঁহো শ্রীপুরুষোত্তমে॥
নিত্য আসি' করে মিশ্রের পাদসম্বাহন।
জগন্নাথ-সেবার করে' বিজ্ঞান শ্রবণ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনলাভের পূর্ব্ব হইতেই গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র প্রতি বৎসর রথযাত্রাকালে রথের পথে ঝাড়ু দিতেন; শ্রীরায়রামানন্দাদি-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথা আস্বাদন করিতেন। পূর্ব্ব হইতেই শ্রীপ্রতাপরুদ্র-দেবের শ্রীমন্মহাপ্রভুপাদের যে যথেষ্ট অধিকার ছিল, তাহা 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়নাটক', শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ সাক্ষ্য প্রদান করেন।

শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও শ্রীরামানন্দ-রায়

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আদিকবি শ্রীশ্রীল রায়-রামানন্দপ্রভু 'শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকে' গজপতি শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রের অমিতপ্রতাপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

"যন্নামাপি নিশম্য সন্নিবিশতে সেকন্দরঃ কন্দরং
স্বং বর্গং কলবর্গভূমি-তিলকঃ সাম্রং সমুদ্বীক্ষতে।
যেনে তর্জ্জয়তুর্ভতির্জয়দিবারণ্যং নিজং পত্তনং
যাতব্যাগ্র-পয়োধি-পোতগমিব স্বং বেদ গৌড়েশ্বরঃ॥
কাবেরীহ্রদবিলাস ঈশ্বরগিরেরৈতং সুধাদীধিতে-
র্নির্য্যাসস্তহিনাচলস্য যমকং ক্ষীরাম্বুরাশেরসৌ।
সারঃ শারদবারিদস্য কিমপি স্বর্বাহিনীবারিণো
বৈরাজ্যং বিমলীকরোতি সততং যৎকীর্ত্তিরাশির্জগৎ॥
যদ্দানাম্বুকদম্ব-নির্ম্মিতনদী-সংঘের-হর্ষাদসৌ
রিঙ্গত্তুঙ্গ-তরঙ্গ-নিঃস্বন-মিষাৎ প্রস্তৌতি বা বারিধিঃ।

(১) Op. cit., p. 145. (২) Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal by S. K. De, Calcutta, 1942, p. 67. (৩) Orissa and Her Remains by Manomohan Ganguly, Calcutta, 1912, p. 19; Rev. Long in the Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. xxviii, Nos. i-v (1859).

নিত্যপ্রস্তুতপ্রস্তুতিরভিস্যুতং মনো নাকিনাং
যেনৈতৎ প্রতিমাচ্ছলেন বসতী মুক্তিং ন প্রার্থিতম্।
তেন প্রতিভট-নৃপষট্টা-কালাগ্নি-রুদ্রেণ শ্রীমৎপ্রতাপ-
রুদ্রেণ শ্রীহরিচরণমধিকৃত্য কমপি প্রবন্ধমভিনেতুমাদিষ্টো-
ঽস্মি।" (প্রথম অঙ্ক)

যাঁহার নাম শুনিয়াই সেকন্দর-নামক যবনরাজ গিরি-গহ্বরে প্রবেশ করেন কলবর্গদেশের (Gulbarga) রাজা নিজ পরিজনকে সাশ্রুনেত্রে দর্শন করেন, তর্জ্জর নৃপতি নিজ রাজধানীকে জীর্ণ অরণ্যের ন্যায় মনে করেন এবং গৌড়াধিপতি নিজেকে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পোতাশ্রয়ের ন্যায় বোধ করেন; কৈলাস-পর্ব্বতের কায়ব্যূহস্বরূপ, চন্দ্রের দ্বিতীয়স্বরূপ, হিমাচলের নির্য্যাস-সদৃশ, ক্ষীর-সমুদ্রের যমজ-স্বরূপ, শারদ মেঘের সার ও মন্দাকিনী-জলের এক অপূর্ব্ব দ্বিধাবিভক্ত রাজ্যতুল্য যাঁহার কীর্ত্তিরাশি সর্ব্বক্ষণ জগতের বিমলতা সম্পাদন করিতেছে; যাঁহার দানকালে প্রসৃত জলরাশিদ্বারা সৃষ্ট নদীর সঙ্গলাভজনিত হর্ষভরে ঐ সমুদ্র যাঁহাকে বীরপতি তুঙ্গ তরঙ্গের শব্দচ্ছলে স্তুতি করিতেছে; যৎকর্ত্তৃক দেবতাগণের মন নিত্য অনুষ্ঠিত (নিমিত্ত) যজ্ঞ-দ্বারা (সপ্তসূত্রদ্বারা) সর্ব্বতোভাবে আবদ্ধ (গ্রথিত) হওয়ায় উহারা (দেবগণ) প্রতিমাচ্ছলে এই রাজসভা ত্যাগ করেন না,—প্রতিপক্ষ-নৃপকুলের প্রলয়াগ্নি-রুদ্রস্বরূপ সেই শ্রীমৎ-প্রতাপরুদ্রকর্ত্তৃক শ্রীহরিপাদপদ্ম-অবলম্বনে কোন প্রবন্ধ (নাটক) অভিনয় করিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।

শ্রীশ্রীল রায়রামানন্দ শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকে (৪।১) শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবকে 'সুকৃত-সমূদ্র' ও 'শশিকিরণ হইতেও সুশীতল' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব যে অসামান্য পরবিদ্যোৎসাহী, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পদারবিন্দ-লুব্ধ অনন্যাশ্রিতভক্তজনপ্রিয় ছিলেন, শ্রীশ্রীরায়রামানন্দের শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকের গীতসমূহের ভণিতায় তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়,—

"গজপতিরুদ্রনরাধিপচেতসি জনয়তু মুদমনঘবারম্।
রামানন্দরায়কবি-ভণিতং মধুরিপুরূপমুদারম্।" (১ম অঙ্ক)
'গজপতিরুদ্র-মনোহরমহরহরিদমতু রসিকসমাজম্।
রামানন্দরায়কবি-ভণিতং বিদধাতু হরিপদভাজম্।" (২য় অঙ্ক)
"রুদ্রনৃপমাশু বিদধাতু সুখনতুলম্।
রামপদধাম-কবিরায়কৃতমুজ্জ্বলম্।" (৩য় অঙ্ক)
"গজপতিরুদ্রং সুকৃতসমুদ্রং শশিকিরণাদপি শীতম্।
রামানন্দরায়কবি-ভণিতং সুখয়তু রুচিরং গীতম্।" (৪র্থ অঙ্ক)
"প্রথয়তু রুদ্ররূপে সুখমমৃতম্।
রামানন্দভণিত-হরিরমিতম্।" (৫ম অঙ্ক)

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীনীলাচলে শুভবিজয়ের পূর্ব্বেই অর্থাৎ বহির্জ্জগতে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপালাভের পূর্ব্বেই শ্রীপ্রতাপ-রুদ্র অপ্রাকৃত কবিকুলতিলকোপম শ্রীরামানন্দরায়দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের কেলিরসগর্ভ 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' রচনা করাইয়াছিলেন; সুতরাং শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীপ্রতাপরুদ্রের চিত্তে তাঁহার অলক্ষিতভাবে আবির্ভূত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যপ্রেষ্ঠজন শ্রীশ্রীরামানন্দের প্রতি গজপতিকে অনুরাগী করাইয়াছিলেন। যিনি শ্রীরামানন্দের কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়াছেন, তাঁহার আর দুষ্প্রাপ্য কি আছে?

শ্রীরামানন্দ রায় প্রাকৃত কবিগণের ন্যায় অর্থ বা প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল হইয়া কোন নৃপতির নিরর্থক যশোগান করেন নাই। তিনি শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের নিত্য সেবকেরই গুণগৌরব গান করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকার ও কৃপালাভ

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপা-প্রসঙ্গ 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক', 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য', 'শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত', 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি লীলাগ্রন্থে কিছু কিছু বৈচিত্র্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ লীলালেখক-গণের বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিলেও কোন বিরোধ নাই; কিন্তু আধাক্ষিক গবেষকগণ প্রাকৃত স্মারক অবধারণ করিতে না পারিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন।

শ্রীল কবিকর্ণপুরের উক্তি

শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র প্রারম্ভে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"নির্ম্মোৎপাদ্যহমীয়তে প্রতিদিনং যস্য প্রতাপানলঃ
সাধূনাং সুখদো বিপক্ষদলবাত্যাহস্র দাহোদ্যমঃ।
প্রাগেব স্ফুটনে বিশঙ্কিতবিধু যজ্ঞোত্থণাঃ প্রাকৃতৈঃ
শ্রীসেনাবরসৈরকারি বহুভির্ব্যাপ্তাম্বরে বহ্নিঃ॥
সোঽয়ং মূর্ত্তিমানিব নিরহীকৃতঃ পরাক্রমঃ ক্রমসমুপচীয়-
মানভগবদ্ভাব-স্বভাবস্বয়মাবির্ভূতশান্তিরসাবগাহনির্ম্মলমনস্ত-

ত্বয়াঽবিষয়া শম ইব শরীরী শরেষ্বপি মনসি ন নিধায়ঃ বিষয়বাসনাঃ করোতি।" (প্রথম অঙ্ক)

যাঁহার প্রতাপাগ্নি ধূমরহিত হইয়াও প্রতিদিকে অনুমিত হয়, যিনি সজ্জনগণের সুখদান করেন ও বিপক্ষরূপ পতঙ্গসমূহের দহনকার্য্যে সমর্থ এবং যাঁহার প্রতাপানলের উত্তাপের আরম্ভেই পাছে ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ হয়, এই ভয়েই যেন মহাবিষ্ণু পৃথিব্যাদি বহু আবরণের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগ লেপন করিয়াছেন,—সেই মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব যেন মূর্ত্তিমান্ পুঞ্জীভূত-পরাক্রম। তাঁহার ক্রমবর্দ্ধমান শ্রীভগবদ্-ভক্তির স্বভাবে স্বয়ং আবির্ভূত শান্তরসে অবগাহন-হেতু রজস্তমোগুণ দূরীভূত হইলে বোধ হইতেছে যেন শান্তরসই শরীর ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় তিনি (আপনার কথা দূরে থাকুক) অপরেরও মনে বিষয়-বাসনা হউক, এরূপ ইচ্ছাও করিতেছেন না।

'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে'র সপ্তম অঙ্ক হইতে দশম অঙ্কে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের প্রসঙ্গ আছে। অষ্টম অঙ্কের নাম 'শ্রীপ্রতাপরুদ্রানুগ্রহ'

শ্রীল কবিকর্ণপুর-গোস্বামি-প্রণীত 'শ্রীচৈতন্যচরিতমহা-কাব্যে' (১৩।২৫-২৬) শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের বিষয়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"গজপতি-করদণ্ডখণ্ডখণ্ডী,-কৃতসকলারিরশেষবিঘ্নহর্ত্তা।
নৃপতিগণপতিঃ প্রতাপরুদ্রো, রবিরিব যঃ প্রতপত্যসৌ সদৈব॥
স তু লঘুতর-সেবকায়মানঃ
করকলিতামলহৈমমার্জ্জনীকঃ।
কিমপি গুরুভয়োর্বিহারলীলাঃ
পরিকলয়ন্ গতসর্ব্বচেষ্ট আসীৎ॥"

গজরাজের শুণ্ডাদণ্ডদ্বারা যিনি সকল শত্রুকে খণ্ডখণ্ড করিয়াছেন, অশেষ বিঘ্নের হরণকারী, রাজমণ্ডলীর অধিপতি এবং সর্ব্বদাই সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী, সেই মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব অত্যন্ত সামান্য সেবকের ন্যায় হইয়া কর-কমলে নির্ম্মল সুবর্ণ-মার্জ্জনী ধারণপূর্ব্বক সেই শ্রীনীলাচলচন্দ্র ও শ্রীগৌরচন্দ্রের অনির্ব্বচনীয় বিহার-লীলা দর্শন করিয়া সর্ব্বচেষ্টাশূন্য হইয়াছিলেন।

'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে'র ত্রয়োদশ সর্গে (৭৮-৮৭ শ্লোক) ও ঊনবিংশ সর্গে (৬৫-৯৯ শ্লোক) শ্রীপ্রতাপরুদ্র-দেবের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় উক্ত হইয়াছে,—

"ইন্দ্রদ্যুম্নো মহারাজো জগন্নাথার্চ্চকঃ পুরা।
জাতঃ প্রতাপরুদ্রঃ সন্ সখ ইন্দ্রেণ সোঽধুনা॥"
(১১৮ শ্লোক)

পূর্ব্বে যিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চক মহারাজ শ্রীইন্দ্র-দ্যুম্ন ছিলেন, তিনিই এখন ইন্দ্রসখ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চায় বর্ণনা

শ্রীমুরারিগুপ্তের নামে আরোপিত 'কড়চা' বা 'শ্রীশ্রী-কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত', ('অমৃতবাজার-কার্য্যালয়' হইতে প্রকাশিত চতুর্থ-সংস্করণ, শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৩) গ্রন্থের চতুর্থ প্রক্রমের 'শ্রীপ্রতাপরুদ্রানুগ্রহ'-নামক ষোড়শ সর্গে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"রাজা গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনার্থে শ্রীরামানন্দসহ শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া প্রীতি, আদর ও বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সাঙ্গোপাঙ্গ গৌর-চন্দ্রের দর্শন কিরূপে হইতে পারে—বলুন দেখি।' শ্রীসার্ব্ব-ভৌম বলিলেন,—'মহারাজ! তোমার পক্ষে তাঁহার দর্শন-লাভ বড়ই দুর্ঘট ব্যাপার; অন্য উপায়ে তোমার দর্শন করিতে হইবে, কিন্তু সম্মুখে নয়। মহারাজ! যখন তাঁহারা সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইবেন, তখনই তুমি ঐ পরমেশ্বর-যুগলকে দর্শন করিবে।' সমুৎকণ্ঠিত রাজা প্রহসিতবদনে তখন বলিলেন,—'ভাল, তাহাই হউক; তবে আপনারা তাহাই করিবেন, যাহাতে শীঘ্রই দর্শন পাইতে পারি।' যুগল পরমেশ্বর তখনই কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন—এই সংবাদ পাইয়া রাজা গিয়া সেই করুণাসমুদ্রদ্বয়কে দর্শন করিলেন। অশ্রু-কম্প-পুলকাদিতে এবং নাসার লালা ও মুখামৃত প্রভৃতিতে মণ্ডিতদেহ দুই প্রভুকে দেখিয়া রাজাও অশ্রু-পুলকপূর্ণ হইলেন। রাজা তৎপরে প্রীতমনে নিজমন্দিরে গিয়া শয়ন করিলে স্বপ্নে দেখিলেন—সেই বিগ্রহদ্বয়ই কীর্ত্তনানন্দ করিতে করিতে রত্নসিংহাসনোপরি শোভা-বিস্তারকারী হইয়াছেন। অনন্তর নিত্য পূর্ণবিলাসবৈভববিশিষ্ট রামকৃষ্ণকে সুখে দেখিয়া রাজা কিছু বলিতে বলিতে ব্যগ্রতা-সহকারে ভূমিতে দণ্ডবৎ করিয়া উঠিলেই দেখিলেন যে, সেই প্রভুযুগলই বিরাজ করিতেছেন। এইরূপে রাজা তিনবার

স্বপ্ন দেখিয়া প্রেমবিহ্বল হইয়া কাঁদিতেছেন, তৎপর গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক শীঘ্রই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণকমল-সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মুহুর্মুহু ভূমিতে পড়িয়া রোদন করিলেন—প্রভুর চরণকমল হৃদয়ে ধরিয়া সেই সর্ব্বেশ্বর আদিপুরুষকে স্তব করিতে লাগিলেন,—'হে জগদীশ! হে প্রেমময়প্রকাশ! হে সকলজননিবাস! হে আনন্দময়! হে অনন্তশয্যায় শায়িত! তোমার জয় হউক, জয় হউক!! নিজ ভক্তগণের মতিরূপ মত্তভ্রমরগণ-কর্ত্তৃক তোমার চরণকমল চুম্বিত হইতেছে। হে দীনবন্ধো! বিরহাতুর আমাকে পালন কর।' মহাবিভূতিময় জগৎপতি প্রভু এই স্তবকারী রাজাকে শৃঙ্গারময়ময় নিজ বৈভববিশিষ্ট মহাদ্ভুত ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইলেন। প্রেমোদ্দাম গৌর-চন্দ্র নিরন্তর নেত্রভৃঙ্গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরমমধুর পূর্ণ আনন্দ দেখাইয়া বিজয় করিতেছেন! স্বয়ং নিত্যানন্দও দিব্য-মাধুর্য্যপূর্ণ বৈভব এবং প্রেমোন্মাদে কল্যাণময় অথচ নিজ শান্তস্বরূপ বিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন!! গৌরচন্দ্র ঊর্দ্ধহস্তদ্বয়ে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়াছেন, মধ্যহস্তদ্বয়ে ও বক্ষঃস্থলে বংশী স্থাপন করিয়া মহাসুন্দর হইয়াছেন, আর অধঃস্থিত হস্ত-যুগলে তিনি পরম সুমধুর নৃত্যবেশ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এইভাবে রাজা শ্রীগৌরাঙ্গের সকল অঙ্গটি প্রেমময়ই দেখি-লেন। রাজা এই মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সুমধুর রাস-লীলার স্মরণে প্রেমাশ্রুপুলকে ব্যাপ্ত হইয়া কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিতে করিতে নৃত্য করিলেন। এই শ্লোকগুলি পরমমাধুর্য্যসার শ্রীমদ্ভাগবতেরই এবং শ্রীগোপীজনমণ্ডলীতে স্তম্ভপ্রকাশকারী শ্রীরামকৃষ্ণের স্বানন্দভাবোদ্গারেরই নির্দ্দেশক। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ ৩৪ অধ্যায়ে,—'কোনও সময়ে (হোলি-পূর্ণিমায়) রজনীযোগে অদ্ভুত-প্রভাবসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ব্রজনারীগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ব্রজবিপিনে বিহার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রণয়িনী প্রেয়সীবৃন্দ তাঁহাদিগের উপলক্ষ্যে সুমধুর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন—উভয়ের দেহ অলঙ্কৃত ও বিবিধ অঙ্গরাগে সুলিপ্ত, কণ্ঠে বনমালা এবং পরিধানে সুনির্ম্মল বসন। সান্ধ্য আকাশে চন্দ্রমা ও তারকামণ্ডলীর উদয় হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা প্রদোষকালের সমর্দ্ধনা করিলেন। তখন উভয়ে সর্ব্বপ্রাণীর মনঃশ্রবণ-মঙ্গল সঙ্গীতালাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।' মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দনকে ষড়্ভুজমূর্ত্তি দেখিয়া এবং রোহিণী-নন্দন শ্রীনিত্যানন্দ-রামকেও দেখিয়া সকল মহাজন এবং শ্রীসার্ব্বভৌমাদি পুলক ও অশ্রুধারায় ব্যাপ্তকলেবর হইয়া নিত্য শ্রীকৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তনরসে মগ্ন হইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন।" *

শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনা

'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র বর্ণনানুসারে জানা যায়, যে সময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রথম শ্রীনীলাচলে শুভবিজয় করিয়া-ছিলেন, সেই সময় উৎকলাধিপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র যুদ্ধ-অভিযান-উপলক্ষে বিজয়নগরে গমন করিয়াছিলেন,—

"যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে।
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়নগরে।
অতএব প্রভু না দেখিলা সেইবারে॥"

(চৈ ভা অ ৩।৫১-২৭০)

শ্রীমন্মহাপ্রভু কিছুকাল নীলাচলে বাস করিবার পর গৌড়দেশে বিজয় করেন এবং রামকেলি হইতে পুনরায় নীলাচলে বিজয় করেন। প্রভুর পুরীতে বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র শ্রীপ্রতাপরুদ্র স্বীয় রাজধানী কটক হইতে পুরীতে আগমন করেন এবং প্রভুর সহিত সাক্ষাৎকার-লাভের জন্য শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিতে থাকেন। রাজার আর্ত্তি-দর্শনে ভক্তগণ অন্তরালে থাকিয়া রাজাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিবার যুক্তি প্রদর্শন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদে নৃত্যকালে প্রভুর শ্রীমুখে লালা ও শ্রীঅঙ্গ ধূলিধূসরিত-দর্শনে রাজা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ-সাত্ত্বিকভাব বুঝিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাত্রে স্বপ্নযোগে রাজা শ্রীজগন্নাথদেবকে লালাধূলাময়রূপে দর্শন করেন। স্বপ্নে রাজা শ্রীজগন্নাথদেবকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীজগন্নাথ রাজাকে অনুযোগ দিয়া বলেন,—"তোমার কর্পূরচন্দনলেপিত অঙ্গ আমার লালাধূলাময় শরীর স্পর্শ করিবার যোগ্য নহে।" সেই সময় শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহাসনে রাজা শ্রীচৈতন্যদেবকে ধূলিধূসরিত দেখিয়া স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীগৌরহরি শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে বলেন,—"তুমি যখন আমাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছ, তখন আমাকে কি জন্যই বা স্পর্শ করিতে চাহ?"

* শ্রীবৎসরিষদাসজী-মহাশয়ের অনুবাদ

নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া রাজা অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবে' ও 'শ্রীজগন্নাথদেবে' অচিন্ত্য-ভক্তির উদ্রেক হইল। একদিন সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু পুষ্পোদ্যানে উপবিষ্ট ছিলেন, শ্রীপ্রতাপরুদ্র একাকী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-সন্নিধানে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া সাত্ত্বিকবিকারে পরিপ্লুত ও প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন। রাজার শরীরে বিষ্ণুভক্তিচিহ্ন দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু রাজার অঙ্গে শ্রীহস্ত প্রদান করিলেন। প্রভুর শ্রীহস্তস্পর্শে রাজা সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম ধারণপূর্ব্বক প্রেমক্রন্দন করিতে করিতে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন,—

"ত্রাহি ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব্বজীব-নাথ।
মুঞি-পাতকীরে কর' শুভ দৃষ্টিপাত॥
ত্রাহি ত্রাহি স্বতন্ত্রবিহারি কৃপাসিন্ধু!
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু!
ত্রাহি ত্রাহি সর্ব্বদেব-বন্দ্য রমাকান্ত!
ত্রাহি ত্রাহি ভক্তজন-বল্লভ একান্ত!
ত্রাহি ত্রাহি মহাগুহ্য-সর্ব্বরূপধারি!
ত্রাহি ত্রাহি সংকীর্ত্তন-লম্পট মুরারি!
ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব-গুণ-নাম!
ত্রাহি ত্রাহি পরমকোমল গুণধাম!
ত্রাহি ত্রাহি অজ-ভব-বন্দ্য-শ্রীচরণ!
ত্রাহি ত্রাহি সন্ন্যাস-ধর্ম্মের বিভূষণ!
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু!
এই কৃপা কর' নাথ! না ছাড়িবা কভু॥"

(চৈ ভা অ ৪।১৯২-১৯৮)

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের এই কারুণ্যময় স্তবন শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কৃপাশীর্ব্বাদ ও উপদেশ প্রদান করিলেন,—

"প্রভু বলে,—'কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণকার্য্য বিনা তুমি না করিবা আর॥
নিরন্তর কর' গিয়া কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
তোমার রক্ষিতা বিষ্ণুচক্র সুদর্শন॥
তুমি, সার্ব্বভৌম, আর রামানন্দ রায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইনু এথায়॥
সবে এক বাক্য মাত্র পালিবা আমার।
মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার॥
এবে যদি আমারে প্রচার কর' তুমি।
তবে এথা ছাড়ি' সত্য চলিযাও আমি॥"

(চৈ ভা অ ৪।২০০-২০৪)

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের গলার মালা শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। প্রভুর আজ্ঞামালা পাইয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্র পূর্ণকাম হইলেন এবং নিরন্তর শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মধ্যানে আবিষ্ট হইলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' (ম ১০।৩-৬) দৃষ্ট হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সর্ব্বপ্রথমে নীলাচলে আগমন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিলেন,—

"শুনিলাঙ তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হইতে আইলা, তেঁহো—মহা-কৃপাময়॥
তোমারে বহু কৃপা কৈলা, কহে সর্ব্বজন।
কৃপা করি' করাহ মোরে তাঁহার দর্শন॥"

(চৈ চ ম ১০।৫-৬)

তখন,—

"ভট্ট কহে,—'যে শুনিলা সব সত্য হয়।
তাঁর দর্শন তোমার ঘটন না হয়॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহেন নির্জ্জনে।
স্বপ্নেহ না করেন তেঁহো রাজ-দরশনে॥
তথাপি প্রকারে তোমা করাইতাম দরশন।
সম্প্রতি করিলা তেঁহো দক্ষিণ গমন॥"

(চৈ চ ম ১০।৭-৯)

অতঃপর শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মধ্যে যে সংলাপ হইয়াছিল, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"রাজা কহে,—'জগন্নাথ ছাড়ি' কেনে গেলা?'
ভট্ট কহে,—'মহান্তের এই এক লীলা॥
তীর্থ পবিত্র করিতে করে' তীর্থ ভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥
ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

'বৈষ্ণবের হয় এই এক স্বভাব নিশ্চল।
তেঁহো জীব নহেন, হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥'
রাজা কহে,—'তাঁরে তুমি যাইতে কেনে দিলে ?
পায় পড়ি' যত্ন করি' কেনে না রাখিলে ?'
ভট্টাচার্য্য কহে,—'তেঁহো স্বয়ং ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তেঁহো নহে পরতন্ত্র ॥
তথাপি রাখিতে তাঁরে মহাযত্ন কৈনু।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ভাব রাখিতে নারিনু ॥'
রাজা কহে,—'ভট্ট! তুমি বিজ্ঞশিরোমণি।
তুমি তাঁরে 'কৃষ্ণ' কহ, তাতে সত্য মানি ॥
পুনরপি ইহাঁ তাঁর হৈলে আগমন।
একবার দেখি' করি সফল নয়ন ॥'
ভট্টাচার্য্য কহে,—'তেঁহো আসিবে অল্পকালে।
রহিতে তাঁর এক স্থান চাহিয়ে বিরলে ॥
ঠাকুরের নিকট, আর হইবে নির্জ্জনে।
এমত নির্ণয় করি' দেহ' এক স্থানে ॥'
রাজা কহে,—'ঐছে কাশীমিশ্রের ভবন।
ঠাকুরের নিকট, হয় পরম নির্জ্জন ॥'
এত কহি' রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হঞা।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল আসিয়া ॥"

(চৈ চ ম ১০।১০-২২)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। তখন একদিন শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট অতি-বিনীতভাবে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পক্ষ হইয়া প্রভুর কৃপা যাচ্ঞা করিলেন।

"কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে 'নারায়ণ'।
সার্ব্বভৌম, কহ কেন অযোগ্য বচন ?
বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥"

(চৈ চ ম ১১।৬-৭)

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"প্রভুপায় যাহা বলিলেন, তাহা সত্য ; কিন্তু রাজা শ্রীজগন্নাথের সেবক ও ভক্তোত্তম।" তখন,—

"প্রভু কহে,—'তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজয় বিকার ॥
ঐছে যাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
কহ যদি, তবে আমায় এথা না দেখিবে ॥"

(চৈ চ ম ১১।১০, ১২)

এদিকে শ্রীপ্রতাপরুদ্র কটক হইতে শ্রীরামানন্দ রায়-প্রভৃতি পরিকরগণের সহিত পুরীতে আসিলেন। শ্রীরামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রভুর আজ্ঞায় রাজ-সমীপে রাজকার্য্য পরিত্যাগের সময় জ্ঞাপন ও তাহাতে রাজার অনুমোদন, প্রভুর প্রতি রাজার প্রগাঢ়-ভক্তি, রায়ের প্রতি প্রীতি ও রায়কে রাজকার্য্য হইতে অবসর দিয়াও পুর্ণবেতনদানের ইচ্ছা, রাজার দৈন্য ও প্রেমার্ত্তি-প্রভৃতির কথা নিবেদন করিলেন। ইহা শুনিয়া—

"প্রভু কহে,—'তুমি কৃষ্ণভক্ত-প্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান্ ॥
তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার ॥"

(চৈ চ ম ১১।২৬-২৭)

ইহাতে প্রভুর রাজাকে ভাবিকালে কৃপা করিবার ইঙ্গিত শ্রীরায়রামানন্দ বুঝিতে পারিলেন।

দাক্ষিণাত্য হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর রাজার প্রভু-দর্শনোৎকণ্ঠা প্রবল হইল। রাজা কটক হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের অনুমতিলাভের জন্য শ্রীসার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট এক পত্র দিলেন। উত্তরে ভট্টাচার্য্য প্রভুর নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। পুনরায় রাজা ভট্টাচার্য্যের নিকট আর এক পত্র প্রেরণ করিয়া প্রভুর ভক্তবৃন্দসমীপে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে বলিলেন।

"প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ।
মোর লাগি' তাঁ-সবারে করিহ নিবেদন ॥
সেই সব দয়ালু মোরে হঞা সদয়।
মোর লাগি' প্রভুপদে করিবে বিনয় ॥
তাঁ-সবার প্রসাদে মিলে শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভুকৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায় ॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি' যোগী হই' হইব ভিখারী ॥"

(চৈ চ ম ১২।৭-১০)

ভট্টাচার্য্য রাজার এই পত্র পড়িয়া চিন্তিত হইলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের নিকট গিয়া সেই পত্র দেখাইলেন। সকলেই রাজার পত্র দেখিয়া প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে গজপতির ভক্তিতে বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। সকলেই প্রভুর কৃপাসম্বন্ধে আশাবান্ ছিলেন; সুতরাং মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া রাজার জন্য কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না।

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ভক্তগণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—"আপনারা প্রভুকে রাজার সহিত মিলিত হইবার কথা না হয় না বলিলেন; কিন্তু রাজার ভক্তিনিষ্ঠার কথা প্রভুকে জানাইতে আপত্তি কি?" পরে সকলে মিলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই অগ্রণী হইয়া প্রভুর দর্শনকাতর রাজার প্রতিজ্ঞা মহাপ্রভু-সমীপে নিবেদন করিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের গাঢ় অনুরাগের কথা শুনিয়া প্রভুর অন্তর বিগলিত হইল, কিন্তু বাহিরে নিষ্ঠুর-প্রতিম-বাক্য বলিলেন। অগত্যা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমতি লইয়া শ্রীগোবিন্দের নিকট হইতে প্রভুর একটী বহির্ব্বাস চাহিয়া লইলেন। উহা শ্রীসার্ব্বভৌমের দ্বারা রাজার নিকট পাঠাইলেন। সেই প্রসাদী বস্ত্রটি প্রভু হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া রাজা প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পূজা করিতে লাগিলেন।

ব্যবহারচতুর শ্রীরামানন্দ রায় আর একদিন রাজার প্রীতি ও নিষ্ঠার কথা বর্ণন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয় দ্রবীভূত করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রাজার সহিত সাক্ষাদ্-ভাবে মিলিত হইতে সম্মত হইলেন না, তবে বলিলেন,—"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ—এই শাস্ত্র-বাণী-অনুসারে রাজপুত্রকে আমার নিকট আনিতে পার।" শ্যামবর্ণ কিশোর-বয়স্ক রাজপুত্রকে দর্শন করিয়া প্রভুর শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তির উদ্দীপনা হইল। প্রভু শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজপুত্রের অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকাশিত হইল। কুমার 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' উচ্চারণ করিয়া নৃত্য ও রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে স্থির করাইলেন এবং প্রত্যহ তাঁহার সমীপে আসিতে বলিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র পুত্রকে দর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্পর্শানুভূতি লাভ করিলেন। সেই হইতে ভাগ্যবান্ রাজপুত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে গণিত হইয়াছেন।

রথযাত্রার দিন সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু পাণ্ডুবিজয় দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র পাত্র-মিত্রসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণকে শ্রীজগন্নাথের রথবিজয়-দর্শনে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিলেন। রাজা স্বর্ণ-সম্মার্জ্জনীর দ্বারা রথের পথ স্বহস্তে সম্মার্জ্জন ও পথে চন্দন-জল সেচন করিলেন। রাজার সেই দৈন্যময়ী সেবা-দর্শনে মহাপ্রভুর অত্যন্ত সুখ হইল। তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে শ্রীগৌরকৃপার অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইতে থাকিল।

"রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি' প্রভুর তুষ্ট মন।
সেই ত' প্রসাদে পাইল 'রহস্য-দর্শন'॥
সাক্ষাতে না দেয় দেখা, পরোক্ষে ত' দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যচন্দ্রের মায়া॥"

(চৈ চ ম ১৩।৬০-৬১)

বলগণ্ডি-উদ্যানে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবেশে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীসার্ব্বভৌমের উপদেশে শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণববেশে যুক্তকরে শ্রীগৌর-ভক্তগণের আজ্ঞা লইয়া নিমীলিতনেত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদ-সম্বাহন করিতে করিতে * শ্রীগোপীগীতার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। প্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া 'বল, বল' শব্দে আবৃত্তিকারীকে আদর করিলেন। 'তব কথামৃতম্' শ্লোক শুনিবামাত্র প্রভু প্রেমাবেশে রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ভাবাবেশে শ্রীগোপীগীতা-আবৃত্তিকারী রাজার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা অত্যন্ত দৈন্যভরে আপনাকে 'দাসানুদাস' বলিয়া পরিচয় দিলেন।

বিজয়া-দশমী-দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন; ক্রমশঃ শ্রীভুবনেশ্বর হইয়া কটকে উপনীত হইলেন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভু এক বকুল-বৃক্ষতলে † বিশ্রাম করিতেছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীরামরায়ের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুর সমীপে উপস্থিত

* 'শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য' ১৩।৭৮-৮৭। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর এইস্থানের বর্ণনা 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে'র বর্ণনার অনুরূপ।

† 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য' ১৩।৭৮-৮২। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর এই বর্ণনা 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে'র বর্ণনার অনুরূপ।

হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-অপ্রতে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের দেহ অভিষিক্ত হইল। তদবধি শ্রীগৌরসুন্দর 'শ্রীপ্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা' নামে খ্যাত হইলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীবৃন্দাবন-অভিমুখে গমনপথে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুখে বিচরণের জন্য নানাপ্রকার সুব্যবস্থা করাইলেন। সেই বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভু রামকেলি পর্য্যন্ত গমন করিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন এবং পরবৎসর রথযাত্রার পরে একাকী শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

একদিন রাজপুরোহিত শ্রীকাশীমিশ্র রাজার নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া শ্রীআলালনাথে গমনের দৃঢ়সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মিশ্র রাজ-বিত্তাপহারক শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কের ব্যবহারে ধর্ম্মগোপ্তা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দুঃখ এবং সেইজন্যই আলালনাথে গিয়া নির্জ্জনবাসের সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন। ইহা শুনিয়া রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র বলিলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহাতে পুরীতে অবস্থান করেন, তজ্জন্য আমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। ক্ষণকালও প্রভুর দর্শন পরম লোভনীয়। উহার সহিত প্রাকৃত রাজ্যৈশ্বর্য্য-লাভের তুলনাই হয় না।"

"এত শুনি' কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
'সব দ্রব্য ছাড়োঁ, যদি প্রভু রহেন এথা॥
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দরশন।
কোটিচিন্তামণি-লাভ নহে তা'র সম॥
কোন্ ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন?
প্রাণরাজ্য করোঁ প্রভুপদে নিবেদন'॥"

(চৈ চ অ ৯।২৪-২৬)

শ্রীকাশীমিশ্র রাজাকে বলিলেন,—"আপনি গোপীনাথকে রাজ-দায় হইতে অব্যাহতি দেন, ইহা প্রভুর ইচ্ছা নহে। কিন্তু শ্রীভবানন্দ, শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ পাছে হৃদয়ে দুঃখ পা'ন, ইহাই প্রভুর চিন্তা।" রাজা বলিলেন,—"আমি গোপীনাথের আত্তির কোন কথাই জানি না। শ্রীভবানন্দের বংশের প্রতি আমার চিরকালই স্বাভাবিক প্রীতি আছে।"

"ভবানন্দের পুত্র সব—মোর প্রিয়তম।
ইহা-সবাকারে আমি দেখি আত্মসম॥
অতএব যাঁহা তাঁহা দেই অধিকার।
খায়, শিয়ে, লুটে, বিলায়, না করে বিচার॥
রাজমহেন্দ্রে 'রাজা' কেহু রাম-রায়ে।
যে খাইল, সেবা দিল, নাহি লেখা-দায়॥"
গোপীনাথ এইমত 'বিষয়' করিয়া।
দুই চারি-লক্ষ কাহন রহে ত' থাঞা॥
কিছু দেয়, কিছু না দেয়, না করে বিচার।
'জানা'-সহিত অপ্রীত্যে দুঃখ পাইল এইবার॥
'জানা' এত কৈল',—ইহা মুই নাহি জানোঁ।
ভবানন্দের পুত্র-সবে আত্মসম মানোঁ॥
তাঁহা লাগি' দ্রব্য ছাড়ি,—ইহা যাৎ জানে।
সহজেই মোর প্রীতি হয় তাহা-সনে॥"

(চৈ চ অ ৯।১২৯-১২৬)

এদিকে রাজার নির্দ্দেশানুসারে যুবরাজ শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ককে ডাকাইয়া বলিলেন,—"আমি তোমাকে সমস্ত দায় হইতে অব্যাহতি দিলাম এবং তোমার হস্তে 'মালজাঠ্যা-পাট' (মেদিনীপুর) প্রদান করিলাম। তুমি আর এইরূপ রাজধন নষ্ট করিও না। অদ্য হইতে তোমার বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিলাম। তোমার উপর যে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা হইতেও তুমি মুক্তি পাইলে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদ্ভক্তের প্রতি রাজার এই সকল প্রীতির নিদর্শন মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের বৈষ্ণবতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য সমস্ত রাজ্য, বিষয়, এমন কি, প্রাণপর্য্যন্ত-পরিত্যাগে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সমস্ত রাজকোষ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার সেবকমণ্ডলীর সেবার্থ সর্ব্বক্ষণ উন্মুক্ত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনলাভের পূর্ব্বে শ্রীরামানন্দ রায় ও শ্রীসার্ব্বভৌমের সেবা-সুকৃতি এবং তৎপরে সমগ্র শ্রীগৌরপরিকরের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া গজপতি শ্রীব্রহ্ম-শিবাদির দুর্ল্লভপদ শ্রীগৌরপাদপদ্ম দর্শন, স্পর্শন ও সেবনের সৌভাগ্য-সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের ন্যায় এরূপ ভাগ্যবান্ নৃপতি ত্রিজগতে দুর্ল্লভ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে, শ্রীল পরমানন্দপুরীর উপদেশ-অনুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের গোপবেশ-সম্বন্ধীয় প্রসাদ-বস্ত্র শ্রীশচীদেবীর নিকট পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দের দ্বারা শ্রীনবদ্বীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন; যথা,—

"গোপলীলায় পাইলা যেই প্রসাদ-বসনে।
মাতারে পাঠান তাহা পুরীর বচনে॥"
(চৈ চ অ ১৯।১২)

'শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যে' (১৯।৯-১২) দৃষ্ট হয়—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অর্পিত শ্রীজগন্নাথদেবের নির্ম্মাল্য-স্বরূপ একটি উৎকৃষ্ট প্রসাদ-বসন কাহাকে প্রদান করা যায়, তদ্বিষয়ে শ্রীপরমানন্দ পুরীর নিকটে উপদেশ-প্রার্থী হইলে শ্রীপুরীগোস্বামী শ্রীশচীদেবীকে ঐ বসন প্রেরণ করিতে উপদেশ করেন।

"মাত্রে নির্ম্মাল্যবসনমাস্বেজ্ঞাভির্মহাপ্রভুঃ।
পরমানন্দপূর্ণ্যূচাং পরমাং যুক্তিমাদধে॥
ইদং শ্রীমজ্জগন্নাথনির্ম্মাল্যং পরমাদ্ভুতম্।
প্রতাপরুদ্রেণ চ মে দত্তং পরমদুর্ল্লভম্॥
কস্মৈ দাস্যামি তন্নূনং গদিতুং ত্বমিহার্হসি।
ময়া সন্দিগ্ধমনসা স্থীয়তে সাম্প্রতং খলু॥
ইত্যুক্তোঽসৌ পুরীস্বামী বভাষেঽথ মহাপ্রভুম্।
জনস্তে দেহমেতত্তু ধর্ম্মেত্যস্তমুত্তমম্॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত গোপলীলার প্রসাদ-বসনই সম্ভবতঃ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রদত্ত উৎকৃষ্ট বসন হইবে; কারণ, ঐ বস্ত্রই শ্রীপুরীগোস্বামিপ্রভুর উপদেশানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশচীমাতার নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের বর্ণনা

শ্রীলোচনদাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে'র উপসংহারে দৃষ্ট হয়,—শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব লোকমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণাবলীর কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হ'ন। একদিন রাজা শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনার্থ উপনীত হইয়া দেখেন—রত্ন-বেদীতে শ্রীজগন্নাথদেবের পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্থাসি-রূপে উপবিষ্ট আছেন। ইহা দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া 'পড়িছা'কে শ্রীজগন্নাথের সিংহাসনে কে উপবিষ্ট আছেন, জিজ্ঞাসা করেন। পড়িছা বলেন,—"শ্রীজগন্নাথদেবই সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন; আর কে থাকিবেন?" রাজা নিজের প্রত্যক্ষ দর্শনকে কিছুতেই অবিশ্বাস করিতে না পারিয়া পড়িছাকে রাজদণ্ডভয়ে সত্যকথা গোপন করিতে নিষেধ করেন। পড়িছা পুনরায় দৃঢ়ভাবে জানান যে, তিনি সিংহাসনে শ্রীজগন্নাথদেব ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পা'ন না। কিন্তু শ্রীপ্রতাপরুদ্র অত্যন্ত বিস্মিতচিত্তে চিন্তা করেন, তিনি কেনই বা রত্নবেদীতে শ্রীজগন্নাথের স্থানে এক সন্ন্যাসীকে দেখিতেছেন! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু যে 'টোটা'-মধ্যে সপরিকরে অবস্থান করিতেছিলেন, রাজা অনুসন্ধানার্থ তথায় যাইয়া মহাপ্রভুকে শ্রীবৃন্দাবনীয় কথা কীর্ত্তন করিতে দেখেন। পুনরায় শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে আসিয়া রত্নবেদীতে শ্রীজগন্নাথদেবের পরিবর্ত্তে সুমেরু-আকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্থাসিবরের দর্শন প্রাপ্ত হ'ন। ইহা দেখিয়া রাজার হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, শ্রীজগন্নাথই স্থাসি-অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের মনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। তিনি শ্রীচৈতন্যপার্ষদ মহাভাগবত-গণের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দর্শনলাভের জন্য সকাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। প্রথমে রাজা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দের নিকট উপস্থিত হ'ন; পরে শ্রীল পুরীগোস্বামী প্রভৃতি মহাভাগবতগণের নিকট আবেদন জ্ঞাপন করেন।

যখন শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলে মিলিত হইলেন, তখন সকলে যুক্তি করিলেন যে, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীপ্রতাপরুদ্রের বিষয় জ্ঞাপন করিবেন। শ্রীপুরীগোস্বামীই অগ্রণী হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট রাজার কথা বলিলেন; তাহাতে—

"প্রভু বলে,—'সব জন! শুনহ বচন।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে রাজ-দরশন॥
আমি ত' সন্ন্যাসী—সেই হয় মহারাজ।
দোঁহার দর্শনে দোঁহার কিছু নাহি কাজ'॥"

(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শেষখণ্ড, ১০৩-৪; ১৯৭ পৃষ্ঠা, গৌড়ীয়-সংস্করণ)

শ্রীল পুরী গোস্বামী বলিলেন,—"শ্রীপাদ! রাজা এই কথা শুনিলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। আজ দশদিন যাবৎ আপনার চরণ-দর্শনের প্রত্যাশায় রাজা অন্ন-জল ও রাজকার্য্যাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

রাজার এইরূপ অনুরাগের কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তরে সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজাকে নিজ-সম্মুখে আনিবার জন্য অনুমতি দিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে উপনীত হইয়া রাজা পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া

প্রেমবিহ্বল হইলেন। রাজার অঙ্গে সাত্ত্বিকবিকারসমূহ প্রকাশিত হইল। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু সহাস্যবদনে রাজার সমীপে ষড়্ভুজ-রূপ প্রকাশ করিলেন। এই প্রসঙ্গ শ্রীলোচনদাস 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে' এইরূপ গাহিয়াছেন,—

"রাজারে দেখিয়া প্রভু লহু-লহু হাস।
ষড়্ভুজ শরীর রাজা দেখে পরকাশ॥
ষড়্ভুজ দেখিয়া দণ্ড-পরণাম করে।
টলমল করে' অঙ্গ অনুরাগভরে॥
অবশ শরীর—নীর ঝরে দু'-নয়নে।
চৌদিগে হরিধ্বনি পরশে গগনে॥
ষড়্ভুজ শরীর দেখি' শ্রীপ্রতাপরুদ্র।
আনন্দে বিহ্বল ভাসে প্রেমার সমুদ্র॥
কণ্টকিত সব অঙ্গ আপাদ-মস্তকে।
গদগদ ভাবে 'প্রভু প্রভু' বলি' ডাকে॥
উভ বাহু করি' নাচে—বোলে হরিবোল।
'জনম সফল প্রভু পরসন্ন মোর'॥
আনন্দে ভাসয়ে চৌদিগে ভক্তজন।
প্রভু বোলে—'রাজা হের শুনহ বচন।
প্রজার পালন তোর এই বড় ধর্ম্ম।
প্রজা পুত্র—রাজা পিতা—কহিল এ মর্ম্ম॥
কৃষ্ণের কেবল দয়া সম সর্ব্বজীবে।
দেহের স্বভাব নিজ জানি অনুভবে॥
কিবা রাজা, কিবা প্রজা—সম সুখ-দুঃখ।
কর্ম্ম-অনুসারে জীব হয় গৌণ-মুখ্য॥
নিজ অনুমান করি' যে জানে সভারে।
সেই সে কৃষ্ণের দাস—কহিল তোমারে'॥
এতেক উত্তর প্রভু কৈল উপদেশ।
পরণাম করে' রাজা আনন্দ-বিশেষ॥"

(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শেষখণ্ড, ১১৩-১২৪; ১৯৭ পৃষ্ঠা, গৌড়ীয়-সংস্করণ)

শ্রীপুরুষোত্তম জানা

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের যে কিশোর-বয়স্ক শ্যামলবর্ণ সুন্দর পুত্রকে শ্রীমন্মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর উক্তি-অনুসারে যে 'ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন প্রভুভক্তগণমধ্যে একজন' বলিয়া গণিত হইয়াছিলেন (চৈ চ ম ১২।৬৮), তাঁহার নাম কি? রাজধন নষ্ট করার অপরাধে যে 'বড়জানা' শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ককে চাঙ্গে চড়াইয়াছিলেন, তিনি ও পূর্ব্বোক্ত শ্রীগৌরভক্ত রাজকুমার কি এক ব্যক্তি? 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র লেখক শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীর বর্ণনানুসারে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পুত্র 'বড়জানা'র নাম—শ্রীপুরুষোত্তম জানা এবং তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন। সেই শ্রীপুরুষোত্তম জানা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমদনমোহনের বামদেশে শ্রীরাধারাণী-শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। যখন শ্রীগোবিন্দদেব ও শ্রীমদন-মোহন প্রথমে প্রকটিত হন, তখন তাঁহাদের বামে শ্রীরাধিকার প্রাকট্য হয় নাই। শ্রীপুরুষোত্তম জানা ইহা শুনিয়া দুই ঠাকুরাণীকে শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। শ্রীমদনমোহন তাঁহার সেবাধিকারীকে স্বপ্নে জানান যে, শ্রীক্ষেত্র হইতে দুই ঠাকুরাণী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। লোকে উভয় শ্রীমূর্ত্তিকেই শ্রীরাধিকা বলিলেও অপেক্ষাকৃত ছোট শ্রীমূর্ত্তিটি শ্রীরাধিকা ও বড়টি শ্রীললিতা। ছোট শ্রীমূর্ত্তিটি তাঁহার বামদেশে এবং বড় শ্রীমূর্ত্তিটি যেন তাঁহার দক্ষিণে অধিষ্ঠিত করা হয়।

এই সংবাদ ক্রমে শ্রীক্ষেত্রে বড়জানার নিকট পৌঁছিলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং শ্রীগোবিন্দের জন্য শ্রীমতীকে পাঠাইবার যত্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম জানা একদিন চিন্তাযুক্ত হইয়া নিদ্রাগত হইলে স্বপ্নচ্ছলে শ্রীরাধিকা তাঁহাকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করিলেন ও বলিলেন,—"আমাকে শীঘ্র শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দসমীপে প্রেরণ কর। আমি বহুকাল যাবৎ চক্রবেড়ের মধ্যে অবস্থান করিতেছি। সকলে আমাকে 'লক্ষ্মী ঠাকুরাণী' নামে অভিহিত করে; আমি যে শ্রীবৃষভানু-কন্যা, ইহা কেহই জানে না।"

নিদ্রাভঙ্গ হইলে শ্রীপুরুষোত্তম জানা অতি ত্রস্ত হইয়া চক্রবেড়-মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং স্বরূপশক্তির শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলেন।

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবাধ্যক্ষ শ্রীল হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য শ্রীল রাধাকৃষ্ণ গোস্বামি-প্রভু তৎকৃত 'সাধন-দীপিকা'-গ্রন্থে (১) শ্রীক্ষেত্রের চক্রবেড়স্থ শ্রীরাধিকা-

(১) শ্রীসাধনদীপিকা, শ্রীমদ্‌হরিদাসদাস-বাবাজীমহাশয়-সম্পাদিতা, ষষ্ঠকক্ষা, ৯-১৮ শ্লোক।

মূর্ত্তির প্রসঙ্গ উদ্ধার ও বর্ণন করিয়াছেন। কোন এক সময়ে শ্রীরাধা শ্রীবৃন্দাবন হইতে ভক্ত-বাৎসল্য-বশতঃ উৎকল দেশের শ্রীরাধানগরে বিজয় করেন। দক্ষিণ-দেশীয় বৃহদ্ভানু-নামক এক পরমবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ উক্ত শ্রীরাধানগরে বাস করিতেন। তিনি শ্রীমতীকে কন্যারূপে সেবা করিয়া শ্রীরাধার কৃপায় অভিষিক্ত হ'ন। উক্ত বিগ্রহের অপ্রকটের পর শ্রীক্ষেত্রের তদানীন্তন রাজা লোকমুখে এই অদ্ভুত বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধানগরে উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধিকার দিব্য শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন। শ্রীরাধিকা তাঁহাকে শ্রীজগন্নাথালয়ে লইয়া যাইবার জন্য রাজাকে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন। রাজা মহাহর্ষে শ্রীমতীকে পুরীতে আনয়ন করিয়া শ্রীজগন্নাথের চক্রবেড়ের মধ্যস্থানমধ্যে সযত্নে স্থাপন করেন। বহুদিন অতীত হইবার পর সাধারণ লোক সেই শ্রীমূর্ত্তিকে 'লক্ষ্মী' বলিয়াই পূজা করিতে থাকেন। বস্তুতঃ সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী আদিনী শ্রীরাধিকাকে 'লক্ষ্মী'-নামে অভিহিত করা কিছু তত্ত্ববিরোধ নহে; কারণ, আদিনীর মধ্যেই সন্ধি-স্বরূপা অন্তর্ভূক্তা আছেন। শ্রীমতীর যখন পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে বিজয় করিবার অভিলাষ হইল, তখনই তিনি শ্রীপ্রতাপরুদ্র-নন্দন শ্রীপুরুষোত্তম জানাকে (১) স্বপ্নাদেশ করিলেন। সেই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম জানা বহু লোকজন-সঙ্গে শ্রীরাধিকাকে শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন এবং শ্রীমতী শ্রীগোবিন্দের বামদেশে অধিষ্ঠিতা হ'ন। (শ্রীভক্তিরত্নাকর, ষষ্ঠ তরঙ্গ, ৬৩-১০৯)

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজ্য

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব যখন ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন বঙ্গদেশের হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া মাদ্রাজের গুন্টুর (Guntur) জেলা পর্য্যন্ত রাজ্য এবং তেলিঙ্গনার অধিকাংশ তাঁহার অধিকারে ছিল। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বের প্রথমভাগ তাঁহার সাম্রাজ্য-বিস্তারের পক্ষে খুব অনুকূল ছিল। তখন বিদরের (Bidar) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাহ্মনী সুলতান মহম্মদ্ পরাক্রমহীন ছিলেন, বিজয়নগরের সালুব-বংশ ছিল ধ্বংসোন্মুখ এবং গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ্ তখনও প্রতাপশালী হইয়া উঠিতে পারেন নাই। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের বৃথা রাজ্য-জয়-পিপাসা ছিল না বলিয়া তিনি এই সকল সুযোগ গ্রহণ করিয়া সাম্রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অথবা ১৫১০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রথম পরাক্রান্ত কৃষ্ণদেবরায় বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং কিছুকাল পরেই উড়িষ্যা-রাজ্যের দক্ষিণভাগ-বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। পর্ত্তুগীজ লেখক নুনেজ (Fernao Nunez) শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের সহিত কৃষ্ণদেবরায়ের যুদ্ধ-সমূহের মূল্যবান্ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই কৃষ্ণদেবরায় শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের সহিত বিরোধের সৃষ্টি করেন এবং শ্রীপ্রতাপরুদ্র তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণ সীমা রক্ষা করিবার জন্য দক্ষিণ দিকে বিজয় করেন। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সর্ব্বপ্রথমে নীলাচলে আগমন করেন, তখন শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব তথায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। এই কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়নগরে।
অতএব প্রভু না দেখিলা সেইবারে॥"
(চৈ ভা অ ৩।২৬৯-২৭০)

১৫১৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদেবরায় শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজ্যের দক্ষিণভাগে অবস্থিত নেল্লোর (Nellore) জেলার অন্তর্গত উদয়গিরি আক্রমণ করেন। কৃষ্ণদেবরায় ৩৪,০০০ পদাতিক সৈন্য এবং ৮০০ হস্তী লইয়া উদয়গিরিতে উপস্থিত হ'ন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের ১০,০০০ পদাতিক সৈন্য এবং ৪০০ অশ্বারোহী সৈন্য প্রায় দেড় বৎসর কাল কৃষ্ণদেবরায়ের বাহিনীকে বাধা দেয়। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে উদয়গিরির পতন হয়। অনুশাসন-লিপিসমূহে (Butterworth Nellore Inscriptions, Nos. 37, 38, 40, 41) উক্ত হইয়াছে যে, এই যুদ্ধের পরে কৃষ্ণদেবরায় 'তিরুমল রায়বরায়' বা 'তিরুমল কাতরায়' নামক শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের এক মাতুলকে উদয়গিরিতে বন্দী করেন। (২) ইহার পরেই কৃষ্ণদেবরায় গুন্টুর-জেলার অন্তর্গত কোণ্ডবীডু আক্রমণ করেন।

(১) 'শ্রীমৎপ্রতাপরুদ্রস্য পুত্রঃ পরমসুন্দরঃ। মহাভাগবতো ধীরঃ সম্মতঃ সাধুসজ্জনৈঃ॥' —শ্রীসাধনদীপিকা ৬।১২।

(২) Sources of Vijayanagar History, p. 137, foot-note (1)

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব এক বিশাল বাহিনী লইয়া বাধা দেন, কিন্তু কোণ্ডবীড়ু-দুর্গ হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে কৃষ্ণানদীর তীরে পরাজিত হ'ন। যুদ্ধের দুইমাস পরে কোণ্ডবীড়ু-দুর্গ আত্মসমর্পণ করে। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন (শনিবার) কৃষ্ণদেবরায় কোণ্ডবীড়ু অধিকার করেন। কৃষ্ণদেবরায়ের মঙ্গলগিরি-অনুশাসনসমূহে এই তারিখ বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে কৃষ্ণদেবরায় শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের একজন পুত্রকে বন্দী করেন। (১) কোণ্ডবীড়ুর স্থানীয় ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের এই পুত্রের নাম শ্রীবীরভদ্র, কৃষ্ণদেবরায়ের জয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি কোণ্ডবীড়ু দণ্ডপাটের রাজপ্রতিনিধিরূপে শাসক (Viceroy) ছিলেন। (২) কৃষ্ণদেবরায় স্বরচিত 'আমুক্ত-মাল্যদা'-নামক তেলেগু কাব্যগ্রন্থে এবং নন্দি তিম্ম-কবি তৎপ্রণীত 'পারিজাতাপহরণম্'-নামক তেলেগু কাব্যগ্রন্থে শ্রীবীরভদ্রের বন্দীকরণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (৩) কোণ্ডবীড়ু-অধিকারের পর কৃষ্ণদেবরায় কৃষ্ণানদী অতিক্রম করিয়া কোণ্ডপল্লীর বিশাল দুর্গ আক্রমণ করেন। ওড়িষা মন্ত্রী প্রহরাজ শিবচন্দ্র মহাপাত্রের উপরে তখন উহার শাসন-ভার অর্পিত ছিল। ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদেবরায় কোণ্ডপল্লী অধিকার করিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের একজন মহিষীকে, অপর একজন পুত্রকে এবং সাতজন প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীকে বন্দী করেন। (৪) কৃষ্ণদেবরায় কোণ্ডপল্লী হইতে উত্তরদিকে অভিযান করিয়া 'সিংহাচলম্'-নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া নিকটবর্ত্তী সকল স্থান অধিকার করেন এবং সিংহাচলম্ এ বা সিংহাদ্রিতে (Simhadri Pottunur) একটি বিজয়-স্তম্ভ স্থাপন করেন। কৃষ্ণদেব-রায় তাঁহার প্রধান মন্ত্রী 'সাল্ব (সালুব) তিম্ম' বা অন্নাজীর পরামর্শ-অনুসারে ওড়িষার ষোলজন মহাপাত্রকে গোপনে ধনরত্নাদি উৎকোচ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রের পক্ষ পরিত্যাগ করান এবং শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজধানী ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কৌশলে তাঁহার রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ অধিকার করেন। অতঃপর কৃষ্ণদেবরায় শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সহিত সন্ধি করিলে শ্রীপ্রতাপরুদ্র তাঁহার কন্যা শ্রীজগন্মোহিনীকে কৃষ্ণদেবরায়ের সহিত বিবাহ দেন এবং যৌতুকস্বরূপ কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে অবস্থিত তাঁহার অধিকৃত সমস্ত দেশ দান করেন। (৫) 'রায়বাচকম্'-নামক তেলেগু-গ্রন্থে এবং বেঙ্কটরায় বা কুমার-ধূর্জ্জটি-বিরচিত 'কৃষ্ণরায়বিজয়ম্'-নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে এই বিষয়ের কথা উল্লিখিত আছে।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব যখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তখন ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন গৌড়াধিপতি পাঠান সুলতান হুসেন শাহ্ অতর্কিত-ভাবে উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া অনেক দেবালয় ও বিগ্রহ ভগ্ন (?) করেন। মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব এই সংবাদ পাইয়া দক্ষিণ হইতে অবিলম্বে পুরীতে আসিলে সুলতান পলায়ন করেন; কিন্তু শ্রীপ্রতাপরুদ্র হুসেনশাহের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহাকে পরাজিত করেন। মাদলা-পাঞ্জীতেও এই বিবরণ পাওয়া যায়। সুলতান হুগলী-জেলার অন্তর্গত গড় মন্দারণে আশ্রয় গ্রহণ করিলে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব পুনরায় তাঁহাকে অবরোধ করেন; কিন্তু এই সময়ে গোবিন্দ বিদ্যাধর নামে তাঁহার এক মন্ত্রী শত্রুপক্ষে যোগদান করায় তিনি আর বাধা না দিয়া উড়িষ্যায় ফিরিয়া যান। (৬) মাদলা-পাঞ্জী-অনুসারে এই সময় হইতে শ্রীপ্রতাপরুদ্র গোবিন্দ বিদ্যাধরের উপর রাজ্যশাসনভার প্রদান করেন; কিন্তু ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে একমত নহেন। (৭) শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের ১৪৩২ শকাব্দের (১৫১০-১১ খৃষ্টাব্দ) কাবালি তাম্রশাসনে (Kavali Copper-plate) গৌড়ের সুলতানের সহিত তাঁহার যুদ্ধ-বিগ্রহের উল্লেখ আছে। এই তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব গৌড়ের সুলতানকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া

(১) Epigraphia Indica, Vol. VI, pp. 110-11. (২) A Sketch of the Dynasties of Southern India, p. 48. (৩) Sources of Vijayanagar History, p. 133, 137 foot-note (2). (৪) History of Orissa (Vol. I), p. 325. (৫) Sources of Vijayanagar History, pp. 115-6, 132, 143-5; R. Sewell's 'A Forgotten Empire', p. 320. (৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXIX, 1900, p. 186. (৭) Prabhat Mukherjee's History of Medieval Vaisnavism in Orissa, p. 173.

উৎকর্ত্তৃক হৃতরাজ্য পুনরধিকার করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবকে 'পঞ্চ-গৌড়-অধিনায়ক' বলা হইয়াছে। শ্রীনরহরি-বিশারদের পুষ্পিকালমূহে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের 'গৌড়েশ্বর', 'হুসনশাহিমুখভ্রাণ-শরণ-রক্ষণ' প্রভৃতি বিশেষণ হইতেও এই বিষয় সমর্থিত হয়। 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' ও 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ও হুসেন শাহ্ কর্ত্তৃক উড়িষ্যার দেবালয় ও শ্রীমূর্ত্তির (?) প্রতি অত্যাচার এবং গৌড়ের যবনরাজের সহিত শ্রীপ্রতাপরুদ্র-দেবের যুদ্ধের উল্লেখ আছে,—

"হুসেন শাহ সঙ্গে উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল-বিশেষে॥"

(চৈ ভা অ ৪।১৭)

"রত্নাকর:—হন্ত, ইদানীং গৌড়াধিপতের্যবনভূপালস্য গজপতিনা সহ বিরোধে গমনাগমনমেব ন বর্ত্ততে। কদমহং চতুর্ভিরেব পরিজনৈঃ সহ গচ্ছতি!" (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্, বহরমপুর প্রবেশকে; নির্ণয়সাগর সংস্করণম্, ১০২ পৃষ্ঠে)

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বের শেষভাগে উড়িষ্যা-রাজ্যের সীমা ছিল দক্ষিণে গোদাবরী-নদী (১); ও উত্তরে কপনারায়ণ-নদের তীরবর্ত্তী 'পিছলদা' নামক গ্রাম। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও উড়িষ্যা-দেশের সীমা এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"তবে ওড্রদেশ-সীমা প্রভু চলি' আইলা।
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥
• • •
মল্লপ যবন-রাজার আগে অধিকার।
তাঁ'র ভয়ে পথ কেহ নারে চলিবার॥
'পিছলদা' পর্য্যন্ত সব তাঁ'র অধিকার।
তাঁ'র ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥
দিন কত রহ, সন্ধি করি' তাঁ'র সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥
• • •
জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি' সেই সৈন্য সঙ্গে নিল॥
'মহেশ্বর'-ছইনদে পার করাইল।
'পিছলদা' পর্য্যন্ত সেই যবন আইল॥"

(চৈ চ ম ১৬।১৪৬, ১৫৮-১৬০, ১২৮-২)

পুরীতে এবং অন্যান্য স্থানে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র-দেবের কয়েকটি অনুশাসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের 'জয়-বিজয়-তোরণে'র বাম-দিকে রাজত্বের চতুর্থ অঙ্কে অর্থাৎ ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জুলাই (বুধবার) তারিখে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীবলরামের সম্মুখে 'শ্রীগীতগোবিন্দ' গান করিবার আদেশ দিয়াছেন। উক্ত লিপিটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। (২)

আকার—৩´.৩´´ × ১´.৩´´

পংক্তিসংখ্যা—১০

১ বীর শ্রী গজপ্তি গউড়েশ্বর নবকোটীকর্ণাট কলবরগেসর বিরবর শ্রী প্রতাপরুদ্র দেব
২ মাহারাজাঙ্কর সমত্ত ৪ অঙ্ক শ্রাহী কঙড়া সু ১০ বুধবারে অবধারীত আঙ্গৈংগা প্রমাণে বড়
৩ ঠাকুরঙ্ক গীতগোবিন্দঠাকুর ভোগবেলে এ নাট হোইব। সংঝধুপ সরিলা ঠারু
৪ বড় সিংগার পরিয়ন্তে এ নাট হোইব। বড় ঠাকুরঙ্ক সংপরদা কপিলেশ্বর ঠাকুরঙ্ক বদ্ধা
৫ নাচণীমান পুরুণা সংপরদা তেলংগী সংপরদা এমানে সবিহেং বড় ঠাকুরঙ্ক গীতগো
৬ বিন্দ হুঁ আনগীত ন সিখীবে। আনগীত ন গাইবে। আন নাট হোই পরমেশ্বরঙ্ক ছামুরে ন
৭ হব এ নাট বিতরকে বইষ্ণম গাঞ্চণ চারীজন অছন্তি এমানে গীতগোবিন্দ গীতহি সে গাইবে
৮ এহাঙ্ক ঠারু অশিক্ষিতমানে একশ্বররে শুণী গীতগোবিন্দ গীতহিঁ সে
৯ শিখীবে আনগীত ন শিখীবে এহা
১০ জে পরীক্ষা আনগীত নাট করাইলে জানী সে জগন্নাথঙ্ক দ্রোহ করই।

(১) Dr. S. K. Ayyangar in Cambridge History of India, Vol. III, p. 497. (২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1893, p. 96.

মাদলা পাঞ্জী-অনুসারে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-সংগোপনের তিন বৎসর পূর্ব্বে অপ্রকট হন; কিন্তু 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে'র প্রস্তাবনা ও 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র (৩।২১৩-২২১) বর্ণনানুসারে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-লীলা-কালেই তাঁহার পুত্রের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করেন। তৎপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-সংগোপনের সংবাদ পাইয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব প্রভুর বিয়োগ-দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীনীলাচল পরিত্যাগ করিয়া যান।

মযূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদা হইতে প্রায় ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে 'প্রতাপপুর' নামক এক গ্রামে শ্রীজগন্নাথ-চৈতন্যদেব, শ্রীজগন্নাথ ও মদনমোহন শ্রীবিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। ঐ স্থানের নাম রাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেবের নামানুসারে পূর্ব্বে 'রামচন্দ্রপুর' ছিল, পরে 'প্রতাপপুর' নাম হয়। এ সম্বন্ধে স্থানীয় পাণ্ডাগণ একটী কিংবদন্তীর উল্লেখ করেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র যখন শুনিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব পুরী ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবেন, তখন রাজা শ্রীচৈতন্যের ভাবী বিরহে ব্যাকুল হইয়া একটী দারুময়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব উৎকল-দেশ ত্যাগ করিলে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রও তাঁহার সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমূর্ত্তিটী সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তদানীন্তন রামচন্দ্রপুরে উপস্থিত হইয়া মহারাজ অস্বস্থলীলাভিনয় করিলেন এবং তাঁহার নির্ব্বাণ-কাল অতি সন্নিকট জানিয়া ৫৩ ঘর পাণ্ডার উপর শ্রীবিগ্রহের সেবাভার অর্পণ ও তজ্জন্য ভূসম্পত্তি দান করিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অপ্রকটের পর রামচন্দ্রপুর 'প্রতাপপুর' নামে খ্যাত হইল। তদানীন্তন ভঞ্জরাজ একটী মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা কালাপাহাড়-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। শ্রীবিগ্রহ হরিহরপুরের দুর্গে গোপনে স্থানান্তরিত হয়। কথিত হয় যে, প্রতাপপুর 'ডাকবাংলো'র পশ্চিমদিকে অনতিদূরে অবস্থিত একটী মন্দির শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের সমাধিমন্দির বলিয়া বিদিত ছিল; কিন্তু নদীর ভাঙ্গনে সেই সমাধি-মন্দিরটিও সলিল-সমাধি-লাভ করিয়াছে। এখনও শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিতে প্রতাপপুরে প্রতি বৎসর শত শত যাত্রী উপস্থিত হইয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-মূর্ত্তির আরাধনা করেন। কথিত হয় যে, শ্রীনরেন্দ্র-সরোবর-তীরে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যারত শ্রীপ্রকাশর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ও সপার্ষদ শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্ম-মূলে সাষ্টাঙ্গ প্রণত শ্রীপ্রতাপরুদ্রের একটী আলেখ্য তাঁহার আদেশেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ঐ আলেখ্যেরই একটী প্রতিলিপি মুর্শিদাবাদ কুলসাটার রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে। (১)

ঐতিহাসিকগণের মতে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে স্বধামে গমন করেন। মাদলা-পাঞ্জীর বিবরণ-অনুসারে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের পরে তাঁহার পুত্র কালুঙ্গা-দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং এক বৎসর পাঁচ মাস তিন দিন রাজত্ব করিবার পর গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক শ্রীপ্রতাপরুদ্র-দেবের এক উচ্চ কর্ম্মচারীর দ্বারা নিহত হন। ইহার পরে কথাদুঙ্গা-দেব নামক শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের আর এক পুত্র সম্ভবতঃ গোবিন্দ বিদ্যাধরের চেষ্টায় ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের কোন কোন পুত্রের সহিত তিনিও নিহত হন। তৎপরে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ বিদ্যাধর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 'ভোই' বংশের (Bhoi dynasty) প্রতিষ্ঠা করেন। (২)

প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ

শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও তৎপূর্ব্বপুরুষগণের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পুরীর খালিসাহী পল্লীতে 'পুরুণা নহর' নামে খ্যাত রহিয়াছে। প্রায় ৩০ একর ভূমি পুরাতন রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও চিহ্নসমূহ বক্ষে ধারণ করিয়া উড়িষ্যা-রাজগণের অতীত-গৌরবের স্মৃতি এখনও ঘোষণা করিতেছে। এই সকল ভগ্নাবশেষের সীমা-নির্দ্ধারণে পূর্ব্বরাজন্যবর্গের প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত দেবতাবৃন্দের মন্দির এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পূর্ব্ব সীমানায় মঙ্গলাদেবীর মন্দির, পশ্চিমে রামাদেবীর মন্দির, উত্তরে বারাহী ও দক্ষিণে সাখী-গুপীনাথদেবীর মন্দির বিরাজমান। কথিত হয় যে, পুরুষোত্তমের মধ্যে 'বটসাগর'

(১) Archaeological Survey of Mayurabhanja (Vol. I) by Nagendranath Vasu, pp. 31-35.
(২) History of Orissa by R. D. Banerji (Vol. I), pp. 337-38.

সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান। এই বটনাগরের মধ্যেই রাজ-প্রাসাদ তথা বিভিন্ন মহাস্থাগণের মঠাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীরাধাকান্তমঠ, শ্রীগঙ্গামাতামঠ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের শ্রীগোবর্দ্ধনমঠ প্রভৃতি সমস্তই বটনাগরের অন্তর্ভুক্ত। অগ্নিকোণে একটি বিস্তৃত-দীর্ঘিকা চতুর্দ্দিকে মর্ম্মর-মণ্ডিত সোপানে শোভিত হইয়া এককালে রাজপ্রাসাদের যে বিশেষ শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই দীর্ঘিকার সোপানাবলী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, জল কর্দ্দমাক্ত, তথাপি ইহা যে বহু অর্থ-ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহার স্থাপত্যের নীরব-ভাষায় তাহা এখনও ব্যক্ত করিতেছে।

মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও তাঁহার পিতৃদেব মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমদেবের বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি এই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীপুরুষোত্তমদেবের পূর্ব্ব হইতেও রাজপ্রাসাদের মধ্যে যে-সকল দেব-দেবী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা অদ্যাপি এই স্থানে পূজিত হইতেছেন, তন্মধ্যে অষ্ট শম্ভু উল্লেখ-যোগ্য। এই অষ্ট শম্ভুলিঙ্গ বহু প্রাচীনকাল হইতে গজপতিগণের আরাধ্য-দেবতারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। বর্ত্তমানে অষ্ট শম্ভুলিঙ্গ একটি ক্ষুদ্র মন্দির-মধ্যে বিরাজমান আছেন। অষ্টলিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী লিঙ্গটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শ্বেতপ্রস্তরময়। তাঁহার চতুর্দ্দিকে আর সাতটী বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরময় লিঙ্গ আছেন। শ্বেত-শম্ভুর মস্তকোপরি শ্রীঅনন্তদেব বিরাজমান রহিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্যামা-কালীর মূর্ত্তি, শ্রীরাধাকান্তদেব এবং যে সকল শ্রীবিগ্রহ শ্রীপুরুষোত্তমদেব কাঞ্চী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আনিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি এখানে পূজিত হইতেছেন। কাঞ্চী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমদেব কর্ত্তৃক আনীত শ্রীরাধাকান্তদেব শ্রীগোপাল-গুরুকর্ত্তৃক শ্রীরাধাকান্তমঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়া শ্রীরাধাকান্তমঠের সেবকগণ দাবী করেন। হইতে পারে যে, বর্ত্তমানে রাজপ্রাসাদে কাঞ্চী হইতে আনীত শ্রীরাধা-কান্তের প্রতিভূ-মূর্ত্তিটি আছেন।

অষ্টশম্ভুর মন্দির ব্যতীত আরও একটী প্রাচীন মন্দিরে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব এবং তাঁহার পূর্ব্ব ও উত্তর অধস্তনগণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তিসমূহ দুইটি বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে পূজিত হইতেছেন। মন্দিরের একটি প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ ও তাঁহার প্রতিনিধি শ্রীরসিকরায়ের (শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের) ধাতুময়ী শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান আছেন; আর একটি প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তি এবং অন্যান্য বহু শ্রীমূর্ত্তি একটি উচ্চবেদীর উপর বিরাজমান আছেন। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা যে অতি প্রাচীন শ্রীমূর্ত্তি তাহা বেশ বুঝা যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় প্রায় সমাকার; শ্রীশ্রীগৌরগদাধর-শ্রীমূর্ত্তি বাহুদ্বয়ে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়; ৩টী শ্রীমূর্ত্তিই নৃত্যপরায়ণ। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পূজিত শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মনে হয়, শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠের শ্রীগৌরহরিই যেন এই স্থানে দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে শ্রীনীল-মাধবচতুর্ভুজমূর্ত্তি, শ্রীশ্রীরাম-লক্ষ্মণ ও শ্রীসীতার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি, চতুর্ভুজ শ্রীধ্যাননারায়ণ, পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, দ্বিভুজমুরলীধর বংশী ও ঊর্দ্ধ হস্ত-দ্বয়ে শঙ্খচক্রধারী ত্রিভঙ্গিম শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণমূর্ত্তি, শ্রীসরস্বতী, শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীশালগ্রাম অষ্টশম্ভুর ন্যায় মণ্ডলাকারে বিরাজমান; কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার 'অষ্টসাক্ষী মহাদেব'-নামক আটটী শম্ভুলিঙ্গ আছেন।

এই সকল শ্রীবিগ্রহের নিত্যপূজার জন্য রাজ-দরবার হইতে পূজারী ও নির্দ্দিষ্ট ভোগাদির বন্দোবস্ত আছে। এক সময় শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সেবাপ্রাণতায় এই সকল শ্রীমূর্ত্তির সেবা উজ্জ্বলরূপে প্রকটিত ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তিকালের রাজন্য-বৃন্দের সেবাশৈথিল্য-নিবন্ধন ইহা প্রাণহীন আনুষ্ঠানিক-কৃত্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের পূজিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমূর্ত্তি বেশ-ভূষারহিত হইয়া কোনরূপে ভাড়াটিয়া পূজকের নিয়মরক্ষা-মাত্র সেবার অভিনয়ের সাক্ষিস্বরূপ একটী অন্ধকারাচ্ছন্ন মন্দিরগৃহে অবস্থান করিতেছেন।

পুরাতন রাজপ্রাসাদের অন্যান্য যে-সকল মূল্যবান্ বস্তু ও শিলালিপি প্রভৃতি ছিল, তাহা পুরীর রাজা তাঁহার নূতন প্রাসাদে (যাহা বড়দাণ্ডের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত) স্থানান্তরিত করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। উক্ত নূতন রাজপ্রাসাদ রামচন্দ্রদেবের তৃতীয় অঙ্কে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব পরমবিদ্যোৎসাহী ও ধর্মপরায়ণ নৃপতি ছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের প্রধান মন্ত্রী ও দক্ষিণ-দেশীয়-রাজ্য-শাসক শ্রীল রায় রামানন্দ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের আদেশে 'শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটক' রচনা করিয়াছিলেন। (১) শ্রীকবিকর্ণপুর-প্রণীত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক' ও শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের আদেশে ও অভীষ্টানুসারে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাযাত্রাকালে অভিনীত হইয়াছিল। (২)

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে :—১। শ্রীসরস্বতীবিলাস, ২। শ্রীপ্রতাপমার্ত্তণ্ড বা শ্রীপ্রৌঢ়প্রতাপমার্ত্তণ্ড, ৩। নির্ণয়-সংগ্রহ, ৪। কৌতুকচিন্তামণি, ৫। একটি বাংলা পদ।

১। **শ্রীসরস্বতীবিলাসঃ**—শ্রীসরস্বতীবিলাস (৩) একটি স্মৃতিসংগ্রহ-গ্রন্থ। London নগরীর India Office Library (৪), মহীশূরের Oriental Library, মাদ্রাজের Govt. Oriental Mss. Library ও Adyar Library তে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য পুঁথিশালায় এই গ্রন্থের পুঁথি আছে। 'শ্রীসরস্বতীবিলাসে'র 'ব্যবহারভাগ'-অংশ Rev. Thomas Foulkesএর সম্পাদনায় ইংরেজী অনুবাদ-সহ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীসরস্বতীবিলাসে'র সমগ্র 'ব্যবহারকাণ্ড' Dr. R. Shama Sastry মহাশয়ের সম্পাদনায় মহীশূর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (University of Mysore, Oriental Library Publications, Sanskrit Series No. 71)। সম্পূর্ণ 'শ্রীসরস্বতীবিলাস' এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

নয়টি মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে যথাক্রমে শ্রীশিব (কোন কোন পুঁথিতে শ্রীহরগৌরী), শ্রীগণেশ, শ্রীসরস্বতী, শ্রীহনুমান্, শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগুরুপতি, শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্ম-যুগল (৫) ও শ্রীসূর্য্যের স্তব করিয়া গ্রন্থকর্ত্তার বংশের প্রশস্তির অবতারণা ('কৃতিপ্রবেতুবংশাবতারঃ') করা হইয়াছে। তৎপরে ২৮টি শ্লোকে সূর্য্যবংশীয় শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীসূর্য্যদেব, মহারাজ শ্রীধৃষ্ণ, শ্রীদশরথ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকুশ, শ্রীঅতিথি ও তাঁহাদের বংশে আবির্ভূত গজপতি শ্রীকপিলেন্দ্রদেব, তৎপুত্র গজপতি শ্রীপুরুষোত্তমদেব এবং তদাত্মজ গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব বা শ্রীবীরুদ্রদেবের পরাক্রম ও গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পর উপমা-শ্লেষ-বিরোধাভাসাদি-অলঙ্কারযুক্ত সুমধুর গদ্যে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের শৌর্য্য-বীর্য্য-সৌন্দর্য্য-পাণ্ডিত্যাদি গুণ বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'প্রবন্ধ-বংশাবতরণ'-নামক এই প্রথম বিলাসের শেষে 'শ্রীসরস্বতীবিলাস'-গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে,—'স চায়ং বীরুদ্রো গজপতিঃ··· মহানদীজলমধ্যমধ্যাসীনাং কটকনগরীং পদ্মাপদ্মালয়েলামহিলাভিঃ সমং সম্মানয়ন্, প্রতিদিবসনিরতরাজক-নিরত-ব্যবহারকপর্ম-চরণমাচরন্ যথাবিহিতসভামণ্ডপান্তরে সভাপ্রাড্‌বিবাকামাত্যপুরোহিত-জ্যোতির্বিদাদিভিঃ সহিতঃ, বিজ্ঞানযোগি-ভাস্করাচার্য্য-মেধাতিথ্যাদ্যাচার্য্য-চন্দ্রেশ্বরাদি-বহ্বগ্রীক্ষিকবাক্যতাৎপর্য্যালোচনসনাথে-তৎক্লেশো মাদৃশিভি সকলস্মৃতিসমুচ্চয়মভিগন্তীরং নাতিবিস্তৃতং প্রবন্ধং প্রস্তৌতি।' (মহীশূর-সংস্করণ, ১১-১২ পৃষ্ঠা)

---

(১) 'তেন প্রতিগত-নৃপবর্ষ-কালাধিকত্রেণ শ্রীমৎপ্রতাপরুদ্রেণ শ্রীহরিচরণমধিকৃতা কমপি প্রবন্ধমভিনেতুমাদিষ্টোঽস্মি।'—শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটক, ১ম অঙ্ক। (২) '·· অথনিভৃতাঽনিভৃতাভিনাবেণ গজপতিনা প্রতাপরুদ্রেণাদিষ্টোঽস্মি।' '···ভগবতোঽবতো নিজকরুণাঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য শ্রিয়পার্ষদস্য শিবানন্দসেনস্য তনুজেন নিমিত্তং পরমানন্দদাসকবিনা বিনাশিতদুষ্কৃতবাসনাভিধিয়ং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ং নাম নাটকমভিনীয় সমীহিতমভিমস্য নৃপতেঃ করিষ্যামি।'—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, ১ম অঙ্ক। (৩) P. V. Kane's History of Dharmasastra, (Vol. I), pp. 410-14. (৪) 'Catalogue of Sanskrit Mss. at the India Office Library in London, Ed. by Dr. Eggelling, p. 419, No. 1404. (৫) Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. at the Govt. Oriental Mss. Library, Madras, Vol. VI, p. 2426, No. 3221. (৬) শ্রীবীরুদ্রনৃপতেঃ শ্রিয়মাতনোতু, নীলাদ্রিনাথনিজপাদসরোজযুগ্মম্। যদ্যোগিভির্হৃদয়পঙ্কজমধ্যভাগে,-সংরোধনাদিব সমুল্লসতরক্তভাবম্॥—শ্রীসরস্বতীবিলাস ১।৮

গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব যখন মহানদী-তীরস্থ কটক-নগরী শ্রীপদ্ম, শ্রীপদ্মালয়া, শ্রীইলা ও শ্রীমহিলা (?)-নাম্নী মহিষীগণের সহিত শাসন করিতেছিলেন, তখন প্রতিদিনের নির্দিষ্ট রাজকার্য্য ও ব্যবহারক্রম বর্ণন আচরণ করিয়া যথাবিহিত-সভামণ্ডপের মধ্যে সভা, প্রধান বিচারক, মন্ত্রী, পুরোহিত, জ্যোতির্বিদ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সহিত বিদ্যানুযোগী, ভাকচি, অপরার্ক, মেধাতিথি, অসহায় প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের রচিত গ্রন্থ ও 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' প্রভৃতি বহুগ্রন্থের বিভিন্ন মত ও বাক্যসমূহের একতাৎপর্য্যপরতা প্রদর্শন করিয়া পাঠকগণের ভ্রম-নিরাস সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে সকল স্মৃতিগ্রন্থের সমুচ্চয়রূপে গন্থীর 'শ্রীসরস্বতীবিলাস'-নামক এই অতি-বিস্তৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় বিলাসের প্রারম্ভে ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের এবং পুরাণসমূহের ও ইতিহাসাদির নাম উক্ত হইয়াছে। তৎপরে গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন,—'একেন চরিতার্থস্যাধিতরানর্থতানয়ঃ। পূর্ব্বপ্রবন্ধৈর্বিধয়ীভবেদিতি মনোভবঃ। ন্যূনগ্রন্থে ভাগ্রতি পূর্ব্বনিবন্ধ নিমিত্ত-নিবন্ধেষু আনর্থক্যবিভ্রান্তিস্থিতিঃ।'—(১৪ পৃষ্ঠা): অর্থাৎ, 'একের দ্বারাই কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হইলে তদ্বিষয়ক অন্য সকলের সার্থকতা থাকে না, ইহাই নীতি। আমার গ্রন্থ থাকিতে পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের নিবন্ধসমূহও নিরর্থক হইবে, এইজন্যই আমার এই গ্রন্থরচনার উদ্যম।' প্রচলিত রীতি লঙ্ঘনপূর্ব্বক 'আচারকাণ্ডে'র পূর্ব্বেই 'ব্যবহারকাণ্ড'-রচনা আরম্ভ করিবার কারণ উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন যে, শ্রীপ্রতাপরুদ্র-গজপতি-মহারাজের ইচ্ছানুসারেই প্রথমে 'ব্যবহারকাণ্ড' আরম্ভ করা হইয়াছে,—'অস্মিন স্মৃতিসংগ্রহরূপে গ্রন্থে তত্তৎস্মৃত্যনুসারেণ তত্তৎক্রমেণ আচারকাণ্ড-নিরূপণানন্তরং ব্যবহারকাণ্ডনিরূপণং যুক্তম্। তথাপি বীররুদ্র-গজপতি-মহারাজস্যাকাঙ্ক্ষানুসারেণ প্রথমং ব্যবহারকাণ্ডঃ প্রক্রম্যতে।'—(১৫ পৃষ্ঠা)। 'শ্রীসরস্বতীবিলাসে'র 'ব্যবহার-কাণ্ড' পাঁচটি 'বিলাস' বা 'উল্লাসে' সমাপ্ত; প্রতি 'উল্লাসে'র শেষে এইরূপ পুষ্পিকা আছে,—'ইতি বীরশ্রীগজপতি-গৌড়েশ্বর-নবকোটিকর্ণাটক-কলবুরি-পেশ্বর-শরণাগতজনপুরাধীশ্বর-হুশনসাহিসুরত্রাণশরণরক্ষণ-শ্রীউর্গাবরপুত্র-পবিত্রচরিত্র - রাজাধিরাজরাজপরমেশ্বর- শ্রী - প্রতাপরুদ্রদেবমহারাজ-বিরচিতে স্মৃতিসংগ্রহে সরস্বতী-বিলাসে···নাম···বিলাসঃ (উল্লাসঃ)'—মহীশূরসংস্করণ, ১২, ৬২, ৭৮, ২১০, ৫০৩ পৃষ্ঠা।

'শ্রীসরস্বতীবিলাস' দাক্ষিণাত্যে একটি প্রামাণিক স্মৃতি-গ্রন্থরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্ব-কাল ১৪৯৭ হইতে ১৫৩১ খৃষ্টাব্দ; সুতরাং 'শ্রীসরস্বতী-বিলাসে'র রচনাকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

'শ্রীসরস্বতীবিলাসে' নিম্নলিখিত স্মৃতিশাস্ত্রগ্রন্থসমূহের ও স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের উল্লেখ আছে,—অঙ্গিরাঃ, অত্রি, অপরার্ক, অসহায়, আত্রেয়, আপস্তম্ব, কণাদ, কলিজল, কর্কিভাষ্য, কশ্যপ, কাত্যায়ন, কাক্কীজিনি, কুলার্ক, গার্গ্য, গুরু (প্রভাকর), গোভিল, গৌতম, চন্দ্রিকা (স্মৃতিচন্দ্রিকা), ছাগলেয়, জনক, জমদগ্নি, জাতুকর্ণি, জাবালি, দক্ষ, দেবরাত, দেবল, দেবস্বামী, ধারেশ্বর, নাচিকেত, নারদ, নিবন্ধনকার, পরাশর, পারস্কর, পিতামহ, পৈঠীনসি, প্রচেতাঃ, প্রদীপ, প্রদীপিকাকার, বভ্রু, বোধায়ন, ভরদ্বাজ, ভবদেব, ভবনাথ, ভাকচি, মনু, মরীচি, মিতাক্ষরা, মেধাতিথি, যজ্ঞপতি, যম, যাজ্ঞবল্ক্য, যোগীশ্বর, রাজলাসক, লক্ষ্মীধর, লিখিত, লৌগাক্ষি, বৎস, বরদরাজ, বসিষ্ঠ, বিজ্ঞানযোগী, বিজ্ঞানেশ্বর, বিশ্বামিত্র, বৃত্তিকার, বৃহস্পতি, বৈখানস-সংহিতা, ব্যাঘ্রপাদ, ব্যাস, শঙ্খ, শম্ভু, শাতাতপ, শালিকানাথ, শ্রীকর, সংগ্রহকার, সংবর্ত্ত, সত্যব্রত, সনৎকুমার, সুমন্ত, সোমশেখর, সোমেশ্বর, স্কন্দ, হারীত প্রভৃতি।

আধুনিক গবেষকগণের মত এই যে, 'শ্রীসরস্বতীবিলাস' শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের নিজের রচনা নহে, পরন্তু রাজার অনুগ্রহ-প্রার্থী 'লোল লক্ষ্মীধর' নামক কোনও সভাপণ্ডিত রাজার ও রাজবংশের প্রশস্তিযুক্ত 'শ্রীসরস্বতীবিলাস' গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের নামে উহার প্রচার করিয়াছিলেন। (১) ইহার কারণরূপে গবেষকগণ নিম্ন-লিখিত যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করেন:—১। শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রদেব স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তা হইলে তিনি স্বকৃত-গ্রন্থে স্বীয় পরাক্রম ও গুণাবলীর সুদীর্ঘ প্রশস্তি নিজেই কীর্ত্তন

(১) Dr. R. Shama Sastry's Introduction (in Sanskrit) to his edition of Sarasvativilasa, Mysore, 1927, p. xxviii.

করিতেন না। ২। দ্বিতীয় বিলাসের প্রারম্ভে (১৪ পৃষ্ঠা) উক্ত হইয়াছে যে, 'শ্রীবীরভদ্রগজপতি-মহারাজের আজ্ঞানুসারে প্রথমে ব্যবহারকাণ্ড রচনা করা হইতেছে।' শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব স্বয়ং গ্রন্থকর্তা হইলে এইরূপ উক্তি থাকা অসমঞ্জস। ৩। 'লোল্ল-লক্ষ্মীধর' নামক শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রদেবের দক্ষিণ-দেশীয় এক সভা-পণ্ডিত 'শ্রীসরস্বতী-বিলাস' রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আধুনিক গবেষকগণ প্রমাণ করিয়াছেন। লোল্ল-লক্ষ্মীধর তৎপ্রণীত 'সৌন্দর্যলহরী-ব্যাখ্যা'র পুষ্পিকায় অন্যান্য অনেক গ্রন্থের সহিত 'শ্রীসরস্বতী-বিলাস' তাঁহারই রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ('—সরস্বতীবিলাসোদ্ভাবিতকস্তুনিবন্ধন—' ইত্যাদি)। উক্ত পুষ্পিকায় লোল্ল-লক্ষ্মীধর নিজেকে গজপতি শ্রীবীরভদ্র-দেবের আশ্রিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ('—আশ্রয়ীকৃত-গজপতিবীরভদ্র—')। 'বন্দামহে মহীয়াংসমমলং স্বচ্ছটা-ধরম্। যৎকৃপাকণসংকারলব্ধং শব্দাগ্রশাসনম্॥' —এই মঙ্গল-শ্লোকটি 'শ্রীসরস্বতীবিলাস' ও 'সৌন্দর্যলহরীব্যাখ্যা' উভয় গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের সভাপণ্ডিত লোল্ল-লক্ষ্মীধরই 'শ্রীসরস্বতী-বিলাস' স্বয়ং প্রণয়ন বা সঙ্কলন করিয়া রাজার প্রশস্তি কীর্তন-পূর্বক এই গ্রন্থ তাঁহার আশ্রয়দাতা শ্রীপ্রতাপরুদ্র-দেবের নামে প্রচার করিয়াছিলেন—ইহাই গবেষকগণের অভিমত(১)। 'শ্রীসরস্বতী-বিলাস' ও 'সৌন্দর্যলহরীব্যাখ্যা' ব্যতীত লোল্ল-লক্ষ্মীধর 'জ্যোতিষদর্পণ' নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থ, 'মহানিবন্ধন' নামক মানব-ধর্মশাস্ত্রের টীকা এবং 'বর্ণা-বতংস', 'কর্ণাবতংস' ও 'লক্ষ্মীধর' নামক কাব্যত্রয় প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদেবরায়ের সহিত শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের কন্যার বিবাহের পরে লোল্ল-লক্ষ্মীধর বিজয়নগরে গমন করেন এবং কৃষ্ণদেবরায়ের সভাপণ্ডিত হন। লোল্ল-লক্ষ্মীধর শ্রীকৃষ্ণদেবরায়ের 'কোণ্ডবীডু' (Kondavidu) ও কাজা (Kaza) অনুশাসন-লিপি (Edited by Dr. Luders in the Epigraphia Indica, Vol. VI, pp. 117 et seq. and pp. 233 et seq.) রচনা করিয়াছিলেন।

৭। **শ্রীপ্রতাপমার্তণ্ড বা শ্রীপ্রৌঢ়প্রতাপমার্তণ্ড**।—ইহা শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের নামে আরোপিত আর একটি স্মৃতি-শাস্ত্রগ্রন্থ। (১) এই গ্রন্থের একটি পুঁথি পুণার Bhandar-kar Oriental Research Institute-এ আছে। (২) এই গ্রন্থ 'উৎকলাধিপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের প্রণীত এবং চিত্রোৎপলা-নদীর তীরে কটকনগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল' বলিয়া গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে সূর্য-বংশীয় শ্রীকপিলেশ্বরগজপতি ও তৎপুত্র শ্রীপুরুষোত্তমদেবের উল্লেখ আছে। গ্রন্থের পুষ্পিকায় শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রদেবের এইরূপ পরিচয় আছে,—'গজপতি-গৌড়েশ্বর-নবকোটি-কর্ণাট কলবরগেশ্বর রূপনারায়ণ' ইত্যাদি। গ্রন্থখানা 'পদার্থ-নির্ণয়', 'বৎসরাদিনিরূপণ', 'তিথিনিরূপণ', 'ব্রতনির্ণয়' ও 'বিষ্ণুভক্তি' এই পাঁচটি 'প্রকাশে' বিভক্ত। অনন্তভট্ট, অপরার্ক, ভল্লতক, কালাদর্শ, দেবদাস, পারিজাত, মাধবীয়, মিতাক্ষরা, রত্নাকর, স্মৃতিচন্দ্রিকা, হেমাদ্রি প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহ এই গ্রন্থে সমাদরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীনীলকণ্ঠভট্টকর্তৃক রচিত 'সময়মযূখ' (বা 'কালমযূখ') ও 'শ্রাদ্ধমযূখ' (Ed. by J. R. Gharpure, Bombay) নামক দুইটি স্মৃতি-নিবন্ধ গ্রন্থে 'শ্রীপ্রতাপমার্তণ্ড' গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 'শ্রীসরস্বতীবিলাসে'র ন্যায় 'শ্রীপ্রতাপমার্তণ্ড' গ্রন্থও শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের একজন সভাপণ্ডিতের দ্বারা রচিত হইয়া মহারাজের নামে আরোপিত হইয়াছিল। পরাশর-গোত্রীয় শ্রীনারায়ণের পৌত্র ও শ্রীমাধবের পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের আদেশে 'শ্রীপ্রতাপমার্তণ্ড' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। (৩) শ্রীরামকৃষ্ণ এই গ্রন্থ ব্যতীত 'যুক্তি-স্নেহপ্রপূরণী' নামক 'শাস্ত্রদীপিকা'র টীকা ও 'তীর্থ-

(১) Sources of Vijayanagar History, pp. 151-2; Dr. V. Raghavan in Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol. XVIII, Part II, 1937, pp. 206-7; P. K. Gode in the Calcutta Oriental Journal, Vol. II, No. 9, June, 1935, pp. 233-4; Dr. M. Krishnamachariar's History of Classical Sanskrit Literature, p. 1060, foot-note. (২) P. V. Kane's History of Dharmasastra (Vol. I), p. 414; Naradasmriti, Ed. by Dr. Jolly, Vol. X, pp. 222-5. (৩) Deccan College Ms. No. 48 of 1871-73 (now lodged at the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona). (৪) Stein's Catalogue, p. 96.

রত্নাকর' (বা 'রামরত্নাকর') নামে আর একটি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আনুমানিক ১৪০০ হইতে ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। শঙ্করভট্টকৃত 'দৈতনির্ণয়ে' 'শ্রীপ্রতাপরুদ্রনিবন্ধ' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে; সম্ভবতঃ উহা 'শ্রীপ্রতাপমার্ত্তণ্ড' হইতে অভিন্ন।(১)

৩। **নির্ণয়সংগ্রহ** :—এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে এযাবৎ কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

৪। **কৌতুকচিন্তামণি** :—ইহা 'চিত্রবন্ধ', 'প্রহেলিকা' প্রভৃতি কাব্য-রচনা-বিষয়ক, কামশাস্ত্র-বিষয়ক ও ইন্দ্রজাল-বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ। (২) তিনটি 'দীপ্তি' বা অধ্যায়ে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। পুণার Bhandarkar Oriental Research Instituteএ এই গ্রন্থের দুইখানা পুঁথি এবং বিকানীর-মহারাজের গ্রন্থাগারে দেবনাগরাক্ষরে লিখিত ৪৩ পত্রাঙ্কক একটি পুঁথি আছে। (৩) আনুমানিক ১৫২০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থের প্রারম্ভ ও উপসংহারের পুষ্পিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রারম্ভ :—

'ব্যামোহপ্রশমৌষধং মুনিমনোমুক্তিপ্রবৃত্তৌষধং
দৈত্যেন্দ্রান্তকরৌষধং ত্রিভুবনে সঞ্জীবনৈকৌষধম্।
ভক্তার্ত্তিপ্রশমৌষধং ভবভয়ধ্বান্তপ্রনৈকৌষধং
প্রেয়ঃপ্রাপ্তিকরৌষধং পিব মনঃ শ্রীকৃষ্ণদিব্যৌষধম্॥

রচং রুচিরারেচিচকচ্ছাক্ষচারুচঃ।
চচার রুচিরাচারশ্চারেরাচারচত্বরঃ॥'

পুষ্পিকা :—

'ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজ-প্রতাপরুদ্রদেবকৃতে চিন্তামণিগ্রন্থে কৌতুকনিরূপণং নাম তৃতীয়া দীপ্তিঃ সমাপ্তা।'

৫। **একটি বাংলা পদ** :—কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৯২নং পুঁথিতে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 'বাংলা পুঁথির বিবরণ', তৃতীয় ভাগ, ১৬০ পৃষ্ঠা) 'শ্রীপ্রতাপরুদ্রে'র ভনিতা-যুক্ত একটি বাংলা পদ আছে। ঐ পদটি স্বয়ং শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রচিত কিনা, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। (৪) পদটীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

* * *

"আভরণ-মাঝে হ'ব দুখানি নূপুর।
নখচন্দ্রে চকোর, পদকমলে ভ্রমর।
ও রূপে মুকুর হ'ব নিরাগে চামর॥
আর এক সাধ আমি করিয়াছি মনে।
অতি ক্ষীণ রেণু হৈয়া থাকিব চরণে॥
রেণু হৈতে না পাই যদি মনে অনুমানি।
প্রতাপরুদ্রে কৃপা করহ আপনি॥"

[পদটী শ্রীরাধার প্রতি উক্তি। পদের প্রথম তিনটি পঙ্‌ক্তি সুসিদ্ধান্ত-সম্মত নহে বলিয়া বর্জ্জিত হইল।]

পরিশিষ্ট

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের পর হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত পুরীর মহারাজগণের নাম ও রাজত্বকালের তালিকা 'মাদলা-পাঞ্জী' হইতে সংগৃহীত হইয়া নিম্নে প্রকাশিত হইল। Stirling Hunter প্রভৃতি লেখকগণ এই তালিকাকে গ্রহণ করিলেও অনুশাসন-লিপি প্রভৃতি বিচার করিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ইহার প্রামাণিকতা সর্ব্বাংশে স্বীকার করেন না।

(১) কালুয়া-প্রতাপ (১৪৫৪-৫৫ শকাব্দ); (২) কথাকুয়া-প্রতাপ (১৪৫৫-৫৮); (৩) গোবিন্দ বিদ্যাধর (১৪৫৮-৬৬); (৪) চক্রপ্রতাপ (১৪৬৬-৭৪); (৫) নরসিংহদেব (১৪৭৪-৭৫); (৬) রঘুরামদেব (১৪৭৫-৭৬); (৭)

(১) P. V. Kane's History of Dharmasastra (Vol. I), pp. 554, 585, 595, 729. (২) P. V. Kane's History of Dharmasastra (Vol. I), pp. 536, 712-3 ; Naradasmriti, Ed. by Dr. Jolly, Vol. IX, pp. 189-190. (৩) Deccan College Mss. No. 981 of 1887-91 and No. 1031 of 1884-87 ; Catalogue of Sanskrit Mss. in the Library of His Highness the Maharaja of Bikaner, compiled by Rajendralal Mitra, Calcutta, 1880, p. 646, No. 1410. (৪) A History of Brajabuli Literature by Dr. Sukumar Sen, University of Calcutta.

মুকুন্দদেব (১৪৭৭-৮৪) ; (৮) রামচন্দ্রদেব (১৪৮৯-১৪২২) ; (৯) পুরুষোত্তমদেব (১৪২২-৪৩) ; (১০) নৃসিংহদেব (১৪৪৩-৪৮) ; (১১) গঙ্গাধরদেব (১৪৪৮-৬৮) ; (১২) বলভদ্রদেব (১৪৬৮-৭৭) ; (১৩) ২য় মুকুন্দদেব (১৪৭৭-১৬১০) ; (১৪) দিব্যসিংহদেব (১৬১০-৩৪) ; (১৫) হরেকৃষ্ণদেব (১৬৩৪-৪১) ; (১৬) গোপীনাথদেব (১৬৪১-৪৮) ; (১৭) ২য় রামচন্দ্রদেব (১৬৪৮-৫৯) ; (১৮) বীরকেশরিদেব (১৬৫৯-১৭০২) ; (১৯) ২য় দিব্যসিংহদেব (১৭০২-২০) ; (২০) ৩য় মুকুন্দদেব (১৭২০-৪০) ; (২১) ৩য় রামচন্দ্রদেব (১৭৪০-৭৭) ; (২২) ২য় বীরকেশরিদেব (১৭৭৭-৮২) ; (২৩) ৩য় দিব্যসিংহদেব (১৭৮২-১৮০৪) ; (২৪) ৪র্থ মুকুন্দদেব (১৮০৪-৪৮) ; (২৫) ৪র্থ শ্রীরামচন্দ্রদেব (১৮৪৮-　　)।

শ্রীযুক্ত চতুর্থ রামচন্দ্রদেবই পুরীর বর্ত্তমান রাজা। *

যুগ-ধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনকেই যুগধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন ; আর যুগ-মানব পেট ও মাটির ধর্ম্মকে যুগধর্ম্মরূপে আচার ও প্রচার করিতেছেন। যুগ-মানব শাস্ত্রের উপদেশ বা শব্দপ্রমাণকে অবাস্তব 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্পবিশেষ, আর পেট ও মাটির কথাকে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ সত্য মনে করেন। মাটির উপর দাঁড়ান যায়, ঘর্ম্ম ও আতপে ঘর বাঁধিয়া থাকা যায় ; পেটে ক্ষুধা লাগিলে তাহার অনুভূতি কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী হইতে যুগমানবের কথিত তথাকথিত মহামানবের পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় হয়। এজন্য পেট সত্য ও মাটি সত্য। এইজন্য যুগমানবের কীর্ত্তনের ধুয়া—

"পেট, পেট, পেট সে।
পেট বড়, (আর) সব ছোট॥"

যাঁহারা কলি অর্থাৎ বিবাদ, তর্ক, কাম, ক্রোধাদির সহিত নিজের সত্তাকে একীভূত করিয়াছেন এবং সেই কলির বা বিবাদের নিসর্গকেই যাঁহারা ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই যুগমানব বা কলি-মানব। আর তাঁহাদের ধর্ম্ম বা স্বভাবই যুগধর্ম্ম অর্থাৎ কলি-ধর্ম্ম। কিন্তু শাস্ত্র কলি-ধর্ম্মকে যুগধর্ম্ম বলেন না। সর্ব্বদোষনিধি কলি একমাত্র যে ধর্ম্মের দ্বারা ধ্বস্তাধিষ্ঠ হইয়াছে, যাহা অখিল-দোষ-আকর-কলির সমস্ত দোষকে বিনাশ করিয়াছে, তাহাকেই শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র যুগধর্ম্ম বলেন।

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥"

(ভাঃ ১২।৩।৫১)

হে রাজন্! কলির দোষরাশির মধ্যেও একটী মহান্ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনমাত্রেই জীব বন্ধন-মুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়।

'শ্রীভক্তিসন্দর্ভে' ২১৩ অনুচ্ছেদে শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বলিতেছেন,—

"ততঃ কলিপ্রধানাং পরমভগবন্নিন্দিতাং শ্রুত্বা তদর্থং কলাবেব কেবলং নিরূপয়ন্ প্রার্থয়ন্ত ইত্যাহ—(ভা ১১।৫।৩৮)—

'কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥'

তৎপরায়ণত্বমত্র তদীয়-প্রেমাতিশয়বত্ত্বম্। এতদেব 'পরমাং শান্তিম্' (ভা ১১।৫।৩৭) ইত্যনেন কার্য্যদ্বারা ব্যঞ্জিতম্। (ভা ৬।১৪।৫)—'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা' ইত্যত্র যদ্বৎ। অত্র কলিসঙ্গেন কীর্ত্তনস্য গুণোৎকর্ষ ইতি ন বক্তব্যম্, ভক্তিমাত্রে কালদেশনিয়মস্য নিষিদ্ধত্বাৎ ; বিশেষতো নামোপলক্ষ্য চ বিষ্ণুধর্ম্মে ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে—

'ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নামনি লুব্ধক॥' ইতি

[* "গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব"-প্রবন্ধের সমগ্র ঐতিহাসিক তথ্যাংশ জনৈক অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের সংগৃহীত ও লিখিত। কেহ অনুগ্রহ করিয়া ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন ও নূতন তথ্য প্রদান করিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। —গৌঃ সঃ]

স্কান্দে পাদ্মবৈশাখমাহাত্ম্যে। বিষ্ণুধর্ম্মে চ—'চক্রাদ্যুদ্যত নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ' ইতি।

স্কান্দে এব চ—

'ন দেশকালাবস্থাত্বন্তদ্গদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতঃসমেবৈতন্নামকামিতকামদম্॥' ইতি।

বিষ্ণুধর্ম্মে চ—

'কলৌ কৃতযুগং তস্য কলিস্তস্য কৃতে যুগে।
যস্য চেতসি গোবিন্দো হৃদয়ে যস্য নাচ্যুতঃ॥' ইতি।

ন চ কলাবস্তুসাধনানামর্থত্বাদেব তেনাল্পেনাপি মহৎ ফলং ভবতি, ন তু তস্য গরীয়স্ত্বেনেতি মন্তব্যম্।

'যস্মিন্ স্তবমতির্নাতি নরকং স্বর্গোঽপি যদ্বিষয়ে
বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসাং ব্রহ্মোঽপি লোকোঽন্তকঃ।
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽখলধিয়াং পুংসাং সদাভ্যর্থদঃ
কিং চিত্রং যদহং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে॥'

ইতি সমাধিপর্য্যন্তাদপি স্মরণাৎ কৈমুত্যেন কীর্ত্তনস্যৈব গরীয়স্ত্বং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দর্শিতম্। অতএবোক্তম্—"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানাম্" ইত্যাদি। তথা চ—

'অবশ্যং স্মরণং বিষ্ণোর্ব্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্॥' ইতি।

বৈষ্ণবচিন্তামণৌ—

'যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥'

ইত্যাস্তত্র; 'সর্ব্বাপরাধকৃদপি' ইত্যাদি নামাপরাধ-ভঞ্জনস্তোত্রে চ; তস্মাৎ সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎকীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্।

কলৌ চ শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্গ্রাহ্যত ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্র তৎপ্রশংসেতি স্থিতম্।

অতএব, 'যদ্যপি ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তথা তৎ-সংযোগেনৈব' ইত্যুক্তম্—(ভা ১১।৫।৩২) 'যদ্ভক্তঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ' ইতি। অত্র চ স্বতঃসমেব নাম-কীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্—'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥' ইত্যাদৌ; তস্মাৎ সাধূক্তম্—(ভা ১১।৫।৩৬) 'কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ' ইত্যাদিত্রয়ং শ্রীকরভাজনো মুনিমি।"

শ্রীমদ্ভাগবত কলিযুগের বর্ণন-প্রসঙ্গে যুগমানবের আদর্শ-স্থানীয় ব্যক্তিগণের স্বরূপ অলঙ্কারে অঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীব্যাসদেবের ভাষায় তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

"যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নঃ কলির্যুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্।
অনেন ক্রমযোগেন ভুবি প্রাণিষু বর্ত্ততে॥
রাজন্নেতে ময়া প্রোক্তা নরদেবাস্তথাপরে।
ভূম্যৌ মমত্বং কৃত্বান্তে হিত্বেমাং নিধনং গতাঃ॥
কৃমিবিড্ভস্মসংজ্ঞান্তে রাজনামোঽপি যস্য চ।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থঃ কিং বেদ নিরয়ো যতঃ॥
তেজোঽবন্নময়ং কায়ং গৃহীত্বাত্মতয়াঽবুধাঃ।
মহীং মমতয়া চোভৌ হিত্বান্তেঽদর্শনং গতাঃ॥"

(ভা ১২।২।৩৩, ৩৯-৪১, ৪৩)

পুরাবৃত্তজ্ঞ পুরুষগণ বলেন—যে-দিবস যে-ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠগত হইয়াছেন, সেই দিবসে সেই ক্ষণেই কলিযুগ পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

এইরূপে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই যুগচতুষ্টয় নিরন্তর প্রাণিগণের মধ্যে প্রবৃত্ত হইতেছে।

হে রাজন্! পূর্ব্ববর্ণিত রাজগণ এবং ব্রাহ্মণাদিকুল-সম্ভূত অন্যান্য মানবগণ এই পৃথিবীর প্রতি কিয়ৎকালের জন্য মমতাযুক্ত হইয়া পশ্চাৎ এই পৃথিবী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিনষ্ট হইয়াছেন।

এই রাজনামধারী দেহেরও বিনাশের পর কৃমি, বিষ্ঠা, ভস্ম-প্রভৃতি সংজ্ঞা-লাভ হইবে। যে-ব্যক্তি এইরূপ অনিত্য দেহের জন্য প্রাণিহিংসা করে, সে কিছুমাত্র স্বার্থ অবগত নহে, যেহেতু তাহা হইতে নরকপ্রাপ্তিই হয়।

পরন্তু অজ্ঞমানবগণ এই ক্ষিতিজলতেজোময় দেহকে আত্মরূপে এবং পৃথিবীকে নিজবস্তুরূপে জ্ঞান করিয়া পশ্চাৎ উভয়কেই পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করে।

যাহারা ধরণীকে বরাহ-দেহের ধরণীরূপে দর্শন না করিয়া ধরণীকে জীবভোগ্যা বা তথাকথিত বীরভোগ্যা-রূপে দর্শন করে অর্থাৎ ধরণীরূপে ভোগ করিতে উদ্যত হয়, সেই ধরণীপতিত্বের অভিমানকারী সেই ব্যক্তিগণের যে

অবশ্যম্ভাবী অবস্থা লাভ হয়, তাহা শ্রীল শুকদেব গোস্বামি-প্রভু মহারাজ শ্রীপরীক্ষিতের নিকট বর্ণন করিয়াছেন —

"দৃষ্ট্বাস্থনি ঘয়ে রাজান্ নৃণান্ হসতি ভূরিয়ম্।
অহো মা বিজিগীষন্তি মৃত্যোঃ ক্রীড়নকা নৃপাঃ॥
কাম এষ নরেন্দ্রাণাং মোঘঃ স্যাদ্বিদুষামপি।
যেন ফেনোপমে পিণ্ডে যেঽতিবিশ্রম্ভিতা নৃপাঃ॥
পূর্ব্বং নির্জ্জিত্য ষড়্বর্গং জেষ্যামো রাজমন্ত্রিণঃ।
ততঃ সচিবপৌরাপ্ত-করীন্দ্রানন্ত কণ্টকান্॥
এবং ক্রমেণ জেষ্যামঃ পৃথ্বীং সাগরমেখলাম্।
ইত্যাশাবদ্ধহৃদয়া ন পশ্যন্ত্যন্তিকেঽন্তকম্॥
সমুদ্রাবরণাং জিত্বা মাং বিশন্ত্যব্ধিমোজসা।
কিয়দাত্মজয়স্যৈতত্ত্যক্তিরাস্তকরে ক্ষণম্॥
যাং বিসৃজ্যৈব মনবস্তৎসুতাশ্চ কুরূদ্বহ।
গতা যথাগতং যুদ্ধে তাং মা জেষ্যন্ত্যবুদ্ধয়ঃ॥
মৎকৃতে পিতৃপুত্রাণাং ভ্রাতৃণামপি বিগ্রহঃ।
জায়তে হ্যসতাং রাজ্যে মমতাবদ্ধচেতসাম্॥
মমৈবেয়ং মহী কৃৎস্না ন তে মূঢ়েতি বাদিনঃ।
স্পর্দ্ধমানা মিথো ঘ্নন্তি ম্রিয়ন্তে মৎকৃতে নৃপাঃ॥

(ভা ১২।৩।১-৮)

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! এই পৃথিবী নিজকে জয় করিবার জন্য রাজগণকে ব্যগ্র দেখিয়া এইরূপে উপহাস করিয়া থাকে—অহো! এই রাজগণ মৃত্যুর ক্রীড়াদ্রব্য-স্বরূপ হইয়া আমাকে জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছে। এই রাজগণ যে কামকর্ত্তৃক ফেনবুদ্বুদ-তুল্য এই অনিত্য দেহে অতিবিশ্বাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা পণ্ডিত হইলেও তাহাদের এই কাম অবশ্যই বিফল হইবে।

'প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ষড়্বর্গের পরাজয় সাধন করিয়া রাজমন্ত্রিগণকে বশীভূত, তৎপরে অমাত্য, পৌর, সুহৃদ্ ও হস্তিপালকগণকে স্ববশে আনয়ন করিব। অনন্তর বিপক্ষকে উন্মূলিত করিয়া ক্রমে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবী জয় করিব'—এইরূপ আশাবদ্ধচিত্তে এই রাজগণ সমীপবর্ত্তী মৃত্যুকেও দেখিতে পাইতেছে না।

কোন কোন রাজা সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী জয় করিয়া সমুদ্রের পরপারবর্ত্তী দেশ-বিজয়ের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিয়া থাকে, পরন্তু ইহারা অতিশয় মূর্খ, যেহেতু ইন্দ্রিয়জয়ের পরমফলই সংসারমুক্তি; রাজ্যজয় উহার তুচ্ছফল-স্বরূপ।

হে কুরুনন্দন! মহর্ষি মনু ও তদীয় বংশধর রাজগণ পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া যেভাবে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে পুনরায় প্রস্থান করিয়াছেন; অজ্ঞগণই সেই ভূমিকে জয় করিতে চেষ্টা করে।

আমার (পৃথিবীর বা ভূমির) প্রতি মমতা-হেতু পুত্র, পিতা, ও ভ্রাতৃগণের মধ্যেও আমার (ভূমির) জন্যই বিবাদ ঘটিয়া থাকে।

'হে মূর্খ! এই সমগ্রা পৃথিবী একমাত্র আমারই লভ্যা, তোমার নহে'—এইরূপ বলিয়া পরস্পর স্পর্দ্ধাযুক্ত রাজগণ অপরকে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ংও বিনষ্ট হয়।

"পৃথুঃ পুরূরবা গাধির্নহুষো ভরতোঽর্জ্জুনঃ।
মান্ধাতা সগরো রামঃ খট্বাঙ্গো ধুন্ধুহা রঘুঃ॥
তৃণবিন্দুর্যযাতিশ্চ শর্য্যাতি শন্তনুর্গয়ঃ।
ভগীরথঃ কুবলয়াশ্বঃ ককুৎস্থো নৈষধো নৃগঃ।
হিরণ্যকশিপুর্বৃত্রো রাবণো লোকরাবণঃ।
নমুচিঃ শম্বরো ভৌমো হিরণ্যাক্ষোঽথ তারকঃ॥
অন্যে চ বহবো দৈত্যা রাজানো যে মহেশ্বরাঃ।
সর্ব্বে সর্ব্ববিদঃ শূরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বজিতোঽজিতাঃ।
মমতাং ময্যবর্ত্তন্ত কৃত্বোচ্চৈর্মর্ত্ত ধর্ম্মিণঃ।
কথাবশেষাঃ কালেন হ্যকৃতার্থাঃ কৃতা বিভো॥"

(ভা ১২।৩।৯-১৩)

পৃথু, পুরূরবা, গাধি, নহুষ, ভরত, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম, খট্বাঙ্গ, ধুন্ধুহা, রঘু, তৃণবিন্দু, যযাতি, শর্য্যাতি, শন্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্ব, ককুৎস্থ, নল, নৃগ, হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, লোকভয়ঙ্কর রাবণ, নমুচি, শম্বর, নরক, হিরণ্যাক্ষ, তারক এবং অন্যান্য দৈত্য ও মহারাজগণ সকলে সর্ব্বজ্ঞ, শূর, সর্ব্বজয়ী ও অপরাজিত হইয়াও আমার প্রতি অতিশয় মমতাযুক্তভাবে বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু সেই মর্ত্ত্য-ধর্ম্মিগণ সকলেই অকৃতার্থ হইয়া কালকর্ত্তৃক কথামাত্রে অবশিষ্ট রহিয়াছেন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বিভিন্ন যুগের মানবের প্রকৃতি বর্ণন করিয়া কলিযুগের মানবের বা যুগ-মানবের প্রকৃতির বর্ণন করিতেছেন—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি দৃশ্যন্তে পুরুষে গুণাঃ।
কালসঞ্চোদিতাস্তে বৈ পরিবর্ত্তন্ত আত্মনি॥

প্রভবন্তি যদা লোকে মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
তদা কৃতযুগং বিদ্যাজ্ঞানে তপসি যদ্রুচিঃ॥
যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু ভক্তির্যশসি দেহিনাম্।
তদা ত্রেতা রজোবৃত্তিরিতি জানীহি বুদ্ধিমন্॥
যদা লোভস্ত্বসন্তোষো মানো দম্ভোঽথ মৎসরঃ।
কর্ম্মণাকাম্যরূপেণ তদা দ্বাপরমুচ্যতে॥
যদা মায়ানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাদনম্।
শোকমোহৌ ভয়ং দৈন্যং স কলিস্তামসঃ স্মৃতঃ॥
তস্মাৎ ক্ষুদ্রদৃশো মর্ত্যাঃ ক্ষুদ্রভাগ্যা মহাশনাঃ।
কামিনো বিত্তহীনাশ্চ স্বৈরিণশ্চ স্ত্রিয়োঽসতীঃ॥
দস্যুৎকৃষ্টা জনপদা বেদাঃ পাষণ্ডদূষিতাঃ।
রাজানশ্চ প্রজাভক্ষাঃ শিশ্নোদরপরা দ্বিজাঃ॥
অব্রতা বটবোঽশৌচা ভিক্ষবশ্চ কুটুম্বিনঃ।
তপস্বিনো গ্রামবাসা জ্ঞানিনোঽমার্থলোলুপাঃ॥
হ্রস্বকায়া মহাহারাঃ ভূর্যপত্যা গতহ্রিয়ঃ।
শশ্বৎকটুকভাষিণ্যশ্চৌর্য্যমায়োরুসাহসাঃ॥"

(ভা ১২।৩।২৬-৩৪)

পুরুষগণের যে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ দৃষ্ট হয়, তাহাও যুগভেদে কালপ্রেরণাবশতঃ তারতম্যানুসারে পরিবর্ত্তিত হয়।

যে-কালে মনঃ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ সত্ত্বগুণপ্রভাবান্বিত এবং জ্ঞান ও তপস্যায় রুচিবিশিষ্ট হয়, সেই কালকে সত্যযুগ জানিবে।

হে বুদ্ধিমন্! যে-কালে কর্ম্মসমূহে ও যশোবিষয়ে মানবগণের অনুরাগ দৃষ্ট হয়, তৎকালে রজোগুণপ্রাধান্যযুক্ত ত্রেতাযুগের প্রবর্ত্তন জানিবে।

যে-কালে লোভ, অসন্তোষ, মান, দম্ভ, মৎসর ও কাম্যকর্ম্মানুরাগ দৃষ্ট হয়, তাহাকে রজস্তমোগুণপ্রাধান্যযুক্ত দ্বাপরযুগ জানিবে।

যে-কালে প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসা, বিষাদ, শোক, মোহ, ভয়, দৈন্য-প্রভৃতি প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে তমোগুণপ্রধান কলিযুগ জানিবে

উক্ত কলিযুগবশতঃ মানবগণ মন্দমতি, মন্দভাগ্য, প্রচুরভোজী, দরিদ্র, কামুক এবং স্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারিণী ও অসতী হইবে।

জনপদসমূহ দস্যুবহুল, বেদরাশি পাষণ্ডদূষিত, রাজগণ প্রজাভক্ষক ও দ্বিজগণ শিশ্নোদরপরায়ণ হইবে।

ব্রহ্মচারিগণ আচার-শৌচবর্জ্জিত, গৃহস্থগণ ভিক্ষাপরায়ণ, বানপ্রস্থবর্ষিগণ গ্রামবাসী এবং সন্ন্যাসিগণ অতিশয় অর্থলোলুপ হইবেন।

স্ত্রীজাতি ক্ষুদ্রকায়া, প্রভূতভোজনশীলা, বহুসন্তানযুক্তা, নির্লজ্জা, নিরন্তর কটুভাষিণী এবং চৌর্য্য, কপট ও মহাসাহসযুক্তা হইবে।

"পণয়িষ্যন্তি বৈ ক্ষুদ্রাঃ কিরাটাঃ কূটকারিণঃ।
অনাপদ্যপি মংস্যন্তে বার্ত্তাং সাধু জুগুপ্সিতাম্॥
পতিং ত্যক্ষ্যন্তি নির্দ্রব্যং ভৃত্যা অপ্যখিলোত্তমম্।
ভৃত্যং বিপন্নং পতয়ঃ কৌলং গাশ্চাপয়স্বিনীঃ॥
পিতৃভ্রাতৃসুহৃজ্জ্ঞাতীন্ হিত্বা সৌরতসৌহৃদাঃ।
মনাস্ত্বালসসাংসা হীনাঃ স্বৈরাঃ কলৌ নরাঃ॥
শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্॥
নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো দুর্ভিক্ষকরকর্শিতাঃ।
নিরন্নে ভূতলে রাজন্ অনাবৃষ্টিভয়াতুরাঃ॥
বাসোঽন্নপানশয়ন-ব্যবায়স্নানভূষণৈঃ।
হীনাঃ পিশাচসন্দর্শা ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রজাঃ॥
কলৌ কাকিণিকেঽপ্যর্থে বিগৃহ্য ত্যক্তসৌহৃদাঃ।
ত্যক্ষ্যন্তি চ প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিষ্যন্তি স্বকানপি॥
ন রক্ষিষ্যন্তি মনুজাঃ স্থবিরৌ পিতরাবপি।
পুত্রান্ ভার্য্যাঞ্চ কুলজাং ক্ষুদ্রাঃ শিশ্নোদরম্ভরাঃ॥
কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ॥"

(ভা ১২।৩।৩৫-৪৩)

ক্ষুদ্রবণিগ্‌গণ অধর্ম্মযুক্ত ও কপটভাষাপন্ন হইয়া ক্রয়-বিক্রয়াদি করিবে এবং মানবগণ আপৎকালব্যতীত অন্য সময়ও নিন্দিত বৃত্তিকেই উত্তম মনে করিবে।

সর্ব্বগুণযুক্ত প্রভুও যদি দরিদ্র হন, তাহা হইলে ভৃত্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিবে এবং প্রভুগণও বংশপরম্পরাগত ভৃত্য কার্য্যে অক্ষম হইলে কিংবা ধেনুগণ দুগ্ধহীন হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে।

মানবগণ কলিযুগে পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া সুরতনিমিত্ত সৌহৃদসুক্ত হইয়া শ্যালক-শ্যালিকাগণের সহিত মন্ত্রণাশীল, দীন ও স্ত্রৈণ হইবে।

শূদ্রগণ তপস্যা ও দণ্ডাদিবেশ গ্রহণপূর্ব্বক দানগ্রহণশীল হইবে এবং ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও শ্রেষ্ঠগণ অধিকার-পূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাখ্যা করিবে।

হে রাজন্! কলিযুগে ভূতল অন্নহীন হইলে প্রজাগণ অনাবৃষ্টি-ভয়াতুর, নিরন্তর উদ্বিগ্নচিত্ত, দুর্ভিক্ষ-রাজকর-প্রপীড়িত, বসন-ভূষণ-অন্ন-পান-শয্যা-মৈথুন-স্নানবর্জ্জিত এবং পিশাচসদৃশ হইবে।

কলিকালে মানবগণ বিংশতিবরাটিকামাত্র অর্থের জন্য সুহৃদ্‌ভাব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় আত্মপ্রাণ-পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ও স্বজনগণের বিনাশ করিবে।

শিশ্নোদরতর্পণরত ক্ষুদ্রচিত্ত মানবগণ বৃদ্ধ মাতা-পিতা, সৎকুলজাতা ভার্য্যা এবং পুত্রগণকেও পালন না করিবে।

হে রাজন্! কলিযুগে মানবগণ প্রায়শঃ পাষণ্ডগণের দ্বারা বিকৃতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মাদি-ত্রিলোকেশ্বরবন্দিতপদকমল পরমমঙ্গলগুরু ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিবে না।

উদরচিন্তা হইতে অর্থনীতি (Economics) ও ভূমির চিন্তা হইতে রাজনীতি (Politics)-এর জন্ম হইয়াছে। ধরণীর স্বামী শ্রীবরাহদেব। তিনি কর্ম্মফলদাতা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু। শ্রীবরাহদেব ভয়ানক-রসের দেবতা। যাহা ভয় আনয়ন করে, এই অর্থে ভয়ানক নহে; যে রস ভয় নিবারণ করে, সেই রসের দেবতা। শতপথব্রাহ্মণে (১৪।১।২।১১) উক্ত হইয়াছে,—

"ইয়ত্তী অগ্র আসীৎ, ইতীয়তী হ বা ইয়মগ্রে পৃথিবী আস প্রাদেশমাত্রী। তাম্ এমূষ ইতি বরাহ উজ্জহান। সঃ অস্যাঃ পতিঃ—প্রজাপতিঃ; তস্মৈব এনম্ এতন্মিথুনেন প্রিয়েন ধাম্না সমর্দ্ধয়তি, কৃৎস্নঃ করোতি।"

তাৎপর্য্য—ইহা আদিতে এই পরিমাণ ছিল। পৃথিবী পূর্ব্বে প্রাদেশমাত্র অর্থাৎ এক বিঘৎ পরিমাণ ছিল। 'এমূষ'-নামক বরাহ ঐ পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। ঐ বরাহ পৃথিবীর পতি—প্রজাপতি। এই প্রিয় ধাম পৃথিবীর সহিত মিথুন হইয়া তিনি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলেন।

তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে (১।১।৩৫) উক্ত হইয়াছে,—

"আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ; তেন প্রজাপতির-ভ্রাম্যৎ—কথমিদম্ স্যাৎ ইতি। স অপশ্যৎ পুষ্করপর্ণং তিষ্ঠৎ; তদেতদস্তি বৈ তৎ যন্নিমিত্তমিদম্ অনিতিষ্ঠতীতি। স বরাহরূপঃ কৃত্বোপো ন্যমজ্জৎ। স পৃথিবীম্ অধঃ আর্চ্ছৎ। তস্যা উপহত্যোন্নমজ্জৎ; পুষ্করপর্ণে অপ্রথয়ৎ।"

তাৎপর্য্য—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পূর্ব্বে জলরূপে ছিল; তজ্জন্য প্রজাপতি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন,—"কিরূপে জগৎ হইবে?" তিনি ঐ জলের মধ্যে একটি পদ্মপত্র দেখিতে পাইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—'তবে কিছু আছে, যাহার উপর ইহা অধিষ্ঠিত।' তখন তিনি বরাহরূপী হইয়া জলমগ্ন হইলেন এবং অধোদেশে পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইলেন। উহাকে উদ্ধার করিয়া তথা হইতে উঠিলেন এবং পদ্মপত্রে স্থাপন করিলেন।

শ্রীবরাহদেব হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষ ছিল হিরণ্যকশিপুরই ভ্রাতা। 'হিরণ্য' অর্থে স্বর্ণ, 'অক্ষ'-শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল কাঞ্চনেরই অনুসন্ধান করে; যাহাকে ইংরাজী ভাষায় 'lucre-hunter' বলে। আর হিরণ্যকশিপুর 'কশিপু' অর্থে শয্যা; হিরণ্যকশিপু—যে ব্যক্তি কনক ও কামিনী-সংগ্রহে ব্যস্ত। যাহারা কনক-সংগ্রহকেই জীবনের ধ্রুবতারা বিচার করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা অপ্রাকৃত বরাহদেবকে সাধারণ শূকরমাত্র-জ্ঞানে অবজ্ঞা এবং তাঁহার লীলা অপ্রয়োজনীয় ও ঔপন্যাসিক গল্প বলিয়া মনে করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৮।২) শ্রীমৈত্রেয় বলিতেছেন,—"দদর্শ তত্রাভিহিতং ধরাধরঃ, শ্রোত্রীয়মানাবনিমগ্নংষ্ট্রয়া। মুস্তন্নমক্ষ্ণা স্বরুচোরুশোভয়া, জহাস গাত্রো বনগোচরো মৃগঃ।"

রসাতলে সর্ব্বজনী ধরাধারী বরাহরূপী শ্রীহরি তাঁহার দংষ্ট্রাগ্রভাগদ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করিতেছেন এবং আরক্ত-নেত্রের দ্বারা দৈত্যের তেজোরাশি হরণ করিতেছেন, দেখিয়া হিরণ্যাক্ষ-দৈত্য শ্রীবরাহরূপী ভগবান্‌কে উপহাস করিয়া বলিল,—"ওহে! এটা যে একটা জলচর শূকর।"

তখন ভগবান্ বরাহদেব বলিলেন, (ভা ৩।১৮ ১০)—

"সত্যং বয়ং ভো বনগোচরা মৃগা
যুষ্মদ্বিধান্ মৃগয়ে গ্রামসিংহান্।
ন মৃত্যুপাশৈঃ প্রতিমুক্তশঙ্কিনো
বিকত্থনং তব গৃহ্নন্ত্যভদ্র॥"

রে অভদ্র! আমি বনস্থ মৃগ সত্য; কিন্তু তোর ন্যায় কুক্কুরগণকেই অন্বেষণ করিতেছি; তুই ত' মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হইয়াছিস্; বীর-পুরুষেরা কখনই তোর আত্মশ্লাঘার আদর করেন না।

'ধরণী-ধরেন্দ্র' শেষ সর্ব্বক্ষণ যে শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবের গুণকীর্ত্তন করেন, সেই শ্রীবলদেবের বলে যাঁহারা বলীয়ান্, সেই সকল বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও মহদ্গণই 'গোস্বামি'-নামে অভিহিত। 'গো'-শব্দে 'ধরণী', 'ইন্দ্রিয়' প্রভৃতি বুঝায়। মহৎ—শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ হইতেও অধিকতর প্রিয়। শ্রীভগবানের নিজপুত্র যে ব্রহ্মা, মিত্র যে শঙ্কর, পত্নী যে লক্ষ্মীদেবী, তাহা হইতেও তাঁহার শ্রীবিগ্রহ অধিক প্রিয়। সেই শ্রীবিগ্রহমাধুর্য্য হইতেও মহৎ বা ভক্ত অধিক প্রিয়। মহতের দুই প্রকার স্বরূপ—ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তরূপে শ্রীউদ্ধবজী, আর মাধুর্য্যরসের আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণিরূপে শ্রীবার্ষভানবী। এই দুই আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যকারী মহৎ শ্রীকৃষ্ণের নিজবিগ্রহ হইতেও প্রিয়। তাঁহারাই গোস্বামী বা ধরণীর স্বামী, অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী তাঁহাদের পদানত। যাহারা এই গোস্বামিগণের আনুগত্য স্বীকার করে না, যাহারা ধরণীকে ধরণী বা রমণীরূপে দর্শন করে, তাহাদের মধ্যে নরকাসুরত্বের উদ্ভব হয়। বরাহদেবের ধরণীরূপে পৃথিবীকে দর্শন করিলে চিন্ময়ী ভূশক্তি, সন্ধিনী-শক্তি বা সন্ধিনীশক্তিপ্রকটিত ধাম দর্শন হয়। সেখানে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'-নীতিতে ধরণীকে ভোগ্যা পৃথিবীরূপে দর্শন, তথায়ই বন্ধন অনিবার্য্য। ধরণী জীবভোগ্যা নহে। তাহা অধিতীয়-বৈকুণ্ঠবীরভোগ্যা অর্থাৎ শ্রীবরাহদেবেরই ভোগ্যা। ধরণীর স্বাধীনতালাভের নামে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্ম, তাহাতে ধরণী বা রমণীর তথাকথিত স্বাধীনতা বা স্বৈরিতা অনিবার্য্য। ধরণীর তথাকথিত স্বাধীনতা ধরণীর স্বাধীনতার দূতীস্বরূপা; পাশ্চাত্যদেশ তাহার সাক্ষ্যস্থল। ধরণীর স্বাধীনতা-লাভের ফলে ধরণী আর ঘরে আবদ্ধ থাকে না, স্বৈরিতার অভিযান আরম্ভ করে। তৎফলে বিপ্লব, বন্ধন ও বিগ্রহ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

রাজনীতি ও অর্থনীতি দুইটী যমজ-ভগিনী। পেটের সঙ্গে মাটির অধিজেন্দ্র সম্বন্ধ। উদর নিজসত্তা-সংরক্ষণের জন্য ভূমি বা ধরণীর শরণাপন্ন হয়। ধরণীর অধিপতি বা ভূম্যধিকারী বলিয়া যাহারা অভিমান করে, তাহাদের এক-চেটিয়া স্বাধীনতা উদরম্ভরিতাবাদী, উদরসর্ব্বস্ব যুগমানব সহ্য করিতে পারে না। তখনই উদরম্ভরিতাবাদী গণগড্ডলিকা লক্ষবদ্ধ হইয়া ধরণীর একচেটিয়া আধিপত্যকারীর বিরুদ্ধে অভিযান আনয়ন করে। এই অভিযান বা সংগ্রামের নামই স্বাধীনতার সংগ্রাম। ধরণীর সেই নশ্বর, খণ্ডিত স্বাধীনতা-লাভের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে ধরণীর স্বাধীনতা বা স্ত্রী-স্বাধীনতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। তৎফলে জীবের পুরুষাভিমান প্রবল হয় এবং কামের রাজত্বে কলির তাণ্ডব-নৃত্যই যুগধর্ম্ম হইয়া পড়ে। শ্রীমদ্ভাগবত (১।১৭।৩৮-৪১) বলিয়াছেন,—

"অভ্যর্দ্যমানস্তল তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥
অমূনি পঞ্চ স্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি হ্যবসন্তন্নিদেশকৃৎ॥
অতৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ॥"

রাজা পরীক্ষিৎ কলির এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বাসোপযোগী যে যে স্থানে দ্যূত (অর্থাৎ অবৈধ-ক্রিয়া), পান (মদ্যাদি-সেবন), স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি), সূনা (জীবহিংসা)—এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম আছে, সেই চারি প্রকার স্থান প্রদান করিলেন।

(উক্ত চতুর্বিধ স্থান পাইয়াও) পুনরায় স্থানপ্রার্থী হইলে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ পরীক্ষিৎ সেই কলিকে সুবর্ণ প্রদান করিলেন। সেই সুবর্ণদানেই কলিকে মিথ্যা, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গজন্যকাম, রজোগুণ। হিংসা—এই চারিটী স্থান ও পঞ্চম শত্রুতারূপ-স্থানটী প্রদত্ত হইল।

অধর্ম্মের উৎপাদক কলি, উত্তরানন্দন শ্রীপরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎপ্রদত্ত ঐ পাঁচটী স্থানে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিল।

অতএব যে পুরুষ আপনার উন্নতি ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা কখনও উচিত নহে। বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি, রাজা, লোকনেতা, গুরুর পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা সর্ব্বথা অনুচিত।

শ্রীমদ্ভাগবত যাহাকে কলির স্থান-পঞ্চক বলিয়াছেন, তাহাই যুগমানবের আরাধ্য, পরম-লোভনীয় বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—'ধর্ম্মশীল লোকপতি, গুরু ও রাজা এবং উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ কিছুতেই ঐ কলির স্থান-পঞ্চকের আরাধনা করিবেন না।' কিন্তু বর্ত্তমানে কলির স্থান-পঞ্চকের সেবাই যুগ-ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর শোচনীয় অবস্থা কি হইতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভ্রমণ-লীলার শ্রীপদাঙ্কপূত স্থান-সমূহ ●

শ্রীগৌরহরি চব্বিশ-বৎসর-বয়ঃক্রমলীলার শেষে মাঘ-মাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার করিয়া শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিবার অভিপ্রায়ে তিন দিন রাঢ়দেশে প্রেমাবেশে ভ্রমণ করেন।

রাঢ়দেশ (চৈ চ ম ৩।৪-১৮) —'রাষ্ট্র'-শব্দ হইতে 'রাঢ়'-শব্দ। গঙ্গার পশ্চিম পারে গৌড়ভূমিকে 'রাঢ়দেশ' বলে; ইহার অন্যতম নাম—'গৌড়দেশ'।

শ্রীশান্তিপুর (চৈ চ ম ৩।৩০-২১০) —শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চাতুরীক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশান্তিপুরের পশ্চিম পারে আগমন করেন এবং তথায় শ্রীশচীমাতা ও নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের সহিত শ্রীশান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-ভবনে কএক-দিবস অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন করেন।

কথিত হয় যে, তোগলকবংশীয় গিয়াসুদ্দীনের পৌত্র—যিনি তদানীন্তন গৌড়ের বাদসাহ ছিলেন, তাঁহারই কোন উচ্চ কর্ম্মচারী হইয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রপিতামহ শ্রীনরসিংহ মিশ্র শান্তিপুরে বাস করেন। শুনা যায়, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পূজিত শ্রীমদনগোপাল-বিগ্রহ শ্রীমদনগোপাল গোস্বামীর ভবনে ও শ্রীশালগ্রাম বড় গোস্বামীর পরিবারে এখনও শান্তিপুরে পূজিত হইতেছেন। শান্তিপুরের উত্তর দিকে অবস্থিত 'বাবলা'-নামক গ্রামকে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভজনস্থান বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন। শান্তিপুরের দক্ষিণ-প্রান্তে মতিগঞ্জ-নামক পল্লীর দক্ষিণে যে সুপ্রশস্ত চড় বিদ্যমান, তথায় পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বাসগৃহ ও শ্রীবিষ্ণুমন্দির বিদ্যমান ছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। তদ্ব্যতীত শ্রীশান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর বা শ্রীমহাপ্রভুর কোন নিদর্শনই এখন বিদ্যমান নাই।

পথ—কলিকাতা হইতে ৫৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে নদীয়া-জিলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত ও ভাগীরথীর উত্তর তীরে শান্তিপুর বিরাজমান। বেঙ্গল আসাম রেলপথে রাণাঘাট হইতে চতুর্থ ষ্টেসন শান্তিপুর।

ছত্রভোগ (চৈ ভা অ ২।৯০-৮৪ ; চৈ চ ম ৩।২১৯)—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীশান্তিপুর হইতে গঙ্গার তীরে তীরে ছত্রভোগপথে পুরী গমন করেন। ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গ-শিব আছেন।

পথ—২৪ পরগণা জিলায় বি, এ, আর লাইনে দক্ষিণ শাখার মধ্যে মগরাহাট ষ্টেসন। তথা হইতে ঘোড়ার গাড়ী বা মোটর-লরিতে জয়নগর মজিলপুর-গ্রাম; তথা হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে ছত্রভোগ। শিয়ালদহ হইতে মথুরাপুর রোড ষ্টেসন ৩৪ মাইল। তথা হইতে ছত্রভোগ প্রায় ৪ মাইল। (বিশেষ বিবরণ গৌড়ীয় ৩য় বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা ১০ পৃষ্ঠা ও ৮ম বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা, ৬৪৯-৬৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

বঙ্গদেশে **আটিসারা** গ্রাম (বি, এ, আর লাইনে বারুই-পুর ষ্টেসনের নিকট বলিয়া কথিত), **বরাহনগর, অম্বু-লিঙ্গ-ছত্রভোগ**; উৎকলে **প্রয়াগঘাট, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেমুণা** (বি, এন্, আর লাইনে বালেশ্বর ষ্টেসন হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে; শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীর-চৌর্য্যলীলাকারী 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' বিরাজমান), **যাজপুর** (শ্রীশ্বেতবরাহদেবের পুর; বি, এন্, আর লাইনে বৈতরণীনদী-তীরে বিরজাক্ষেত্রে নাভিগয়াতীর্থ; ইহা কটক-জিলার এক মহকুমা। এখানে 'ব্রাহ্মণনগর'-পল্লীতে কর্ণা-র্পণের অধিদেবতা শ্রীশ্বেতবরাহদেব আছেন। শ্রীবরাহদেবের

● স্থানসমূহের সংস্থিতি, বিবরণ ও তথ্য সংশোধন ও সম্বর্দ্ধনযোগ্য।

মন্দির শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নির্ম্মিত বলিয়া কথিত।), **বৈতরণী, দশাশ্বমেধঘাট, কটক** (বি. এন্. আর লাইনে মহানদী-তীরে প্রসিদ্ধ কটকনগর।), **মহানদী, ভুবনেশ্বর** (হাওড়া হইতে বি এন্. আর লাইনে ভুবনেশ্বর ২৭২ মাইল; ষ্টেসন হইতে শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির প্রায় এক ক্রোশ; এখানে বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বতটে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের বহু শিল্পকলা-খচিত সুপ্রাচীন মন্দির বিরাজমান। সিঙ্গলগ্রাম-নিবাসী শ্রীভবদেব ভট্ট উক্ত মন্দিরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব-বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা করেন।), **কমলপুর, আঠারনালা** প্রভৃতি হই শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে প্রবেশ করেন:

শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪০৭ শকাব্দার মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার করিয়া ফাল্গুনমাসে নীলাচলে বাস করিলেন। ফাল্গুনমাসে দোলযাত্রা দর্শন করিয়া চৈত্র-মাসে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কৃপা করিলেন। বৈশাখ-মাসে দক্ষিণ-যাত্রা করিলেন। নিম্নে নীলাচল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের দক্ষিণ-ভ্রমণলীলার পরাক্রমপুত স্থানসমূহের একটী তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে যে অনুক্রমে স্থানসমূহ লিখিত হইয়াছে, তাহাই যথাযথ রক্ষিত হইল। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু স্বীয় বর্ণিত অনুক্রম-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, (চৈ চ ম ৯।৫-৬)—

"সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ বামে তীর্থ-গমন হয় ফেরাফেরি।
অতএব নাম মাত্র করিএ গণন।
কহিতে না পারি তা'র যথা অনুক্রম॥"

১। **নীলাচল** (চৈ চ ম ৮।৩—মধ্য ৬)—বঙ্গোপ-সাগরের উপকূলে প্রসিদ্ধ পুরীতীর্থ। হাওড়া ষ্টেসন হইতে বি, এন্, রেলপথে ৩১০ মাইল। শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথ-দেব এইস্থানে নিত্য অর্চ্চাবতাররূপে বিরাজমান আছেন। (বিশেষ বিবরণ গৌড়ীয়মিশন হইতে প্রকাশিত শ্রীক্ষেত্র ১ম ও ২য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।)

পথ—B. N. R.; ষ্টেসন—পুরী (Puri)।

২। **আলালনাথ** (চৈ চ ম ৭।৫৯-৭৬)—পুরী হইতে সমুদ্রতটীর দিয়া দক্ষিণদিকে যাইতে ছয় ক্রোশ দূরে 'আলাল-নাথ' গ্রাম। ইহা পুরীজিলার অন্তর্গত। 'আলবর-নাথ' বা 'আলোয়ারনাথ' শব্দের অপভ্রংশ হইতে 'আলাল-নাথ'-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। দক্ষিণদেশের শ্রীনারায়ণ-পার্ষদ দিব্যসূরিগণ 'আলবর' নামে কথিত। শ্রীআলালনাথ —চতুর্ভুজ 'শ্রীজনার্দ্দন'-মূর্ত্তি। (বিশেষ বিবরণ গৌড়ীয় ৭ম বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা, 'ব্রহ্মগিরি' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

পথ—পুরী হইতে পদব্রজে ১২ মাইল দক্ষিণ।

৩। **কূর্ম্মস্থান** (চৈ চ ম ৭।১১৩-১২৯)—বি, এন্, আর্ লাইনে গঞ্জাম-জিলায় চিকাকোল রোড্ ষ্টেসন হইতে আট মাইল পূর্ব্বে চিকাকোল-নগর। তথা হইতে কূর্ম্মাচল বা 'শ্রীকূর্ম্মতীর্থ' প্রায় ৯ মাইল।

শ্রীকূর্ম্মদেবের মন্দিরের সম্মুখে একটী সুরম্যা দীর্ঘিকা 'চক্রতীর্থ'-নামে খ্যাত। শ্রীকূর্ম্মদেব পশ্চিমাভিমুখী হইয়া শ্রীমন্দিরের একপার্শ্বে বিরাজমান। শ্রীমন্দির পূর্ব্বাভিমুখী, কিন্তু মন্দিরস্থ-দেবতা পশ্চিমাভিমুখী। কিংবদন্তী—যে সময় শ্রীবিল্বমঙ্গল শ্রীকূর্ম্মদেবের দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইসময় শ্রীবিল্বমঙ্গল প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান না হইয়া আপনাকে প্রভুর কৃত্যানুবৃত্তা-অভিমানে অতীব দৈন্য-সহকারে প্রভুর পশ্চাদ্দেশে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ভক্ত-বৎসল ভগবান্ নিজেই ভক্তের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার নয়নোৎসব বিধান করিয়াছিলেন।

একাদশ শক শতাব্দীতে শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীজগন্নাথ-দেব-কর্ত্তৃক পুরী হইতে কূর্ম্মাচলে নিক্ষিপ্ত হন। তখন তিনি শ্রীকূর্ম্মমূর্ত্তিকে শিবমূর্ত্তি মনে করিয়া উপবাস করেন। পরে তাঁহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া 'কূর্ম্মদেবে'র সেবা প্রকাশ করেন। ('প্রপন্নামৃত', ৩৬শ অধ্যায়)

কূর্ম্মমন্দির উদ্ভূম্বীর তত্ত্ববাদিমঠের তত্ত্বাবধানে বিজয়-নগর-রাজের অধিকারে ছিল। তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের গুরু শ্রীনরহরি তীর্থের নামোল্লেখসূচক একটী প্রস্তরফলক এখানে পাওয়া গিয়াছে। শ্রীনরহরি তীর্থ শবরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া শ্রীকূর্ম্মমন্দির রক্ষা করিয়াছিলেন। ১২০৩ শকাব্দে বৈশাখী শুক্লা একাদশী বুধবারে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়া শ্রীনৃসিংহদেবে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। (গৌড়ীয় ৭ম বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যায় 'শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্র'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

পথ—B. N. R.; হাওড়া (Howrah)—ওয়াল্টিয়ার (Waltair) লাইন। ষ্টেসন—চিকাকোল রোড্ (Chicacole Road); তথা হইতে শ্রীকূর্ম্মদেবের মন্দির প্রায় ১৭ মাইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ** (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের স্থলাভিষিক্ত অধস্তন)

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক— শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী, সহকারী —শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ; (২) শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমধুর ভক্তিশাস্ত্রী, সহ—শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (৩) **আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ** (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ইত্যাদি ; (৪) শ্রীবাস-অঙ্গন (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫) শ্রীঅদ্বৈত-ভবন (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী ; (৬) শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট, সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী ; (৭) শ্রীধর-অঙ্গন, সেবক— শ্রীভক্তজনপালক ব্রহ্মচারী ; (৮) শ্রীযোগাদ্যা-ভবন—"গৌড়েশ্বর নৈমিষ" (মাউগাছি, পোঃ জারগর, বর্দ্ধমান) সেবক— শ্রীউপেন্দ্রবিলাস দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৯) শ্রীকুশদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ শ্রীমায়াপুর), সেবক—শ্রীসুন্দরবনমুনিবন্দ্য ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১০) শ্রীবামনস্থন্দর-কুঞ্জ, শ্রীগোদ্রুম (পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া) সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১১) শ্রীসুবর্ণ-বিহার-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীগৌরীবিহারী ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১২) শ্রীমধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (মাউতাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (১৩) শ্রীবৃহৎকুটীর (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (১৪) শ্রীএকাদশ-মঠ (গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, নদীয়া) সেবক— শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী ; (১৫) শ্রীহরেন্দ্র-পণ্ডিতের শ্রীপাট (কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী ; (১৬) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ (পোঃ ওয়ারী, নারিন্দা, ঢাকা) সেবক—শ্রীপাদ পশুপালপঙ্কজদৃক্ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (১৭) শ্রীগোপালজী মঠ (কমলাপুর, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা) সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী ; (১৮) শ্রীজগন্নাথ- গৌড়ীয়মঠ (গোলকীবাড়ী রোড, ময়মনসিংহ) সেবক—শ্রীশিবকল্পান্তবিপ্রহ বিদ্যারত্ন ইত্যাদি ; (১৯) আমলাযোড়া- প্রপন্নাশ্রম (পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীমন্মথমোহন ব্রহ্মচারী ; (২০) অমঘি-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ অমঘি, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীঅভয়ানন্দ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২১) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ (চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২২) পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিঠাপুর, পাটনা, বিহার) সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রহ ব্রহ্মচারী ; (২৩) গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (রমণা রোড, গয়া, বিহার) সেবক—শ্রীপরমপদ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২৪) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ (৮।১৭ বড়গণ্ডীবসির, বেনারস সিটি, ইউ-পি) সেবক—শ্রীরাঘবানন্দ দাসাধিকারী ; (২৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ (এলাহাবাদ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ; (২৬) লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পরমেশ্বরীবক্সাল বিল্ডিং, লাটুস্ রোড, , লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ মধাপুরুষ দাসাধিকারী, (২৭) শ্রীপরমহংসমঠ (পোঃ মিরনরায়, সীতাপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২৮) মথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (বিশ্রামঘাট, মথুরা) সেবক—শ্রীসুদর্শন দাস ব্রহ্মচারী ; (২৯) **শ্রীশ্রীরূপচৈতন্যমঠ** (পুরাণশহর, শ্রীধাম-বৃন্দাবন, জিঃ মথুরা, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপ্রণতকরুণ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৩০) শ্রীকুঞ্জ-বিহারীমঠ (রাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীবনবাসদাস ব্রহ্মচারী ; (৩১) শ্রীব্রজধামসুখদকুঞ্জ (পোঃ শ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীইন্দ্রলগ দাসাধিকারী, (৩২) শ্রীসঙ্কেতবিহারী মঠ (পোঃ বর্ষাণা, মথুরা) সেবক—শ্রীধাম দাসাধিকারী, (৩৩) শ্রীগোষ্ঠবিহারী মঠ (সেখপাড়ী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীপদ্মাচরণ দাসাধিকারী ; (৩৪) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ (কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ;

(৩৪) শ্রীনারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীকিতিপাবন ব্রহ্মচারী ; (৩৫) দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী) সেবক—শ্রীরাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীব্রজনাথের দাসাধিকারী ; (৩৬) বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কলাপদাদ বিল্ডিং, গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ৭৬)—শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৩৭) মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ) সেবক—শ্রীপদ্ম প্রভুকিঙ্কর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীব্রজ-গোপাল দাসাধিকারী ; (৩৮) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কক্কুর, ভায়া পোদাবরী, মাদ্রাজ), সেবক—শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী ; (৩৯) শ্রীপুরুষোত্তমমঠ (চটক পর্ব্বত, পোঃ পুরী) সেবক—শ্রীবাসানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৪১) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ (লালবহনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীগোবিন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪২) শ্রীত্রিহুতি-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী) সেবক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৪৩) শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ (বাঁশগলি, উড়িষ্যাবাজার, কটক) সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৪৪) পুঁড়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (২৪ পরগণা) সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী ; (৪৫) দার্জ্জিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কুরসিয়া, দার্জ্জিলিং) সেবক—শ্রীসাধনভজন দাসাধিকারী ; (৪৬) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস (ব্রহ্মপুর, গঞ্জাম) সেবক—শ্রীবীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; (৪৭) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাপ্রিবর্দ্ধক) (লালবহনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী ; (৪৮) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাপ্রিবর্দ্ধক) পুরী, সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস ; (৪৯) শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠ 46, Christ Church Avenue, Brondesbury, London N.W. 6, সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী (Miss C. Bowtell) ; (৫০) রেঙ্গুন-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৬৭।৬৪ নং ষ্ট্রীট, বার্মা রেঙ্গুন) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫১) শ্রীবিজ্ঞানিধি গৌড়ীয়মঠ (চট্টগ্রাম) সেবক—শ্রীজ্যোতিরভাস্করস্বরূপ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫২) শ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়-প্রচার সঙ্ঘ, বহুলকৃত্তা, সেবক—শ্রীনরহরিদাস ব্রহ্মচারী ; (৫৩) ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীসত্যকৃষ্ণ দাস অধিকারী ;(৫৪) শ্রীভাগবত-আসন ও প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, কৃষ্ণনগর, সেবক—শ্রীপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী ; (৫৫) নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীব্রজকিশোর দাসাধিকারী ; (৫৬) পরমাণী প্রিন্টিং ওয়ার্কস (কটক) সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (৫৭) শ্রীচৈতন্যমঠাতব্য-চিকিৎ-সালয় (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—ডাঃ শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৫৮) পরবিদ্যাপীঠ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—পণ্ডিত শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর ; (৫৯) কাজীর সমাধি-পাট, সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীঅচ্যুতপ্রসাদ দাসাধিকারী ; (৬১) শ্রীগৌরী-গদাধর-মঠ (চাঁপাহাটি পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীহরিমুরারি ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬২) শ্রীনার্সভৌমী-গৌড়ীয়মঠ (বিদ্যানগর, পোঃ আমাগাঁও, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৩) শ্রীজয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৪) রাসবাটীগৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীরামরাঘব ব্রহ্মচারী ; (৬৫) শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠ (পোঃ বালিয়াটি,ঢাকা) সেবক—শ্রীশক্তি দাসাধিকারী; (৬৬) সরভোগ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ চিংড়িকো, কাশিমপুর) সেবক—শ্রীহরিভোষণ দাসাধিকারী; (৬৭) গোয়ালপাড়া প্রেমাশ্রম, (পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম), সেবক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী; (৬৮) শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ (চুরুলকুত্তা, পোঃ চিরকুত্তা, ধানবাদ) সেবক—শ্রীসৎপাত্রদাস অধিকারী ; (৬৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ (কিশোরপুরা, বৃন্দাবন) সেবক—শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ দাস অধিকারী ; (৭০) শ্রীরাধাকুণ্ডগোষ্ঠবাটী, সেবক—শ্রীহরিগোবিন্দ দাসাধিকারী, (৭১) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম (গোবর্দ্ধন, মথুরা) সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (৭২) শ্রীভক্তিকুটী (বর্ণধার, পুরী), সেবক—শ্রীঅনাথদাস ব্রহ্মচারী, (৭৩)নীলাকুটী (বর্ণধার, পুরী) সেবক - শ্রীগোসাই-গোবিন্দ দাসাধিকারী ইত্যাদি; (৭৪) বালেশ্বর-শ্রীগৌড়ীয়মঠপীঠ (বালেশ্বর সেবক—শ্রীরসিকানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৭৫) পরবিদ্যাপীঠ (নৈহিয়ারণ্য, নিমসার ইউ-পি) সেবক—শ্রীত্রিকুবনেশ্বরদাস অধিকারী ; (৭৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (১৪।৪ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা) সেবক—শ্রীগিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৭৭) শ্রীমাধবেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠ (রেমুণা, বালেশ্বর) সেবক—শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী।

ঢাকা—৪৮৩ ভগবৎসঙ্ঘমিতি বোড, হি মহন্ত শ্রীপ্রিন্টিং-ওয়ার্কস হইতে শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও কলিকাতা বাগবাজার-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্থিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

চতুর্বিংশ খণ্ড ৪৭শ-৫০শ সংখ্যা

১৫ বামন, ৪৬০ গৌরাব্দ ; ১৪ই আষাঢ়, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ; ২৯শে জুন, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ

প্রবন্ধ-সূচী—

১। শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ২৮৭ ;

২। স্বধামে ২৭৪ ;

৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভ্রমণ-লীলার শ্রীপদাঙ্কপূত স্থান-সমূহ ... ২৭৬ ;

৪। সম্পাদকীয় ... ২৯৩।

'গৌড়ীয়'-গ্রাহকগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী

১। কোনও প্রকার পার্থিব-মূল্যের অর্থাৎ টাকা-পয়সা-প্রভৃতির বিনিময়ে 'গৌড়ীয়' পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, দুর্ভিক্ষ, পীড়িতা, অতিপূর্ণতা বা রুগ্নতা, শীতপ্রাপ্তির বা উষ্ণপ্রাপ্তির—এই সকল 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে।

২। নিরবিচ্ছিন্ন অনুক্ষিপ্ত-ভক্তি, পরমাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক লাভ ও অভাব-জনিত উল্লাস ও বিষাদে বশীভূত না হওয়া, অসৎসঙ্গত্যাগী হওয়া, আত্মেন্দ্রিয়, ধন ও ত্রিলোক অলৌকিকত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ; প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমস্ত জীবনী-শক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের ইষ্টানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মূল্য 'গৌড়ীয়'-প্রাপ্তির জন্য অত্যাবশ্যক।

৩। যাঁহারা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিতে অকপট ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে 'গৌড়ীয়ে'র প্রত্যেক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মর্ম বা লক্ষ্য-তাৎপর্য্য হৃদয়ে পাঁথিয়া নিজের ভাষায় ও আচরণে পরীক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তাপহর-শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীর সঙ্গ ও কৃপায় বিশ্বাস ও অতীষ্টের সুখানুসন্ধানাবেশময়-চিত্তবৃত্তিতে 'গৌড়ীয়' বুঝা যায়, মেধা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বুঝা যায় না।

৪। বিষয়ভোগে অতিশয় লোভী, পুত্র-কলত্রে-স্বাধিতে অতীব আসক্ত, আধ্যক্ষিক, বিড়ালব্রত, * নিরবিচ্ছিন্ন-বৈষ্ণবে অশ্রদ্ধালু, বিশেষতঃ ভক্তগণের প্রতি দ্বেষকারী ব্যক্তিকে বা তৎসমীপে ভ্রম ও অজ্ঞতাবশতঃ 'গৌড়ীয়' প্রদান করিলে অপরাধের অব্যাহতি নাই। কুটিলতা, প্রভুর অশ্রদ্ধা, ভক্তাভিমিবেশ, ভক্তি-শৈথিল্য, নিজের ভক্তি (?) বা সেবার (?) ঔদ্ধত্যের আস্ফালন-প্রভৃতি অপরাধের লক্ষণ এবং বিদ্বেষ, দম্ভ, কলহ, বিলাসিতা (জড়ের প্রতি অপরিহার্য্য আসক্তি), অপ্রতিপত্তি (উদ্বেগবিহীনতা) প্রভৃতি অনর্থলক্ষণে আক্রান্ত ব্যক্তির হৃদয়ে 'গৌড়ীয়ে'র কথার লাগ থাকিবে না।

৫। যাঁহারা ডাক-যোগে 'গৌড়ীয়' প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা ডাক-খরচ মাত্র প্রেরণ করিবেন। মাসিক-ভাবে ঠিকানা-পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানীয় পোষ্ট-অফিসের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। প্রেরিত 'গৌড়ীয়' না পাইলে পরের বিষয়ে মধ্যে না জানাইলে আর পাওয়া যাইবে না।

৬। 'গৌড়ীয়'-সম্বন্ধে চিঠিপত্রাদি সমস্তই কেবল-মাত্র 'ম্যানেজার, গৌড়ীয়, বাগবাজার, কলিকাতা'— এই নামে ও ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। —কার্য্যাধ্যক্ষ, 'গৌড়ীয়'

Abbreviated Telegraphic Address of The Secretary, Gaudiya Mission, 16A Kaliprasad Chakravarti Street, P. O. Baghbazar, Calcutta is— "GAUDIYAMAT" Calcutta.

সম্পাদক—মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভাগবতোৎসব

আগামী ২৩শে শ্রাবণ, ৮ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার হইতে ২৪শে ভাদ্র, ১১ই সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্রয়াজ প্রবর শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব ও গৌড়ীয়মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবা-উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীসারস্বতশ্রবণ-সদনে বার্ষিক শ্রীহরি-গুরু-মহোৎসব-উপলক্ষে অখিললোক-মঙ্গলার্থ মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-তিথি-পূজা কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

উৎসব-পঞ্জী

২৩শে শ্রাবণ, ৮ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার শ্রীপবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস; ২৪শে শ্রাবণ, ৯ই আগষ্ট, শুক্রবার শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল লৌহীদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের বিরহোৎসব; শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণোৎসব; ২৭শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট, সোমবার শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাবব্রতোপবাস; ৩রা ভাদ্র, ২০শে আগষ্ট, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস; ৪ঠা ভাদ্র, ২১শে আগষ্ট, বুধবার শ্রীশ্রীনন্দোৎসব; ৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট, শুক্রবার শ্রীঅজা একাদশীর উপবাস; ১৩ই ভাদ্র, ৩১শে আগষ্ট, শনিবার শ্রীঅদ্বৈতশক্তি শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব; ১৪ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর, রবিবার গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের ৫১তম বর্ষপূর্ত্তি-প্রাকট্যতিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব; ১৮ই ভাদ্র, ৫ঠা সেপ্টেম্বর, বুধবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোপবাস; ২০শে ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর, রবিবার বিজয়া মহাদ্বাদশীর উপবাস; শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব; ২৩শে ভাদ্র, ৯ই সেপ্টেম্বর, সোমবার শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর আবির্ভাব-উৎসব ও গৌড়ীয়মিশনের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অষ্টাধিক শততম-বর্ষপূর্ত্তি-প্রাকট্য-মহোৎসব, সাধারণ মহামহোৎসব; ২৪শে ভাদ্র, ১০ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ মহোৎসব; ২৫শে ভাদ্র, ১১ই সেপ্টেম্বর, বুধবার শ্রীবিশ্বরূপ ও শ্রীভাগবত-মহোৎসব; প্রৌষ্ঠপদী পৌর্ণমাসী; সংকীর্ত্তনোৎসব-পূর্ণাহুতি।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান *

উষঃকালে—মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-সংকীর্ত্তন; পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, ভক্তিগ্রন্থ-ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন। মধ্যাহ্নে—ভোগারাত্রিক-সংকীর্ত্তন ও শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মান; অপরাহ্ণে—ভক্তিগ্রন্থালোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সদাচার-শিক্ষা; সন্ধ্যায়—সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ-ব্যাখ্যা বা পরমার্থ-বিষয়িণী বক্তৃতা; রাত্রিতে—সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমহা-প্রসাদ-সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

---

* দৈবানুরোধে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

চতুস্ত্রিংশ-বর্ষ গৌড়ীয়ের

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধ	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য	১-২।১
"কৃপা কি পাই না, অথবা কৃপা কি লই না ?"	১-২।৩
শ্রীমথুরার চব্বিশ ঘাট	১-২।১১
বিবিধ-প্রসঙ্গ [সুমেরুতিথি ও শ্রীমাধবতিথি ; শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও নিম্বার্কমত]	১-২।১৫
মূঢ় ও ধূর্ত্ত ব্যক্তি হরিভজন করেন না কেন ?	৩-৪।১৭
শ্রদ্ধা	৩-৪।২৪
নীরাগ বক্তা অপেক্ষা নীরাগ শ্রোতাঃ দুর্লভ	৩-৪।২৮
কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ	৩-৪।৩২
শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-পঞ্জী	৩-৪। প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু	৫-৬।৩৩
শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব	৫-৬। প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠা
হীনার্থাধিক-সাধক	৭-৮।৫১
পরতত্ত্ব-মুখানুসন্ধান	৭-৮।৫৫
পাষণ্ড ও ভণ্ড	৭-৮।৫৯
শ্রীশ্রীজগন্নাথোৎসব	৭-৮। প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠা
শুদ্ধভক্তি-প্রচার	৯-১০।৬৫
শ্রীক্ষেত্রের কতিপয় সাম্প্রদায়িক মঠ	৯-১০।৭৯
ওজন ও অনুকরণ	৯-১০।৮৩
স্বধামে [দেওয়ান বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র]	৯-১০।৮৭
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ	৯-১০।৮৭
বোম্বাই-নগরীতে গৌড়ীয়মিশন	৯-১০।৯০
ভক্তিলতা-বীজ	১৫-১৮।৯১
উপাসনা	১৫-১৮।৯৬
শ্রীভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ	১৫-১৮।১০০
"এহো বাহ্য, আগে কহ আর"	১৫-১৮।১০৪
চাকায় উৎসব ; স্বধামে [শ্রীবনভাম দাসাধিকারী]	১৫-১৮। প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠা
মহাজনের মত	১৯-২২।১০৭
দীক্ষিত ও দীক্ষাপ্রার্থীর কৃত্য	১৯-২২।১১২
ভেদবুদ্ধি	১৯-২২।১১৬
সংকীর্ত্তনোৎসব-পঞ্জী	১৯-২২। প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠা
মহামন্ত্র	২৩-২৬।১১৯

প্রবন্ধ	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
বৈরাগ্য	২৩-২৬।১৩৬
গোষ্ঠ্যানন্দী ও বিধিভক্তানন্দী	২৩-২৬।১৪২
শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশ	২৩-২৬।১৪৯
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব	২৩-২৬।১৫০
শ্রীশ্রীল-শ্রীজীব-প্রভু-বিরহ-তিথি-পূজা	২৩-২৬।১৫০
সিন্ধুদেশে গৌরনাম-কীর্ত্তন	২৩-২৬। প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু	২৭-৩০।১৫১
স্বধামে [এটর্ণি যতীন্দ্রনাথ বসু]	২৭-৩০।১৬৮
চয়ন ['Sanskrit Manuscripts']	২৭-৩০।১৬৮
গৌড়ীয়-মিশন [শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমাজ্ঞান-পত্র]	২৭-৩০। প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও প্রসঙ্গ	৩১-৩২।১৮৯
'অন্যাভিলাষিতা'-শ্লোকের শ্রীগৌরপর-ব্যাখ্যা	৩১-৩২।১৯৮
সাধন ও সাধ্য	৩১-৩২।১২৯
গৌড়ীয়মিশনের সাধারণ সভা	৩১-৩২। প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ৫২তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণ	৩৩-৪০।২০১
শ্রীশ্রীল মুকুন্দদত্ত ঠাকুর	৩৩-৪০।২০৩
"অকাল-ভেকে সর্ব্বনাশ"	৩৩-৪০।২১৭
খোলা-বেচা শ্রীল শ্রীধর	৩৩-৪০।২২২
শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে উৎসব	৩৩-৪০। প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠা
গৌড়ীয়-মিশনের কাউন্সিলের অধিবেশন	ঐ
গৌড়ীয়-মিশনের ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা	ঐ
গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব	৪১-৪৬।২৩১
যুগধর্ম্ম	৪১-৪৬।২৪৯
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভ্রমণলীলার শ্রীপদাঙ্কপূত স্থানসমূহ	৪১-৪৬।২৬৫, ৪৭-৫০।২৭৫
শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীজগন্নাথোৎসব (নিমন্ত্রণপত্র)	৪১-৪৬, ৪৭-৫০। প্রচ্ছদপটের ২য় পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী	৪৭-৫০।২৬৭
স্বধামে [শ্রীপাদ হৃষীকেশ দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভু]	৪৭-৫০।২৭৪
সম্পাদকীয়	৪৭-৫০।২৯৩

শ্রীশ্রীগদাধর-ভক্তিবিনোদ-বিরহ-সংখ্যা

গৌড়ীয়

আমায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্।
নির্দ্দেশ্যে ফলতঃ পুংসি বিধেরস্যানুপূর্ব্বতঃ॥
আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বানি সাধ্যমভিধেয়ম্।
নিয়মেন সম্বন্ধ যাবৎ॥

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া প্রজ্ঞা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

২৮শ খণ্ড } ১৫ বামন, ৪৬০ গৌরাব্দ ; ১৪ই আষাঢ়, ১৩৫৩ ; ২৯শে জুন, ১৯৪৬ { ৪৭শ-৫০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী

শ্রীশ্রীগৌরশক্তি শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য শ্রীশ্রীঅনন্তাচার্য্য ; তাঁহার শিষ্য শ্রীশ্রীগোবিন্দসেবাধ্যক্ষ শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী ; তাঁহার শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী। তিনি শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত স্থাপন ও সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"শ্রীচৈতন্যপ্রিয়তমঃ শ্রীমদ্রাধাগদাধরঃ।
তৎপরীবাররূপস্তু শ্রীগোবিন্দ-প্রসেবনম্॥
তয়োঃ সৎপ্রেমসৎপাত্রং শ্রীরূপঃ করুণাধ্বধিঃ।
তৎপাদকমলদ্বন্দ্বে রতির্মে স্যাদ্ব্রজে সদা॥

'যদ্রাধয়া শ্রীললনাচরত্তপো, বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা' ইত্যাদেঃ **শ্রীকৃষ্ণলীলায়াং শ্রীরাধায়া অনুগত্বে শ্রীমদ্রাধাগোবিন্দচরণসেবনং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্** ; তত্ত্ব মধুররসং বিনা ন সম্ভবতি। ততো মধুররসস্য শ্রেষ্ঠত্বম্ ; যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (দ ৫।৩৮)।

'যথোত্তরমসৌ স্বাদ্বিশেষোল্লাসময়ঞ্চপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ॥'

শ্রীদশমচন্দনীলমণৌ ৮ (নায়কভেদ ২)—

'মুখ্য-রসেষু পুরা যঃ, সংক্ষেপেণোদিতো রহস্যত্বাৎ।
পৃথগেব ভক্তিরসরাট্, স বিস্তরেণোচ্যতে মধুরঃ॥'

ইতি হেতোর্গৌরলীলায়ামপি তথৈব **শ্রীরাধা-গদাধরস্যৈবানুগত্যে শ্রীগৌরগোবিন্দস্য ভজনং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্।**

নন্থ শ্রীগদাধরস্য রাধাত্বে শ্রীগৌরস্য গোবিন্দত্বে কিং প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহ—যথা স্বয়ংভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পর-ব্রহ্মত্বম্, (শ্রীভা ১।১০।৪৮, ১।১৪।৭৫)—'গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্' ইত্যাদেঃ। ততোঽপি গূঢ়তরং শ্রীশচীনন্দনস্য, ততো গূঢ়তমং প্রেমসীনাম্, পরমশক্তিত্বং পার্ষদানাম্ ; তথা শ্রীশচীনন্দনস্য শ্রীকৃষ্ণত্বে আর্ষপ্রমাণানি বহূনি সন্তি ; যথা, (শ্রীভা ১১।৫।৩২)—'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্', শ্রীভাগবতে সপ্তম-স্কন্ধে (৭।৯।৩৮)—'ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেব-ঝষাবতারৈ,-র্লোকান্ বিভাবয়সি' ইতি ; 'কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি' ; তথা 'সুবর্ণ-বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী' ; তথা 'সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ' ইতি তু লঘুক্রমে লিখিতম্ ;

বিশেষতস্তু 'স্মরণমঙ্গলদর্পণলোকীভাস্থে (স্ব-কৃতে) বিবৃতমস্তি' ইত্যাদীনি।

তত্র শ্রীকর্ণপূরগোস্বামিনে শ্রীগৌরগণোদ্দেশে—

'শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী।
সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ॥'

তথৈব শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৩।৪৪)—

'ইয়মপি ললিতৈব রাধিকাসী
ন খলু গদাধর এষ ভূসুরেন্দ্রঃ।
হরিরয়মথবা স্বয়ৈব শক্ত্যা
দ্বিতয়মভূৎ স্বলমী চ রাধিকা চ॥'

তথৈব গণোদ্দেশে—

'ব্রহ্মানন্দ-ব্রহ্মচারী ললিতেত্যপরে বিদুঃ।
স্বপ্রকাশ-বিভেদেন সমীচীনং মতন্ত্বিদং॥
অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগান্নিজপতাম্।
অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতঃ॥'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আ ১।৪১)—

'গদাধরপণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি।
তাঁ'সভার চরণে কোটি সহস্র প্রণতি॥'

পুনস্তত্রৈব (ম ৮।১৫১)—

'অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যা'রে।
অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি সভার উপরে॥'

(আ ৭।১৭)—

'গদাধর পণ্ডিত-গোসাঞি—শক্তি-অবতার;
অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি গণনা যাঁহার॥'

(আ ৭।১৫৯-৬০)—

'পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা কহন না যায়।
গদাধর-প্রাণনাথ নাম হৈল যায়॥
পণ্ডিতেরে কৃপা-প্রসাদ কহন না যায়।
'গদাই গৌরাঙ্গ' করি' সর্বলোকে গায়॥'

পুনস্তত্রৈব (আ ১২।৮৯)—

'পণ্ডিত গোসাঞির গণ ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ যাঁ'র শ্রীশচীনন্দন॥' ইত্যাদি

বহুক্তম্ (আ ১০।১৫)—

'তেঁহো লক্ষ্মীরূপা তাঁ'র সম কেহো নাহি।'

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—

'শ্রীমন্নিশুরবরঃ শ্রীপণ্ডিতাখ্যো যতীন্দ্রঃ
স খলু ভবতি রাধা শ্রীলগৌরাবতারে।
নরহরিসরকারস্তাপি দামোদরস্ত
প্রভুনিজপরিতানাং তত্র সারং মতং মে॥' ইত্যাদি

শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্যৈঃ শতনামস্তোত্রে (১৪)—

'গদাধর-প্রাণনাথ আর্তিহা শরণপ্রদঃ' ইত্যাদি;

শ্রীসরকারঠাকুরেণ 'ভজনামৃতে',—

'ইহ মতং মে হি কলিযুগ-পাবনাবতার-করুণাময়-শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রঃ ব্রজরাজকুমারস্তথৈব নিঃসীমগুপ্তপ্রণয়সার-ঘনীভূত-মহাভাব-স্বরূপ-রসময়-পরমদয়িতঃ শ্রীগদাধর এব রাধা';

বৈষ্ণবাভিধানে চ (৪)—

'গদাধর-প্রাণনাথং লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়াপতিম্' ইতি; শ্রীমধুপণ্ডিতগোস্বামিনোক্ত-শ্রীপরমানন্দগোস্বামিপাদানামষ্টকে চ—

'গোপীনাথ-পদাব্জে, ভ্রমতি মনো যস্য ভ্রমরূপতয়া।
তং করুণামৃত-জলধিং, পরমানন্দং প্রভুং বন্দে॥'

শ্রীপরমানন্দ-গোস্বামিপাদৈর্যথা—

'কলিন্দনগনন্দিনীতটনিকুঞ্জপুঞ্জেষু য-
দ্বভান বৃষভানুজাকৃতিরনল্পলীলারসম্।
নিশীথ ব্রজমঙ্গলোঽয়মিহ গৌররূপোঽভবৎ
স মে দিশতু ভাবুকঃ প্রভু-গদাধরঃ শ্রীগুরুঃ॥'

শ্রীচৈতন্যচরিতকাব্যে (৬।১২-১৪)—

'শ্রীমান্ গদাধর-মহামতিরত্নধার-
শীলঃ স্বভাবমধুরো বহুশান্তমূর্তিঃ।
উচে সমীপসরিতঃ প্রভুণা রজন্যাং
নিশ্চাল্যমেতদুরসি প্রতিসার্থমেভ্যঃ॥
ইত্থং স যদ্বদদদাৎ প্রমদেন যস্মৈ
যস্মৈ জনায় তদিদং স গদাধরোঽপি।
প্রাতর্দদৌ সততমুল্লসিতায় তস্মৈ
তস্মৈ মহাপ্রভু-বিমুক্ত-মহাপ্রসাদম্॥
সংগ্রথ্য মাল্যনিচয়ং পরিচর্য্য যত্নাৎ
সদ্গন্ধসার-ঘনসার-বরাদিপঙ্কম্।
অঙ্গেষু তস্য পরিতো জয়তি স্ম নিত্যং
সোৎকণ্ঠমত্র স গদাধর-পণ্ডিতাগ্র্যঃ॥'

তত্র হি (৫।১৪৫)—

'শ্রীবাসস্তদনু গদাধরং বভাষে
খট্টাঙ্গং সকলমমুষ্য নীয়তাং তৎ।
ইত্যুক্তঃ স চ সকলং নিনায় তত্র
প্রেমার্দ্রো নিরবধি-বিস্মিতান্তরেষ্টঃ ॥'

তত্র হি (৫।১২৮-২৯)—

'স তু গদাধরপণ্ডিত-সত্তমঃ
সততমস্য সমীপ-সুসঙ্গতঃ।
অনুদিনং ভজতে নিজ-জীবিত-
প্রিয়তমং তমতিস্পৃহয়া মুহুঃ ॥
নিশি তদীয়-সমীপগতঃ স্থিরঃ
শয়নমুৎসৃজ এব করোতি যঃ।
বিহরণামৃতমস্য নিরন্তরং
সদুপভুক্তমনেন নিরম্বরম্ ॥'

তত্র হি (১১।২২-২৩)—

'নিরন্তেঽস্মিন্ তৈস্তৈঃ কলিত-ললনাভূমিকরুচি-
র্গদাগ্রজসংজ্ঞোঽসৌ ধৃতবলচরশ্মোজ্জলকরঃ।
প্রবিষ্টো গায়ন্নিলঘু লঘু মৃদঙ্গে মুখরিতে
তথা তালৈর্ধানৈর্নটনকলয়া তত্র বিভবৌ ॥
তথা নৃত্যত্যস্মিন্ ধৃত-মধুরবেশোজ্জলরুচৌ
মৃদঙ্গীভঙ্গীশত-মধুর-সঙ্গীত-কলয়া।
জনৈর্ভূয়ো ভূয়ঃ সুখজলধিমগ্নৈর্বিনিমিষৈঃ
সমন্তাদাসেদে জড়িমজড়িমাভৈঃ কিমমৃতম্ ॥'

বৃষভানুসুতা রাধা শ্যামসুন্দর-বল্লভা।
কলৌ গদাধরঃ খ্যাতো মাধবানন্দ-নন্দনঃ ॥
মাধবস্য গৃহে জাতো মাধবস্য কুহূতিথৌ।
শ্রীরাধাদ্ভুতরূপেণ পণ্ডিতঃ শ্রীগদাধরঃ ॥

অথ শ্রীবাসুদেবঘোষঠক্কুরঃ —

'আগম-অগোচর গোরা।
অখিল ব্রহ্মপর, বেদ উপর, না জানে পাষণ্ডী মতিভোরা ॥ধ্রু
নিত্য নিত্যানন্দ, চৈতন্য গোবিন্দ, পণ্ডিত গদাধর রাধে।
চৈতন্য যুগলরূপ, কেবল রসের কূপ, অবতার সদাশিব সাধে ॥
অন্তরে নবঘন, বাহিরে গৌরতনু, যুগলরূপ পরকাশে।
কহে বাসুদেব ঘোষে, যুগল ভজনরসে, জনমে জনমে
রহু আশে ॥ ১

গৌরাঙ্গ বিহরই পরম আনন্দে।
নিত্যানন্দ করি' সঙ্গে, গঙ্গা-পুলিনরঙ্গে, হরি হরি বলে
নিজবৃন্দে ॥
কাঁচা কাঞ্চনমণি, গৌরাঙ্গরূপ তাহে জিনি', ভগমগি প্রেমতরঙ্গ।
ও নব কুসুমদাম, গলে দোলে অনুপাম, হেলন নরহরি-অঙ্গ।
ভাবে ভরল তনু, পুলক কদম্ব জনু, পরমই বৈছন সিংহে।
প্রিয় গদাধর, ধরিয়া সে বাম কর, নিজগুণ গান গোবিন্দে ॥
অরুণ-নয়নকোণে, ঈষত হাসিয়া খেনে, রোয়ত কিবা
অভিলাষে।
সো অরি সে সব শেষ', শ্রীবৃন্দাবনরসলীলা তি বোলব
বাসুদেব ঘোষে ॥' ২

যথা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনঃ স্বস্য কায়ব্যূহপ্রকাশবিলাস-পরাবস্থ - প্রাভবৈভবরূপৈঃ শ্রীবলদেব-শ্রীমথুরা-দ্বারকা-গোলোক-পরব্যোমনাথ-নৃসিংহ-রঘুনাথাদিভিঃ স্বাবতারাবলীভিস্তদংশপার্ষদৈশ্চ শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈত-শ্রীবাসং কৃত্বা কলৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ সন্ কৃপয়া প্রকটীভূতঃ। তথা তেন রসিকমণ্ডলশেখরেণ স্বস্য মহাশক্তিহ্লাদিনী-সারভূতা সর্বলক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধৈব শ্রীগোপীগণ-মহিষীগণ-লক্ষ্মী-গণৈঃ স্বস্য কায়ব্যূহ-প্রকাশরূপৈঃ সহিতা শ্রীগদাধরপণ্ডিত-রূপেণাবতারিতাভূৎ ; স্বয়ং প্রভুস্তাস্তৈব। শক্তিশ্চ অঘটনঘটনা-পটীয়সী যোগমায়ৈবৈভবেন যদা যদিচ্ছাং করোতি, তৎ কিমপি দুর্ঘটং ন ভবতি। অবতীর্য্য মহীর্তনা-নন্দাবেশেন তত্তৎপূর্বপূর্বভাবং স্বস্ব-বিলাসশক্তিপার্ষদং প্রতি দর্শিতবান্। এতত্ শ্রীকর্ণপূর-শ্রীবৃন্দাবনদাস-শ্রীবাসুদেব-শ্রীনরহরি-ঠক্কুরাদি-শ্রীরূপসনাতন - শ্রীকৃষ্ণদাস-শ্রীকবিরাজ-শ্রীলোচনদাস-প্রভৃতিভিঃ স্ব-স্ব-গ্রন্থে লিখিত্বা স্থাপিতমস্তি। তস্মাৎ সর্বেষাং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-পার্ষদানাং মতে শ্রী-গদাধর-পণ্ডিত এব শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা, কিং বহুবিচারিতেন ? কিন্তু.—অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে উপাসনা-প্রাপ্তিস্থানে শ্রীমদ্গোপীনাথগোবিন্দ-শ্রীরাধামদনগোপাল-সেবাধি-কারি শ্রীরূপসনাতনাগতো রাধাগদাধরচরিত্রমেব দৃশ্যতে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীঠক্কুর-বৃন্দাবন-বর্ণনে মধ্যখণ্ডে (১৮। ১১২-১৬, ১১৯)—

'প্রথম প্রহরে এই কৌতুক-বিশেষ।
দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর-পরবেশ॥
সুপ্রভা তাহান সখী করি' নিজসঙ্গে।
ব্রহ্মানন্দ তাঁহার বড়াই বুড়ী রঙ্গে॥
হাতে লড়ি, কাঁখে ঝালি, নেত পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ—বেহ্নেন বড়াই বিদ্যমান॥
ডাকি' বোলে হরিদাস,—'কে সব তোমরা?'
ব্রহ্মানন্দ বোলে,—'যাই মথুরা আমরা'॥
শ্রীনিবাস বোলে,—'দুই কাহার বনিতা?'
ব্রহ্মানন্দ বোলে,—'কেনে জিজ্ঞাস বারতা?'
শ্রীনিবাস বোলে,—'জানিবারে না জুয়ায়।'
'হয়' বলি' ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায়॥
গদাদাস বোলে,—'আজি কোথায় রহিবা?'
ব্রহ্মানন্দ বোলে,—'স্থানখানি তুমি দিবা'॥
গদাদাস বোলে,—'তুমি জিজ্ঞাসিলে বড়।
জিজ্ঞাসার কাজ নাহি ঝাট তুমি নড়॥'
অদ্বৈত বোলয়ে,—'এত বিচারে কি কাজ?
মাতৃসমা পর-নারী কেনে দেহ' লাজ?
নৃত্য-গীতে প্রীত বড় আমার ঠাকুর।
এথায় নাচহ, ধন পাইবে প্রচুর॥'
অদ্বৈতের বাক্য শুনি' পরম হরিষে।
গদাধর নৃত্য করে' প্রেম পরকাশে॥
রসাবেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর॥
গদাধর-নৃত্য দেখি' আছে কোন্ জন?
বিহ্বল হৈয়া নাহি করয়ে ক্রন্দন?
প্রেমনদী বহে গদাধরের নয়নে।
পৃথিবী হইয়া সিক্ত বহু হেন মানে॥
গদাধর হৈলা যেন গঙ্গা মূর্ত্তিমতী।
সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি॥
আপনে চৈতন্য বলিয়াছেন বারবার।
'গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার॥'
যে গায়, যে দেখে, সভে ভাসিলেন প্রেমে।
চৈতন্য-প্রসাদে কেহো বাহ্য নাহি জানে॥
'হরি হরি' বলি' কাঁদে সব বৈষ্ণবমণ্ডল।
সর্ব্বগণ লইয়া গোবিন্দ-কোলাহল॥
চৌদিকে শুনিয়ে কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন।
গোপিকার বেশে নাচে মাধব-নন্দন॥'

তথাহি (ম ২।২০২-২১১)—

'একদিন ভাবাবেশ লইয়া গদাধর।
সন্তোষে আইলা প্রভু প্রভুর গোচর॥
গদাধরে দেখি' প্রভু করেন জিজ্ঞাসা।
'কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা?'
সে মূর্ত্তি দেখিতে সব হৃদয় বিদরে।
কে কি বলিবেক প্রভু, বোধ নাহি স্ফুরে॥
সংভ্রমে বোলেন গদাধর মহাশয়।
'নিরবধি আছেন কৃষ্ণ—তোমার হৃদয়'॥
'হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ'—বচন শুনিয়া।
আপন-হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া॥
আস্তে ব্যস্তে গদাধর ধরে দুইহস্ত ধরে।
আর্ত্তি দেখি' গদাধর মনেতে বিচারে॥
'এই আসিবেন কৃষ্ণ, স্থির হও আমি'।
গদাধর বোলে —'আই! দেখয়ে আপনি'॥
বড় তুষ্ট হৈলা আই গদাধর-প্রতি।
'এমত শিষ্যের বুদ্ধি নাহি আর কতি॥
মুঞি ভয়ে নাহি পারোঁ সম্মুখ হইতে।
শিষ্য হই' কেমনে প্রবোধিলা ভালমতে॥'
আই বোলে,—'বাপ! তুমি সর্ব্বথা থাকিবা।
ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথাহ না যাবা'॥'

তথাহি মধ্যখণ্ডে (১।৯৬-৯৯)—

'প্রভু বোলে,—'কোন্ জন গৃহের ভিতর?'
ব্রহ্মচারী বোলেন,—'তোমার গদাধর'॥
হেঁট মাথা করি' কাঁদেন গদাধর।
দেখিয়া সন্তোষে প্রভু বোলে বিশ্বম্ভর॥
প্রভু বোলে,—'গদাধর, তোমরা সুকৃতি।
শিষ্য হৈতে কৃষ্ণেতে হইলা দৃঢ়মতি॥
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা-রসে।
না পাইনু অমূল্য নিধি দীনহীন-দোষে'॥'

তথাহি মধ্যখণ্ডে (২৪।৮৩-৯২)—

"এই সব অদ্ভুত সেই নবদ্বীপে হয়ে।
তথাপিও ভক্ত বই অন্য না জানয়ে॥

মধ্যখণ্ডের পরম অদ্ভুত সব কথা।
মৃতদেহে তত্ত্বজ্ঞান কহিলেন যথা॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
বিহরয়ে সঙ্কীর্ত্তন-সুখে নিরন্তর॥
প্রেমরসে প্রভুরে সংসার নাহি স্ফুরে।
অন্যের কি দায়, বিষ্ণু পূজিতে না পারে॥
স্নান করি' বৈসে প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজিতে।
প্রেমজলে সকল শ্রীঅঙ্গ-বস্ত্র তিতে॥
বাহির হইয়া প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া।
পুন অন্য বস্ত্র পরি' বিষ্ণু পূজে' গিয়া॥
পুন প্রেমানন্দ-জলে তিতে সে বসন।
পুন বাহিরাই অন্য করি' প্রক্ষালন॥
এই মত বস্ত্র পরিবর্ত্ত করে' মাত্র।
প্রেমে বিষ্ণু পূজিতে না পারে তিল মাত্র॥
শেষে গদাধর-প্রতি বলিলেন বাক্য।
'তুমি বিষ্ণু পূজ, মোর নাহিক সে-ভাগ্য'॥
এই মত বৈকুণ্ঠ-নায়ক ভক্তিরসে।
বিহরই নবদ্বীপে রাত্রিতে দিবসে॥'

তথাহি (অ ৭।১১৩-২৮)—

'নিত্যানন্দ-স্বরূপ সভারে করি' কোলে।
সিঞ্চিলা সভার অঙ্গ নয়ানের জলে॥
তবে জগন্নাথ দেখি' হর্ষ সর্ব্বগণে।
আনন্দে চলিলা গদাধর-দরশনে॥
নিত্যানন্দ-গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে।
ইহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বরে সে ধরে॥
গদাধর-ভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন যেহেন নন্দকুমার সাক্ষাৎ॥
আপনে চৈতন্য তাঁ'রে করিয়াছেন কোলে।
অতিবড় পাষণ্ডী সে বিগ্রহ দেখি' ভুলে॥
দেখি' শ্রীমুরলীমুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্রুর নাহি সীমা॥
নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গদাধর।
ভাগবত-পাঠ ছাড়ি' আইলা সত্বর॥
দুঁহে মাত্র দেখি' গৌরাঙ্গ শ্রীবদন।
গলা ধরি' লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
অন্যোন্য দুঁহে প্রভু করেন নমস্কার।
অন্যোন্যে দুঁহে বোলে-মহিমা গৌহার॥
দুঁহ বোলে,—'আজি হৈল লোচন নির্ম্মল'।
দুঁহ বোলে,—'জন্ম আজি আমার সফল'॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে।
দুঁহ প্রভু ভাসে নিজ আনন্দ-সাগরে॥
হেন সে হৈল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
দেখি' চতুর্দ্দিকে পড়ি' কাঁদে সর্ব্বদাস॥
কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ-গদাধরে।
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে॥
গদাধর-দেবের সম্বন্ধ এইরূপ।
নিত্যানন্দ-নিন্দকের না দেখেন মুখ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রীতি যা'র নাই।
দেখাও না দেন তা'রে পণ্ডিত গোসাঞি॥
তবে দুই প্রভু স্থির হই' একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্য-মঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তনে॥'

অথ শেষখণ্ডে (অ ৩।২২৭-৩১)—

'হেনমতে সিন্ধুতীরে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্বরাত্রি নৃত্য করে' অতি মনোহর॥
নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি।
প্রভু গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা পর্য্যটনে।
গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে॥
গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত।
শুনি' হয় প্রভু প্রেমরসে মহামত্ত॥
গদাধর-বাক্যে মাত্র প্রভু সুখী হয়।
ভ্রমে' গদাধর-সঙ্গে বৈষ্ণব-আলয়॥'

তথাহি (অ ১০।৩২-৩৪)—

'এইমত প্রভু প্রিয়-গদাধর-সঙ্গে।
তান মুখে ভাগবত-কথা শুনে রঙ্গে॥
গদাধর পড়েন স্বমুখে ভাগবত।
প্রহ্লাদচরিত্র আর ধ্রুবের চরিত॥
শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবধিত।
পরকার্য্য প্রভুর মাহিক কদাচিত॥
ভাগবত-পাঠে গদাধরের বিষয়।
দামোদর-স্বরূপের কীর্ত্তন সদায়॥

একেশ্বর শ্রীরামোদর-স্বরূপ গায়।
বিহ্বল হঞা নাচে বৈকুণ্ঠের রায়॥
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
যত কিছু আছে প্রেমভক্তির বিকার॥
মূর্ত্তিমন্ত সভে থাকে ঈশ্বরের স্থানে।
নাচেন চৈতন্যচন্দ্র ইহা সভা সনে॥
দামোদর-স্বরূপের উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে।
শুনিলে না থাকে বাহ্য নাচে সেই ক্ষণে।'

তথাহি (আ ১।৩৯)—

'যে না মানে ভাগবত, সে যবন-সম।
তার শাস্তা আছে প্রভু জন্মে জন্মে যম॥'

তথাহি তত্রৈব (আ ১০।১০৮ ১১০)—

'সেই রাত্রি তথাই থাকি' তবে আর দিনে।
গৃহে আইলেন লক্ষ্মী-দেবী সনে॥
শ্রীলক্ষ্মী-সহিতে প্রভু চড়িয়া দোলায়।
নদীয়ার লোক সব দেখিবারে ধায়॥
গন্ধমালা-অলঙ্কার মুকুটে চন্দন।
কজ্জলে উজ্জ্বল দোঁহে লক্ষ্মী-নারায়ণ॥'

তথাহি তত্রৈব (আ ১৪।৫৪-৬১)—

'কাশীনাথ দেখি' রাজপণ্ডিত আপনে।
বসিতে আসন আনি' দিলেন সম্ভ্রমে॥
পরম-গৌরবে বিধি করি' যথোচিত।
'কি কার্য্যে আইলে?' জিজ্ঞাসিলেন পণ্ডিত॥
কাশীনাথ বোলেন,—'আছয়ে কিছু কথা।
চিত্তে লয় যদি তবে করহ সর্ব্বথা॥
বিশ্বম্ভর-পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর, সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্য পতি।
তাহানে উচিত পত্নী এই মহাসতী।
যেন কৃষ্ণ-রুক্মিণীরে অন্যোন্য-উচিত।
সেই মত বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাইপণ্ডিত॥'
শুনি' বিপ্র পত্নী-আদি আপ্তবর্গ সহে।
লাগিল করিতে যুক্তি কে বুঝি কি কহে॥
সভে বলিলেন,—'আর কি কার্য্য বিচারে?
সর্ব্বথা এ কর্ম্ম সিদ্ধ করহ সত্বরে'॥

তথাহি তত্রৈব (আ ১৪।১৯৩-১৯৬)—

'ভোজন করিয়া সুখরাত্রি-সুমঙ্গলে।
লক্ষ্মী-কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতূহলে॥
সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে।
যে সুখ পাইলা, তাহা কে পারে বর্ণিতে?
নম্রজিত অনক ভীষ্মক আদি যত।
পূর্ব্বে যেন তাঁ'রা হইলা ভাগ্যবন্ত॥
সেই ভাগ্য গোষ্ঠীর সহিত সনাতন।
পাইলেন পূর্ব্ববিষ্ণুসেবার কারণ॥'

তথাহি তত্রৈব (আ ১৪।২১১-২১৪)—

'নৃত্যগীত-বাদ্য-পুষ্প বর্ষিতে বর্ষিতে।
পরম আনন্দে আইলেন সর্ব্বপথে॥
তবে শুভক্ষণে প্রভু সকল মঙ্গলে।
আইলেন গৃহে লক্ষ্মী-কৃষ্ণ কুতূহলে॥
তবে আই পতিব্রতাগণ সঙ্গে লৈয়া।
পুত্রবধূ গৃহে আনিলেন হর্ষ হইয়া॥
গৃহে আসি' বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।
জয় জয় মহাধ্বনি হইল তখন॥'

অথ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চ (আ ১।৩৮-৪২)—

'ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।
তাঁ-সভার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম।
অদ্বৈত আচার্য্য—প্রভুর অংশ-অবতার।
তাঁ'র পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার॥
নিত্যানন্দ রায়—প্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ।
তাঁ'র পাদপদ্মে বন্দো যাঁ'র মুক্তি দাস॥
গদাধর পণ্ডিত-আদি—প্রভুর নিজশক্তি।
তাঁ-সভার চরণে করোঁ সহস্র প্রণতি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু—স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার চরণারবিন্দে অনন্ত প্রণাম॥'

তথাহি তত্রৈব (আ ১।১৪)—

'পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত-শক্তিকম্॥'

তথাহি তত্রৈব (ম ৮।১৪১)—

'অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা বলি যা'রে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে॥'

(আ ৭।১১)—

'শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোসাঞি—শক্তি-অবতার।
অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি গণনা যাঁহার ॥'

তথাহি মধ্যখণ্ডে (২।৭৭-৭৮)—

'চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দ ॥
পুরী গোসাঞির বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্যরস।
গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ,
এই চারিভাবে প্রভু বশ ॥'

অতঃ শ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্যান্তরঙ্গশক্তিবর্গ-মুখ্যতমঃ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতঃ। অতঃ শ্রীনীলাচলে স্বসেবাধিকারিত্বেন শ্রীভাগবত-কথাকথনাধিকারিত্বেন চ তেন স চ নিরূপিতঃ। এবং গৌড়দেশ-মুখ্য-প্রদেশ-স্বপ্রকটস্থলনবদ্বীপে তথা সর্বধামপ্রবর-শ্রীবৃন্দাবনেঽপি। ইতি তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদৌ প্রসিদ্ধং বর্ত্ততে। তত্র শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীনবদ্বীপ-লীলায়াং শ্রীমহাপ্রভোরাজ্ঞা (ম ২৪।৯১)—

'শেষে গদাধর-প্রতি বলিলেন বাক্য।
'তুমি বিষ্ণু পূজ, মোর নাহিক সে ভাগ্য' ॥'

তথা চাত্র নীলাচলে (অ ১০।৩৮)—

'ভাগবত-পাঠ গদাধরের বিষয়।
শ্যামোদর-স্বরূপের কীর্ত্তন সহায় ॥'

তত্র চ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীসেবাধিকারস্য পূর্বং লিখিতোঽস্তি। তথাহি ষোড়শ-পরিচ্ছেদে (চৈ চ ম ১৬।১৩০-৪৪) শ্রীবৃন্দাবনাগমনে—

'গদাধর পণ্ডিত তবে সঙ্গেতে চলিল।
'ক্ষেত্রসন্ন্যাস না ছাড়িহ' প্রভু নিষেধিলা ॥
পণ্ডিত কহে—'যাঁহা তুমি, তাঁহা নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস আমার যাউক রসাতল ॥'
প্রভু কহে,—'ইহাঁ কর গোপীনাথের সেবন।'
পণ্ডিত কহে,—'কোটি-সেবা ত্বৎপাদদরশন'।
প্রভু কহে,—'সেবা ছাড়িবে আমার লাগে দোষ।
ইহাঁ রহি' সেবা কর, আমার সন্তোষ।'
পণ্ডিত কহে,—'সব দোষ আমার উপর।
তোমা-সঙ্গে না যা'ব, যা'ব একেশ্বর।
আই দেখিতে যা'ব আমি, না যা'ব তোমা-লাগি'।
প্রতিজ্ঞা সেবা-ত্যাগ-দোষ, তা'র আমি ভাগী।'
এত বলি' পণ্ডিত গোসাঞি পৃথক্ চলিলা।
কটক আসি' প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা।
পণ্ডিতের গৌরপ্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা-শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ছাড়িলা তৃণপ্রায় ॥
তাঁহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ।
তাঁর হাতে ধরি' প্রভু কহেন প্রসঙ্গরোষ ॥
'প্রতিজ্ঞা-সেবা ছাড়িলে'—এ তোমার উদ্দেশ।
সে সিদ্ধ হইল, ছাড়ি' আইলা দূরদেশ।
আমার সঙ্গেতে রহিতে চাহ,—বাহ নিজ সুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায়, আমার হয় দুঃখ।
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ, যদি আর কিছু বল ॥'
এত বলি' মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তথাই পড়িলা ॥
পণ্ডিত লইয়া যাইতে সার্বভৌমে বিদায় দিলা।
ভট্টাচার্য্য কহে,—'উঠ ঐছে প্রভুর লীলা।
তুমি কৃষ্ণ-সেবা নিজ-প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।
ভক্তে কৃপায় প্রভু তাঁহার প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥'

তথাহি (শ্রীভা ১।৯।৩৭) 'স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-মৃতমধিকর্ত্তুম্' ইত্যাদি।

তথাহি (চৈ চ অ ১৪৪-১৬২) সপ্তমপরিচ্ছেদে—

'বল্লভ ভট্টের হয় বাৎসল্য-উপাসন।
বালগোপালের মন্ত্র করয়ে সেবন।
পণ্ডিতের মনে তাঁর মন ফিরি' গেল।
কিশোরগোপাল-উপাসনা মন হইল।
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি লিখিতে।
পণ্ডিত কহে,—'এই কর্ম্ম নহে আমা হইতে।
আমি পরতন্ত্র—আমার প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাঁহার আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র।
তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন।
তাহাতেই মহাপ্রভু দেন ওলাহন।'

এই মত ভট্টের কথোক দিন গেলা।
শেষে যদি মহাপ্রভু প্রসন্ন হইলা।
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতেরে বোলাইলা।
স্বরূপ, জগদানন্দ, গোবিন্দ পাঠাইলা॥
পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন।
'পরীক্ষিতে প্রভু তোমা কৈলা উপেক্ষণ॥
তুমি কেনে আসি' তাঁরে না দিলে ওলাহন?'
ভীতপ্রায় হই' কেনে করিলে সহন?'
পণ্ডিত কহে,—'প্রভু স্বতন্ত্র সর্বজ্ঞ-শিরোমণি।
তাঁহা-সনে হঠ করি' ভাল নাহি মানি॥
বেই কহে, সেই সহি, নিজ শিরে ধরি'।
আপনে করিবে কৃপা দোষাদি বিচারি'॥'
এত বলি' পণ্ডিত প্রভুস্থানে আইলা।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা॥"

ঈষৎ হাসিয়া তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
সভা শুনাইয়া কহে মধুর বচন॥
'আমি চালাইলুঁ তোমা', তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকলি সহিলা॥
আমার ভঙ্গিতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরলভাবে তুমি আমারে কিনিলা॥'
পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা কহন না যায়।
গদাধর-প্রাণনাথ নাম হৈল যায়॥
পণ্ডিতে প্রভুর কৃপা কহন না যায়।
গদাইর গৌরাঙ্গ করি' সর্বলোক গায়॥
চৈতন্যপ্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে।
এক লীলা বহে গঙ্গা শত শত ধারে॥
পণ্ডিতের সৌজন্যতা, ব্রহ্মণ্যতা, সদ্‌গুণ।
দৃঢ় প্রেমমুদ্রা লোকে করিলা খ্যাপন॥"

স্বধামে

[৯]

গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ৪ঠা জুন, মঙ্গলবার রাত্রে কলিকাতা-নগরীতে শ্রীপাদ হৃষীকেশদাস অধিকারী প্রভু তাঁহার অশেষসেবা-সৌরভ-পুণ্যাদি-গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দকে বিরহবিধুর করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন। তিনি কর্মে ও ধর্মে গৃহস্থ হইলেও রজস্তমোগুণতাড়িত রাক্ষস ও অসুরপ্রকৃতির তথাকথিত সাময়িকালিক সেবক হইতে কোটিগুণে নিষ্কপট ও অনাড়ম্বর, পুণ্যাত্মা ও অমায়িক ছিলেন। অদৈব-প্রকৃতির ব্যক্তিগণও তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ অমানিত্ব ও মানদত্ব-ধর্মের সুশীতল ছায়া হইতে বঞ্চিত হয় নাই। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কোন-না-কোন আকারে তাঁহার সৌজন্য ও পরার্থিতাধর্মের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার নিকট ঋণী হইয়াছেন। তিনি প্রতিদান পাইবার বুদ্ধি না লইয়া অবিচারে সকলের উপকারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। শ্রীগুরুদেবের প্রতি মর্ত্যবুদ্ধির পরিবর্তে তাঁহার অতিমর্ত্য বিচারেরই আদর্শ আমরা চিরকাল লক্ষ্য করিয়াছি। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে তাঁহার অতিমর্ত্যবুদ্ধি ছিল বলিয়াই তিনি আপনাকে মঠের একটি দীনাতিদীন অযোগ্যতম ভৃত্যাভাস-রূপে জ্ঞান করিতেন; মঠভোগ করিবার কোনওরূপ দুরভিসন্ধি বা অহঙ্কারিত্ব তাঁহাতে ছিল না।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল-মাসে তিনি তাঁহার যথাসর্বস্ব ভগবৎসেবানুকূলে নিয়োগ করিবার এরূপ আন্তরিক প্রেরণা পাইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার আসন্ন-বিবাহযোগ্যা কন্যার কোনরূপ সংস্থানের কথাও ভাবিতে পারেন নাই। কিছুদিন পূর্বে তিনি তাঁহার কর্মস্থল হইতে সাময়িকভাবে বিদায় গ্রহণ করিবার সময় তাঁহার সহকর্মিগণকে ও সহধর্মিণীকে বলিয়াছিলেন এবং পত্রে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি অচিরেই সংসার ত্যাগ করিবেন। বস্তুতঃ তিনি যে এই জগৎ হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বধামে গমন করিবেন, তাহা তাঁহার ইঙ্গিতগর্ভ-বাক্য হইতে কেহই ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু শ্রীসরস্বতীদেবী ঐ বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য সফল করিয়াছেন। তিনি কর্মস্থল হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের সহিত মজঃফরপুরে গমন করেন এবং সর্বতোভাবে তাঁহার (মহারাজের) সেবা করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার

শ্রীক্ষেত্রে যাইবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি শ্রীধাম মায়াপুর ও শ্রীগোদ্রুম হইয়া কলিকাতায় আসিয়া অসুস্থ হন এবং ঘুরন্ত টাইফয়েড্-রোগের মধ্যেও জ্ঞান থাকাকাল পর্য্যন্ত কোন বৈষ্ণবের সেবাগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হওয়ায় রোগ গোপনেই রাখিয়াছিলেন : তিনি প্রাণপণে নির্ব্বিচারে শ্রীমঠবাসী আবালবৃদ্ধের সেবার জন্যই সর্ব্বদা উৎসুক ছিলেন। নিজে সেবা গ্রহণ করিবার বুদ্ধি তাঁহার ছিল না।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীপুরুষোত্তমধামে বিজয় করিবার কালেও শ্রীপাদ হৃষীকেশ প্রভু এই দেহে ধর্ম্মাক্ত-কলেবরে শ্রীগুরুদেবের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

[২]

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪৩), ১০ই জুন (১৯৪৬) সোমবার শ্রীশ্রীএকাদশীতিথিতে মধ্যরাত্রে শ্রীগৌড়ীয়গগনের একটী সেবোজ্জ্বলনক্ষত্র প্রাপঞ্চিক-কক্ষচ্যুত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরহরির আহ্বানে স্বধামে বিজয় করিয়াছেন। এই সেবকপ্রবরের নাম—শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব : ডাক্তার-কবিরাজগণ সকলেই একবাক্যে অনেক-পূর্ব্বে ইহার জগতে অবস্থানের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি যেন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শুভবিজয় অপেক্ষা করিয়াই দেহে প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। যেদিন শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম ঢাকা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভপদার্পণ করিলেন সেই মাধবী তিথি শ্রীএকাদশীর মধ্যরাত্রে শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব প্রভু স্বধামে প্রয়াণ করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হইয়াই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবার পরই শ্রীপাদ অঘদমন প্রভুর শয্যার পার্শ্বে উপনীত হন। তখন পরস্পরের মধ্যে মৌখিক সংলাপ সম্ভব না হইলেও অন্তরে অন্তরে যেন আলাপ হইয়াছিল। পরমারাধ্যদেব অনেক সময়ই বলিতেন,—"ইনি আমার বন্ধু-লোক।" ইনি চিরদিনই শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রীতি উৎপাদন করিয়া নিরপেক্ষতার আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। 'নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে'—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর (চৈ চ অ ৩।২৩) এই উক্তি যেরূপ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মধ্যে বাস্তব-রূপে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহারই অনুরূপ আদর্শ শ্রীপাদ অঘদমন-প্রভুর চরিত্রেও অনেকেরই দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। নিজে খাঁটি, নির্ম্মুক্ত ও আচরণশীল না হইলে নিরপেক্ষ হওয়া যায় না। ছিদ্রযুক্ত ব্যক্তি 'তুম্‌ভি চুপ্, হাম্‌ভি চুপ্' নীতি অর্থাৎ চিচ্ছড়সমন্বয় বা আপোষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যাহাদের কোন না কোন প্রকার অন্যাভিলাষ আছে, যাহারা পরমুখাপেক্ষী, তাহারা কোন-দিনই নিরপেক্ষ হইতে পারে না। অন্যাভিলাষহীন, অকিঞ্চন ও আচরণশীল না হইলে নিরপেক্ষতার অভিনয় বায়সের কৃত্রিম ময়ূরপুচ্ছ-ধারণের ন্যায় নিরর্থক ও চরমে অত্যন্ত লজ্জাকর হয়।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বহু 'বজ্রাদপি কঠোর' নিরপেক্ষ সেবানুকূল্যময় কার্য্য শ্রীপাদ অঘদমন প্রভু স্বাভাবিক ধৈর্য্য-স্থৈর্য্যের ও সৎসাহসের সহিত সম্পাদন করিয়া শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সন্তোষবিধান করিতেন, ইহা অনেকেই স্বচক্ষে দর্শন ও অনুভব করিয়াছেন। সেই সকল নিরপেক্ষ, কঠোর কার্য্য—যাহা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সন্তোষবিধান করে, তাহা নির্ভীক হৃদয়ে অতি নিরপেক্ষভাবে সাধন করিতে তিনি বহির্ম্মুখলোকের শত শত গঞ্জনা, লাঞ্ছনা বা নিন্দাকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়াছেন। বহির্ম্মুখ হৃদয়ের প্রতি সহানুভূতিরূপ দুর্ব্বলতা অর্থাৎ বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধের প্রশ্রয়দান করিবার চিত্তবৃত্তি তাঁহার কোনদিনই ছিল না। তিনি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রীতির অনুসন্ধানকে সর্ব্বোপরি স্থান প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ অঘদমন প্রভু ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২রা চৈত্র শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার প্রথম দিবসে (ইং ১৯২৯, ১৬ই মার্চ্চ) শ্রীহরিভজনার্থ শ্রীধাম-মায়াপুর আশ্রয় করেন। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-মাসে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র এবং ফাল্গুনমাসে শ্রীগৌরজন্মোৎসবের সময় পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ বা ইং ১৯৩০ সাল হইতে শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তিনি মিশনের সেবার অধিতীয় সহায়ক ছিলেন। লোকচরিত্র-নির্ণয়ে তাঁহার অসাধারণ ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতা ছিল। এজন্য তিনি পরমারাধ্যদেবের বিশেষ প্রীতি-ভাজন ও 'হৃদয়ের বন্ধু' বলিয়া কৃত হইতেন। কিছুদিন হইতে তিনি ঐকান্তিক হরিভজন করিবার জন্য অত্যন্ত

উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার ব্যক্তিগত লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা সংগ্রহ করিবার বুদ্ধি তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই; তিনি নিজের সুখের জন্য কিছুই করেন নাই। শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের সেবা প্রাণ, বুদ্ধি, কৌশল ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসবের সেবায় তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। কোন মায়াবী বা অপ-স্বার্থান্বেষী সহজে কোন প্রকার কৌশল বা মায়া বিস্তার করিয়া কোনদিনই তাঁহাকে ভুলাইতে পারে নাই। তাঁহার প্রাকৃত বিদ্যা অতি সামান্য থাকিলেও কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কোনদিন অপণ্ডিত বলিয়া কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহার পরবিদ্যায় নিষ্ঠা ও ভক্তিপ্রাণতা থাকায় তিনি অনাড়ম্বরে ও অতি স্বাভাবিকভাবে ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ কীর্ত্তন করিতে এবং মায়ামুগ্ধ জাগতিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণ যে সৎসাহস ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে অসমর্থ, সেরূপ সবলতার পরিচয় দিতে সমর্থ হইতেন। স্বধামগমনের অব্যবহিতপূর্ব্বে তিনি শ্রীগয়া, শ্রীকাশী, শ্রীনৈমিষারণ্য, শ্রীপ্রয়াগ, শ্রীহরিদ্বার প্রভৃতি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের পদাঙ্কপূততীর্থসমূহ দর্শন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও শ্রীমাধবী তিথির নিশায় যখন শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনে নিশি-যাপন করিতেছিলেন, সেই শুভক্ষণে স্বধামে প্রয়াণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভ্রমণ-লীলার শ্রীপদাঙ্কপূত স্থান-সমূহ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ-৪৮শ সংখ্যার ২৬৬ পৃষ্ঠার পর]

৪। **জিয়ড়নৃসিংহ** (চৈ চ ম ৮।৩-৮)—ইহা মাদ্রাজের বিশাখাপত্তন-জেলার একটী পার্ব্বত্যতীর্থ স্থান। এখানে সিংহাচলম্-পর্ব্বতে জিয়ড়নৃসিংহ বা বরাহ-নৃসিংহের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। নৃসিংহদেবের অধিষ্ঠিত পর্ব্বত বলিয়া উহার নাম 'সিংহাচলম্' হইয়াছে। পর্ব্বতটী দেখিলে মনে হয়, যেন একটী প্রকাণ্ড সিংহ ওৎ পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। প্রায় এক হাজার সোপান অতিক্রম করিবার পর পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশে 'জিয়ড়নৃসিংহ-দেবে'র শ্রীমন্দির। একটী প্রস্তরফলকে দেখা যায় যে, রাজা তৃতীয় সোম্বারের এক ভক্তিমতী মহিষী শ্রীবিগ্রহকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। কিংবদন্তী এই যে, যখন শ্রীপ্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর দ্বারা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীপ্রহ্লাদের রক্ষার্থ সিংহাচলপর্ব্বতে শ্রীনৃসিংহদেব অবতীর্ণ হন। শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীপ্রহ্লাদের দ্বারা কিছুকাল এইস্থানে পূজিত হন। তৎপরে শ্রীভগবান্ লোকলোচনে চন্দনের দ্বারা আবৃত হইয়া গুপ্ত হইয়া পড়েন। পুনরায় মহারাজ পুরূরবা শ্রীনৃসিংহদেবকে আবিষ্কার করিয়া পূজা করেন। ইহার পর শ্রীনৃসিংহদেব আবার গুপ্ত হইয়া পড়েন। পরে বেজাবাড়া-জিলার বিজয়নগরের অধিপতির দ্বারা পুনরায় আবিষ্কৃত হইয়া পূজিত হন। তৎপরে বর্ত্তমান বিজয়নগর-রাজের পূর্ব্বপুরুষ কোন পরমভাগবত নৃপতি (কৃষ্ণদেব রায়?) এই নৃসিংহদেবের পূজা প্রাপ্ত হন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্-এর হস্তে শ্রীনৃসিংহদেবের যাবতীয় সম্পত্তি ও সেবাভার ন্যস্ত আছে।

শ্রীমন্দির প্রাতঃকাল ৮টা হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত ও অপরাহ্ণে ২টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত সাধারণ দর্শকগণের জন্য খোলা থাকে। মন্দিরে প্রবেশের দর্শনী এক আনা মাত্র; কিন্তু তাহা ত্যক্তগৃহগণের জন্য নহে। কথিত হয় যে, বর্ত্তমান মন্দির উৎকলরাজ লাঙ্গুল গজপতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীনৃসিংহদেবের সর্ব্বাঙ্গ চন্দনলেপের দ্বারা আবৃত থাকে; তাহাতে তাহা দেখিতে শিবলিঙ্গের মত মনে হয়। কেবল বৈশাখমাসে অক্ষয়-তৃতীয়ার বৎসরে একবার ঐ চন্দনলেপ উন্মুক্ত করা হয়। তখন উদয়াস্ত শ্রীনৃসিংহদেব নিজ শ্রীবিগ্রহ প্রদর্শন করেন। এখানকার পূজারিগণ 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। (বিশেষ বিবরণ গৌড়ীয় ১৮শ বর্ষ, ৭ম-১৮শ সংখ্যা, ২৪৪-২৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

পথ—B. N. R.; হাওড়া—ওয়াল্টিয়ার (Waltair) লাইন। ষ্টেসন—সিংহাচলম্ (Simhachalam)। ষ্টেসন হইতে সিংহাচল-পর্ব্বত প্রায় ৪ মাইল।

৫। **গোদাবরী** (চৈ চ ম ৮।১০-২২৯)—নাসিক-জিলার ব্রহ্মগিরি (মহাস্থলে জটাকূট) পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণাভিমুখে 'গোদাবরী-নদী' ন্যূনাধিক সাড়ে চারি-শত ক্রোশ গিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। গৌতম-ঋষি গোদাবরীকে মর্ত্যে আনয়ন করেন। এজন্য ইহার অপর নাম—'গৌতমী গঙ্গা'। গোদাবরী—গাং স্বর্গং দদাতীতি গোদা; তাসু বরী শ্রেষ্ঠা; স্বর্গদানকারিণী নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। আর্য্যাবর্ত্তে যেরূপ ভাগীরথী, দাক্ষিণাত্যে সেইরূপ গৌতমী গঙ্গা—'গোদাবরী'। পশ্চিম গোদাবরী জিলার কড়ুর নামক স্থানে শ্রীগোদাবরীর তীরে শ্রীরামরায়ের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলন হইয়াছিল।

পথ—M. S. M. R.; ওয়াল্টিয়ার — মাদ্রাজ লাইন। ষ্টেসন—গোদাবরী (Godavari) বা কড়ুর (Kovvur)।

৬। **বিদ্যানগর** (চৈ চ ম ৮।১০)—দাক্ষিণাত্যে কএকটী বিদ্যানগরের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদ-কৃত 'অনুভাষ্যে' উক্ত হইয়াছে,—"ত্রৈলঙ্গদেশে গোদাবরী-নদী পূর্ব্বসমুদ্রে বঙ্গোপসাগরে যথায় মিলিতা হইয়াছেন, তাহা 'কোটদেশ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। উড়িষ্যা-রাজের তৎপ্রদেশে এক প্রাদেশিক রাজধানী ছিল, তাহার নাম 'বিদ্যানগর'। ঐ নগর গোদাবরী-নদীর দক্ষিণ পারে অবস্থিত ছিল। উৎকলরাজ পুরুষ-পুরুষোত্তম সেই দেশ নিজাধিকারে আনয়ন করিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা দ্বারা রাজ্যশাসন করিতেন। বর্ত্তমান গোদাবরীর উত্তর-তটস্থিত রাজমহেন্দ্রী হইতে বিদ্যানগর ২০।২৫ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ-পারে অবস্থিত। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কালে শ্রীরামানন্দ-রায় তথাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ভিজিয়ানগরম্, ভিজিয়ানাগ্রাম বা বিজয়নগর এই বিদ্যানগর নহে।"

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের অনন্তবর্ম্মণ-অনুশাসন হইতে জানিতে পারা যায়, তাঁহার পিতা শ্রীপুরুষোত্তমদেব কর্ণাট-দেশের রাজধানী বিদ্যানগরী বা বিদ্যানগর আক্রমণ করিয়া কর্ণাটরাজ নৃসিংহকে (সালুব নরসিংহকে) পরাজিত করিয়াছিলেন। সেই বিদ্যানগর বা বিদ্যানগরীই বিজয়-নগরের প্রাচীন নাম ছিল।*

রাজমহেন্দ্রীর অপর পারে 'কড়ুর'-নামক ষ্টেসন গোদাবরীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব সিংহাচলম্ শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শন করিয়া গোদাবরী-তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গোদাবরী পার হইয়া গোষ্পদ-তীর্থে আসিয়া স্নান করিয়া-ছিলেন। ঘাট ছাড়িয়া কিছু দূরে তীরে বসিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন-কালে শ্রীরামরায় গোদাবরীর পশ্চিমতটে (কড়ুরে) নানা-বাদ্য সুখরিত সোণার নৌকায় সহিত নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক গোষ্পদ-তীর্থের দিকে আগমন করিতেছিলেন। শ্রীরামরায় তখন রাজমহেন্দ্রীর রাজা অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। M. S. M. R. ওয়াল্টিয়ার—মাদ্রাজ লাইনে রাজমহেন্দ্রী ষ্টেসনের পরবর্ত্তী ষ্টেসন গোদাবরী, তৎপরেই কড়ুর; রাজমহেন্দ্রী ষ্টেসন হইতে মাত্র চারি মাইল ব্যবধান। বর্ত্তমানকালে পূর্ব্ব রাজমহেন্দ্রী-নগরের স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কড়ুরে গোষ্পদ-তীর্থের উপরে গোদাবরীতীরে এখনও এক সুপ্রাচীন শ্রীহনুমদ্‌বিগ্রহ বিদ্যমান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (ম ৮।২৯৯) সম্ভবতঃ সেই শ্রীহনুমদ্‌বিগ্রহের কথাই এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"প্রাতঃকালে উঠি' প্রভু দেখি' হনুমান্।
তাঁরে নমস্করি' প্রভু দক্ষিণে করিলা প্রয়াণ।"

কথিত হয় যে, পুরাকালে 'রাজমহেন্দ্র' নামক এক রাজা পুণ্যতোয়া গোদাবরীর তীরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়া ইহাকে দ্বিতীয় কাশীক্ষেত্রে পরিণত করিবার ইচ্ছায় কোটিলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই স্থান 'কোটিলিঙ্গ-তীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ।

পথ— M. S. M. R. ষ্টেসন—কড়ুর (গোদাবরীর পরের ষ্টেসন কড়ুর)। ওয়াল্টিয়ার হইতে এই স্থান ১২৯ মাইল।

৭। **গৌতমী গঙ্গা** (চৈ চ ম ৯।১৪)—গোদাবরীর ধারাবিশেষ। রাজমহেন্দ্রীর অপর তটে গৌতম-ঋষির আশ্রম ছিল। কথিত হয় যে, গৌতম গোহত্যা-জনিত পাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য গঙ্গাকে ভূতলে আনিতে সঙ্কল্প করিয়া ত্র্যম্বক-পর্ব্বতে মহাদেবের তপস্যা করেন। হরজটাধৃতা

* 'Sources of Vijdynagar History' by Prof. S. Krishnaswami Ayyangar, University of Madras, 1919. pp. 106, 170.

গঙ্গা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পুণ্যতোয়া 'গৌতমী গঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধা হন

পথ—M. S. M. R.; ষ্টেসন—গোদাবরী (Godavari)।

৮। **মল্লিকার্জ্জুন** (চৈ চ ম ৯।১৫)—কেহ কেহ বলেন,—ইহা 'মল্লিকার্জ্জুন' নহে, 'মধ্যার্জ্জুন'। শ্রীশৈলে যে মল্লিকার্জ্জুন আছেন, তাহা কিছু পরেই উক্ত হইয়াছে। মধ্যার্জ্জুন-তীর্থের অপর নাম—তিরুভাদা-মারুদুর; মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী, তাঞ্জোর-জেলার কুম্ভকোণম্ তালুকে একটী নগর। ইহা কাবেরীনদীর তীরে অবস্থিত। এখানে কারুকার্য্য-খচিত একটী বৃহৎ শিব-মন্দির আছে; মন্দিরস্থ শিবলিঙ্গের নাম—'মহালিঙ্গ স্বামী'। এখানে মাঘমাসে রথযাত্রা হয়। এরূপ বিশাল রথ ও রথযাত্রা ভারতবর্ষে বিরল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই স্থানে রামদাস শিব দর্শন করিয়াছিলেন। (চৈ চ ম ৯।১৬)

আবার কেহ কেহ বলেন,—শ্রীশৈলে 'মল্লিকার্জ্জুনম্ মহাদেব' অধিষ্ঠিত। কর্ণুলের ৭০ মাইল নিম্নপ্রদেশে কৃষ্ণা-নদীর দক্ষিণ-তটে অবস্থিত। বেষ্টিত প্রাচীরের কেন্দ্রস্থলে প্রধানদেবতা মল্লিকার্জ্জুন শিবের মন্দির। এই শিবলিঙ্গটী জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ (কর্ণুল ম্যানুয়েল)। 'মধ্যার্জ্জুন'-তীর্থের পথ—S. I. R.; মাদ্রাজ—ভিল্লুপুরম্ (Villupuram) — মায়াভরম্ (Mayavaram) — ত্রিচিনোপলী (Trichinopoly) লাইন। ষ্টেসন—তিরুভাদামারুদুর (Tiruvadamarudur)।

শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনের পথ—M. S. M. R. বেজোয়াড়া (Bezwada) — গুন্টাকল (Guntakal) লাইন। ষ্টেসন ভিনুকোণ্ডা (Vinukonda) হইতে ১০ মাইল, অথবা ষ্টেসন মারকাপুর রোড (Markapur Road) হইতে ৫০ মাইল।

৯। **অহোবল** (চৈ চ ম ৯।১০৬)—নামান্তর, 'অহোবিলম্'। দাক্ষিণাত্যে কর্ণুল-জিলার সার্বেল-তালুকের অন্তর্গত। সমগ্র জিলায় এই নৃসিংহদেবের মন্দিরটীই বিখ্যাত। পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য নয়টী বিষ্ণুবিগ্রহযুক্ত মন্দির মিলিয়া 'নবনৃসিংহ-মন্দির'-নামে কথিত। প্রধান মন্দিরটী ৩৪টী স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত; ঐ স্তম্ভসমূহের প্রত্যেকটী আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভে খোদিত। মন্দিরের সম্মুখে তিন ফিট ব্যাসবিশিষ্ট ও প্রচুর স্থাপত্য-কারুকার্য্যের নিদর্শনরূপে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড স্তম্ভযুক্ত একটী অসম্পূর্ণ কিন্তু অতি বিচিত্র মণ্ডপ বিদ্যমান (কর্ণুল ম্যানুয়েল)।

শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এইস্থানে শ্রীনৃসিংহ-মূর্ত্তির অর্চ্চন করেন। গ্রামটী নালামালাইস্-পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত। প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে এই স্থানে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

পথ— M. S. M. R.; বেজোয়াড়া — গুন্টাকল লাইন। ষ্টেসন—নন্দিয়াল (Nandyal)। নন্দিয়াল ষ্টেসন হইতে অহোবিলম্ প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে।

১০। **সিদ্ধবট** (চৈ চ ম ৯।১১)—কুড়াপানগরের ১০ মাইল পূর্ব্বে 'সিধৌট' নামে এবং পূর্ব্বে কোনও সময়ে দক্ষিণ-কাশী নামেও এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা কাড়াপা-জিলার একটী নগর। এখানে সিদ্ধিপ্রাপ্ত একটী বটবৃক্ষ আছে। পেন্নার নদীর তীরস্থ সিদ্ধবট-তীর্থ গঙ্গার তট-স্থিত কাশীর ন্যায় রমণীয় বলিয়া ইহা 'দক্ষিণ-কাশী' নামে অভিহিত। এইস্থানে সীতাপতি 'কোদণ্ডরাম স্বামী'র মন্দির, 'অক্ষয় বট' ও 'বটেশ্বর শিব' আছেন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব শ্রীসীতাপতির শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন।

পথ—M. S. M. R.; মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল—রাইচুর (Raichur) লাইন। ষ্টেসন—সিধৌট (Sidhout)। মাদ্রাজ হইতে ১৫৬ মাইল।

১১। **স্কন্দক্ষেত্র** (চৈ চ ম ৯।২১)—'স্কন্দ'-শব্দের অর্থ—'কার্ত্তিক'। দাক্ষিণাত্যে কএকটী স্কন্দক্ষেত্রেরই অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

[১] বিশাখাপত্তন-এর অধিষ্ঠাত্রীদেবতা বিশাখস্বামী বা কার্ত্তিকেয়। কথিত হয় যে, উক্ত কার্ত্তিকেয়ের মন্দির সাগর-গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে। যে-স্থানে কার্ত্তিকেয় বা স্কন্দের মন্দির ছিল, তথায় অদ্যাপি সাগর-স্নান হইয়া থাকে। রাজা কুলতুঙ্গ চোল্ কার্ত্তিকেয়ের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

পথ—B. N. R.; হাওড়া—ওয়াল্টেয়ার লাইন। ষ্টেসন—ভিজাগাপটম্ (Vizagapatam)।

[২] মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর চিঙ্গেলপুট (Chingleput) জিলার চেয়ুর (Cheyur) নগরে সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিকেয়ের মন্দির আছে। কেহ কেহ ইহাকে স্কন্দক্ষেত্র বলেন।

পথ— S. I. R.; মাদ্রাজ—ভিলুপুরম্—মায়াভরম্—ধনুষ্কোটি (Dhanushkodi) লাইন। ষ্টেসন—মাদুরান্টকম্ (Madurantakam)। উক্ত ষ্টেসন হইতে চেঙ্গুর প্রায় ১৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

[৩] মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরে আর্কট-জিলায় তিরুত্তানি নামক পার্ব্বত্য গ্রামের পর্ব্বতের উপরে সুব্রহ্মণ্য-স্বামীর দণ্ডায়মান এক মূর্ত্তি আছেন। কথিত হয় যে, ইন্দ্র স্বর্গে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজ-কন্যা 'দেবসেনা'কে সুব্রহ্মণ্য-দেবের হস্তে প্রদান করেন। সুব্রহ্মণ্য তৎপরে 'বল্লীম্মা' নাম্নী অপর একটী কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। মন্দিরে সুব্রহ্মণ্য স্বামীর মনুষ্যাকৃতি দণ্ডায়মান চতুর্ভুজমূর্ত্তি আছে। দেবসেনা ও বল্লীম্মার মন্দির পৃথক্ স্থানে অবস্থিত।

পথ—M. S. M. R.: মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল—রাইচুর লাইন: ষ্টেসন—তিরুত্তানি (Tiruttani)।

[৪] দ্বারভাঙ্গার মধ্যে আর একটী 'রুদ্রক্ষেত্র' আছে।

১২। **ত্রিমঠ** (চৈ চ ম ৯।১১)—কেহ কেহ কাঞ্চী-পুরকে 'ত্রিমঠ' বলেন; কারণ, এই স্থানে বৈষ্ণব, শৈব ও বৌদ্ধলিগের তিনটী মঠ আছে। বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজ বিষ্ণুর মন্দির, শিবকাঞ্চীতে শৈবলিগের একাম্রনাথের মন্দির ও কাঞ্চীর তন্তুবায়-পল্লীর প্রান্তদেশে একটী বৌদ্ধ-মন্দির আছে। বিষ্ণুকাঞ্চী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের একটী প্রধান আসন।

পথ—S. I. R.; চিঙ্গেলপুট (Chingleput) — আরকোনাম্ (Arkonam) ব্রাঞ্চ লাইন। ষ্টেসন—কঞ্জি-ভেরাম্ (Conjeeveram)।

১৩। **বৃদ্ধকাশী** (চৈ চ ম ৯।৩৮)—ইহার বর্ত্তমান নাম 'বৃদ্ধাচলম্'; দক্ষিণ-আর্কট জিলায় ভেলার-নদীর অন্যতম উপনদী 'মণিমুখে'র তটে অবস্থিত, পূর্ব্বে ইহার 'বৃদ্ধকাশী' নাম ছিল (দক্ষিণ আর্কট ম্যানুয়েল)। কেহ কেহ 'কালহস্তিপুর'কে বৃদ্ধকাশী বলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্যের মাতুল-পুত্র শ্রীগোবিন্দ এই শিবের অনেকদিন সেবা করেন। শিবের নাম—বৃদ্ধ গিরীশ্বর। কথিত হয় যে, এই পর্ব্বত পৃথিবীর আদি পর্ব্বত বলিয়া উহার নাম 'বৃদ্ধগিরি' বা 'বৃদ্ধাচল' হইয়াছে।

পথ—S. I. R.; মাদ্রাজ—ভিলুপুরম্ (Villupuram) — বৃদ্ধাচলম্— ত্রিচিনোপল্লী লাইন। ষ্টেসন—বৃদ্ধাচলম্ (Vriddhachalam)।

১৪। **ত্রিপত্তি-ত্রিমল্ল** (চৈ চ ম ৯।৩৪)— [১] 'তিরুপট্টুর'—উত্তর আর্কটে চন্দ্রগিরি তালুকের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ। যোগটেশ্বরের নামানুসারে যোগট-গিরি বা যোগটাদ্রি-পর্ব্বতের উপর আট মাইল দূরে শ্রী ও ভূদেবীসহ চতুর্ভুজ 'বালাজী' বা যোগটেশ্বর বিষ্ণুবিগ্রহ আছেন। ইহাকে 'যোগটক্ষেত্র'ও বলে। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ইহা একটী ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তিশালী মন্দির। আশ্বিনমাসে এই স্থানে অতি বৃহৎ মেলা হয়। 'নিম্ন-তিরুপতি' যোগটাচলের উপত্যকায় অবস্থিত। তথায় কয়েকটী মন্দির বর্ত্তমান। এখানে শ্রীগোবিন্দরাজ ও শ্রীরামচন্দ্র-শ্রীমূর্ত্তি আছেন। 'তিরুমলয়'—সম্ভবতঃ 'উচ্চ-তিরুপতি'র প্রাচীন-কালের নামান্তর।

পথ—M. S. M. R. কাটপাড়ী (Katpadi)— গুডুর (Gudur) ব্রাঞ্চ লাইন। ষ্টেসন — তিরুপতি ওয়েষ্ট (Tirupati West), তিরুপতি ইষ্ট (Tirupati East)।

[২] কেহ কেহ 'তিরুভান্নামলয়' বা 'অরুণাচল'-তীর্থকে 'ত্রিপতি-ত্রিমল্ল' বলেন। বস্তুতঃ তথায় কোন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি নাই; শিব, পার্ব্বতী, সুব্রহ্মণ্যদেব প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। উহা কাটপাড়ী—ভিলুপুরম্ লাইনে তিরু-ভান্নামলয় (Tiruvannamalai) ষ্টেসনের একটী নগর।

১৫। **বেঙ্কটাদ্রি** (চৈ চ ম ৯।১৪) বা বেঙ্কটগিরি নেলোর জিলার একটী পার্ব্বত্য তীর্থস্থান। বেঙ্কটেশ্বর বা বৈকুণ্ঠেশ্বর মহাদেবের নামানুসারে পর্ব্বতের নাম বেঙ্কটাদ্রি', 'বেঙ্কটগিরি' বা 'বেঙ্কটাচল' হইয়াছে। পর্ব্বতমালার বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি জলপ্রপাত ও কুণ্ড আছে। উক্ত কুণ্ডসমূহের মধ্যে 'স্বামি-তীর্থ', 'আকাশগঙ্গা', 'পাণ্ডবতীর্থ', 'পাপনাশিনী', 'তুম্বীরকোণা', 'কুমারধারিকা' ও 'গোগর্ভ' এই সপ্ত তীর্থ প্রসিদ্ধ। শ্রীরামানুজাচার্য্য বেঙ্কটাদ্রিতে অবস্থান করিয়া শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন।

পথ—M. S. M. R. কাটপাড়ী—গুডুর ব্রাঞ্চ লাইন। ষ্টেসন—ভেঙ্কটগিরি (Venkatagiri); তিরুপতি ইষ্ট হইতে পঞ্চম ষ্টেসন।

১৬। **তিরুপতি** (চৈ চ ম ৯।৩৫)—এই স্থানের সংস্থান-সম্বন্ধে কেহ কেহ তিরুবাদী (Tiruvadi), কেহ কেহ বা তিরুপতি (Tirupati) দুইটী স্থানকে নির্দ্দেশ করেন; প্রথমোক্ত স্থান তিরুবাদী S. I. R এ মাদ্রাজ—

তাঞ্জোর—ধনুষ্কোটি-লাইনে তাঞ্জোর (Tanjore) ষ্টেসন হইতে প্রায় সাত মাইল দূরে কাবেরী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। ইহার অপর নাম—তিরুভেরুর, সংস্কৃত নাম—'পঞ্চনদম্'। 'তিরু' শব্দে 'শ্রী', 'আই' অর্থে পঞ্চ, 'আরু' অর্থে নদী। কাবেরী (Cauvery), কোলেরুণ (Coleroon), কোডামুর্ত্তি, ভেন্নার ও ভেল্লার—এই নদীপঞ্চক প্রায় সমান্তরালভাবে তিন ক্রোশের মধ্যে এই স্থানে প্রবাহিত হইতেছে। কাবেরী-নদীর তীরে 'পঞ্চ-নদীশ্বর' শিবের মন্দির আছে।

তিরুপতি—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরে আর্কট-জিলার প্রসিদ্ধ তীর্থ। ইহার পথ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ষ্টেসন—তিরুপতি ইষ্ট্ (Tirupati East)।

১৭। **পানানৃসিংহ** (চৈ চ ম ৯।৬৬)—গুন্টুর-জিলায় মঙ্গলগিরি অবস্থিত। মঙ্গলগিরির পাদদেশে মঙ্গলগিরি-গ্রাম। ষ্টেসন হইতে পর্ব্বতের পাদদেশ প্রায় অর্দ্ধ মাইল। তথায় শ্রীভোগ-নৃসিংহ বা শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেবের সুপ্রাচীন মন্দির বিরাজমান। মন্দিরের চারিটী 'গোপুরম্' বা প্রবেশ-দ্বার। মঙ্গলগিরি-পর্ব্বতে উঠিবার জন্য প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রায় পাঁচশত বিস্তৃত সোপান আছে। প্রায় সাড়ে তিনশত সোপান অতিক্রম করিবার পর 'পানা-নৃসিংহদেবে'র মন্দির। এখনও প্রত্যক্ষ দেখা যায়, শ্রীনৃসিংহদেবের ভোগের জন্য যে পরিমাণ 'পানা' লইয়া যাওয়া হয়, ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব উহার অর্দ্ধেক পরিমাণ গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধেক ভক্তদিগকে প্রসাদ-রূপে রাখিয়া দেন। পানা-নৃসিংহদেবের শ্রীমূর্ত্তির সন্নিকটে শ্রীরামানুজাচার্য্যের (?) একটী শৈলী শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান। ৪১০ সংখ্যক সোপান অতিক্রম করিবার পর শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও তৎপশ্চিমে শ্রীশেষশায়ীর মন্দির এবং শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীশেষ-শায়ীর মন্দিরের মধ্যস্থানে একটী বিস্তৃত গুহা দৃষ্ট হয়। এই সকল মন্দিরের সন্নিকটে শ্রীবোজ্জটেশ্বর বা শ্রীরঙ্গনাথজীর একটী মন্দির আছে। (বিশেষ বিবরণ গৌড়ীয় ১৮শ বর্ষ, ১৭শ-১৮শ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)।

পথ—M. S. M. R ; বেজোয়াড়া জংসন (Bezwada jn.) হইতে শাখা লাইনে মঙ্গলগিরি (Mangalagiri) ষ্টেসন। ষ্টেসন হইতে মঙ্গলগিরি-পর্ব্বত প্রায় অর্দ্ধ মাইল।

১৮। **কাঞ্চী** (চৈ চ ৯।৬৮-৬৯)—চিঙ্গেলপুট-জিলার প্রধান নগর কাঞ্চী (Conjeeveram) দুই অংশে বিভক্ত—(১) শিবকাঞ্চী ও (২) বিষ্ণুকাঞ্চী। শিবকাঞ্চী 'দক্ষিণ কাশী' নামে পরিচিত। এখানে অনেক শিবলিঙ্গ আছেন। তন্মধ্যে 'একাম্বর কৈলাসনাথ' বা 'একাম্রনাথে'র মন্দিরটী অতি প্রাচীন। এই মন্দিরের 'গোপুরম্' বা তোরণদ্বার ভারতে অদ্বিতীয়। এখানে 'কামাক্ষী দেবী' আছেন। কথিত হয় যে, কোন সময়ে পার্ব্বতীদেবী কৌতুকবশে মহাদেবের চক্ষু আবৃত করিলে বিশ্ব-সংসার অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়; তজ্জন্য মহাদেবের আদেশে দেবী শিবকাঞ্চীতে মহাদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে তপস্যা করেন। তদবধি 'কামাক্ষী দেবী' নামে তিনি তথায় বিরাজমান আছেন।

শ্রীবিষ্ণুকাঞ্চী—কঞ্জিভেরাম্ হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে 'শ্রীবরদরাজ'-বিষ্ণুবিগ্রহ ও 'অনন্ত-সরোবর' আছেন। শিবকাঞ্চীর মন্দির অপেক্ষা এই মন্দির শিল্পসৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ। বৈশাখমাসে কৃষ্ণচতুর্থী-তিথিতে শ্রীবরদরাজের ভোগ-মূর্ত্তি রথে আরোহণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করেন।

পথ—S. I. R. ; মাদ্রাজ হইতে চিঙ্গেলপুট ; চিঙ্গেলপুট হইতে ব্রাঞ্চ লাইনে কঞ্জিভেরাম্ (Conjeeveram) ষ্টেসন।

১৯। **ত্রিমল্লয়** (চৈ চ ম ৯।৭১)—(১) কঞ্জিভেরাম্ বা কাঞ্চীর পরের ষ্টেসন—তিরুমালপুর (Tirumalpur)। এই তিরুমালপুর চিঙ্গেলপুট (Chingleput)—আর-কোনাম্ (Arkonam) ব্রাঞ্চ লাইনে অবস্থিত। S. I. R.

(২) তিরুমালা (Tirumala) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরে আর্কট-জিলার একটী পার্ব্বত্য নগর। ইহা M. S. M. R এর কাটপাড়ী—পাকালা (Pakala)—গুডুর লাইনে। ষ্টেসন—তিরুপতি ইষ্ট্। এখানে সুব্রহ্মণ্যদেবের মূর্ত্তি ছিলেন ; কিন্তু প্রবাদ, শ্রীরামানুজাচার্য্যের সম্মুখে তাহা চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত হন।

২০। **ত্রিকালহস্তী** (চৈ চ ম ৯।৭১)—তিরুপতি হইতে ২২ মাইল উত্তরপূর্ব্ব দিকে সুবর্ণমুখী নদীর দক্ষিণ-তটে অবস্থিত; উত্তর আর্কট জিলার একটী নগর। 'শ্রীকাল-হস্তী', বা প্রচলিত ভাষায় 'কালহস্তী' নামেও কথিত। এই স্থান 'বায়ুলিঙ্গ শিবে'র মন্দিরের জন্য বিখ্যাত (উত্তর আর্কট ম্যানুয়েল)। এখানে চতুষ্কোণাকৃতি 'বায়ুকণী মহাদেব' বিরাজমান। কোনদিক্ দিয়াই বাতাস-প্রবেশের পথ নাই,

অথচ শিবলিঙ্গের মস্তকোপরি যে দীপালোক জ্বলিতেছে, তাহা সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধে দোদুল্যমান, অন্য কোন দীপ সেইরূপ আন্দোলিত হয় না। এইজন্য সেই শিবলিঙ্গ 'বায়ুলিঙ্গ'-নামে অভিহিত। কিংবদন্তী, এখানে ব্রহ্মা কৈলাসপর্ব্বতের একটী শৃঙ্গ আনয়ন করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। বায়ুলিঙ্গ-শিবমন্দিরের দক্ষিণে 'মণিকুণ্ডেশ্বর' নামক আর একটী শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার দক্ষিণে চতুরানন ব্রহ্মার মূর্ত্তি ও মন্দির। মন্দিরের দক্ষিণে একটী সরোবর, তৎপার্শ্বে ভরদ্বাজাশ্রম।

পথ—M. S. M. R.; গুড়ুর—পাকালা—কাটপাড়ী লাইন। ষ্টেসন—কালহস্তী (Kalahasti)।

২১ **পক্ষীতীর্থ** (Tirukkalikkunram)—(চৈ চ ম ৯।৭২)—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর চিঙ্গেলপুট-জিলার পার্ব্বত্যগ্রাম। পর্ব্বতের উপর বেদলিঙ্গেশ্বর বা বেদগিরীশ্বর মহাদেবের মন্দির। তথায় যে একটী সরোবর আছে, তাহাই 'পক্ষীতীর্থ' নামে খ্যাত।

'তিরুকাড়ি কুণ্ডম্—চিংলিপট্ হইতে ৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে, সমতল হইতে ৫০০ ফিট উচ্চ গিরিমালার উপর একটি শিব-মন্দির আছে। ঐ গিরির নাম 'বেদগিরি' বা 'বেদাচলম্' এবং মূর্ত্তির নাম 'বেদগিরীশ্বর'। প্রত্যহ দুইটী বাজ-পক্ষী আসিয়া পক্ষীতীর্থে স্নান ও পূজারীর নিকট আহার প্রাপ্ত হয়; প্রবাদ, আবহমান কাল হইতে এরূপ চলিয়া আসিতেছে (চিংলিপট্ ম্যানুয়েল)।

কথিত হয় যে, পক্ষিদ্বয় বারাণসীধাম হইতে আসিয়া পক্ষীতীর্থে স্নান ও প্রসাদ-গ্রহণান্তে তিনবার দেবালয় প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে গমন করে এবং তথা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে কাঞ্চীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাত্রি যাপন করে। তাঁহারা পক্ষিরূপধারী 'হরপার্ব্বতী' বলিয়া কথিত।

পথ—S. I. R.; মাদ্রাজ—ভিল্লুপুরম্—ত্রিচিনোপলী লাইন। ষ্টেসন—চিঙ্গেলপুট (Chingleput)। ষ্টেসন হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণ-দিকে পক্ষীতীর্থ।

২২। **বৃদ্ধকোল** (চৈ চ ম ৯।৭২)—[১] চিঙ্গেল-পুট জিলার মহাবলীপুরম্ (Seven Pagodas) বা সপ্ত মন্দিরের অন্তর্গত বলীপীঠম্ হইতে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে উক্ত তীর্থ অবস্থিত। এই মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ বরাহরূপী বিষ্ণুবিগ্রহের উপর 'শেষনাগ ছত্রধারণ করিয়া আছেন। মহাবলীপুরমের মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য অতি রমণীয়।

পথ—চিঙ্গেলপুট ষ্টেসন হইতে মহাবলীপুরম্ প্রায় দশ-ক্রোশ। চিঙ্গেলপুট ষ্টেসন হইতে স্থলপথে পদব্রজে বা গো-শকটাদিতে কুড়ি মাইল; অথবা মাদ্রাজ হইতে সাত মাইল দূরে পাপাঙ্কোরী ঘাট তথা হইতে খাল দিয়া জলপথে তিন মাইল।

[২] মাদ্রাজের দক্ষিণে আর্কট জিলায় শ্রীমুক্কম্ (Sri-mushnam)-নামক স্থানে ভূবরাহদেবের মন্দির আছে। কিংবদন্তী এই যে, এই স্থানে পূর্ব্বে শ্বেতবরাহদেব বিরাজমান ছিলেন। বর্ত্তমানে এখানে কৃষ্ণবরাহদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান।

পথ—S. I. R.; চিদাম্বরম্ (Chidambaram) ষ্টেসন হইতে মোটর বাসে প্রায় ১২ ক্রোশ শ্রীমুক্কম্।

২৩। **শীতাম্বর** (চৈ চ ম ৯।৭৩)—ইহা দক্ষিণ আর্কট জিলার একটী নগর। কুডালোর নগর হইতে ১৩ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এইস্থানে শিবের ব্যোমমূর্ত্তি বিরাজমান; এইজন্য 'আকাশলিঙ্গ-শিব' বলিয়া কথিত। বস্তুতঃ মন্দিরের মধ্যে কোনরূপ বিগ্রহ বা লিঙ্গ নাই। আকাশলিঙ্গ শিবের সুবৃহৎ মন্দিরটী ৩২ একর জমির উপর অবস্থিত এবং চতু-র্দ্দিকে ১০ ফিট প্রশস্ত পথে পরিবেষ্টিত। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে অনেক দেবমন্দির আছে; তন্মধ্যে মহাবিষ্ণু, নটরাজ, বিশ্বেশ্বর, মহাকালী প্রভৃতির মন্দির প্রসিদ্ধ।

পথ—S. I. R. মাদ্রাজ—ভিল্লুপুরম্—মায়াভরম্—ত্রিচিনো-পলী লাইন। ষ্টেসন—চিদাম্বরম্ (Chidambaram)।

২৪। **শিয়ালী** (চৈ চ ম ৯।৭৪)—তাঞ্জোর-জিলায়; তাঞ্জোর-নগর হইতে ৪৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে ঐ নামীয় তালুকের অন্তর্গত প্রধান গ্রাম। এস্থানে একটী বিখ্যাত শৈবমন্দির ও প্রকাণ্ড সরোবর আছে। ঐ মন্দিরটী 'তিরু-জ্ঞান সম্বন্ধর' নামক একটি শৈবের নামে উৎসর্গীকৃত। প্রবাদ, ঐ শিবভক্ত শিশুরূপে মন্দিরে আগমন করিলে ভৈরবী তাহাকে স্তন্যপান করাইতেন (তাঞ্জোর গেজেটিয়ার)। এই স্থানে জ্যৈষ্ঠমাসে অম্বোৎসব, আশ্বিনে নবরাত্রোৎসব, মাঘে শিবরাত্রোৎসব ও চৈত্রে বসন্তোৎসব হইয়া থাকে।

পথ—S. I. R.; মাদ্রাজ—ভিল্লুপুরম্—মায়াভরম্—ত্রিচিনোপলী লাইন। ষ্টেসন—শিয়ালী (Shiyali)।

২৫। **কাবেরী** (চৈ চ ম ৯।১৪)—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৪০) উক্ত হইয়াছে,—"কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর। প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ।"

পথ—S. I. R.; মাদ্রাজ—ত্রিচিনোপলী—মায়াভরম্—ত্রিচিনোপলী—মাদুরা—বহুকোটি লাইন। ষ্টেশন—মায়াভরম্ ও ত্রিচিনোপলী (Mayavaram & Trichinopoly)।

২৬ **গো-সমাজ** (চৈ চ ম ৯।১৪)—ইহা তাঞ্জোর-জিলার কাবেরী-নদীর তীরে একটী নগর। ইহা একটী বৈষ্ণব-তীর্থ। মন্দিরের মধ্যে 'মধুসূদন স্বামী' নামক শিবলিঙ্গ আছেন। এই স্থান হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে কাবেরী-নদীর তীরে 'তিরুইন্দলুর' নামক স্থানে 'শেষশয়ন রঙ্গনাথে'র মন্দির। ইনি অনন্তশয্যায় শয়ান বিষ্ণুমূর্ত্তি। ত্রিচিনোপলীর শ্রীরঙ্গমূর্ত্তি 'আদিরঙ্গম্', কুম্ভকোণমের শার্ঙ্গপাণি 'মধ্যরঙ্গম্' ও মায়াভরমের তিরুইন্দলুর শেষশয়ন রঙ্গনাথ 'অন্ত্যরঙ্গম্' নামে প্রসিদ্ধ আছেন। মাঘমাসে পূর্ণ একমাস কাল এই স্থানে মাঘোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কিংবদন্তী, মহারাজ শ্রীঅম্বরীষ এই স্থানে মহাবিষ্ণুর ভজন করেন এবং শ্রীবিষ্ণু এই মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন; তখন শ্রীঅম্বরীষ এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

পথ—S. I. R.; ষ্টেশন—মায়াভরম্ (Mayavaram)।

২৭। **বেদারণ্য** (চৈ চ ম ৯।১৪)—তাঞ্জোর-জিলার তিরুত্তরাইপুণ্ডি-তালুকের দক্ষিণ-পূর্ব্ব-কোণে এবং পয়েন্ট্ কলিমিয়ারের ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। তত্রত্য ব্রাহ্মণগণের মতে তীর্থ-হিসাবে রামেশ্বরের পরেই ইহার স্থান (তাঞ্জোর গেজেটিয়ার)। বেদারণ্য মুল্লীয়ার-নদীর সাগর-সঙ্গমে অবস্থিত। এই স্থানে একটী সুপ্রাচীন শিব-মন্দির আছে।

পথ—S. I. R.; ব্রাঞ্চ লাইন—(১) মায়াভরম্—তিরুত্তরাইপাণ্ডী (Tiruturaipundi); (২) তিরুত্তরাইপাণ্ডী—আগস্ত্যিয়ামপালী (Agastiyampalli)। ষ্টেশন—ভেদারাণ্যিয়াম্ (Vedaranniyam)।

২৮। **বেঙ্কটাদ্রি** (চৈ চ ম ৯।১৭)—কেহ কেহ ইহাকে তিরুমালা (Tirumala) বা 'তিরুপতিবেঙ্কটম্' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ('ত্রিমল্ল' দ্রষ্টব্য)।

২৯। **কুম্ভকর্ণ-কপাল** (চৈ চ ম ৯।১৮)—'কপাল' অর্থে মাথার খুলি; কুম্ভকর্ণই তাঞ্জোর-জিলাস্থিত বর্ত্তমান কুম্ভকোণম্-নগর,—তাঞ্জোর-নগর হইতে ২০ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে। এস্থানে ১২টী শিবমন্দির, ৪টী বিষ্ণুমন্দির ও একটী ব্রহ্মার মন্দির আছে (তাঞ্জোর গেজেটিয়ার)। কুম্ভকর্ণকপালে যে 'সরোবরে'র কথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (ম ৯।১৮) উক্ত হইয়াছে, তাহা 'মহামোক্কম্' (Mahamagham Tank) নামক সরোবর।

পথ—S. I. R.; মাদ্রাজ—মায়াভরম্—তাঞ্জোর—ত্রিচিনোপলী লাইন। ষ্টেশন—কুম্ভকোণম্ (Kumbakonam)।

৩০। **শিব-ক্ষেত্র** (চৈ চ ম ৯।১৮)—দাক্ষিণাত্যে কএকটী শিব-ক্ষেত্রের কথা জানা যায়। [১] তাঞ্জোর-জিলার প্রধান নগর তাঞ্জোরে একটী 'শিব-গঙ্গা' সরোবর আছে। এই স্থানে 'শিব-গঙ্গা' দুর্গের মধ্যে দুইটী প্রাকার-বেষ্টিত প্রাঙ্গণে বৃহদীশ্বর বা বৃহেশ্বর মহাদেবের মন্দির। প্রাঙ্গণটী দৈর্ঘ্যে ৮০০ ফিট্ ও প্রস্থে ৪১৫ ফিট্। উক্ত মন্দিরের পশ্চাতে 'শিব-গঙ্গা' নামে একটী দীর্ঘিকা আছে। প্রাঙ্গণে প্রস্তর-বেদীর উপর একটি বৃহৎকায় 'শিববাহন নন্দী' (বৃষ) উপবিষ্ট। এতদ্ব্যতীত পার্ব্বতী-দেবীর মন্দির ও সুব্রহ্মণ্যদেবের মন্দির আছে। বিজয়-নগরের রাজা কৃষ্ণদেবরায় এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঞ্জোর-সহরের নিকটেই [২] তিরুভেট্টরে 'অচলেশ্বর মহাদেবে'র একটী মন্দির আছে। তাঞ্জোর নেগাপট্টম ব্রাঞ্চ লাইন জংসনের নিকটে উহা অবস্থিত।

পথ—S. I. R; ষ্টেশন—তাঞ্জোর (Tanjore)।

[৩] তিনেভেলী-জিলার তিনেভেলীনগরের তাম্রপর্ণী-নদীর তীরে একটী বৃহৎ শিব-মন্দির আছে। শিবের নাম —'বংশেশ্বর মহাদেব'। বর্ত্তমান তিনেভেলী তালুকের মধ্যেও ন্যূনাধিক একশত বৃহৎ শিব-মন্দির বর্ত্তমান।

পথ—S. I. R.; মাদ্রাজ—মায়াভরম্—ত্রিচিনোপলী—মাদুরা (Madura) লাইন। ব্রাঞ্চ লাইন—মাদুরা—মনিয়াচি (Maniyachi)—শিনকোট্টা (Shencottah)। ষ্টেশন—তিনেভেলী (Tinnevelly)।

৩১। **পাপনাশন** (চৈ চ ম ৯।১৯)—ইহা 'পাপনাশম্' নামেও খ্যাত। [১] তাঞ্জোর জিলার নগর—'পাপ-নাশম্' নামক স্থানে দুইটী শিব-মন্দির ও একটী

বিষ্ণুমন্দির আছে। কুম্ভকোণম্-সহর হইতে পাপনাশন ষ্টেসন প্রায় ৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

পথ—S. I. R. ; মাদ্রাজ—মায়াভরম্—তাঞ্জোর লাইন। ষ্টেসন—পাপনাশম্ (Papanasam)।

[২] তিনেভেলি-জিলাস্থগত পালমকোটা-নগর হইতে ২৯ মাইল পশ্চিমেও 'পাপনাশন'-নামে একটী নগর আছে। এই স্থানেই একটী মন্দিরের নিকটে তাম্রপর্ণী-নদী পর্ব্বত হইতে সমতলভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে (তিনেভেলি ম্যাগুয়েল)। এখানে একটী বৃহৎ শিব-মন্দির আছে; তৎসন্নিকটে একটী জলপ্রপাত। এই স্থানে বহু তীর্থযাত্রী আগমন করেন।

পথ—S. I. R. ; মনিয়াচি—তিনেভেলি—শিনকোট্টা লাইন। ষ্টেসন—অম্বাসমুদ্রম্ (Ambasamudram)।

৩২। **শ্রীরঙ্গক্ষেত্র** (চৈ চ ম ৯।৭১)—"শ্রীরঙ্গক্ষেত্র' বা 'শ্রীরঙ্গম্' মাদ্রাজের ত্রিচিনোপলী-জিলার একটী তীর্থস্থান ও নগর। ত্রিচিনপল্লীর নিকট কাবেরী বা কোলিরন-নদীর উপর তাঞ্জোর-জিলার কুম্ভকোণম্ হইতে ৪।৫ ক্রোশ পশ্চিমে এবং প্রাচীন ত্রিচিনোপলী সহরের তিন মাইল উত্তরে শ্রীরঙ্গম্ অবস্থিত। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরটী ভারতের যাবতীয় মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ; ইহার সাতটী প্রাকার আছে। শ্রীরঙ্গমের মন্দির পাণ্ডানায়ক-বংশীয় রাজগণের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। শ্রীরঙ্গমের সাতটী পথের প্রাচীন নাম—(১) ধর্ম্মের পথ, (২) রাজমহেন্দ্রের পথ, (৩) কুলশেখরের পথ, (৪) আলিনাড়নের পথ, (৫) তিরুবিক্রমের পথ, (৬) মাড়মাড়িগাইলের তিরুবিডি পথ ও (৭) অড়ইয়াবলইন্দানের পথ। চোলরাজ আদিকুলোত্তুঙ্গের পূর্ব্বে রাজমহেন্দ্র রাজত্ব করেন; তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মবর্ম্ম; তৎপূর্ব্বে শ্রীরঙ্গমের পত্তন হয়। কুলশেখর প্রভৃতি কয়েকজন ও আলবন্দার শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীযামুনাচার্য্য, শ্রীরামানুজ, শ্রীসুদর্শনাচার্য্য প্রভৃতি শ্রীরঙ্গনাথের সেবার প্রধান অধ্যক্ষতা করেন। শ্রীলক্ষ্মাবতার শ্রীগোদাদেবী দ্বাদশজন সিদ্ধ দিব্যসূরির মধ্যে অন্যতমা; তিনি শ্রীরঙ্গনাথের সহিত পরিণীতা হইয়া ভগবদ্দেহে প্রবেশ করেন। কার্ম্মুকাবতার তিরুমঙ্গই আলোবর দস্যুবৃত্তি-দ্বারা সঞ্চিত ধনে শ্রীরঙ্গনাথের চতুর্থ প্রাকার বা প্রাচীর ও অন্যান্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কথিত আছে, —২৮৯ কলাব্দে তোণ্ডরডিপ্পডি আলোবার আবির্ভূত হইয়া ভক্তি যাজন করিতে করিতে কোন বারমুখীর প্রলোভনে পতিত হন। শ্রীরঙ্গনাথ স্বীয় সেবকের দুর্দ্দশা-দর্শনে তাঁহার উদ্ধার-মানসে নিজের একটী স্বর্ণপাত্র কোন সেবকদ্বারা ঐ নারীর গৃহে পাঠাইয়া দেন। মন্দিরে স্বর্ণ-পাত্র নাই দেখিয়া বহু অনুসন্ধানে উহা তাঁহার গৃহে পাওয়া গেল। শ্রীরঙ্গনাথ-কৃপা-দর্শনে ভক্তের ভ্রম নিরসন হয়। তিরুমঙ্গইর আবির্ভাব-কালের পূর্ব্বে শ্রীরঙ্গনাথের তৃতীয় প্রাকারে ইনি তুলসী-কানন রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজের শিষ্য শ্রীকুরেশ, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরাম-পিল্লাই, তৎপুত্র—শ্রীবাগ্‌বিজয় ভট্ট, তৎপুত্র শ্রীবেদব্যাস ভট্ট বা শ্রীসুদর্শনাচার্য্য। এই মহাত্মার বার্দ্ধক্য-কালে মুসলমান-গণ রঙ্গনাথ-মন্দির আক্রমণ করে এবং ষাদশ সহস্র 'শ্রী'-বৈষ্ণবকে হত্যা করে। শ্রীরঙ্গনাথদেবকে তিরুপতিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বিজয়নগর-রাজ্যের অধীনে গিঞ্জির শাসন-কর্ত্তা 'শ্রী'-বৈষ্ণবব্রাহ্মণ 'কম্পন্ন উদৈয়র' বা 'গোপণার্য্য' শ্রী-বৈষ্ণবগণের প্রার্থনামতে শ্রীরঙ্গনাথদেবকে 'তিরুপতি' হইতে 'সিংহদ্রম্মে' আনয়ন করিয়া তিন বৎসর রাখেন ও পরে ১২৯৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্রে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের প্রাকারের পূর্ব্বগাত্রে শ্রীল-বেদান্ত-দেশিক-রচিত এই শ্লোক খোদিত আছে: যথা—

আনীয় নীলগিরিশৃঙ্গত্যতিরচিত-জগন্নিবাসনাদ্রেঃ
শ্রেয়োমারাধ্য কঞ্চিৎ সময়মথ নিহত্যোরগমুখাংস্তদুক্তান্।
লক্ষ্মী-ভার্য্যামুডাভ্যাং সহ নিজনগরে স্থাপয়ন্ রঙ্গনাথঃ
সম্যগ্‌বর্য্যাং সপর্য্যাং পুনরকৃতভয়ো দর্পণো গোপণার্য্যঃ॥
বিশেষং রঙ্গরাজঃ বৃষভগিরিতটাৎ গোপণঃ ক্ষৌণিদেবো
নীত্বা স্বাং রাজধানীং নিজবলনিহতোৎসিক্ত-তৌলুকসৈন্যঃ।
কৃত্বা শ্রীরঙ্গভূমিং কৃতযুগসহিতাং তত্র লক্ষ্মী-মহীভ্যাং
সংস্থাপ্যাস্তাং সরোজোদ্ভব ইব কুরুতে সাদৃচর্য্যাং সপর্য্যাম্॥"

(অনুভাষ্য)

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৭৯।১৪) উক্ত হইয়াছে,—

"শ্রীরঙ্গাখ্যং মহাপুণ্যং যত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥"

শ্রীব্রহ্মপুরাণে শ্রীরঙ্গ-মাহাত্ম্যে প্রসঙ্গে শ্রীরঙ্গধাম ও শ্রীরঙ্গনাথ-অর্চ্চাবতারের প্রাকট্যের বিবরণ আছে।

এই স্থানে 'শ্রীবৈকুণ্ঠ-একাদশী' নামক উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। শ্রীএকাদশীদেবী অসুর-

পথকে পরাজিত করিয়া বিষ্ণুভক্তির উচ্ছলা বিধান করিয়াছিলেন ; তজ্জন্য এই মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

পথ—S. I. R. ; মাদ্রাজ—ত্রিমুপুরম্—বৃদ্ধাচলম্ (Vriddhachalam)—ত্রিচিনোপলী লাইন। ষ্টেসন—ত্রিচিনোপলী (Trichinopoly) ; 'শ্রীরঙ্গম্' ষ্টেসনও আছে। ত্রিচিনোপলী কণ্টন্ হইতে 'শ্রীরঙ্গম্' (Srirangam) ষ্টেসন মাত্র ৮ মাইল।

৩৩। **ঋষভ-পর্ব্বত** (চৈ চ ম ৯।১৬৭)—দক্ষিণ-কর্ণাটে মাদুরা-জিলার প্রাকসীমায়, মাদুরার ১২ মাইল উত্তরে 'আনাগড়মলয়' পর্ব্বত ; কুটাচলের উপবনে যে-স্থলে ঋষভভেদ দাবানল-দ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে 'পাল্‌নি-হিল্' (Palnihill) নামে খ্যাত। ইহাই ঋষভ-পর্বত।

পথ—S. I. R. ; মাদ্রাজ—ত্রিচিনোপলী—ডিণ্ডিগুল (Dindigul)—ধনুষ্কোটি (Dhanushkodi) লাইন। ব্রাঞ্চ লাইন—ডিণ্ডিগুল—পাল্‌নি—পোল্লাচী (Pollachi)। ষ্টেসন—পাল্‌নি (Palni)।

৩৪। **শ্রীশৈল** (চৈ চ ম ৯।১৭৫)—শ্রীশৈলের সংস্থান-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ মলয়-পর্ব্বতের উত্তরাংশকে 'শ্রীশৈল' বলে। বারবাড়-জিলায় এক শ্রীশৈল আছে। কর্ণূল-জিলায়ও একটী 'শ্রীশৈল' আছে ; এই স্থানে পর্ব্বতের উপর একটী সুবৃহৎ মন্দির—৬৬০ ফিট্ দীর্ঘ ও ৫১০ ফিট্ প্রস্থ। এখানে দ্বাদশটী প্রসিদ্ধ অনাদি-জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মল্লিকার্জ্জুন-মহাদেব বিরাজমান। শ্রীমহাভারতে (বনপর্ব্ব, ৮৫শ অধ্যায়)—

"শ্রীপর্ব্বতে মহাদেবো দেব্যা সহ মহাদ্যুতিঃ।
ঋষভং পরমপ্রীতো ব্রহ্ম চ ত্রিদশৈঃ সহ॥"

শ্রীভাগবতে (১০।৭৯।১৩) উক্ত হইয়াছে—"শ্রীশৈলং গিরিরাজম্"।

কৃষ্ণা-নদীর দক্ষিণতীরে ঋষভগিরি পর্ব্বতের উপরে 'শ্রীশৈলম্' শ্রীগৌরপদাঙ্কপূত বলিয়া অনেকে মনে করেন। কথিত হয় যে, ঋষভ-নামক বৃষ এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিল এবং তাহাকে শিব ও পার্ব্বতী দর্শনদান করিয়াছিলেন।

পথ—M. S. M. R. ; বেজোয়াড়া—গুন্টাকাল লাইন। ষ্টেসন—মারকাপুর রোড্ (Markapur Road)। ষ্টেসন হইতে শ্রীশৈল প্রায় ২৫ ক্রোশ।

৩৫। **কামকোষ্ঠি** (চৈ চ ম ৯।১১৮)—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৭৯।১৪) এই স্থানকে 'কামকোষ্ণী' বলা হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর-জিলায় 'কুম্ভকোণম্'-নগরকে অনেকে 'কামকোষ্ঠি' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহা কাবেরী-নদীর তীরে অবস্থিত। কুম্ভকোণমে চারিটী বিষ্ণুমন্দির ও বারটী শিবমন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মার একটী মন্দির আছে। শার্ঙ্গপাণি শেষশয্যায় অর্দ্ধশয়ান বিষ্ণুমূর্ত্তি। চক্রপাণি দণ্ডায়মান শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি এবং শ্রীরাম-শ্রীলক্ষ্মণ বদ্ধাঞ্জলিহস্তে দণ্ডায়মান ও তৎপার্শ্বে শ্রীসীতাদেবী। এইস্থানে 'মহামোক্ষম্' নামে একটী কূপ আছে। এই কূপ মর্ম্মরসোপানশ্রেণীযুক্ত ও চতুষ্পার্শ্বে মন্দির-সুশোভিত। প্রতি মাঘমাসে এইস্থানে একটী মেলা হয় এবং প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গমন করিলে যোগমায়োপলক্ষে মহামাঘোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কথিত হয় যে, প্রলয়কালে মহামেরুর গাত্রে একটি সিকাপূর্ণ-কুম্ভ অমৃত ছিল। প্রলয়পয়োবিজল সিক্ত স্পর্শ করিলে কুম্ভ জলে ভাসিতে ভাসিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করে। প্রলয়ান্তে দেখা যায়, কুম্ভ যেস্থানে পতিত হইয়াছিল, তথায় কুম্ভের 'ঘোণ' অর্থাৎ কাণা ভাঙ্গিয়া অমৃত পতিত হইতেছে। তথায় শিব উপস্থিত হইয়া অমৃত পান করেন এবং 'কুম্ভেশ্বর' নামে বিখ্যাত হন। আর সেই স্থানের নাম 'কুম্ভঘোণম্' হয়। এখানে কুম্ভেশ্বর শিবের মন্দির আছে।

পথ—S. I. R. ; মাদ্রাজ—মায়াভরম্—ত্রিচিনোপলী লাইন। ষ্টেসন—কুম্ভকোণম্ (Kumbakonam)।

৩৬। **দক্ষিণ-মথুরা** (চৈ চ ম ৯।১১৯, ভা ১০।৭৯।১৫) —মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মাদুরা-জিলায় ভাগাই বা কৃতমালা নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত প্রধান নগর। ইহার বর্ত্তমান নাম মাদুরা। ইহা একটী শৈব-ক্ষেত্র। এইস্থান পর্ব্বত ও অরণ্যে পূর্ণ। এস্থানে রামেশ্বর, সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষীদেবী আছেন। এই স্থানের ন্যায় বৃহদায়তন প্রাচীন মন্দির দক্ষিণ-ভারতে আর নাই। মন্দিরের প্রাকার উত্তর-দক্ষিণে ৮৩৭ ফিট্ ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৭৪৪ ফিট্ লম্বা। প্রাকারে ৯টী গোপুরম্ আছে। মন্দির দুইভাগে বিভক্ত—একটীর নাম সুন্দরেশ্বর মন্দির, অন্যটীর নাম মীনাক্ষীমন্দির। 'সহস্র-স্তম্ভ-মণ্ডপ'-নামে একটী মণ্ডপ আছে ; উহা ৯৭৭টী স্তম্ভযুক্ত, দৈর্ঘ্যে ৩০০ ফিট্ ও প্রস্থে ৬০ ফিট্। ইহার প্রত্যেকটি স্তম্ভ ২০ ফিট্

উচ্চ। 'বসন্ত-মণ্ডপ'-নামে আর একটি মণ্ডপে 'সুন্দরেশ্বর শিবে'র বসন্তোৎসব হয়। মন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ-মধ্যে 'শিবগঙ্গা-তীর্থ' নামক একটী কুণ্ড আছে। কুণ্ডের মধ্যস্থলে একটী উচ্চ মন্দির ও চতুষ্কোণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিটী মন্দির আছে। প্রতি বৎসর মাঘমাসে এইস্থানে দেবতাগণের সলিল-বিহারোৎসব হয়।

মীনাক্ষীদেবীর মন্দিরটি সুবৃহৎ ও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। মীনের মত অক্ষিবিশিষ্টা বলিয়া দেবীর নাম 'মীনাক্ষী' হইয়াছে। ইনি শ্রীলক্ষ্মীদেবী, শ্রীমূর্ত্তিটী স্বর্ণময়ী। এই নগরী বহুকাল পাণ্ড্যবংশীয় রাজগণের শাসনাধীন ছিল। মুসলমান-আক্রমণে 'সুন্দরলিঙ্গে'র মন্দিরের অনেকাংশ বিধ্বংসিত হইয়া যায়। ১৩১২ খৃষ্টাব্দে 'কম্পন্ন উদৈয়র' মাদুরার সিংহাসন অধিকার করেন। বহুপূর্ব্বে রাজা কুলশেখর এই পুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক এখানে ব্রাহ্মণ উপনিবেশ স্থাপন করেন। 'অনন্তগুণশালী'—কুলশেখর হইতে একাদশ অধস্তন।

মাদুরা-ষ্টেসন হইতে কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত একটী বিষ্ণুর শ্রীমন্দির দৃষ্ট হয়।

পথ—S. I. R. ; মাদ্রাজ—মায়াভরম্—ত্রিচিনোপলী—মাদুরা লাইন। ষ্টেসন—মাদুরা (Madura)।

৩৭। **কৃতমালা** (চৈ চ ম ৯।১৮১)—বর্ত্তমান 'বৈগাই' বা 'ভাগাই' নদীর একটী অব-বাহিকা। 'সুকলী', 'বরাহ-নদী' ও 'বঞ্চীর গুরু'—এই ধারাত্রয় বৈগাই-নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৯) উক্ত হইয়াছে,—

"তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী"।

পথ—দক্ষিণ-মথুরা ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৮। **দুর্ব্বশন** (চৈ চ ম ৯।১৯৯)—'দুর্ব্বশন' বা 'দর্ভশয়ন' তীর্থ মাদুরা-জিলার 'রামনাদ' নগর হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। কথিত হয় যে, শ্রীরামচন্দ্র রামনাদের রাজার উপর সেতু-রক্ষার ভার অর্পণ করেন। শ্রীরামচন্দ্র সেতুবন্ধনার্থ বরুণদেবের সাহায্য-লাভেচ্ছু হইয়া দর্ভ বা কুশ-শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। এইজন্য এই তীর্থের নাম 'দর্ভশয়ন' হইয়াছে।

পথ—S. I. R ; মাদ্রাজ—ত্রিচিনোপলী—মানমাদুরাই (Manamadurai)—ধনুষ্কোটি লাইন। ষ্টেসন—রামনাদ (Ramnad)।

৩৯। **মহেন্দ্র-শৈল** (চৈ চ ম ৯।১৯৯)—'মহেন্দ্র-শৈল' বা মহেন্দ্রগিরি ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে সহ্যাদ্রির অংশবিশেষ। তিনেভেলির নিকট এই পর্ব্বতের প্রান্তে ত্রিচিনগুড়ি-নগর। ইহার পশ্চিমে ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্য। রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড ৪১শ অধ্যায়ে মহেন্দ্রশৈলের বিবরণ দৃষ্ট হয়।

কেহ কেহ বলেন,—গঞ্জাম-প্রদেশে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বত। ইহা ইষ্টার্ণ ঘাট (Eastern Ghat) নামে বিদিত।

পথ—S. I. R. ; ব্রাঞ্চ লাইন—মণিয়াচি—তিনেভেলি—শিবকোট্টা। ষ্টেসন—তিনেভেলি (Tinnevelly)।

৪০। **সেতুবন্ধ** (চৈ চ ম ৯।২০০)—দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী 'পাম্বন্' নামক বন্দর। শ্রীরামচন্দ্র এই মণ্ডপ হইতে সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। মণ্ডপম্ ও 'পাম্বন্' দ্বীপের কতকাংশ বালুকাময়, কতকাংশে জলময় পথ বর্ত্তমান।

পথ—S. I. R. ; মাদ্রাজ—ত্রিচিনোপলী—মানমাদুরাই—ধনুষ্কোটি লাইন। ষ্টেসন—মণ্ডপম্ (Mandapam)।

৪১। **ধনুস্তীর্থ** (চৈ চ ম ৯।২০০)—ইহা ধনুষ্কোটি-নামে খ্যাত। রামেশ্বর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। ষ্টেসন হইতে তীর্থ অনেক দূরে। কথিত হয় যে, রাবণকে বধ ও বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিভীষণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র-নির্ম্মিত সেতু তাঁহার ধনুর অগ্রভাগ-দ্বারা বিচ্ছিন্ন হউক, নতুবা ভবিষ্যতে অন্যান্য নৃপতিগণ অনায়াসে বিভীষণের রাজধানী লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিবেন। শ্রীরামচন্দ্র (মতান্তরে শ্রীলক্ষ্মণ) তাঁহার ধনুষ্কোটি (ধনুঃ+কোটি—ধনুর অগ্রভাগ)-দ্বারা সেতু ভঙ্গ করেন। সেইজন্য সেই তীর্থের নাম ধনুস্তীর্থ বা ধনুষ্কোটি-তীর্থ হইয়াছে। ধনুস্তীর্থ দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।

পথ—S. I. R ; ষ্টেসন—ধনুষ্কোটি (Dhanushkodi)।

৪২। **রামেশ্বর** (চৈ চ ম ৯।২০০)—'পাম্বন্' বন্দর হইতে ৪ মাইল উত্তরে শ্রীরামেশ্বর-মন্দির। 'পাম্বন্' দ্বীপ দৈর্ঘ্যে ৫½ ক্রোশ ও প্রস্থে ৩ ক্রোশ। এই স্থানে ২৪টী

তীর্থ আছে। 'পম্বন্'দ্বীপস্থ সেতুবন্ধে শ্রীরামেশ্বর-শিবমূর্ত্তি অর্থাৎ শ্রীরামই ঈশ্বর বাঁহার, এইরূপ ভক্তাবতার শিব মূর্ত্তি আছেন। শ্রীরামেশ্বর-মন্দিরের দুইটী প্রাকার। বহিঃপ্রাকার হইতে অন্তঃপ্রাকার পর্য্যন্ত 'গোপুরম্' বিস্তৃত, মন্দিরাভ্যন্তরে প্রেক্ষিবদ্ধ তলাশ্রিত ছাদবিশিষ্ট সুবিস্তৃত অলিন্দ-পথ। মূল-মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎকায় শিববাহন নন্দীর শৈলী মূর্ত্তি। শ্রীরামেশ্বর দ্বাদশটী অনাদিজ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। ইহার ভোগমূর্ত্তি সুবর্ণ-নির্ম্মিত মনুষ্যাকৃতি। মণ্ডপের সন্নিকটে শ্রীরাম, শ্রীসীতা, শ্রীহনুমান্ ও শ্রীসুগ্রীবের শ্রীমূর্ত্তি। কিছু দূরেই শ্রীরামেশ্বরী পার্ব্বতীর মন্দির।

পথ—S. I. R.; মাদ্রাজ—ত্রিচিনোপলী—মান-মাদুরাই—ধনুষ্কোটি লাইন। ব্রাঞ্চ লাইন—পম্বন্ (Pamban) —রামেশ্বরম্। ষ্টেসন—রামেশ্বরম্ (Rameswaram)।

৪৩। **তাম্রপর্ণী** (চৈ চ ম ৯।২১৮)—'তিনেভেলি'-নদীর বামতটে অবস্থিত; ইহাকে 'পঞ্চপৈ' বলে। ইহা 'পশ্চিমঘাট'-গিরি হইতে নির্গত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৯) এইরূপ বর্ণিত আছে,—

"তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী"

বৃহস্পতি যখন বৃশ্চিক-রাশিতে গমন করে, তখন তাম্রপর্ণীতে পুষ্কর-যোগ হয়।

পথ—S. I. R.; ব্রাঞ্চ লাইন—তিনেভেলি—তিরু-চেন্দুর (Tiruchendur)। ষ্টেসন—আলোয়র তিরুনগরী (Alwar Tirunagari)।

৪৪। **নয় ত্রিপতি** (চৈ চ ম ৯।২১৯)—'নয় ত্রিপতি' বা 'নয় তিরুপতি'—'আলোয়র তিরুনগরী'। এই নগরটী তিনেভেলি হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে; ইহার চতুর্দ্দিকে নয়টী শ্রীপতি অর্থাৎ বিষ্ণুর মন্দির বর্ত্তমান। নয়টী বিগ্রহই পর্ব্বোপলক্ষে এই নগরে সমবেত হন। এই নগর তিনেভেলি-জিলার তাম্রপর্ণীনদী-তীরে অবস্থিত।

পথ—তাম্রপর্ণী ৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৫। **চিয়ড়তলা** (চৈ চ ম ৯।২২০)—কোন কোন মতে এই স্থান 'ছেরতলা' (Sherlala); ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে নগরকৈলের নিকট। এই স্থানে শ্রীশ্রীরাম-লক্ষ্মণের মন্দির বিরাজমান।

৪৬। **তিলকাঞ্চী** (চৈ চ ম ৯।২২০)—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিনেভেলি-জিলার নগর। তিনেভেলি-সহর হইতে প্রায় ৩০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এই স্থানে শিবমন্দির আছে।

পথ—S. I. R ; মাদ্রাজ—ত্রিচিনোপলী—বিরুদ্ধনগর (Virudhunagar)—তেন্‌কাশী— ত্রিবেন্দ্রম্ (Trivandrum) লাইন। ষ্টেসন—তেনকাশী (Tenkasi)।

৪৭। **গজেন্দ্রমোক্ষণ-তীর্থ** (চৈ চ ম ৯।২২১)—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিনেভেলি-জিলার তাম্রপর্ণী-নদীর তীরে তিনেভেলি-নগর হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ পশ্চিমে 'গজেন্দ্র-মোক্ষণ-তীর্থ' (Suchindrum) অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ বিরাজমান। কেহ কেহ ভ্রম-ক্রমে ইহাকে নগরকৈলের ২ মাইল দক্ষিণস্থিত 'স্থাণুলিঙ্গ' বা 'দেবেন্দ্র-মোক্ষণ শিব' নামে অভিহিত করেন। বস্তুতঃ 'গজেন্দ্র-মোক্ষণ' বিষ্ণুবিগ্রহ, শিবলিঙ্গ নহে।

পথ—S I. R.; ষ্টেসন—তিনেভেলি (Tinnevelly)। তিনেভেলি হইতে নগরকৈল, তথা হইতে গজেন্দ্রমোক্ষণ প্রায় ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

৪৮। **পানাগড়ি** (চৈ চ ম ৯।২২১)—পানাগড়ি (Panagodi) ত্রিবান্দ্রাম্ হইতে তিনেভেলি হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণে, কিঞ্চিৎ পশ্চিম-কোণে। পূর্ব্বে এস্থানে শ্রীরামমূর্ত্তি ছিলেন, পরে শৈবগণ তাঁহাকে 'রামেশ্বর' বা 'রামলিঙ্গ শিব' বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন।

৪৯। **চাঞ্জড়াপুর** (চৈ চ ম ৯।২২২)—সম্ভবতঃ ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যস্থিত 'চেঙ্গানুর' (Chenganur)। এইস্থানে শ্রীশ্রীরাম-লক্ষ্মণের শ্রীমন্দির আছে।

৫০। **শ্রীবৈকুণ্ঠ** (চৈ চ ম ৯।২২২)—'শ্রীবৈকুণ্ঠম্' আলোয়ার তিরুনগরী হইতে ৪ মাইল উত্তরে এবং তিনেভেলি হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে তাম্রপর্ণী-নদীর বামতটে অবস্থিত নগর। এখানে শিল্প-নৈপুণ্যযুক্ত একটী মন্দিরে শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহ বিরাজমান।

পথ—S. I. R.; ব্রাঞ্চ লাইন—তিনেভেলি—তিরুচেন্দুর। ষ্টেসন—শ্রীবৈকুণ্ঠম্ (Srivaikuntam)।

৫১। **মলয়পর্ব্বত** (চৈ চ ম ৯।২২৩)—দাক্ষিণাত্যে কেরল হইতে কুমারিকা-অন্তরীপ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত গিরিমালা।

'অগস্ত্য'-নামক চারিটী মত আছে,—(১) তাঞ্জোর-জিলার কলিমিয়ার পয়েন্টে বেদারণ্যমের নিকটে অগস্ত্যম্-পল্লী-গ্রামে একটী অগস্ত্য-মুনির মন্দির আছে; (২) মাদুরা-

জিলায় শিবগিরি-পর্ব্বতের শিখরে অগস্ত্য-নির্ম্মিত একটী সুব্রহ্মণ্যের (স্কন্দের) মন্দির আছে ; (৩) কেহ কেহ কুমারিকা-অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী পঠিয়া-পর্ব্বতকে অগস্ত্যের বাসস্থান বলেন ; (৪) তাম্রপর্ণী-নদীর উত্তরপার্শ্বে মোচাকৃতি শৃঙ্গটি 'অগস্ত্যমলয়'-নামে কথিত।

৪২। **কন্যাকুমারী** (চৈ চ ম ৯।২২৩)—কন্যাকুমারী বা কুমারিকা-অন্তরীপ (Cape Comorin) ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যের অন্তর্গত। ইহার পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারত-মহাসাগর ও পশ্চিমে আরব-সাগর। এই সাগরত্রয়ের সন্নিস্থলে ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্তে কন্যাকুমারী-তীর্থ। এখানে রত্নাকর-সম্ভবা দুর্গা কুমারী-মূর্ত্তিতে বিরাজমানা। কথিত হয় যে, ব্রহ্মার মৃত্যুঞ্জয়-বরে দৃপ্ত হইয়া বাণাসুর ইন্দ্রকে অমরাবতী হইতে নিষ্প্রান্ত করিয়াছিল। ইন্দ্র বিষ্ণুর উপদেশানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে যজ্ঞাগ্নি হইতে দেবী কুমারীরূপে আবির্ভূতা হইলেন এবং বাণাসুরকে নিধন করিলেন। কুমারীদেবী শিবকে পতিরূপে লাভ করিবার সঙ্কল্প করিয়া দক্ষিণে সমুদ্রগর্ভস্থ শৈল-শিখরে তপস্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের নির্দ্দিষ্ট লগ্ন অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ায় দেবী চির-কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া ঐ স্থানে বাস করেন। তদনুসারে ঐ স্থানের নাম 'কন্যা-কুমারিকা' হয়। কিন্তু কোন শ্রীগৌর-পার্ষদজন বলিয়াছেন,—"ইনি অনূঢ়া গোপী। এই অনূঢ়া গোপীকে দর্শন দিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের বেশে শ্রীগোপীজনবল্লভ 'অনূঢ়া'-ভাবের সহিত শিক্ষয়িত্রী পরোঢ়া গোপীর ভাব লইয়া তাঁহাকে কৃপা করিবার উদ্দেশ্যে কুমারিকা-অন্তরীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

কথিত হয় যে, শ্রীপরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞায় মাতৃ-হত্যা করিয়া পাপমোচনার্থ বহুতীর্থ-ভ্রমণান্তে কুমারিকায় আসিয়া সমুদ্র-স্নান করেন। সেই স্নান-ঘাট 'মাতৃতীর্থ'-নামে খ্যাত। কন্যাকুমারীর মন্দির বঙ্গোপসাগরের তটদেশে অবস্থিত।

পথ—S. I. R. ; ষ্টেসন—তিনেভেলি (Tinnevelly)। তথা হইতে নগরকৈল, নগরকৈল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত মোটর-বাস চলে।

৪৩। **আমলিতলা** (চৈ চ ম ৯।২২৪)—তিনেভেলি-জিলায় তাম্রপর্ণী-নদীর উত্তর তটে অবস্থিত। মহাশ্রিস্থিত বলিয়া ইহা 'মহ আমলকা'-নামেও কথিত হয়। এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র-শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান।

৪৪। **মল্লারদেশ** (চৈ চ ম ৯।২২৪)—ম্যালেবার-দেশ। ইহার উত্তরে দক্ষিণ-কানারা, পূর্ব্বে কুর্গ ও মহীশূর, দক্ষিণে কোচিন এবং পশ্চিমে আরব-সাগর।

৪৫। **তমাল-কার্ত্তিক** (চৈ চ ম ৯।২২৫)—'তমাল-কার্ত্তিক'-সম্বন্ধে কএকটী মত আছে,—

[১] তিনেভেলি-জিলায় তাদাকুভেলিয়র (Vadakkuvalliyur) নগরে একটী কার্ত্তিকেয়ের মন্দির আছে।

পথ—তিনেভেলি হইতে ত্রিবেন্দ্রম্ যাইবার পাকা রাস্তার উপর উক্ত তীর্থস্থান।

[২] তিনেভেলি-জিলায় কালগুমলয়ে (Kalagumalai) একটী কার্ত্তিকেয়ের মন্দির আছে।

পথ—S. I. R. ; ব্রাঞ্চ লাইন—তিরুনেলবেলী—তেন্‌কাশী—ত্রিবেন্দ্রম্। ষ্টেসন—শঙ্কর-নারায়ণ-কোভিল (Sankaranayinarkovil)। মন্দির পর্য্যন্ত মোটর-বাস চলে।

[৩] মহীশূরের উত্তরে সাণ্ডার-নামক করদ-রাজ্যের রাজধানী। সাণ্ডার (Sundur) নগরের নিকটে পর্ব্বতের উপর কুমারস্বামী কার্ত্তিকেয় আছেন।

পথ—M. S. M. R. ; গুটাকাল (Guntakal)—হুস্‌পেট (Hospet)—হাবলি (Hubli) লাইন। ব্রাঞ্চ লাইন—হুস্‌পেট—সাণ্ডিহালি (Samehalli)। ষ্টেসন—রমনদুর্গ (Ramandrug)।

৪৬। **বেতাপনি** (চৈ চ ম ৯।২২৫)—'ঋতপণি' ; ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে নগরকৈলের উত্তরে, তোবল-তালুকের মধ্যে। পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র-বিগ্রহ ছিলেন ; পরে বোধ হয়, 'রামেশ্বর' বা 'ঋতনাথ শিবলিঙ্গ'-নামে পূজিত হইতেছেন।

৪৭। **পয়স্বিনী** (চৈ চ ম ৯।২৩৪)—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পয়স্বিনী-নদীতে স্নান করিয়া উক্ত নদীর তীরস্থ শ্রীআদি-কেশব-মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। পরলার-নদীর তীরস্থ 'তিরুবত্তর'-নামক স্থানে শ্রীআদিকেশবের মন্দির আছে। সম্ভবতঃ উক্ত পরলার-নদীই পয়স্বিনী-নদী। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৯) উক্ত হইয়াছে,—

'তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।"

এই পয়স্বিনী-নদীর তীরে শ্রীআদিকেশবের মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'ব্রহ্মসংহিতা'র (৫ম অধ্যায়) পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পথ—S. I. R ; বিজয়নগর—তেন্‌কাশী—ত্রিবেন্দ্রম্ লাইন। নগরকৈল ও ত্রিবেন্দ্রমের মধ্যবর্ত্তী স্থলে মোটর-বাস-যোগে গমন করিয়া তিরুবত্তর যাওয়া যায়।

কেহ কেহ দক্ষিণ-জিলার কূর্গ-প্রদেশের সীমান্তে প্রবাহিত বর্ত্তমান 'চন্দ্রগিরি-নদী'কে পয়স্বিনী-নদী বলেন। ইহা সহ্যাদ্রি হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া কাস'র-গোড়ের নিকট আরব-সাগরে পতিত হইয়াছে।

৪৮। **অনন্ত-পদ্মনাভ** (চৈ চ ম ৯।২৪১)—ত্রিবেন্দ্রম্-নগরে শ্রীঅনন্তপদ্মনাভ-বিষ্ণুর মন্দির অবস্থিত। শ্রীঅনন্ত-পদ্মনাভদেব ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যের অধিকারী। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ শ্রীবিগ্রহের সেবায়েৎ। ত্রিবেন্দ্রমের নাম এই জন্য 'তিরু অনন্তপুরম্' হইয়াছে। 'তিরু'-শব্দের অর্থ—'শ্রী', 'অনন্তপুরম্'—অনন্তপদ্মনাভদেবের পুর। শ্রীমন্দিরের মধ্যে সুবৃহৎ অনন্তশয্যায় শয়ান শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীমন্দিরের তিনটি দ্বার, সম্মুখে মণ্ডপ। প্রথম দ্বারের মধ্য দিয়া শ্রীপদ্মনাভের যে দর্শন হয়, তাহাতে শ্রীবিগ্রহের 'শিরোদেশ' ও অনন্তদেবের বিস্তৃত 'ফণামণ্ডলে'র দর্শন হয়। দ্বিতীয় দ্বারের মধ্য দিয়া ভগবানের 'শ্রীনাভিকমল' ও তৃতীয় দ্বারের মধ্য দিয়া 'শ্রীচরণকমলে'র দর্শন হইয়া থাকে।

পথ—S. I. R.; ষ্টেসন—ত্রিবেন্দ্রম্ (Trivandrum)।

৪৯। **শ্রীজনার্দ্দন** (চৈ চ ম ৯।২৪২)—ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যের ভরকলাই-নগরীতে ও ভরকলাই-ষ্টেসন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে পর্ব্বতের উপরে শ্রীজনার্দ্দনদেবের শ্রীমন্দির বিরাজমান। শ্রীজনার্দ্দন পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদাধারী চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি। পর্ব্বতে উঠিবার সোপানশ্রেণী আছে। পর্ব্বতের নিম্নে 'চক্রতীর্থ' নামক কূপ। একটী নির্ঝরিণী পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া ঐ কূপে পতিত হইয়াছে।

পথ—S. I. R. ; বিজয়নগর—তেন্‌কাশী— ত্রিবেন্দ্রম্ লাইন। ষ্টেসন—বর্কালা (Varkala)।

৫০। **পয়স্বিনী** (চৈ চ ম ৯।২৪৩)—পয়স্বিনী বা পয়োষ্ণী-নদী ; কেহ কেহ মাদ্রাজ-জিলার পোন্নানী-নদীকে (Ponnani River) এই পয়স্বিনী বা পয়োষ্ণী-নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পোন্নানীর প্রায় ১৫ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে ওট্টাপলম্-নগর অবস্থিত। উক্ত নগরের কিছু দূরেই 'ত্রিকোণগড়' নামক স্থানে শঙ্করনারায়ণের (হরিহরের) মন্দির অবস্থিত।

পথ—M. S. M. R. ; মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল—জালারপেট লাইন। S. I. R : জালারপেট (Jalarpet)—পোডানুর (Podanur)—শোরানুর (Shoranur)— মাঙ্গালোর (Mangalore) লাইন। ষ্টেসন—ওট্টাপলম্ (Ottappalam)।

৬১। **শৃঙ্গেরি-মঠ** (চৈ চ ম ৯।২৪৪)—মহীশূরের অন্তর্গত শিমোগা-জিলায় তুঙ্গভদ্রানদীর বামতটে ও হরিহরপুরের সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার প্রকৃত নাম —(ঋষ্য) শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গবের পুরী। এস্থানে দাক্ষিণাত্যস্থিত শঙ্করাচার্য্যের প্রধান মঠ অবস্থিত। শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার চারিটি শিষ্য-দ্বারা ভারতের উত্তরে বদরিকাশ্রম—জ্যোতির্ম্মঠ, পূর্ব্বোত্তরে—ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধনমঠ, দ্বারকায়—সারদা মঠ ও দাক্ষিণাত্যে—'শৃঙ্গেরি'-মঠ স্থাপন করেন।

শৃঙ্গেরি-মঠের মঠাম্নায়ে দৃষ্ট হয়,—মঠের নাম—শৃঙ্গেরী ; দিক্—দক্ষিণ ; দেশ—আন্ধ্র, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও কেরলাদি ; সম্প্রদায়—ভূরিবার ; গোত্র—ভূর্ভুবঃ ; ক্ষেত্র—রামেশ্বর ; মহাবাক্য বা বোধ—"অয়ং ব্রহ্মাস্মি" ; দেব—বরাহ ; শক্তি —কামাক্ষী ; আচার্য্য—হস্তামলক ; সন্ন্যাস-পদবী—'সরস্বতী, 'ভারতী' ও 'পুরী' ; ব্রহ্মচারী—চৈতন্য ; তীর্থ—তুঙ্গভদ্রা ; বেদ—যজুঃ। (বিশেষ বিবরণ শ্রীল-ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি ঠাকুর-সম্পাদিত 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাপ্তি', ২য় সংখ্যা ১০০-১০৮ পৃষ্ঠা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্য মধ্য ৯।২৪৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

পথ—M. S. M. R. ; মাদ্রাজ — বাঙ্গালোর (Bangalore) —বিরুর (Birur)— হাবলী (Hubli) —পুনা (Poona) লাইন। ব্রাঞ্চ লাইন—বিরুর—টারিকিরার—শিমোগা। ষ্টেসন— টারিকিরার (Tarikere) বা শিমোগা (Shimoga)।

৬২। **মহেন্দ্র-তীর্থ** (চৈ চ ম ৯।২৪৪)—[১] সম্ভবতঃ মালাবর-জিলায় সমুদ্রোপকূলে স্থিত ফরাসী-রাজ্যান্তর্গত বর্ত্তমান 'মাহে'-নগর'। [২] কেহ কেহ বলেন,—ত্রিভাঙ্গাপটম্-অন্তর্গত পন্ন-তালুকের মধ্যে 'পাদেক্ক' হইতে ৬ মাইল

উত্তর-দিকে, মউম-গ্রামের নিকটে মাচেল-নদীর একটি অদ্ভুত আবর্তই মৎস্যতীর্থ (ডিজাগাপটম্ গেজেটিয়ার)।

[৩] কৃতমালা নদীর কিছু দূরে ভিরুপারাণকুণ্ড্রমের প্রায় ৫ ক্রোশ পশ্চিমে পর্ব্বতস্থিত মৎস্যপূর্ণ ক্ষুদ্র হ্রদ।

পথ—S. I. R. ; ষ্টেসন—Tiruparankundram।

৬০। **তুঙ্গভদ্রা** (চৈ চ ম ৯।২৪৪)—মহীশূর-রাজ্যে 'তুঙ্গা' ও 'ভদ্রা' নামে দুইটি স্রোতস্বিনী উৎপন্না হইয়া পরস্পর সম্মিলিতা হইয়াছে এবং 'তুঙ্গভদ্রা'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই নদীটী কৃষ্ণানদীর 'উপনদী'-বিশেষ। বৃহস্পতি মকর-রাশিতে গমন করিলে তুঙ্গভদ্রায় 'পুষ্কর-যোগ' হয়।

৬৪। **উড়ূপী** (চৈ চ ম ৯।২৪৪)—ইহার অপর নাম রজতপীঠপুর। 'উড়ু'—নক্ষত্র, 'প'—পতি। চন্দ্রের অপর নাম—'উড়ূপ'। কথিত হয় যে, চন্দ্র শাপগ্রস্ত হইয়া স্বীয় কলাক্ষয়-পরিহারার্থ তপস্যার দ্বারা রুদ্রকে পরিতুষ্ট করেন। রুদ্র চন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়া রজত-পীঠপুরের এক সরোবরের মধ্যে আবির্ভূত হন এবং চন্দ্রের সম্পূর্ণ কলাক্ষয়-নিবারণার্থ চন্দ্রকে বিশেষ প্রধান করিয়া বলেন,—তাহার এক পক্ষে ক্রমে কলাক্ষয় ও অপর পক্ষে ক্রমে কলাবৃদ্ধি হইবে। চন্দ্রের তপঃপ্রসন্ন রুদ্রদেবের অধিষ্ঠিত ক্ষেত্র বলিয়া এই স্থানের নাম 'উড়ূপী' এবং শ্রীরুদ্রের নাম 'চন্দ্রমৌলীশ্বর-শিব' হইয়াছে।

উড়ূপীতে শেষশায়ী শ্রীঅনন্তেশ্বর বিষ্ণুর প্রাচীন মন্দির ও চন্দ্রমৌলীশ্বর-শিবের মন্দির এবং উক্ত দেবালয়ের উত্তর-দিকে শ্রীকৃষ্ণমন্দির, মধ্বসরোবর, কৃষ্ণাপুর-মঠ ও শীরুর মঠ ; পূর্ব্বদিকে 'কাণূর' মঠ, দক্ষিণে 'সোদে' মঠ, 'পুত্তেগী' মঠ ও 'অদমার' মঠ ; পশ্চিমে 'পেজাবর' মঠ, 'উত্তরাদি'মঠ, 'পলমার' মঠ 'রাঘবেন্দ্র' মঠ বা 'আর্কট' মঠ অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে শ্রীমধ্বাচার্য্য-প্রাপ্ত শ্রীবালগোপাল-শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান। গোপালের দক্ষিণহস্তে দধিমন্থনদণ্ড ও অপর হস্তে মন্থনদণ্ডসূত্র। শ্রীগৌরসুন্দর উড়ূপীতে পদার্পণ করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন ও এইস্থানে প্রেমা-বেশে নৃত্যগীত-সংকীর্ত্তন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উড়ূপীক্ষেত্র হইতে কয়েক-ক্রোশ-ব্যবধানে আটটি মঠ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। সেই অষ্ট মঠের প্রতিষ্ঠা-সূত্রে উড়ূপীক্ষেত্রে অনন্তেশ্বর ও চন্দ্রমৌলীশ্বরের শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে আটটী মঠ বর্ত্তমানকালে অবস্থিত। এই অষ্ট মঠের নাম মূলগ্রামী মঠের নামানুসারে হইয়াছে। মাধ্ব-সম্প্রদায়িগণ বলেন যে, মধ্বাচার্য্যের সময় মধ্বশিষ্য আটজন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে একত্র বাস করিতেন। পরবর্ত্তিকালে এই আটজন সন্ন্যাসী বিভিন্ন স্থানে আটটী মঠ স্থাপন করেন। এই আটটী মঠ শ্রীকৃষ্ণমন্দির হইতে অল্প। পালা-ক্রমে এই মঠাধীশ-সন্ন্যাসিগণই অধুনা কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। এই আটটী মঠ আবার দুইটী দুইটী করিয়া 'ষন্ধ-মঠ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই ষন্ধ-মঠের অন্যতম মঠের একজন সেবাকার্য্যে আর একজনের সহযোগী।

শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের দ্বারদেশে শ্রীমধ্বাচার্য্যের মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। এই শ্রীমূর্ত্তি বাদিরাজ-স্বামিকর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

পলমার মঠ ও অদমার মঠ—ইহারা ষন্ধমঠ। পলমার মঠের মূল মঠাধীশ মধ্বশিষ্য শ্রীহৃষীকেশতীর্থ, বিগ্রহ—শ্রীরামচন্দ্র। অদমার মঠের মূল মঠাধীশ মধ্বশিষ্য—শ্রীহর-হরিতীর্থ, বিগ্রহ—চতুর্ভুজ শ্রীকালিয়মর্দ্দন-কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণা-পুর মঠ ও পুত্তেগী মঠ—ষন্ধ-মঠ। শ্রীকৃষ্ণাপুর মঠের মূল মঠাধীশ মধ্বশিষ্য—শ্রীজনার্দ্দন তীর্থ, বিগ্রহ—দ্বিভুজ কালিয়মর্দ্দন-কৃষ্ণ। পুত্তেগী মঠের মূল মঠাধীশ মধ্বশিষ্য —শ্রীউপেন্দ্রতীর্থ, বিগ্রহ—শ্রীবিঠ্ঠলদেব। শীরুর মঠ ও সোদে মঠ—ষন্ধ-মঠ। শীরুরমঠের মূল মঠাধীশ মধ্বশিষ্য —শ্রীবামনতীর্থ, বিগ্রহ—শ্রীবিঠ্ঠলদেব। সোদে-মঠের মূল মঠাধীশ মধ্বশিষ্য—শ্রীবিষ্ণুতীর্থ, বিগ্রহ—শ্রীবরাহদেব। কাণূর-মঠ ও পেজাবর-মঠ—ষন্ধ-মঠ। কাণূর-মঠের মূল মঠাধীশ মধ্বশিষ্য — শ্রীরামতীর্থ, বিগ্রহ—শ্রীনৃসিংহ। পেজাবর মঠের মূল মঠাধীশ মধ্বশিষ্য—শ্রীঅধোক্ষজ তীর্থ, বিগ্রহ—শ্রীবিঠ্ঠলদেব।

পথ—S. I. R ; ষ্টেসন—মাঙ্গালোর (Mangalore)। মাঙ্গালোর হইতে উড়ূপী ৩৬ মাইল ; মোটর-বাস-সার্ভিস আছে।

৬৫। **ফল্গুতীর্থ** (চৈ চ ম ৯।২৭৮)—ইহা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর-জিলায় অবস্থিত ; নামান্তর—ফাল্গুন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৭৯।১৮) শ্রীবলদেবের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"ততঃ ফাল্গুনমাসাদ্য পঞ্চাপ্সরসমুত্তমম্।
দদৌ সন্নিহিতো যত্র প্রাবাস্পর্শদ্যবাযুতম্॥"

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ উক্ত শ্লোকের 'ভাবার্থদীপিকা'য় 'ফাল্গুনম্—অনন্তপুরম্' এইরূপ লিখিয়াছেন। অনন্তপুরে সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণু বাস করেন। এই স্থান বেলারী নগর হইতে প্রায় ২৮ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

পথ—M. S. M. R.; মাদ্রাজ—রেণিগুন্টা (Reniguntа)—গুন্টাকাল—রাইচুর লাইন। গুন্টাকাল—বাঙ্গালোর লাইন। ষ্টেসন—অনন্তপুর (Anantapur)।

৬৬। **ত্রিতকূপ** (চৈ চ ম ৯।২১৯)—কেহ কেহ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোচিন-রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের ত্রিচুর বা ত্রিতশিবপুর-নগরকে 'ত্রিতকূপ' বলেন। কথিত হয়—পরশুরাম এই নগর প্রতিষ্ঠা ও শিবমন্দির স্থাপন করেন।

পথ—S. I. R.; জালারপেট—সোরাহুর—মাঙ্গালোর লাইন। ব্রাঞ্চ লাইন—সোরাহুর—এরনাকুলাম্ (Ernakulam); ষ্টেসন—ত্রিচুর (Trichur)।

৬৭। **পঞ্চাপ্সরাতীর্থ** (চৈ চ ম ৯।২১৯)—অনন্তপুর-জিলায় পঞ্চাপ্সরাতীর্থ বিরাজমান। শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীবলদেবের পদাঙ্কপূত তীর্থসমূহের নাম পাওয়া যায়, তাহাতে অনন্তপুরের মধ্যেই পঞ্চাপ্সরাতীর্থের অবস্থিতি বলিয়া জানা যায়। কারণ, শ্রীবলদেব অনন্তপুরে আগমন করিয়া 'পঞ্চাপ্সরসমুত্তমম্' তীর্থে স্নান করিয়া দশ সহস্র ধেনু দান করিয়াছিলেন,—এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

পথ—কন্যতীর্থ ৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৮। **গোকর্ণ** (চৈ চ ম ৯।২৮০)—বোম্বাই-প্রদেশে উত্তর-কানারায় কারওয়ারের ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব-দিকে অবস্থিত এবং মহাবলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এস্থানে তীর্থোদ্দেশে বহু যাত্রি-সমাগম হয় (বোম্বাই গেজেটিয়ার)। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৭৯।১৯) শ্রীবলদেবের তীর্থ-ভ্রমণ-প্রসঙ্গে গোকর্ণের সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"গোকর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রং সান্নিধ্যং যত্র ধূর্জ্জটেঃ"।

পথ—M. S. M. R.; বাঙ্গালোর সিটি—হাবলি—পুনা লাইন। ষ্টেসন—লোণ্ডা (Londa); তথা হইতে প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণে গোকর্ণ-তীর্থ।

৬৯। **বৈপায়নী** (চৈ চ ম ৯।২৮০)—শ্রীমদ্ভাগবতেও (১০।৭৯।২০) শ্রীবলদেবের ভ্রমণলীলায় 'বৈপায়নী'র নাম আছে। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন,—"দ্বীপান্তরং বক্তান্তরম্"। 'বৈপায়নী' স্থানের নাম নহে, ইহা দ্বীপবাসিনী 'আর্য্যা' বা পূজ্যা দেবীকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন,—"পশ্চিম উপকূলে মুম্বাই-দ্বীপ (Bombay) 'মুম্বাদেবী'র নামানুসারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মুম্বাই-দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী মুম্বাদেবীই উক্ত দ্বীপবাসিনী 'আর্য্যা'।" বোম্বাই-এর ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনের নিকটে মুম্বাদেবীর প্রাচীন মন্দির অবস্থিত ছিল। মুম্বাদেবীর বর্ত্তমান মন্দির কাম্বাদেবী রোড্ ও আবদার রহমান ষ্ট্রীটের সঙ্গমস্থলে।

পথ—G. I. P. R. এবং B. B. & C. I. R.; ষ্টেসন—বোম্বে।

৭০। **সূর্পারক-তীর্থ** (চৈ চ ম ৯।২৮০)—বোম্বাই হইতে ২৬ মাইল উত্তরে থানা-জিলায় 'সোপারা' (Sopara) নামক স্থান। অতি প্রাচীনকাল হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত ইহা কোঙ্কানের রাজধানী ছিল (বোম্বাই গেজেটিয়ার; ম: ভা: শা: প: ৪৯শ অ:, ৬৬-৬৭ দ্রষ্টব্য)। শ্রীবলদেব বৈপায়নী 'আর্য্যা'কে দর্শন করিয়া সূর্পারক-তীর্থে গমন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৭৯।২০) এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

৭১। **কোলাপুর** (চৈ চ ম ৯।২৮১)—বোম্বাই-প্রদেশের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য; ইহার উত্তরে—সাঁতারা, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে—বেলগাম, পশ্চিমে—রত্নগিরি। এখানে 'উর্ণা-' নদী আছে। কোলাপুরে পূর্ব্বে প্রায় ২৫০টী মন্দির ছিল; তন্মধ্যে এক্ষণে এই ছয়টী মন্দির বিখ্যাত—(১) অম্বাবাই বা মহালক্ষ্মীর মন্দির, (২) বিঠোবার মন্দির, (৩) টেম্বলাইর মন্দির, (৪) মহাকালীর মন্দির, (৫) ত্রিরাজই বা প্রত্যঙ্গিরার মন্দির এবং (৬) ম্যালাম্মার মন্দির (বোম্বাই গেজেটিয়ার)।

পথ—M. S. M. R.; বাঙ্গালোর—হাবলি—মিরাজ (Miraj)—পুনা লাইন। ব্রাঞ্চ লাইন—মিরাজ—কোলাপুর। ষ্টেসন—কোলাপুর (Kolhapur)।

৭২। **পাণ্ডরপুর** (চৈ চ ম ৯।২৮২)—পাণ্ডরপুর বা পণ্ডরপুর বোম্বাই-প্রদেশে শোলাপুর-জিলার অন্তর্গত

মহকুমা,—শোলাপুর-নগর হইতে ৩৮ মাইল বরাবর পশ্চিমে। এখানে বিঠ্ঠল বা বিঠোবা-দেব ঠাকুর আছেন; তিনি—চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তি। এই নগরটী ভীমা-নদীতীরে অবস্থিত। পঞ্চদশ-শক-শতাব্দীতে এখানে 'তুকারাম' নামক বিখ্যাত বৈষ্ণব-সাধু ছিলেন।

পথ—G. I. P. R.; বোম্বে—পুনা—কুরদুওয়াদী—(Kurduwadi)—রাইচুর লাইন। ব্রাঞ্চ লাইন—কুরদুওয়াদী—পান্ধারপুর—মিরাজ। B. L. R.; ষ্টেসন—পান্ধারপুর (Pandharpur)।

১৩-১৪। **ভীমা ও কৃষ্ণবেণ্বা-নদী** (চৈ চ ম ৯।৩০৩,৩০৪)—ভীমা-নদীর অপর নাম—ভীমরথী। সহ্যাদ্রিগিরির মহাবলেশ্বর হইতে কৃষ্ণা-নদীর দ্বারাবতীর উৎপত্তি। এই নদী তীরেই বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের বসতি ছিল। 'বেণ্বা'র পরিবর্ত্তে কেহ 'ঘীণা', কেহ কেহ 'বেণী', 'দিনা' ও কেহ 'ভীমা' বলেন।

১৫। **তাপী** (চৈ চ ম ৯।৩১০)—বর্ত্তমান নাম 'তাপ্তি' (Tapti)—ইহা মধ্যভারতে মুলতাই-গিরি হইতে উদ্ভূত হইয়া সৌরাষ্ট্রের উত্তরাংশে পশ্চিম-সাগরে পতিত হইয়াছে। তাপী-নদীর তীরে বহু তীর্থ আছে।

১৬। **মাহিষ্মতীপুর** (চৈ চ ম ৯।৩১০)—ইন্দোর (Indore) রাজ্যের অন্তর্গত এই নগর নর্ম্মদা-নদীর উত্তর দিকে অবস্থিত। রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার নামোল্লেখ আছে। ইহার অপর নাম—'চুলি-মহেশ্বর'; মহাভারত সভাপর্ব্বে সহদেবের দিগ্বিজয়ে ৩১ অঃ ২১ শ্লোক—"ততো রত্নান্যুপাদায় পুরীং মাহিষ্মতীং যযৌ। তত্র নীলেন রাজ্ঞা স চক্রে যুদ্ধং নরর্ষভঃ॥" পূর্ব্বে গুজরাটের ব্রোচ্-জিলার কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের স্থান।

পথ—B. B. & C. I. R.; আজমীর (Ajmer)—খাণ্ডয়া (Khandwa) লাইন। ষ্টেসন—মৌ (Mhow)।

১৭। **নর্ম্মদা ও তত্তীরস্থ নানা তীর্থ** (চৈ চ ম ৯।৩১০)—নর্ম্মদা-নদী (Narbada) অমরকণ্টকপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া কাম্বে-উপসাগরে পতিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

'নর্ম্মদা সুরসান্তাশ্চ নদ্যো বিন্ধ্যাদ্রি-নির্গতাঃ"।

মধ্যভারতের নিমার-জিলায় নর্ম্মদা-নদীর দক্ষিণ-তীরে ওঁকারেশ্বর শিব ও উত্তর তীরে 'অমরেশ্বর'-তীর্থ। মধ্যভারতের জব্বলপুর-জিলায় নর্ম্মদার তীরে যাগপল্লা, নর্ম্মদা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল ত্রিবেণী প্রভৃতি তীর্থস্থান প্রসিদ্ধ।

পথ—B. B. & C. I. R.; আজমীর—খাণ্ডয়া লাইন। ষ্টেসন—বারওয়াহা (Barwaha)। G. I. P. R.; ষ্টেসন—জব্বলপুর (Jubbulpore)।

১৮। **বদ্রুতীর্থ** (চৈ চ ম ৯।৩১১)—কেহ কেহ গুজরাট-জিলায় কৃততীর্থ বা ব্রোচ্‌কে 'বদ্রুতীর্থ' বলেন।

পথ—B. B. & C. I. R.; বোম্বে সেণ্ট্রাল—বরোদা (Baroda) লাইন। ষ্টেসন—ব্রোচ্ (Broach)।

১৯। **মিকিন্ধ্যা-নদী** (চৈ চ ম ৯।৩১১)—উজ্জয়িনীর নিকটে পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিতা পারা-নদীর পশ্চিমে এবং পাবনী নদীর দক্ষিণে অবস্থিত।

২০। **ঋষ্যমূক-গিরি** (চৈ চ ম ৯।৩১১)—কেহ কেহ বলেন,—বেল্লারি-জিলায় হাম্পি-গ্রামের নিকট তুঙ্গ-ভদ্রা-নদীর তীরস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রশস্ত গিরিপথটীর পার্শ্ববর্ত্তী যে পর্ব্বতটী নিজাম-রাজ্যে গিয়া পড়িয়াছে, তাহাই ঋষ্যমূক-পর্ব্বত। কাহারও মতে মধ্য প্রদেশে অবস্থিত এবং বর্ত্তমান নাম 'রাম্পা'; কাহারও মতে ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে 'অনমলয়' এবং কাহারও মতে ঋষ্যমূক-পর্ব্বত হইতেই পম্পা-নদী বাহির হইয়া অনাগুণ্ডির নিকটে তুঙ্গভদ্রায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

পথ—M. S. M. R.; বেজোয়াড়া—গুন্টাকাল—হুস্‌পেট—হাবলি লাইন। ষ্টেসন—হুস্‌পেট (Hospet)। হুস্‌পেট ষ্টেসন হইতে ৭ মাইল দূরে হাম্পি। তুঙ্গভদ্রা-নদীর দক্ষিণ-তীরে হাম্পি এবং উত্তর-তীরে ঋষ্যমূক-পর্ব্বত।

২১। **দণ্ডকারণ্য** (চৈ চ ম ৯।৩১১)—উত্তরে 'খান্দেশ' (পুনা-জিলায়) হইতে দক্ষিণে আহম্মদ-নগর এবং মধ্যে 'নাসিক' ও 'আউরঙ্গাবাদ' পর্য্যন্ত গোদাবরী-নদীর তীরস্থ বিস্তৃত ভূভাগটীতে 'দণ্ডকারণ্য'-নামক বিস্তৃত বন ছিল।

পুরাকালে 'দণ্ডক'-নামক এক রাজা ব্রহ্মশাপে পরিজন-প্রজাবর্গ ও রাজ্যাদির সহিত ভস্মীভূত হ'ন। তাঁহার রাজ্য অরণ্যানীতে পরিণত হয়। 'দণ্ডকে'র নামানুসারে ঐ স্থানের নাম 'দণ্ডকারণ্য' হইয়াছে।

২২। **পম্পা-সরোবর** (চৈ চ ম ৯।৩১৬)—"ঋষ্য-মূকস্য পম্পায়াঃ পুরস্তাৎ পুষ্পিতদ্রুমঃ"; কেহ কেহ

বলেন, [১] তুঙ্গভদ্রা-নদীরই প্রাচীন নাম 'পম্প'; [২] মতান্তরে—বিজয়নগরের প্রাচীন প্রসিদ্ধ রাজধানী হাম্পি-গ্রামটি প্রথমে পম্পা-তীর্থ-নামে প্রসিদ্ধ ছিল; [৩] মতান্তরে—হায়দ্রাবাদের দিকে, অনাগুণ্ডির নিকটে তুঙ্গভদ্রার তীরবর্ত্তী একটী সরোবরই 'পম্পা-সরোবর' নামে পরিচিত; [৪] মতান্তরে—পম্পা-সরোবরই ত্রিবাঙ্কুরের পম্বৈ-নদী; মতান্তরে—স্থির জল বলিয়া নদীর সরোবরাখ্যা।" (অনুচ্ছাদ্য)

৮৩-৮৫। **পঞ্চবটী, নাসিক ও ত্র্যম্বক** (চৈ চ ম ৯।৩১৬-৩১৭)— পঞ্চবটী—দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত একটী বন; বর্ত্তমান নাসিক-সহরে অবস্থিত। এখানে লক্ষ্মণ শূর্পণখারনাসা ছেদন করেন। নাসিক-সহরে 'ত্র্যম্বক' নামক মহাদেব আছেন (বোম্বাই গেজেটিয়ার)।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নাসিক-জিলায় গোদাবরী-নদীর তীরে ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেব আছেন। প্রতি বার বৎসরে যখন বৃহস্পতি সিংহ-রাশিতে গমন করে, তখন গোদাবরীতে কুম্ভযোগ হয়। প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও গোদাবরী-তটস্থ নাসিকে প্রতি বার বৎসরান্তর কুম্ভমেলা হইয়া থাকে।

পথ—G. I. P. R.; বোম্বে—কল্যান (Kalyan) —ভুষাভাল জংসন (Bhusaval Jn.) লাইন। ষ্টেসন—নাসিক রোড্ (Nasik Road)।

৮৬। **ব্রহ্মগিরি** (চৈ চ ম ৯।৩১৭)—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নাসিক-জিলায় ত্র্যম্বকের নিকট ব্রহ্মগিরি অবস্থিত। এই পর্ব্বত হইতে গোদাবরী উৎপন্ন হইয়াছে।

৮৭। **কুশাবর্ত্ত** (চৈ চ ম ৯।৩১৭)— পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রির কুশস্থ-নামক প্রদেশ হইতে গোদাবরীর মূলধারা-সমূহ উদ্ভূত হয়; উহা নাসিকের নিকটবর্ত্তী; কাহারও মতে ত্রিম্বকের পাদমূলে অবস্থিত।

৮৮। **সপ্ত-গোদাবরী** (চৈ চ ম ৯।৩১৮)—পুণ্য-তোয়া গোদাবরী-নদী উত্তর ও দক্ষিণভেদে দুই ধারায় বিভক্তা। উত্তর ধারা 'গৌতমী' ও দক্ষিণ ধারা 'বশিষ্ঠা'-নামে খ্যাত হইয়া যথাক্রমে 'ভুল্যা','আত্রেয়ী' ও 'ভারদ্বাজী' এবং 'বৃদ্ধগৌতমী' ও 'কৌশিকী' নাম্নী শাখায় প্রবাহিতা হইয়াছে। উক্ত তিন শাখাযুক্তা গৌতমী (৩+১=৪) ও চারি শাখাযুক্তা বশিষ্ঠা (২+১=৩) [৪+৩=৭] 'সপ্ত-গোদাবরী' নামে বিখ্যাতা হইয়াছে।

"ভুল্যাত্রেয়ী ভারদ্বাজী গৌতমী বৃদ্ধগৌতমী।
কৌশিকী চ বশিষ্ঠা চ সপ্তভাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাং নামানি মুনিভির্নির্দ্দিষ্টানি স্বনামভিঃ॥"

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, গৌতমী-মাহাত্ম্য)

ঐ সকল শাখার সঙ্গমস্থানসমূহ 'পুণ্যতীর্থ' নামে খ্যাত। যে-স্থানে সপ্তশাখা সম্মিলিত হইয়াছে, সেই সাগরসঙ্গম 'সপ্তগোদাবরী-তীর্থ' নামে খ্যাত।

পথ—M. S. M. R.; ষ্টেসন—গোদাবরী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গোদাবরীর সপ্তশাখার তীরে তীরে বহু তীর্থোদ্ধারান্তে বিদ্যানগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং শ্রীরামরায়ের সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া ইষ্টগোষ্ঠী, তীর্থ-যাত্রাকথা-কীর্ত্তন, "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" ও "শ্রীব্রহ্মসংহিতা" পুঁথির দান করিয়া কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে বিদ্যানগরে এক সপ্তাহ যাপনপূর্ব্বক নীলাচলে গমন করেন।

সম্পাদকীয়

বর্ত্তমান সময় হইতে যুগদ্বয় অর্থাৎ চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল-ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-তিথির প্রাক্কালে (৯ই ভাদ্র, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ; ২৬ আগষ্ট, ১৯২২ খৃষ্টাব্দ, শনিবার) [শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-তিথি—১৮ই ভাদ্র, ১৩২৯ ; ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২২, সোমবার] শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের -নিবাসকক্ষে সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়"-পত্রের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল। অদ্য শ্রীশ্রীল-গদাধর-শ্রীশ্রীল-ভক্তিবিনোদ-তিরোভাব-তিথিতে (১৪ই আষাঢ়, ১৩৪৩ ; ২৯ জুন, ১৯৪৬, শনিবার) "গৌড়ীয়"-প্রচারের চব্বিশ বৎসর পরিপূর্ণ হইল। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অপার করুণায় এই যুগদ্বয়-কাল "গৌড়ীয়" অপতিতভাবে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণীর অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন। এই চব্বিশ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর "গৌড়ীয়ে"র কীর্ত্তন-প্রণালীর যেরূপ গতি ছিল, তাহা দ্বিতীয় ছয় বৎসরে কিছু বৈচিত্রী ধারণ করিয়াছে ; আবার তৃতীয়-ষট্‌কে তাঁহার গতি কিছু অন্যরূপ হইয়াছে ; চতুর্থ ষট্‌কে অর্থাৎ অষ্টাদশ বর্ষের পর হইতে "গৌড়ীয়ে"র ধারা এক বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তামৃত পরিবেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বস্তুতঃ চতুর্থষট্‌কে অর্থাৎ অষ্টাদশ বৎসরের পর হইতেই "গৌড়ীয়" শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ-গোস্বামিবৃন্দের অভীষ্টের দিকে উপনীত হইবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপাপ্রার্থী হইয়াছেন। উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত এবং রাজগুহ্যযোগের চরম কথা উপসংহারেই প্রকাশিত হয়। "গৌড়ীয়ে"র প্রথমদিকে বহির্ম্মুখ-লোকসংগ্রহ ও লোকরঞ্জনার জন্য অনেকপ্রকার বাদ-প্রতিবাদ, সমালোচনা, প্রাকৃত-নীতি, সমাজ, বর্ণাশ্রম, সাংখ্যজ্ঞানাদির প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। তৃতীয় ষট্‌ক পর্য্যন্ত বিশ্ব-দরবারের অনেক কথা পারমার্থিক কথার সহিত মিশ্রিত ছিল। কেবল হংস ও পরমহংসগণ তাহা হইতে অবিমিশ্র পারমার্থিক রহস্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু সাধারণ পাঠক ঐকান্তিক পারমার্থিক রহস্যের পরিবর্ত্তে ঐশ্বর্য্যেই অধিক অভিভূত হইয়া পড়িতেন। চতুর্থ-ষট্‌কের ছই বৎসর অতীত হইবার পর যখন শ্রীশ্রীগুরুবর্গের জিহ্বাগ্রাসনে শ্রীশ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভুর শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর অবতার হইল, তখন হইতেই "গৌড়ীয়" প্রকৃত শুদ্ধভক্তি বা ঐকান্তিক পার-মার্থিক সত্তাকথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। এজন্য এই সময় হইতে 'গৌড়ীয়'-গ্রাহকগণের বিশেষ যোগ্যতাও নির্ণীত হইল।

"গৌড়ীয়ে"র আদিপর্ব্বের পাঠক ও চরম-পর্ব্বের পাঠক "গৌড়ীয়ে"র সিদ্ধান্তের মধ্যে ছরত' অসঙ্গতি লক্ষ্য করিবেন। বস্তুতঃ সকল শাস্ত্রেরই ইহাই রহস্য যে, চরম-পর্ব্বে বা উপ-সংহারেই চরম কথা বলা হয়। সর্ব্বত্রই পরবিধি বলবান্। প্রথমমুখেই কোন দাতা চরম-বস্তু দান করেন না ; ধৈর্য্য-শীল সহিষ্ণু শিষ্যশিষ্যই চরমে গুরুদেবের গুপ্তধনের সন্ধান প্রাপ্ত হন। ছান্দোগ্য শ্রুতির ইন্দ্র-বিরোচনের আখ্যায়িকা ইহাই প্রমাণ করে। অতএব "গৌড়ীয়ে"র সিদ্ধান্তের মধ্যেও যদি কোনও পারস্পরিক বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পরোক্ত বা চরম সিদ্ধান্তকেই বরণ করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত "শ্রীসজ্জন-তোষণী" পত্রিকা চব্বিশ বৎসরকাল প্রচারিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরহরি চব্বিশ বৎসরকাল শ্রীনবদ্বীপ-লীলা প্রকট করিয়া কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছিলেন ও তৎপরে চব্বিশ বৎসরকাল শ্রীনীলাচল-লীলা প্রকট করিয়া আসমুদ্র-হিমাচল শ্রীকৃষ্ণনাম ও নিজ ভজন-সম্পদ্ বিতরণ করিয়া-ছিলেন। তৎপরে তিনি প্রকটলীলা সঙ্গোপন করেন।

"চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহ-বাস।
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন-বিলাস॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥"
(চৈ চ আ ১৩।১০-১১)

শ্রীশ্রীগৌরহরি শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় চব্বিশ বৎসরকাল কীর্ত্তন প্রচার করিবার পর স্বমুখে বলিয়াছিলেন,—

"করিল শিখালি-খণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥"
(চৈ ভা ম ২৩।১২১)

"নিস্তারিতে আইলাম আমি, হৈল বিপরীত।
এ-সব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত ?"
(চৈ চ আ ১৭।২৬২)

ইহা বলিয়া শ্রীশ্রীগৌরহরি দ্বিতীয় চব্বিশ বৎসরের জন্য সন্ন্যাস-লীলা অবিকার করিয়া শ্রীনীলাচল-লীলার সূচনা করিলেন।

দ্বিতীয় চব্বিশ বৎসরের শেষভাগে শ্রীশ্রীগৌরহরি প্রকট-লীলা সংগোপন করিতে ইচ্ছুক হইলে 'শ্রীগৌর-আনা-ঠাকুর' শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীশ্রীগৌরহরির নিকট এক 'প্রহেলিকা'-পত্র প্রেরণ করিলেন,—

"বাউলকে কহিহ,—'হাটে না বিকায় চাউল' ॥"
(চৈ চ অ ১৯।২০)

ইহা শুনিয়া—

"প্রভু কহেন,—'আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥
উপাসনা লাগি' দেবের করেন আবাহন।
পূজা লাগি' কত কাল করেন নিরোধন ॥
পূজা-নির্ব্বাহণ হৈলে পাছে করেন বিসর্জ্জন।
তত্ত্বজ্ঞার না জানি অর্থ, কিবা তাঁর মন ॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তত্ত্বজ্ঞাতে সমর্থ।
আমিহ বুঝিতে নারি তত্ত্বজ্ঞার অর্থ ॥"
(চৈ চ অ ১৯।২৫-২৮)

শ্রীশ্রীগৌরহরির এই শ্রীমুখবাক্য হইতে জীব এই শিক্ষা লাভ করিতে পারে যে, অতিবড় কোটীকুলীন ক্ষুদ্র জীব ভক্তিযোগিবর শ্রীশ্রীআচার্য্যবর্গের অন্তর্গত-ভাব বুঝিতে অসমর্থ। ক্ষুদ্র জীবের শ্রীশ্রীআচার্য্যবর্য্যের শ্রীচরণে নিত্য-প্রণত হইয়া থাকা ব্যতীত আর কোন প্রকার মঙ্গলজনক পথ নাই। অতি ক্ষুদ্র জীবকোটি আমরাও আজ শ্রীশ্রীগুরু-বর্গের অভীষ্ট বুঝিতে অসমর্থ হইয়া কেবল তাঁহাদের শ্রীচরণে নিত্যকাল প্রণত থাকিবার জন্য তাঁহাদেরই কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহাদেরই অভীষ্টানুসারে অদ্য শ্রীশ্রী-গদাধর-শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-তিরোভাব-তিথিতে সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপসংহার করিতেছি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর শ্রীপাদত্রাণ-রেণু-বহন-কারী বৈষ্ণবরাজের শ্রীচরণে কোটি কোটি জন্ম পরেও প্রণত হইবার আকাঙ্ক্ষাভার লইয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর ভাষা গুনগুনচিত্তে আবৃত্তি করিবার দুষ্টতা করিতেছি,—

"সবার চরণ কৃপা—গুরু 'উপাধ্যায়ী'।
তা'র বাণী—শিক্ষা, তা'রে বহুত নাচাই ॥
শিক্ষার প্রভু দেখি' গুরু নাচান রাখিলা।
'কৃপা' যা নাচায়, 'বাণী' বসিয়া রহিলা ॥
অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইলা, নাচি' করিলা বিশ্রামে ॥"
(চৈ চ অ ২০।১৪৭-১৪৯)

জয় শ্রীশ্রীগৌরশক্তি শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর জয় !!
জয় শ্রীশ্রীগৌরশক্তি শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের জয় !!
জয় ষড়্‌গোস্বামিপ্রভুবর্গের জয় !!
জয় শ্রীশ্রীরূপানুগবর-গুরুবর্গের জয় !!
জয় নিখিলবৈষ্ণবরাজের জয় !!
জয় পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীশ্রীগৌরহরির জয় !!
জয় "গৌড়ীয়ে"র জয় !! জয় "গৌড়ীয়ে"র জয় !! জয় "গৌড়ীয়ে"র জয় ॥

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ** (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের স্বনামধন্য অধস্তন)

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক— শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী, সহকারী —শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ; (২) শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভক্তিমধুর ভক্তিশাস্ত্রী, সহ—শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (৩) **আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ** (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ইত্যাদি ; (৪) শ্রীবাস-অঙ্গন (পোঃ শ্রীমায়াপুর) সেবক—শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫) শ্রীঅদ্বৈত-ভবন (পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী ; (৬) শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট, সেবক—শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী ; (৭) শ্রীধর-অঙ্গন, সেবক—শ্রীভক্তজনপালক ব্রহ্মচারী ; (৮) শ্রীযোগাদ্যম-ক্ষেত্র—"গৌড়ের নৈমিষ" (মাউগাছি, পোঃ আমলপর, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীউপেন্দ্রবিলাস দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৯) শ্রীহরিসভা-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ শ্রীমায়াপুর), সেবক—শ্রীসুরমরমুনিবন্দ্য ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১০) শ্রীবানেশ্বরস্থ-কুঞ্জ, শ্রীগোদ্রুম (পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া) সেবক—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১১) শ্রীসুবর্ণ-বিহার-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীগৌরীবিহারী ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (১২) শ্রীমধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ (বাউডাঙ্গা, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (১৩) শ্রীকৃষ্ণকুটীর (পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (১৪) শ্রীএকাঙ্গন-মঠ (গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, নদীয়া) সেবক—শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী ; (১৫) শ্রীমহেশ-পণ্ডিতের শ্রীপাট (কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ, নদীয়া) সেবক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী ; (১৬) শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ (পোঃ ওয়ারী, মাহিন্দা, ঢাকা) সেবক—শ্রীপাদ পশুপালপঙ্কজকৃষ্ণ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (১৭) শ্রীগোপালজী মঠ (কমলাপুর, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা) সেবক—শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী ; (১৮) শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ (গোলকীবাড়ী রোড, ময়মনসিংহ) সেবক—শ্রীশিবদয়াস্তবিগ্রহ বিদ্যারত্ন ইত্যাদি ; (১৯) শ্যামলাবোড়া-শ্রীপরাশ্রম (পোঃ রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীমধুসূদনমোহন ব্রহ্মচারী ; (২০) অযধি-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ অযধি, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীঅচ্যুতপদ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২১) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ (চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর) সেবক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২২) পাটনা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (মিঠাপুর, পাটনা, বিহার) সেবক—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী ; (২৩) গয়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (রমণা রোড, গয়া, বিহার) সেবক—শ্রীপরমপদ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (২৪) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ (৮।১৭ বড়গন্তীরদিঘি, বেনারস সিটি, ইউ-পি) সেবক—শ্রীরাঘবানন্দ দাসাধিকারী ; (২৫) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ (এলাহাবাদ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ; (২৬) লক্ষ্ণৌ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পরমেশ্বরীদয়াল বিল্ডিং, লাটুস রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী। (২৭) শ্রীপরমহংসমঠ (পোঃ মিঠনদার, সীতাপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (২৮) মথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (বিশ্রামঘাট, মথুরা) সেবক—শ্রীসুদর্শন দাস ব্রহ্মচারী ; (২৯) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ (পুরাণগব্বর, শ্রীধাম-বৃন্দাবন, জিঃ মথুরা, ইউ-পি) সেবক—শ্রীপ্রণতকরুণ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৩০) শ্রীকুঞ্জ-বিহারী মঠ (রাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীবলাইদাস ব্রজবাসী ; (৩১) শ্রীব্রজবানন্দসুখদকুঞ্জ (পোঃ শ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা) সেবক—শ্রীইন্দ্রদেব দাসাধিকারী ; (৩২) শ্রীসঙ্কেতবিহারী মঠ (পোঃ বর্ষাণা, মথুরা) সেবক—শ্রীধাম দাসাধিকারী ; (৩৩) শ্রীগোষ্ঠবিহারী মঠ (সেবপাড়ী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীলোচন দাসাধিকারী ; (৩৪) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ (কুরুক্ষেত্র, পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, পাঞ্জাব) সেবক—শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ;

(৩৫) শ্রীনারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ চরিয়ার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ-পি) সেবক—শ্রীকিশোরীমোহন ব্রহ্মচারী ; (৩৬) দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৪৬নং রেলওয়ে রোড, নিউ দিল্লী) সেবক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীব্রজনাথের দাসাধিকারী ; (৩৭) বোম্বে-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কল্যাণজী বিল্ডিং, গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বে ২৬) —শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৩৮) মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ) সেবক—শ্রীপাদ বনমালীর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীব্রজগোপাল দাসাধিকারী ; (৩৯) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কক্কুর, ভায়া পোদাবরী, মাদ্রাজ), সেবক—শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিপান্থী ; (৪০) শ্রীপুরুষোত্তমমঠ (চটক পর্ব্বত, পোঃ পুরী) সেবক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী ; (৪১) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ (আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীগোবিন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৪২) শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ (পোঃ কুবলেশ্বর, পুরী) সেবক—শ্রীবিশ্বেশ্বরবিহারী দাসাধিকারী ইত্যাদি, (৪৩) শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ (গোপালি, উড়িষ্যাবাজার, কটক) সেবক—শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ইত্যাদি ; (৪৪) পুঁড়া-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (২৪ পরগণা) সেবক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী ; (৪৫) কার্শিলিং-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কুকলিঙ্গ, দার্জ্জিলিং) সেবক—শ্রীসাধনভজন দাসাধিকারী, (৪৬) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস (ব্রহ্মপুর, গঞ্জাম) সেবক—শ্রীগীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; (৪৭) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাস্তিবর্দ্ধক) (আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী) সেবক—শ্রীকৃষ্ণাধনদাস ব্রহ্মচারী ; (৪৮) আর্ত্তাশ্রম (ভগবৎকৃপাস্তিবর্দ্ধক) পুরী, সেবক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস ; (৪৯) শ্রীবাসুদেব-গৌড়ীয়মঠ 46, Christ Church Avenue, Brondesbury, London N.W. 6, সেবক—কুমারী বিনোদবাণী দাসী (Miss C. Bowtell) ; (৫০) বেরুণ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৬৩।৬৪ নং ষ্ট্রীট, ইষ্ট বেরুণ) সেবক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫১) শ্রীবিশ্বানিধি গৌড়ীয়মঠ (চট্টগ্রাম) সেবক—শ্রীজ্যোতিষজ্ঞতরণ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৫২) শ্রীব্রজমাধব-গৌড়ীয়-শ্রবণ-সদন, চন্দননগর, সেবক—শ্রীনরহরিদাস ব্রহ্মচারী ; (৫৩) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীসত্যকৃষ্ণ দাস অধিকারী ; (৫৪) শ্রীভাগবত-আসন ও প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কৃষ্ণনগর, সেবক—শ্রীপ্রেমদাস ব্রহ্মচারী ; (৫৫) নদীয়া-প্রকাশ-প্রিন্টিং ওয়ার্কস (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীব্রজকিশোর দাসাধিকারী ; (৫৬) পরমাণী প্রিন্টিং ওয়ার্কস (কটক) সেবক—শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (৫৭) শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত-চিকিৎসালয় (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—ডাঃ শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৫৮) পরবিদ্যাপীঠ (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—পণ্ডিত শ্রীমুকুন্দলাল-বিদ্যাসাগর ; (৫৯) কাজীর সমাধি-পাট, সেবক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬০) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট (শ্রীমায়াপুর, নদীয়া) সেবক—শ্রীঅচ্যুতপ্রসাদ দাসাধিকারী ; (৬১) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ (চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীহরিমুরারি ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬২) শ্রীসার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ (বিদ্যানগর, পোঃ আরশরা, বর্দ্ধমান) সেবক—শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৩) শ্রীজয়দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম, সেবক—শ্রীবাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী ইত্যাদি ; (৬৪) রাধাষ্টমীগৌড়ীয়মঠাসন, সেবক—শ্রীরামরাঘব ব্রহ্মচারী ; (৬৫) শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠ (পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা) সেবক—শ্রীপতি দাসাধিকারী ; (৬৬) সরভোগ-শ্রীগৌড়ীয়মঠ (পোঃ চকচকা, কামরূপ) সেবক—শ্রীহরিভোষণ দাসাধিকারী ; (৬৭) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম, (পোঃ গোয়ালপাড়া, আসাম) সেবক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী ; (৬৮) শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠ (চুয়ারকুণ্ডা, পোঃ চিতকুণ্ডা, মানভূম) সেবক—শ্রীনবপাত্রদাস অধিকারী ; (৬৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ (কিশোরপুরা, বৃন্দাবন) সেবক—শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ দাস অধিকারী ; (৭০) শ্রীরাধাকুণ্ডগোষ্ঠবাটী, সেবক—শ্রীহরিগোবিন্দ দাসাধিকারী ; (৭১) শ্রীগোবর্দ্ধন মঠাশ্রম (গোবর্দ্ধন, মথুরা) সেবক—শ্রীঅনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ; (৭২) শ্রীভক্তিকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী), সেবক—শ্রীঅনাথদাস ব্রহ্মচারী ; (৭৩) নীলাকুটী (স্বর্গদ্বার, পুরী) সেবক—শ্রীগোপাল-গোবিন্দ দাসাধিকারী ইত্যাদি, (৭৪) বালেশ্বর-শ্রীগৌড়ীয়মঠপীঠ (বালেশ্বর), সেবক—শ্রীরসিকানন্দ ব্রহ্মচারী ; (৭৫) পরবিদ্যাপীঠ (নৈমিষারণ্য, নিমসার, ইউ-পি) সেবক—শ্রীত্রিভুবনেশ্বরদাস অধিকারী ; (৭৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস (১৯।২ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা) সেবক—শ্রীগিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ; (৭৭) শ্রীমাধবেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠ (রেমুণা, বালেশ্বর) সেবক—শ্রীহরিবিনোদ দাসাধিকারী।

ঢাকা—৭৮।১ ভগবৎসঙ্ঘনিধি রোড, দি মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনিখিলপ্রভু দাসাধিকারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।